গবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্ত্তৃক

কলান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY

SUTTYA BADEE GHOSAL

With a Bengalee Translation.

কলিকাতা

ভূমিকা।

সংস্কৃত শাস্ত্র মধ্যে অধ্যাত্ম রামায়ণ, বাল্মীকি রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এই চারিখানি রামায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত রামায়ণ খানি ভগবান্ বেদ-ব্যাসের রচনা। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত উমামহেশ্বর সংবাদ অবলম্বনে এই গ্রন্থের সৃষ্টি। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাল্মীকি রামায়ণ সংসারে সকলের নিকট সুপরিচিত, বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় আবাল বনিতা বৃদ্ধ সকলেই ইহার প্রতি সমচিত্ত সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে; সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। অদ্ভুত রামায়ণে সহস্র স্কন্ধ রাবণ-বধ-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়া কবির অদ্ভুত রচনা শক্তির পরিচয় প্রকাশিত হই-য়াছে। যোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করাই যোগবাশি-ষ্ঠের উদ্দেশ্য। ইহা মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-দিগের উপজীব্য ও সেব্য। ভগবান্ রামচন্দ্র এই গ্রন্থের প্রশ্নকর্তা এবং সূক্ষ্মদর্শী পরমার্থতত্ত্ববিৎ বশিষ্ঠদেব মীমাংসক। কবি সুযোগ্য গুরুশিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে সংসারের অনিত্যতা, মায়ার শক্তি, জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, কর্ম্মের অধিকার, জীবের ভোগ, পুত্র পরি-বারাদির অসারতা, বিষয়ের অসত্যতা প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়া আপনার অনুপম ক্ষমতা ও কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক, এই গ্রন্থ যতবার অনুশীলন, ও আবৃত্তি করা যায়, যত ইহার মর্ম্মাববোধ করিবার জন্য চেষ্টা করা যায়, ততই ইহার উপা-দেয়ত্ব ও নূতনত্ব দেখা গিয়া থাকে, এবং অন্তঃকরণে ধিক্কার ও জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া পরম পবিত্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে।

জ্ঞানগুরু বাল্মীকি বৈরাগ্য, মুমুক্ষুব্যবহার, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্ব্বাণ এই ছয়টী বিষয় লইয়া গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রন্থের অধিকাংশ স্থল বেদান্ত ও দর্শনের ছায়াস্বরূপ, সুতরাং প্রতিপাদ্য বিষয় অপেক্ষাকৃত কঠিন। কেবল, মূলের অনুবাদ প্রকাশ করিলে সাধারণের পক্ষে উহা দুর্ব্বোধ হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ ও অর্থ সংলগ্ন রাখিতে গিয়া আমাকে প্রয়োজনীয় অনেকস্থলে নিজের, না হয় টীকাকারদিগের অভিপ্রায় যোজনা করিতে হইয়াছে। পাঠকগণ যেসকল স্থল বন্ধনীর মধ্যগত, তাহা হয় আমার, না হয় ভিন্ন ভিন্ন টীকাকারদিগের অভিপ্রায় বলিয়া জানিবেন। ইতি

প্রকাশক।

ওঁ রামচন্দ্রায় নমঃ।

—

দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ।
যোবিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ। ১।
অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যামিতি যস্যাস্তি নিশ্চয়ঃ।
নাত্যন্তজ্ঞো নোতজ্ঞো সোঽস্মিন্ শাস্ত্রে ঽধিকারবান্। ২।
আসীনমেকান্তে বাল্মীকিং সর্ব্বদর্শিনং।
পপ্রচ্ছ প্রণতো ভূত্বা ভরদ্বাজো মৃদুস্বরং। ৩।
ভগবন্ জ্ঞাতুমিচ্ছামি কথং সংসারসংকটে।
রামো ব্যবহৃতো হ্যস্মিন্ কারুণ্যাৎ ব্রূহি মে গুরো। ৪।

যে বিভু অবভাসাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রতিবিম্বরূপে স্থিত হইয়া স্বর্গে, আকাশে, ভূমিতে এবং আমার বাহ্যাভ্যন্তরে প্রকাশমান আছেন, আমি সেই সর্ব্বাত্মাকে নমস্কার করি। ১। আমি বদ্ধ আছি মুক্ত হইব এই প্রকার যাহার নিশ্চয়, অথচ যে ব্যক্তি অত্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানী কিম্বা ব্রহ্ম বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞও নহে, তিনি এই শাস্ত্রে অধিকারী। (সিদ্ধ জ্ঞানির শাস্ত্রাদিতে প্রয়োজন না থাকাতে তিনি এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির অসম্ভাবনাপ্রযুক্ত মূঢ় বুদ্ধিও ইহার অধিকারী নহেন)। ২। ভরদ্বাজ নামে মুনি নির্জ্জনে উপবিষ্ট সর্ব্বত্র সমানদর্শি গুরু বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া মৃদু স্বরে (এই কথা) জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩। হে গুরো! এই সংসারসংকটে রামচন্দ্র কি প্রকার ব্যবহার করিলেন, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৪।

বাল্মীকিরুবাচ।

সাধু বৎস ভরদ্বাজ যোগ্যোসি কথয়ামি তে।
শ্রুতেন যেন সম্মোহমলং দূরে করিষ্যসি। ৫।
ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অপুনঃস্মরণং সাধো মন্যে বিস্মরণং বরং। ৬।
দৃশ্যংনাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জ্জনং।
সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্না পরানির্ব্বাণনির্ব্বৃতিঃ। ৭।
অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ।
ভবত্যকৃত্রিমজ্ঞানাৎ কল্পৈরপি ন নির্ব্বৃতিঃ। ৮।
অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ স এব বিমলক্রমঃ। ৯।

বাল্মীকি কহিলেন। হে বৎস! তুমি সাধু এবং যোগ্য, তোমাকে রাম-বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। যে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তোমার মোহ দূরীভূত হইবে। ৫। আকাশের নীল ও পীতবর্ণে যেরূপ ভ্রম হয় সেই প্রকার ব্রহ্মেতে জগতের ভ্রম হইয়া থাকে, জন্ম মরণ দ্বারা এই ভ্রমের পুনঃ পুনঃ স্মরণ অপেক্ষা ভ্রমনাশ দ্বারা জগতের বিস্মরণ ভাল। ৬। দৃশ্য বস্তু মিথ্যা ভ্রমমাত্র,—নাই, এই নিশ্চয় বোধ দ্বারা মনের দৃশ্য বস্তু মার্জ্জন অর্থাৎ যদি নাশ হয়, তবে নির্ব্বাণ দ্বারা পরম নির্ব্বৃতি লাভ হইয়া থাকে। ৭। মনের এই দৃশ্য বস্তু ভ্রম ত্যাগ ব্যতিরেকে শাস্ত্র গর্ত্তে লুণ্ঠনকারী তোমাদিগের বহুকল্পেও অকৃত্রিম জ্ঞান ভিন্ন তত্ত্ব জ্ঞান প্রকাশ ও নির্ব্বৃতি হইবে না। ৮।

সৎলোকে বলিয়া থাকেন যে, অশেষ প্রকারে বাসনার যে পরিত্যাগ তাহাই উত্তম মোক্ষ। সেই বাসনা ত্যাগই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন। ৯। বাসনা

বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মনো হেতুঃ শুদ্ধা জন্মবিনাশিনী। ১০।
অজ্ঞানসুঘনাকারা ঘনাহংকারশালিনী।
পুনর্জ্জন্মকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ। ১১।
পুনর্জ্জন্মান্তরং ত্যক্ত্বা স্থিতা সংভৃষ্টবীজবৎ।
দেহার্থং ধ্রিয়তে জ্ঞাতজ্ঞেয়া শুদ্ধেতি চোচ্যতে। ১২।
যে শুদ্ধবাসনা ভূয়ো ন জন্মানর্থভাজনং।
জ্ঞাতজ্ঞেয়াস্ত উচ্যন্তে জীবন্মুক্তমহাধিয়ঃ। ১৩।
জীবন্মুক্তিপদং প্রাপ্তো যথা রামো মহামনাঃ।
তত্তেহং শৃণু বক্ষ্যামি জরামরণশান্তয়ে। ১৪।
বিদ্যাগৃহাবিনিষ্ক্রম্য রামোরাজীবলোচনঃ।
দিবসান্যনয়দ্গেহে লীলাভিরকুতোভয়ঃ। ১৫।

দুই প্রকার, শুদ্ধা আর মলিনা। মলিনা যে বাসনা, সেই জন্মের কারণ। শুদ্ধা যে বাসনা, সেই জন্ম নাশের কারণ। ১০। পণ্ডিতেরা বলেন, যে বাসনা অজ্ঞান দ্বারা দৃঢ় ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ করে, সেই অহংবুদ্ধিযুক্ত বাসনার নাম মলিনা, তাহা জন্মের কারণ। ১১। যে বাসনা পুনর্জ্জন্ম হইবে এমত ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দেহরক্ষার্থ ভৃষ্ট বীজের ন্যায় তদনুরূপ ধারণ করিয়া থাকে, সেই বাসনা শুদ্ধা, ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ; জ্ঞানিরা বলেন, যেমত দগ্ধবীজে অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ সে বাসনা হইতে জন্ম হয় না। ১২। যে ব্যক্তি এইরূপ শুদ্ধবাসনাযুক্ত তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। লোকে বলিয়া থাকে সেই ব্যক্তি মহাবুদ্ধি এবং জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত। ১৩।

হে ভরদ্বাজ! যে প্রকারে মহামনা রামচন্দ্র জীবন্মুক্তিপদ পাইয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণকর। ইহা শ্রবণ করিলে জরামরণ শান্তি হইবে। ১৪। রাজীবলোচন রামচন্দ্র বশিষ্ঠ গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাসের পর

অথ গচ্ছতি কালে তু রামস্য গুণশালিনঃ।
তীর্থপুণ্যাশ্রমশ্রেণী দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠিতং মনঃ। ১৬।
রাঘবশ্চিন্তয়িত্বেবং ব্যুৎপত্য চরণৌ পিতুঃ।
হংসঃ পদ্মাবিব নবৌ জগ্রাহ নখকেশরৌ। ১৭।

রাম উবাচ।

তীর্থানি দৈবসদ্মানি বনান্যায়তনানি চ।
দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠিতং নাথ মমেদং তাত মানসং। ১৮।
তদেতামর্থিতাং পূর্ব্বাং সফলাং কর্ত্তুমর্হসি।
ন সোহস্তি ভুবনে নাথ ত্বয়া যোহর্থী ন মানিতঃ। ১৯।
ইতি সংপ্রার্থিতো রাজা বশিষ্ঠেন সমং তদা।
বিচার্য্যামুঞ্চদেবৈনং রামং প্রথমমর্থিনং। ২০।

বিদ্যাগৃহ হইতে নির্গত হইয়া, লীলা প্রভাবে অকুতোভয়ে কতকদিন স্বগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ১৫। তদনন্তর কিয়ৎকাল গত হইলে, তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম-পরম্পরা দর্শন করিবার জন্য গুণবান্ রামের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইল।১৬। রামচন্দ্র এই প্রকার চিন্তা করিয়া, হংস যেমন আমোদপূর্ব্বক নূতন পদ্ম প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আহ্লাদে নখরূপ কেশরযুক্ত পিতৃপাদপদ্ম গ্রহণ করিলেন। ১৭।

রাম কহিলেন। হে নাথ! তীর্থসকল, দেবগৃহাদি, বিস্তৃত কাননরাজি দর্শনার্থে আমার মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। ১৮। হে নাথ! আমার প্রথম প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ত্রিভুবনে এমত যাচক নাই যে, তোমার নিকটে যাচ্ঞা করিয়া পূর্ণকাম না হয়। ১৯।

রাজা রাম কর্ত্তৃক এই প্রকার প্রার্থিত হইয়া, বশিষ্ঠ গুরুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রথম যাচক রামচন্দ্রকে তীর্থ দর্শনার্থে অনুমতি প্রদান করিলেন। ২০।

শুভে নক্ষত্রদিবসে ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ।
নিরগাৎ স্বগৃহাৎ তস্মাত্তীর্থযাত্রার্থমুদ্যতঃ। ২১।
অথারভ্য স্বকাত্তস্মাৎ ক্রমাৎ কোশলমণ্ডলাৎ।
স্নানদানজপধ্যানপূর্ব্বকং স দদর্শ তু। ২২।
নদী স্তীর্থানি পুণ্যানি বনান্যায়তনানি চ।
জঙ্গমানি দিনান্তেষু তটান্যপি মহীভৃতাং। ২৩।
অমরকিন্নরমানবমানিতঃ সমবলোক্য মহীমখিলামিমাং।
উপযযৌ স্বগৃহং রঘুনন্দনোবিহৃতদিক্‌শিবলোকমিবেশ্বরঃ। ২৪।
লাজপুষ্পাঞ্জলিব্রাতৈর্বিকীর্ণঃ পুরবাসিভিঃ।
প্রবিবেশ পুরীং শ্রীমান্ জয়ন্তঃ পিষ্টপং যথা। ২৫।
উবাস স সুখং গেহে ততঃ প্রভৃতি রাঘবঃ।
বর্ণয়ন্ বিবিধাকারান্ দেশাচারানিতস্ততঃ। ২৬।

রামচন্দ্র শুভ নক্ষত্র দিনে লক্ষণ শত্রুঘ্ন সহিত উদ্‌যুক্ত হইয়া স্বগৃহ হইতে তীর্থ যাত্রার্থ গমন করিলেন। ২১। তদনন্তর স্বরাজ্য অযোধ্যা আরম্ভ করিয়া তীর্থ সকল দর্শন এবং সেই সেই তীর্থেতে স্নান, দান, জপ ও ধ্যান করিতে লাগিলেন। ২২। তিনি নদী, তীর্থ, পুণ্য বন স্থান ও জঙ্গম প্রভৃতি এবং দিনান্তকালে মহীভৃদ্দিগের প্রান্তপ্রদেশ সকল দর্শন করিলেন। ২৩। দেবতা কিন্নর, মনুষ্যাদি সকলের মান্য রঘুনন্দন রাম ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবী দর্শনপূর্ব্বক মহাদেব যেমত চতুর্দ্দিকে বিহার করিয়া শিবলোকে উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাহার ন্যায় স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। ২৪। শ্রীরামচন্দ্র পুরবাসী লোক কর্ত্তৃক লাজাঞ্জলি ও পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা বিকীর্ণ্যমান হইয়া, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত যেমত স্বর্গ প্রবেশ করেন, সেইরূপে পুরপ্রবেশ করিলেন। ২৫। পরে রামচন্দ্র যেরূপ নানা প্রকার দেশাচার দর্শন করিয়াছিলেন, সকলের নিকটে সেইরূপ বর্ণনা করত সুখে গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ২৬।

প্রাতরুত্থায় রামোঽসৌ কৃত্বা সন্ধ্যাং যথাবিধি।
সভাসংস্থং দদর্শেন্দ্রসমং স্বপিতরং তদা। ২৭।
কথাভিঃ সুবিচিত্রাভিঃ স বশিষ্ঠাদিভিঃ সহ।
স্থিত্বা দিনচতুর্ভাগং জ্ঞানগর্ব্বাভিরাদৃতঃ। ২৮।
জগাম পিত্রানুজ্ঞাতো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ।
বরাহমহিষাকীর্ণং বনমাখেটকেচ্ছয়া। ২৯।
তত আগত্য সদনে কৃত্বা স্নানাদিকং ক্রমং।
সমিত্রবান্ধবোভুক্ত্বা নিনায় সসুহৃন্নিশাং। ৩০।
এবং দিব্যসমাচারো ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ।
আগত্য তীর্থ যাত্রায়াঃ সমুবাস পিতুর্গৃহে। ৩১।
নৃপতিসংব্যবহারমনোজ্ঞয়া স্বজনচেতসি চন্দ্রিকয়ানয়া।
পরিনিনায় দিনানি স চেষ্টয়া স্রুতসুধারসপেশলয়ানঘ। ৩২।

তিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া সভায় গিয়া ইন্দ্রতুল্য পিতাকে দর্শন করিলেন। ২৭।

সেই সভাতে রাম আদৃত হইয়া, এক প্রহর কাল বশিষ্ঠাদির সহিত তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া। ২৮। পিতার অনুজ্ঞাতে মহৎ সেনা পরিবৃত হইয়া, মৃগয়া করিবার উদ্দেশে বরাহমহিষাদিসমাকীর্ণ বনে প্রবেশ করিলেন। ২৯। পরে মৃগয়া হইতে গৃহে আগমনপূর্ব্বক ক্রমশঃ স্নানাদি করণানন্তর বন্ধুবান্ধবের সহিত ভোজন করিয়া, সুহৃৎগণ সমভিব্যাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। ৩০। এই প্রকার দিব্য-আচার-সম্পন্ন রামচন্দ্র তীর্থযাত্রা হইতে আগমন করিয়া, ভ্রাতাদিগের সহিত পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ৩১। হে নিষ্পাপ! সেই রামচন্দ্র, ক্ষরিত সুধারসের ন্যায় কোমল এবং রাজব্যবহারের উপযুক্ত অথচ জ্যোৎস্নার ন্যায় স্বজনের মনোরঞ্জক কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা বহুদিন যাপন করিতে লাগিলেন। ৩২। তদনন্তর

অথোনষোড়শে বর্ষে বর্ত্তমানোরঘূদ্বহঃ।
জগামানুদিনং কার্শ্যং শরদীবামলং সরঃ। ৩৩।
ক্রমাদস্য বিশালাক্ষং পাণ্ডুতাং মুখমাদদে।
পাকফুল্লদ্দলং শুক্লং সালিমালমিবাম্বুজং। ৩৪।
কপোল-তল-সংলীঢ়-পাণিঃ পদ্মাসনস্থিতঃ।
চিন্তাপরবশ স্তূষ্ণীমব্যাপারো বভূব হ। ৩৫।
কৃশাঙ্গশ্চিন্তয়া যুক্তঃ খেদী পরমদুর্ম্মনাঃ।
নোবাচ কস্যচিৎ কিঞ্চিৎ লিপিকর্ম্মার্পিতোপমঃ। ৩৬।
খেদাৎ পরিজনেনাসৌ প্রার্থ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
চকারাহ্নিকমাচারং পরিম্লানমুখাম্বুজঃ। ৩৭।
পুত্র কা তে ঘনা চিন্তা ত্বেবং দশরথে নৃপে।
পৃচ্ছতি স্নিগ্ধয়া বাচা কৃত্বোৎসঙ্গে পুনঃ পুনঃ। ৩৮।

রামচন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে তিনি শরৎকালীন নির্ম্মল সরোবরের ন্যায় দিন দিন কৃশ হইতে লাগিলেন। ৩৩। রামচন্দ্রের বিশাল চক্ষুযুক্ত মুখ, ক্রমে ক্রমে পরিপাকেতে প্রফুল্লদল ভ্রমরযুক্ত শুক্ল পদ্ম যেপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ হয়, সেইরূপ পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল। ৩৪। তিনি গণ্ডস্থলে হস্ত রাখিয়া পদ্মাসনে স্থিত হইয়া, চিন্তাপরিপূর্ণচিত্তে মৌনভাবে ক্রিয়াশূন্য হইয়া রহিলেন। ৩৫। (কৃশাঙ্গ রামচন্দ্র সেসময়ে) বিমনা এবং খেদযুক্ত হইয়া, চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় থাকিতেন, কাহাকেও ভাল মন্দ কিছুই বলিতেন না। ৩৬। পরিজনেরা ক্ষুব্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রকে নিত্য কর্ম্মের জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি ম্লানমুখে তাহা সম্পন্ন করিতেন। ৩৭। রাজা রামচন্দ্রকে এইরূপ খিন্নচিত্ত দেখিয়া,ক্রোড়ে করত স্নিগ্ধবাক্য দ্বারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুত্র! তোমার ঘন ঘন কি চিন্তা উপস্থিত হয় বল,।৩৮

ন কিঞ্চিত্তত মে দুঃখমিত্যুক্ত্বা পিতুরঙ্কগঃ।
রামোরাজীবপত্রাক্ষস্তূষ্ণীমেব স্ম তিষ্ঠতি। ৩৯।
এতস্মিন্নেব কালে তু বিশ্বামিত্র ইতি শ্রুতঃ।
মহর্ষিরভ্যযাদ্দ্রষ্টুং তমযোধ্যানরাধিপং। ৪০।
তং দৃষ্ট্বা মানিতং লক্ষ্যা নিবেদ্য স্বর্ণবিষ্টরং।
প্রহৃষ্টবদনো রাজা স্বয়মর্ঘ্যং ন্যবেদয়ৎ। ৪১।
উপবিষ্টায় তস্মৈ স বিশ্বামিত্রায় ধীমতে।
পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ গাশ্চৈব ভূয়োভূয়ো ন্যবেদয়ৎ। ৪২।
অর্চ্চয়িত্বা তু বিধিবদ্বিশ্বামিত্রমভাষত।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতোভূত্বা ইদং প্রীতমনা নৃপঃ। ৪৩।
অশঙ্কিতোপনীতেন ভাস্বতা দর্শনেন তে।
সাধো স্বনুগৃহীতাঃ স্মো রবিণেবাম্বুজাকরাঃ। ৪৪।

কমললোচন রামচন্দ্র এই কথা বলিলেন, হে তাত! আমার কিছু দুঃখ নাই, ইহা বলিয়া পিতৃক্রোড়ে তূষ্ণীম্ভাবে থাকিলেন। ৩৯। এই সময়ে বিশ্বামিত্র নামে মহর্ষি অযোধ্যারাজ-দর্শনার্থে আগমন করিলেন। ৪০। রাজা মুনিকে দেখিয়া পূজা করিয়া স্বর্ণাসন প্রদানানন্তর প্রহৃষ্টবদনে অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। ৪১। মহাজ্ঞানী বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলে, রাজা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পাদ্য, অর্ঘ্য এবং গাভী সকল প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। ৪২। তিনি বিধানক্রমে বিশ্বামিত্রকে পূজা করিয়া প্রীতিপূর্ণান্তঃকরণে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া এই বাক্য কহিলেন। ৪৩।

হে সাধো! তোমার দর্শন পাইব এমত সম্ভাবনা ছিল না, ভাগ্যক্রমে চিত্তপ্রকাশক তোমার দর্শন পাইয়া রবিকরসংযোগে পদ্ম যেরূপ প্রফুল্লিত হইয়া থাকে আমি তদনুরূপ অনুগৃহীত হইয়াছি। ৪৪।

যদনাদি যদক্ষুণ্ণং যদপায়বিবর্জিতং।
তদানন্দসুখং প্রাপ্তমদ্য ত্বদ্দর্শনান্মুনে। ৪৫।
যথামৃতস্য সংপ্রাপ্তির্যথা বর্ষমবর্ষণে।
যথান্ধস্যেক্ষণপ্রাপ্তির্ভবদাগমনং তথা। ৪৬।
যথা হর্ষোনভোগত্যা মৃতস্যাপুনরাগমাৎ।
তথা ত্বদাগমাদ্ব্রহ্মন্ স্বাগতং তে মহামুনে। ৪৭।
কশ্চ তে পরমঃ কামঃ কিঞ্চ তে করবাণ্যহং।
প্রাপ্তভূতোসি মে বিপ্র প্রাপ্তঃ পরমধার্ম্মিকঃ। ৪৮।
গঙ্গাজলাভিষেকেণ যথা প্রীতির্ভবেন্মম।
তথা ত্বদ্দর্শনাৎ প্রীতিরন্তঃশীতয়তীব মাং। ৪৯।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধোবীতরাগোনিরাময়ঃ।
ইদমত্যদ্ভুতং ব্রহ্মন্ যদ্ভবান্ মামুপাগতঃ। ৫০।

হে মুনে! যে ব্রহ্মানন্দ সুখের আদি নাই, যাহা অক্ষুণ্ণ ও নাশ-বিরহিত, তোমার সন্দর্শন হেতু অদ্য আমি সেই সুখ প্রাপ্ত হইলাম।৪৫। (মৃত ব্যক্তি) অমৃত পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হয়, অনাবৃষ্টি হইলে (লোকের) যেরূপ সুখ হয়, তোমার দর্শনে আমার সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে।৪৬। মৃত ব্যক্তিকে শূন্য পথ দিয়া আসিতে দেখিলে যেরূপ (আনন্দ) হয়, হে ব্রহ্মন্! তোমার আগমনহেতু আমার পক্ষে সেইপ্রকার হইয়াছে। হে মহামুনে! আপনার কুশল ত? ।৪৭। হে বিপ্র! তোমার অভিপ্রায় কি বল, এবং আমায় কি করিতে হইবে আদেশ কর। (অদ্য আমার এখানে) পরম ধার্ম্মিক বিপ্রের আগমন হইয়াছে।৪৮। গঙ্গাজলাভিষেক দ্বারা আমার যেরূপ প্রীতি হইয়া থাকে, (অদ্য) তোমার দর্শন হেতু আমার অন্তর সেইরূপ শীতল হইয়াছে।৪৯। হে ব্রহ্মন্! তুমি ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ, রাগ ও রোগাদির অধীন নহ, (অতএব) তুমি যখন আমার নিকটে উপস্থিত

যৎ কার্য্যং যেন চার্থেন প্রাপ্তোসি মুনিপুঙ্গব।
কৃতমেব হি তদ্বিদ্ধি ত্বং মান্যোসি ভৃশং মম। ৫১।
তচ্ছ্রুত্বা রাজসিংহস্য বাক্যমদ্ভুতবিস্তরং।
হৃষ্টরোমা মহাতেজা বিশ্বমিত্রোভ্যভাষত। ৫২।
সদৃশং রাজশার্দূল তবৈবৈতন্মহীতলে।
মহাবংশপ্রসূতস্য বশিষ্ঠবশবর্ত্তিনঃ। ৫৩।
অহং নিয়মমাতিষ্ঠে সিদ্ধ্যর্থং পুরুষর্ষভ।
তস্য বিঘ্নকরা ঘোরা রাক্ষসা মম সংস্থিতাঃ।
ত্রাতুমর্হসি মামার্ত্তং শরণার্থিনমাগতং। ৫৪।
তবাস্তি তনয়ঃ শ্রীমান্ গুপ্তশার্দূলবিক্রমঃ।
মহেন্দ্রসদৃশো বীর্য্যে রামোরক্ষোবিদারণঃ। ৫৫।

হইয়াছ, তখন ইহা আমি অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ করিতেছি। ৫০। হে মুনিপুঙ্গব! তুমি যে কার্য্য ও যে প্রয়োজন সাধনের জন্য উপস্থিত হইয়াছ, (জানিও) সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে; (কারণ) তুমি আমার প্রধান মাননীয়।৫১। মহাতেজা বিশ্বামিত্র রাজসিংহের এই প্রকার আশ্চর্য্য প্রকার বিস্তর বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।৫২। হে রাজশ্রেষ্ঠ! তুমি পৃথিবীতে যেরূপ মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এবং তুমি যেরূপ বশিষ্ঠদেবের অনুগত, তাহাতে তোমার পক্ষে এরূপ উক্তি অনুচিত নয়।৫৩। হে পুরুষপ্রধান! আমি সিদ্ধ হইবার উদ্দেশে নিয়মাবলম্বন করিয়াছি, (কিন্তু) ক্রূর রাক্ষসেরা তাহার বাধা দিতেছে; আমি সেই কারণে পীড়িত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর।৫৪। তোমার পুত্র রামচন্দ্র ইন্দ্রের ন্যায় বীর্য্যসম্পন্ন, শার্দ্দূলের ন্যায় তিনি গুপ্তবিক্রমে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি জানি, সেই রামচন্দ্রই রাক্ষস বিনাশে সমর্থ।৫৫।

তং পুত্রং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমং।
কাকপক্ষধরং শূরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি। ৫৬।
শক্তোহ্যেষ ময়া গুপ্তো দিব্যেন স্বেন তেজসা।
রাক্ষসা যেঽপকর্ত্তারস্তেষাং যুধি বিনিগ্রহে। ৫৭।
ন চ পুত্রকৃতং স্নেহং কর্ত্তুমর্হসি পার্থিব।
ন তদস্তি জগত্যস্মিন্ যন্ন দেয়ং মহাত্মনাং। ৫৮।
হন্ত তে প্রতিজানামি হতাংস্তান্ বিদ্ধি রাক্ষসান্।
নহ্যস্মদাদয়ঃ প্রাজ্ঞঃ সন্দিগ্ধে সংপ্রবৃত্তয়ঃ। ৫৯।
অহং বেদ মহাত্মানং রামং রাজীবলোচনং।
বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজা যে চান্যে দীর্ঘদর্শিনঃ। ৬০।
যদি ধর্ম্মো মহত্ত্বঞ্চ যশস্তে মনসি স্থিতং।
তন্মহ্যং স্বমভিপ্রেতমাত্মজং দাতুমর্হসি। ৬১।

হে রাজশার্দ্দূল! তুমি আমাকে তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র কাকপক্ষধারি, সত্য-পরাক্রম, বলবান্ রামচন্দ্রকে প্রদান কর।৫৬। তিনি আমার দিব্যতেজপ্রভাবে সুরক্ষিত হইয়া আমার বিপক্ষ রক্ষদিগকে রণস্থলে নিপাতিত করিতে পারিবেন। ৫৭।

হে পার্থিব! তুমি পুত্রের উদ্দেশে স্নেহ প্রকাশ করিও না। আমি জানি, মহাত্মা লোকের অদেয় কিছুই নাই।৫৮। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে, রামচন্দ্র নিশ্চয়ই রক্ষকুল নির্ম্মূল করিবেন। (তুমি জানিও) আমাদের ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সন্দিগ্ধ কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হন না।৫৯। রাজীবলোচন মহাত্মা রামচন্দ্রকে আমি জানি এবং বশিষ্ঠাদি দীর্ঘদর্শী অন্যান্য মহাতেজস্বী ঋষিগণও বিলক্ষণ জানিয়াছেন।৬০। যদি ধর্ম্ম, মহত্ত্ব ও যশের বাসনা তোমার অন্তঃকরণে থাকে, তবে আমার বাঞ্ছিত তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাকে প্রদান কর।৬১।

ইত্যেবমুক্ত্বা ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ।
বিররাম মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মুনীশ্বরঃ। ৬২।
তচ্ছ্রুত্বা রাজশার্দূলো বিশ্বামিত্রস্য ভাষিতং।
মুহূর্ত্তমাসীন্নিশ্চেষ্টঃ সদৈন্যঞ্চেদমব্রবীৎ। ৬৩।
ঊনষোড়শবর্ষোয়ং রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি রাক্ষসৈঃ সহ। ৬৪।
ইয়মক্ষৌহিণী সেনা যস্যাঃ পতিরহং স্থিতঃ।
তয়া পরিবৃতো যুদ্ধং দাস্যামি পিশিতাশিনাং। ৬৫।
বলো রামস্ত্বনীকেষু ন জানাতি বলাবলং।
অন্তঃপুরাদৃতে দৃষ্টা নানেনান্যা রণাবনিঃ। ৬৬।
নববর্ষসহস্রাণি মম জাতস্য কৌশিক।
দুঃখেনোৎপাদিতা হ্যেতে চত্বারঃ পুত্রকাম্যয়া। ৬৭।

ধর্ম্মাত্মা মহাতেজা মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র রাজা দশরথকে এই প্রকার ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। ৬২। রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ বিশ্বামিত্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কাতরবাক্যে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৬৩। পদ্মলোচন রামচন্দ্রের বয়স পঞ্চদশ বর্ষমাত্র, রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা অদ্যাপি দেখিতে পাই না। ৬৪। আমি (বরং) এই অক্ষৌহিণী সেনার সেনাপতি হইয়া উহাদিগের সমভিব্যাহারে রাক্ষসদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত আছি। ৬৫। (বিশেষতঃ) রামচন্দ্র নিতান্ত বালক, সৈন্যদিগের বলাবল বিষয়ে কিছুই অবগত নহে। অন্তঃপুরভূমি ভিন্ন রণভূমি এপর্য্যন্ত তাহার নয়নগোচর হয় নাই। ৬৬। হে কৌশিক! আমি নয় হাজার বৎসর বয়সে পুত্রকামনার্থ কত প্রকার যজ্ঞাদি করিয়া অনেক কষ্টে এই চারিটী পুত্র সন্তান পাইয়াছি। ৬৭।

প্রধানভূতস্তেষ্বেব রামঃ কমললোচনঃ।
তং বিনাপি ত্রয়ো হ্প্যন্যে ধারয়ন্তি ন জীবিতং। ৬৮।
সএব রামো ভবতা নীয়তে রাক্ষসান্ প্রতি।
যদি তৎ পুত্রহীনং ত্বং মৃতমেবাশু বিদ্ধি মাং। ৬৯।
অন্যচ্চ যদি তে বিঘ্নং করোতি হি স রাবণঃ।
ততো যুধি ন শক্তাঃস্মো বয়ং তস্য দুরাত্মনঃ। ৭০।
কালে কালে পৃথগ্ ব্রহ্মন্ ভূরিবীর্য্যবিভূতয়ঃ।
ভূতেষ্বভ্যুদয়ং যান্তি প্রলীয়ন্তে চ কালতঃ। ৭১।
তথাস্মিংস্তু বয়ং কালে রাবণাদিষু শত্রুষু।
ন সমর্থাঃ পুরঃ স্থাতুং নিয়তেরেষ নিশ্চয়ঃ। ৭২।
অয়মন্যতমঃ কালঃ পেলবীকৃতসজ্জনঃ।
রাঘবোহপি গতো দৈন্যং যত্র বার্দ্ধকজর্জ্জরঃ। ৭৩।

পুত্রদিগের মধ্যে রামচন্দ্রই প্রধান, ইহাকে দেখিতে না পাইলে অন্য তিনটী প্রাণধারণ করিবে না।৬৮। যদি সেই রামকে রাক্ষস বিনাশের জন্য লইয়া যাও, তাহা হইলে জানিও, রামবিরহে শীঘ্রই আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।৬৯। (অন্যদিকে দেখা যাইতেছে) যদি রাবণ তোমার বিঘ্নকারী হয়, তাহা হইলে সেই দুরাত্মার সহিত সংগ্রাম করিতে আমরা সমর্থ হইব না।৭০। হে ব্রহ্মন্! (দেখিতে পাওয়া যায়) যে কালে কত বিপুল বলশালী বীরগণ জন্মগ্রহণ এবং কত প্রকার অভ্যুদয় লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারাই আবার কালে লয় পাইয়া থাকে।৭১। আমরা এই কালে রাবণাদি শত্রুসমক্ষে উপস্থিত হইয়া যে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, এটী নিয়তির এই প্রকার স্থিরনিশ্চয়।৭২। এক্ষণে যে কালের অধিকার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সজ্জনেরা তৃণবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঘুবংশীয়েরাও বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণতা লাভ করিয়া দীন ভাব ধারণ করিয়াছে। ৭৩।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য স্নেহপর্য্যাকুলাক্ষরং।
সমন্যুঃ কৌশিকো বাক্যং প্রত্যুবাচ মহীপতিং। ৭৪।
করিষ্যামীতি সংশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি।
তদ্ভবান্ কেশরী ভূত্বা মৃগতামভিবাঞ্ছসি। ৭৫।
যদি ত্বমক্ষমো রাজন্ গমিষ্যামি যথা ক্ষমং।
হীনপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থঃ সুখী ভব সবান্ধবঃ। ৭৬।
তস্মিন্ কোপপরীতে তু বিশ্বামিত্রে মহাত্মনি।
চচাল বসুধা কৃৎস্না সুরাশ্চ ভয়মাবিশন্। ৭৭।
ক্রোধাভিভূতং বিজ্ঞায় জগন্মিত্রং মহামুনিং।
ধৃতিমান্ সুব্রতো ধীমান্ বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ। ৭৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ঈক্ষ্বাকুবংশজাতোঽসি স্বয়ং দশরথোঽপি সন্।
ন পালয়তি চেদ্বাক্যং কোঽপরঃ পালয়িষ্যতি। ৭৯।

দশথের স্নেহপরিপূর্ণ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৭৪। (হে রাজন্) তুমি বাক্য রক্ষা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া যে তাহা পরিত্যাগ করিতেছ, ইহাতে মৃগেন্দ্র হইয়া তোমার মৃগ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ হইতেছে। ৭৫। হে রাজন্! যদি ককুৎস্থবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, তাহা হইলে (তোমাকে আর কি বলিব) তুমি সবান্ধবে সুখ ভোগ করিতে থাক, আমি একজন ক্ষমবান্ রাজার নিকটে গমন করি। ৭৬। মহাত্মা বিশ্বামিত্র কোপযুক্ত হইলে নিখিল বসুমতী কম্পিত এবং সুরগণ পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। ৭৭। সুধীর সুব্রত বশিষ্ঠ লোকমিত্র বিশ্বামিত্রের এ প্রকার রোষাবেশ দেখিয়া রাজা দশরথকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৭৮। তুমি ইক্ষাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং (নিজক্ষমতায়) দশরথ নামে

যুষ্মদাদিপ্রণীতেন ব্যবহারেন জন্তবঃ।
মর্য্যাদাং ন বিমুঞ্চন্তি তাং ন হাতুং ত্বমর্হসি। ৮০।
গুপ্তং পুরুষসিংহেন জ্বলনেনামৃতং যথা।
কৃতাস্ত্রমকৃতাস্ত্রং বা নৈনং শক্ষ্যন্তি রাক্ষসাঃ। ৮১।

বাল্মীকিরুবাচ।

তথা বশিষ্ঠে ব্রুবতি রামভৃত্যজনান্ নৃপঃ।
কথং কীদৃক্স্থিতো রাম ইতি পপ্রচ্ছ বুদ্ধিমান্। ৮২।

জনা ঊচুঃ।

রামোর জীবপত্রাক্ষো যতঃ প্রভৃতি চাগতঃ।
স বিভু স্তীর্থযাত্রায়াস্ততঃ প্রভৃতি দুর্ম্মনাঃ। ৮৩।
যদ্বা প্রার্থনয়াস্মাকং নিজব্যাপারমাহ্নিকং।

খ্যাত হইয়াছ, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা পালন না কর, তবে বল, অন্য কোন্ ব্যক্তি নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে ? । ৭৯ ।

তোমাদিগের ন্যায় লোকদিগের কৃত ব্যবহারাদি দেখিয়া সাধারণ লোকে ধর্ম্মমর্য্যাদা অতিক্রম করে না, অতএব তোমার পক্ষে ইহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ৮০। অগ্নি দ্বারা অমৃত রক্ষিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ পুরুষসিংহ বিশ্বামিত্র দ্বারা রক্ষিত হইলে রামচন্দ্র অস্ত্রধারী হউন, বা নিরস্ত্র হউন, রাক্ষসেরা হিংসা করিতে সমর্থ হইবে না। ৮১। বশিষ্ট দেব এই কথা বলিলে পর, বুদ্ধিমান্ নৃপতি রামচন্দ্র এক্ষণে কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা তাঁহার ভৃত্যবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮২। তাহারা কহিল, যে কাল পর্য্যন্ত আমাদের প্রভু তীর্থযাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি দুঃখিতমনেই অবস্থিতি করিতেছেন।৮৩। আমরা যখন তাঁহার সায়ংকালীন আহ্নিক সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধার জন্য

সায়মম্লানবদনঃ করোতি ন করোতি চ। ৮৪।
কিং সম্পদা কিং বিপদা কিং গেহেন কিমীহিতৈঃ।
সর্ব্বমেবাসদিত্যুক্ত্বা তুষ্ণীমেবাবতিষ্ঠতি। ৮৫।
বস্ত্রযানাসনাদানপরাঙ্মুখতয়া তয়া।
পরিব্রাড়্ধর্ম্মিণং রাজন্ সোঽনুযাতি তপস্বিনং। ৮৬।
নাভিমানমুপাদত্তে নাভিবাঞ্ছতি রাজতাং।
নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখদুঃখানুবৃত্তিষু। ৮৭।
নীতমায়ুরনায়াসপদসংপ্রাপ্তিবর্জ্জিতৈঃ।
চেষ্টিতৈরিতি কাকল্যা ভুয়োভূয়ঃ প্রগায়তি। ৮৮।
আপদামেকমাবাসমভিবাঞ্ছতি কিং ধনং।
অনুশিষ্যেতি সর্ব্বস্বমর্থিভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি। ৮৯।

অনুরোধ করি, তিনি সেই সময়ে অম্লানবদনে কোন দিন তাহা করিয়া থাকেন, কোন দিনবা করেন না। ৮৪।

তিনি বলিয়া থাকেন, সম্পদে কি প্রয়োজন? বিপদে বা কি ক্ষতি? গৃহে বা প্রয়োজন কি? কার্য্যাদিরইবা আবশ্যকতা কি? সকলই মিথ্যা, এই কথা বলিয়া মৌনভাব ধারণ করিয়া থাকেন। ৮৫। হে রাজন্! রামচন্দ্র বসন, যান ও আসনাদির উপভোগ পরিত্যাগ করিয়া একপ্রকার নিরাশ্রম তপস্বিবৃত্তির অধীন হইয়াছেন। ৮৬। তাঁহার কোন বিষয়ে অভিমান, (এমন কি) রাজ্য ভোগেরও কামনা নাই। সুখ দুঃখে তাঁহার হর্ষক্ষোভ (কিছুমাত্র) দেখা যায় না। ৮৭। তিনি অনায়াসপ্রাপ্তব্য ব্রহ্মপদ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মদ্বারা পরমায়ু বৃথা ক্ষয় করিলাম বলিয়া, সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৮৮। ধন আপদের একমাত্র আশ্রয়, ইহা দ্বারা কি অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে? তিনি এই কথা বলিয়া মনকে শাসন করিয়া ধনরত্ন সকল অর্থিদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। ৮৯।

ন বিঘ্নঃ কিং মহাবাহো তস্য তাদৃশচেতসঃ।
কুর্ম্মঃ কমলপত্রাক্ষ গতিরত্র হি নো ভবান্। ৯০।
ঈদৃশঃ স্যান্মহাসত্ত্বঃ ক ইবাস্মিন্মহীতলে।
প্রাকৃতে ব্যবহারে তং যো নিবেশয়িতুং ক্ষমঃ। ৯১।

বিশ্বামিত্র উবাচ।

এবং চেৎ তং মহাপ্রজ্ঞা ভবন্তো রঘুনন্দনং।
ইহানয়ন্তু ত্বরিতা হরিণং হরিণা ইব। ৯২।
এষ মোহোরঘুপতে র্নাপদ্ভ্যো ন বিরাগতঃ।
বিবেকবৈরাগ্যকৃতো বোধ এষ মহোদয়ঃ। ৯৩।
এতস্মিন্ ত্যাজিতে যুক্ত্যা মোহে স রঘুনন্দনঃ।
বিশ্রান্তিমেষ্যতি পদে তস্মিঁল্লয়মিবোত্তমে। ৯৪।

হে মহাবাহো! আমরা এরূপ ভাবপূর্ণ রামচন্দ্রের অভিপ্রায় কিছুই অবগত নহি, তবে তিনি আমাদিগের গতি ইহা জানিয়া আমরা কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া থাকি। ৯০।

যিনি রামচন্দ্রকে প্রকৃত কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন, সংসারে সেরূপ মহাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কোথায়? ।৯১। বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি রামচন্দ্রের এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, তবে (সহচর) হরিণের সাহায্যে হরিণ যেরূপ ধৃত হয়, তাহার ন্যায় তোমরা বুদ্ধির সাহায্যে রামচন্দ্রকে এখানে আনয়ন কর। ৯২। রামচন্দ্রের যে মোহভাব দাঁড়াইয়াছে, ইহা কামনা, বা বিপদ হেতুক নহে; আমার বোধ হয়, বিবেকবৈরাগ্যের সাহায্যে যে বোধের উদয় হইয়া থাকে, ইহা তাহাই। ৯৩।

যুক্তির সাহায্যে এই মোহ দূরীভূত হইলে উত্তম অর্থাৎ কারণ যেরূপ কার্য্যে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় রামচন্দ্র ব্রহ্মপদে লীন হইবেন। ৯৪।

নিজাস্তু প্রকৃতামেব ব্যবহারপরম্পরাং।
পরিপূর্ণমনা মন্যে আচরিষ্যত্যখণ্ডিতাং। ৯৫।
এবং মুনীন্দ্রে ব্রুবতি পিতুঃ পাদাভিবন্দনং।
কর্ত্তুমভ্যাজগামাথ রামঃ কমললোচনঃ। ৯৬।
প্রথমং পিতরং পশ্চাৎ মুনীন্মান্যৈকমানিতান্।
ততোবিপ্রাংস্ততোবন্ধূন্ প্রণনাম ততোগুরূন্। ৯৭।
জগ্রাহ চ ততোদৃষ্ট্যা মনাঙ্ মূর্দ্ধ্না তথা গিরা।
রাজলোকেন বিহিতাং তাং প্রণামপরম্পরাং। ৯৮।
উৎসঙ্গে পুত্র তিষ্ঠেতি বদত্যথ মহীপতৌ।
ভূমৌ পরিজনাস্তীর্ণে সোহংশুকে সংন্যবেক্ষত। ৯৯।

দশরথ উবাচ।

পুত্র প্রাপ্তবিবেকস্ত্বং কল্যাণানাং তু ভাজনং।
জড়বজ্জীর্ণয়া বুদ্ধ্যা খেদোনাত্মনি দীয়তাং। ১০০।

জ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্ম পদার্থের (নিজের) অববোধ হইলে তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া পূর্ণান্তঃকরণে নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্যবহারাদির অনুসরণ করিবেন, আমার এরূপ বোধ হয়। ৯৫। মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্রের এই কথা বলিবার সময় কমলাক্ষ রামচন্দ্র পিতৃচরণ অভিবন্দন করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ৯৬। তিনি প্রথমে পিতৃচরণে, পশ্চাৎ মাননীয় ঋষিদিগের চরণে, তদনন্তর ব্রাহ্মণদিগের চরণে, পরে বন্ধু ও গুরুদিগের চরণে প্রণাম করিলেন। ৯৭। সভাস্থ রাজারাও তাঁহার প্রতি প্রণাম, মস্তক নমন ও সম্ভাষণ করিলেন। ৯৮। রাজা দশরথ (রামকে দেখিয়া) পুত্র, তুমি ক্রোড়দেশে উপবেশন কর, এই কথা বলিলে পরিজনেরা বিস্তৃত বস্ত্রাসন পাতিয়া দিল (এবং) তিনি তদুপরি উপবেশন করিলেন। ৯৯। দশরথ কহিলেন, হে পুত্র! তুমি

বৃদ্ধবিপ্রগুরুপ্রোক্তং ত্বাদৃশেনানুতিষ্ঠতা।
পদমাসাদ্যতে পুণ্যং স মোহমনুধাবতা। ১০১।
তাবদেবাপদোদূরে তিষ্ঠন্তি পরিপেলবাঃ।
যাবদেব ন মোহস্য প্রসরঃ পুত্র দীয়তে। ১০২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাজপুত্র মহাবাহো শূরস্ত্বং বিজিতাস্ত্বয়া।
দুরুচ্ছেদ্যা দুরারম্ভা অধমা বিষয়ারয়ঃ। ১০৩।
কিমতজ্জ্ঞ ইবাজ্ঞানাং যোগ্যে ব্যামোহসাগরে।
বিনিমজ্জসি কল্লোলবহুলে জাড্যশালিনি। ১০৪।

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কিংনিষ্ঠাঃ কে চ তে কেন কিয়ন্তঃ কারণেন বৈ।
আধয়ঃ প্রতিলুম্পন্তি মনোগেহমিবাখবঃ। ১০৫।

বিবেক প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি কল্যাণপাত্র; তোমাকে বলিতেছি যে, জড়ের ন্যায় জীর্ণবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে খিদ্যমান করিও না। ১০০। তোমার সদৃশ বিবেকীরাও প্রাচীন গুরু ও ব্রাহ্মণদিগের কথিত কার্য্য সকল অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য পদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, মোহাধীন হইলে পুণ্য সঞ্চয় ঘটে না। ১০১। হে পুত্র! যে কাল পর্য্যন্ত মোহের অধিকার না দাঁড়ায়, সে কাল পর্য্যন্ত সকল আপদ দূরে অবস্থান করিয়া থাকে। ১০২।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি (যথার্থ) বীর, যেহেতুক তুমি দুশ্ছেদ্য ও দুরারম্ভ জঘন্য বিষয় বৈরীকে জয় করিয়াছ। ১০৩। অজ্ঞানী যেরূপ বহুতরঙ্গময় জড়তাপূর্ণ মোহসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তুমি জ্ঞানী হইয়া সেরূপ হও কেন? । ১০৪।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে রামচন্দ্র! ইন্দুর যেরূপ গৃহদ্রব্য নাশ করে,

যথাভিমতমাশু ত্বং ব্রূহি প্রাপ্স্যসি রাঘব।
সর্ব্বএব পুনর্যেন ভেৎস্যন্তি ত্বাস্তু নাধয়ঃ। ১০৬।
ইত্যুক্তমস্য সুমতে রঘুবংশকেতু
রাকর্ণ্য বাক্যমুচিতার্থবিলাসগর্ব্বং।
তত্যাজ খেদমভিগর্জ্জতি বারিবাহে
বর্হী যথা নিজসমীহিতকার্য্যসিদ্ধিঃ। ১০৭
ইতি মহর্ষি বাল্মীকিয়ে মোক্ষোপায়ে বৈরাগ্যপ্রকরণে
বৈরাগ্যোৎপত্তির্নাম প্রথমঃ সর্গঃ। *। ১। *

সেইরূপ তোমার মনঃপীড়া তোমার মনগৃহ নষ্ট করিতেছে। তোমার মনঃপীড়া জন্মিবার কারণ কি? এবং তাহাই বা কি প্রকার? ।১০৫। তোমার অভিলাষ কি? আমাকে বল। যাহাতে মনঃপীড়া দূর হয়, আর ক্ষমতা প্রকাশ করিতে না পারে, আমি এরূপ উপায় বলিয়া দিতেছি।১০৬। রঘুবংশ-কেতু রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির মুখে অর্থগৌরবসম্পন্ন এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘ গর্জ্জন শ্রবণে ময়ূর যেরূপ আপনার কার্য্যসিদ্ধি মনে করিয়া মনো-মালিন্য বিসর্জ্জন করে, তাহার ন্যায় ঋষির কথায় কার্য্যসিদ্ধি বিবেচনা করিয়া মনঃক্ষোভ পরিহার করিলেন। ১০৭।

বাল্মীকিরুবাচ।

ইতি পৃষ্টোমুনীন্দ্রেণ সমাশ্বাস্য চ রাঘবঃ।
উবাচ বচনং চারু পরিপূর্ণার্থমন্থরং। ১।
ভগবন্ ভবতা পৃষ্টোযথাহমধুনা কিল।
কথয়াম্যহমজ্ঞোপি কোলঙ্ঘয়তি ত্বদ্বচঃ। ২।
অহং তাবদয়ং জাতোনিজেহস্মিন্ মন্দিরে পিতুঃ।
ক্রমেণ বৃদ্ধিং সংপ্রাপ্তঃ প্রাপ্তবিদ্যশ্চ সংস্থিতঃ। ৩।
ততঃ সদাচারপরো ভূত্বাহং মুনিনায়ক।
বিহৃতস্তীর্থযাত্রার্থ মুর্ব্বীমম্বুধিমেখলাং। ৪।
এতাবতা চ কালেন সংসারাস্থামিমাং হরন্।
প্রাদুর্ভূতো মনসি মে বিচারঃ সোহয়মীদৃশঃ। ৫।
কিন্নামেদং বত স্থখং যেন সংসারসংস্থিতিঃ।

বাল্মীকি বলিলেন, রাঘব এই প্রকারে মুনীন্দ্র বিশ্বামিত্রের বচনক্রমে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে অর্থযুক্ত মনোহর বাক্যে এই কথা বলিলেন। ১। হে ভগবন্! আমি যদিও অজ্ঞানী, তথাপি তুমি আমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার অনুরূপ উত্তর প্রদান করিব। যেহেতুক তোমার বাক্য কে লঙ্ঘন করিতে পারে? ২। আমি এই পিতৃমন্দিরে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমার বিদ্যালাভও হইয়াছে। ৩। হে মুনিনায়ক! তাহার পর সদাচারপরায়ণ হইয়া সমুদ্রবেষ্টিত নিখিল পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বহুবিধ তীর্থ দর্শন করিয়াছি। ৪। এই সময়ে সাংসারিক আস্থা দূরগত হইয়া আমার মনে এই প্রকার বিবেচনা দাঁড়াইয়াছে। ৫। যাহা দ্বারা সংসার স্থিতি করিয়া থাকে, সেই বিষয় সুখ কি প্রকার? সংসারে লোকে মৃত্যুর জন্য জন্মিয়া থাকে, এবং জন্মের জন্য মরিয়া থাকে (অর্থাৎ

জায়তে মৃতয়ে লোকো ম্রিয়তে জননায় চ। ৬।
অস্থিরাঃ সর্ব্ব এবেমে সচরাচরচেষ্টিতাঃ।
আপদাং পতয়ঃ পাপা ভাবাবিভবভূময়ঃ। ৭।
অয়ঃশলাকসদৃশাঃ পরস্পরমসঙ্গিনঃ।
শ্লিষ্যন্তে কেবলং ভাবা মনঃসংকল্পনাৎ স্বয়ং। ৮।
কিং মে রাজ্যেন ভোগৈশ্চ কোঽহং কিমিদমাগতং।
যন্মিথ্যৈবাস্তু তন্মিথ্যা কস্য নাম কিমাগতং। ৯।
এবং বিমৃষতো ব্রহ্মন্ সর্ব্বেষ্বেব ততো মম।
ভাবেষ্বরতিরায়াতা পথিকস্য মরুষ্বিব। ১০।
শাম্যতীদং কথং দুখমিতি তপ্তোঽস্মি চিন্তয়া।
জরদ্বৃক্ষ ইবোগ্রেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা। ১১।
সংসারদুঃখপাষাণ নীরন্ধ্রহৃদয়োঽপ্যহং।

জন্মিলে মৃত্যু ও মরিলে জন্ম হইয়া থাকে)। ৬। চরাচর-বেষ্টিত সমস্ত পদার্থ ও তাহাদের কার্য্য সকল অনিত্য, কিন্তু পাপকর্ম্ম সকল আপদ ও পুণ্যকর্ম্ম সকল সুখের কারণ। ৭। (স্ত্রী পুত্রাদি পদার্থ) লৌহশলাকার ন্যায় সঙ্গরহিত, কিন্তু মনের কল্পনা হেতু উহা সংযুক্ত হইয়া থাকে। ৮।

আমার রাজ্য ও ভোগে কি প্রয়োজন? আমি কে? উপস্থিত (ধনাদিই) বা কি? যাহা মিথ্যা, তাহা মিথ্যাই থাকুক, এ কাহার নাম? কোথা হইতেই বা আসিল? । ৯। হে ব্রহ্মন্! পথিক ব্যক্তির নির্জ্জন পথে যেরূপ বিরাগ জন্মে, আমারও চিন্তা করিতে করিতে সেইরূপ সকল বস্তুতে বিরাগ দাঁড়াইয়াছে। ১০। যেরূপ নীরস বৃক্ষ, কোটরস্থ অগ্নি দ্বারা সন্তাপিত হয়, আমিও সেইরূপ সংসার দুঃখাগ্নি কিরূপে শান্তি পাইবে, এই চিন্তায় দগ্ধ হইতেছি। ১১। সংসারে দুঃখরূপ পাষাণ আমার হৃদয়কে

নিজলোকভয়াদেব গলদ্বাষ্পং ন রোদিমি। ১২।
চিন্তানিচয়চক্রাণি নানন্দায় ধনানি মে।
সংপ্রভুতকলত্রাণি গৃহাণ্যগ্রাপদামিব। ১৩।
ইয়মস্মিন্ স্থিতোদারা সংসারে পরিপেলবা।
শ্রীর্মুনেঃ পরিমোহায় সাপি নূনং ন শর্ম্মদা। ১৪।
গুণাগুণবিচারেণ বিনৈব নিজপার্শ্বগং।
রাজপ্রকৃতিবন্মূঢ়া দুরারূঢ়াবলম্বতে। ১৫।
কর্ম্মণা তেন তেনৈব বিস্তারমনুগচ্ছতি।
দোষাশীবিষবেগস্য যৎ ক্ষীরং বিসরায়তে। ১৬।
তাবদেব মৃদুস্পর্শঃ পরে স্বে চ জনে জনঃ।
বাত্যয়েব হিমং যাবচ্ছ্রিয়া ন পরুষীকৃতঃ। ১৭।

নিয়ত অচ্ছিদ্র করিতেছে, আমি লোকলজ্জাভয়প্রযুক্ত রোদন করিতে পারিতেছি না। ১২। সংসারে অনেক পরিবার যেরূপ আপদের কারণ, সেইরূপ ধন সকল, প্রভূত চিন্তাচক্রের মূল; ইহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই। ১৩। সংসারে কোমল কলত্র এবং ঐশ্বর্য্য এ কেবল মোহের পরিচয়মাত্র; (বাস্তবিক) ইহাতে কিছুমাত্র সুখ নাই। ১৪। অমাত্যের দোষগুণ বিচার না করিয়া রাজার প্রকৃতি যেমন পার্শ্বস্থ লোকের প্রতি প্রতিফলিত হয়, শ্রীও সেইরূপ পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া যে কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৫। যেমন দুগ্ধ দ্বারা সর্প বিষের বেগ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ দূষিত কার্য্য দ্বারা লোকে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৬।

হিম যেরূপ স্বাভাবিক মৃদুস্পর্শ থাকে, কিন্তু বায়ুস্পর্শে তাহার গুণের ব্যত্যয় হয়, সেইরূপ কি আত্মীয়জন, কি অপর, ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে বিকৃত হইয়া থাকে। ১৭। (উজ্জ্বল) মণি যে প্রকার ধূলিমুষ্টি সংযোগে মলিন

প্রাজ্ঞাঃ শূরাঃ কৃতজ্ঞাশ্চ পেশলা মৃদবশ্চ যে।
পাংশুমুষ্ট্যেব মণয়ঃ শ্রিয়া তে পরুষীকৃতাঃ। ১৮।
শ্রীমান্‌জননিন্দ্যশ্চ শূরশ্চাপ্যবিকত্থনঃ।
সমদৃষ্টিঃ প্রভুশ্চেতি দুর্লভাঃ পুরুষাস্ত্রয়ঃ। ১৯।
মনোরমা কর্ষতি চিত্তবৃত্তিং কদর্থসাধ্যা ক্ষণভঙ্গুরা চ।
ব্যালাবলী গাত্রবিবৃত্তদেহা শ্বভ্রোত্থিতা পুষ্পলতেব লক্ষ্মীঃ। ২০।
আয়ুঃ পল্লবলোলাগ্রলম্বাম্বুক্ষণভঙ্গুরং।
উন্মত্তমিব সংত্যজ্য যাত্যকাণ্ডে শরীরকং। ২১।
বিষয়াশীবিষাসঙ্গপরিজর্জ্জরচেতসাং।
অপ্রৌঢ়াত্মবিবেকানামায়ুরায়াসকারণং ২২।

মূর্ত্তি ধারণ করে, সেই প্রকার প্রাজ্ঞ, বলবান্‌, কৃতজ্ঞ, সরলপ্রকৃতি, অথবা মৃদুলোকও ঐশ্বর্য্য সংযোগে মলিন হইয়া থাকে। ১৮। রূপবান্‌, অথচ লোকনিন্দাবর্জ্জিত, বলবান্‌, অথচ নিষ্ঠুরতাশূন্য, প্রভু, অথচ সকল (ভৃত্যের প্রতি) সমান দৃষ্টি, এরূপ তিনটী মনুষ্য (সংসারে) দুর্লভ। ১৯। সর্প সকল যেরূপ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা আপনার শরীরের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে, লক্ষ্মীও সেই প্রকার ক্ষণে হ্রাস ও ক্ষণে বৃদ্ধি হইয়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করে, কিন্তু বিবরজাতলতা যেরূপ হঠাৎ সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অসদুপায়ে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি ঘটিলে সপের দেহ বিস্তৃতির ন্যায় উহা শঠলোকের অধিকৃত হইয়া নষ্ট হইয়া থাকে। ২০। (লোকের) পরমায়ু পত্রাগ্রস্থিত জলের ন্যায় চঞ্চল ও ক্ষণভঙ্গুর, উহা উন্মত্তের ন্যায় অকালে দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ২১। যাহার চিত্ত বিষয়রূপ কালসর্পের সংসর্গে জর্জ্জরিত হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি আত্মবিবেচনাবিহীন, তাহার পরমায়ু (কেবল) আয়াসের কারণ। ২২।

বয়ং পরিমিতাকারপরিনিষ্ঠিতনিশ্চয়াঃ।
সংসারাব্ভ্রতড়িৎপুঞ্জে মুনে নায়ুষি নির্ব্বৃতাঃ। ২৩।
যুজ্যতে বেষ্টনং বায়োরাকাশস্য চ খণ্ডনং।
গ্রথনং চ তরঙ্গানামাস্থা নায়ুষি যুজ্যতে। ২৪।
পেলেবং শরদীবাভ্রমস্নেহ ইব দীপকঃ।
তরঙ্গকমিবালোলং গতমেবোপলভ্যতে। ২৫।
অবিশ্রান্তমনাঃ শূন্যমায়ুরাততমীহতে।
দুঃখায়ৈব বিমূঢ়োঽত্র গর্ব্ভমশ্বতরী যথা। ২৬।
প্রাপ্যং সংপ্রাপ্যতে যেন ভূয়ো যেন ন শোচ্যতে।
পরায়া নির্ব্বৃতেঃ স্থানং যৎ তজ্জীবনমুচ্যতে। ২৭।
তরবোপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।

হে মুনে! আমরা পরিমাণবিশিষ্ট পরমায়ুর নিশ্চয়তা জানি, (সে জন্য) মেঘে বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় পরমায়ুতে আমরা নির্ব্বৃতি পাই না। ২৩। যদিও বায়ুর বেষ্টন, আকাশের খণ্ডন, এবং তরঙ্গের একত্রীকরণে বিশ্বাস হয়, কিন্তু তাহা হইলেও আয়ুতে আস্থা হয় না। ২৪। শরৎকালীন নির্জ্জল মেঘ, তৈলবিরহিত প্রদীপ, এবং চঞ্চল তরঙ্গ যেরূপ নষ্ট হইয়া থাকে, আয়ুর গতিও সেইরূপ বলিয়া বোধ হয়। ২৫।

অশ্বতরীর গর্ভধারণ যেরূপ মরণের জন্য হইয়া থাকে, সেইরূপ চঞ্চল-মতি মূঢ় বিষয়ী ব্যক্তির জীবন, দুঃখজনক হইয়া থাকে। ২৬। যে আয়ু প্রাপ্য পদার্থ পাইতে পারে, এবং প্রাপ্যবস্তু পাইয়া তাহার অভাব বোধ, বা তাহার জন্য শোক না করে, সেই আয়ুই পরম সুখের স্থান এবং তাহাকেই আয়ু বলা যায়। ২৭। বৃক্ষ সকলও জীবন ধারণ করিয়া থাকে, পক্ষিদেরও জীবন আছে (কিন্তু তাহাদের জীবন সার্থক নয়) যাহার মন ব্রহ্মে

স জীবতি মনো যস্য মননে ন হি জীবতি। ২৮।
জাতাস্তএব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিতাঃ।
যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষা জঠরগর্দ্দভাঃ। ২৯।
ভারোহবিবেকিনঃ শাস্ত্রং ভারোজ্ঞানঞ্চ রাগিণঃ।
অশান্তস্য মনোভারো ভারোনাত্মবিদো বপুঃ। ৩০।
রূপমায়ুর্মনোবুদ্ধিরহঙ্কারঃ স্থিরোহিতং ।
ভারো ভারধরস্যেব সর্ব্বং দুঃখায় দুর্ধিয়ঃ। ৩১।
দিনৈঃ কতিপয়েরেব পরিজ্ঞায় গতাদরঃ।
দুর্জ্জনঃ সজ্জনেনেব যৌবনেন বিমুচ্যতে। ৩২।
স্থিরতয়া সুখভাগিতয়া সদা সততমুজ্ঝিতমুত্তমফল্গু বৈ।

মনন দ্বারা জীবিত থাকে, তাহার জীবন ধারণই সত্য। ২৮। এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহাদিগকে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে না হইবে,তাহারাই যথার্থ জন্মিয়াছে, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা জঠর গর্দ্দভ। ২৯। যে ব্যক্তি অবিবেকী, শাস্ত্র তাহার নিকটে ভার বোধ হয়। যে ব্যক্তি কামের বশীভূত, জ্ঞান তাহার নিকট ভার সামগ্রী, যে ব্যক্তি অশান্ত মন তাহার পক্ষে ভার এবং যে লোক আত্মতত্ত্ব অবগত নহে, তাহার দেহধারণ ভার বলিয়া বোধ হয়। ৩০।

ভারবাহী ব্যক্তির পক্ষে অন্য ভার যেরূপ দুঃখদায়ক বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি লোকের রূপ, আয়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও স্থির বস্তুর চেষ্টা,এসকলই দুঃখকর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।৩১। সাধু ব্যক্তি যেরূপ কিছুকাল সহবাস করিয়া অসাধু ব্যক্তির প্রতি হতাদর হইয়া থাকে, যৌবনও সেইরূপ (ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বিষয়ে অক্ষম) ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ৩২। এই সংসারে আয়ুর ন্যায় অস্থির, সুখভোগরহিত ও গুণ-

জগতি নাস্তি তথা গুণবৰ্জ্জিতং মরণভাজনমায়ুরিদং যথা। ৩৩।
মৃষৈবাভ্যুত্থিতোমোহো মৃষৈব পরিবর্দ্ধতে।
মিথ্যাময়েন ভীতাঃ স্মো দুরহংকারবৈরিণা। ৩৪।
অহঙ্কারবশাদাপদহঙ্কারাদ্দুরাধয়ঃ।
অহঙ্কারবশাদীর্ষ্যা নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ। ৩৫।
তমহঙ্কারমাশ্রিত্য পরমং চিরবৈরিণং।
ন ভুঞ্জে ন পিবাম্যম্ভঃ কিমু ভোগান্ ভজে মুনে। ৩৬।
অহঙ্কারবশাদ্ যদ্যন্ময়া ভুক্তং কৃতং হুতং।
তৎ তৎ সর্ব্বমবস্ত্বেব বস্ত্বহঙ্কাররিক্ততা। ৩৭।
ব্রহ্মন্ যাবদহংকারবারিদঃ পরিজৃম্ভতে।
তাবদ্বিকাশমায়াতি তৃষ্ণা কুটজমঞ্জরী। ৩৮।

বৰ্জ্জিত (পদার্থ) আর নাই ;—ইহা কেবল মরণের আস্পদ মাত্র। ৩৩। সংসারে আমাদিগের বৃথা মোহ উৎপত্তি হইয়া থাকে, বৃথা বৃদ্ধি পায়; (শেষে) আমরা মিথ্যাময় দুষ্ট রিপুর দ্বারা ভয় পাইয়া থাকি। ৩৪। অহঙ্কার হেতুক নানা আপদ ঘটিয়া থাকে, অহঙ্কার হইতে মনঃপীড়া ও ঈর্ষার প্রাদুর্ভাব হয়, (এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে) অহঙ্কারের অপেক্ষা আর রিপু নাই।৩৫। হে মুনে! সেই চিরশত্রু অহঙ্কারের অধীন হইয়া আমি কিঞ্চিৎ আহার, কিম্বা জলপান করি না, অন্য আর কি উপভোগ করিব ? । ৩৬।

আমি অহঙ্কারপ্রযুক্ত যাহা ভোগ, যে সকল কার্য্য, এবং (যজ্ঞের উদ্দেশে) যে হোমাদি করিয়াছি,সে সকলই অবস্তু অর্থাৎ বৃথা; (কারণ)অহঙ্কার শূন্যতাই বস্তুপদবাচ্য। ৩৭। হে ব্রহ্মন্! যে কাল পর্য্যন্ত অহঙ্কার-মেঘের উদয় থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত বিষয়বাসনারূপ কুটজমঞ্জরী প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩৮।
আমি মূর্খতাপ্রযুক্ত শোকেতে অবসন্ন হইয়াছি, যাহাতে অহঙ্কার দূরীভূত

অপি বহ্ন্যাশনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ। ৪৯।
চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্ সতি জগত্ত্রয়ং।
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ। ৫০।
চিত্তাদিমানি সুখদুঃখশতানি নূন
মভ্যাগতান্যগবরাদিব কাননানি।
তস্মিন্ বিবেকবশতস্তনুতাং প্রযাতে
মন্যে মুনে নিপুণমেব গলন্তি তানি। ৫১।
হার্দ্দান্ধকারশর্ব্বর্য্যা তৃষ্ণয়েহ দুরন্তয়া।
স্ফুরন্তি চেতনাকাশে দোষকৌশিকপংক্তয়ঃ।৫২।
যাং যামহমবিদ্যাস্থো সংশ্রয়ামি গুণশ্রিয়ং।
তাং তাং কৃন্ততি মে তৃষ্ণা তন্ত্রীমিব কুমূষিকা। ৫৩।
গন্তুমাস্পদমাত্মীয়মসমর্থধিয়ো বয়ং।

কঠিন ব্যাপার। ৪৯। মনই সকল কার্য্যের মূল, ইহাতে ত্রিজগৎ স্থিতি করিতেছে, মন ক্ষীণ হইলে জগৎ ক্ষীণ হইয়া থাকে অতএব যত্নপূর্ব্বক মনোব্যাধির চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ৫০।

পর্ব্বতে যেরূপ বন উৎপন্ন হয়, মনোমধ্যে সেইরূপ সুখ দুঃখ জন্মিয়া থাকে। হে মুনে! বিবেক সাহায্যে নিপুণ মন ক্ষীণ হইলে, নিশ্চয়ই সুখ দুঃখ সকল নষ্ট হইয়া থাকে। ৫১। (আমাদিগের) চেতনাকাশে নানাদোষবিশিষ্ট পেচকশ্রেণী স্নেহান্ধকারযুক্ত দুরন্ত তৃষ্ণা রাত্রিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৫২। কুমূষিক যেরূপ তন্ত ছেদ করে, সেইরূপ অজ্ঞানাধীন হইয়া আমি যে সকল গুণ-শ্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, আমার তৃষ্ণা তাহাদিগকে ছেদন করিয়া থাকে।৫৩। পক্ষী যেরূপ জালে বদ্ধ হইয়া অভিলষিত স্থানে যাইতে পারেনা, আমরাও সেইপ্রকার আমাদের স্বরূপ পদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ পাইতে অসমর্থ

তৃষ্ণাজালে বিমুহ্যামো জালে শকুনয়ো যথা। ৫৪।
তৃষ্ণাভিধানয়া তাত দগ্ধোস্মি জ্বালয়া তথা।
যথা দাহোপশমনমাশঙ্কে নামৃতৈরপি। ৫৫।
ভীষয়ত্যপি ধীরেহমন্ধয়ত্যপি সেক্ষণং।
খেদয়ত্যপি শান্তেহং তৃষ্ণা কৃষ্ণেব শর্ব্বরী। ৫৬।
অনাবর্জ্জিতচিত্তাপি সর্ব্বমেবানুধাবতি।
ন চাপ্নোতি ফলং কিঞ্চিৎ তৃষ্ণা জীর্ণেব কামিনী। ৫৭।
যন্ন শক্নোতি তত্রাপি ধত্তে তাণ্ডবিতাকৃতিং।
নৃত্যত্যানন্দরহিতং তৃষ্ণা জীর্ণেব নর্ত্তকী। ৫৮।
পদং করোত্যলঙ্ঘ্যেপি তত্রাপি ফলমীক্ষতে।
চিরং তিষ্ঠতি নৈকত্র তৃষ্ণাচপলমর্কটী। ৫৯।
ক্ষণমায়াতি পাতালং ক্ষণং যাতি নভস্তলং।

হইয়া বিষয়জালে বদ্ধ হইয়া মুগ্ধ হইতেছি। ৫৪। আমি তৃষ্ণানলশিখাতে এরূপ দগ্ধ হইতেছি যে, অমৃত দ্বারায় তাহা শান্তি পাইবে না, এরূপ আমার বিশ্বাস। ৫৫। তৃষ্ণা কৃষ্ণ শর্ব্বরীর ন্যায় ধীরব্যক্তিকে ভীত, চক্ষুষ্মান্‌কে অন্ধ ও শান্ত ব্যক্তিকে তাপিত করিয়া থাকে। ৫৬।

জরাগ্রস্ত রমণী যেরূপ পুরুষের মনোহারিণী না হইলেও তাহার নিকট গমন করিয়া আত্ম বাঞ্ছিত ফল পাইতে পারে না, সেইরূপ বিষয়তৃষ্ণা (নিষ্কাম ব্যক্তির চিত্তস্থ না হইলেও) সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকে, কিন্তু ফললাভ করিতে পারে না। ৫৭। জরাগ্রস্ত নর্ত্তকী যেরূপ অশক্ত কার্য্যেও আকার ধারণ করিয়া লোকের আনন্দশূন্য নৃত্য করিয়া থাকে, কিন্তু ফলপ্রাপ্তি ঘটে না; তৃষ্ণার কার্য্যও সেই প্রকার। ৫৮। তৃষ্ণারূপ চঞ্চল বানরী ফল দর্শন করিয়া অলঙ্ঘ্য স্থানে পদক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করে, কখন একস্থানে থাকিতে পারে না। ৫৯। হৃৎপদ্মের ভ্রমরতুল্য বিষয়বাসনা ক্ষণমধ্যে পাতাল,

ক্ষণং ভ্রমতি দিক্‌কুঞ্জে তৃষ্ণা হৃৎপদ্মষট্‌পদী। ৬০।
সর্ব্বেষামারদুঃখানাং তৃষ্ণৈকা দীর্ঘদুঃখদা।
অন্তঃপুরস্থমপি যা যোজয়ত্যপি সঙ্কটে। ৬১।
লোকোঽয়মখিলং দুঃখং চিন্তয়োজ্‌ঝিতয়াজঝতি
তৃষ্ণাবিসূচিকামন্ত্র শ্চিন্তাত্যাগোহি কথ্যতে। ৬২।
রোগার্ত্তিরঙ্গনা তৃষ্ণা গম্ভীরমপি মানবং।
উত্তানতাং নয়ত্যাশু সূর্য্যাংশব ইবাম্বুজং। ৬৩।
নাসিধারা ন বজ্রার্চ্চি র্ন তপ্তায়ঃকণার্চ্চিষঃ।
তথা তীক্ষ্ণা যথা ব্রহ্মন্ তৃষ্ণেয়ং হৃদি সংস্থিতা। ৬৪।
অপি মেরূপমং প্রাজ্ঞমপি শূরমপি স্থিরং।
তৃণীকরোতি তৃষ্ণৈষা নিমেষেণ নরোত্তমং। ৬৫।
আর্দ্রান্ত্রতন্ত্রীগহনো বিকারী পরিতাপবান্।

ক্ষণমধ্যে আকাশ এবং ক্ষণকাল মধ্যে দশদিক্ ভ্রমণ করিয়া থাকে। ৬০। সংসারে দুঃখদায়ক যে সকল সামগ্রী আছে, বিষয়তৃষ্ণা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইহা অন্তঃপুরবাসীকেও সঙ্কটে পাতিত করিতে পারে। ৬১।

চিন্তা ত্যাগ করিলে লোকের সকল দুঃখ দূর হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, চিন্তা পরিহারই বিষয়বাসনারূপ বিসূচিকার প্রধান মন্ত্র। ৬২। পদ্মিনীনায়ক যেরূপ পদ্মকে প্রফুল্লিত করিয়া থাকে, রোগপীড়া, রমণী ও বিষয়বাসনা সেইরূপ গম্ভীর লোককে ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে। ৬৩। হে ব্রহ্মন্! হৃদয়স্থিত বিষয়বাসনার নিকটে অসির ধার, বজ্রাগ্নি এবং উত্তপ্ত লৌহকণা তীক্ষ্ণ বলিয়া বোধ হয় না। ৬৪। বিষয়তৃষ্ণা সুমেরুতুল্য সারবান্, বিচক্ষণ এবং শৌর্য্যশালী প্রধান ব্যক্তিকেও নিমেষমধ্যে তৃণতুল্য করিয়া থাকে। ৬৫। সংসারে লোকের শরীর (রক্ত ক্লেদ প্রভৃতিতে) আর্দ্র.

কায়ঃ স্ফুরতি সংসারে সোঽপি দুঃখায় কেবলং । ৬৬ ।
স্তোকেনানন্দমায়াতি স্তোকেনায়াতি খেদিতাং ।
নাস্তি দেহসমঃ শোচ্যো নীচো গুণবিবর্জ্জিতঃ । ৬৭ ।
কলেবরমহঙ্কারগৃহস্থস্য মহাগৃহং ।
লুণ্ঠত্বভ্যেতু বা স্থৈর্য্যং কিমনেন মুনে মম । ৬৮ ।
পংক্তিবদ্ধেন্দ্রিয়পশুং ফল্গুর্তৃষ্ণাগৃহাঙ্গনং ।
চিত্তভৃত্যকৃতানন্দং নেষ্টং দেহগৃহং মম । ৬৯ ।
জিহ্বামর্কটিকাক্রান্তং বদনদ্বারভীষণং ।
দৃষ্টদন্তাস্থিশকলং নেষ্টং দেহগৃহং মম । ৭০ ।
কিং শ্রিয়া কিঞ্চ রাজ্যেন কিং কায়েন কিমীহয়া ।
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব কালঃ সর্ব্বং নিকৃন্ততি । ৭১ ।

অন্তস্তন্ত্রী দ্বারা দুর্গম এবং বিকার ও তাপযুক্ত, অতএব এরূপ শরীর কেবল দুঃখভোগের জন্য কল্পিত হইয়াছে । ৬৬ । এই নীচ ও গুণবর্জ্জিত দেহ অল্পেতেই আনন্দ ও অল্পেতেই ক্ষোভ পাইয়া থাকে, অতএব ইহার মত শোচ্য সামগ্রী আর নাই । ৬৭ । হে মুনে, অহঙ্কার রূপ গৃহস্থের মহাগৃহ রূপ এই শরীর (মৃত্যু দস্যু) দ্বারা লুণ্ঠিত, বা স্থির প্রাপ্ত হউক না কেন, তাহাতে আমার ক্ষতি কি ? । ৬৮ ।

যে দেহগৃহের গৃহিণী বিষয়তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়গণ যে গৃহে পশু-শ্রেণী রূপে বদ্ধ আছে, মানস পরিচারকেরা যে গৃহে আনন্দ করিয়া থাকে, এ প্রকার দেহগৃহ (কখন) আমার ইষ্টদায়ক নয় । ৬৯ । যে দেহগৃহ জিহ্বা-বানরী আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে, যে গৃহে মুখ ভয়ানকদ্বার স্বরূপ হইয়াছে, যাহাতে দন্তাস্থিখণ্ড সকল স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সে গৃহ আমার ইষ্টসাধক নহে । ৭০ । কি ঐশ্বর্য্য, কি রাজ্য, কি শরীর, কি চেষ্টা এই সকলের

রক্তমাংসময়স্যাস্য সবাহ্যাভ্যন্তরং মুনে।
নাশৈকধর্ম্মিণো ব্রূহি কৈব কায়স্য রম্যতা। ৭২।
জরাকালে জরামেতি মৃতিকালে তথা মৃতিং।
সমমেবাবিশেষস্তু কায়ো ভোগিদরিদ্রয়োঃ। ৭৩।
তড়িৎসু শরদভ্রেষু গন্ধর্ব্বনগরেষু চ।
স্থৈর্য্যং যেন বিনির্ণীতং স বিশ্বসিতু বিগ্রহে। ৭৪।
লব্ধাপি তরলাকারে কার্য্যভাবতরঙ্গিণি।
সংসারসাগরে জন্ম বাল্যং দুঃখায় কেবলং। ৭৫।
অশক্তিরাপদস্তৃষ্ণা মূকতা মূঢ়বুদ্ধিতা।
গৃধ্নুতা লোলতা দৈন্যং সর্ব্বং বাল্যে প্রতিষ্ঠিতং। ৭৬।
মনঃ প্রকৃত্যৈব চলং বাল্যঞ্চ চলতাংবরং।

প্রয়োজন কি ?, (কারণ) কিছুদিনের পরে কাল সকলকেই গ্রাস করিবে। ৭১। হে মুনে, এই শরীরের ভিতর এবং বাহির রক্তমাংসময়, নাশই ইহার ধর্ম্ম: অতএব ইহার সৌন্দর্য্যে প্রয়োজন কি ? তাহা আমাকে বল। ৭২। কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি দরিদ্র, উভয়েরই শরীর জরাবস্থায় জীর্ণ ও আসন্ন কালে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৭৩।

যে ব্যক্তি বিদ্যুৎ, শরৎকালীন মেঘমালা, বিমান এবং গন্ধর্ব্ব নগরকে এক পদার্থ বলিয়া অবধারণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি শরীরকে বিশ্বাস করুক। ৭৪। কার্য্যরূপতরঙ্গবিশিষ্ট তারল্যময় সংসারসাগরে জন্ম হইলেও বাল্যকাল কেবল দুঃখবিধায়ক হইয়া থাকে। ৭৫। শৈশবকাল অসমর্থতা, আপদ, তৃষ্ণা, বাক্যহীনতা, অজ্ঞানতা, লোভ, চঞ্চলতা, দীনতা ও অলসতা এই সকল দোষের আকর দেখিতে পাওয়া যায়। ৭৬। মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহার উপর বাল্যকাল আরও চঞ্চল, দুই চঞ্চলতা একত্রিত হইলে

তয়োঃ সংশ্রয়তোস্তাত ক ইবান্তঃ কুচাপলে। ৭৭।
স্ত্রীলোচনৈস্তড়িৎপুঞ্জৈ র্জ্বালাজালৈস্তরঙ্গকৈঃ।
চাপল্যং শিক্ষিতং ব্রহ্মন্ শৈশবাক্রান্তচেতসঃ। ৭৮।
স্তোকেন বশমায়াতি স্তোকেনায়াতি খেদিতাং।
অমেধ্য এব রমতে বালঃ কৌলেয়কোযথা। ৭৯।
সংক্রন্দো ভুবনং ভোক্তু মিন্দুমাদাতুমম্বরাৎ।
বাঞ্ছতে যেন মৌর্খ্যেণ তৎ সুখায় কথং ভবেৎ। ৮০।
শৈশবে গুরুতো ভীতিমাতৃতঃ পিতৃতস্তথা।
জনতো জ্যেষ্ঠবালাচ্চ শৈশবং ভয়মন্দিরং। ৮১।
সকলদোষদশাবিহিতাশয়ং ভুবনমপ্যবিবেকবিলাসিনঃ।
ইহ ন কস্যচিদেব মহামুনে ভবতি বাল্যমলং পরিতুষ্টয়ে। ৮২।

সে কি হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ৭৭। কামিনীদিগের চক্ষু, বিদ্যুৎ, অগ্নিশিখা ও তরঙ্গ ইহারা বালকদিগের নিকট হইতে চপলতা শিক্ষা করিয়াছে। ৭৮। বালক অল্পেতেই বশতা প্রাপ্ত ও অল্পেতে খেদযুক্ত হয়, এবং কুকুরের ন্যায় অপবিত্র পদার্থ লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। ৭৯।

যে বালক মূর্খতা প্রযুক্ত ত্রিভুবন ভোজন করিবার, ও আকাশ হইতে চন্দ্র ধরিবার ইচ্ছা করে, কি রূপে তাহার সুখ হইতে পারে? ।৮০। বালক বাল্যকালে পিতামাতা, শিক্ষাগুরু ও অন্য লোক হইতে ভয় পাইয়া থাকে; (বলিতে কি,) এই কাল ভয়ের মন্দিরস্বরূপ। ৮১। এ সময়ে মন, সকল দোষে দূষিত এবং বিবেচনাবিহীন হইয়া থাকে; (সুতরাং) বিলাসিতার আবির্ভাব হয়। ত্রিভুবন হস্তগত হইলেও এসময় বালকের তৃপ্তি হয় না; হে মহামুনে, এ কাল কাহার সন্তোষদায়ক হইতে পারে? ।৮২।

বাল্যানর্থমথ ত্যক্ত্বা পুমানভিহিতাশয়ঃ।
আরোহতি নিপাতায় যৌবনং সংভ্রমেণ তু। ৮৩।
স্বচিত্তবিলসংস্থেন মনোবিভ্রমকারিণা।
বলাৎ কামপিশাচেন বিবশং পরিভূয়তে। ৮৪।
বিস্তীর্ণাপি প্রসন্নাপি বহ্ন্যাপি চ যৌবনে।
মতিঃ কলুষতামেতি প্রাবৃষীব তরঙ্গিণী। ৮৫।
শরীরমরুতাপোত্থং যুবতীমৃগতৃষ্ণিকাং।
মনোমৃগাঃ প্রধাবন্তি পতন্তি বিষয়াবটে। ৮৬।
যদা যদা পরাং কোটিমধ্যারোহতি যৌবনং।
বল্গন্তি সজ্বরাঃ কামাস্তদা নাশায় কেবলং। ৮৭।
তে বন্দ্যাস্তে মহাত্মান স্ত এব পুরুষা ভুবি।

লোকে অনর্থদায়ক বাল্যকাল পরিত্যাগ করিয়া কামমোহিত হইয়া নরকে পতিত হইবার জন্য অতিশয় সম্ভ্রমপূর্ব্বক যৌবনারোহণ করিয়া থাকে। ৮৩।

কামরূপ পিশাচ মানসরূপ বিবরে অবস্থান করিয়া থাকে। ইহা কেবল মনের বিভ্রম উৎপাদন করিয়া ক্ষান্ত হয় না, লোককে বিবশ করিয়া পরাভব করিয়া থাকে। ৮৩। যদিও বুদ্ধি অতি বিস্তীর্ণ ও নির্ম্মল হয়, তথাপি ইহা বর্ষাকালীন প্রবাহিনীর ন্যায় কলুষভাব ধারণ করিয়া থাকে। ৮৫। মরু প্রদেশে মৃগ সকল যেরূপ জলান্বেষণে প্রধাবিত হইয়া গর্ত্তমধ্যে পতিত হয়, সেইরূপ শরীরস্থ কামতাপে তাপিত অন্তঃকরণ, রমণী-সহবাস-বাসনায় গমন করিয়া বিষয়গহ্বরে নিপতিত হইয়া থাকে। ৮৬। যৌবনকাল যে যে সময়ে শেষ সীমায় উপনীত হয়, সেই সেই কালে কাম-সহযোগে জীর্ণ হইয়া উহা বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। ৮৭।

হে সাধো! যৌবন সঙ্কট হইতে যাঁহারা অনায়াসে অব্যাহতি পাইয়া—

যে সুখেন সমুত্তীর্ণাঃ সাধো যৌবনসঙ্কটাৎ। ৮৮।
বিনয়ভূষিতনাযাজনাস্পদং করুণয়োজ্জ্বলয়া বলিতং গুণৈঃ।
ইহ সুদুর্লভমঙ্গ সুযৌবনং জগতি কাননমম্বরগং যথা। ৮৯।
মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেহঙ্গ পঞ্জরে।
স্নায়্বস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনং। ৯০।
ত্বঙ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনং।
সমালোকয় রম্যং চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি। ৯১।
মেরুশৃঙ্গতটোল্লাসিগঙ্গাজলচয়োপমা।
দৃষ্টা যস্মিন্ স্তনে মুক্তাহারস্যোল্লাসশালিতা। ৯২।
শ্মশানেষু দিগন্তেষু স এব ললনাস্তনঃ।
শ্বাভিরাস্বাদ্যতে কালে লঘুপিণ্ড ইবান্ধসঃ। ৯৩।

ছেন, এই সংসারে তাঁহারা বন্দনীয় এবং মহানুভব ব্যক্তি। ৮৮। আকাশে বনের জন্ম যেরূপ দুর্লভ, সেই রূপ এই জগতে লোকের যৌবন সময়ে বিনয়-ভূষিত, কারুণ্যগুণাশ্রয় ও সাধু পথের পথিক হওয়া, নিতান্ত সুদুর্লভ। ৮৯।

যন্ত্রের ন্যায় চঞ্চল শরীরপঞ্জর মধ্যে স্ত্রী মাংসময় পুত্তলিকা। ইহা স্নায়ু ও অস্থি দ্বারা গ্রন্থিবিশিষ্ট, অতএব এরূপ কামিনী কিরূপে মনোহারিণী হইতে পারে? । ৯০। যদি (যুবতী জনের শরীর হইতে) চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, ও বাষ্পবারি পৃথক করিয়া কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, তবে দেখিতে থাক; নচেৎ মিথ্যা মুগ্ধ হও কেন? ৯১। সুমেরু শিখরস্থ জাহ্নবী জলের শোভার ন্যায় যুবতী জনের স্তন মুক্তা হারে সুশোভিত হইয়া থাকে। ৯২। অন্নের লঘুপিণ্ডের ন্যায় স্ত্রীলোকের স্তন, কালক্রমে শ্মশান ও দিগন্তে পতিত হইয়া কুকুরের ভোজ্য হইয়া থাকে। ৯৩।

কেশকজ্জলধারিণ্যো দুস্পর্শা লোচনপ্রিয়াঃ।
দুষ্কৃতাগ্নিশিখা নার্য্যো দহন্তি তৃণবন্নরং। ৯৪।
জ্বলতামতিদূরেঽপি সরসা অপি নীরসাঃ।
স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনামিন্ধনং চারুদর্শনং। ৯৫।
কামনাম্না কিরাতেন বিস্তীর্ণা মুগ্ধচেতসাং।
নার্য্যো নরবিহঙ্গানামঙ্গবন্ধনবাগুরা। ৯৬।
জন্মপল্ললমৎস্যানাং চিত্তকর্দমচারিণাং।
পুংসাং দুর্বাসনারজ্জুর্নারী বড়িশপিণ্ডিকা। ৯৭।
পুরুষামিষরসরসিকা লোচনদশনা মনোবনগা।
খরতরগতির্কৃতিনখরা দ্বিপদব্যাঘ্রী গৃহে গৃহে ভ্রমতি। ৯৮।

অগ্নিশিখা যে রূপ কজ্জল কালিমা ধারণ করে, ইহা স্পর্শ করিলে যেরূপ অসহ্য বোধ হয়, অথচ দেখিতে সুদৃশ্য, এবং তৃপ্তিদায়ক, রমণীগণও সেইরূপ পাপাগ্নির শিখা স্বরূপ। ইহাদের কেশপাশ কজ্জল তুল্য, ইহারা অগ্নির ন্যায় প্রিয়দর্শন (সুতরাং নিমেষ মধ্যে) লোকদিগকে তৃণস্বরূপে দগ্ধ করিয়া ফেলে। ১৪।

নীরস সমিধ কাষ্ঠ যেরূপ ঘৃতসংযোগে সরস হইয়া যজ্ঞাগ্নি উৎপন্ন করে, সেইরূপ কাম-ঘৃত-সংযোগে নরকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য সুন্দরী নারী সকল, নীরসকাষ্ঠতুল্য হইয়া থাকে। ৯৫। কামনামক ব্যাধ মূঢ়মতি মানব বিহঙ্গদিগের অঙ্গবন্ধনের জন্য নারীরূপ জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।৯৬। সরোবরস্থ মৎস্য যেরূপ বড়িশবদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ জন্মরূপ ক্ষুদ্র সরোবরে মনরূপ কর্দ্দমচারী পুরুষদিগকে ধরিবার জন্য নারীগণ,দুর্ব্বাসনা রজ্জুবদ্ধ বড়িশীস্বরূপ হইয়াছে। ৯৭। রমণীগণ দ্বিপদ ব্যাঘ্রী সদৃশ, ইহারা পুরুষ রূপ মাংস ভোজনে ব্যগ্র; ইহাদের চক্ষু দশন তুল্য, মানসারণ্য ইহাদের বিচরণ

সৰ্ব্বেষাং দোষরত্নানাং সুসমুদ্গিকয়ানয়া।
দুঃখশৃঙ্খলয়া নিত্য মলমস্তু মম স্ত্রিয়া। ৯৯।
ইতো মাংস মিতো রক্তমিতোঽস্থীনীতি বাসরৈঃ।
ব্রহ্মন্ কতিপয়ৈরেব যাতি স্ত্রীবিষচারুত। ১০০।
যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিঃস্ত্রীকস্য ক ভোগভূঃ।
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্তং জগৎ ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ। ১০১।
আপাতমাত্রমধুরেষু সুদুস্তরেষু
ভোগেষু নাহমলিপক্ষতিচঞ্চলেষু।
ব্রহ্মন্ রমে মরণরোগজরাদিভীত্যা
শাম্যাম্যহং পরমুপৈমি পদং প্রযত্নাৎ। ১০২।

স্থান; খরতরগতি ইহাদের তীক্ষ্ণ নখ; ইহারা পুরুষের অনুসন্ধানে গৃহে গৃহে বিচরণ করিয়া থাকে। ৯৮।

স্ত্রীসকল অশেষ দোষরত্নের ভাণ্ডার এবং কষ্টের শৃঙ্খলস্বরূপ। (সুতরাং) আমার পক্ষে নারীগণ অনর্থদায়ক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ৯৯।

হে ব্রহ্মন্! স্ত্রীবিষের সৌন্দর্য্য কয়েক দিবসের মধ্যেই কোন খানে রক্ত, কোথায় অস্থি, কোন স্থানে মাংস (এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়)। ১০০।

(এই সংসারে) যাহার স্ত্রী আছে, তাহার ভোগেচ্ছা হইয়া থাকে। অপত্নীকের ভোগভূমি কোথায়? পরিবার পরিত্যাগ করিলে পৃথিবী ত্যাগ করা হয়, এবং পৃথিবী পরিহারে (লোকের) সুখ হইয়া থাকে। ১০১।

• হে ব্রহ্মন্! ভোগবিষয় আপাততঃ মধুর এবং মসৃণ, কিন্তু অতিশয় সুদুস্তর। উহা ভ্রমর চক্ষুর পক্ষ্মের ন্যায় সুচঞ্চল, অতএব জরামরণাদি রোগের আশঙ্কা হেতু আমি উহা উপভোগ না করিয়া শান্তভাবে যত্নপূর্ব্বক ব্রহ্মপদ পাইতে চেষ্টা করিব। ১০২। যৌবন অপরিমিত শৈশব সময়কে

অপর্য্যাপ্তং হি বালত্বং বলাৎ পিবতি যৌবনং ।
যৌবনঞ্চ জরা পশ্চাৎ পশ্য কর্কশতাং মিথঃ । ১০৩ ।
অনায়াসকদর্থিন্য গৃহীতে জরয়া মুনে ।
পলায্য গচ্ছতি প্রজ্ঞা সপত্ন্যেবাহতাঙ্গনা । ১০৪ ।
দাসাঃ পুত্রাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব বান্ধবাঃ সুহৃদস্তথা ।
হসন্ত্যুন্মত্তকমিব নরং বার্দ্ধককম্পিতং । ১০৫ ।
দুষ্প্রেক্ষ্যং জরঠং দীনং হীনং গুণপরাক্রমৈঃ ।
গৃধ্রো বৃক্ষমিবাদীর্ঘং গর্দ্ধোপ্যভ্যেতি বার্দ্ধকং । ১০৬
দৈন্যং দোষময়ী দীর্ঘা হৃদি দাহপ্রদায়িনী ।
সর্ব্বাপদামেব সখী বার্দ্ধকে বর্দ্ধতে স্পৃহা । ১০৭ ।
কর্ত্তব্যং কিং ময়া কষ্টঃ পরত্রেত্যপি দারুণঃ ।

এবং জরা যৌবনকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া থাকে, (অতএব) ইহাদের উভয়ের কর্কশ ব্যবহার প্রদর্শন কর । ১০৩ । হে মুনে ! স্ত্রীলোক সপত্নীর নিকটে আহত হইলে যেরূপে পলায়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি, শরীরকে অনায়াসে অকর্ম্মণ্য করিয়া পলায়ন করিয়া থাকে । ১০৪ । লোকে বৃদ্ধ দশায় উপনীত হইলে, (তাহাকে) কি ভৃত্য, কি পুত্র, কি পরিবার, কি বন্ধু বান্ধব সকলেই উন্মত্ত বোধ করিয়া উপহাস করিয়া থাকে । ১০৫ । গৃধ্র পক্ষী যেমত সন্ধ্যাসময়ে বৃক্ষাশ্রয় করিয়া থাকে, বিষয়তৃষ্ণাও সেইরূপ দৃষ্টিহীন, গুণহীন, পরাক্রমশূন্য জীর্ণজনকে শীঘ্র আসিয়া অধিকার করে । ১০৬ ।

স্পৃহা বৃদ্ধাবস্থাতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ইহা সকল আপদের সখীস্বরূপ, দারিদ্রদোষবিশিষ্ট এবং অন্তঃকরণের দাহপ্রদায়ক । ১০৭ । (আমি) ইহ পরকালের দারুণ কষ্টকর পাপকার্য্য সকল হইতে কিরূপে প্রতীকার পাইব

অপ্রতীকারযোগ্যং হি বার্দ্ধকে বর্দ্ধতে ভয়ং। ১০৮।
গর্দ্ধোভ্যুদেতি সোল্লাসমুপভোক্তুং ন শক্যতে।
হৃদয়ং দহ্যতে নূনং শক্তিদৌস্থ্যেন বার্দ্ধকে। ১০৯।
পরিপক্কং সমালোক্য জারাক্ষারবিধূসরং।
শিরঃ কুষ্মাণ্ডকং ভুঙ্‌ক্তে পুংসাং কালঃ কিলেশ্বরঃ। ১১০।
মরণস্য মুনে রাজ্ঞো জরা ধবলচামরা।
আগচ্ছতোঽগ্রে নির্যাতি আধিব্যাধিপতাকিনী। ১১১।
জরাসুধালেপসিতে শরীরান্তঃপুরান্তরে।
অশক্তিরার্ত্তিরাপচ্চ তিষ্ঠন্তি সুখমঙ্গনাঃ। ১১২।
কিং তেন দুর্জীবিতবিগ্রহেণ জরাংগতেনাপি হি জীব্যতে যৎ।
জরা জগত্যামজিতা জনানাং সর্ব্বেষণাস্তাত নিরাকরোতি। ১১৩।

এই ভয় বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা (এখন বলিয়া নয়) বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত থাকিবার সম্ভাবনা।১০৮। বৃদ্ধকালে অতিশয় স্পৃহার উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু সামর্থ্য-হীনতা প্রযুক্ত উপভোগ হয় না বলিয়া দেহ দগ্ধ হইতে থাকে। ১০৯। শক্তিমান্ কাল, বৃদ্ধদিগের পরিপক্ক ধবলবর্ণ মস্তকরূপ কুষ্মাণ্ড দর্শন করিয়া তাহা ভোগ করিবার জন্য (ব্যস্ত হইয়া থাকে)।১১০। হে মুনে, মৃত্যুরাজের আগমন সময়ে অগ্রে অগ্রে মহাপীড়াস্বরূপ শুক্ল চামর ও ব্যাধিরূপ পতাকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১১১। অশক্তি, পীড়া, এবং আপদ এই তিনটী স্ত্রীলোক জীর্ণতারূপ অমৃত লেপন দ্বারা শুক্লবর্ণ শরীরান্তপুরঃমধ্যে মনস্সুখে বাস করিয়া থাকে। ১১২।

যে শরীর জরাজীর্ণ হইয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহাতে প্রয়োজন কি? হে তাতঃ! এ জগতে জরা সকল লোকের নিকট অজিত হইয়া তাহাদের সকল চেষ্টা নষ্ট করিয়া থাকে। ১১৩। ইন্দুর যেমত তন্তুচ্ছেদ করে, সেইরূপ

ক্বচিদ্বা বিদ্যতে যৈষাং সংসারসুখভাবনা।
আখুস্তন্তুমিবাকস্মাৎ কালস্তামপি কৃন্ততি। ১১৪।
ন তদস্তীহ যদয়ং কালঃ সকলঘস্মরঃ।
গ্রসতে ন জগৎ জাতং মহাব্ধিমিব বাড়বঃ। ১১৫।
মহতামপি নো দেবঃ পরিপালয়তি ক্ষণং।
কালঃ কবলিতাশেষ বিশ্বো বিশ্বাত্মতাং গতঃ। ১১৬।
যে রম্যা যে শুভারম্ভাঃ সুমেরুগুরবোপি যে।
কালেন বিনিগীর্ণাস্তে গরুড়েনেব পন্নগাঃ। ১১৭।
তৃণং পাংশুং মহেন্দ্রঞ্চ সুমেরুং পর্ণমর্ণবং।
আত্মম্ভরিস্তথা সর্ব্বমাত্মসাৎকর্ত্তুমুদ্যতঃ। ১১৮।
কালোঽয়ং ভূতমশকঘুংঘুনানাং প্রপাতিনাং।
ব্রহ্মাণ্ডোডুম্বরৌঘানাং বৃহৎ পাদপতাং গতঃ। ১১৯।

জরাজীর্ণ ব্যক্তির অন্তঃকরণে কোন সুখের চিন্তা উদিত হইলে (ক্রূর) কাল তাহা ছেদন করিয়া ফেলে। ১১৪। বাড়বানল যেরূপ মহাসমুদ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সংসারে এমন সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাকে সর্ব্বগ্রাসী কাল, না গ্রাস করিয়া থাকে। ১১৫। এই বিশ্বরূপী কাল নিখিল বিশ্বকে গ্রাস করিয়া থাকে, (আশ্চর্য্য!) মহৎ (ব্রহ্মাদিকেও) ক্ষণকালের জন্য অপেক্ষা করে না। ১১৬। যে বস্তু রমণীয়, কিম্বা যাহার আরম্ভ শুভজনক, অথবা যাহা সুমেরুর ন্যায় প্রকাণ্ড, গরুড় যেরূপ সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় কাল তাহাকেও গ্রাস করিয়া থাকে। ১১৭।

আত্মম্ভরি কাল তৃণ, ধূলি, ইন্দ্র, সুমেরু, বৃক্ষপত্র (এমন্ কি, সমুদ্র পর্য্যন্তকেও) গ্রাস করিতে উদ্যত। ১১৮। মশকেরা যেরূপ ঘুন্ ঘুন্ শব্দ করিয়া কোন বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপ কাল প্রাণীদিগের উডুম্বর-

সংপ্রেক্ষ্যাহনিমেষেণ সূর্য্যাক্ষ্ণা পাকবন্ত্যলং।
লোকপালকলান্যত্তি জগজ্জীর্ণবলাদয়ং। ১২০।
জগজ্জীর্ণকুটীকীর্ণান্ নিক্ষিপত্যুগ্রকোটরে।
ক্রমেণ গণবল্লোকমণীন্ মৃত্যুসমুদ্গকে। ১২১।
গুণৈরাপূর্য্যতে যৈব লোকরত্নাবলী ভৃশং।
ভূষার্থমেব তামঙ্কে কৃত্বা ভূয়ো নিকৃন্ততি। ১২২।
অস্যৈবাচরতোদীনৈর্মুগ্ধৈর্ভূতমৃগব্রজৈঃ।
আখেটকং জর্জ্জরিতে জগজ্জঙ্গলজালকে। ১২৩।
একদেশে লসচ্চারুবড়বামলপঙ্কজা।
ক্রীড়াপুষ্করিণী রম্যা কল্পকালমহার্ণবঃ। ১২৪।
কটুতিক্তাম্লভূতাঢ্যৈঃ সদধিক্ষীরসাগরৈঃ।

সমূহের বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় আশ্রয় স্থান হইয়াছে। ১১৯। এই কাল দিবসস্বরূপ নিমেষ ও সূর্য্যস্বরূপ চক্ষু দ্বারা পক্ব ফলস্বরূপ ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে জগজ্জীর্ণকারক সামর্থ দ্বারা আয়ত্ত করিয়া ভোগ করিয়া থাকে। ১২০। যেমন কৌটাতে (মণি মাণিক্যাদি) রক্ষা করা হয়, সেই রূপ সংসারস্বরূপ জীর্ণ কুটিরে মৃত্যুরূপ কৌটায় গুণবান্ লোকস্বরূপ মণিগণ রক্ষিত হইয়া থাকে। ১২১। কাল, আপনার সৌন্দর্য্যের জন্য লোকরূপ রত্নসকল ক্রোড়ে করিয়া শেষে সংহার করিয়া থাকে। ১২২।

ব্যাধেরা যেরূপ জঙ্গল বেষ্টন করিয়া মৃগয়া করিয়া থাকে, কালও সেই রূপ জগৎ স্বরূপ জঙ্গল বেষ্টন করিয়া মুগ্ধ এবং দীনস্বভাব প্রাণীরূপ মৃগদিগের সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিয়া থাকে। ১২৩। (সেই জঙ্গলের) একদেশে প্রলয়সমুদ্ররূপী রমণীয় ক্রীড়া সরোবর বিরাজিত; উহার মধ্যে মনোহর বাড়বানল পদ্মরূপে সুশোভিত আছে। ১২৪। মৃগয়াকারী কাল, প্রাতঃ-

তৈরেব তৈঃ পর্য্যুষিতৈর্জগদ্ভিঃ কল্যবর্ত্তনং। ১২৫।
চণ্ডী চতুরসঞ্চারা সর্ব্বমাতৃগণান্বিতা।
সংসারবনবিন্যস্তা ব্যাঘ্রী ভূতোপঘাতিনী। ১২৬।
পৃথ্বীকরতলে পৃথ্বী পানপাত্রী রসান্বিতা।
কমলোৎপলকহ্লারলোলজালকমালিতা। ১২৭।
বিরাবী বিকটাস্ফোটো নৃসিংহো ভুজপঞ্জরে।
সটাবিকটপীনাঙ্গঃ কান্তঃ ক্রীড়া শকুন্তকঃ। ১২৮।
অলাবুবীণামধুরঃশরদ্ব্যোমামলচ্ছবিঃ।
দেবঃ কিল মহাকালো লীলাকোকিলবালকঃ। ১২৯।
অজস্রস্ফূর্জ্জিতাকারোবান্তদুঃখশরাবলিঃ।
অভাবনামা কোদণ্ডঃ পরিস্ফুরতি সর্ব্বশঃ। ১৩০।

কালে পর্য্যুষিতান্ন ভোজন করিয়া থাকে। ঐ অন্ন জীব শরীররূপ কটু তিক্ত অম্লাদি এবং দধি দুগ্ধ প্রভৃতি সমুদ্র সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১২৫। জীববিনাশিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় কাল, নিজশক্তিরূপা ব্যাঘ্রীসম্মিলিত হইয়া (মৃগরূপ প্রাণিদিগের বধসাধনের জন্য) মাতৃগণ সমভিব্যাহারে সংসারকাননে ভ্রমণ করিতেছে। ১২৬। কমল, কহ্লার প্রভৃতি পুষ্পমাল্যশোভিত পৃথিবী, (কালের) পানপাত্রস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে। ১২৭। (সেই কালের) করপঞ্জরে প্রধান প্রধান মনুষ্যগণ, জটা দ্বারা বিকট পীনাঙ্গ ক্রীড়া পক্ষীর ন্যায় ভয়ানক শব্দ ও চীৎকার করিতেছে। ১২৮।

(অন্য ভুজপঞ্জরে) মহাকাল কোকিল-শাবকের শরীর ধারণ করিয়া শরৎকালীন আকাশের ন্যায় পরিষ্কার কান্তি গ্রহণপূর্ব্বক অলাবু নির্ম্মিত বীণার মধুর শব্দ প্রকাশ করিতেছে। ১২৯। (সেই কালের) অভাব নামক ধনু, দুঃখ শরসমূহে সংযোজিত ও নিরন্তর প্রকাশিত হইয়া দীপ্তি

কালরাত্রী স্বয়ং ভূত্বা নৃত্যত্যেব নিজেচ্ছয়া ।
যস্য ভূষণমঙ্গেষু দেবলোকাস্ত্রকাবলী । ১৩১ ।
নরকালীঢ়সংজীবমালা কলকলোজ্জ্বলা ।
প্রোতা দুষ্কৃতিসূত্রেণ পাতালচরণে স্থিতা । ১৩২ ।
একস্মিন্ শ্রবণে দীর্ঘো হিমবানস্থিমুদ্রিকা ।
অপরেঽপি মহামেরুঃ কান্তা কাঞ্চনকর্ণিকা । ১৩৩ ।
অত্রৈব কুণ্ডলে লোলে চন্দ্রার্কৌ গণ্ডমণ্ডলে ।
লোকালোকাচলশ্রেণী সর্ব্বতঃ কটিমেখলা । ১৩৪ ।
কক্ষাপ্রলম্বিবিভ্রান্ত কৌমারমৃতবর্হিভিঃ ।
নেত্রত্রয়বৃহদ্রন্ধ্রভূরিভাস্করভীষণৈঃ । ১৩৫ ।
লম্বলোলজটাচন্দ্র বিকীর্ণহরমূর্দ্ধভিঃ ।
উচ্চরচ্চারুমন্দার গৌরীকবরচামরৈঃ । ১৩৬ ।

পাইতেছে । ১৩০ । সেই কাল, অস্ত্র শ্রেণীরূপে দেবতাদিগের দেহ বিভূষিত করিয়া ইচ্ছাক্রমে কালরাত্রিরূপে নৃত্য করিয়া থাকে । ১৩১ । (কালের) পাতালরূপ পদতলে পাপসূত্রগ্রথিত নরকগামী জীবমালাবলী কলকল রবে শোভা করিতেছে । ১৩২ । (সেই কালের) এক কর্ণে অস্থিময় মুদ্রা-রূপে হিমাদ্রি; এবং অপর কর্ণে কাঞ্চনময় কর্ণিকারূপে সুমেরু প্রকাশিত রহিয়াছে । ১৩৩ ।

সেই দুই কর্ণে রবি শশী কুণ্ডলরূপে গণ্ডদেশে দোলায়মান রহিয়াছে এবং লোকালোক পর্ব্বত তাহার কটিদেশে কটিভূষণ হইতেছে । ১৩৪ । সেই কালের কক্ষদেশ শিখিবাহনের মৃত শিখি পুচ্ছদ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট এবং তাহাতে তাহার নয়নস্থ বায়ু পূর্ণ হইয়া ভীষণ ধ্বনি করিতেছে । ১৩৫ । সুদীর্ঘ জটা ধারী চন্দ্রচূড়ের এবং মনোহর মন্দারদামসুশোভিতা শক্তির কেশপাশ,কালের

উত্তুঙ্গবাচলাকার ভৈরবোদরতুম্বুকৈঃ।
রাৎকাশররন্ধ্রেন্দ্রদেহভিক্ষাকপালকৈঃ। ১৩৭।
শুষ্কশরীর খট্টাঙ্গ সংঘৈরাপূরিতাম্বরা।
ভীষয়ত্যাত্মনাত্মানং সর্ব্বসংহাররূপিণী। ১৩৮।
বিশ্বরূপশিরশ্চক্র চারুপুষ্করমালয়া।
তাণ্ডবেষু বিবল্গন্ত্যা মহাকল্পেষু রাজতে। ১৩৯।
এতস্মিন্নেবমেতেষাং কালালীনাং মহামুনে।
সংসারনাম্নি কৈবাস্থা মাদৃশানাং ভবত্বিতি। ১৪০।
শত্রবস্তিন্দ্রিয়াণ্যেব সত্যং যাতমসত্যতাং।
প্রহরত্যাত্মনাত্মানং মনসৈব মনোরিপুঃ। ১৪১।

জটা ও চামররূপে প্রকাশিত। ১৩৬। নৃত্যবিরহিত অচল ভৈরবের উদর-স্বরূপ তুম্বীফল এবং কাঁসররন্ধ্রতুল্য ইন্দ্রদেহ, ভিক্ষাপাত্ররূপে শোভা পাইয়া থাকে। ১৩৭। সর্ব্বসংহারকারিণী সেই কালশক্তি শুষ্ক শরীর খট্টাঙ্গ সমূহে আকাশমণ্ডল পূর্ণ করিয়া ভীম শরীর দ্বারা নিজের ভয় জন্মাইয়া থাকে। ১৩৮।

সেই কালশক্তি মহাকল্পসময়ে যখন নৃত্য করিতে থাকেন, তখন সংসারস্থ জীবসমূহের মস্তক সকল মালারূপে তাঁহার গলদেশ শোভিত করিয়া থাকে। ১৩৯।

হে মহামুনে! বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কালসমুহের নাম সংসার। অতএব এরূপ (অনিত্য) কালের প্রতি আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তির আস্থা কিরূপে হইতে পারে? । ১৪০। (সংসারে) ইন্দ্রিয় সকলই শত্রু, ইহাদের প্রভাবে সত্য অসত্য হইয়া থাকে, ইহারা আত্মাকে (শরীরী বোধ করিয়া) বিনাশ করে; (কার্য্যগুণে) মনই মনের রিপু হইয়া থাকে। ১৪১।

বস্তু বস্তুতয়া জ্ঞাতং দত্তং চিত্তমহংকৃতৌ।
অভাববোধিতা ভাবা ভাবান্তো নোপলভ্যতে। ১৪২।
তপ্যতে কেবলং সাধো মতিরাকুলিতান্তরা।
রাগরোগো বিলসতি বিরাগী দুর্লভোজনঃ। ১৪৩।
যত্নেন যাতি যুবতা দূরং স্বজন সঙ্গতিঃ।
গতির্নবিদ্যতে কাচিৎ কৃচিন্নোদেতি সত্যতা। ১৪৪।
মনোবিমুগ্ধ্বতীবান্ত মুদিতা দূরতাং গতা।
নোজ্জ্বলা করুণোদেতি দূরাদায়াতি নীচতা। ১৪৫।
ধীরতাঽধীরতামেতি পাতোৎপাতপরোজনঃ।
সুলভোদুর্জনাশ্লেষো দুর্লভঃ সৎসমাগমঃ। ১৪৬।

(অন্তঃকরণ এরূপ ঘোর শত্রু যে) পদার্থকে অপদার্থ, শরীরাদিতে অহঙ্কার, এবং ভাবকে অভাব বোধ করিয়া থাকে; কিন্তু ভাবের অন্ত উপলব্ধি হয় না।১৪২। হে সাধো! যাহাদের মতি এই প্রকার চিন্তা করিয়া আকুলিত হয়, তাহারাই তাপিত হয়, বিষয়তৃষ্ণারূপ রোগবিশেষ তাহাদেরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; (সংসারে) প্রকৃত বৈরাগ্যাবস্থার লোক অতিশয় দুর্লভ। ১৪৩। যত্ন করিলে যৌবন চলিয়া যায়; আত্মীয়সম্মিলনও ক্রমে দূর হইয়া থাকে; কিন্তু সত্যতার উদয় পক্ষে কোন উপায় দেখা যায় না। ১৪৪। বিষয় বাসনা মনকে মুগ্ধ করিয়া থাকে; যখন ইহা দূরস্থ থাকে, তখন মুদিতভাব ধারণ করে. (তখন) নির্ম্মল করুণার বিকাশ হয় না (এবং সে সময়ে ক্রমে ক্রমে) নীচতাও দূর হইতে আসিয়া থাকে। ১৪৫।

বিষয়ী ব্যক্তির ধীরতা ক্রমে অধীরতায় পর্য্যবসিত হয়, এবং শেষে ধীর ব্যক্তিকে নানা উৎপাতে পাতিত হইতে হয়। তখন দুর্জ্জনসঙ্গ সুলভ এবং সাধুসহবাস দুর্লভ হইয়া থাকে।১৪৬।

আগমাপায়িনোভাবা ভাবনা ভববন্ধনী।
নীয়তে কেবলং ক্বাপি নিত্যং ভূতপরম্পরা। ১৪৭।
দিশোঽপি ন হি দৃশ্যন্তে দেশোপ্যন্যোঽপি দেশভাক্।
শৈলা অপি বিশীর্য্যন্তে কৈবাস্থা মাদৃশে জনে। ১৪৮।
অদ্যতেঽসত্ত্বয়াপি দ্যৌর্ভুবনঞ্চাপি ভুজ্যতে।
ধরাপি যাতি বৈধুর্য্যং কৈবাস্থা মাদৃশে জনে। ১৪৯।
শুষ্যন্ত্যপি সমুদ্রাশ্চ শীর্য্যন্তে তারকা অপি।
সিদ্ধা অপি বিনশ্যন্তি কৈবাস্থা মাদৃশে জনে। ১৫০।
দানবা অপি দীর্য্যন্তে ধ্রুবোপ্যধ্রুবজীবিতঃ।
অমরা অপি মার্য্যন্তে কৈবাস্থা মাদৃশে জনে। ১৫১।

এই সংসারের সকল বস্তুই বিনাশশীল, ইহার চিন্তাই ভববন্ধনের মূল, প্রাণিগণের নিত্যপথের গতি যে কিরূপ অবধারিত আছে, তাহা তাহারা জানে না। ১৪৭। কালে এই দিক্ সকল অদৃশ্য, দেশ ও অন্যান্য স্থান সকল লয় প্রাপ্ত, এবং শৈল সকল বিশীর্ণ হইবে; অতএব আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তিদিগের শরীরে আস্থা কি? । ১৪৮।

(যখন) অনিত্যতাপ্রযুক্ত আকাশ ও ভুবন, কালের ভোগ্য এবং পৃথিবীও কালের শাসনাধীন হইবে, তখন মাদৃশ ব্যক্তিদিগের দেহে আর আস্থা কি? । ১৪৯।

(কালে যখন) অতল জলনিধি শুষ্কভাব ধারণ করিবে,নক্ষত্র সকল ছিন্নভিন্ন হইবে, সিদ্ধ ব্যক্তিদের পর্য্যন্ত বিনাশ ঘটিবে, তখন আর মাদৃশ ব্যক্তিদিগের শরীরের প্রতি যত্ন প্রকাশ কেন? । ১৫০। (কালে) যখন দানবেরা বিদীর্ণ এবং ধ্রুবও অধ্রুব জীবন হয় (এমন কি) অমরেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তখন আর আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তিতে আস্থা কি? । ১৫১।

পরমেষ্ঠ্যপি নিষ্ঠাবান্ ম্রিয়তে হরিরপ্যজঃ।
ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৈবাস্থা মাদৃশে জনে। ১৫২।
কালোঽপি কাল্যতেঽন্যেন নিয়তিশ্চাপি লীয়তে।
ব্যোমাপি লীয়তেঽনন্তং কৈবাস্থা মাদৃশে জনে। ১৫৩।
অশ্রাব্যাবাচ্যজালেন দুর্দর্শাজ্ঞা মূর্ত্তিনা।
ভুবনানি বিতন্যন্তে কেনচিদ্ভ্রংশদায়িনা। ১৫৪।
অত্রোৎসবো মৃতক এষ তথেহ যাত্রা
তে বন্ধবঃ সুখমিদং সবিশেষভোগং।
ইত্থং মুধৈব কলয়ন্ স্ববিকল্পজাল
মালোলপেলবমতির্গলতীহ লোকঃ। ১৫৫।
ইতস্ততো দূরতরং বিহৃত্য প্রবিশ্য গেহং দিবসাবসানে।

(কালে যখন) সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং অজন্মা হরিও লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এক্ষণে যে সকল বস্তুর সত্তা দেখিতেছি যখন ইহারা থাকিবে না জানিতেছি, তখন আর আমাদের ন্যায় ব্যক্তির প্রতি কিরূপে আস্থা হইতে পারে?।১৫২। কালে যখন কালও লয়প্রাপ্ত হয়, যখন অদৃষ্টাদি নিয়ম সকল নাশ পাইয়া থাকে,যখন আকাশও বিনাশভাব ধারণ করে,তখন আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তির দেহাভিমান কোথায়? ।১৫৩। যাঁহার কুহক অশ্রাব্য ও অবাচ্য, যিনি অদৃশ্য অজ্ঞান মূর্ত্তি, যিনি লোকের মতিভ্রংশকারক, জানি না তিনি কে, যাঁহা দ্বারা এই ত্রিভুবন বিস্তৃতি পাইয়াছে।১৫৪।

সংসারে লোকেরা কি যাত্রাদি উৎসব, কি মরণ, কি বন্ধু বান্ধব-সম্মিলন, কি অশেষ সুখসম্ভোগ, এই সকল অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া কোমল ও চঞ্চল-মতি প্রযুক্ত শেষে (স্বয়ংই) গলিত হইয়া থাকে।১৫৫। যে ব্যক্তি দিবসে বিবেকীলোকের সহবাসে নানা প্রকার সদালাপ শ্রবণ করিয়া দিবাবসানে

বিবেকিলোকাশ্রয়সাধুবৃত্তরিক্তং হি রাত্রৌ ক উপৈতি নিদ্রাং।১৫৬
পুত্রাশ্চ দারাশ্চ ধনঞ্চ বুদ্ধ্যা প্রকল্পতে তাত রসায় লাভং।
সর্ব্বং তু তন্নোপকরোত্যথান্তে বাতাভিরম্যা বিষমূর্চ্ছিতেব।১৫৭।
বিদ্রাবিতে শত্রুজনে সমগ্রে সমাগতায়ামভিতশ্চ লক্ষ্ম্যাং।
সেব্যন্ত এতানি সুখানি যাবৎ তাবৎ সমায়াতি কুতোপিমৃত্যুঃ।১৫৮
ইতোন্যতশ্চাপি গতাস্তথৈব সমা ন সঙ্কেতসমানভাবাঃ।
যাত্রাসমাসঙ্গসমা নরাণাং কলত্রমিত্রব্যবহারমায়াঃ। ১৫৯।
কল্পাভিধানক্ষণজীবিনোঽপি কল্পৌঘসংখ্যাকলনে বিরিঞ্চাঃ।
অতঃ কলামালিনি কালজালে লঘুত্বদীর্ঘত্বধিয়োপ্যসত্যাঃ।১৬০।
জনঃ কামাসক্তোবিবিধকুকলাচেষ্টনপরঃ
সতু স্বপ্নেঽপ্যস্মিন্ জগতি সুলভো নাদ্য সুজনঃ।

গৃহপ্রবেশ করে, তাহার কি রাত্রিকালে সুষুপ্তি সঞ্চার হইতে পারে?।১৫৬।
বিষমিশ্রিত মিষ্টান্নের ন্যায় পুত্র, পরিবার ও ধনাদিতে আমাদের সুখ বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে উহাদের দ্বারা কোন উপকার হয় না।।১৫৭।
যে ব্যক্তি নিখিল বিপক্ষ পক্ষকে জয় করিয়া বিজয় লক্ষ্মী করতলস্থ করিয়াছে, যে এরূপে নির্ব্বিবাদ সুখভোগ করিতে থাকে, তাহাকেও মৃত্যু কোথা হইতে আসিয়া অধিকার করে!।১৫৮।

স্ত্রী পুত্রাদির (প্রতি মায়া অতি অকিঞ্চিৎকর); যেহেতু যেরূপে হউক, তাহারা অবশ্যই নষ্ট হইবে। পথ-গমন-সময়ে পথিকদিগের পরস্পরের যেরূপ সঙ্কেত ও মিলন হইয়া থাকে, ইহাদেরও মিলন সেই প্রকার ক্ষণিক।১৫৯। কি এক কল্পজীবি (সিদ্ধগণ), কি মধ্যকল্পজীবি (ইন্দ্রাদি দেবগণ), কি বহুকল্পজীবি ব্রহ্মাদি সকলই খণ্ড ও পূর্ণরূপে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে, অতএব অল্প ও অধিককাল স্থায়ী হওয়া কিছুই নহে।১৬০।

ক্রিয়া দুঃখাসঙ্গাদ্বিধুরবিধুরা নূনমখিলং
ন জানে নেতব্যা কথমিহ দশা জীবিতময়ী। ১৬১।
দিবসাস্তে মহান্তস্তে সম্পদশ্চ ক্রিয়াশ্চ তাঃ।
সর্ব্বং স্মৃতিপথং যাতং যামোবয়মতঃপরং। ১৬২।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বা বা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীব বাড়বং। ১৬৩।
আপদঃ ক্ষণমায়ান্তি সম্পদঃ ক্ষণমেব চ।
ক্ষণং জন্মাথ মরণং মুনে কিমিব লক্ষিতং। ১৬৪।
অশূরেণ হতঃ শূর একেনাপি হতং শতং।
প্রাকৃতাঃ প্রভুতাং যাতাঃ সর্ব্বমাবর্ত্ত্যতে জগৎ। ১৬৫।

(সংসারের) লোকমাত্রই প্রায় কামাশক্ত হইয়া বিবিধ কুৎসিত কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত সাধু ব্যক্তি সংসারে সুদুর্লভ; স্বপ্নেও সাধুকে দেখিতে পাওয়া যায় না। (আমি দেখিতেছি যে) জীবন নানা প্রকার কর্ম্মাধীন প্রযুক্ত দুঃখভারাক্রান্ত হইয়াছে, কিরূপে যে ইহা অতিবাহিত হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ১৬১। সেই দিন সকল, মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণ, তাহাদিগের ঐশ্বর্য্য ও কার্য্যাবলী সকলই স্মরণ আছে; পরে যে আমরাও গত হইব, তাহাও আমরা বিস্মৃত নহি। ১৬২। জলরাশি যেরূপ বাড়বানলে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, এবং নিখিল প্রাণী বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৬৩।

ক্ষণমধ্যে আপদ এবং ক্ষণকাল মধ্যে সম্পদের শুভাগমন হইয়া থাকে। হে মুনে! জন্ম ও মরণও ঐরূপ গমনাগমন করিয়া থাকে, (অতএব) ইহাতে কি আশ্চর্য্য দেখা গিয়া থাকে? । ১৬৪। অসুর সুরকে হত করিতেছে, এক জনের হস্তে শত লোক নিপাতিত হইতেছে, (এবং) প্রাকৃত

ইতি মে দোষদাবাগ্নিদগ্ধে সপদি চেতসি।
প্রফুল্লন্তি ন ভোগাশা মৃগতৃষ্ণা সরঃস্বিব। ১৬৬।
নাভিনিন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবনং।
যথা তিষ্ঠামি তিষ্ঠামি তথৈব বিগতজ্বরঃ। ১৬৭।
অদ্য চেৎ স্বস্থয়া বুদ্ধ্যা মুনীন্দ্র ন চিকিৎস্যতে।
ভুয়শ্চিত্তচিকিৎসায়াস্তৎ কিলাবসরঃ কুতঃ। ১৬৮।
বিষং বিষয়বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্নাবিষয়া একদেহহরং বিষং। ১৬৯।
ন সুখানি ন দুঃখানি ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ।
ন জীবিতং ন মরণং বন্ধায় জ্ঞস্য চেতসঃ। ১৭০।
আয়ুর্বায়ুবিঘট্টিতাভ্রপটলীলম্বাম্বুবদ্ভঙ্গুরং
ভোগা মেঘবিতানমধ্যবিলসৎসৌদামিনীচঞ্চলাঃ।

ব্যক্তিরা প্রভুপদবীতে পদার্পণ করিতেছে (এই প্রকারে) জগৎ নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। ১৬৫। সরোবরে যেমন মৃগতৃষ্ণা হইতে পারে না, সেইরূপ নানা প্রকার দোষ-দাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত আমার অন্তঃকরণে ভোগ বাসনা প্রফুল্লিত হইতে পারিতেছে না। ১৬৬। আমি মরণের নিন্দা, বা জীবনধারণের প্রশংসা করিতেছি না; (আমার প্রার্থনা) আমি সুস্থদেহে এই প্রকারেই থাকি।১৬৭। হে মুনীন্দ্র! যদি অদ্য আমি স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা মনোরোগের চিকিৎসা না করি, তবে কবে আর (চিকিৎসার) অবসর ঘটিবে? ।১৬৮। বিষয় বিষতুল্য, ইহা অন্য জন্ম পর্য্যন্ত জীবদেহ নষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং বিষকে বিষ না বলিয়া বিষয়কেই প্রকৃত বিষ বলা উচিত। ১৬৯। তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে সুখ দুঃখ, বন্ধু বান্ধব, জন্মমরণাদি কোন বিষয়ই বন্ধনের কারণ হয় না। ১৭০। জলদস্থিত চঞ্চল জল বায়ুতে পতিত হইলে যেরূপ হয়,

লোলা যৌবনলালনা জলরয়াশ্চেত্যাকলয্য দ্রুতং
মুদ্রেবাতিদৃঢ়ার্পিতা ননু ময়া চিত্তে চিরং শান্তয়ে। ১৭১।
নাবস্থিতিমুপায়াতি নচায়াতি যথেপ্সিতং।
বুদ্ধির্জীবেশ্বরায়ত্তা বালেব প্রিয়সদ্মনি। ১৭২।
অতোঽতুচ্ছমনায়াসমনুপাধি গতভ্রমং।
কিং তৎ স্থিতিপদং সাধু যত্র শঙ্কা ন বিদ্যতে। ১৭৩।
কথঞ্চ ধীর বৈরাগ্নৌ পততাপি ন দহ্যতে।
পাবকে পারদেনেব রসেন রসশালিনা। ১৭৪।
যস্মাৎ কিল মহাবাহো ব্যবহারক্রিয়াং বিনা।
ন স্থিতি র্দগ্ধসংসারে বিনাম্বু জলধাবিব। ১৭৫।

পরমায়ু তাহার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর; বিদ্যুদ্দাম মেঘে যেরূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, (জীবের) ভোগবাসনাও সেইরূপ চঞ্চল, নদীবেগ যেরূপ দ্রুতগামী, যৌবনও সেইরূপ গমন করিয়া থাকে; আমি এই সকল জানিয়া শুনিয়া শান্তিলাভের জন্য বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছি।১৭১। বালা স্ত্রী যেরূপ স্বামীগৃহে অবস্থান করিয়া স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে না, বুদ্ধিও সেই প্রকার জীবরূপী পরমেশ্বরের অধীন হইয়া স্থির থাকিতে, বা আত্ম-অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে না। ১৭২। (অতএব) যে সাধুপদে কোন শঙ্কা নাই, যাহা অতি অতুচ্ছ, আয়াসশূন্য উপাধিরহিত এবং ভ্রমবর্জ্জিত, (তাহা কি প্রকার, আমাকে জানাইয়া দিউন)। ১৭৩। যেমন রসযুক্ত পারদ অগ্নিতে পতিত হইলে দগ্ধ হয় না, সেইরূপ হে ধীর! সংসার শক্রতানলে পতিত হইলে লোককে যে প্রকারে দগ্ধ হইতে হয় না, (তাহার উপদেশ আমাকে প্রদান করুন)। ১৭৪। হে মহাবাহো! যেমন জলের অভাবে জলনিধি থাকিতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্ম ব্যতিরেকে এই দগ্ধসংসারে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ১৭৫।

যথা জানাসি ভগবংস্তথা মোহবিশুদ্ধয়ে।
ব্রূহি মে সাধবো যেন নূনং নির্দুঃখিতাং গতাঃ। ১৭৬।
অথবা তাদৃশী মুক্তির্যদি ব্রহ্মন্ন বিদ্যতে।
ন ব্যক্তি মম বা কশ্চিৎ বিদ্যমানমপি স্ফুটং। ১৭৭।
স্বয়ঞ্চৈব নচাপ্নোমি তং বিশ্রান্তিমনুত্তমাং।
তদহং ত্যক্তসন্দেহো নিরহঙ্কারতাং গতঃ। ১৭৮।
ন ভোক্ষ্যে ন পিবাম্যম্বু নাতঃ পরিদধেহম্বরং।
করোমি নাহং ব্যাপারং স্নানদানাশনাদিকং। ১৭৯।
নচ তিষ্ঠামি কার্য্যেষু সম্পৎস্বাপদ্দশাসু চ।
ন কিঞ্চিদপি বাঞ্ছামি দেহত্যাগাদৃতে মুনে। ১৮০।
কেবলং বিগতাশঙ্কোনির্মমোগতমৎসরঃ।
মৌনমেবাভিতিষ্ঠামি লিপিকর্ম্মস্বিবার্পিতঃ। ১৮১।

হে ভগবন্! সাধুগণ যদ্দ্বারা দুঃখশূন্য হইয়া থাকেন, আপনি আমার মোহ দূর করিবার জন্য তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। ১৭৬। হে ব্রহ্মন্! যদি সংসারে সে প্রকার মুক্তি না থাকে, অথবা আমাকে যদি তাহার বিদ্যমানতা কেহ পরিষ্কার করিয়া না বুঝাইয়া দেন। ১৭৭। অথবা যদি আমি স্বয়ং সেই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ না পাইতে পারি, তবে আমি সন্দেহ দূর ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া। ১৭৮। ভক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণ, জল পান, বস্ত্র পরিধান ও স্নানদানাদি কার্য্য করিব না। ১৭৯। আমি কি সম্পদ, কি বিপদ, অথবা অন্য কোন কার্য্যে (লিপ্ত) থাকিব না। হে মুনে! আমি শরীর বিসর্জ্জন ব্যতিরেকে অন্য (কামনা) কিছুই করি না। ১৮০। (এখন হইতে) আমি কেবল শঙ্কা, মমতা ও মৎসরতাবিহীন হইয়া আলেখ্যলিখিতের ন্যায় মৌনভাবে কাল হরণ করিতে থাকিব।১৮১। অগ্নিতাপতাপিত লোকের পক্ষে

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যুক্তবাননলশীতকরাভিরামো
রামো মহত্তরবিবেকবিকাশিচেতাঃ।
তূষ্ণীং বভুব পুরতো মহতাং ঘনানাং।
কেকারবশ্রমবশাদিব নীলকণ্ঠঃ। ১৮২।

ইতি মোক্ষোপায়ে বৈরাগ্যপ্রকরণে জগদ্দোষপ্রকাশনো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

চন্দ্রকিরণ যেরূপ রমণীয়, সেইরূপ সংসারতাপতপ্ত লোকের পক্ষে স্নিগ্ধ গুণসম্পন্ন রামচন্দ্র, অসামান্য বৈরাগ্য হেতু বিকাশিতচিত্ত হইয়া ময়ুর যেরূপ জলদসমীপে কেকা রব করিয়া মৌনভাব ধারণ করে, তাহার ন্যায় বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রাদির সাক্ষাতে (বিবেক বাক্য) কহিয়া, মৌনাবলম্বন করিলেন। ১৮২।

বাল্মীকিরুবাচ।

বদত্যেবং মহামোহবিনিবৃত্তিকরং বচঃ।
রামে রাজীবপত্রাক্ষে তস্মিন্ রাজকুমারকে ॥
সর্ব্বে বভূবুস্তত্রস্থা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ।
ভিন্নাম্বরা দেহরুহৈর্গিরিঃ সাভ্র ইব দ্রুমৈঃ। ১।
অথ তূষ্ণীং স্থিতবতি রামে রাজীবলোচনে।
সাধুবাদগিরা সার্দ্ধং সিদ্ধসার্থসমীরিতা।
বিতানকসমা ব্যোম্নঃ পৌষ্পী বৃষ্টি পপাত হ। ২।
মুহূর্ত্তস্য চতুর্ভাগাচ্ছান্তে কুসুমবর্ষণে।
ইমান্ সিদ্ধগণাঘোষান্ শুশ্রুবুস্তে সভাগতাঃ। ৩।
আকল্পং সিদ্ধসেনাসু ভ্রমদ্ভিরভিতোহভয়ং।
আপূর্ণমদ্য ত্বস্মাভিঃ শ্রুতং শ্রুতিরসায়নং। ৪।

বাল্মীকি কহিলেন, রাজীবলোচন রামচন্দ্র এই প্রকার মহামোহবিনাশক বাক্য বলিলে পর, মেঘমিলিত পর্ব্বত আপনার দেহোৎপন্ন পাদপশ্রেণী দ্বারা আকাশ ভেদ করিয়া (প্রফুল্ল কুসুমে) যেরূপ শোভিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সভাস্থ লোক সকলের চক্ষু বিস্ময়বিস্ফারিত হইয়াছিল। ১। কমললোচন রামচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিলে, বিমানস্থ সিদ্ধ সকল (তাঁহাকে) যেমন সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, অমনি সেই সময়ে বিমানপথ হইতে পুষ্পবৃষ্টি চন্দ্রাতপের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। ২। পুষ্পবৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে, তাহার চারি মুহূর্ত্তের পর সভাস্থ লোক সকল (আকাশস্থ) সিদ্ধদিগের এই প্রকার উক্তি শ্রুতিগোচর করিলেন। ৩। আমরা প্রলয় কালাবধি সিদ্ধ সেনাদিগের নিকট হইতে অভয় লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু অদ্য আমরা শ্রুতিসুখকর কি চমৎকার কথা

উপশমামৃতসুন্দরমাদরাদধিগতোত্তমতাপদমেষ যৎ।
কথিতবাননুচিতং রঘুনন্দনঃ সপদি তেন বয়ং প্রতিবোধিতাঃ।৫।

বাল্মীকিরুবাচ।

পাবনস্যাস্য বচসঃ প্রোক্তস্য রঘুকেতুনা।
নির্ণয়ং শ্রোতুমুচিতং বক্ষ্যমাণং মহর্ষিভিঃ। ৬।
ইত্যুক্তা সা সমৈগ্রেব ব্যোমবাসনিবাসিনী।
পপাত সা সভা তত্র দিব্যা মুনিপরম্পরা। ৭।
অথাস্যাং সিদ্ধসেনায়াং পতন্ত্যাং নভসো রসাং।
উত্তস্থৌ মুনিসংপূর্ণা তদা দাশরথী সভা। ৮।
বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ তান্ পূজয়ামাসতুঃ ক্ষণাৎ।
বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ তে পূজয়ামাসুরাদরাৎ। ৯।
সর্ব্বাদরেণ সিদ্ধৌঘান্ পূজয়ামাস ভূপতিঃ।

শ্রবণ করিলাম।৪। এই রঘুনন্দন, শান্তরসামৃতস্বরূপ উৎকৃষ্টগুণযুক্ত যে সকল কথা গৌরবপূর্ব্বক বলিয়াছেন, আমরা তৎশ্রবণে অকস্মাৎ চৈতন্য লাভ করিলাম।৫।

বাল্মীকি কহিলেন, রঘুবংশকেতু রামচন্দ্র যে পবিত্র কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ তাহার যেরূপ অবধারণ করিবেন, তাহা শ্রবণ করা (সকলেরই) উচিত।৬। স্বর্গবাসী সিদ্ধ পুরুষেরা এই কথা বলিয়া দশরথের অপূর্ব্ব সভায় আগমন করিলেন।৭। যে সময়ে তাঁহারা অন্তরীক্ষ হইতে অবনীতে (রাজসভায়) উপস্থিত হন, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ সকলেই (এককালে) গাত্রোত্থান করিলেন।৮। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ইহাঁরা দুই জনে (উপস্থিত) সিদ্ধগণকে সমুচিত সপর্য্যা করিলেন এবং তাঁহারাও আদরপূর্ব্বক ঋষিদ্বয়ের যথেষ্ট গৌরব বর্দ্ধন করিলেন।৯। রাজা দশরথ

সিদ্ধৌঘা ভূপতিশ্চৈব কুশলপ্রশ্নবার্ত্তয়া। ১০।
বচোভিঃ পুষ্পবর্ষেণ সাধুবাদেন চাভিতঃ।
রামং তে পূজয়ামাসুঃ পুরঃ প্রণতমাস্থিতং। ১১।
অহো বত কুমারো কল্যাণগুণশালিনী।
বাগুক্তা পরমোদারবৈরাগ্যরসগর্ব্বিণী। ১২।
অস্মিন্নুদ্দামদৌরাত্ম্যে দৈবনির্ম্মাণনির্ম্মিতে।
দ্বিজেন্দ্রা দগ্ধসংসারে সারোহ্যত্যন্তদুর্লভঃ। ১৩।
সকললোকচমৎকৃতিকারিণোঽপ্যভিমতং যদি রাঘবচেতসঃ।
ফলতি নৈতদিমে বয়মেব হি স্ফুটতরং মুনয়োঽহতবুদ্ধয়ঃ। ১৪।
ইতি নাদেন মহতা বচস্যুক্তে সভাগতৈঃ।
রামমগ্র্যমতিপ্রীত্যা বিশ্বামিত্রোভ্যভাষত। ১৫।

সমাদর সহিত সিদ্ধগণকে পূজা করিলেন এবং তাঁহারাও কুশলপ্রশ্ন দ্বারা নৃপতির আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। ১০। রামচন্দ্র, উপস্থিত সিদ্ধ পুরুষদিগকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে, সভাসদ্গণ সাধুবাক্য, চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পবর্ষণ দ্বারা এবং অপর ব্যক্তিগণ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার সম্মাননা করিলেন। ১১। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, হায়! বালক রামচন্দ্রের মুখ হইতে উদারগুণসম্পন্ন বৈরাগ্যরসাশ্রয় কি উৎকৃষ্ট বাক্যই বহির্গত হইয়াছে! ।১২।

হে দ্বিজেন্দ্রসকল! দৈবরচিত (এই) দগ্ধ দুরন্ত সংসারমধ্যে সার বস্তু অতিশয় দুর্লভ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩। রামের উক্তি সকলের চিত্ত-চমৎকারিণী, যদি প্রকৃত সত্ত্বরে এই বাক্যের সাফল্য না ঘটে, তবে জানিব, আমরা সকল মুনি হতবুদ্ধি,—অর্থাৎ সারবস্তু অবগত নহি। ১৪। সভাস্থ লোক সকল এই কথা বলিলে পর, বিশ্বামিত্র অতি প্রীতমনে শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন। ১৫। হে জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য! তুমি স্বকীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি-

ন রাঘব ত্বয়াত্বন্যজ্ জ্ঞেয়ং জ্ঞানবতাং বরং।
ত্বয়েব সূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা সর্ব্বং বিজ্ঞাতবানসি। ১৬।
ভগবদ্ব্যাসপুত্রস্য শুকস্যেব মতিস্তব।
বিশ্রান্তিমাত্রমেবান্ত জ্ঞাতজ্ঞেয়াপ্যপেক্ষতে। ১৭।

রাম উবাচ।

ভগবদ্ব্যাসপুত্রস্য শুকস্য ভগবন্ কথং।
জ্ঞেয়েপ্যাদৌ ন বিশ্রান্তং বিশ্রান্তঞ্চ ধিয়া কুতঃ। ১৮।

বিশ্বামিত্র উবাচ।

আত্মোদন্তসমং রাব বর্ণ্যমানমিদং ময়া।
শৃণু ব্যাসাত্মজোদন্তং জন্মনামন্তকারণং। ১৯।
অস্য চিন্তয়তো লোকযাত্রামলমিমাং হৃদি।
তবেব কিল সদ্বুদ্ধে বিবেক উদভূদয়ং। ২০।

প্রভাবে যাহা জানিবার তাহা জানিতে পারিয়াছ, অতএব তোমার জানিবার বিষয় কিছুই নাই। ১৬। তুমি ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেবের ন্যায় জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থ অবগত হইয়াছ,(সুতরাং) তুমি কেবল বিশ্রান্তিমাত্র অপেক্ষা করিতেছ। ১৭। রামচন্দ্র কহিলেন, হে ভগবন্! ব্যাসতনয় শুকদেব পূর্ব্বেই বা কেন জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তু জানিতে না পারিয়া বিশ্রামলাভ করেন নাই, এবং পরেই বা কিরূপে জ্ঞান লাভ দ্বারা বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। ১৮।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে রামচন্দ্র! তোমার আত্মবৃত্তান্তের ন্যায় শুকদেবের বৃত্তান্ত জন্মনাশক। ১৯। হে সদ্বুদ্ধে! শুকদেবও তোমার ন্যায় মনোমধ্যে লোকব্যবহারবিষয় চিন্তা করিয়া বৈরাগ্যপথের পথিক হইয়াছিলেন। ২০। সেই মহামনা শুকদেব বিবেক-সাহায্যে বিচার

তেনাদৌ সুবিবেকেন স্বয়মেব মহামনাঃ।
বিচার্য্য সুচিরং সাধু যৎ সত্যং তদবাপ্তবান্। ২১।
স্বয়ং প্রাপ্তে পরে বস্তু ন বিশ্রান্তমনাঃ স্থিতঃ।
ইদং বস্ত্বিতি বিশ্বাসং নাসাবাত্মন্যুপাযযৌ। ২২।
কেবলং বিররামাস্য চেতো বিগতচাপলং।
ভোগেভ্যো ভূরিভঙ্গেভ্যো ধরাভ্য ইব চাতকঃ। ২৩।
একদা সোঽমলপ্রজ্ঞো মেরাবেকান্তসুস্থিরং।
পপ্রচ্ছ পিতরং ভক্ত্যা কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিং। ২৪।
সংসারাড়ম্বরমিদং কথমভ্যুদিতং মুনে।
কথঞ্চ প্রশমং যাতি কিয়ৎ কস্য কদেতি বা। ২৫।
ইতি পৃষ্টেন মুনিনা ব্যাসেনাখিলমাত্মজে।
যথাবদমলং প্রোক্তং বক্তব্যং বিদিতাত্মনা। ২৬।

করিয়া যাহা সত্য ও সুন্দর, সেই (নিত্য) বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২১। প্রকৃত বস্তু লাভ করিয়াও তাঁহার অন্তঃকরণ বিশ্রাম লাভ করে নাই এবং আমি যাহা পাইয়াছি তাহা প্রকৃত বস্তু কি না, ইহাও তাঁহার মনে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল। ২২। চাতক পক্ষী যেরূপ ধারাজল পরিহার করে, তাঁহার স্থির অন্তঃকরণ সেইরূপ অনিত্যভোগ হইতে বিরত হইয়াছিল। ২৩। এক দিন নির্ম্মলধী সেই শুকদেব, সুমেরুপর্ব্বতাশ্রয় স্থিরমনা পিতৃদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ভক্তিভাবানত হইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৪। হে পিতঃ! সংসারের (এই) আড়ম্বর কি প্রকারে প্রকাশ পাইল? কিরূপেই বা ইহার শান্তি ঘটে, এবং কোন্ সময়ে কি পরিমাণে কাহার সংসারভোগ হইয়া থাকে? । ২৫। শুকদেব এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত ছিলেন, পুত্রের নিকটে সমুদায় প্রকাশ করিলেন। ২৬।

অজ্ঞাসিষং পূর্ব্বমেতদহমিত্যথ তৎপিতুঃ।
স শুকঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা ন বাক্যং বহ্বমন্যত। ২৭।
ব্যাসোপি ভগবান্ বুদ্ধ্বা পুত্রাভিপ্রায়মীদৃশং।
প্রত্যুবাচ পুনঃ পুত্রং নাহং জানামি তত্ত্বতঃ। ২৮।
জনকো নাম ভূপালো বিদ্যতে বসুধাতলে।
যথাবদ্বেত্ত্যসৌ বেদ্যং তস্মাৎ সর্ব্বমবাপ্স্যসি। ২৯।
পিত্রেত্যুক্তঃ শুকঃ প্রায়াৎ সুমেরোর্বসুধাতলং।
বিদেহ নগরং প্রাপ জনকেনাভিপালিতং। ৩০।
আবেদিতোহসৌ যাষ্টীকৈর্জনকায় মহাত্মনে।
দ্বারি ব্যাসসুতো রাজন্ শুকোহত্র স্থিতবানিতি। ৩১।
জিজ্ঞাসার্থং সুতস্যাসাবাস্তামেবেত্যবজ্ঞয়া।
উক্ত্বা বভূব জনকস্তূষ্ণীং সপ্ত দিনান্যথ। ৩২।

শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ব্বাবধি যাহা জানিতেন (জিজ্ঞাসা করিয়া) পিতার নিকটে তাহার অধিক জানিতে পারিলেন না। ২৭। সত্যবতীনন্দন নিজ নন্দনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে পুত্র! আমি ব্রহ্মতত্ত্ব তোমা অপেক্ষা অধিক অবগত নহি। ২৮। পৃথিবীতে জনক নামে এক রাজর্ষি আছেন, তিনি ব্রহ্মবিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে যাইলে তুমি সমস্ত অবগত হইতে পারিবে। ২৯।

পিতৃমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া শুকদেব সুমেরু পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে জনকরাজধানী বিদেহ নগরীতে উপনীত হইলেন। ৩০।

দ্বারপালগণ দ্বারদেশে শুকদেব আগমন করিয়াছেন এই কথা রাজর্ষি জনককে নিবেদিত করিল। ৩১। রাজর্ষি শুকদেবের জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি সেখানে থাকুন, এই প্রকার অনাদর বাক্য দ্বারপালগণের প্রতি

তত্রাহানি স সপ্তৈব তথৈবাবিসত্তন্মনাঃ।
ততঃ প্রবেশয়ামাস জনকোঽন্তঃপুরং শুকং। ৩৩ ॥
রাজা ন দৃশ্যতে ভাবাদিতি সপ্তদিনানি তং।
তত্রোন্মদাভির্যোষাভি র্ভোজনৈর্ভোগসঞ্চয়ৈঃ।
জনকো লালয়ামাস শুকং শশিনিভাননং। ৩৪।
তে ভোগা স্তানি দুঃখানি ব্যাসপুত্রস্য তন্মনঃ।
নাজহ্রু র্মন্দপবনা বদ্ধপীঠমিবাচলং। ৩৫।
কেবলং সুখমাত্মস্থো মৌনী মুদিতমানসঃ।
সংপূর্ণ ইব শীতাংশুরতিষ্ঠদমলঃ শুকঃ। ৩৬।
পরিজ্ঞাতস্বভাবস্তু শুকং ন জনকো নৃপঃ।
আনীয়মুদিতাত্মানমবলোক্য ননাম চ। ৩৭।

প্রয়োগ করিয়া সপ্ত দিন পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। ৩২। তিনি উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া সেখানে সাত দিন অতিবাহিত করিলেন; পরে বিদেহরাজ তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করাইলেন।৩৩। (তিনি) এখানে রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না এই কথা জানাইয়া মদোন্মত্ত সুন্দরী ও অন্যান্য ভোগ্যবিষয়ের যোজনা করাইয়া পূর্ণচন্দ্র তুল্য শুকদেবকে সাত দিন সেখানে রাখিলেন। ৩৪। স্ত্রীসহবাস সুখভোগ এবং দ্বারদেশে সপ্তাহ কাল অপেক্ষার জন্য কষ্টভোগে তাঁহার অন্তঃকরণ মন্দপবন দ্বারা বদ্ধমূল পর্ব্বতের ন্যায় বিচলিত হয় নাই। ৩৫। তিনি কেবল আত্মনিষ্ঠ হইয়া মুদিতান্তঃকরণে নির্ম্মল শশাঙ্করেখার ন্যায় সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৩৬। পরে রাজর্ষি জনক শুকদেবের স্বভাব ও তাঁহার আত্মার সন্তোষভাব অবগত হইয়া নিকটে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। ৩৭।

নিঃশেষিতজগৎকার্য্য প্রাপ্তাখিলমনোরথ।
কিমীপ্সিতং তবেত্যাশু কৃতস্বাগতমাহ তং। ৩৮।

শুক উবাচ।

সংসারাড়ম্বরমিদং কথমভ্যুত্থিতং গুরো।
কথং প্রশমমায়াতি যথাবৎ কথয়াশু মে। ৩৯।

বিশ্বামিত্র উবাচ।

জনকেনেতি পৃষ্টেন শুকস্য কথিতং তথা।
তদেব যৎ পুরা প্রোক্তং তস্য পিত্রা মহাত্মনা। ৪০।

শুক উবাচ।

স্বয়মেব ময়া পূর্ব্বমেতজ্‌ জ্ঞাতং বিবেকতঃ।
এতদেব চ পৃষ্টেন পিত্রা মে সমুদাহৃতং। ৪১।
ভবতা এষ এবার্থঃ কথিতো বাগ্মিদাম্বর।

তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া করিয়া কহিলেন, হে মুনে! আপনি সংসারের কার্য্য সকল শেষ করিয়াছেন, আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি, আমার নিকটে প্রকাশ করুন। ৩৮।

শুকদেব কহিলেন, হে গুরো! এই সংসারাড়ম্বর কিরূপে প্রকাশ পাইল, কিরূপেই বা উহা শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার যাথার্থ্য আমার নিকটে বলুন। ৩৯। জনকরাজাকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, শুকদেবের পিতা বেদব্যাস ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাকে সেইরূপ উপদেশ দিলেন। ৪০। শুকদেব কহিলেন, আমি আপন বৈরাগ্যপ্রভাবে ইহা পূর্ব্ব হইতে অবগত হইয়াছি, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও ঐরূপ বলিয়া দিয়াছেন। ৪১।

হে বাগ্মীকুলতিলক! আপনিও তাহাই বলিতেছেন, (বাস্তবিক) শাস্ত্রানু-

এষ এব চ বাক্যার্থঃ শাস্ত্রেষু পরিদৃশ্যতে। ৪২।
যথায়ং স্ববিকল্পোত্থঃ স্ববিকল্পপরিক্ষয়াৎ।
ক্ষীয়তে দগ্ধসংসারো নিঃসার ইব নিশ্চয়ঃ। ৪৩।
তৎকিমেতন্মহাবাহো সত্যং ব্রূহি মমাচলং।
ততোবিশ্রামমাপ্নোমি চেতসা ভ্রমতা জগৎ। ৪৪।

জনক উবাচ।

নাতঃ পরতরঃ কশ্চিৎ নিশ্চয়োঽস্ত্যপরোমুনে।
স্বয়মেব ত্বয়া জ্ঞাতং গুরুতশ্চ পুনঃ শ্রুতং। ৪৫।
অব্যুচ্ছিন্ন চিদাত্মৈকঃ পুমানস্তীহ নেতরৎ।
স্বয়ং কালবশাদ্বদ্ধো নিঃসঙ্কল্পস্তু মুচ্যতে। ৪৬।
তেন ত্বয়া স্ফুটং জ্ঞাতং জ্ঞেয়ং যস্য মহাত্মনঃ।
ভোগেভ্যো বিরতির্জাতা দৃশ্যাদ্বা সকলাদিহ। ৪৭।

সন্ধান করিলে উহাই দেখিতে পাওয়া যায়। ৪২। এই যে দগ্ধ সংসার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা নিতান্ত অসার ও ক্ষয়শীল; ইহা কেবল আপনার ভেদ জ্ঞান হেতু প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহার ক্ষয়ে (সকলই) নষ্ট হইয়া থাকে। ৪৩।

হে মহাবাহো! অচল পদার্থস্বরূপ এ জগৎ কি প্রকার, ইহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন; তাহা হইলে মতিভ্রম দূর হইয়া আমি স্থিরপথে দাঁড়াইতে পারিব। ৪৪। জনক কহিলেন, হে মুনে! তুমি আপনি যাহা জানিতে পারিয়াছ, এবং গুরুর নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছ, তদপেক্ষা স্থির জ্ঞান আর নাই। ৪৫। এই সংসারে অবচ্ছেদশূন্য চিদাত্মা অদ্বৈত এক পুরুষমাত্র আছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই; তিনি যে সময়ে ইচ্ছা করেন, সেই সময় সংসার বদ্ধ এবং যখন সংকল্পশূন্য হন, তখন সংসারমুক্ত হইয়া থাকেন। ৪৬।

ভোগ্যবস্তু হইতে যাঁহার বিরতি দাঁড়াইয়াছে এবং যিনি দৃশ্য সকল

প্রাপ্তং প্রাপ্তব্যমখিলং ভবতা পূর্ণচেতসা।
ন দৃশ্যে পতসি ব্রহ্মন্ মুক্তস্ত্বং ভ্রান্তিমুৎসৃজ। ৪৮।
অনুশিষ্টঃ স ইত্যেবং জনকেন মহাত্মনা।
বিশশ্রাম শুকস্তূষ্ণীং স্বস্থে পরমবস্তুনি। ৪৯।
বীতশোকভয়ায়াসো নিরীহশ্ছিন্নসংশয়ঃ।
জগাম শিখরং মেরোঃ সমাধ্যর্থমনিন্দিতঃ। ৫০।
তত্র বর্ষসহস্রাণি নির্ব্বিকল্পসমাধিনা।
দশ স্থিত্বা শশামাসাবাত্মন্যস্নেহদীপবৎ।৫১।
ব্যপগতকলনাকলঙ্কশুদ্ধঃ স্বয়মমলাত্মনি পাবনে পদেঽসৌ।
সলিলকণইবাম্বুধৌ মহাত্মা বিগলিতবাসনমেকতাং জগাম। ৫২।

পদার্থ হইতে অন্তরস্থ থাকেন, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা এবং ব্রহ্মপদার্থ অবগত হইবার অধিকারী। ৪৭। হে ব্রহ্মন্! তুমি পূর্ণান্তঃকরণে (সংসারে) যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছ, সুতরাং অনিত্য দৃশ্য পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর না; তুমি মুক্তপুরুষ, অতএব আত্মভ্রম পরিহার কর। ৪৮। শুকদেব মহাত্মা জনকের নিকট হইতে এই প্রকার উপদেশ লাভ করিয়া কিঞ্চিৎকাল স্থির থাকিয়া হৃদয়স্থ পরম পদার্থ পাইবার জন্য শান্তিপথে মনঃসংযোগ করিলেন। ৪৯। তিনি শোক, ভয়, ক্লেশ প্রভৃতি পরিত্যাগ ও মনের সন্দেহ দূর করিয়া সমাধি করিবার জন্য সুমেরুগিরি আশ্রয় করিলেন। ৫০।

সেখানে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার একত্রাবস্থান পূর্ব্বক দশসহস্র বৎসর অবস্থিতি করিয়া তৈলবিরহিত প্রদীপের ন্যায় শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। ৫১। সমুদ্রে সলিলকণা যেরূপ এক হইয়া যায়, সেইরূপ মহাত্মা শুকদেব সংকল্পমাত্র পরিত্যাগ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া নির্ম্মল পবিত্র পদার্থের একতা প্রাপ্ত হইলেন। ৫২।

বিশ্বামিত্র উবাচ।

তস্য ব্যাসতনুজস্য মতিমাত্রাপমার্জনং।
যথোপযুক্তং তে রাম তাবদেবোপযুজ্যতে। ৫৩।
জ্ঞাতজ্ঞেয়স্য মনসো নূনমেতৎ বিলক্ষণং।
ন স্বাদ্যন্তে সমগ্রাণি ভোগবৃন্দানি যৎ পুনঃ। ৫৪।
ভোগভাবনয়া যাতি বন্ধোদার্ঢ্যমবস্তুজঃ।
তয়োপশান্তয়া যাতি বন্ধো জগতি তানবং। ৫৫।
বাসনা তানবং রাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।
পদার্থবাসনা দার্ঢ্যং বন্ধ ইত্যভিধীয়তে। ৫৬।
যশঃপ্রভৃতিকা যস্মৈ হেতুনৈব বিনা পুনঃ।
ভোগা ইহ ন রোচন্তে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে। ৫৭।
রামো যদেতজ্জানাতি তদ্বস্তিত্যেব সন্মুখাৎ।
আকর্ণ্য চিত্তবিশ্রান্তিমাপ্নোত্যেব মুনীশ্বরাঃ। ৫৮।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে রামচন্দ্র! ব্যাসনন্দন শুকদেবের যেরূপ উপযুক্ত প্রকার বুদ্ধির পরিষ্কারতা ঘটিয়াছিল, তোমারও মতির সেই রূপ মালিন্য দূর করা কর্ত্তব্য। ৫৩। (ইহা স্থির কথা) যে অন্তঃকরণ জ্ঞেয় পদার্থ জানিতে পারিলে, তাহার পুনঃ পুনঃ ভোগ্য বস্তু ভোগের আর ইচ্ছা হয় না। ৫৪। ভোগবাসনা দ্বারা মিথ্যা বস্তু (স্ত্রী পুত্রাদিতে) দৃঢ় বন্ধন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বাসনা শান্তি পাইলে সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া থাকে। ৫৫।

হে রামচন্দ্র! শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, বাসনাক্ষয়ের নাম মোক্ষ এবং বিষয়বাসনাই দৃঢ় বন্ধন। ৫৬। কারণ ব্যতিরেকে যশ, সুকৃতি প্রভৃতি ভোগ-বিষয়ে যাহার রুচি না হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত। ৫৭। হে মুনীন্দ্রগণ! রামচন্দ্র (বিবেক বলে) যে বিষয় অবগত হইয়াছেন, তাহাই

অত্রাস্য চিত্তবিশ্রান্তৌ রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
যুক্তিং কথয়তু শ্রীমান্ বশিষ্ঠো ভগবানয়ং। ৫৯।
রঘূণামেষ সর্ব্বেষাং প্রভুঃ কুলগুরুঃ সদা।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসাক্ষী চ ত্রিকালামলদর্শনঃ। ৬০।
বশিষ্ঠ ভগবন্ পূর্ব্বং কচ্চিৎ স্মরসি যৎ স্বয়ং।
আবয়ো বৈরশান্ত্যর্থং শ্রেয়সে চ মহাধিয়া। ৬১।
উপদিষ্টং ভগবতা জ্ঞানং পদ্মভুবা বহু।
তদেবোপদিশাদ্য ত্বং রামায়ান্তেনিবাসিনে। ৬২।
তজ্জ্ঞানং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ তদ্বেদঙ্গ্যমখণ্ডিতং।
সচ্ছিষ্যায় বিরক্তায় সাধো যদুপদিশ্যতে। ৬৩।
অশিষ্যায়াবিরক্তায় যৎকিঞ্চিদুপদিশ্যতে।

সাধু ব্যক্তিদিগের মুখ হইতে যখন শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার মনের স্থিরতা (অবশ্য) দাঁড়াইবে।৫৮। (এখন) এই ভগবান্ বশিষ্ঠদেব রামের চিত্ত-শান্তির উদ্দেশে যুক্তিপথ প্রদর্শন করুন। ৫৯। (বিশেষতঃ) ইনি রঘুবংশীয়-দিগের কুলগুরু, সর্ব্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী ও সকলের সাক্ষীস্বরূপ। ৬০। (এই কথা বলিয়া বশিষ্ঠকে বলিতেছেন) হে ভগবন্! আমাদিগের উভয়ের শত্রুতাশান্তি ও মুক্তির জন্য কমলযোনি ব্রহ্মা যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কি স্মরণ হয়? ।৬১। তুমি (এক্ষণে) সেই উপদেশ তোমার শিষ্য রামচন্দ্রকে প্রদান কর। ৬২।

হে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ! বৈরাগ্যপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিষ্যকে যে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করা যায়, তাহাই অখণ্ডিত জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬৩। কুকুরের চর্ম্মপুটে গো ঘৃত রাখিলে উহা যেমন অপবিত্র হয়, সেইরূপ অবৈরাগ্য এবং শিষ্যের অনুপযুক্ত

দ্বিবিধো বাসনাব্যূহঃ শুভশ্চৈবাশুভশ্চ তে।
প্রাক্তনো বিদ্যতে রাম দ্বয়োরেকতরোঽথবা। ৬।
বাসনৌঘেন শুদ্ধেন তত্র চেদদ্য নীয়সে।
তৎ ক্রমেণ শুভেনৈব পদং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং। ৭।
অথচেদশুভোভাবস্ত্বাং যোজয়তি সঙ্কটে।
প্রাক্তনস্তদসৌ যত্নাজ্জেতব্যো ভবতা স্বয়ং। ৮।
শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনা সরিৎ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি। ৯।
অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়।
স্বমনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাং বর। ১০।
অশুভাচ্চালিতং যাতি শুভং তস্মাদপীতরৎ।

গ্রহণ করিলে যে শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে,এ বিষয়ে অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায় না। ৫। হে রামচন্দ্র! (জীবের) শুভাশুভ এই দুই প্রকার জন্মান্তরীণ বাসনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দুই প্রকার বাসনার মধ্যে কাহারও একাংশ (অধিক) থাকে। ৬। যদি তুমি শুভ বাসনানুগামী হও,তাহা হইলে ঐ বাসনার সাহায্যে মঙ্গলময় নিত্য বস্তু পাইতে পার। ৭। যদি অশুভ বাসনা তোমাকে সঙ্কটে সমর্পিত করে, তাহা হইলে যত্নপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করা তোমার কর্ত্তব্য। ৮। বাসনারূপ স্রোতস্বতী শুভাশুভ পথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে, পৌরুষ প্রভাবে তাহাকে শুভপথে আনয়ন করা উচিত। ৯।

হে বলিপ্রবর! আপনার মন অশুভ বিষয়ে সমাবিষ্ট হইলে বলপূর্ব্বক শুভকার্য্যে তাহাকে যোজনা কর। ১০। শিশু যেরূপ মন্দকার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাকে নিষেধ দ্বারা বাধা করা যায়, জীবের অন্তঃকরণও সেইরূপ;

জন্তোশ্চিত্তং তু শিশুবত্তস্মাত্তু চালয়েদ্বলাৎ। ১১।
সমতা শান্ত্বনেনাশু ন দ্রাগিতি শনৈঃ শনৈঃ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন লালয়েচ্চিত্তবালকং। ১২।
প্রাগভ্যাসবশাদ্ যাতা যদা তে বাসনোদয়ং।
তদাভ্যাসস্য সাফল্যং বিদ্ধি ত্বমরিমর্দ্দন।১৩।
সন্দিগ্ধায়ামপি ভৃশং শুভামেব সমাহর।
শুভায়াং বাসনাবৃদ্ধৌ তাত দোষো ন কশ্চন। ১৪।
অব্যুৎপন্নমনা যাবদ্ভবানজ্ঞাততৎপদঃ।
গুরুশাস্ত্রপ্রমাণৈস্তু নির্ণীতং তাবদাচর। ১৫।
ততঃ পক্ককষায়েণ নূনং বিজ্ঞাতবস্তুনা।
শুভোঽপ্যসৌ ত্বয়া ত্যাজ্যো বাসনৌঘো নিরাধিনা। ১৬।

সুতরাং বলপূর্ব্বক তাহাকে (ন্যায্যপথে) চালনা করা উচিত। ১১। মনরূপ শিশুকে যত্নপূর্ব্বক পৌরুষ দ্বারা অল্পে অল্পে শান্ত করিয়া লালন পালন করা উচিত; এককালে বাধ্য করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। ১২। হে বিপক্ষদমন! পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ যখন তোমার (শুভ) বাসনা পূর্ণ দেখিতে পাইবে, সেই সময়ে তোমার অভ্যাস সফল হইয়াছে বলিয়া জানিবে। ১৩। হে তাত! যখন শুভাশুভ কোন কার্য্য করিতে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন অশুভকার্য্য পরিহারপূর্ব্বক শুভকার্য্যে মনঃ সংযোগ করিবে; কারণ, শুভবাসনা বৃদ্ধি পাইলে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ১৪। যে কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মপদ চিনিতে না পার, সে কাল পর্য্যন্ত গুরুবাক্য ও শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা অবধারিত কার্য্য করিতে থাক। ১৫।

তাহার পর পরিপক্ক হইয়া ব্রহ্ম বস্তু জানিতে পারিলে মনঃপীড়া বর্জ্জিত হইয়া শুভবাসনা পরিত্যাগ করিবে।১৬। (তুমি অগ্রে) সাধুসেবা শুভকার্য্যাদি

যদতিশুভগমার্য্যসেবিতং তৎ শুভমনুস্থজং মনোজ্ঞভাব বুদ্ধ্যা।
অধিগময় পদং সদা বিশোকং তদনু তদপ্যবিযুজ্য সাধু তিষ্ঠ ।১৭
অপুনর্গ্রহণায়াতস্ত্যক্ত্বা সংসারবাসনাং ।
সংপূর্ণৌ সমসন্তোষা বাদায়োদারয়া ধিয়া । ১৮ ।
অপূর্ব্বাপরবাক্যার্থবিচারবিষয়াদৃতং ।
মনঃ শমবশং কৃত্বা সানুসন্ধানমাত্মনি । ১৯ ।
শৃণু রাম পুরা প্রোক্তং ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং পরমাশ্বাসনং পদং । ২০ ।

রাম উবাচ ।

কেনেদং কারণেনোক্তং ব্রহ্মন্ সর্ব্বং স্বয়ম্ভুবা ।
কথঞ্চ ভবতা প্রাপ্তমেতৎ কথয় মে প্রভো । ২১ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অস্ত্যনন্তবিলাসাত্মা সর্ব্বগঃ সর্ব্বসংশ্রয়ঃ ।

পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দময় ব্রহ্মানন্দ চিন্তা করিতে থাক,পরে তাহাতে লীন হও । ১৭ । পুনর্ব্বার সংসারগমন সর্ব্বনাশের কারণ জানিয়া, ঐ বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক উদারবুদ্ধির সহায়তায় সকল স্থানে সমান সন্তোষ গ্রহণ করিয়া । ১৮ । মনকে বশে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্বাপর বাক্যার্থবিচার না করিয়া আত্মানুসন্ধানে তৎপর হও । ১৯ । হে রাম ! পূর্ব্বকালে পরমেষ্ঠি ব্রহ্মা আমাকে, সকল দুঃখনিবারক ব্রহ্ম-সাধন-সম্বন্ধীয় যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা (আমার নিকটে) শ্রবণ কর । ২০ ।

রামচন্দ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মা আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান কিজন্য প্রদান করিয়াছিলেন ?, এই কথা আমাকে বলুন । ২১ । বশিষ্ঠদেব কহিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মপদার্থ সকল বস্তুতে তেজরূপে প্রকাশিত, তিনি

চিদাকাশোঽবিনাশাত্মা প্রদীপঃ সর্ব্ববস্তুষু। ২২।
স্পন্দাস্পন্দসমাকারস্ততো বিষ্ণুরজায়ত।
তস্যাপি হৃদয়াম্ভোজে পরমেষ্ঠী ব্যজায়ত। ২৩।
সোঽসৃজৎ সকলং স্বাঙ্গাৎ বিকল্পৌঘং যথা মনঃ।
এতস্মিন্ ভারতে বর্ষে নানাব্যসনসঙ্কুলং। ২৪।
জনস্যৈতস্য দুঃখং স দৃষ্ট্বা সকললোককৃৎ।
জগাম করুণামীশঃ পুত্রদুঃখাৎ পিতা যথা।২৫।
ক এতেষাং হতাশানাং দুঃখস্যান্তো হতায়ুষাং।
স্যাদিতি ক্ষণমেকাগ্রশ্চিন্তয়িত্বা ঽন্বতপ্যত। ২৬।
তপো দানং জপস্তীর্থং নাত্যন্তং দুঃখশান্তয়ে।
তত্তাবদ্দুঃখশান্ত্যর্থং জ্ঞানং প্রকটয়াম্যহং। ২৭।

সকল প্রাণীর আশ্রয় স্থান, তিনি সকল স্থানেই গমন করিয়া থাকেন; তিনি অবিনাশী আকাশস্বরূপ; (সংক্ষেপে বলিতে গেলে) তিনি অনন্ত পদার্থে পরিব্যাপ্ত। ২২। সেই ব্রহ্ম পদার্থ অজড় ও জড় এই দুইয়ের সমাকার, বিষ্ণু তাঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়া থাকেন; পরমেষ্টি প্রজাপতি তাঁহার হৃদয় হইতে আবির্ভূত হন। ২৩। এই ভারতবর্ষে (জীবের একমাত্র) অন্তঃকরণ হইতে বিবিধ ব্যসনবিশিষ্ট অনর্থপরম্পরা যেরূপ উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই ব্রহ্মা আপন অঙ্গ হইতে সকল সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৪। রে সংসারসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা লোক সকলের দুঃখ দর্শন করিয়া পুত্রের বিপদ র্শনে পিতা যেরূপ ব্যথিত হয়, সেইরূপ করুণাপূর্ণ হইলেন। ২৫। অল্পায়ু হতাশ এই সকল জীবদিগের দুঃখনাশের কি উপায় হইবে, তিনি ক্ষণকাল এই চিন্তা করিয়া (অতিশয়) ক্ষুব্ধ হইলেন। ২৬। তপস্যা, দান, জপ তীর্থাশ্রয় ইহা দ্বারা উৎকট ক্লেশ নিবারিত হয় না, অতএব (লোকের)

ইতি নিশ্চিত্য ভগবান্ ব্রহ্মা সকলসংস্থিতঃ।
মনসা পরিসঙ্কল্প্য মামুৎপাদিতবানিমং। ২৮।
কমণ্ডলুদ্রবো নাহঃ সকমণ্ডলুনা ময়া।
সাক্ষমালঃ সাক্ষমালং স প্রণম্যাভিবাদিতঃ। ২৯।
এহি পুত্রেতি মামুক্ত্বা স্বস্যাজস্যোত্তরে দলে।
মাং নিবেশ্য মহাবাহো প্রোবাচ ভগবানজঃ। ৩০।
মুহূর্ত্তমাত্রং তে পুত্র চেতো বানরচঞ্চলং।
অজ্ঞানমভ্যাবিশতু বাস্পঃ সদ্দর্পণং যথা। ৩১।
ইতি তেনানুশপ্তঃ সংস্তদ্বাক্য সমনন্তরং।
অহং বিস্মৃতবান্ সদ্যঃ স্বরূপমমলং কিল। ৩২।
অথাহং দীনতামেত্য স্থিতোঽসংবুদ্ধয়া ধিয়া।
দুঃখশোকাভিসংতপ্তো জাতো জন ইবাধমঃ। ৩৩।

দুঃখ জাল বিদূরিত করিবার জন্য আমি তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করি। ২৭। ভগবান্ ব্রহ্মা ইহা অবধারণ করিয়া, সকলের হিতসাধনার্থে অগ্রসর হইয়া মানসে আমাকে উৎপাদন করিলেন। ২৮। আমি কমণ্ডলু ও অক্ষমালা ধারণ করিয়া অক্ষমালা ও কমণ্ডলু-ধারি পিতা ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক অভিবাদন করিলাম। ২৯। (তিনি) "হে পুত্র! তুমি এখানে আইস" (আমাকে) এই কথা বলিয়া স্বকীয় পদ্মাসনের উত্তরদলে উপবেশন করাইয়া বলিতে লাগিলেন। ৩০। হে পুত্র! বানরের ন্যায় চঞ্চল তোমার অন্তঃকরণ বাষ্প দ্বারা নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় মুহূর্ত্তকালের জন্য অজ্ঞানে আক্রান্ত হউক। ৩১। জনক এই প্রকার অভিসম্পাত করিলে, আমি পরক্ষণেই নির্ম্মল আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইলাম। ৩২। অনন্তর মূঢ়বুদ্ধি-প্রযুক্ত আমি অধম লোকের ন্যায় দুঃখ শোকে অভিভূত হইলাম। ৩৩। পিতা আমাকে দুঃখিত দেখিয়া এই

অথাভ্যধাৎ স মাং তাতঃ কিং পুত্র দুঃখবানসি।
দুঃখাপঘাতং মাং পৃচ্ছ সুখী নিত্যং ভবিষ্যসি। ৩৪ ।
ততঃ পৃষ্টঃ স ভগবান্ ময়া সংসারভেষজং।
কথং নাথ মহাদুখময়ঃ সংসার আগতঃ। ৩৫।
কথং বা ক্ষীয়তে নাথ ততস্তেন মহাত্মনা।
তজ্জ্ঞানং সুবহু প্রোক্তং যজ্জ্ঞাত্বাহং সুখী স্থিতঃ। ৩৬।
ততো বিদিতবেদ্যং মাং নিজায়াং প্রকৃতৌ স্থিতং।
স উবাচ জগৎকর্ত্তা হর্ত্তা সকলকারণং। ৩৭।
শাপেনাজ্ঞপদং নীত্বা প্রচ্ছকত্বং ময়া কৃতঃ।
পুত্রাস্য জ্ঞানসারস্য সমস্তজনসিদ্ধয়ে। ৩৮।
ইদানীং শান্তশাপত্বং বোধং পরমুপাগতঃ।
গচ্ছ পুত্র মহীপৃষ্ঠে জম্বুদ্বীপান্তরস্থিতং।

কথা বলিলেন, হে পুত্র! তুমি কেন এরূপ দুঃখিত হইলে? এক্ষণে দুঃখ দূর করিবার জন্য আমাকে প্রশ্ন কর; (প্রকৃত) উত্তর শুনিয়া নিত্য সুখী হইবে।৩৪ পরে আমি (ভগবান্ ব্রহ্মাকে) সংসাররোগের উপযুক্ত ঔষধি কি, এবং কিরূপে এই মহা কষ্টদায়ক সংসারসৃষ্টি হইয়াছে আমাকে জানাইয়া দিন (এই কথা বলিলাম)।৩৫। কিরূপে এই সংসার ক্ষয় পাইয়া থাকে,ব্রহ্মা সেই সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আমাকে বলিয়াছেন; আমি জানিতে পারিয়া সুখী হইয়াছি। ৩৬। অনন্তর আমি জ্ঞেয় বস্তু জানিতে পারিয়া নিজ প্রকৃতির অধীন হইলে, সংসারের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা পিতৃদেব আমাকে এই কথা বলিলেন। ৩৭। হে পুত্র! এই তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানের সার, ইহা দ্বারা সকলের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে; আমি এজন্য শাপ দিয়া তোমাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছিলাম। ৩৮। তুমি (এক্ষণে) শাপ নিবৃত্ত

সাধো ভারতবর্ষং ত্বং লোকানুগ্রহহেতুনা। ৩৯।
তত্র ক্রিয়াকাণ্ডপরাস্ত্বয়া পুত্র মহাধিয়ঃ।
উপদেশ্যাঃ ক্রিয়াকাণ্ডক্রমেণ ক্রমশালিনা। ৪০।
বিরক্তচিন্তাশ্চ তথা মহাপ্রজ্ঞা বিচারিণঃ।
উপদেশ্যাস্ত্বয়া সাধো জ্ঞানেনানন্দদায়িনা। ৪১।
ইতি তেনাভিযুক্তোঽহং পিত্রা কমলজন্মনা।
ইহ সাধোঽবতিষ্ঠামি যাবদ্ভূতপরম্পরা। ৪২।
কর্ত্তব্যমস্তি ন মমেহ হি কিঞ্চিদেব
স্থাতব্যমিত্যবিমলং ভুবি সংস্থিতোস্মি।
সংশান্তয়া সততসুপ্তধিয়েব বৃত্ত্যা
কার্য্যং করোমি নচ কিঞ্চিদহং করোমি। ৪৩।
যো জ্ঞাতুং যততে পূর্ব্বং কর্ত্তু নির্ণীয় কার্য্যতঃ।

হইয়াছ, এক্ষণে পরম জ্ঞান লাভ করিলে; অতএব হে পুত্র! লোকের উপকারজন্য তুমি জম্বুদ্বীপের অন্তরস্থিত ভারতবর্ষে গমন কর। ৩৯। (তুমি সেখানে) ক্রিয়াকাণ্ডপরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে ক্রিয়া-কাণ্ড-ক্রমদ্বারা উপদেশ দিতে থাক। ৪০। হে সাধো! যে সকল ব্যক্তি বিচারপটু, বিষয়-চিন্তাবিহীন এবং বুদ্ধিসম্পন্ন, তুমি তাঁহাদিগকে পরমানন্দবিবর্দ্ধক ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিও। ৪১। যতকাল পর্য্যন্ত প্রাণিসকল থাকিবে, আমি ততকাল পর্য্যন্ত পিতা ব্রহ্মার আদেশে এই খানে অবস্থিতি করিব। ৪২।

এই সংসারে আমার কর্ত্তব্যকার্য্য কিছুই নাই। পৃথিবীতে থাকিতে হয়, সেই জন্য রহিয়াছি। আমি সতত শান্তবুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাহা (আত্মাস্বরূপ) আমি কিছু করি না, (শরীররূপী) আমিই করিয়া থাকি। ৪৩। যে ব্যক্তি কার্য্য নির্ণয়পূর্ব্বক তাহার কর্ত্তাকে জানিতে ইচ্ছা

যঃ করোতি নরঃ প্রশ্নং প্রচ্ছকঃ স মহামতিঃ। ৪৪।
পূর্ব্বাপরসমাধানে ক্ষমবুদ্ধাবনিন্দিতে।
পৃষ্টং প্রাজ্ঞৈঃ প্রবক্তব্যং নাধমে পশুধর্ম্মিণি। ৪৫।
মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমো বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ। ৪৬।
এতেঽন্বেষ্যাঃ প্রযত্নেন চত্বারো দ্বৌ ত্রয়োঽথবা।
দ্বারমুদ্‌ঘাটয়ন্ত্যেতে মোক্ষে রাজগৃহে যথা। ৪৭।
একং বা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বমুৎসৃজ্য সংশ্রয়েৎ।
একস্মিন্ বশগে যান্তি চত্বারোঽপি বশং ততঃ। ৪৮।
শাস্ত্রৈঃ সজ্জনসংসর্গপূর্ব্বকৈঃ সতপোদমৈঃ।
আদৌ সংসারমুক্ত্যর্থং প্রজ্ঞামেব বিবর্দ্ধয়েৎ। ৪৯।

করিয়া প্রশ্ন করে, সেই মহাত্মা (যথার্থ) প্রশ্নকর্ত্তা। ৪৪। বাক্যের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া অনিন্দিত বিষয়ে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেতে পটু, তাহাকেই প্রাজ্ঞ বলা যায়; পশুবুদ্ধি মূঢ়কে জ্ঞানী বলা যায় না। ৪৫। মোক্ষ দ্বারে শান্তি, (ব্রহ্ম) বিচার, সন্তোষ, এবং সাধুসঙ্গ এই চারিটী দ্বারপাল অবস্থিত আছে। ৪৬। রাজগৃহস্থিত দ্বারবানদিগের উপাসনা করিলে যেরূপ অন্তঃপ্রবেশ করিতে পারা যায়, সেইরূপ যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত এই চারিটী, অথবা তাহাদের দুইটী, কিংবা তিনটীর সেবা করিলে মোক্ষপ্রবেশ করা যাইতে পারে। ৪৭। অথবা পূর্ব্বোক্ত চারিটীর সেবা পরিত্যাগ করিয়া একটীর বশতাপন্ন হওয়া উচিত; কারণ, একজন বশ্য হইলে ক্রমে চারিটী বশ হইয়া থাকে। ৪৮। শাস্ত্রালোচনা, সাধুসঙ্গ, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়-শাসন দ্বারা সংসার মোচনের জন্য প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত। ৪৯।

দুঃসহা রাম সংসারবিষবেগবিসূচিকা।
যোগগারুড়মন্ত্রেণ পাবনেন বিশাম্যতি। ৫০॥
দুরন্তেয়ং কিল বিষয়বিষমবিসূচিকা
যদি ন চিকিৎস্যতে তদেতৎ করোতি।
যত্র নিশিতাসিধারাসংপাত উৎপল তাড়ন
মগ্নিদাহো হিমাবসেচনমঙ্গারাবর্ত্তনং চন্দনচর্চ্চা। ৫১॥
নিরবধিনারাচনিকরসঃপাতোনিদাঘবিনোদনধারা গৃহশীকরবর্ষণং॥
শিরশ্ছেদঃ সুখনিদ্রা মূকীকরণং মান মুদ্রা বাধির্য্যং।
মহানুপচয়স্তদেবং রাম নাবহেলয়া ব্যবহর্ত্তব্যং।
এবঞ্চ বোদ্ধব্যং যথা কিল শাস্ত্রবিচারাচ্ছ্রেয়োভবতীতি। ৫২।
স্বানুভূতেঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবেকবাক্যতা।

হে রামচন্দ্র! সংসার বিষস্বরূপ বিসূচিকার পক্ষে পবিত্র যোগস্বরূপ গারুড়মন্ত্র উপযুক্ত ঔষধি। ৫০। যদি এই বিষয়রূপ বিষম বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা করা না হয়, তাহা হইলে শাণিতাসি প্রয়োগে উৎপল-তাড়ন যেরূপ হইয়া থাকে, হিমসেকে অগ্নিদাহের যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, এবং চন্দনলেপে শরীরে অঙ্গার ঘর্ষণে যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সকলই বৃথা হইয়া যায়। ৫১। কি (শরীরে) সতত নারাচ-অস্ত্র-সম্পাত, কি গ্রীষ্ম নিবারণের জন্য ধারাগৃহে (উপবিষ্ট হইয়া শরীরে) শীকর-বর্ষণ, কি শির-শ্ছেদন, কি সুন্দর নিদ্রানুরূপ বাক্‌শূন্যতা, কি অন্ধতা, বা বধিরতা (সকল) মহানিষ্টই জীবের কর্ম্মানুসারে ঘটিয়া থাকে; অতএব হে রামচন্দ্র! অব-হেলা করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। জানিও যে, শাস্ত্র বিচারেই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। ৫২। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র, গুরূপদেশ ও আপনার অনুভব এই তিনটী পদার্থ এক করিয়া

যস্যাভাসেন তেনাত্মা সংততেনাবলোক্যতে। ৫৩।
কিঞ্চিৎ সংস্কৃতবুদ্ধীনাং শ্রুতং শাস্ত্রমিদং যথা।
মৌর্খ্যাপহং তথা শাস্ত্রমন্যদস্তি ন কিঞ্চন। ৫৪।
বরং শরাবহস্তস্য চাণ্ডালাগারবীথিষু।
ভিক্ষার্থমটনং রাম ন মূর্খস্যেহ জীবিতং। ৫৫।
ন ধনান্যুপকুর্ব্বন্তি ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ।
ন হস্তপাদচলনং ন দেশান্তরসঙ্গমাঃ। ৫৬।
ন কায়ক্লেশবৈধুর্য্যং ন তীর্থায়তনাশ্রয়ঃ।
কেবলং তন্মনোমাত্র জয়েন সাদ্যতে পদং। ৫৭।
মোক্ষদ্বারে দ্বারপালানমূন্ শৃণু যথাক্রমং।
যেষামেকতমে ভক্ত্যা মোক্ষদ্বারে প্রবিশ্যতে। ৫৮।

ব্রহ্মজ্ঞানে অভ্যস্ত হন, তিনিই পরম পদার্থ দর্শন করিতে পারেন। ৫৩। অল্পমাত্র মার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের এই শাস্ত্র শ্রবণ করিলে যেরূপ অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয়, অন্য শাস্ত্রে সেরূপ হইতে পারে না। ৫৪। শরাব হস্তে করিয়া ভিক্ষার জন্য চণ্ডালের বাটীতে যাওয়া বরং শ্রেয়স্কর, কিন্তু মূর্খ হইয়া জগতে জীবিত থাকায় প্রয়োজন নাই। ৫৫।

কি ধনরত্ন, কি বন্ধু বান্ধব, কি হস্তপদাদি চালনা, কি দেশান্তর গমন, ইহারা জীবের কোন উপকারই করে না। ৫৬। কায়ক্লেশকাতরতা, কিম্বা তীর্থস্থাননিবসতি দ্বারা কোন উপকার লাভ হয় না; কেবল অন্তঃকরণ জয় করিতে পারিলেই, পরম পদলাভ হইয়া থাকে। ৫৭। মোক্ষদ্বারে যে সকল দ্বারপাল অবস্থিতি করিয়া থাকে, ক্রমে ক্রমে তাহাদের নাম করিতেছি শ্রবণ কর; উহাদের একটী মাত্রকে ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিতে পারিলে মোক্ষদ্বারে প্রবেশ করিতে পারা যায়। ৫৮। (জীবের) যে কিছু দুঃখ,

যানি দুঃখানি যা তৃষ্ণা দুঃসহা যে দুরাধয়ঃ।
শান্তচেতঃসু তৎ সর্ব্বং তমোঽর্কেষ্বিব নশ্যতি। ৫৯।
মাতরীব পরং যান্তি বিষমাণি মৃদুনি চ।
বিশ্বাসমিহ ভূতানি সর্ব্বাণি সমশালিনি। ৬০।
ন রসায়নপানেন ন লক্ষ্ম্যালিঙ্গনেন চ।
তথা সুখমবাপ্নোতি শমেনান্তর্যথা জনঃ। ৬১।
শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা শুভাশুভং।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স শান্ত ইতি কথ্যতে। ৬২।
তুষারকরবিম্বাভং মনো যস্য নিরাকুলং।
মরণোৎসবযুদ্ধেষু স শান্ত ইতি কথ্যতে। ৬৩।

যে কিছু দুঃসহ বিষয়তৃষ্ণা ও মর্ম্মপীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, শান্তচিত্ত ব্যক্তি-দিগের সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় তৎসমুদায়ই নষ্ট হইয়া থাকে। ৫৯। জননীর দৃষ্টিতে যেমন সন্তানের সদসৎ সকল কার্য্যই সমান বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র ব্রহ্মবস্তু দর্শন করিতে পারেন, তাঁহার নিকট মৃদু, বা কঠিন, উত্তম, বা অধম, সকল পদার্থ সমান হওয়াতে তিনি সকল প্রাণীর বিশ্বাসী হইয়া থাকেন। ৬০। মনের শান্তি দ্বারা যে সুখ লাভ হয়, সুরস সামগ্রী (অমৃত প্রভৃতি) পান করিলে, বা অতুলৈশ্বর্য্য ভোগ করিলে (কখন) সেরূপ সুখভোগ হয় না। ৬১।

যেব্যক্তি শুভাশুভ বাক্যশ্রবণ, (কোমল কঠিন প্রভৃতি) পদার্থ স্পর্শন, (সুদৃশ্য কুদৃশ্য) দর্শন, (সুস্বাদ বিস্বাদ) ভোজন, (ভাল মন্দ) আঘ্রাণ করিয়া হৃষ্ট, বা গ্লানিযুক্ত না হয়, তাহাকেই শান্ত বলা যায়। ৬২। উৎসব, সংগ্রাম, অথবা মরণে যাহার অন্তঃকরণ, চন্দ্রকিরণের ন্যায় নির্ম্মল আভাবিশিষ্ট এবং ব্যাকুলতা শূন্য, তাহাকেই শান্ত বলা যায়। ৬৩। কি তপস্বী, কি বহুদর্শী, কি যাজক

তপস্বিষু বহুজ্ঞেষু যাজকেষু নৃপেষু চ।
বলবৎসু গুণাঢ্যেষু শমবানেব রাজতে। ৬৪।
শমমমৃতমহার্ঘ্যমাপ্তং পরমবলম্ব্য পরং পদং প্রযাতাঃ।
রঘুতনয় যথা মহানুভাবাঃ ক্রমমনুপালয় সিদ্ধয়ে তমেব। ৬৫।
শাস্ত্রবৈরাগ্যামলয়া ধিয়া পরমভূতয়া।
কর্ত্তব্যঃ কারণজ্ঞেন বিচারোঽনিশমাত্মনঃ। ৬৬।
বিচারং তীক্ষ্ণতামেত্য ধীঃ পশ্যতি পরং পদং।
দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারোহি মহৌষধং। ৬৭।
কোঽহং কস্য চ সংসার ইত্যাপদ্যপি ধীমতা।
চিন্তনীয়ং প্রযত্নেন সপ্রতীকারমাত্মনা। ৬৮।
অনষ্টমন্ধকারেষু বহুতেজঃস্সু জৃম্ভিতং।
পশ্যত্যপি ব্যবহিতং বিচারচারুলোচনং। ৬৯।

কি প্রজাপালক (রাজা), কি বলবান্, কি শৌর্য্যবান্, ইহাদের সকলের মধ্যে শান্তগুণাবলম্বী (সমদর্শী) ব্যক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।৬৪। হে রঘুনন্দন! মহানুভব যোগীগণ যেরূপ অমূল্য শান্তিস্বরূপ অমৃত আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন, তুমিও কার্য্য সিদ্ধির জন্য সেইরূপ শান্তি-পথে পদার্পণ করিয়া কার্য্য করিতে থাক। ৬৫। শাস্ত্র দর্শন এবং তদবল-ম্বনে কর্য্য করিয়া যে নির্ম্মল বুদ্ধির উদয় হয়, কারণজ্ঞ ব্যক্তির তাহা দ্বারা [illegible]ত ব্রহ্মবিচার করা কর্ত্তব্য। ৬৬। বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বুদ্ধি [illegible] হইয়া থাকে, এবং তাহাতেই (জীবের) ব্রহ্ম দর্শন হইয়া থাকে। (বাস্ত-[illegible]) ব্রহ্মবিচার দীর্ঘকাল সংসারস্থিতিরূপ রোগশান্তির পক্ষে মহৌষধ।৬৭। [illegible]মান্ ব্যক্তির, আমি কে এবং (এই) সংসার কাহার? এই চিন্তা করিয়া [illegible]াব রোগ শান্তির চেষ্টা করা উচিত। ৬৮। অন্ধকারেও যাঁহার দৃষ্টি হয় না, বহুতর তেজঃ পদার্থ (সূর্য্যাগ্নি প্রভৃতিতে) যাঁহার তেজ প্রতি

কোঽহং কথময়ং দোষঃ সংসারাখ্য উপাগতঃ।
ন্যায়েনেতি পরামর্শো বিচার ইতি কথ্যতে। ৭০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

সন্তোষোহি পরং শ্রেয়ঃ সন্তোষঃ সুখমুচ্যতে।
সংতুষ্টঃ পরমভ্যেতি বিশ্বাসমরিমর্দ্দন। ৭১।
সন্তোষামৃতপানেন যে শান্তাস্তৃপ্তিমাগতাঃ।
ভোগশ্রীরচলা তেষ মেব প্রতিবিধীয়তে। ৭২।
অপ্রাপ্তবাঞ্ছামুৎসৃজ্য সংপ্রাপ্তে সমতাং গতঃ।
অদৃষ্টদুঃখদোষো যঃ সন্তুষ্টঃ স ইহোচ্যতে। ৭৩।
আশাবৈরাগ্যবিরসে চিত্তে সন্তোষবর্জ্জিতে।
ম্লানে বক্ত্রমিবাদর্শে ন জ্ঞানং প্রতিবিম্বতি। ৭৪।
নাভিবাঞ্ছত্যসংপ্রাপ্তং প্রাপ্তং ভুঙ্‌ক্তে যথাক্রমং।

ফলিত রহিয়াছে, তিনি ব্যবধান থাকিলেও জ্ঞানিরা বিচাররূপ চারু-লোচনের সাহায্যে তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন। ৬৯। আমি কে এবং সংসার নামক এই দোষই বা কেন আসিয়া থাকে, ন্যায়ের সাহায্যে এই পরামর্শ স্থির করার নাম বিচার। ৭০। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে শত্রুদমন! সন্তোষই প্রধান শ্রেয়, এবং সন্তোষই পরম সুখ। (কারণ) সন্তুষ্ট ব্যক্তি সকলের বিশ্বাস ভাজন হইয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকে। ৭১। সন্তোষরূপ অমৃত পান দ্বারা যে সকল ব্যক্তি শান্ত হইয়া তৃপ্তি লাভ করে, তাহাদের ভোগ-শ্রী অচলভাবে বিরাজিত থাকে। ৭২। যে ব্যক্তির অপ্রাপ্ত বস্তুতে বাসনা এবং প্রাপ্ত বস্তুতে (যত্ন, অথবা হর্ষবিষাদ ঘটে না) সেই ব্যক্তিকেই সন্তুষ্ট বলা যায়। ৭৩। যেমন মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয় না, সেইরূপ আশা ভগ্ন হেতু বিরস (সুতরাং) সন্তোষহীন অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয় না। ৭৪। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত বস্তুর প্রার্থনা করে না,

ষঃ স সৌম্যসমাচারঃ সন্তুষ্ট ইতি কথ্যতে। ৭৫।
সমতয়া মতয়া গুণশালিনাং পুরুষরাড়িব যঃ সমলঙ্কৃতঃ।
তমমলং প্রণমন্তি নরোত্তমা অপি মহামুনয়ো রঘুনন্দন। ৭৬।
বিশেষেণ মহাবাহো সংসারোত্তরণে নৃণাং।
সর্ব্বত্রোপকরোতীহ সাধুঃ সাধুসমাগমঃ। ৭৭।
শূন্যং সংকীর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যুৎসবায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমে। ৭৮।
যঃ স্নাতঃ শীতসিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। ৭৯
বিচ্ছিন্নগ্রন্থয়স্তজ্জ্ঞাঃ সাধবঃ সর্ব্বসম্মতাঃ।
সর্ব্বোপায়েন সংসেব্যাস্তে হ্যুপায়া ভবাম্বুধৌ। ৮০।

এবং যথাক্রমে লব্ধ সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকে, সদাচারসম্পন্ন সেই সৌম্য পুরুষকে সন্তুষ্ট বলা যায়। ৭৫। হে রঘুনন্দন! গুণবান লোকদিগের মধ্যে যিনি সম দৃষ্টিতে পুরুষগণের ন্যায় সমলঙ্কৃত হইয়া থাকেন, নরশ্রেষ্ঠ মহামুনিরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন। ৭৬। হে মহাবাহো! বিশেষতঃ সাধু-সমাগম সকল সময়ে লোকদিগের সংসার-উত্তরণ-পক্ষে সম্যক প্রকারে সহায়তা করিয়া থাকে। ৭৭। পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম হইলে শূন্যতা সঙ্কীর্ণতাতে পর্য্যবসিত, মৃত্যু উৎসবে পরিগণিত, এবং আপদ সম্পদের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। ৭৮। যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গরূপ নির্ম্মল জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া থাকে, তাহার দান, তীর্থবাস, তপস্যা ও যজ্ঞাদিতে প্রয়োজন কি? ।৭৯। যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের মায়াগ্রন্থি ছেদ হইয়াছে, সেই সকল সাধুগণ সকলের পূজ্য। সর্ব্বোপায়ে তাঁহাদের সেবা করা উচিত; (কারণ) ভবার্ণবোত্তরণ-পক্ষে তাঁহারাই (প্রকৃত) উপায়। ৮০। ভবভেদ করিবার পক্ষে (শমাদি) চারিটী উপায় দেখিতে

চত্বার এতে বিমলা উপায়া ভবভেদনে।
যৈরভ্যস্তা স্ত উত্তীর্ণা মোহবারের্ভবাম্বুধেঃ। ৮১।
ত্বমেতয়া খণ্ডিতয়া গুণলক্ষ্ম্যা সমাশ্রিতঃ।
মনোমোহহরং বাক্যং বক্ষ্যমাণমিদং শৃণু। ৮২।
মোক্ষোপায়কথামেতাং শৃণু ত্বামরিমর্দ্দন।
অনিচ্ছতামপি যয়া পরো বোধঃ প্রবর্ত্ততে। ৮৩।
লোভমোহাদয়ো দোষা স্তানরঃ যান্ত্যলং ধিয়ঃ।
মনঃ প্রসাদমায়াতি শরদীবামলং সরঃ। ৮৪।
দৈন্যদারিদ্র্যদোষাদ্যা দৃষ্টয়ো দর্শিনাম্বর।
ন নিকৃন্তন্তি মর্ম্মাণি সমর্থাহমিবেষবঃ। ৮৫।
হৃদয়ং নাবলুম্পন্তি ভীমাঃ সংস্থতিভীতয়ঃ।
শাম্যং পরমুদেত্যন্ত নির্মন্দর ইবার্ণবঃ। ৮৬।

পাওয়া যায়, যাঁহারা সেই উপায়ের সাহায্যে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই ভবার্ণবের মোহ-বারি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ৮১।

তুমি (এক্ষণে) পৃথক্ চারিটী গুণ-শ্রীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনের মোহবিনাশক যে সকল কথা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮২।

হে শত্রুদলন! মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ এই কথা শ্রবণ করিলে শ্রবণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদিগেরও জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। ৮৩। ইহা শ্রবণ করিলে লোভ মোহাদি দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে, এবং শারদ-সরোবরের ন্যায় অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়। ৮৪। হে দর্শকশ্রেষ্ঠ! যেমন বর্ম্মাবৃত ব্যক্তিকে বাণবিদ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ (যে ব্যক্তি এই জ্ঞানকথা শ্রবণ করে) দারিদ্র্যাদি দোষ দৃষ্টি দ্বারা তাহার মর্ম্মচ্ছেদ ঘটে না। ৮৫।

মন্থনের পর সমুদ্র যেরূপ মন্দারগিরি শূন্য হইয়া শান্ত ভাব ধারণ করে, (যে ব্যক্তি এই জ্ঞানের কথা শ্রবণ করে) তাহার হৃদয় সেইরূপ ভয়ানক

সমুদ্রস্যেব গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যং মেরোরিব স্থিরং।
অন্তঃশীতলতা চেন্দোরিবোদেতি বিচারিণঃ। ৮৭।
সচ্ছাস্ত্র সাধুবৃত্তীনামবিরোধিনি কর্ম্মণি।
রমতে ধী র্যথা প্রাপ্তে সাধ্বীবান্তঃপুরাজিরে। ৮৮।
দৃশ্যতে লোকসামান্যো যথা প্রাপ্তানুবৃত্তিমান্।
ইষ্টানিষ্টফলপ্রাপ্তৌ হৃদয়েনাপরাজিতঃ। ৮৯।
সুখাসনোপবিষ্টেন যথাসম্ভবমশ্নতা।
ভোগজালং সদাচারবিরুদ্ধেষু ন তিষ্ঠতা। ৯০।
যথাক্ষণং যথাদেশং পরিহার যথাসুখং।
যথাসম্ভব সৎসঙ্গমিমং যোগকথাক্রমং। ৯১।
আসাদ্যতে মহাজ্ঞানং বোধঃ সংসারশান্তয়ে।

সংসার ভয়ে কাতর হইয়া শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে। ৮৬। ব্রহ্মজ্ঞান-বিচারক ব্যক্তির অন্তঃকরণ সমুদ্রের ন্যায় গাম্ভীর্য্য, মেরুর ন্যায় স্থিরতা, এবং চন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতলতা অনুভব করিয়া থাকে। ৮৭। পতিব্রতা রমণী যেরূপ অন্তঃপুরমধ্যে প্রাপ্ত সুখাদিতে রত থাকিয়া দিনপাত করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান বিচার করিলে লোকের বুদ্ধি সৎশাস্ত্র ও সাধুচরিত্রের কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না;—অর্থাৎ প্রাপ্ত সুখদুঃখাদিতে সন্তুষ্ট থাকে। ৮৮।

(এই জ্ঞানশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া) লোকে, যেরূপ প্রাপ্য বস্তু পাইয়া সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ ইষ্টানিষ্ট ফল প্রাপ্তিতে হর্ষ, বা বিষাদযুক্ত হয় না; (কারণ, এই জ্ঞানের প্রভাবে) লোকে সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকে। ৮৯। লোকে সদাচারের বিরুদ্ধে কার্য্য না করিয়া সুখাসনে উপবিষ্ট ও ভোগ্য বস্তু যথাসম্ভব ভোগ করিয়া। ৯০। দেশ কাল পাত্রানুরূপ সুখে বিহার করিয়া যে সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পায়, তাহা লাভ করিয়া, (লোকের) যথাক্রমে এই যোগ শাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত। ৯১। ইহা দ্বারা সংসারশান্তির জন্য তত্ত্বজ্ঞান

ন ভূয়ো জায়তে তেন যোনিযন্ত্রপ্রপীড়নং। ৯২।
এতাবত্যপি যে ভীতাঃ পাপভোগরসে স্থিতাঃ।
স্বমাতৃবিষ্ঠাক্রিময়ঃ কীর্ত্তনীয়া ন তেঽধমাঃ। ৯৩।
শাস্ত্রোপশমসৌজন্য প্রজ্ঞাতাজ্ঞসমাগমৈঃ।
অন্তরান্তরসম্পন্ন ধর্ম্মার্থোপার্জ্জনক্রিয়ঃ। ৮৪।
তাবদ্বিচারয়েৎ প্রাজ্ঞো যাবদ্বিশ্রান্তমাত্মনি।
সংপ্রযাত্য পুনর্নাশাং স্থিতিং তুর্য্যপদাভিধাং। ৯৫।
তুর্য্য বিশ্রান্তিযুক্তস্য প্রতীর্ণস্য ভবার্ণবাৎ।
জীবতোঽজীবতশ্চৈব গৃহস্থস্যাথবা যতেঃ। ৯৬।
ন কৃতেনাকৃতেনার্থো ন শ্রুতি স্মৃতিবিভ্রমৈঃ।
নির্ম্মন্দর ইবাম্ভোধিঃ স তিষ্ঠতি যথাস্থিতিঃ। ৯৭।

লাভ হইয়া থাকে; (ইহা শ্রাবণ করিলে) জন্মস্থানের কষ্ট প্রদান করিয়া জীবকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৯২। (যাহারা যোগশাস্ত্রাদি শ্রবণ না করিয়া) পাপ ভোগে রত ও নিয়ত ভীতচিত্ত হইয়া থাকে, তাহারা অতি অধম, জননীর উদরস্থ বিষ্ঠাপূর্ণ ক্রিমিরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৯৩।

শাস্ত্রানুশীলন, শান্তি, সৌজন্য ও ব্রহ্মজ্ঞানির সঙ্গ লাভ (এই কয় উপায় দ্বারা) উত্তরোত্তর ধর্ম্মসঞ্চয় হইয়া থাকে। ৯৪। যে কাল পর্য্যন্ত (আত্মবস্তু) ব্রহ্মেতে স্থিতি না ঘটে, সে কাল পর্য্যন্ত বিচার করা কর্ত্তব্য; কারণ, ইহা দ্বারা পুনর্জ্জন্মনাশিনী তুরীয় নামক ব্রহ্মস্থিতি লাভ হইয়া থাকে। ৯৫। তুরীয়পদপ্রাপ্ত, বিশ্রান্তিযুক্ত এবং সংসারসমুদ্রোত্তীর্ণ ব্যক্তি গৃহস্থই হউন, আর সন্ন্যাসীই হউন, তিনি বিনষ্টজীবন হইলেও জীবন্মুক্ত; সুতরাং তাঁহাকে ধর্ম্মের বিচার করিয়া কার্য্য করিতে হয় না। ৯৬। জ্ঞানী ব্যক্তিকে শ্রুতি-স্মৃতির বিধিসঙ্গত কার্য্য করিতে হয় না এবং তাঁহাকে কার্য্য না করিলেও কোন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না; তিনি মন্দারপর্ব্বতহীন সমুদ্রের ন্যায়

শৃণু তাবদিদানীং ত্বং কথ্যমানমিদং ময়া।
রাঘব জ্ঞানবিস্তারং বুদ্ধিসারান্তরান্তরং। ৯৮।
যুক্তিযুক্তিমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা। ৯৯।
যৈর্যৈঃ কাকুৎস্থ দৃষ্টান্তৈস্ত্বং ময়েহাববোধ্যসে।
সর্ব্বে সকারণাস্তে হি প্রাপ্যং তু সদকারণং।১০০।
ব্রহ্মোপদেশদৃষ্টান্তো যস্তবেব হি কথ্যতে।
একদেশসধর্ম্মত্বং তত্রান্তঃ পরিগৃহ্যতাং।১০১।
এবং সতি নিরাকারে ব্রহ্মণ্যাকারবান্ কথং।
দৃষ্টান্ত ইতি নোদ্যন্তি মূর্খবৈকল্পিকোক্তয়ঃ। ১০২।

শান্তভাবে স্থিতি করিয়া থাকেন। ৯৭। হে রাঘব! এক্ষণে যাহাতে উত্তরোত্তর বুদ্ধির সার ও জ্ঞান বিস্তার হইয়া থাকে, তোমার নিকটে এরূপ কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯৮।

যদি বালকেও যুক্তিযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে উপাদেয় বোধ করিয়া তাহা শ্রবণ করা উচিত; কিন্তু ব্রহ্মা যদি অযৌক্তিক কথা বলেন, তাহা হইলে তৃণের ন্যায় তখনই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ৯৯। হে কাকুৎস্থ! আমি তোমাকে সংসার-সম্বন্ধে যে যে দৃষ্টান্ত বলি, অকারণ বলিয়া বোধ হইলেও সকলকেই কারণবিশিষ্ট বলিয়া জানিও। ১০০। আমি ব্রহ্মোপদেশসম্বন্ধে তোমাকে যে উপদেশ দিতেছি, ইহার একদেশ ধর্ম্ম অন্তরে গ্রহণ করিও;—অর্থাৎ ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় বলিলে আকাশের ধর্ম্ম ব্রহ্মে আছে এরূপ বোধ না হইয়া, আকাশের ন্যায় ব্রহ্ম অবয়বশূন্য এইরূপ বুঝিও। ১১১। যদি এক-দেশ-ধর্ম্মানুযায়ী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিরাকার ব্রহ্ম পদার্থে সাকার বস্তুর দৃষ্টান্ত কিরূপে হইতে পারে, এই কথা মূর্খেরাই বলিয়া থাকে। ১০২। কুতর্কের আশ্রয় গ্রহণ,

নতু তার্কিকতাগেত্য নাশনীয়া প্রবুদ্ধতা।
অনুভূত্যপলাপাস্তৈরপবিত্রৈ র্বিকল্পিতৈঃ। ১০৩।
গুণাঃ শমাদয়ো জ্ঞানাৎ শমাদিভ্যস্তথাজ্ঞতা।
পরস্পরং বিবর্দ্ধেতে তে পদ্ম সরসী ইব। ১০৪।
যাবৎ সুসমভ্যস্তৌ জ্ঞানসৎপুরুষক্রমৌ।
একোপি ন তয়োস্তাবৎ পুরুষস্যেহ সিদ্ধ্যতি। ১০৫।
ইদং যশস্য মায়ুষ্যং পুরুষার্থফলপ্রদং।
শ্রুত্বা ত্বং বুদ্ধিনৈর্মল্যাদ্বলাদ্ যাস্যসি সৎপদং। ১০৬।
বিদিতবেদ্যমিদং হি মনোমুনের্বিবশমেব হি যাতি পরং পদং।
যদবুদ্ধমখণ্ডিতক্রমং তদবোধবশান্ন জহাতি হি। ১০৭।

ইতি মহর্ষি বাল্মীকিয়ে মোক্ষোপায়ে মুমুক্ষুব্যবহার-
প্রকরণং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

এবং অপবিত্র, মিথ্যা কল্পনা ও অনুভাবের অপলাপকারী বাক্য সকলের দ্বারা বুদ্ধিভ্রংশ করা উচিত হয় না। ১০৩।

সরোবর ও সরসিজ যেমন পরস্পরের শোভা বিবর্দ্ধন করে, সেইরূপ জ্ঞান হইতে শমাদিগুণ এবং শমাদি হইতে ব্রহ্মজ্ঞান এই দুই পদার্থ পরস্পর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১০৪। যে কাল পর্য্যন্ত অভেদজ্ঞান এবং সৎপুরুষ (শমাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মবিচার) সুন্দররূপ অভ্যস্ত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত দুইটীর মধ্যে একটীর দ্বারা পুরুষের সিদ্ধিলাভ ঘটে না। ১০৫। এই (জ্ঞান শাস্ত্র), যশ, আয়ু, এবং পুরুষার্থ ফল অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে; অতএব তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধির নির্ম্মাল্য পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ কর।১০৬। মুনির অন্তঃকরণ, (একবারমাত্র) বেদ্য ব্রহ্মপদার্থ জানিতে পারিলে বিবশ হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং উহা অখণ্ডিত ও ক্রমশূন্য জ্ঞান-স্বরূপ বোধ করিতে পারিলে, (মন) আর উহা পরিত্যাগ করে না। ১০৭।

অজমচাতমীখবং প্রপদো ।

বিনা মূল্যে বিতরিত

২য় খণ্ড

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত ।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্ত্তৃক

৺কৈলাস বাজবাটী হইতে প্রকাশিত ।

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY,

SUTTYA BADEE GHOSAUL,

With a Bengalee Translation.

কলিকাতা,

২-১ নং বাগ বাজার ষ্ট্রীট মণিগ্রাম যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৯০ সাল ।

উৎপত্তিপ্রকরণারম্ভঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মুমুক্ষুব্যবহারোঽয়ং ময়া তে সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ।
যথেয়ং জাগতী শ্রীমন্নুৎপত্তিঃ পরিকীর্ত্ত্যতে । ১ ।
অনুভূত র্বেদনস্য প্রতিপত্তের্যথাবিধং ।
প্রত্যক্ষমিতি নামেহ কৃতং জীবঃ সএব নঃ । ২ ।
স এব সম্বিৎ স পুমানহন্তা প্রত্যয়াত্মকঃ ।
স যয়োদেতি সম্বিত্ত্যা সা পদার্থ ইতি স্মৃতা । ৩ ।
স সংকল্প বিকল্পাদ্যৈঃ কৃতনানাক্রমো ভ্রমৈঃ ।
জগত্তয়া স্ফুরত্যম্বু তরঙ্গাদিতয়া যথা । ৪ ।
প্রাগকারণমেবাশু সর্গাদৌ সর্গলীলয়া ।
স্ফুরিত্বা কারণং ভুতং প্রত্যক্ষং স্বয়মাত্মনি । ৫ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে শ্রীমন্! মুমুক্ষুদিগের কর্ত্তব্য আমি তোমার নিকটে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে এই জগতের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । ১ । অনুভব, জ্ঞান এবং যথাবিধি প্রতিপত্তি দ্বারা ব্রহ্মের নাম কল্পিত হইয়া থাকে ; (বেদান্ত মতে) তাঁহার নাম প্রত্যক্ষ, তিনিই আমাদের জীবাত্মা । ২ । সেই জীবকে বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিও, তিনি (অহং জ্ঞানরূপে) অবিনাশী এবং (জীবের) স্থির প্রত্যয়-স্বরূপ ; যে পরোক্ষজ্ঞান দ্বারা তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পদার্থ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন । ৩ । জল যেরূপ তরঙ্গাদিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, (জীবরূপী পরমাত্মাও) সেই প্রকার সংকল্প বিকল্প প্রভৃতি ভ্রম দ্বারা জগতে নানারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন । ৪ । (সেই ব্রহ্ম) সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল কারণশূন্যমাত্র ছিলেন, পরে ইচ্ছা হইলে

রূপালোক মনস্কার পদার্থ ব্যাকুলং জগৎ।
বিদ্যতে বেদনস্যান্তর্বাতান্তঃ স্পন্দনং যথা। ৬।
সর্ব্বাত্মবেদনং শুদ্ধং যথোদেতি তদাত্মকং।
ভাতি প্রসৃত দিক্ কালং বাহ্যান্তরূঢ়দেহকং। ৭।
স সর্ব্বাত্মা যথা যত্র সমুল্লাসমুপাগতঃ।
তিষ্ঠত্যাশু তথা তত্র তদ্রূপ ইব রাজতে। ৮।
অকারণকমেবাতো ব্রহ্মকল্পমিদং স্থিতং।
প্রত্যক্ষমেব নির্ম্মাতৃ তস্যাংশাস্ত্বস্মদাদয়ঃ। ৯।
বন্ধোঽয়ং দৃশ্য সদ্ভাবে দৃশ্যাভাবে ন বন্ধনং।
ন সংভবতু দৃশ্যংতু যথেদং শৃণু কথ্যতে। ১০।

সৃষ্টির সময়ে তিনি কারণরূপে স্বকীয় আত্মাতে প্রত্যক্ষ,—অর্থাৎ (ম প্রভৃতিতে) আবির্ভূত হন। ৫।

বায়ুর মধ্যে যেরূপ স্পন্দন হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম পদার্থ, রূপ এব আলোকাদি দ্বারা পূর্ণ হইয়া বিষয়ী লোকের বোধগম্য হইয়া থাকেন। ৬ সর্ব্বাত্মজ্ঞানস্বরূপ তদাত্মাবিশিষ্ট সেই শুদ্ধ পদার্থ যেরূপে উদিত হইয়া থাকেন, বাহ্য ও অন্তরস্থ স্থূল সূক্ষ্ম দেহে দিক্ কালাদির সহিতও সেইরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৭। সেই সর্ব্বাত্মা উল্লাসের সহিত যেখানে সেখানে অবস্থিতি করেন, সেই সেইখানে সেইরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৮।

ব্রহ্মকল্প এই জগৎ পূর্ব্বে যে কারণশূন্য ছিল, (ইহা এক প্রকার প্রমাণ সিদ্ধ); ব্রহ্মই এই জগতের প্রত্যক্ষ নির্ম্মাণ কর্ত্তা, তাঁহার অংশ হইতে তোমরা সমুদ্ভূত হইয়াছ। ৯। এই দৃশ্য বস্তু (জগদাদি) সত্যস্বরূপে যাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহারই বন্ধন ঘটিয়া থাকে, যে ইহা মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছে, তাহাকে বন্ধনভোগ ভুগিতে হয় না; যেরূপে দৃশ্য বস্ত

যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং।
তৎ প্রসুপ্তাবিব স্বপ্নঃ কল্পান্তে পরিণশ্যতি। ১১।
অতস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততং।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং যৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে। ১২।
ঋতমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যমিত্যাদিকা বুধৈঃ।
কল্পিতা ব্যবহারার্থং তস্য সংজ্ঞা মহাত্মনঃ। ১৩।
স তথাভূত এবাত্মা স্বয়মন্য ইবোল্লসন্।
জীবতামুপযাতীব ভাবিনামকদম্বিতাং। ১৪।
ততঃ স জীবশব্দার্থ কলনাকুলতাং গতঃ।
মনোভবতি ভূতাত্মা মননাৎ মৎসরী ভবেৎ। ১৫।
মনঃ সম্পদ্যতে তেন মহতঃ পরমাত্মনঃ।

মিথ্যা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।১০। এই যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল সংসার দেখিতে পাইতেছ, তাহা সুষুপ্তি সময়ে স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় কল্পান্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১। (সকল বস্তু নষ্ট হইলে কেবল) স্পন্দহীন, দুর্গম্য, তেজ ও অন্ধকারশূন্য নামরহিত অব্যক্ত ব্রহ্ম পদার্থ অবশিষ্ট থাকেন। ১২। পণ্ডিতেরা ব্যবহার-কারণে সেই মহাত্মাকে ঋত, আত্মা, পরব্রহ্ম, এবং সত্য ইত্যাদি নাম কল্পনা করিয়া থাকেন। ১৩। সেই পরমাত্মা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবস্থিত ও অন্য বস্তুতে প্রকাশিত হইয়া ভাবি নামবিশিষ্ট জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৪।

তাহার পর সেই পরমাত্মা জীবের স্বরূপত্ব গ্রহণ করিয়া "(আমি অনেক হইব)" এইরূপ কল্পনা করিয়া চঞ্চল মনের অধীন হইয়া থাকেন, এবং মনের মনন দ্বারা মৎসরী ও (পঞ্চভূতময়) হইয়া থাকেন। ১৫। যেরূপ সুস্থির সমুদ্র হইতে অস্থির তরঙ্গ উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ সুস্থির সেই মহৎ

সুস্থিরাদস্থিরাকারং তরঙ্গ ইব বারিধেঃ। ১৬।
তৎ স্বয়ং স্বৈরমেবাশু সংকল্পয়তি নিত্যশঃ।
তেনেয়মিন্দ্রজালশ্রী র্বিততেন বিতন্যতে। ১৭।
যথা কটকশব্দার্থঃ পৃথক্‌ত্বাহে্া ন কারণাৎ।
ন হেমকটকাত্তদ্বজ্জগৎ শব্দার্থতা পরে। ১৮।
অসতীবাসতী তাপ নদ্যেব লহরী চলা।
মানসেনেন্দ্রজালশ্রী র্জাগতী প্রতিতন্যতে। ১৯।
অবিদ্যা সংসৃতি র্বন্ধো মনোমোহো মনস্তমঃ।
কল্পিতানীতি নামানি যস্যাঃ সকলবেদিভিঃ। ২০।
বন্ধস্য তাবদ্রূপং ত্বং কথ্যমানং ময়া শৃণু।
ততঃ স্বরূপং মোক্ষস্য জ্ঞাস্যসীন্দুসমানন। ২১।

পরমাত্মা হইতে মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১৬। সেই মন স্বয়ং সত্বরে নিত্য সংকল্প সাধন করিয়া থাকে, মনের বিস্তারে ইন্দ্র-জাল-শ্রী বিস্তৃত হইয়া থাকে। ১৭।

যেরূপ সুবর্ণ ও তন্নির্ম্মিত বলয় বিভিন্নাকৃতি হইলেও তাহা সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ এই সংসার (কেবল) শব্দার্থমাত্রে ভিন্ন হইয়াছে; বাস্তবিক, কারণ পদার্থ হইতে ভিন্ন নহে। ১৮। মৃগতৃষ্ণাপ্রযুক্ত নদীর তরঙ্গ যেরূপ ভ্রম দ্বারা সত্য বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণে সংসার-শ্রী, ইন্দ্রজালের ন্যায় সত্যরূপে বিস্তৃতি পাইয়া থাকে। ১৯। যাঁহারা সর্ব্ব বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা (সংসার-শ্রীর) অবিদ্যা, সংসার, বন্ধ, মনের মোহ ও অন্ধকার এই পাঁচটী নাম কল্পনা করিয়া থাকেন। ২০।

হে চন্দ্রানন কমললোচন! (আমি তোমার নিকটে) অগ্রে বন্ধের রূপ বলিতেছি, শ্রবণ করহ; পরে মোক্ষের স্বরূপ অবগত হইও। ২১। দ্রষ্টার

দ্রষ্টৃদৃশ্যসমাযোগো বন্ধ ইত্যভিধীয়তে।
দ্রষ্টৃদৃশ্যবশাদ্বদ্ধো দৃশ্যাভাবে বিমুচ্যতে। ২২।
জগত্ত্বমহমিত্যাদি সর্গাত্মা দৃশ্যমুচ্যতে।
যাবদেতৎ সম্ভবতি তাবন্মোক্ষো ন বিদ্যতে। ২৩।
আলীনং বলরীরূপং যথা পদ্মাক্ষকোটরে।
আস্তে কমলিনীবীজং তথা দ্রষ্টরি দৃশ্যধীঃ। ২৪।
যথাঙ্কুরোহন্তর্বীজস্থ সংস্থিতো দেশকালতঃ।
তনোতি ভাস্বরং দেহং তনোত্যেবং হি দৃশ্যধীঃ। ২৫।
দ্রব্যস্থ হৃদ্যেব চমৎকৃতির্যথা সদোদিতাভ্যন্তময়োজ্ঝিতোদরে।
দ্রব্যস্থ চিন্মাত্র শরীরিণস্তথা স্বভাবভূতাস্ত্যদরে জগৎস্থিতিঃ। ২৬

সহিত দৃশ্য পদার্থের যতকাল সম্বন্ধ থাকিবে, তত কাল পর্য্যন্ত উহাকে বন্ধন বলিয়া জানিবে; বন্ধন ঘটিলে দ্রষ্টা বদ্ধ, এবং তাহার অভাবে মুক্ত হইয়া থাকে। ২২। (শাস্ত্রে) তুমি আমি ইত্যাদি দৃশ্য পদার্থকে জগৎ কহিয়া থাকে; যে কাল পর্য্যন্ত ইহার সম্ভাবনা থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত (জীবের) মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না। ২৩। পদ্মপুষ্প মধ্যে ফল এবং তাহার কোটরে বীজ যে প্রকার (গুপ্তভাবে) অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায়(সংসারে)দ্রষ্টার দৃশ্য বস্তু জ্ঞান বিরাজিত আছে। ২৪। যেরূপ বীজমধ্যস্থ অঙ্কুর দেশকালানুসারে দীপ্তিময় দেহ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দৃশ্যবস্তুর জ্ঞান ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ২৫। যেরূপ পদ্মাক্ষের অন্তহীন কোটরমধ্যে আশ্চর্য্যপ্রকার বীজ এবং তন্মধ্যে অঙ্কুর ও তাহার মধ্যে পল্লবশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ আছে, সেইরূপ শরীরী জীবাদির অন্তহীন অন্তরে চিৎস্বরূপ জগৎ যে অতি চমৎকার-ভাবে বিরাজিত আছে, ইহা দেশকাল প্রভৃতির দ্বারা নানারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইদমাকাশজাখ্যানং শৃণু শ্রবণভূষণং।
উৎপত্ত্যাখ্যং প্রকরণং যেন রাঘব বুধ্যসে। ২৭।
অস্তীহাকাশজোনাম দ্বিজঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
ধ্যানৈকনিষ্ঠঃ সততং প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ। ২৮।
স চিরং জীবতি যদা তদা মৃত্যুরচিন্তয়ৎ।
সর্ব্বাণ্যেব ক্রমেণাহং ভূতান্যদ্মি কিলাক্ষয়ঃ। ২৯।
এনমাকাশজং বিপ্রং ন কস্মাদ্ভক্ষয়াম্যহং।
অত্র মে কুণ্ঠিতা শক্তিঃ খড়্গাধারা ইবোপলে। ৩০।
ইতি সঞ্চিন্ত্য তং হন্তুমাগচ্ছত্তৎপুরং ততঃ।
ত্যজন্ত্যুদ্যমমুদ্‌যুক্তা ন স্বকর্ম্মণি কেচন। ৩১।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রাঘব! আকাশজাত (ব্রাহ্মণের) উৎপত্তি-প্রকরণসম্বন্ধীয় উপাখ্যান আমার নিকট শ্রবণ কর; ইহা শুনিতে মধুর, এবং ইহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে পারিবে। ২৭। আকাশে জন্মগ্রহণ হওয়াতে সেই ব্রাহ্মণের নাম আকাশজ ছিল। ইনি (সতত) ধ্যানে নিমগ্ন, প্রজাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ও অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ২৮।

ইহাঁকে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে দেখিয়া, মৃত্যু এই চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমি অক্ষয় শরীর ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক প্রাণী ভক্ষণ করিলাম। ২৯। (কিন্তু) আকাশজ ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে পারিতেছি না। আমার শক্তি প্রস্তর খণ্ডে খড়্গাধারের ন্যায় কুণ্ঠিত হইবার কারণ কি? । ৩০। (মৃত্যু) এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাহাকে হনন করিবার উদ্দেশে সেই ব্রাহ্মণের পুরীতে উপস্থিত হইল; (কারণ) উদ্যোগী পুরুষ (আত্ম-উদ্যম) পরিত্যাগ করে না। ৩১। তদনন্তর মৃত্যু যেমন

ততস্তৎ সদনং যাবৎ মৃত্যুঃ প্রবিশতি স্বয়ং।
তাবদেনং দহত্যগ্নিঃ কল্পান্তজ্বলনোপমঃ। ৩২।
অগ্নিজ্বালাং মহামালাং বিদার্য্যান্তর্গতোহসৌ।
দ্বিজং দৃষ্ট্বা সমাদাতুং হস্তৈনৈচ্ছৎ প্রযত্নতঃ। ৩৩।
নচাশকৎ পুরঃ স্প্রষ্টুমপি হস্তশতৈর্দ্বিজং।
বলবানপ্যবষ্টব্ধুং সংকল্পপুরুষং যথা। ৩৪।
অথাগত্য যমং মৃত্যুরপৃচ্ছৎ সংশয়চ্ছিদং।
কিমিত্যহং ন শক্নোমি ভোক্তুমাকাশজং প্রভো। ৩৫।

যম উবাচ।

মৃত্যো ন কিঞ্চিচ্ছক্তস্ত্বমেকো মারয়িতুং ক্ষমঃ।
মারণীয়স্য কর্ম্মাণি তৎকর্ত্তৃণীতি নেতরৎ। ৩৬।
তস্মাদেতস্য বিপ্রস্য মারণীয়স্য যত্নতঃ।

ব্রাহ্মণের পুরী প্রবেশ করিল, অমনি প্রলয়াগ্নিতুল্য অগ্নি তাহাকে দহন করিতে উদ্যত হইল। ৩২। মৃত্যু মহামালাস্বরূপ সেই অগ্নিজ্বাল বিদীর্ণ করিয়া পুর প্রবেশপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া হস্ত দ্বারা তাঁহাকে ধরিতে ইচ্ছা করিল। ৩৩। মৃত্যু শত হস্ত (ও বলবান) হইলেও সংকল্প পুরুষের ন্যায় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল না। ৩৪। অনন্তর মৃত্যু সংশয়ছেদন-কর্ত্তা মৃত্যুরাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিল যে, হে প্রভো! আমি কি কারণে আকাশজ ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে পারিতেছি না?। ৩৫।

কৃতান্ত কহিলেন, হে মৃত্যো! তুমি একাকী কাহাকে মারিতে পার না, যে ব্যক্তি মারণীয়, অর্থাৎ মরিবে; সে আপন কর্ম্মপ্রযুক্তই মরিয়া থাকে, অন্য প্রকারে মরে না; তবে তুমি (তাহার) মরণের নিমিত্তমাত্র। ৩৬। অতএব

কর্ম্মাণ্যন্বিষ্য তেষাং ত্বং সাহায্যেনৈনমৎস্যসি । ৩৭ ।
ততঃ স মৃত্যুর্ব্বভ্রাম তৎকর্ম্মান্বেষণাদৃতঃ ।
মণ্ডলানি দিগন্তাংশ্চ সরাংসি সরিতো দিশঃ । ৩৮ ।
এবং ভূমণ্ডলং ভ্রান্ত্বা ন কুতশ্চিৎ স কানিচিৎ ।
তান্যাকাশজকর্ম্মাণি লব্ধবান্ মৃত্যুরুদ্ধতঃ ৩৯ ।
সমপৃচ্ছদথাগত্য ধর্ম্মং ধর্ম্মার্থকোবিদং ।
পরায়ণং হি প্রভবঃ সন্দেহেম্বনুজীবিনাং । ৪০ ।
অন্যাকাশজকর্ম্মাণি ক্ব স্থিতানি বদ প্রভো ।
ধর্ম্মরাজোঽথ সঞ্চিন্ত্য সুচিরং প্রোক্তবানিদং । ৪১ ।
আকাশজস্য কর্ম্মাণি মৃত্যো ন সন্তি কানিচিৎ ।
এষ হ্যাকাশজো বিপ্রো জাতঃ খাদেব কেবলাৎ । ৪২ ।

তুমি মারণীয় এই ব্রাহ্মণের কর্ম্ম সকল অনুসন্ধান করিতে থাক, (তাহা হইলে) তাহাদের সাহায্যে তুমি উহাকে ভোজন করিতে পারিবে । ৩৭ । তদনন্তর সেই মৃত্যু উক্ত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম সকল অনুসন্ধানের জন্য আনন্দের সহিত দিগ্‌দিগন্ত, নদী, সরোবর ইত্যাদি সমস্ত ভ্রমণ করিতে লাগিল । ৩৮ । মৃত্যু উদ্ধত হইয়া এইরূপে ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়াও আকাশজ ব্রাহ্মণের (সেই প্রকার) কর্ম্মসকল কে ন থানে দেখিতে পাইল না । ৩৯ । অনন্তর প্রত্যাগমন করিয়া ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিদ ধর্ম্মরাজকে (পুনর্ব্বার) এই কথা জিজ্ঞাসা করিল । কারণ, প্রভুরাই পরিচারকদিগের সংশয়ছেদন করিয়া থাকেন । ৪০ ।

হে প্রভো ! আকাশজ বিপ্রের সেই সকল কর্ম্ম কোন খানে আছে, আমাকে জানাইয়া দিউন । ধর্ম্মরাজ, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন । ৪১ । হে মৃত্যো ! এই আকাশজ ব্রাহ্মণের কোন কর্ম্মই নাই । (কারণ) এই ব্রাহ্মণ কেবল আকাশ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে । ৪২ ।

আকাশাদপি যো জাতঃ স ব্যোমৈবামলং ভবেৎ।
সহকারীণি নো সন্তি কারণান্যস্য কানিচিৎ। ৪৩।
এতদাক্রমণে মৃত্যো তস্মান্মা যত্নবান্ ভব।
শ্রুত্বৈতৎ বিস্মিতো মৃত্যুর্জগাম নিজমন্দিরং। ৪৪।

রাম উবাচ।

ব্রহ্মৈষ কথিতো দেবত্বয়া মে প্রপিতামহঃ।
স্বয়ম্ভুরজ একাত্মা বিজ্ঞানাত্মেতি মে মতিঃ। ৪৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমেতন্ময়া রাম ব্রহ্মৈব কথিতস্তব।
বিবাদমকরোন্মৃত্যুর্যমেনৈতৎ কৃতে পুরা। ৪৬।
মন্বন্তরে সর্ব্বভক্ষো যদা মৃত্যুর্হরন্ প্রজাঃ।
বলমেত্যাজজং ক্রান্তুং প্রারম্ভমকরোৎ স্বয়ং। ৪৭।

যে ব্যক্তি আকাশ হইতে জন্মিয়াছে, সেও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, সুতরাং ইহার মৃত্যুসম্বন্ধীয় সহকারী কোন কারণ দেখা যায় না। ৪৩। হে মৃত্যো! তুমি এই বিপ্রের প্রতি যে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছ, তাহা হইতে নিরস্ত হও; মৃত্যু তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিজ-ভবনে প্রতিগমন করিল। ৪৪।

রামচন্দ্র কহিলেন, (হে মুনে!) আমার বোধ হইতেছে, আপনি আকাশজ বিপ্ররূপে বিজ্ঞানময় একাত্মা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার কথা আমাকে বলিলেন। ৪৫। বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমি যাহা বুঝিয়াছ, সে কথা ঠিক্ বটে, আমি ব্রহ্মারই কথা তোমাকে বলিয়াছি; পূর্ব্বকালে মৃত্যু ব্রহ্মাকে ভোজন করিবার জন্য যমের সহিত বিবাদ করিয়াছিল। ৪৬। মন্বন্তর-সময়ে সর্ব্বভক্ষ মৃত্যু যখন সকল প্রজা নষ্ট করিতে থাকে, সেই সময়ে

তদৈব ধর্ম্মরাজেন যমেনাশ্বনুশাসিতঃ।
ব্রহ্মা কিল পরাকাশবপুরাক্রম্যতে কথং।
আকাশস্ফুরদাকারঃ সংকল্প পুরুষো যথা।
পৃথ্ব্যাদিরহিতো ভাতি স্বয়ম্ভুর্ভাসতে তথা। ৪৯।
চিদ্ব্যোম কেবলমনন্তমনাদিমধ্যং
ব্রহ্মেতি ভাতি নিজচিত্তবশাৎ স্বয়ম্ভুঃ।
আকারবানিব পুমানিব বস্তুতস্তু
বন্ধ্যাতনূজ ইব তস্য তু নাস্তি দেহঃ। ৫০।

শ্রীরাম উবাচ।

আতিবাহিক একোস্তি দেহোঽস্যাস্ত্যাধিভৌতিকঃ।
সর্ব্বাসাং ভুতজাতীনাং ব্রহ্মণস্ত্বেক এব কিং। ৫১।

(এক সময়) ব্রহ্মাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। ৪৭। তাহাতে ধর্ম্মরাজ যম, মৃত্যুকে শাসন করিয়া এই কথা বলেন যে, তুমি কি কারণে পরাকাশশরীর বিরিঞ্চিকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে ? । ৪৮।

(এই ব্রহ্মা) সংকল্প পুরুষের ন্যায় আকাশ হইতে দীপ্তি পাইয়াছে ; ইনি পৃথিব্যাদি শূন্য (সুতরাং) ব্রহ্মরূপে প্রকাশমান আছেন। ৪৯। (ইনি) আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত, চিদাকাশরূপে প্রকাশিত। এই ব্রহ্মা স্বকীয় চিত্তের বশতাপ্রযুক্ত আকারধারী পুরুষের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন ; কিন্তু বন্ধ্যার সন্তানের ইহাঁর শরীর মিথ্যাময়। ৫০। শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, সকল জীবের আতিবাহিক (সূক্ষ্ম) ও আধিভৌতিক (স্থূল) এই দুই প্রকার দেহ দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মার শরীর এক হইবার কারণ কি ? । ৫১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বেষামেব দেহৌ দ্বৌ ভূতানাং কারণাত্মনাং।
অজস্য কারণাসত্ত্বাদেক এবাতিবাহিকঃ। ৫২।
অন্যেষাং কারণং ব্রহ্ম প্রতিভাসোত্থিতং জগৎ।
অজস্য কারণং ব্রহ্ম তেনাসাবেকদেহবান্। ৫৩।
ব্রহ্মা সংকল্পপুরুষঃ পৃথ্ব্যাদিরহিতাকৃতিঃ।
কেবলং চিত্তমাত্রাত্মা কারণং ত্রিজগৎ স্থিতেঃ। ৫৪।
ব্রহ্মণা তন্যতে বিশ্বং মনসৈব স্বয়ম্ভুবা।
মনোময়মতোবিশ্বং যন্নাম পরিকীর্ত্ত্যতে। ৫৫।

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ মনসোরূপং কীদৃশং বদ মে স্ফুটং।
যস্মাৎ তেনৈবমখিলা তন্যতে দোষমঞ্জরী। ৫৬।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, অন্যান্য সকল প্রাণী কারণবিশিষ্ট, সুতরা তাহাদের দুই দেহ হইয়া থাকে ; কারণের অভাবে ব্রহ্মা এক আতিবাহি অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। ৫২।

ব্রহ্মা, অন্য সকলের কারণ তাঁহার প্রতিভাবলে (এই স্থূল) জগ প্রকাশ পাইয়া থাকে, (সুতরাং অন্য প্রাণীর দুই শরীর) ; কিন্তু ব্রহ্মা কারণ কেবল ব্রহ্ম বলিয়া, তাঁহার একমাত্র দেহ হইয়াছে। ৫৩। ব্রহ্মা সংক পুরুষ, তাঁহার আকৃতিতে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত নাই ; তিনি কেবল চিত্তমা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ত্রিজগতের স্থিতির কারণ হইয়াছেন। ৫৪। (সেই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা,মানসে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ; এইজন্য বিশ্বের নাম মনোময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৫৫। শ্রীরাম কহিলেন, হে ভগবন্! যে অন্তঃকরণ হইতে নিখিল দোষমঞ্জরী ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার রূপ

বশিষ্ঠ উবাচ।

ব্রাগাস্য মনসোরূপং ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে।
নামমাত্রাদৃতে ব্যোম্নো যথা শূন্যজড়াকৃতেঃ। ৫৭।
নো বাহ্যে নাপি হৃদয়ে সদ্রূপং বিদ্যতে মনঃ।
সর্ব্বত্রৈব স্থিতঞ্চৈতৎ বিদ্ধি রাম যথা নভঃ। ৫৮।
সাধো যদেতদর্থস্য প্রতিভানং পৃথাগতং।
সতোবাপ্যসতোবাপি তন্মনো বিদ্ধি নেতরৎ। ৫৯।
যদর্থপ্রতিভানং তন্মন ইত্যভিধীয়তে।
অন্যন্ন কিঞ্চিদপ্যস্তি মনো নাম কদাচন। ৬০।
সংকল্পনং মনো বিদ্ধি সংকল্পাত্তন্ন ভিদ্যতে।
যত্র সংকল্পনং তত্র মনোঽস্তীত্যবগম্যতাং। ৬১।
সংকল্পমনসাং ভিন্নে ন কদাচন কেচন। ৬২।

কিপ্রকার? আমাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিউন। ৫৬। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রামচন্দ্র! যেমন শূন্য জড়াকার আকাশের নাম ভিন্ন রূপ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ মনেরও নাম ভিন্ন দৃশ্যরূপ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ৫৭। হে রামচন্দ্র! মন বাহিরে, কিম্বা অন্তরে রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত নয় বটে, কিন্তু জানিও, উহা আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রেই স্থিতি করিতেছে। ৫৮। হে সাধো! মন আর কিছুই নহে সদসৎ বস্তুর যে প্রতিভা, তাহাকেই মন বলিয়া জানিও। ৫৯। পদার্থের যে প্রকাশ তাহাই মন, (ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন); কারণ, মন নামে অন্য বস্তু কিছুই নাই। ৬০। সংকল্পকে মন বলিয়া জানিও; (কারণ) সংকল্প হইতে মন ভিন্ন নহে। যেখানে সংকল্প, সেখানে মন অবস্থিতি করে। ৬১। সংকল্প ও মনে যে ভেদ আছে, একথা কোনখানে কোন ব্যক্তি (বলেন নাই)। ৬২।

অবিদ্যা সংস্থতিশ্চিত্তং মনোবন্ধো মলস্তমঃ।
ইতি সংকল্পজালস্য নামান্যেতানি রাঘব। ৬৩
সংকল্পজালে গলিতে স্বরূপমবশিষ্যতে।
অসম্ভবতি সর্ব্বস্মিন্ দিগ্ভূম্যাকাশরূপিণি। ৬৪।
প্রকাশ্যে যাদৃশং রূপং প্রকাশস্যামলং ভবেৎ।
ত্রিজগত্ত্বমহঞ্চেতি দৃশ্যেঽসত্তামুপাগতে।
দ্রষ্টুঃ স্যাৎ কেবলীভাবস্তাদৃশো বিমলাত্মনঃ। ৬৫।
অনাপ্তাখিলশৈলাদিপ্রতিবিম্বে হি যাদৃশী।
স্যাদ্দর্পণে দর্পণতা কেবলাত্মস্বরূপিণী। ৬৬।
অহংত্বংজগদিত্যাদৌ প্রশান্তে দৃশ্যসম্ভ্রমে।
স্যাত্তাদৃশী কেবলতা স্থিতে দ্রষ্টর্য্যবীক্ষণে। ৬৭।
মনোদৃশ্যময়ং দোষং তনোতীমং ক্ষয়াত্মকং।

হে রাঘব! সংকল্প সমুহের নাম অবিদ্যা, সংসার, চিত্ত, মন, বন্ধ, মল এবং তম বলিয়া জানিও। ৬৩। সংকল্পসমুহ গলিত হইল কেবল স্বরূপমাত্র অবশিষ্ট থাকে; দিক্, ভুমি এবং আকাশাদিরূপের সংকল্প থাকিলে (জীবের) স্বরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকেনা। ৬৪। প্রকাশ্য বস্তুর রূপ নাম প্রভৃতি থাকিলে যেপ্রকার "তুমি"আমি ইত্যাদি" জগৎ প্রকাশ পায়, দৃশ্যবস্তুর অভাব হইলে দর্শন কর্ত্তারও সেইপ্রকার অদ্বৈতভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬৫। যেমন দর্পণে শৈলাদি সমুদায় (দৃশ্য পদার্থের) প্রতিবিম্বের অভাবে কেবল (অবশিষ্ট) আত্মস্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৬৬। সেইরূপ (দৃষ্টি-কর্ত্তার) তুমি আমি ও জগৎ ইত্যাদি ভ্রম দূরীভূত হইলে কেবল আত্ম-স্বরূপতা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ৬৭। (এই) ক্ষয়শীল মন, দৃশ্যরূপ (অনিত্যতা) দোষ বিস্তার করিয়া থাকে; ইহা অসৎ হইয়া স্বপ্ন যেমন

অসদেব সদাকারং স্বপ্নঃ স্বপ্নান্তরং যথা। ৬৮।
স্ফুরতি বল্গতি গচ্ছতি ধাবতি ভ্রমতি মজ্জতি সংহরতি স্বয়ং।
অপরতামুপযাত্যপি কেবলং চলতি চঞ্চলশক্তিতয়া মনঃ। ৬৯।
মহাপ্রলয়সম্পত্তাবসত্তাং সমুপাগতে।
অশেষদৃশ্যসর্গাদৌ শান্ত এবাবশিষ্যতে। ৭০।
আস্তেঽনন্তমিতোভাস্বানজোদেবোনিরাময়ঃ।
সর্ব্বদা সর্ব্বহৃৎ সর্ব্বঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ। ৭১।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে যো যুক্তৈরধিগম্যতে।
যস্য চাত্মাদিকা সংজ্ঞা কল্পিতা ন স্বভাবজা। ৭২।
যঃ পুমান্ সাঙ্খ্যদৃষ্টীনাং ব্রহ্মবেদান্তবাদিনাং।
বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞানবিদামেকান্তনির্মলং। ৭৩।

স্বপ্নান্তরকে দর্শন করে, তাহার ন্যায় (সদ্রূপ দর্শন করাইয়া থাকে)। ৬৮। মন চঞ্চল শক্তিপ্রযুক্ত (নানা রূপ) প্রকাশ করিয়া থাকে, (প্রলাপের ন্যায়) বকিয়া থাকে, কখন বিষয় প্রাপ্ত হয়, কখন(নানাস্থানে)ভ্রমণ করে,কখন কোন বিষয়ে মগ্ন হইয়া থাকে, কখন বা বস্তুকে ধ্বংশ করিয়া থাকে, এইরূপে নানা-প্রকার দোষাশ্রয় করিয়া থাকে।৬৯। যেমন মহাপ্রলয় কালে সমস্ত দৃশ্য বস্তুর ধ্বংশ হইলে জল তরঙ্গহীন হইয়া শান্তভাব ধারণ করে, সেইপ্রকার অশেষ দৃশ্য সর্গাদিতে মন শান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। ৭০। অনন্ত, স্বপ্র-কাশ, জন্মরহিত, নিরাময় সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বহর্ত্তা পরমেশ্বর পরমাত্মারূপে অব-স্থিত আছেন। ৭১। তিনি বাক্যের অগোচর এবং যোগ দ্বারা লভ্য, ব্রহ্ম তাঁহার আত্মা, তাঁহার পরমেশ্বরাদি নাম কেবল কল্পনামাত্র; (বাস্তবিক) উহা স্বাভাবিক নহে। ৭২। তিনি সাংখ্যমতে পুরুষ, বেদান্তবাদীদিগের মতে ব্রহ্ম এবং বিজ্ঞানবাদীদিগের মতে একান্ত নির্ম্মল বিজ্ঞান বলিয়া কথিত

স্বচ্ছ ন্যবাদিনাং শূন্যং ভাসকো যোহর্কতেজসাং ।
বক্তা মন্তা ঋতং ভোক্তা দ্রষ্টা স্মর্ত্তা সদৈব যঃ ।৭৪ ।
সন্নপ্যসন্ জগতি যো যোদেহস্থোপি দূরগঃ ।
চিৎ প্রকাশো হ্যয়ং যস্মাদালোক ইব ভাস্বতঃ । ৭৬ ।
প্রকৃতি ব্র্ততি র্ব্যোম্নি জাতা ব্রহ্মাণ্ড সংফলা ।
চিত্তমূলেন্দ্রিয়দলা যেন নৃত্যতি বায়ুনা । ৭৬ ।
যশ্চিন্মণিঃ প্রকটতি প্রতিদেহসমুদ্গকে ।
যঃ প্রাবয়তি সংক্ষুব্ধং পুর্য্যষ্টকমিতস্ততঃ । ৭৭ ।
শুদ্ধসংবিন্ময়ত্বাদ্ যঃ খং ভবেদ্ব্যোমচিন্তয়া ।
স্ফুরন্ত্যভিততে যস্মিন্ মণাবিব মরীচয়ঃ । ৭৮ ।

হইয়া থাকেন। ৭৩। শূন্যবাদীরা তাঁহাকে শূন্য বলিয়া অবধারণ করেন, কিন্তু তাঁহা হইতে চন্দ্র সূর্য্যাদি তেজঃ-পদার্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিনি বক্তা, মন্তা, ঋত, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও স্মরণকর্ত্তাস্বরূপ সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ৭৪। (তিনি) নিত্য পদার্থ হইয়াও জগতে অনিত্য রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, এবং দেহমধ্যস্থ থাকিয়াও দূরে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। যেমন সূর্য্য হইতে আলোক প্রকাশিত হয়, সেইরূপ (চিন্ময়) তাঁহা হইতে চিৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৭৫।

চিদাকাশে প্রকৃতিরূপিণী যে লতা সঞ্জাত হইয়াছে, উহাতেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফল ফলিয়া থাকে। ঐ লতার মূল অন্তঃকরণ এবং পত্রসকল ইন্দ্রিয়; (আত্ম-বায়ু) সহযোগে উহা নৃত্য করিয়া থাকে। ৭৬। সেই চিন্মণি প্রত্যেক দেহ কৌটাতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এবং পুর্য্যষ্টক (শরীরকে) ক্ষুব্ধ করিয়া ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৭৭। তিনি শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ চিন্তা দ্বারা আকাশ হইয়া থাকেন এবং মণির মরীচির ন্যায় তাঁহাহইতে তেজ প্রতি-

কুর্ব্বন্নপীহ জগতাং মহতামনন্তং
বৃন্দং ন কিঞ্চন করোতি কদাচনাপি ।
আত্মন্যনন্তময়সংবিদি নির্ব্বিকল্পে
ত্যক্তোদয়স্থিতিমতি স্থিত একএব । ৭৯ ।
ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে । ৮০ ।

শ্রীরাম উবাচ ।

ইয়তো দৃশ্যমানস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য জগৎস্থিতেঃ ।
মুনে কথং ন সত্তাস্তি আত্মনঃ সর্ষপোদরে । ৮১ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

সাধুসংঙ্গম সচ্ছাস্ত্রপরো ভবসি রাম চেৎ ।
তদ্দিনৈরেব রামাসৌ প্রাপ্নোষীমাং পরাং ধিয়ং । ৮২ ।
সর্ব্বেষামিতিহাসানাময়ং সার উদাহৃতঃ ।

ফলিত হইয়া থাকে। ৭৮। (সেই পরমাত্মা) এই অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াও যথার্থরূপে কিছুই করেন না; তিনি অনন্ত, নির্ব্বিকল্প ও উদয়স্থিতিরহিত বিজ্ঞানাত্মাতে অদ্বৈতভাবে এক হইয়া স্থিতি করিয়া থাকেন। ৭৯।

সেই পরাবর ব্রহ্ম পদার্থকে দেখিতে পাইলে (জীবের) হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কার ভেদ ও সন্দেহচ্ছেদ হইয়া থাকে। ৮০। শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে মুনে! প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ (এই) জগতের সত্তা না মানিয়া (মিথ্যা জ্ঞান করা যায়) কেন? এবং সর্ষপাভ্যন্তরে সুমেরুর ন্যায় পরমাত্মার মধ্যে জগতের স্থিতি সম্ভাবনাইবা কি প্রকার? । ৮১। বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমি যেদিনে সাধুসঙ্গ ও সৎ-শাস্ত্রপরায়ণ হইবে সেই দিনেই (সন্দেহভেদকারিণী) পরম বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৮২। সকল ইতি-

শ্রুতেঽস্মিন্ নির্ম্মলে যস্মাজ্জীবন্মুক্তত্বমক্ষয়ং। ৮৩।
উদেতি স্বয়মেবাস্তরিদমেব বিচারয়।
স্থিতমেবাস্তমায়াতি জগদ্দৃশ্যং বিচারণাৎ। ৮৪।
নৃণাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিণাং।
সা জীবন্মুক্ততোদেতি বিদেহান্মুক্ততৈব যা। ৮৫।

শ্রীরাম উবাচ।

ব্রহ্মন্ বিদেহমুক্তস্য জীবন্মুক্তস্য লক্ষণং।
ব্রূহি যেন তথৈবাহং যতে শাস্ত্রগয়া দৃশা। ৮৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথাস্থিতমিদং যস্য ব্যবহাররতোপি চ।
অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ৮৭।
যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।

হাসের সারতত্ত্ব আমি তোমাকে বলিলাম, এই পবিত্র কথা শ্রবণ করিলে অক্ষয় জীবন্মুক্তি ঘটিয়া থাকে। ৮৩। এই জগৎ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া স্থিতি করিয়া থাকে এবং স্থিত ও দৃশ্য এই জগৎই আবার বিচারণ হেতু লয় পাইয়া থাকে; তুমি এবিষয় মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখ। ৮৪।

জ্ঞাননিষ্ঠ এবং আত্মজ্ঞানবিচারপটু মনুষ্যদিগের দেহত্যাগে যে মুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, উহা তাহাদের (জীবদ্দশাতেই) ঘটিয়া থাকে। ৮৫। শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিদেহ এবং জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি? আমাকে জানাইয়া দিউন; তাহা হইলে শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা আমি সেই প্রকার কার্য্য করিতে যত্নশীল হইব। ৮৬। বশিষ্ঠদেব কহিলেন, ব্যবহার কর্ম্ম করিয়া এই জগতে যাঁহার নিকটে আকাশের ন্যায় স্থিত ও অস্তগত বোধ হইয়া থাকে, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ৮৭।

যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ৮৮।
রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোহন্ত র্ব্যোম চিদত্যচ্ছঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ৮৯।
যস্য নাহংকৃতো ভাবো যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোহকুর্ব্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ৯০।
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ৯১।
শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যঃ সচিত্তোহপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ৯২।

যিনি সুষুপ্তিস্থ হইয়া জাগরিত থাকেন, যাঁহার জাগ্রদ্দশা অর্থাৎ (বিষয় দর্শন হইলেও অন্য বস্তুর গ্রহণত্ব নাই, কেবল ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে), এবং যাঁহার জ্ঞান বাসনা-বর্জ্জিত, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ৮৮। যিনি রাগ, দ্বেষ এবং ভয়াদির অনুরূপ আচরণ করিয়াও অন্তরকে নির্ম্মল আকাশ তুল্য চিন্ময় করিতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ৮৯। যাঁহার অহং বুদ্ধি নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি (আমার কর্ম্ম, আমার ফল, আমার পাপ, আমার পুণ্য) এইরূপ কার্য্য করিয়া, বা না করিয়া তাহাতে লিপ্ত না হইয়া থাকে, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যাইতে পারে। ৯০। যাঁহার দ্বারা লোকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, এবং যিনি লোকের দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না, যে ব্যক্তি হর্ষ এবং ক্রোধ হইতে মুক্ত, তিনিই জীবন্মুক্ত। ৯১। যে ব্যক্তি সংস্কার-সংকল্পত্যাগী, এবং ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইয়াও তদ্ব্যাপার বর্জ্জিত, যিনি চিত্তযুক্ত হইয়াও চিত্তহীনের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। ৯২।

যঃ সমস্তানুজাতেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ।
পরার্থেষ্বপি পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ৯৩।
জীবন্মুক্ত পদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনোঽস্পন্দনামিব। ৯৪।
বিদেহমুক্তো নোদেতি নাস্তমেতি ন শাম্যতি।
ন সন্নাসন্নদূরস্থো নচাহং নচ বেতরঃ। ৯৫।
ততস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততং।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং যৎকিঞ্চিদবশিষ্যতে। ৯৬।
ন শূন্যং নাপি চাকারং নাদৃশ্যং নচ দর্শনং।
নচ ভূতপদার্থৌঘঃ সদনন্ততয়া স্থিতং। ৯৭।
কিমপ্যব্যপদেশাত্মা পূর্ণাপূর্ণেতরাকৃতিঃ।

যিনি সকল বিষয় (বস্তু) ব্যবহার করিয়া (সর্ব্বদা) শীতল এবং (রাগাদিশূন্য); যিনি পরকার্য্যে পূর্ণাত্ম, তিনিই জীবন্মুক্ত। ৯৩।

পবন যেরূপ স্পন্দন ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কর্ম্ম দ্বারা আপনার দেহ লয় করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯৪। বিদেহ-মুক্ত ব্যক্তি উদয়, বা অস্তপ্রাপ্ত, কিম্বা শান্তভাব ধারণ করেন না ; (তিনি) অসৎ, বা অসদ্রূপে প্রাদুর্ভূত হন না, এবং (আকাশের ন্যায়) দূরস্থ, কিম্বা আমি, বা অপরভাবাপন্ন হন না। ৯৫।

(তিনি) দুর্জ্ঞেয়, তেজ ও অন্ধকারবিরহিত ;—অর্থাৎ (তাঁহার দিবারাত্রি নাই) অবাচ্য ও অব্যক্তরূপী হইলেও (তাঁহার) যৎকিঞ্চিন্মাত্র অবশেষ দেখা গিয়া থাকে। ৯৬। তিনি শূন্য, বা আকারবান্ নহেন ; তিনি অদৃশ্য ও দর্শন কোন পদার্থই নন, তিনি জীব কিম্বা পদার্থসমূহ নহেন, (তবে তাঁহার অনন্তত্ব) অস্তিত্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।৯৭। তিনি কোন আশ্চর্য্যপ্রকার অবাচ্য পদার্থ, পূর্ণ ও অপূর্ণ বস্তুর স্বরূপ, তিনি অস্তিত্ববিহীন ও বিশিষ্ট

ন সন্নাসন্নসদসন্ন ভাবো ভাবনং নচ। ৯৮।
চিন্মাত্রং চিত্তরহিতমনন্তমজরং শিবং।
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং যদনার্থি নিরাময়ং। ৯৯।
দ্রষ্টৃ দর্শনদৃশ্যানাং মধ্যে যদ্দর্শনং স্থিতং।
সাধো তবদধানেন তদেতদববুধ্যতে। ১০০।

শ্রীরাম উবাচ।

পরমার্থস্য কিং রূপং তস্যানন্দচিদাকৃতেঃ।
পুনরেতন্মমাচক্ষ নিপুণং বোধবৃদ্ধয়ে। ১০১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মহাপ্রলয়সম্পত্তৌ সর্ব্বকারণকারণং।
শিষ্যতে তৎ পরং ব্রহ্ম তদিদং বর্ণ্যতে শৃণু। ১০২।
নাশয়িত্বা স্বমাত্মানং মনসোবৃত্তিসংক্ষয়ে।
সদ্রূপং যদনাখ্যেয়ং তদ্রূপং তস্য বস্তুনঃ। ১০৩।

তাঁহার ভাব ও অভাব ভিন্ন (বলিয়া বোধ হয় না)। ৯৮। তিনি চিন্মাত্র, চিত্তশূন্য, অজর, আদি-মধ্য-অন্ত-বিহীন, আধিব্যাধিশূন্য এবং শিবময়।৯৯। হে সাধো! তিনি দর্শনকর্ত্তা, দৃশ্যবস্তু এবং দর্শন এই তিনের মধ্যে (চৈতন্যরূপে) আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহার স্ফুরণ দ্বারা দর্শন কর্ত্তাদির প্রকাশ হইয়া থাকে। ১০০। শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,—চিদানন্দময় পরমার্থ (ব্রহ্মের) রূপ কিপ্রকার? আমার বুদ্ধি-বর্দ্ধনের জন্য তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিউন। ১০১। বশিষ্ঠদেব কহিলেন, সকল কারণের কারণ যে পরম ব্রহ্ম প্রলয়কালেও অবশিষ্ট থাকেন, আমি তাঁহার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।১০২ মনের বাসনা ক্ষয় ও শরীর ধ্বংশ করিলে সৎস্বরূপ যে অনির্ব্বচনীয় অস্তিত্ব থাকে, তাহাই পরমব্রহ্মের রূপ বলিয়া জানিও। ১০৩।

চিত্তে জীবস্বভাবায়া যদচ্যেতোন্মুখং বপুঃ।
চিন্মাত্রং বিমলং শান্তং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ। ১০৪।
অঙ্গলগ্নেঽপি বাতাদ্যৈঃ স্পর্শাদ্যনুভবং বিনা।
জীবতশ্চেতসোরূপং যত্তস্য পরমাত্মনঃ। ১০৫।
অস্বপ্নায়া অনন্তায়া অজড়ায়া মহামতে।
যদ্রূপং চিরনিদ্রায়াঃ স্বরূপং পরমাত্মনঃ। ১০৬।
বেদনস্য প্রকাশস্য দৃশ্যস্য তমসস্তথা।
বেদনং যদনাদ্যন্তং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ। ১০৭।
ব্যবহারপরস্যাপি যৎ পাষাণবদাসনং।
অব্যোম ইব ব্যোমত্বং তদ্রূপং পরমাত্মনঃ। ১০৮।
বেদ্যবেদনবেত্তৃত্বং রূপত্রয়মিদং পুনঃ।

জীবের স্বভাবরূপ চৈতন্য, যে দৃশ্য পদার্থে বিরাজিত থাকে, তাহাকেই জীব বলিয়া থাকে; তাহার স্থিতি রহিত হইলে যে নির্ম্মল শান্তস্বরূপ চিন্মাত্র থাকে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। ১০৪। যে জীবনবিশিষ্ট চিত্তের বাতাদি শীতল দ্রব্য অঙ্গসংলগ্ন হইলেও স্পর্শানুভব হয় না, তাহাই পরমাত্মার রূপ। ১০৫। হে মহামতে! যেরূপ, স্বপ্নাবস্থা, অনন্ত অবস্থা ও স্বপ্নাদিশূন্যাবস্থার অতীত, তাহাই পরব্রহ্মের রূপ। ১০৬। জ্ঞান, দৃশ্যবস্তু এবং অন্ধকার এই উভয়ের প্রকাশক; কিন্তু আদ্যন্তরহিত যে চিৎ, ইহার সাক্ষীস্বরূপ বিরাজিত থাকে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। ১০৭।

ব্যবহারকর্ম্মে তৎপর হইয়া যেব্যক্তি আপনাকে পাষাণবৎ জড়ের ন্যায় স্থায়ী বোধ করে, প্রপঞ্চ ত্যাগে অকাশের যেরূপ রূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ আকাশশূন্যতা যেরূপ আকাশের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে, পরমাত্মার রূপও সেইপ্রকার। ১০৮। জানিবার বিষয়, জ্ঞান, এবং জ্ঞাতা, যাহাতে এই তিনের

যত্রোদেত্যস্তমায়াতি তদ্রূপং পরমাত্মনঃ। ১০৯।
স্থাবরাণাং হি যদ্রূপং তচ্চেৎ বোধময়ং ভবেৎ।
মনোবুদ্ধ্যাদি নির্ম্মুক্তং তৎ পরেণোপমীয়তে। ১১০।
ব্রহ্মার্কবিষ্ণুহরশক্রসদাশিবাদি
শান্তৌ শিবং পরমমেতদিহৈক আস্তে।
সর্ব্বোপমর্দ্দনবশাদবিকল্পরূপ
চৈতন্যমাত্রময়মুজ্‌ঝিতবিশ্বসংজ্ঞং। ১১১।

ইতিমোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে প্রকরণার্থনির্দ্দেশঃ
পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

প্রকাশ ও অপ্রকাশ, তাহাই পরমেশ্বরের রূপ। ১০৯। স্থাবর বস্তুর ন্যায় মন যদি বুদ্ধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বোধময় হয়, তাহা হইলে আত্মার সহিত পরমাত্মার উপমা হইয়া থাকে। ১১০। ব্রহ্মা, সূর্য্য, বিষ্ণু, হর, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ সকলে শান্তি প্রাপ্ত হইলে, পরম শিবরূপী এক ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তিনি সকল সংহার করিয়া বিশ্ব সংজ্ঞা ত্যাগপূর্ব্বক অদ্বৈত চৈতন্যমাত্র হইয়া থাকেন। ১১১।

বশিষ্ঠ উবাচ ৷

অত্রেদং মণ্ডপাখ্যানং শৃণু শ্রবণভূষণং ।
নিঃসন্দেহো যথৈষোঽর্থশ্চিত্তে বিশ্রান্তিমেষ্যতি তে। ১।
আসীদস্মিন্ মহাপীঠে কুলপদ্মপ্রকাশবান্ ।
পদ্মোনাম নৃপঃ শ্রীমান্ বহুপুত্রো বিবেকবান্। ২।
মর্য্যাদাপালনাম্ভোধির্দ্বিষত্তিমিরভাস্করঃ ।
সরঃ সদ্গুণহংসানাং দোষতৃণহুতাশনঃ। ৩।
তস্যাসীৎ সুভগা ভার্য্যা লীলা নাম বিলাসিনী।
সর্ব্বসৌভাগ্যবলিতা কমলেবোদিতাঽবনৌ। ৪।
উদ্বিগ্নে প্রোদ্বিগ্না মুদিতে মুদিতা সমাকুলাকুলিতে।
প্রতিবিম্বসমা কান্তা সংক্রুদ্ধে কেবলং ভীতা। ৫।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন ;—(তুমি এই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে) শ্রুতিসুখকর মণ্ডপ নামক রাজার উপাখ্যান শ্রবণ কর ; (ইহা শ্রবণে) অর্থ অবগত হইয়া তোমার সন্দেহ ভঞ্জন ও মনের বিশ্রান্তিলাভ ঘটিবে। ১। এই মহাপীঠ স্থানে কুলকমলপ্রকাশক পদ্ম নামে দিব্যদর্শন এক রাজা ছিলেন। তিনি বৈরাগ্যশালী ও বহু পুত্রের পিতা ছিলেন। ২। তিনি (শাস্ত্রীয়) মর্য্যাদা পালনে সমুদ্রতুল্য, শত্রুতিমিরবিনাশে সূর্য্যস্বরূপ, সদ্গুণহংসের সরোবরের ন্যায় এবং দোষতৃণের অগ্নিস্বরূপ বর্ত্তমান ছিলেন ;—অর্থাৎ তিনি সমুদ্রের ন্যায় সীমা রক্ষণ, সূর্য্যের ন্যায় শত্রু দমন, সরোবরে হংস বিচরণের ন্যায় সদ্গুণ ধারণ ও অগ্নির তৃণদাহনের ন্যায় পাপকার্য্য দূরীকরণ করিতেন। ৩। তাঁহার, অবনীতে (অবতীর্ণ) কমলার ন্যায় লীলানাম্নী বিলাসবতী সৌভাগ্য-শালিনী এক রমণী ছিল। ৪। (তিনি ছায়ার ন্যায় পতির) উদ্বেগে উদ্বিগ্ন, আনন্দে আনন্দযুক্ত, মুদিতে মুদিত এবং ব্যাকুলতায় ব্যাকুলিত থাকিতেন;

সৈকদা চিন্তয়ামাস শুভসংকল্পশালিনী।
প্রাণেভ্যোপি প্রিয়ো ভর্ত্তা মমৈষ জগতীপতিঃ। ৬।
যৌবনোল্লাসবান্ শ্রীমান্ কথং স্যাদজরামরঃ।
ভর্ত্রানেন কথং সার্দ্ধং রমে যুগশতান্যহং। ৭।
জ্ঞানবৃদ্ধাংস্তপোবৃদ্ধান্ বিদ্যাবৃদ্ধানহং দ্বিজান্।
পৃচ্ছামি তাবন্মরণং কথং ন স্যান্নৃণামিতি। ৮।
ইত্যানীয়াথ সংপূজ্য দ্বিজান্ পপ্রচ্ছ সা নতা।
অমরত্বং কথং বিপ্রা ভবেদিতি পুনঃ পুনঃ। ৯।

বিপ্রা ঊচুঃ।

তপোজপময়ৈর্দ্দেবি সমস্তাঃ সিদ্ধসিদ্ধয়ঃ।
সংপ্রাপ্যন্তেঽমরত্বন্তু ন কদাচন লভ্যতে। ১০।

স্বামির ক্রোধোদয়কালে তাঁহার ক্রোধ প্রবল না হইয়া ভয়ের সঞ্চার হইত। ৫। সদ্বাসনানুগামিনী সেই কামিনী এক দিন এই চিন্তা করিলেন যে, এই জগৎস্বামী আমার স্বামী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। ৬। ইনি যেরূপ যৌবনসম্পন্ন ও শ্রীমান্, যদি সেরূপ অজর ও অমর হন, তাহা হইলে একশত যুগপর্য্যন্ত আমি ইহাঁর সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কালাতিপাত করিতে পারি। ৭। (তিনি এজন্য) জ্ঞানপ্রধান, তপস্যায় পরিপক্ক, বিদ্যাবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে যাহাতে মনুষ্যের মৃত্যু না হয়, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৮।

অনন্তর তাঁহাদিগকে আনয়ন করিয়া (যথাবিধি) অর্চ্চনাপূর্ব্বক প্রণত হইয়া স্বামির অমরত্ব কিরূপে হইতে পারে, এই কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ৯। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, দেবি! তপ জপ প্রভৃতি দ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু অমরত্ব কোনপ্রকারে লাভ করা যায় না। ১০।

ইত্যাকর্ণ্য দ্বিজমুখাচ্চিন্তয়ামাস সা পুনঃ।
ইদং সুপ্রজ্ঞয়ৈবাশু ভীতা প্রিয়বিয়োগতঃ। ১১।
মরণং ভর্ত্তুরগ্রে মে যদি দৈবাদ্ভবিষ্যতি।
তৎ সর্ব্বদুঃখনির্ম্মুক্তা সংস্থাস্যে সুখমাত্মনি। ১২।
অথ বর্ষসহস্রেণ ভর্ত্তাদৌ চেন্মরিষ্যতি।
তৎ করিষ্যে তথা যেন জীবো গেহান্ন যাস্যতি। ১৩।
তু মদ্ভর্ত্তৃ জীবেঽস্মিন্নিজে শুদ্ধান্তমণ্ডপে।
ভর্ত্তাবলোকিতা নিত্যং নিবৎস্যামি যথাসুখং। ১৪।
অদ্যেবারভ্যৈতদর্থং দেবীং জ্ঞপ্তিং সরস্বতীং।
জপোবাসনিয়মৈরাতোষং পূজয়াম্যহং। ১৫।
অথ নিশ্চিত্য সা নাথমরণব্যাকুলাঙ্গনা।

ব্রাহ্মণদিগের মুখ হইতে এইপ্রকার কথা শ্রবণ করিয়া সেই লীলা স্বামিবিয়োগচিন্তায় অভিভূত হইয়া স্বকীয় বিচক্ষণতা প্রভাবে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১১। যদি দৈবানুকম্পায় স্বামির অগ্রে আমার মরণ ঘটে, তাহা হইলে সকল দুঃখ বিমুক্ত হইয়া আমি সুখ ভোগ করিতে পারি। ১২। যদি সহস্র বর্ষের পর অগ্রে স্বামির মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে যাহাতে ~~তাঁহার~~ জীবন আমার গৃহ হইতে না যাইতে পারে, আমাকে তাহা করিতে হইবে। ১৩। আমার পতির জীব যদি এই শুদ্ধান্তঃপুর মণ্ডপে বিরাজিত থাকিয়া আমার প্রতি অবলোকন করেন, তাহা হইলেও আমি নিত্যকাল এখানে সুখে কাটাইতে পারি। ১৪। আমি এজন্য অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া জপ, উপবাস এবং নিয়মাদি দ্বারা জ্ঞানরূপিণী দেবী সরস্বতীকে যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তোষ না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত পূজা করিতে থাকিব। ১৫। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লীলা স্বামিবিয়োগাতুর হইয়া

যথাশাস্ত্রবিচারোগ্র তপোনিয়মসংস্থিতা। ১৬।
ত্রিরাত্রস্য ত্রিরাত্রস্য পর্য্যন্তে কৃতপারণা।
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞবিদ্বৎপূজাপরায়ণা। ১৭।
স্নানদানতপোধ্যান নিত্যোদ্যুক্ত শরীরিকা।
সর্ব্বাস্তিক্যসদাচারকারিণী ক্লেশহারিণী। ১৮।
ত্রিরাত্রশতমেবং সা বালা নিয়মশালিনী।
অনারতং তপোনিষ্ঠা সাতিষ্ঠৎ কষ্টনিষ্ঠয়া। ১৯।
ত্রিরাত্রাণাং শতেনাথ পূজিতা প্রতিমানিতা।
তুষ্টা ভগবতী গৌরী বাগীশা সমুবাচ তাং। ২০।
নিরন্তরেণ তপসা ভর্ত্তৃভক্ত্যতিশায়িনা।
পরিতুষ্টাস্মি তে বৎসে গৃহাণ বরমীপ্সিতং। ২১।

তপস্যাদিতে যথাবিধি মনঃসংযোগ করিলেন। ১৬। তিনি ত্রিরাত্রি উপবাসের পর এক দিবস পারণ, এইরূপ নিয়ম করিয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, বিচক্ষণ ও বিদ্বানদিগের পূজাকার্য্যেব্যাপৃত হইলেন। ১৭।

সর্ব্বপ্রকার আস্তিকতা এবং সদাচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া (মনের) ক্লেশ হরণ করিবার জন্য প্রতিনিয়ত শরীরে (বিবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া) স্নান, দান, তপ ও ধ্যানাদিতে তৎপর হইলেন। ১৮। সেই বালা এই প্রকার নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক একশত ত্রিরাত্রোপবাস করিয়া ঘোর কষ্টদায়ক নিষ্ঠাপরায়ণ হইলেন। ১৯।

ভগবতী সরস্বতী তাঁহার শত ত্রিরাত্রোপবাস দ্বারা পূজিত ও সম্মানিত হওয়াতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ২০। বৎসে! তোমার স্বামিভক্তিব্যঞ্জক উৎকট তপস্যা-প্রভাবে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। ২১।

রাজ্ঞ্যুবাচ।

জয় জন্মজরাজ্বালাদাহদোষশশিপ্রভে।
জয় হার্দ্দান্ধকারৌঘনিবারণরবিপ্রভে। ২২।
অম্ব মাং ত্রিজগন্মাতস্ত্রাহি ত্বং কৃপণামিমাং।
ইদং বরদ্বয়ং দেহি যদিদং প্রার্থ্যতে ময়া। ২৩।
একং তাবদ্বিদেহস্য ভর্ত্তুর্জীবোমমান্তিকাৎ।
অস্মাদেব হি মা যাসীন্নিজান্তঃপুরমণ্ডপাৎ। ২৪।
দ্বিতীয়স্তু মহাদেবি প্রার্থয়েহং যদা যদা।
দর্শনায় প্রার্থয়ন্ত্যৈ তদা মে দেহি দর্শনং। ২৫।
ইত্যাকর্ণ্য জগন্মাতা তথাস্ত্বেবমিতি স্বয়ং।
উক্ত্বান্তর্দ্ধানমগমৎ প্রোত্থায়োর্ম্মিরিবান্তরে। ২৬।
অথ সা রাজমহিষী পরিতুষ্টেষ্টদেবতা।

রাজমহিষী বলিলেন,—হে মাতঃ! তুমি জন্ম, জরা, ও যন্ত্রণাদি দাহ দোষের পক্ষে চন্দ্রকিরণ স্বরূপ; স্নেহান্ধকার নিবারণ পক্ষে দিবাকরদীপ্তি-তুল্য। ২২। হে ত্রিজগতের জননি জননি! দীনা এই অধীনাকে পরিত্রাণ কর। আমি তোমার নিকট যে দুইটী বর প্রার্থনা করিতেছি, তাহা প্রদান কর। ২৩। প্রথম বর এই যে, আমার পতির দেহাবসান ঘটিলে, তাঁহার জীবন আমার নিকট ও আমার অন্তঃপুরমণ্ডপ হইতে প্রয়াণ না করে। ২৪। হে দেবি! আমি যখনই প্রার্থনা করিব, তোমার দর্শন পাইব, এইটী আমার দ্বিতীয় বর। ২৫। জগজ্জননী বীণাপাণি লীলার বর শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ যেরূপ প্রকাশ পাইয়াই লীন হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তিনি অন্তর্হিত হইলেন। ২৬।

অনন্তর সেই রাজমহিষী ইষ্টদেবতার পরিতোষে পূর্ণ অমৃত বর্ষণের

পূর্ব্বোমৃতবর্ষেণ বভূবানন্দধারিণী। ২৭।
পক্ষমাসর্ত্তুকটকে দিনারে বর্ষদণ্ডকে।
ক্ষণনাভৌ স্পন্দমধ্যে কালচক্রে বহত্যথ।
অন্তর্দ্ধিমাজগমাস্থাঃ পত্যুস্তচ্চেতনা তনোঃ। ২৮।
মৃতে তস্মিন্ মহীপালে শোকসন্তাপপীড়িতা।
নির্জ্জলা নলিনীবাসৌ পরাং গ্লানিমুপাযযৌ। ২৯।
ক্ষিপ্রমাক্রন্দিনী ক্ষিপ্রং মৌনমূকা বিয়োগিনী।
বভূব চক্রবাকীব মানিনী মরণোন্মুখী। ৩০।
অথ তামতিমাত্রবিহ্বলাং সকৃপাকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিহ্বলাং প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ। ৩১।

সরস্বত্যুবাচ।

শবীভূতমিমং বৎসে ভর্ত্তারং পুষ্পমণ্ডপে।

ন্যায় অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ২৭। পক্ষ, মাস এবং ঋতু যাহার বলয়, দিনসকল যাহার কোণ, ক্ষণ যাহার নাভি, স্পন্দ যাহার মধ্যভাগ, সেই কালচক্রের গতিতে মহিষীর স্বামি অচেতন হইয়া অন্তর্হূত হইলেন। ২৮। সেই নৃপাল কালকবলিত হইলে (মহিষী) শোকসন্তাপে প্রপীড়িত হইয়া, সলিলহীন নলিনীর ন্যায় অতিশয় গ্লানিপ্রাপ্ত হইলেন। ২৯। (সেই) মানিনী স্বামি বিয়োগে কাতর হইয়া (অনেক ক্ষণ) রোদন ও ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া নির্ব্বাক রহিলেন; (শেষে) বিয়োগিনী চক্রবাকীর ন্যায় জীবন বিসর্জ্জনে উদ্যত হইলেন। ৩০।

অনন্তর আকাশভবা সরস্বতী গুরুশোকাক্রান্ত লীলাকে, হ্রদ শুষ্ক হইলে কাতরভাবাপন্ন শফরীকে প্রাথমিক বৃষ্টি যেরূপ অনুকম্পা করে, তাহার ন্যায় অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ৩১। সরস্বতী কহিলেন,—হে বৎসে! তুমি

আচ্ছাদ্য স্থাপয়ৈনং ত্বং পুনর্ভর্ত্তারমাপ্স্যসি। ৩২।
পুষ্পাণি ম্লানিমেষ্যন্তি নো নচৈষ বিনঙ্ক্ষ্যতি।
ভূয়শ্চ তব ভর্ত্তৃত্বমচিরেণ করিষ্যতি। ৩৩।
এতদীয়শ্চ জীবোঽসাবাকাশবিশদস্তব।
ন নির্গমিষ্যতি ক্ষিপ্রমিতোঽন্তঃপুরমণ্ডপাৎ। ৩৪।
সা দিব্যাং ভারতীং শ্রুত্বা স্থাপয়িত্বা পতিং তথা।
দুঃখাদেবাহ্বয়ামাস জ্ঞপ্তিদেবীং সরস্বতীং। ৩৫।
কিং স্মৃতাস্মি ত্বয়া বৎসে বৎসে কিমিতি শোকতা।
ইত্যুপেত্য পুরো জ্ঞপ্তিস্তামুবাচ সরস্বতী। ৩৬।

লীলোবাচ।

ক্ব মমাবস্থিতো ভর্ত্তা কিং করোত্যথ কীদৃশঃ।
সমীপং নয় মাং তস্য নৈকা শক্নোমি জীবিতুং। ৩৭।

শবাকারে পরিণত তোমার এই স্বামির শরীর পুষ্পমণ্ডপে আচ্ছাদন করিয়া রাখ, তুমি পুনর্ব্বার স্বামি লাভ করিবে। ৩২। মণ্ডপের এই ফুল সকল ম্লান হইবে না, এবং তোমার স্বামির শরীরও নষ্ট হইবে না, আবার তোমার সহিত তোমার স্বামির সহবাস ঘটিবে। ৩৩। তোমার এই অন্তঃপুর মণ্ডপ হইতে আকাশতুল্য-নির্ম্মল তোমার স্বামির এই জীব সত্বর কোন থানে গমন করিবে না। ৩৪। সেই লীলা (এই প্রকার) দিব্য বচন শ্রবণ করিয়া স্বামি শরীরকে সেই প্রকার স্থাপনপূর্ব্বক মনঃক্ষোভ প্রযুক্ত জ্ঞানরূপিণী সরস্বতীদেবীকে আহ্বান করিলেন। ৩৫।

"হে বৎসে কেন শোক করিতেছ? কিজন্যই বা আমাকে স্মরণ করিয়াছ? সরস্বতী পুরোবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৩৬। লীলা কহিলেন, আমার প্রাণপতি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি কি করি-

ইত্যুপেত্য পুনর্জ্জপ্তিন্তামুবাচ সরস্বতী।

দেব্যুবাচ।

চিত্তাকাশং চিদাকাশমাকাশঞ্চ তৃতীয়কং।
দ্বাভ্যাং শূন্যতরং বিদ্ধি চিদাকাশং বরাননে। ৩৮।
দেশাদ্দেশান্তরপ্রাপ্তৌ সম্বিদো মধ্যমেব যৎ।
নিমেষেণ চিদাকাশং তদ্বিদ্ধি বরবর্ণিনি। ৩৯।
তস্মিন্নিরস্তনিঃশেষসংকল্পে স্থিতিমেষি চেৎ।
সর্ব্বাত্মকং পদং শান্তং তদা প্রাপ্স্যোষ্যসংশয়ং। ৪০।
অত্যন্তাভাবসম্পত্ত্যা জগতস্ত্বেতদাপ্যতে।
নান্যথা গত্বরেণাশু ত্বন্তু প্রাপ্স্যসি সুন্দরি। ৪১।

তেছেন, আমি (তাঁহার বিরহে) একাকী জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা; অতএব, আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাউন। ৩৭। (অনন্তর) সরস্বতী তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার এই কথা বলিলেন। হে সুন্দরি! চিত্তরূপ আকাশ, চিৎস্বরূপ আকাশ ও মহাকাশ এই তিনটী আকাশ আছে; (চিত্তাকাশ ও মহাকাশ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ) কিন্তু এই উভয় শূন্যকেই চিদাকাশ বলিয়া জানিও।৩৮। এক বস্তুর জ্ঞানের পর অন্যবস্তুর জ্ঞানপক্ষে সাক্ষীস্বরূপ যে চৈতন্য, তাহার, এবং নিমেষ মধ্যে এক বস্তু হইতে অন্যবস্তুতে আশক্তি বিশিষ্ট অন্তঃকরণের যে স্থিরতা, তাহাই, চিদাকাশ।৩৯। যদি সকল বাসনা পরিহার করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ শান্ত পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৪০। জগতের অত্যন্ত অভাব হইলে সেই বস্তু (ব্রহ্ম) পাওয়া গিয়া থাকে, অন্যপ্রকারে পাওয়া যায় না; হে সুন্দরি! তুমি (আমার প্রসাদে) তোমার গমনশীল অন্তঃকরণ দ্বারা তাঁহাকে পাইতে পারিবে। ৪১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবী দিব্যমাত্মীয়মাস্পদং।
লীলা চ লীলয়ৈবাসীন্নির্ব্বিকল্পসমাধিভাক্। ৪২।
তত্তত্যাজ নিমেষেণ সান্তঃকরণপঞ্জরং।
স্বদেহং খমিবোড্ডীনা মুক্তনীড়া বিহঙ্গমা। ৪৩।
দদর্শ তৎস্থা ভর্ত্তারং তস্মিন্নেবালয়াম্বরে।
সংস্থিতং পৃথিবীপালমাস্থানে বহুরাজনি। ৪৪।
সিংহাসনসমারূঢ়ং জয় জীবেতি সংস্তুতং।
পূর্ব্বদ্বারে স্থিতাসংখ্যমুনিবিপ্রর্ষিমণ্ডলং। ৪৫।
দক্ষিণাদ্বারগাসংখ্যললনালোকসংকুলং।
পশ্চিমদ্বারগাসংখ্যহস্ত্যশ্বরথমণ্ডল্য।
উত্তরদ্বারগাসংখ্যরাজসামন্তমণ্ডলং। ৪৬।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—সরস্বতী এই কথা বলিয়া আপনার দিব্যস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং লীলাও অবলীলাক্রমে নির্ব্বিকল্প সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ৪২। উড্ডীয়মান পক্ষিসকল যেরূপ বাসস্থান ও (আশ্রয়স্থান) আকাশ পরিত্যাগ করে, লীলা (সমাধি দ্বারা) সেইপ্রকার নিমেষমধ্যে আপনার (স্থূল) দেহ, ও অন্তঃকরণ স্বরূপ পঞ্জর—অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর পরিত্যাগ করিলেন। ৪৩। (তিনি চিদাকাশস্থিত) হইয়া অন্তঃপুর স্বরূপ গৃহাকাশে বহুতর রাজগণ উপবিষ্ট ও আপনার স্বামিকে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। ৪৪। (তিনি) দেখিলেন, তাঁহার স্বামী সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন, "জয় জীব জয় জীব" শব্দে তাঁহার স্তব কীর্ত্তিত হইতেছে, পূর্ব্বদ্বারে অসংখ্য মুনি এবং বিপ্রেন্দ্র সকল অবস্থিতি করিতেছেন। ৪৫। দক্ষিণদ্বার অশেষ রমণী সম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ; পশ্চিম দ্বারে অগণ্য হস্তী, অশ্ব ও রথমণ্ডল বিরাজিত, অসংখ্য

পপাতাথ মহারম্ভাং সা তাং নরপতেঃ সভাং।
তদ্দেশাংস্তৎ সমাচারাং স্তথা তানেব লালকান্ ।
অথান্যানপ্যপূর্ব্বাংশ্চ পণ্ডিতান্ সুহৃদস্তথা । ৪৭ ।
মহাহ্রদনদীশৈলপুরপত্তনমণ্ডিতান্ ।
দ্বিরষ্টবর্ষ ভূপালং প্রাক্তন্যাজরসোজ্ঝিতং ।
সর্ব্বমালোক্য সা রাজ্ঞী বিস্ময়ং পরমং যযৌ । ৪৮ ।
অথাভ্যুত্থায় সা রাজ্ঞী নিজান্তঃপুরমাগতা ।
দেবীং সস্মার বিজ্ঞপ্তিং দদর্শ চ পুরঃ স্থিতাং । ৪৯।
তত্রাসনগতাং দেবীং লীলাপৃচ্ছদ্ভুবি স্থিতা।
যথা পতিরমূর্ত্তোঽস্মন্মূর্ত্তাৎ সর্গো ভ্রমাত্মকঃ।
জাত স্তথা কথয় মে জগদ্ভ্রমনিবৃত্তয়ে। ৫০ ।

রাজা ও সৈন্যসামন্তাদি দ্বারা উত্তরদ্বার পূর্ণ রহিয়াছে। ৪৬। অনন্তর সেই লীলা নরপতির সেই মহতী সভাতে উপস্থিত হইয়া তদ্দেশ সকল, তথাকার আচার ব্যবহার, পরিচারক, অপূর্ব্ব পণ্ডিতমণ্ডলী ও সুহৃদসম্প্রদায় সন্দর্শন করিলেন। ৪৭। (ক্রমে) মহাহ্রদ, নদী, শৈল ও পুরপত্তনাদি বিভূষিত স্থান সকল দর্শন করিলেন। রাজ্ঞী, পূর্ব্বতন জরা ও বার্দ্ধক্য অবস্থাতীত স্বকীয় স্বামীকে ষোড়বর্ষবয়স্ক দেখিয়া অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। ৪৮।

অনন্তর সেই রাজমহিষী (সেখান হইতে) গাত্রোত্থান করিয়া স্বকীয় অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন এবং (পুনর্ব্বার) জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করিলেন; স্মৃতিমাত্রে দেবী দর্শন প্রদান করিলেন।৪৯। লীলা,দেবীকে আসনে উপবেশন করাইয়া (স্বয়ং) ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে প্রকারে আমার পতি দেহ ত্যাগ করিয়া নিঃশরীর হইয়াও মিথ্যাময় সৃষ্টিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জগদ্ভ্রম দূরীকরণ করিবার জন্য তাহা আমাকে বলিতে প্রস্তুত হউন। ৫০

সরস্বত্যুবাচ।

প্রাক্ স্মৃতেভ্রান্তিমাত্রাত্মা সর্গোয়মুদিতো যথা।
তথা দ্বিতীয়স্তে পত্যু র্যথৈতৎ কথ্যতে শৃণু। ৫১।
অস্তি কশ্চিচ্চিদাকাশে ক্বচিৎ সংসারমণ্ডপঃ।
আকাশকাচশকল সংস্থা সচ্ছাদিতাকৃতিঃ। ৫২।
মেরুস্তম্ভস্তৃণাকাশঃ পুরন্ধ্রীশালভঞ্জিকঃ।
কোণস্থভূতবল্মীকব্যাপ্তঃ পর্ব্বতলোষ্ট্রকঃ। ৫৩।
অনেকপুত্রজরঠঃ প্রজেশব্রাহ্মণাং পদং।
বাতমার্গমহাদেশস্থিতবৈমানিকীটকঃ। ৫৪।
নভোনিবাসিসিদ্ধৌঘ মশকাহিতঘুংঘুনঃ।
সুরাসুরাদিদুর্ব্বারলীলাকলকলাকুলঃ। ৫৫।

সরস্বতী কহিলেন ;—পূর্ব্বতন স্মৃতির পরিত্যাগ হইলেও যেরূপে তোমার ভর্ত্তার ভ্রান্তিময় সৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছিল, সেইরূপে তোমার স্বামির দ্বিতীয় শরীর সৃষ্টি হইয়াছে ; আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫১। চিদাকাশের কোনখানে সংসার মণ্ডপ আছে, উহা আকাশের স্তায় নির্ম্মল কাচ খণ্ড দ্বারা আবৃত। ৫২। সেই সংসার মণ্ডপে সুমেরু স্তম্ভতুল্য, তৃণ সকল (তাহারি) আকাশ স্বরূপ, স্ত্রী সকল তাহার পুত্তলিকা, একদেশস্থিত প্রাণীগণ তাহার বল্মীক স্বরূপ এবং পর্ব্বত সকল লোষ্ট্রভাবে বিরাজিত। ৫৩। (সেই সংসারে) বহুতর পুত্রকন্যাদির বৃদ্ধ পিতা, এবং প্রজা, ঈশ্বর ও ব্রাহ্মণপরায়ণ ব্যক্তিগণ, স্থিরবায়ুবিশিষ্ট স্থানে বৈমানিকের ন্যায় কীট স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকে।৫৪। গগণবিহারী সিদ্ধ পুরুষেরা ঘুন ঘুন শব্দে মশকদিগের স্তায় এই সংসারে কালযাপন করিতেছে ; এখানে (নিয়ত) দেবাসুরগণের দুর্নিবার লীলা কোলাহল হইয়া থাকে। ৫৫।

তত্র কস্মিংশ্চিদেকস্মিন্ কোণে পীবরকোদরে।
শৈললোষ্ট্রতলেহস্ত্যেকো গিরিবিশ্রামগর্ত্তকঃ। ৫৬।
তস্মিন্নদীশৈলবনোপগূঢ়ে সাগ্নিঃ সদারঃ শ্রুতবানরোগঃ।
অক্ষোভবান্ রাজভয়ানভিজ্ঞঃ সর্ব্বাতিথির্ধর্ম্মপরো দ্বিজোঽ-
বিত্তবেশবয়ঃকর্ম্মবিদ্যাবিভবচেষ্টিতৈঃ। [ভূৎ। ৫৭।
বশিষ্ঠস্যেব সদৃশো নচ বাশিষ্ঠ চেতনঃ। ৫৮।
বশিষ্ঠ ইতি নাম্নাসৌ তস্যাভূদিন্দুসুন্দরী।
নাম্না ত্বরুন্ধতী ভার্য্যা ভুবি ব্যোমন্যরুন্ধতী। ৫৯।
বিত্তবেশবয়ঃকর্ম্মবিদ্যাবিভবচেষ্টিতৈঃ।
সমৈব সাপ্যরুন্ধত্যা নতু চৈতন্যবত্তয়া। ৬০।
স বিপ্রস্তস্য শৈলস্য সমে সরলশাদ্বলে।

সেই সংসারের বিস্তৃত কোন এক কোণে শৈল স্বরূপ লোষ্ট্রের নিম্নভাগে গিরিবিশ্রামগর্ত্তক নামক এক দেশ আছে। ৫৬। নদী, পর্ব্বত ও বন পরিব্যাপ্ত সেই স্থানে একজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাঁহার সহধর্ম্মিণী মাত্র সহায় ছিল; ইনি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; রোগ ও ক্ষোভশূন্য; এবং রাজভয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। অতিথি পালন ও ধর্ম্মরক্ষণে ইহাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল।৫৭। সেই ব্রাহ্মণ অর্থ, বেশ, বয়স, কর্ম্ম, বিদ্যা ও সম্পত্তিতে বশিষ্ঠের অনুরূপ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় চেতনাবিশিষ্ট ছিলেন না। ৫৮। বশিষ্ঠ তুল্য বলিয়া তাঁহার নামও বশিষ্ঠ হইয়াছিল। তাঁহার ভূতলবাসিনী পত্নী চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, ও আকাশবাসিনী বশিষ্ঠ পত্নীর তুল্য হওয়াতে অরুন্ধতী নামে খ্যাত হইয়াছিল। ৫৯। তাঁহার ভার্য্যা ধন, বেশ, বয়স, কর্ম্ম, বিদ্যা, এবং বিভব প্রভৃতিতে অরুন্ধতীর তুল্য ছিলেন বটে, কিন্তু জ্ঞান বিষয়ে সমান হইতে পারেন নাই। ৬০।

কদাচিদুপবিষ্টঃ সন্দদর্শাধোমহীপতিং। ৬১।
সমস্তপরিবারেণ যান্তমাখেটকেচ্ছয়া।
তমালোক্য মহীপালমিদং চিন্তিতবানসৌ। ৬২।
অহো নু রম্যা নৃপতা সর্ব্বসৌভাগ্যলাসিতা।
কদাস্যাং দশদিক্‌কুঞ্জপূরকোঽহং মহীপতিঃ। ৬৩।
পদাতিরথহস্ত্যশ্বপতাকাচ্ছত্রচামরৈঃ।
কদা মে বায়বঃ কুন্দমকরন্দসুগন্ধয়ঃ।
পাস্যন্ত্যন্তঃপুরস্ত্রীণাং সুরতশ্রমশীকরান্‌। ৬৪।
ইত্থং ততঃ প্রভৃত্যেব বিপ্রঃ সংকল্পবানভূৎ।
স্বধর্ম্মনিরতোনিত্যং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ। ৬৫।
হিমাশনিরিবাম্ভোজং জর্জ্জরীকর্ত্তুমুদ্যতঃ।

সেই বশিষ্ট কোন সময়ে সেই পর্ব্বতের সরল শিলাময় শৃঙ্গে উপবেশন করিয়া অধোভাগে ভূমিপতিকে দর্শন করিলেন। ৬১। (তখন) রাজা সমস্ত পরিবার সমভিব্যাহারে মৃগয়া-উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি, মহীপালকে দর্শন করিয়া মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৬২। আহা! রাজপদ কি রমণীয়, এবং কতদূর সৌভাগ্য দ্বারা ইহা সুশোভিত; আমি কবে রাজপদ গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীর দশদিকের অধিপতি হইব। ৬৩।

কোন্‌ দিন আমি পদাতি, রথ, হস্তী, অশ্ব, পতাকা, রাজচ্ছত্র ও চামর দ্বারা সুশোভিত হইব? কোন্‌ সময়ে কুন্দপুষ্পের মকরন্দ দ্বারা গন্ধবান্‌ বায়ু আমার অন্তঃপুরচারিণী রমণীদিগের রতিশ্রমের ঘর্ম্মজল অপনোদন করিবে?। ৬৪। সেই ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মনিরত হইলেও (রাজসন্দর্শনাবধি) এইপ্রকার বাসনাবিশিষ্ট হইলেন, এবং যাবজ্জীবন উহার কামনা করিতে লাগিলেন। ৬৫।

তং তথা চিন্তয়াবিষ্টং জরা দ্বিজমুপাযযৌ। ৬৬।
আসন্নমরণস্থাস্থ ভার্য্যা ম্লানিমুপাযযৌ।
মামথারাধিতবতী সা ততস্ত্বমিবাঙ্গনে।
অমরত্বং সুদুষ্প্রাপং বুদ্ধ্বৈনং সাবৃণোদ্বরং। ৬৭।
দেবি স্বমণ্ডপাদেব জীবোভর্ত্তুর্মৃতস্য মে।
মা যাসীদিত্যতস্তস্যাঃ সএবাঙ্গীকৃতোময়া। ৬৮।
অথ কালবশাদ্বিপ্রঃ স পঞ্চত্বমুপাযযৌ।
তস্মিন্নেব গৃহাকাশে জীবাকাশতয়া স্থিতঃ। ৬৯।
সম্পন্নঃ প্রাক্তনানল্পসংকল্পবশতঃ স্বয়ং।
আকাশবপুরেবোর্ব্বীপতিঃ পরম শক্তিমান্। ৭০।

(অনন্তর) জরা, ব্রাহ্মণকে এইপ্রকার চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া হিম যেরূপ বজ্র রূপে পদ্মকে জর্জরিত করে, তাহার ন্যায় ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হইল। ৬৬। ব্রাহ্মণপত্নী অরুন্ধতী স্বামির আসন্ন মৃত্যু জানিতে পারিয়া (অত্যন্ত) কাতর হইলেন, এবং তোমার ন্যায় আমার আরাধনা করিলেন; মর্ত্তলোকে অমরত্ব সুদুর্লভ বিবেচনা করিয়া তিনি এই বর প্রার্থনা করিলেন। ৬৭।

হে দেবি! আমার মৃত স্বামির জীবন যাহাতে আমার অন্তঃপুর হইতে (অন্যত্র) গমন না করে, আপনি সেই বর প্রদান করুন; আমি তাঁহার বাক্য "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলাম। ৬৮। অনন্তর কালবশ প্রযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ শরীর বিসর্জ্জন করিলেন, এবং সেই গৃহাকাশে তাঁহার জীব আকাশ হইয়া রহিল। ৬৯। তিনি জন্মান্তরীণ বহুতর বাসনা হেতু আকাশশরীরসম্পন্ন হইয়াও পরম শক্তিবিশিষ্ট নৃপতি পদ অধিকার করিয়া ছিলেন। ৭০। সেই ব্রাহ্মণ লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার পত্নী শোকে

তস্মিন্ বিপ্রে শবীভূতে শোকেনাত্যন্তকর্ষিতা।
সা তস্য ব্রাহ্মণী ভার্য্যা হৃদয়েন দ্বিধাভবৎ। ৭১।
ভর্ত্রা সহ শবীভূয় দেহমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
আতিবাহিকদেহেন সা ভর্ত্তারমুপাযযৌ। ৭২।
তত্রাস্য বিপ্রস্য সুতা গৃহাণি ভূস্থাবরাদীনি ধনানি সন্তি।
আদ্যাষ্টমং বাসরমাপ্তমৃত্যোর্জীবো গিরিগ্রামককন্দরস্থঃ। ৭৩।

দেব্যুবাচ।

স তে ভর্ত্তাদ্য সম্পন্নো দ্বিজোভূপত্বমাগতঃ।
যা সা ত্বরুন্ধতী নাম ব্রাহ্মণী সা ত্বমঙ্গনে। ৭৪।
ইহেমৌ কুরুতে রাজ্যং তৌ ভবন্তৌ সুদম্পতী।
চক্রবাকাবিব নবৌ ভুবং যাতৌ গিরাবিব। ৭৫।
এষ তে কথিতঃ সর্ব্বঃ প্রাক্তনঃ সংস্থৃতিভ্রমঃ।
ভ্রান্তিমাত্রকমাকাশমেবং সর্গোহি ভাসতে। ৭৬।

অত্যন্ত কাতর হইয়া সংকল্পানুসারে দ্বিবিধ দেহ ধারণ করিলেন। ৭১। তিনি স্বামির দেহান্তে দূর হইতে আপনার দেহ বিসর্জ্জন দিয়া আতিবাহিক অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া স্বামির নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৭২।

সেই ব্রাহ্মণের গৃহাকাশ মধ্যে গৃহভূমি, স্থাবর সম্পত্তি ও ধনরত্নাদি সকলই বিরাজিত আছে। আজ আট দিন হইল, ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার জীব গিরিকন্দর নামক স্থানে অবস্থিত আছে। ৭৩। দেবী কহিলেন, তোমার সেই স্বামি অদ্য সম্পন্ন হইয়া রাজপদ গ্রহণ করিলেন, হে সুন্দরি! তুমি সেই ব্রাহ্মণী অরুন্ধতী, এখন (রাজপত্নী হইলে)। ৭৪। (এক্ষণে) তোমরা উভয়ে চক্রবাক চক্রবাকী যেরূপ পর্ব্বতাশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় এই পৃথিবী ভোগ করিতে থাক। ৭৫। আমি তোমার নিকটে

লীলোবাচ।

দেবি ত্বদ্বচনং মিথ্যা কথং সম্পন্নমীদৃশং।
ক্ক বিপ্রজীবঃ স্বগৃহে ক্কেমে বয়মিহ স্থিতাঃ। ৭৭।
তাদৃক্ লোকান্তরং সা ভূস্তে শৈলাস্তা দিশোদশ।
কথং যান্তি গৃহস্থান্তর্যত্রামী বয়মাস্মহে। ৭৮।
মত্ত ঐরাবতোবদ্ধঃ সর্ব্বথা সর্ষপোদরে।
মশকেন কৃতং যুদ্ধং সিংহৌঘৈ র্বেণুকোটরে। ৭৯।
পদ্মাক্ষে স্থাপিতো মেরু র্নিগীর্ণোভৃঙ্গসূনুনা।
ন সমঞ্জসমেবৈতৎ যথৈবং দেবি তাদৃশং। ৮০।

দেব্যুবাচ।

নাহং মিথ্যাবদামীদং যথবচ্ছৃণু সুন্দরি।

জন্মান্তরীণ সাংসারিক ভ্রমের কথা এই বলিলাম, ভ্রান্তিময় আকাশ এইপ্রকার সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৭৬।

লীলা কহিলেন, হে দেবি! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে, (কারণ ইহা সম্ভবপর নহে) এবং উভয়ের একতা (ইহাতে দেখা যাইতেছে না); আপনার গৃহাকাশে ব্রাহ্মণের জীবই বা কোথায় এবং এইস্থানস্থিত আমরাই বা কোথায়? । ৭৭। (অপর) জীবরূপে আমরা যে গৃহাকাশে অবস্থান করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে এইসকল লোক, পৃথিবী, পর্ব্বত ও দিক্ সকল কিপ্রকারে গিয়া থাকে? । ৭৮। যে প্রকার সর্ষপোদরে মত্ত ঐরাবতের বদ্ধ থাকা অসম্ভব, বেণুকোটরে সিংহসমূহের সহিত মশকের সংগ্রাম যেরূপ অসঙ্গত, ভ্রমর শিশুর দ্বারা পদ্মচক্রস্থ সুমেরুপর্ব্বতের বিদলন যেরূপ সম্ভবপর, হে দেবি! আপনার কথাও সেই প্রকার অসঙ্গত। ৮০

দেবী কহিলেন, হে সুন্দরি! (আমার নিকট হইতে) যথার্থ বিষয়

ভেদনং নিয়তীনাং হি ক্রিয়তে নাস্মদাদিভিঃ। ৮১।
স গ্রাম দ্বিজ জীবাত্মা তস্মিন্নেব স্বসদ্মনি।
ব্যোমৈবেদং মহারাজ্যং ব্যোমাত্মৈব প্রশাম্যতি। ৮২।
প্রাক্তনীয়া স্ম তির্লুপ্তা যুবয়োরুদিতান্যথা।
স্বপ্নজাগ্রৎ স্মৃতির্যদ্বদেতন্মরণমঙ্গনে। ৮৩।
ইয়মন্তঃ স্থিতা ভূমিঃ সংকল্পাদর্শয়োরিব।
তস্য সত্যাবভাসস্য চিদ্ব্যোম্নঃ কোষকোটরে। ৮৪।
পরমাণৌ পরমাণৌ সন্তি বৎসে চিদাত্মনি।
অন্তরন্তর্জগন্তীহ প্রতিভানাত্মকান্যুত। ৮৫।

শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকটে মিথ্যা বলি নাই, আমরা নিয়তির ভেদ করি না;—অর্থাৎ পূর্ব্বাদৃষ্ট দ্বারা ভোগ্য বিষয়ের বিস্মৃতি জন্মাইয়া দিয়া অপর ভ্রান্তি স্বরূপ ভোগ দর্শন করাইয়া থাকি। ৮১। গিরিকন্দরগ্রামস্থিত সেই ব্রাহ্মণের জীবাত্মা গৃহাকাশে অবস্থিত হইয়া (পূর্ব্বসংসার বিস্মরণপূর্ব্বক) আকাশের ন্যায় মহারাজ্য ভোগ করিতেছে, তাহার আকাশের বিস্মরণ দ্বারা পুনর্ব্বার সংসার শান্তি ঘটিবে। ৮২। স্বপ্নাবস্থাতে তোমাদের জাগ্রৎ স্মৃতির লোপ হইয়া (যেরূপ) অন্য প্রকার সংসারোদয় হইয়া থাকে, (পূর্ব্বশরীরাদি সংসার জ্ঞান হয় না); হে সুন্দরি! মরণও সেই প্রকার জানিবে।৮৩। যে প্রকার সংকল্প দ্বারা পৃথিব্যাদি পদার্থ অন্তঃকরণ স্বরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বরূপে স্থিত হয়, সত্য ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, সেই প্রকার চিৎস্বরূপ আকাশে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ৮৪।

হে বৎসে! যে মত (ঘটপটাদিতে আকাশের নানা প্রকার প্রতিভা প্রকাশ পায়) সেই প্রকার প্রতি জীবে, পরমাণুর ন্যায় চিৎ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে; চিদাত্মাতে প্রতিফলিত (এই) জগৎ (অদৃষ্টাদি দ্বারা) নানা প্রকারে উদয় ও লয় পাইয়া থাকে। ৮৫।

লীলোবাচ।

অষ্টমে দিবসে বিপ্রঃ স মৃতঃ পরমেশ্বরি।
গতোবর্ষগণোঽস্মাকং মাতঃ কথমিদং ভবেৎ। ৮৬।

সরস্বত্যুবাচ।

দেশদৈর্ঘ্যং যথা নাস্তি কালদৈর্ঘ্যং তথাঙ্গনে।
প্রতিভামাত্রকাদন্যচ্চিদ্বিলাসৈকরূপিণঃ। ৮৭।
যথাবৎ প্রতিভানস্য বৎসে ক্রমমিমং শৃণু।
অনুভূয় ক্ষণং জীবো মিথ্যামরণমূর্চ্ছনাং।
বিস্মৃত্য প্রাক্তনং ভাবমন্যং পশ্যতি সুব্রতে। ৮৮।
আধেয়োঽহমিহাধারে স্থিতোঽহমিতি সুব্রতে।
হস্তপাদাদিমান্ দেহো মমায়মিতি পশ্যতি। ৮৯।

লীলা কহিলেন, হে পরমেশ্বরি! মৃত্যু দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য অষ্টম দিন হইল, (আমার স্বামী) সেই বিপ্রের মৃত্যু হইয়াছে, এখানে (আমাদিগের) বহুবর্ষ গত হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়। ৮৬।

সরস্বতী কহিলেন, হে সুন্দরি! চিদ্বিলাসী ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ব্যতিরেকে অন্য বস্তু কিছুই নাই; (যেরূপ কেবল অন্তঃকরণের ভ্রান্তি দ্বারা) দেশকালাদির অল্পতা দীর্ঘতা বোধ হয়, (সেইরূপ তাঁহার অল্পতা দীর্ঘতা জানিবে)। ৮৭। হে বৎসে! (চিৎপ্রতিবিম্বের) প্রকাশ, ক্রমে ক্রমে শ্রবণ কর; জীব ক্ষণকাল মিথ্যা মরণ মূর্চ্ছা অনুভব করিয়া পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়া অন্য সংসারভাব দর্শন করিয়া থাকে। ৮৮। হে সুব্রতে! জীব, দেহাধারে আমি আধেয়, এই দেহাধারে হস্তপদযুক্ত আমি আছি, এই হস্তপদ বিশিষ্ট দেহ আমার (এইরূপ মায়ার বস্তু সকল) দর্শন করিয়া থাকে। ৮৯।

স তস্যাহং পিতুঃ পুত্রোবর্ষাণ্যেতানি সন্তি মে।
ইতি ভ্রান্তি র্জগত্যাশু স্মৃতিমোহাদনন্তরং। ৯০।

লীলোবাচ।

অহো নু পরমা দৃষ্টি র্দর্শিতা দেবি মে ত্বয়া।
ইদানীমহমেতস্যাং যাবৎ পরিগতাদৃশি। ৯১।
অভ্যাসেন বিনা তাবদ্ভিন্ধীদং দেবি কৌতুকং।
সর্গং ব্রাহ্মণদম্পত্যোস্তং মাং নয় মহেশ্বরি। ৯২।

দেব্যুবাচ।

অবেত্য চিদ্রূপময়ীং পরমাং পাবনীং দৃশং।
অবলম্ব্য মমাকারামবমুচ্য ভবামলা। ৯৩।
এবং স্থিতে তং পশ্যাব সহ সর্গমনাকুলং।
অয়ং তদ্দর্শনদ্বারে দেহস্তব মহার্দনঃ। ৯৪।

আমি সেই পিতার পুত্র, আমার এতবর্ষ পরমায়ু হইল, এই প্রীতিপ্রদ বন্ধু, বান্ধব ও রমণীয় গৃহাদি আমার, এইরূপ ভ্রান্তি, স্মৃতি মোহের পরই হইয়া থাকে। ৯০।

লীলা কহিলেন, হে দেবি! আপনি আমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিয়াছেন, যতকাল পর্য্যন্ত অভ্যাস সহযোগে আমার পরিণত দৃষ্টি না হয়। ৯১। ততকাল পর্য্যন্ত আমার কৌতুকাপনয়ন করুন, হে মহেশ্বরি! আপনার সেই দ্বিজদম্পতীর সংসার আমাকে দর্শন করাইয়া দিউন। ৯২।

দেবি কহিলেন, যদি তুমি (সেই সংসার পুনঃ প্রাপ্ত হইতে চাও), তবে পরম পবিত্রকারিণী চিৎ-স্বরূপ শুদ্ধ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া ("আমার এবং আমি" এই সংসার দৃষ্টি) পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মল হও। ৯৩।

এইরূপে অবস্থিতি করিলে আমি ও তুমি উভয়ে মিলিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে

জগন্তীমান্যমূর্ত্তানি মূর্ত্তিমন্তি মুধাগ্রহাৎ।
ভবদ্ভিরববুদ্ধানি হৈমানীবোর্ম্মিকা ধিয়া। ৯৫।
তত্ত্বাভ্যাসং বিনা বালে নাকারো ব্রহ্মতাং গতঃ।
স্থিতঃ সকলরূপাত্মা তেন তং নানুপশ্যসি। ৯৬।
তত্র রূঢ়িমুপায়াতা য ইমে ত্বন্মদাদয়ঃ।
অভ্যাসাদ্ব্রহ্মসংবিত্তেঃ পশ্যামস্তে হি তৎ পদং। ৯৭।
আতিবাহিক এবায়ং ত্বাদৃশৈশ্চিত্তদেহকঃ।
আধিভৌতিকয়া বুদ্ধ্যা গৃহীতশ্চিরভাবনাৎ। ৯৮।
শুদ্ধং সত্বানুপতিতং চেতঃ প্রতনুবাসনং।
আতিবাহিকতামেতি হিমং তাপাদিবোষ্ণতাং। ৯৯।

সংসার-সর্গ দর্শন করিতে পারিব, (জানিও), তোমার এই দেহ সেই সংসার-দর্শন দ্বারের প্রতিবন্ধক। ৯৪। অমূর্ত্তের প্রতিবিম্বস্বরূপ এই জগৎ ভ্রান্তি প্রযুক্ত মূর্ত্তিমান বলিয়া, (জীবের) বোধ হইয়া থাকে; যেরূপ স্বুবর্ণকে মুদ্রা বলিয়া বোধ হয়, তোমরাও জগৎকে ভ্রমবশতঃ সেইরূপ বুঝিয়াছ—অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় জগৎ অজ্ঞানী লোকের পক্ষে সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ৯৫। হে বালে! তত্বজ্ঞানের অভ্যাস ব্যতিরেকে তোমার শরীর ব্রহ্মস্বরূপ হইবে না। আত্মা নানা রূপে অবস্থান করেন বলিয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাও না।৯৬। এই যে "তুমি আমি প্রভৃতি" চিদাত্মাতে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা জ্ঞানাভ্যাস করিতে পারিলে, (তবে) ব্রহ্মপদ দর্শন করিতে পারিব।৯৭। আতিবাহিক নামক যে এই সূক্ষ্ম চিত্তদেহ, ইহা চিরকাল চিন্তার সাহায্যে আধিভৌতিক বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। ৯৮। যে প্রকার হিমজল, তাপ সংযোগে উষ্ণভাব ধারণ করে, সেই প্রকার স্থূল দেহস্থ চিত্ত-বাসনা ক্ষয় হইয়া শুদ্ধ সত্ব হইলে, (জীব) পুনর্ব্বার আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত

বাসনাতানবে তস্মাৎ কুরু যত্নমনিন্দিতে।
তস্মিন্ প্রৌঢ়িমুপাযাতে জীবন্মুক্তোভবিষ্যসি। ১০০।
যাবত্তে পূরিতস্ত্বেষ শীতলো বোধচন্দ্রমাঃ।
তাবদ্দেহমবস্থাপ্য সর্গান্তরমবেক্ষতাং। ১০১।

লীলোবাচ।

অত্রোপকুরুতে ব্রূহি কোঽভ্যাসঃ কীদৃশোঽথবা।
স কথং পোষমায়াতি পুষ্টে তস্মিংস্তু কিং ভবেৎ। ১০২।

দেব্যুবাচ।

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনং।
এতদেকপরত্বঞ্চ তদভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ। ১০৩।
উদিতৌদার্য্যসৌন্দর্য্যবৈরাগ্যরসগর্ব্বিণী।
আনন্দস্যন্দিনী যেষাং মতিস্তেঽভ্যাসিনঃ পরে। ১০৪।

হইয়া থাকে। ৯৯। অতএব, হে অনিন্দিতে! বাসনাক্ষয় বিষয়ে যত্নাবলম্বন কর; (জানিও), বাসনা ক্ষীণ হইলে জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে। ১০০। যাবৎ তোমার স্নিগ্ধ বোধচন্দ্র পূর্ণাবস্থ না হইবে, তাবৎ তোমার শরীর এই স্থানে রাখিয়া অন্য সংসার দর্শন কর। ১০১।

লীলা কহিলেন, এই বাসনাক্ষয়বিষয়ে কোন্ অভ্যাস উপকারক? এবং সেই অভ্যাসইবা কিরূপ? ও কি প্রকারে উহা পুষ্ট হইয়া থাকে, এবং পুষ্ট হইলেই বা কি ফল হয়? আমাকে জানাইয়া দিউন।১০২।

দেবী কহিলেন, ব্রহ্মচিন্তা, (আমি অদ্বৈত ব্রহ্ম এই প্রকার) বলা, উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, ব্রহ্মে স্থিতি, ব্রহ্মেতেই তৎপরতা, ইহাকেই পণ্ডিতেরা ব্রহ্মাভ্যাস বলিয়া থাকেন। ১০৩। এইরূপে যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, বৈরাগ্যরসাশ্রিত ও আনন্দরসস্রাবী (হইয়া

অত্যন্তাভ্যাসসম্পত্তিং জ্ঞাতু জ্ঞেয়স্য বস্তুনঃ।
যুক্ত্যা শাস্ত্রৈর্যতন্তে যে তে ব্রহ্মাভ্যাসিনঃ পরে। ১০৫।
দৃশ্যাসম্ভববোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে।
রতির্বিলোকিতা যাসৌ ব্রহ্মাভ্যাসঃ স উচ্যতে। ১০৬।
সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব তৎসদা।
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বিদুঃ পরে। ১০৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি সংকথনং কৃত্বা তস্যাং নিশি বরাঙ্গনে।
সমাধিস্থানকং গত্বা তস্থতুর্নিশ্চলাঙ্গিকে। ১০৮।
নির্ব্বিকল্পসমাধানাজ্জহতুঃ পূর্ব্বসম্বিদং।
তেনৈবজ্ঞানদেহেন চচার জ্ঞপ্তিদেবতা। ১০৯।

থাকে); তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মাভ্যাসপটু। ১০৪। যাঁহারা যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর একত্রীকরণ জন্য অভ্যাসপরায়ণ হন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মাভ্যাসী। ১১৫। দৃশ্য জগৎ মিথ্যা জানিয়া রাগদ্বেষাদি ক্ষীণ হইয়া যে ব্রহ্মদর্শিনী রতি অবলোকিত হয়,তাহাকেই ব্রহ্মাভ্যাস বলিয়া থাকে। ১০৬। সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন এই জগৎ মিথ্যা, (অতএব) এই জগৎ ও আমি ইত্যাদি কোন বস্তু নাই,এইরূপ জ্ঞানাভ্যাসেরই নাম অভ্যাস, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ১০৭।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে বরাঙ্গনে! সেই রাত্রিতে সরস্বতী ও রাজমহিষী এই প্রকার কথোপকথন করিয়া সমাধিস্থানে গমনপূর্ব্বক নিশ্চল শরীরে অবস্থান করিলেন। ১০৮। নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা পূর্ব্ব বিষয়ক জ্ঞান বিসর্জ্জন করিলেন, পরে জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী জ্ঞান দেহ দ্বারা সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১০৯। রাজমহিষী মনুষ্য শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক

মানুষী মানুষং দেহং ত্যক্ত্বা বভ্রাম সা চিতা।
দেহান্তরে চ প্রাদেশমাত্রমারুহ্য খং তদা। ১১০।
বভুবতুশ্চিদাকাশরূপিণ্যৌ ব্যোমগাকৃতী।
অথ তে ললনে লীলালোলে নলিনলোচনে। ১১১।
অভাবচ্চেত্যসম্বিত্তের্নভোদূরমিবাগতে।
দূরাদ্দূরমভিপ্লুত্য যান্ত্যৌ দদৃশতুর্নভঃ। ১১২।
একার্ণবমিবোচ্ছূনং গম্ভীরং নির্ম্মলান্তরং।
কোমলং কোমলমরুদাসঙ্গসুখভোগদং। ১১৩।
মনোবেগমহাসিদ্ধজিতবাতসমাগমং।
পর্য্যন্তস্থিতকুষ্মাণ্ডরক্ষঃপৈশাচমণ্ডলং। ১১৪।
নৃত্যদ্ভির্ডাকিনীসংঘৈস্তরঙ্গিতমিব ক্বচিৎ।
প্রনৃত্যৈর্যোগিনীসংঘৈঃ শ্বকাকোষ্ট্রখরাননৈঃ।

চিৎস্বরূপ হইয়া প্রাদেশপ্রমাণ দেহ ধারণপূর্ব্বক আকাশারোহণ করিতে লাগিলেন। ১১০। অনন্তর কমলনয়না লীলা ও সরস্বতী (উভয়েই) চিদাকাশরূপিণী হইয়া আকাশগত আকার ধারণ করিলেন। ১১১। তাঁহারা দৃশ্য বস্তুর জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত আকাশের দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া আকাশমাত্র দর্শন করিতে লাগিলেন। ১১২।

যে আকাশের গম্ভীরতা এবং নির্ম্মলান্তরভাগ একার্ণবের ন্যায়, যাহা কোমল মরুত-সংসর্গে সতত স্নিগ্ধভাবাপন্ন ওকোমল। ১১৩। (যাহার আশ্রয়ে) মনোবেগের ন্যায় মহাসিদ্ধগণ, বায়ু সংসর্গশূন্য হইয়াছে ; যে আকাশের পর্য্যন্ত দেশকুষ্মাণ্ড, রাক্ষস ও পিশাচমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। ১১৪। যেখানে ডাকিনীগণ নৃত্য করিতেছে, যে আকাশের কোন কোন স্থল কুকুর, কাক, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ তুল্য বদনবিশিষ্ট যোগিনীগণের নৃত্যদ্বারা তরঙ্গিতের ন্যায় বোধ হইতেছে,এবং

নীরন্ধ্রং যোজনশতং গত্বা গচ্ছদ্ভিরাবৃতং। ১১৫।
বাতস্কন্ধনিখাতান্তর্বহৎত্রিপথগাজলং।
ক্বচিন্নির্ভিত্তিসদনং গায়ন্নারদতুম্বুরু।
চিত্রন্যস্তসমাকারং মূলকল্পান্তবারিদং। ১১৬।
ক্বচিন্নিরন্তরোদ্বৃত্তমাতৃমণ্ডলমীলিতং।
অপি যোজনলক্ষাণি ক্বচিদ্দুষ্প্রাপভূতলং। ১১৭।
অবিনাশিতমঃপুঞ্জৈর্দৃশদ্গর্ত্তোপমং ক্বচিৎ।
অবিনাশিবৃহত্তেজঃ ক্বচিদর্কানলোজ্জ্বলং। ১১৮।
উডুম্বরোদরমশকক্রমভ্রমজ্জগত্ত্রয়ান্তরগতভূতসঞ্চয়ং।
বিলঙ্ঘ্য তদ্বরললনে খমুচ্চকৈর্মহীতলং পুনরপি গন্তুমুদ্যতে। ১১৯।

তাহাদের গমনাগমন দ্বারা শূন্যপ্রদেশ নিশ্ছিদ্রের ন্যায় উপলব্ধি হইতেছে। ১১৫ যে আকাশের স্থির বায়ু-মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে, যাহার কোনখানে ভিত্তিহীন গৃহ দেখা যাইতেছে, কোনখানে নারদের তুম্বুরু ধ্বনি (শ্রুতি গোচর হইতেছে) কোনস্থানের মূলদেশে কল্পান্তকালীন মেঘাবলী, চিত্রলিখিত আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ১১৬। কোনস্থানে মাতৃমণ্ডল একত্রে বিরাজ করিতেছে; তাঁহাদের সেইস্থান লক্ষযোজন উচ্চ, সেখান হইতে ভূতল দর্শন করা দুর্ঘট। ১১৭। অক্ষয় অন্ধকার সমূহ দ্বারা কোনখান পাষাণগর্ত্তের উপমা ধারণ করিয়াছে, কোনস্থান মহৎ তেজোরাশি দ্বারা অগ্নি, কিম্বা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। ১১৮। যেরূপ উডুম্বর উদর-মধ্যে মশক ভ্রমণ করে, তাহার ন্যায় যে আকাশ মধ্যে ত্রিজগতের প্রাণিসকল অবস্থান করিতেছে, সেই শূন্যদেশ, সরস্বতী ও রাজমহিষী উভয়ে অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার অবনীতে আসিতে উদ্যত হইলেন। ১১৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি তে বরবর্ণিন্যৌ ততো ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাৎ।
নির্গত্যান্যদনুপ্রাপ্তে যত্র তদ্ব্রাহ্মণাস্পদং। ১২০।
ততো দদৃশতুঃ সর্গে তত্র তে সিদ্ধযোষিতৌ।
অদৃশ্যে এব লোকস্য মণ্ডপং ব্রাহ্মণাস্পদং। ১২১।
চিন্তাবিধুরদাসীকং বাস্পক্লিন্নাঙ্গনামুখং।
বিধ্বস্তপূর্ব্বসংস্থানং বিদ্যুদ্দগ্ধমিবদ্রুমং। ১২২।
অথ সা নির্ম্মলজ্ঞানচিরাভ্যাসেন সুন্দরী।
সম্পন্না সত্যসংকল্পা সত্যকামা চ দেবতা। ১২৩।
চিন্তয়ামাস মামেতি দেবীং চেমাং সুরাসুরাঃ।
পশ্যন্তু তাবৎ সামান্যললনারূপধারিণীং। ১২৪।
ততো গৃহজনস্তত্র সংদদর্শাঙ্গনাদ্বয়ং।
লক্ষ্মীগৌর্য্যোর্যুগমিব সমুদ্ভাসিতমন্দিরং। ১২৫।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, সেই দুইটী স্ত্রীলোক এইপ্রকারে ব্রহ্মমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ দেবের অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন। ১২০। (সেই দুইটী) সিদ্ধ নারী, লোকের অদৃশ্য হইয়া সেই সংসারে বশিষ্ঠের অন্তঃ পুরমণ্ডপ দর্শন করিতে লাগিলেন। ১২১। (তাঁহারা দেখিলেন, সেখানে) দাসদাসীগণ বিদ্যুদ্দগ্ধ দ্রুমের ন্যায় শোভাহীন, চিন্তাপরায়ণ, এবং বাষ্পভারে আক্রান্ত; তাহাদের পূর্ব্বসংস্থান (বেশভূষাদি) কিছুই নাই। ১২২।

অনন্তর বহুকাল নির্ম্মল জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা রাজমহিষী সংকল্প সিদ্ধ, ও দেবী সরস্বতী, সত্যকাম হইলেন। ১২৩। তাঁহারা (উভয়ে) এই চিন্তা করিলেন সুরাসুর সকল লোক আমাদিগকে সামান্যস্ত্রীরূপধারিনী দেখিতে থাকুক।১২৪। অনন্তর লক্ষ্মী ও গৌরী এই যুগল মূর্ত্তি দ্বারা গৃহের যেরূপ শোভা হয়, গৃহ স্থিত লোকেরা গৃহপ্রকাশক সেই স্ত্রী দুইটিকে সেইরূপ দেখিলেন। ১২৫।

নমোনমোঽস্তু দেবীভ্যামিত্যুক্ত্বা কুসুমাঞ্জলিং।
তত্যাজ জ্যেষ্ঠশর্ম্মাথ সার্দ্ধং গৃহজনেন সঃ। ১২৬।

সুশর্ম্মোবাচ।

দেব্যৌ বভূবতাং স্নিগ্ধাবিহ ব্রাহ্মণদম্পতী।
সর্ব্বাতিথীকুলকরৌ স্তম্বভূতৌ দ্বিজস্থিতেঃ। ১২৭।
তাবেতৌ গৃহমুৎসৃজ্য সপুত্রপশুবান্ধবং।
স্বর্গং গতৌ নঃ পিতরৌ তেন শূন্যং জগত্রয়ং। ১২৮।
তদ্দেব্যৌ ক্রিয়তাং তাবদস্মাকং শোকনাশনং।
মহতাং দর্শনং নাম ন কদাচন নিষ্ফলং। ১২৯।
ইত্যুক্তবন্তং সা পুত্রং মূর্দ্ধ্নি পস্পার্শ পাণিনা।
তস্যাঃ স্পর্শেন তেনাসৌ দুঃখদৌর্ভাগ্যসঙ্কটং। ১৩০।
জহৌ প্রাবৃড্‌ঘনাসঙ্গাদ্‌ গ্রীষ্মতাপমিবাচলঃ। ১৩১।

হে দেবি, তোমাদিগকে নমস্কার এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠপুত্র সুশর্ম্মা, গৃহজন সমভিব্যাহারে (তাঁহাদের দুইজনের উদ্দেশে) কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ১২৬।

সুশর্ম্মা কহিলেন, দেবিগণ! এইখানে সকলের অতিথির ন্যায়, কুল-বৃদ্ধিকারক ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাস্বরূপ ব্রাহ্মণদম্পতী আমার পিতামাতা ছিলেন।১২৭ তাঁহারা পুত্র, বন্ধু, বান্ধব এবং (গ্রাম্য) পশু প্রভৃতি-পরিপূর্ণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন, আমি সেইকারণে ত্রিসংসার শূন্য দেখিতেছি। ১২৮।

অতএব হে দেবিগণ! আমাদের শোকাপনোদন করুন (আমরা জানি যে) মহদ্ব্যক্তিদিগের দর্শনলাভ কখন নিষ্ফল হয় না। ১২৯। পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া, রাজমহিষী হস্ত দ্বারা তাহার শিরঃস্পর্শ করিলেন। স্পর্শমাত্রে পুত্র আপনার দুঃখ, দুর্ভাগ্য, এবং সঙ্কট। ১৩০। প্রাবৃট্‌কালে পর্ব্বত যেরূপ মেঘসঙ্গ দ্বারা (স্বকীয়) গ্রীষ্মতাপ দূর করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মনঃক্ষোভ

যথান্যোপি জনস্তত্র জহৌ শোকং নিরন্তরং।
ম্মিন্ গিরিতটে গ্রামে তস্মিন্ মণ্ডপকোটরে। ১৩২।

সরস্বত্যুবাচ।

অন্তর্দ্ধিমীয়তুস্তত্র ততস্তে সিদ্ধযোষিতৌ। ১৩৩।
জ্ঞয়ং জ্ঞাতং বিশেষেণ দৃষ্টা দৃষ্টান্তসম্বিদঃ।
ঈদৃশীয়ং ব্রহ্মসত্তা কিমন্যদ্বদ পৃচ্ছসি। ১৩৪।

লীলোবাচ।

মৃতস্য ভর্তুর্জীবোঽসৌ যত্র রাজ্যং করোতি মে।
তত্রাহং কিং ন তৈর্দৃষ্টা দৃষ্টাস্মীতি সুতেন কিং। ১৩৫।

সরস্বত্যুবাচ।

অভ্যাসেন বিনা বৎসে তদা তে দ্বৈতনিশ্চয়ঃ।
নূনমস্তং গতো নাভুৎ নিঃশেষং বরবর্ণিনি। ১৩৬।

স্তব করিলেন। ১৩১। অনন্তর সেই গিরিতট, গ্রাম এবং মণ্ডপকোটরবাসী সকল ব্যক্তি, সিদ্ধ সেই দুইটী স্ত্রীলোক দর্শন করিয়া আপনাদিগের (দীর্ঘকালীন) শোক বিস্মৃত হইয়া গেল।১৩২। পরে সেই সিদ্ধ নারীদ্বয় তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন। ১৩৩। সরস্বতী কহিলেন, (হে লীলে!) তুমি বিশেষ করিয়া জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞাত হইয়াছ, দৃষ্টান্ত-অর্থাৎ সংসারভ্রমের স্বরূপত্ব দর্শন করিয়াছ, ব্রহ্মসত্তা এই প্রকার তাহাও জানিয়াছ ; অতএব, অন্য কি জানিতে চাও, বল। ১৩৪।

লীলা কহিলেন, (হে দেবি!) আমার মৃত স্বামী যেখানে রাজত্ব করিতেছেন, আমি সেখানে যাইলাম, কিন্তু কেহ আমাকে দেখিতে পায় নাই, জিজ্ঞাসা করি, এখানে আমার পুত্র আমাকে কিরূপে দেখিতে পাইল?।১৩৫।

সরস্বতী কহিলেন, হে বরবর্ণিনি বৎসে! যে কালে তুমি (স্বামির

লীলাস্মীতি বিনাভ্যাসং তব নাস্তং গতোঽভবৎ।
যদা ভাবস্তদা সত্যসংকল্পত্বমভূন্ন তে। ১৩৭।
যদাসি সত্যসংকল্পা সম্পন্না তেন মাং সুতঃ।
সংপশ্যত্বিত্যভিমতং ফলিতং তব সুন্দরি। ১৩৮।
ইদানীং তস্য ভর্ত্তুস্ত্বং সমীপং যদি গচ্ছসি।
তত্তেন ব্যবহারস্তে পূর্ব্ববৎ সংপ্রবর্ত্ততে। ১৩৯।

লীলোবাচ।

অহো হন্ত জগন্মাতর্ম্ময়া স্মৃতমিহাধুনা।
মমেদং রাজসং জন্ম ন তমো নচ সাত্বিকং। ১৪০।
ব্রহ্মণস্ত্ববতীর্ণায়া অষ্টৌ জন্ম শতানি মে।
নানাযোনীন্যতীতানি পশ্যামীবাধুনা পুরঃ। ১৪১।

নিকটে গিয়াছিলে) সে সময় তোমার দ্বৈতনিশ্চয় অভ্যাস ব্যতিরেকে নিশ্চয়ই নিঃশেষে অস্ত হয় নাই, অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তুর নিশ্চিত নাশ না হওয়াতে তোমার সংকল্প সিদ্ধি হয় নাই। ১৩৬। (সেই কালে) "আমি লীলা" তোমার এই রূপ জ্ঞান ছিল, অভ্যাস ব্যতিরেকে তাহা নষ্ট হয় নাই, সুতরাং তোমার যেরূপ ভাব, সঙ্কল্পও তদনুরূপ হইয়াছিল;—অর্থাৎ সত্য সংকল্প হয় নাই।১৩৭। যে সময়ে (জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা) জ্ঞান সিদ্ধ ও সত্য সংকল্প হইয়া "পুত্র আমাকে দর্শন করুক, তুমি এপ্রকার কামনা করিয়াছিলে" হে সুন্দরি! সেই সময়ে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। ১৩৮। তুমি এখন যদি সেই স্বামির নিকটে গমন কর, তাহা হইলে তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার ঘটিতে পারে।১৩৯। লীলা কহিলেন, হে জগজ্জননি! এক্ষণে আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল স্মৃতিপথে উদিত হইল, আমার এই জন্ম রজোগুণের অধীন, তম কিম্বা সত্বের অনুগত নহে। ১৪০। আমি ব্রহ্মার কল্পে অবতীর্ণ হইয়াছি, নানা যোনিতে

সংসারমণ্ডলে দেবি কস্মিংশ্চিদভবং পুরা।
লোকান্তরাজভ্রমরী বিদ্যাধরবরাঙ্গনা। ১৪২।
দুর্ব্বাসনাকলুষিতা ততোঽহং মানুষী স্থিতা।
সংসারমণ্ডলে হ্যস্মিন্ কলিঙ্গেশ্বরকামিনী। ১৪৩।
করঞ্জকুঞ্জজম্বীরকদম্ববনবাসিনী।
পত্রাম্বরবতী শ্যামা শবর্য্যহমথাভবং। ১৪৪।
বিহঙ্গ্যা বৈরিবিন্যস্তা বাগুরা বিপিনাবনৌ।
ক্লেশেন মহতা ছিন্না অদ্যেমা বাসনা ইব। ১৪৫।
কর্ণিকা ক্রোড়শয্যাসু বিশ্রান্তমলিনা সহ।
পদ্মকুট্মলকোশেষু ভুক্তকিঞ্জল্কয়া রহঃ। ১৪৬।
অস্ত্রীত্বফলদাতৃণাং কর্ম্মণাং পরিপাকতঃ।

আমার অষ্টশত জন্ম গত হইয়াছে; আমি সেই সকল একণে সাক্ষাৎকারের ন্যায় দেখিতে পাইতেছি।১৪১। হে দেবি! পূর্ব্বে এই সংসার-মণ্ডলে কোনও দেশে লোকস্বরূপ পদ্মের ভ্রমরী তুল্য আমি কোন বিদ্যাধরাঙ্গনা ছিলাম।১৪২। অনন্তর কুমতি প্রযুক্ত কুৎসিত কার্য্যে রত হওয়াতে মানুষ দেহ ধারণ করিয়া মর্ত্ত মণ্ডলে অবতীর্ণ, এবং (সময়ে) কলিঙ্গ নৃপতির প্রণয়িনী হই। ১৪৩।

পরে করঞ্জকুঞ্জ, জম্বীর এবং কদম্ব-বন-বিহারিণী এবং পত্রাম্বর-ধারিণী হইয়া শ্যামবর্ণ চণ্ডাল স্ত্রীর দেহ ধারণ করি। ১৪৪। যেরূপ এজন্মে বাসনা ছেদ করিয়া সংসার মুক্ত হইয়াছি, সেইরূপ জন্মান্তরে পক্ষীদেহ ধারণ করিয়া, বনমধ্যে বিস্তৃত ব্যাধ-বাগুরায় নিপতিত হইয়া, অতি কষ্টে তাহা ছেদন করিয়াছিলাম। ১৪৫। তৎপরে (ভ্রমরী হইয়া) ভ্রমরের সহিত পদ্মকলিকা মধ্যে কর্ণিকাশয্যাতে অবস্থিতি করিয়া পদ্মকিঞ্জল্ক ভোজন কিরয়াছি। ১৪৬। অনন্তর পুরুষত্বফলবিধায়ক কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান

রাজাহমভবং শ্রীমান্ সুরাষ্ট্রেষু সমাঃ সতং। ১৪৭।
শাদ্বলীদলদোলায়ামান্দোলনদরিদ্রতাং।
মশকস্থ সমালোক্য ভীনং মশকয়া সহ। ১৪৮।
যোনিম্বনেকবিধতুঃখশতান্বিতাস্থ
ভ্রান্তং ময়া বহুবিমর্দ্দসমাকুলাস্থ।
সংসারদীর্ঘসরিতশ্চলয়া লহর্য্যা
তুর্ব্বারবাতহরিণাশরণক্রমেণ। ১৪৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমাকথয়ন্ত্যৌ তে ললনে ললিতাকৃতী।
উৎপেততু র্নভো দূরং যোগসংক্রমণক্রমৈঃ। ১৫০।
বিনির্গত্য তদা সর্গাদাপ্য সর্গং দ্বিতীয়কং।
অন্তঃপুরং দদৃশতুর্খর্গিতীব বিনির্গতে।
স্থিতং পুষ্পভরাপূর্ণং মহারাজমহাশবং। ১৫১।

করিয়া আমি পুরুষ দেহ লাভ করি, এবং রাজা হইয়া একশত বৎসর পর্য্যং সুরাষ্ট্র দেশ শাসন করি। ১৪৭। ইহার পর দোলাতে দোলন কামন করিয়া আমি মশকরূপে, পত্নী মশকার সহিত বৃক্ষপত্রস্বরূপ দোলাতে দোল- করিয়াছিলাম। ১৪৮। আমি নানাবিধ উৎপাতপরিপূর্ণ এবং বহুবিধ দুঃখময় যোনিতে সংসাররূপ দীর্ঘ নদীর চঞ্চল তরঙ্গ দ্বারা অসহ্য বায়ুর অভিমুখী হরিণী যেমন ভ্রমণ করে, তাহার ন্যায় (ক্লিষ্ট হইয়া) ভ্রমণ করিয়াছি। ১৪৯।

বশিষ্ঠ কহিলেন, ললিতাকৃতি সেই দুইটী রমণী এই প্রকার কথোপকথ- করিতে করিতে যোগগতি দ্বারা ক্রমশঃ আকাশের দূরতর প্রদেশে গমন করি লেন। ১৫০। তাঁহারা দুই জনে বশিষ্ঠের সংসারসর্গ হইতে বেদমন্ত্রেরন্যায় নির্গ হইয়া, দ্বিতীয় ভর্ত্তা রাজাসংসারে নিজান্তঃপুরে (আগমন করিয়া) পুষ্পসমাকী

ততঃ পুনর্বিনির্গত্য যোগস্থা দিব্যযোগিনী।
বিবেশ ভর্তৃসংসারং লীলা জ্ঞপ্তিসমন্বিতা। ১৫২।
এতস্মিন্নন্তরে তস্মিন্মণ্ডলে মণ্ডিতাবনৌ।
চক্রেঽবস্কন্দনং কশ্চিৎ সামন্তোদ্রিক্তভূমিপঃ। ১৫৩।
তস্মিংশ্চিদ্বিততারণ্যে দ্বিতীয়াকাশভীষণে।
সেনাদ্বিতীয়মদ্রাক্ষীৎ তথাব্ধিদ্বিতয়োপমং। ১৫৪।
মহারম্ভঘনং মত্তং স্থিতং রাজদ্বয়ান্বিতং।
যুদ্ধসজ্জং সমুন্নদ্ধমিদ্ধমগ্নিমিবাহুতং। ১৫৫।
লীলা চ জ্ঞপ্তিদেবী চ সংদদর্শ নভঃস্থিতা। ১৫৬।
অথ প্রবৃত্তঃ প্রসভং প্রলয়ার্ণবরংহসা।
সেনয়োঃ শস্ত্রসংঘাতঃ কিরন্ননলবিদ্যুতঃ। ১৫৭।

(স্বামি) নৃপতির মৃত শরীর সন্দর্শন করিলেন।১৫১। তদনন্তর যোগপরায়ণা দিব্যযোগিনী লীলা, দেবী সরস্বতীর সহিত (অন্তঃপুর হইতে) বিনির্গত হইয়া ভর্তার (জীবনের) সংসারাভ্যান্তরে প্রবেশ করিলেন। ১৫২। ইতিমধ্যে কোন রাজা সামন্ত নৃপতি দ্বারা উদ্বেজিত হইয়া, সেই থানে সেনানিবেশ করিলেন।১৫৩। (তৎকালে প্রথমোক্ত রাজা) দ্বিতীয় আকাশের ন্যায় ভয়ঙ্কর সেই বিস্তৃত অরণ্য-মধ্যে অপর গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় সেনাসমভিব্যাহারী অপর এক রাজাকে (আগমন করিতে) দেখিলেন। ১৫৪। উভয় পক্ষীয় সৈন্য মহাড়ম্বরযুক্ত মেঘের ন্যায়; (উভয়েই) যুদ্ধের জন্য মত্ত, সসজ্জ ও বর্ম্মাবৃত; আহুত অগ্নির ন্যায় উভয় পক্ষই প্রবল। ১৫৪। লীলা এবং সরস্বতী অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া, (এই ব্যাপার) দেখিতে লাগিলেন। ১৫৬। অনন্তর প্রলয় কালীন সমুদ্রের ন্যায় উভয় সেনার অস্ত্র-সংঘাত আরম্ভ হইল, (ক্রমে) তাহা হইতে অগ্নি ও বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রকাশ পাইতে থাকিল। ১৫৭।

পতৎসমদমাতঙ্গকম্পিতোর্ব্বীস্থলজ্জনঃ।
যন্ত্রপাষাণচক্রৌঘদূরবিদ্রুত খেচরঃ। ১৫৮।
দূরোড্ডীন কচৎখড়্গাখণ্ডতারকিতাম্বরঃ।
বজ্রমুষ্টিবিনিষ্পেষপিষ্টসদ্ভটকণ্টকঃ। ১৫৯।
নারাচবর্ষবরবারিদবারিপূর
মত্তাভ্রসংভ্রমবিনৃত্য কবন্ধবর্হং।
কল্পান্তকাল ইব বেশবিবর্ত্তমান
মাতঙ্গশৈলবলিতোরণবিভ্রমোহভুৎ। ১৬০।
এবমভ্যাকুলে যুদ্ধে সাস্ফোটভটসঙ্কটে।
অষ্টভাগদশাশেষপ্রতাপমধুরাকৃতিঃ।
শস্ত্রাঘাতহতোবীর ইবার্কস্তনুতাং যযৌ। ১৬১।

তাহাদিগের অস্ত্রাঘাতে মত্ত হস্তী সকল কম্পিত হইয়া ভূতলে পতিত এবং লোক সকল কম্পিত হইয়া উঠিল। যন্ত্র ও পাষাণ-চক্র-সমূহের (নিক্ষেপণ) দ্বারা আকাশচর পক্ষী পর্য্যন্ত দূর হইতে পলাইতে লাগিল। ১৫৮। (উভয় পক্ষের প্রক্ষিপ্ত) খড়্গসমূহ দূরে ছিন্ন হইয়া তারাখণ্ডবিশিষ্ট আকাশের শোভা ধারণ করিল; বজ্রমুষ্টি প্রহারে মহাযোদ্ধা সকল (ক্রমশঃ) চূর্ণীকৃত হইতে লাগিল।১৫৯। (রণক্ষেত্রে) বর্ষাধারার ন্যায়, নিয়ত নারাচ বর্ষণ বিদ্ধ কবন্ধরূপী ময়ূরগণ,মেঘ জ্ঞানে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল; পর্ব্বতের ন্যায় বিলক্ষণ বলশালী হস্তী সকল ইতস্তত গমন করিয়া কল্পান্ত কালের ন্যায় রণভ্রম উপস্থিত করিল। ১৬০। এইরূপে (উভয় পক্ষীয় সেনাদিগের) বাহু শব্দ দ্বারা ভীষণ সংগ্রামস্থলে, সূর্য্যদেব যেরূপ দিবসের শেষভাগে ক্ষীণ প্রতাপ হইয়া রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহার ন্যায় শস্ত্রাঘাত দ্বারা হতবীরদিগের রম্য মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১৬১।

অথ সেনাধিনাথাভ্যাং বিচার্য্য সহ মন্ত্রিভিঃ।
দূতাঃ পরস্পরং দত্তা যুদ্ধং সংক্রিয়তামিতি। ১৬২।
ততোদুন্দুভয়োনেদুঃ প্রতিধ্বানিতদিঙ্মুখাঃ।
বিনির্গন্তুংপ্রববৃতে রণারণ্যাদ্দলদ্বয়ং। ১৬৩।
অথ বীরাহবারক্তঃ কালেনাস্তমিতো রবিঃ।
ততোধ্বান্তৌঘনাসীরে নিশীথে সমুপস্থিতে। ১৬৪।
লীলাপতিরুদারাত্মা কিঞ্চিৎ খিন্নমনা ইব।
প্রাতঃকার্য্যং বিচার্য্যাশু মন্ত্রিভির্ম্মন্ত্রকোবিদৈঃ।
নিদ্রাং মুহূর্ত্তমারেভে গৃহে শশিকলামলে। ১৬৫।
ততস্তে দিব্যযোগিন্যৌ রাজ্ঞোবিবিশতুর্গৃহং।
কোমলামলসৌগন্ধিমৃদুমন্দারমারুতং।
তৎপ্রভাবেণ নিদ্রাণনৃপতেরবরাঙ্গনং। ১৬৬।

অনন্তর উভয় পক্ষীয় সেনানায়ক, আপনাপন মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধ নিবারণ করিবার উদ্দেশে দূত প্রেরণ করিলেন। ১৬২। তদনন্তর উভয় পক্ষে দুন্দুভিধ্বনি হইল এবং তদ্দারা দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। (তখন) রণভূমি হইতে সৈন্যগণ বহির্গমনে প্রবৃত্ত হইল। ১৬৩। তদনন্তর বীরদিগের রক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ রবি, যেই অস্ত অস্তগত হইলেন, অমনি তমিস্র-মিশ্রিত রাত্রি উপস্থিত হইল। ১৬৪। লীলাপতি, উদারাত্ম হইলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে খিদ্যমানের ন্যায় হইয়া মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত প্রাতঃকর্ত্তব্য যুদ্ধাদি বিষয়ের মন্ত্রণা করিয়া, চন্দ্রকলার ন্যায় নির্ম্মল গৃহে মুহূর্ত্ত কালের জন্য নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেন। ১৬৫। তদনন্তর দিব্যযোগিনী সেই দুই রমণী, কোমল, নির্ম্মল ও মৃদুমন্দ অথচ সুগন্ধবায়ুবিশিষ্ট সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, সুগন্ধি বায়ু-প্রভাবে রমণীগণ সকলেই নিদ্রিত, কেবল রাজা জাগরিত আছেন। ১৬৬।

তয়োর্দ্দেহপ্রভাপূরৈঃ শশিনিস্যন্দশীতলৈঃ।
আহ্লাদিতোঽসৌ বুবুধে রাজোক্ষিত ইবামৃতৈঃ। ১৬৭।
আসনদ্বয়বিশ্রান্তং স দদর্শাঙ্গনাদ্বয়ং।। ১৬৮।
স ভূপালোঽথ সংচিন্ত্য সুবিস্মিতমনাঃ ক্ষণাৎ।
উত্তস্থৌ শয়নাচ্ছেষাদিব চক্রগদাধরঃ। ১৬৯।
পুষ্পাহার ইবোৎফুল্লং জগ্রাহ কুসুমাঞ্জলিং।
ভূমৌ নিরাসনে শুভ্রে বদ্ধপদ্মাসনো নৃপঃ। ১৭০।
জয়তাং জনদৌঃস্থিত্যদাহদোষশশিপ্রভে।
দেব্যৌ বাহ্যান্তরতমো বিদ্রাবণরবিপ্রভে। ১৭১।
তয়োরুক্ত্বেতি তত্যাজ পাদয়োঃ কুসুমাঞ্জলিং। ১৭২।

(লোকে) অমৃতাভিষেক দ্বারা যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, সেইরূপ তদুভয়ের চন্দ্রকিরণতুল্য শীতল প্রভাসমূহ দ্বারা রাজা আহ্লাদিত হইয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। ১৬৭। তিনি আসনদ্বয়ে উপবিষ্ট দুইটী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলেন। ১৬৮। সেই রাজা (দর্শনমাত্রে কিছুকাল) চিন্তা করিয়া, বিস্মিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অনন্ত শয্যা হইতে যেরূপ গদাধর গাত্রোত্থান করেন, তাহার ন্যায় শয্যা হইতে উঠিলেন। ১৬৯। তিনি ভূমিতে নিরাসনে শুভ্র পদ্মাসনোপবিষ্ট হইয়া পুষ্পাহরণকর্ত্তার ন্যায়, প্রফুল্ল কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করিলেন। ১৭০।

(বলিতে লাগিলেন,) হে দেবিদ্বয়! লোকের দুঃখস্থিতি জন্য যে দাহ-দোষ (দেখিতে পাওয়া যায়) তাহার শান্তি-পক্ষে তোমরা চন্দ্রপ্রভাতুল্য; বাহিরে এবং অভ্যন্তরে যে অজ্ঞানান্ধকার থাকে, তাহার বিনাশ পক্ষে তোমরা সূর্য্য-কিরণ সদৃশ, অতএব তোমরা জয় যুক্ত হও। ১৭১। এই কথা বলিয়া, তাঁহাদিগের পাদপ্রান্তে কুসুমাঞ্জলি বর্ষণ করিলেন। ১৭২।

লীলায়ৈ ভূপজন্মাথ বক্তুং মন্ত্রিণমীশ্বরী।
বোধয়ামাস সুপ্তিস্থং সংকল্পেন সরস্বতী। ১৭৩।
যোগিন্যৌ সতু তে দৃষ্ট্বা প্রণম্য কুসুমাঞ্জলিং।
তয়োঃ পাদেষু সংত্যজ্য বিবেশ পুরতোনতঃ। ১৭৪।
উবাচ দেবী হে রাজন্ কথং কস্য সুতঃ কদা।
ইহ জাত ইতি শ্রুত্বা স মন্ত্রী বাক্যমব্রবীৎ। ১৭৫।
দেব্যৌ যুষ্মৎপ্রসাদোঽয়ং ভবত্যোরপি যৎ পুরঃ।
বক্তুং শক্তোঽস্মি তদিদং শ্রূয়তাং জন্ম মৎপ্রভোঃ। ১৭৬।
আসীদিক্ষ্বাকুবংশোত্থো রাজা রাজীবলোচনঃ।
শ্রীমান্ দশরথো নাম দোশ্ছায়াচ্ছাদিতাবনিঃ। ১৭৭।
তস্যাভূদিন্দুবদনঃ পুত্রোভদ্ররথাভিধঃ।
তস্য বিশ্বরথঃ পুত্রস্তস্য পুত্রো মনোরথঃ। ১৭৮।

অনন্তর ঈশ্বরী সরস্বতী, লীলাকে রাজার জন্মকথা কহিবার জন্য সংকল্প দ্বারা নিদ্রিত মন্ত্রীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। ১৭৩। মন্ত্রী (নিকটে) সেই দুই যোগিনীকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক অবনতমস্তকে নিকটে উপবেশন করিলেন। ১৭৪।

দেবী সরস্বতী কহিলেন,—হে রাজন্! তুমি কাহার পুত্র,এবং কোন্ সময়ে কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ?; (তাঁহার) এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী উত্তর দিতে লাগিলেন।১৭৫। হে দেবিদ্বয়! আপনাদিগের সাক্ষাতে (জিজ্ঞাসিত হইয়া) আমি যে উত্তর দিতে সমর্থ হইতেছি, ইহা আপনাদের প্রসন্নতা (বলিতে হইবে); যাহা হউক, আমার প্রভুর জন্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।১৭৬।

ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে রাজীবলোচন দিব্যদর্শন এক রাজা ছিলেন, (পৃথিবী তাঁহার) বাহুচ্ছায়াতে আচ্ছাদিত ছিল। ১৭৭। তাঁহার ভদ্ররথ নামে চন্দ্রবদন এক পুত্র ছিল, তাঁহার পুত্র বিশ্বরথ; ইহা হইতে মনোরথ

অয়মস্মৎপ্রভুস্তস্য পুত্রঃ পূর্ণেঽমলাকৃতিঃ।
মহদ্ভিঃ পুণ্যসম্ভারৈ র্বিদূরথ ইতি শ্রুতঃ। ১৭৯।
জাতোমাতুঃ সুমিত্রায়া গৌর্য্যা ইব গুহোঽপরঃ। ১৮০।
পিতাস্য দশবর্ষস্য দত্ত্বা রাজ্যং বনং গতঃ।
পালয়ামাস ভূপীঠং ততঃ প্রভৃতি ধর্ম্মতঃ। ১৮১।
ইত্যুক্ত্বা সং স্থিতে তূষ্ণীং মন্ত্রিণ্যথ নৃপে তথা।
কৃতাঞ্জলৌ নতমুখে বদ্ধপদ্মাসনস্থিতে। ১৮২।

সরস্বত্যুবাচ।

রাজন্ স্মর বিবেকেন পূর্ব্বজাতিমিতি স্বয়ং।
বদন্তী মূর্দ্ধ্নি পস্পর্শ তং করেণ সরস্বতী। ১৮৩।
অথ হার্দ্দং তমোমায়াপদস্য ক্ষয়মাযযৌ।
সস্মার পূর্ব্ববৃত্তান্তমন্তঃস্ফুরদিব স্থিতং।

জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭৮। পূর্ণচন্দ্রাকৃতি আমাদিগের প্রভু তাঁহারই বংশধর; (ইনি) আপনার অতিশয় পুণ্যপ্রভাবে বিদূরথ নামে পরিচিত। ১৭৯। গৌরী-নন্দন দ্বিতীয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় ইনি সুমিত্রাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮০। ইহাঁর পিতা, দশবর্ষ বয়স সময়ে ইহাঁর হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া বনগমন করেন; ইনি তদবধি ধর্ম্মানুসারে ভূমণ্ডল শাসন করিতেছেন। ১৮১। এই কথা বলিয়া, রাজমন্ত্রী ও রাজা দুইজনে কৃতাঞ্জলি হইয়া নতমুখে বদ্ধ পদ্মাসনে মৌনভাবাবলম্বন করিলেন। ১৮২।

সরস্বতী কহিলেন, হে রাজন্! তুমি বিবেকবলে আপনি আপনার পূর্ব্বজাতি-তত্ত্ব স্মরণ কর, এই কথা বলিয়া (দেবী) নিজ হস্ত দ্বারা তাঁহার শিরঃস্পর্শ করিলেন। ১৮৩। অনন্তর (দেবীর করস্পর্শে) রাজার হৃদয়স্থিত অন্ধকার-স্বরূপ হৃৎপদ্মের মায়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইল; পূর্ব্ববৃত্তান্ত অন্তরে প্রকাশিত হইলে, (তাঁহার সমুদায়) স্মরণ হইল; তিনি অন্যদেহে রাজ্যলাভ ও লীলার সহিত

অন্যদৈহিকরাজত্বং লীলাবিলসিতান্বিতং। ১৮৪।
উবাচাত্মনি সংসারো বত মায়েয়মাগতা।
পরিজ্ঞাতা প্রভাবেণ দেব্যোরিহ ময়াধুনা। ১৮৫।
হে দেব্যৌ কিমিদং নাম দিনমেকমৃতস্য মে।
গতমদ্যেহ যাতানি মম বর্ষাণি সপ্ততিঃ। ১৮৬।
স্মরাম্যনেককার্য্যাণি মিত্রবন্ধুপরিচ্ছদান্। ১৮৭।

সরস্বত্যুবাচ।

রাজন্ স্মৃতিমহামোহমূর্চ্ছায়াঃ সমনন্তরং।
তস্মিন্ লোকে তবাতীতে তস্মিন্নেব মুহূর্ত্তকে।
তস্মিন্নেব গৃহে জাতঃ সর্গোহয়ং স্ফারবিভ্রমঃ। ১৮৮।
তদেব চেতসি তব নির্ম্মলাকাশনির্ম্মলে।
প্রতিজ্ঞাতমিদং জাতং ব্যবহারভ্রমাততং।
বয়সঃ সমতীতানি সমং বর্ষাণি সপ্ততিঃ। ১৮৯।

(বিহার স্মরণ করিতে লাগিলেন। ১৮৪। (তিনি আপনি) বলিতে লাগিলেন সংসারের কি চমৎকার মায়া! (যাহা হউক,) দেবীদিগের প্রভাবে আমি এক্ষণে আত্মমায়া অবগত হইলাম।১৮৫। তখন তিনি (দেবীদিগকে বলিলেন) ইহা কি আশ্চর্য্য! আমার একদিন মাত্র মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু (দেখিতেছি) সপ্ততিবর্ষ গত হইল। ১৮৬। (আমি এক্ষণে) অনেক বন্ধুবান্ধব ও নানাবিধ কৃতকর্ম্ম সকল স্মরণ করিতেছি। ১৮৭।

সরস্বতী কহিলেন; হে রাজন্! (সংসাররূপ) মহামোহ ও মূর্চ্ছা। (এই দুইই তোমার পক্ষে তুল্য;) কারণ, তোমার অতীত সেই কালে, সেই মুহূর্ত্তে, সেই গৃহে, ভ্রমময় এই সংসার বোধ হইতেছে; বাস্তবিক, রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ইহা মিথ্যা মাত্র।১৮৮। নির্ম্মল আকাশের ন্যায় পরিষ্কৃত চিত্তে যে ব্যবহাররূপ ভ্রমবিস্তার প্রকাশমান আছে, তুমি ইহা অদ্য জানিতে পারিলে; (কিন্তু পূর্ব্বে

যথা সুপ্তিমুহূর্ত্তে তে সংবৎসরশতভ্রমঃ।
তব মায়াবিলাসোত্থস্তথায়ং জাগ্রতি ভ্রমঃ। ১৯০।
বস্তুতস্তু ন জাতোঽসি ন মৃতোঽসি কদাচন।
শুদ্ধবিজ্ঞানরূপস্ত্বং শান্ত আত্মনি তিষ্ঠসি। ১৯১।
পশ্যসীবৈতদখিলং নচ পশ্যসি কঞ্চন।
সর্ব্বাত্মকতয়া নিত্যং প্রভবস্যাত্মনাত্মনি। ১৯২।
যত্ত্বশুদ্ধমতি মূঢ়ো রূঢ়ো ন বিততে পদে।
বজ্রসার মিদং তস্য জগদস্ত্যসদেব সৎ। ১৯৩।
যথা বালস্য বেতালস্থিতিপর্য্যন্তদুঃখদঃ।
অসদেব সদাকারং তথা মূঢ়মতে র্জগৎ। ১৯৪।

এক মুহূর্ত্ত তোমার সপ্ততি বর্ষ গত (বলিয়া বোধ) হইয়াছে। ১৮৯। যে রূপ নিদ্রাবস্থায় মুহূর্ত্তকালকে শতবর্ষ বলিয়া তোমার ভ্রম হয়। ১৯০। সেইরূপ জাগ্রদবস্থাতেই মায়াবিলাসসম্ভূত জগদ্ভ্রম হইয়া থাকে। ১৯১। বাস্তবিক, তুমি জন্মগ্রহণ কর না, এবং কখন মৃত্যুমুখে পতিত হও না, কেবল শুদ্ধ বিজ্ঞান রূপে শান্তভাবে আত্মাতে অবস্থিত কর; এই যে (দৃশ্য) নিখিল সংসার দেখিতেছ, (যদিও তুমি) কাহাকেও দেখিতেছ না; (কিন্তু) সর্ব্বাত্মকত্ব প্রযুক্ত আপনি আপনার প্রভু হওয়া (তোমার উচিত)। ১৯২। পাপমতি যে মূঢ় ব্যক্তি, বিষয়ে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মপদ চিনিতে না পারে, তাহার নিকটে এই জগৎ অনিত্য হইলেও বজ্রসারতুল্য হইয়া নিত্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১৯৩।

যেরূপ বালক, বেতাল—অর্থাৎ কল্পিত ভয়ের বস্তুকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করিয়া দুঃখ বোধ করে, মূঢ়মতির পক্ষে সেইরূপ যতদিন অনিত্য সংসার সত্য বলিয়া বোধ থাকে, ততদিন উহা কষ্টদায়ক বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। ১৯৪।

তাপ এব যথা বারি মৃগাণাং ভ্রমতো ভবেৎ।
অসত্যমেব সত্যাভং তথা ভ্রমমতের্জ্জগৎ। ১৯৫।
অব্যুৎপন্নস্য কনকে কানকে কটকে যথা
কটকজ্ঞপ্তিরেবাস্তি ন মনাগপি হেমধীঃ। ১৯৬।
তথাজ্ঞস্য পুরাগারনগনাগেন্দ্রপত্তনা।
ইয়ং দৃশ্যদৃগেবাস্তি নত্বন্যা পরমার্থদৃক্। ১৯৭।
দীর্ঘস্বপ্নমিদং বিশ্বং বিদ্ধ্যহন্তাদিসংযুতং।
অত্রান্যে স্বপ্নপুরুষা যথেমে জাগ্রতস্তথা। ১৯৮।
অস্তি সর্ব্বগতং শান্তং পরমাত্মঘনং শুচি।
অচিন্ত্যং চিন্মাত্রবপুঃ পরমাকাশমাততং। ১৯৯।
যত্র যত্র যথোদেতি তথাস্তে তত্র তত্র বৈ।
তদেবমেব রাজংস্ত্বং লীলার্থমুপবর্ণিতঃ। ২০০।

যেরূপ ভ্রম প্রযুক্ত সূর্য্যকিরণ মৃগদিগের পক্ষে জল বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞানির পক্ষে এই জগৎ অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ১৯৫। যেরূপ সুবর্ণ-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সুবর্ণ বলয়ে কেবল বলয় বোধ হইয়া থকে, (কোনরূপে) স্বর্ণ বলিয়া বোধ হয় না।১৯৬। সেইরূপ অজ্ঞানীর পক্ষে কেবল পুর, গৃহ, বৃক্ষ, পর্ব্বত ও নগরাদি দৃশ্য বস্তু বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু পরমার্থের স্বরূপ অনুভূত হয় না।১৯৭। অহং ভাবাদিপূর্ণ এই বিশ্ব দীর্ঘস্বপ্নস্বরূপ; এই জগতে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ যেরূপ মিথ্যা, জাগ্রদবস্থায় দৃষ্টপুরুষাদিও সেইরূপ। ১৯৮। (এই সংসারে) সর্ব্বগত, শান্ত—অর্থাৎ মায়ারহিত, শুদ্ধ, অচিন্তনীয় পরমাকাশতুল্য বিস্তৃত চিৎস্বরূপ কেবল এক ব্রহ্ম মাত্র আছেন। ১৯৯। যে যে স্থানে যে প্রকারে যে বস্তু প্রকাশ পায়, সেই সেই স্থানে সেই প্রকার (বিজ্ঞানাত্মা) ব্রহ্ম অবস্থিতি করিয়া থাকেন; হে রাজন্! লীলাস্বরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার নিকটে কথিত হইল। ২০০।

স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যাবো দৃষ্টা দৃষ্টান্তসিদ্ধয়ঃ। ২০১।

বিদূরথ উবাচ।

মমাপি দর্শনং দেবি মোঘং ভবতি নার্থিষু।
মহাফলপ্রদায়াস্তু কথং তব ভবিষ্যতি। ২০২।
অহং দেহমিমং ত্যক্ত্বা তং দেহং পদ্মনামকং।
কদা যাস্যামি বরদে তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ। ২০৩।

দেব্যুবাচ।

অস্মিন্নণবরে রাজন্ মর্ত্তব্যং ভবতাধুনা।
প্রাপ্তব্যং প্রাক্তনং রাজ্যমেতৎ প্রত্যক্ষমেব তে। ২০৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

প্রস্তুতেয়ং কথা যাবন্মিথোমধুরভাষিণোঃ।
তাবৎ প্রবিশ্য সংভ্রান্ত উবাচোর্দ্ধ্বং স্থিতো নরঃ। ২০৫।
দেব পট্টিশচক্রাসিগদাপরিঘবৃষ্টিমৎ।

তোমার মঙ্গল হউক, (তুমি দৃষ্টান্ত সিদ্ধি দেখিতে পাইলে, (আমরা) এক্ষণে গমন করি। ২০১।

বিদূরথ কহিলেন, হে দেবি! যখন অর্থী আমার দর্শনে নিষ্ফল হয় না, তখন মহাফলদায়িনী তোমার দর্শন কিরূপে বিফল হইবে?।২০২। হে বরদে! আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কতদিনে পদ্মনামক সেই শরীর ধারণ করিতে পারিব, তাহা যথার্থস্বরূপে আমাকে বলিয়া দিউন।২০৩। দেবি কহিলেন; হে রাজন্! (সম্প্রতি) এই যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হইলে পর, তুমি যে পূর্ব্ব রাজ্য অধিকার করিবে, তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় দৃষ্টি গোচর হইতেছে। ।২০৪। বশিষ্ঠ কহিলেন, মধুরভাষী রাজা ও সরস্বতী এই উভয়ের যে সময় কথাবার্ত্তা চলিতেছে, সেই সময় একজন দূত প্রবেশ করিয়া ঊর্দ্ধস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে এই কথা নিবেদন করিল। ২০৫।

মহৎ পরবলং প্রাপ্তমেকার্ণব ইবোদ্ধতং। ২০৬।
নগরে নগসংকাশে লগ্নোর্ম্মিপ্রাপ্তদিক্তটঃ।
দহংশ্চটচটাস্ফোটৈঃ পাতয়ত্যুত্তমান্ ভটান্। ২০৭।
কল্পাম্বুদঘটা তুল্যা ব্যোম্নি ধূমমহাদ্রয়ঃ।
বলাৎ প্রোড্ডয়নং কর্ত্তুং প্রবৃত্তা গরুড়া ইব। ২০৮।
সসংভ্রমং বদত্যেবং পুরুষে পুরুষারবৈঃ।
তদভূৎ পূরয়ন্নশা বহিঃ কোলাহলো মহান্। ২০৯।
বলাদাকর্ণকৃষ্টানাং ধনুষাং শরবর্ষিণাং।
বৃংহতামতিমত্তানাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাং। ২১০।
পুরে চটচটাস্ফোটজ্বলতাং জাতবেদসাং।
পৌরাণাং দগ্ধদারাণাং মহান্ কোলাহলোরবৈঃ। ২১১।
অথ বাতায়নাদ্দেব্যৌ মন্ত্রী রাজা বিদূরথঃ।

হে দেব! পট্টিশ, চক্র, গদা, অসি ও পরিঘ প্রভৃতি বৃষ্টির ন্যায় (অস্ত্র সকল ধারণ করিয়া) ভীষণ বিপক্ষ সৈনা উদ্ধতভাবে সমুদ্রের ন্যায় আগমন করিতেছে। ২০৬। (যোদ্ধৃগণ) পর্ব্বত সদৃশ নগরে নদীতটপ্রাপ্ত তরঙ্গের ন্যায় (চতুর্দ্দিকস্থ গৃহ সকল) চটপট শব্দে দগ্ধ করিতেছে, উত্তমোত্তম সৈনাদিগকে রণশায়ী করিতেছে। ২০৭। আকাশে প্রলয়কালীন ঘনঘটার ন্যায় ধূমস্বরূপ পর্ব্বতসকল গরুড়ের ন্যায় উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ২০৮। দূত সসম্ভ্রমে এই কথা বলিতেছে, এরূপ সময়ে বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যদিগের রবে দিক্ সকল পরিপূর্ণ এবং মহাকোলাহল উত্থিত হইল। ২০৯। বলপূর্ব্বক আকর্ণপর্য্যন্ত আকৃষ্ট ধনুকের টঙ্কার, শরের শব্দ, মত্ত হস্তীর চীৎকার ধ্বনি, বেগবান্ অশ্বদিগের হেষারব, । ২১০। নগরে অগ্নির চটপট শব্দ, দগ্ধপরিবার নাগরিকদিগের মহা কোলাহল (প্রকাশিত হইল)। ২১১। অনন্তর (প্রাসাদের) বাতায়ন হইতে দেবী সরস্বতী, লীলা, মন্ত্রী ও রাজা বিদূরথ মহা—

দদৃশুঃ প্রোল্লসন্নাদং মহানিশি মহাপুরং । ২১২ ।
প্রলয়ানিলসংক্ষুব্ধসপ্তৈকার্ণবরংহসা ।
পূর্ণং পরবলেনোগ্রকালানলতরঙ্গিণা । ২১৩।
কল্পান্তবহ্নিবিগলন্মেরুভূধরভাস্বরং ।
দহ্যমানং মহাজ্বালাজালৈরম্বরপূরকৈঃ । ২১৪ ।
মুষ্টিগ্রাহ্য মহামেঘগর্জ্জৈঃ সন্তর্জ্জনোর্জ্জিতৈঃ ।
ঘোরংকলকলারাবৈর্মাংসলৈর্দীর্ঘজল্পিতৈঃ । ২১৫ ।
চলদুল্মুকখণ্ডোগ্রতারাতরলিতাম্বরং ।
অঙ্গাররাশিনিপতন্নরনার্য্যগ্ররোদনং । ২১৬ ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজমহিষী মত্তযৌবনা ।
অনুযাতা বয়স্যাভি র্বিবেশ ভয়বিহ্বলা । ২১৭ ।

নিশি সময়ে এরূপ কোলাহলপূর্ণ মহাপুরী দেখিতে পাইলেন ।২১২। (দেখিতে দেখিতে) সেই পুরী, প্রলয় বায়ু দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে সপ্ত সমুদ্র যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ বেগশালী, উগ্র কালানলের ন্যায় তরঙ্গবিশিষ্ট শত্রু-সৈনা-সমুদ্রে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । ২১৩ ।

প্রলয় কালাগ্নি দ্বারা সুমেরুপর্ব্বত যেরূপ গলিত হয়, তাহার ন্যায় দীপ্তিমান্ মহাগ্নি দ্বারা সেই পুরী দগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল । ২১৪ । সৈন্যগণ মুষ্টি গ্রহণ করিয়া মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল ; তাহাদের তর্জ্জন গর্জ্জন,এবং স্থূল অথচ গম্ভীর কথোপকথনে (পুরী) পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ।২১৫। চঞ্চল উল্কাখণ্ড যেরূপ উগ্রতারাবিশিষ্ট অম্বরকে (অতিশয়) তরলিত করে, তাহার ন্যায় পুরীর শোভা হইয়া উঠিল ; অঙ্গাররাশিমধ্যস্থ পতিত নরনারী দিগের আর্ত্তনাদে পুরী ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল ।২১৬। এরূপ সময়ে যৌবনোন্মত্তা রাজমহিষী শত্রুভয়ে অভিভূত হইয়া সখীজনসমভিব্যাহারে রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন । ২১৭ ।

অথ তস্যা বয়স্যৈকা রাজানং তং ব্যজিজ্ঞপৎ ।
দেব দেবী সমায়াতা পলায্যান্তঃপুরান্তরাৎ । ২১৮ ।
রাজদারা হৃতা স্তেতে বলবদ্ভিরুদায়ুধৈঃ ।
অন্তঃপুরাধিপাঃ সর্ব্বে পিষ্টাঃ শত্রুভিরুদ্ধতৈঃ ।
দূরেণাশঙ্কমায়াতৈঃ পরৈর্নঃ পুরমাহৃতং । ২১৯ ।
ইত্যাকর্ণাবলোক্যাসৌ দেব্যৌ যুদ্ধায় যাস্যতঃ ।
রক্ষতাং মম ভার্য্যেয়ং যুষ্মৎপাদাব্জষট্পদী । ২২০ ।
ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ রাজা কোপাকুলিতলোচনঃ ।
মত্তেভনির্জ্জিন্নবলঃ কন্দরাদিব কেশরী । ২২১ ।
লীলা লীলাং দদর্শাথ স্বাকারসদৃশাকৃতিং ।
প্রতিবিম্বমিবায়াতামাদর্শে চারুদর্শনাং । ২২২ ।

অনন্তর রাজমহিষীর একজন সখী রাজাকে এই কথা জানাইল, হেদেব! আপনার অন্তঃপুর হইতে রাজমহিষী ভয় পাইয়া পলায়ন করিয়া আসিতেছেন ।২১৮। হে রাজন্! উদ্ধত বিপক্ষ সৈন্যেরা অন্তঃপুর রক্ষকদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে, রাজভার্য্যাদিগকে হরণ করিয়াছে, এবং দূর হইতে (আগমন করিয়া) নির্ভীক অন্তঃকরণে পুরী-প্রবেশ পূর্ব্বক ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিতেছে । ২১৯ ।

নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া (ভার্য্যাকে নিকটস্থ) দেখিয়া দেবীদিগকে কহিলেন, হে দেবিদ্বয়! আমি যুদ্ধযাত্রা করিব, আপনারা আপনাদিগের পাদপদ্মের ভ্রমরী তুল্য আমার এই ভার্য্যাকে রক্ষা করুন । ২২০ । এই কথা বলিয়া, রাজা মত্তহস্তীর দ্বারা বলক্ষয় হইলে কেশরী যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া কন্দর হইতে নির্গত হয়, তাহার ন্যায় কোপরক্তনয়নে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । ২২১ । লীলা, আত্মাবয়বসদৃশ সুদর্শনা (রাজমহিষী) লীলাকে দর্পণে প্রতিফলিত আত্ম-প্রতিবিম্বের ন্যায় দেখিতে পাইলেন । ২২২ ।

প্রবুদ্ধ লীলোবাচ।

কিমিদং দেবি মে ব্রূহি কস্মাদিয়মিহাগতা।
যা সাভবমহং পূর্ব্বং কথং সেয়মিহ স্থিতা। ২২৩।

সরস্বত্যুবাচ।

যাদৃগ্‌ভাবো মৃতো ভর্ত্তা তব তস্মিংস্তথা পুরে।
তাদৃগ্‌ভাবস্তমেবার্থমত্রৈবায়ং হি দৃষ্টবান্। ২২৪।
অবিসম্বাদি সর্ব্বানুরূপং যৎ তস্য চিন্তিতং।
তদেব তাদৃশং চিত্তদর্পণে প্রতিবিম্বতি। ২২৫।
স্বপ্নোজাগ্রত্যসদ্রূপো স্বপ্নে জাগ্রদসদ্বপুঃ।
মৃতির্জন্মন্যসদ্রূপা মৃত্যাং জন্মাপ্যসন্ময়ং। ২২৬।
এবং নাসন্নসদিদং ভ্রান্তিমাত্রং বিজৃম্ভতে।
অনুভূতয় এতাস্তু কাশ্চিৎ পূর্ব্বানুভূতিতঃ।

সিদ্ধ লীলা কহিলেন, হে দেবি সরস্বতি! আমি পূর্ব্বে যে প্রকার ছিলাম, সেই প্রকার লীলা এই স্থানে কোথা হইতে আসিলেন, আমাকে বলুন। ২২৩ সরস্বতী কহিলেন, তোমার স্বামী সেই পুরীর মধ্যে (থাকিয়া) যে বিষয় দর্শন করিয়া মৃত হইয়াছেন, সেই ভাব ধারণ করিয়া এখানে সেই সকল বিষয় দেখিতে পাইলেন। ২২৪। (মরণকালে) যাহার যে বস্তু চিন্তা অবিসম্বাদী হয়, তাহার চিত্ত-দর্পণে সেই প্রকার বিষয়ই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ২২৫। যে প্রকার জাগ্রবস্থাতে স্বপ্ন প্রাপ্ত (বিষয় সকল), এবং স্বপ্নাবস্থাতে জাগ্রৎপ্রাপ্ত (বিষয় সকল) অসৎ হয়, সেই রূপ জন্মাবস্থাতে মৃত্যু এবং মৃত্যু অবস্থাতে জন্ম অসদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।২২৬। এই প্রকার জাগ্রৎ সময়ে স্বপ্নপ্রাপ্ত বিষয় সকল মিথ্যারূপে প্রকাশ পাওয়াতে এবং স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদ্বস্তু অসত্যরূপ বোধ হওয়াতে ভ্রান্তিমাত্র প্রকাশ পাইয়া থাকে; পূর্ব্বানুভাব বশতঃ এই সকল অনুভব হইয়া থাকে (সত্য) কিন্তু উহাতে কেবল

অপূর্ব্বানুভবাঃ কেচিৎ সমাশ্চৈবাসমাস্তথা। ২২৭।
ত্বচ্ছীলা ত্বৎসমাচারা ত্বৎকলা ত্বদ্বপুঃ সতী।
ইতি লীলেয়মাভাতি প্রতিভা প্রতিবিম্বজা। ২২৮।
বিদূরথস্তু ভর্ত্তৈষ তনুং ত্যক্ত্বা তবাঙ্গনে।
তদেবান্তঃপুরং প্রাপ্য তাদৃশাত্মা ভবিষ্যতি। ২২৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যা লীলাসৌ তৎপুরাস্পদা।
পুরঃ প্রহ্বাস্থিতোবাচ বচনং বিহিতাঞ্জলিঃ। ২৩০।
দেবী ভগবতী জ্ঞপ্তির্নিত্যমেবার্চ্চিতা ময়া।
সা যাদৃশ্যেব দেবেশি তাদৃশ্যেব ত্বমম্বিকে। ২৩১।
তন্মে কৃপণকারুণ্যাদ্বরং দেহি বরাননে।
রণে দেহং পরিত্যজ্য যত্র তিষ্ঠতি মে পতিঃ।
অনেনৈব শরীরেণ তত্র স্যামহমঙ্গনা। ২৩২।

অনুভাব মাত্রই হইয়া থাকে, এবং তাহাও কখন হয়, কখন হয় না; এবং সেই অনুভব কখন সদৃশ, বা কখন বিসদৃশ হইয়া থাকে। ২২৭। সেই হেতু এই লীলা তোমার ন্যায় স্বভাব, আচার, ইন্দ্রিয় এবং শরীরবিশিষ্ট হইয়া প্রতিবিম্বজাত প্রতিভার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ২২৮। হে সুন্দরি! তোমার স্বামী এই বিদূরথ (যুদ্ধে) তনুত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরপ্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইবেন। ২২৯। বশিষ্ঠ কহিলেন,—দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া লীলা, সেই পুরে অবস্থান করিয়া অবনতভাবে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ২৩০। হে অম্বিকে? আমি নিত্যকাল জ্ঞানরূপিণী ভগবতী দেবীর আরাধনা করিয়া থাকি, হে দেবেশি! তিনি যেরূপ রূপধারিণী, আপনিও সেই প্রকার। ২৩১। হে বরাননে! (আপনার) অতিশয় কারুণ্যস্বভাব প্রযুক্ত আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমার স্বামী রণ-

এতদস্ত্বিতি দেব্যোক্তে পূর্ব্বলীলাব্রবীদ্রথ।
পূর্ব্বেণৈব শরীরেণ কিমর্থং নাহমীশ্বরি।
লোকান্তরমিদং নীতা তং গিরিগ্রামকং তদা। ২৩৩।

দেব্যুবাচ।

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিদহং করোমি বরবর্ণিনি।
সর্ব্বং সংকল্পয়ত্যাশু সংকল্পঃ প্রাণিনাং স্বকঃ। ২৩৪।
মাং সমারাধয়ন্ত্যাস্তু সংকল্পোঽভূত্তবেদৃশঃ।
মুক্তাস্যামেতি তেন ত্বং প্রকারৈশ্চ প্রবোধিতঃ। ২৩৫।
অনয়া হীনমেবার্থং যাচিতা দত্তবত্যহং।
এবং ফলতি সংকল্পো নৃণামস্য প্রভাবতঃ। ২৩৬।

ক্ষেত্রে দেহ পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে অবস্থিতি করিবেন, আমি এই শরীরে তাঁহার ভার্য্যা হইয়া সেই খানে অবস্থান করিব। ২৩২।

সরস্বতী দেবী, "তথাস্তু" এই কথা বলিলে পর, পূর্ব্বলীলা বলিতে লাগিলেন, হে ঈশ্বরি! যদি এই দেহ দ্বারা (সর্গান্তর-প্রাপ্তি ঘটে,) তবে আমাকে কি নিমিত্ত স্থূল দেহ সহিত লোকান্তরিত করিয়া সেই গিরিগ্রামে লইয়া যান নাই? । ২৩৩। দেবী কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! আমি কাহারও কিছু করি না, প্রাণীদের আপনাপন সংকল্পানুসারে সকল সম্পন্ন পাইয়া থাকে। ২৩৪। হে লীলে! আমি মুক্ত হইব, এইরূপ কামনা করিয়া তুমি আমার আরাধনা করিয়াছিলে, (সেই হেতু তুমি) সেই প্রকারে প্রবোধিত হইয়াছ। ৩৩৫। এই লীলা, মৃত ভর্ত্তার সহিত স্থূল দেহে তাঁহার ভার্য্যা হইবার কামনায় আমাকে আরাধনা করিয়াছিল, (সেই কারণে আমিও সমুচিত) সংকল্প-ফল প্রদান করিয়াছি, (বাস্তবিক) লোকদিগের সংকল্পানুসারে (নানা) ফল ফলিয়া থাকে। ২৩৬।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

বিদুরথস্তু সদনান্নির্গতঃ পরিবারিতঃ ।
পরিবারেণ মহতা মহারত্নবিভূষিতঃ । ২৩৭ ।
আলোকয়ংশ্চারগণানারুরোহ রথোত্তমং ।
কূটাগারসমাকারং মুক্তামাণিক্যভূষিতং । ২৩৮ ।
অথোদ গতদুদ্দামবাতাভ্ররবনির্ভরঃ ।
শৈলভিত্তিপ্রতিধ্বানদারুণোদুন্দুভিধ্বনিঃ । ২৩৯ ।
কিঙ্কিনীজালনিস্বানৈ হেতিসংঘট্টিতাকৃতৈঃ ।
ধনুশ্চটচটাশব্দৈশ্চীৎকারশরগীতিভিঃ । ২৪০ ।
পরস্পরভটাহ্বানৈর্বন্দীবিশ্রব্ধবোধনৈঃ ।
শিলাঘনকৃতাশেষব্রহ্মাণ্ডকুহরধ্বনিঃ ।
হস্তগ্রাহ্যোঽভবদ্ভীমোদশাশাকুঞ্জপূরকঃ । ২৪১ ।
অথোত্থিতেন রজসা পীনেনাম্বররোধিনা ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজা বিদূরথ মহারত্নে বিভূষিত এবং বহুতর পরিবার-বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহ হইতে (যুদ্ধার্থে) নির্গত হইলেন । ১৩৭ । (তিনি) চরদিগকে দর্শন করিয়া দুর্গগৃহাকৃতি মণিমুক্তাবিভূষিত উত্তম রথে আরোহণ করিলেন । ২৩৮ । অনন্তর প্রলয় কালীন বায়ু, মেঘের ন্যায় ঘোরতর শব্দ-বিশিষ্ট হইয়া পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করাতে প্রতিধ্বনিযুক্ত ভয়ানক ত্নন্দুভি-নিনাদ হইতে লাগিল । ২৩৯ । কিঙ্কিনীসমূহের শব্দ, খড়্গাদি অস্ত্র সকলের সংঘটন রব, ধনুকের চট্ চট্ ধ্বনি, হস্তীদিগের চীৎকার, শরের শব্দ । ২৪০ । সৈন্যদিগের পরস্পরের আহ্বানধ্বনি এবং বন্দীদিগের বোধন রব, মেঘ হইতে শিলা বর্ষণের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল ; এবং দশদিক্ সেই ভীষণ শব্দে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । ২৪১ । যেরূপ যৌবন কালে মূর্খত্ব অতি-শয় নিবিড় হয়, সেই প্রকার (সৈন্যদিগের) গমনোত্থ গগনরোধী ভয়ানক

মূর্খত্বং যৌবনেনেব ঘনতামাযযৌ তমঃ। ২৪২।
বিবিশাধিবলং রাজা ক্ষীরাব্ধিমিবমন্দরঃ।
জজ্বলুঃ শস্ত্রসংঘট্টে জ্বলনা উল্মুকা ইব। ২৪৩।
জগর্জ্জুঃ শরধারৌঘান্ বর্ষন্তো বীরবারিদাঃ।
লিলিখুঃ কঙ্কবৎ ক্রূরা বীরাঙ্গেষু চ হেতয়ঃ। ২৪৪।
পেঠুঃ পটপটারাবং হেতিনিষ্পিষ্টয়োঽম্বরে।
উত্তস্থু র্যমযাত্রায়াং কবন্ধনটপংক্তয়ঃ। ২৪৫।
প্রণেশুঃ পাংশবোরক্তৈস্তমাংস্যায়ুধবহ্নিভিঃ।
যুদ্ধৈকধ্যানতঃ শব্দো ভয়ানি মৃতিনিশ্চয়ৈঃ। ২৪৬।
অভবৎ কেবলং যুদ্ধমপশব্দমসংভ্রমং। ২৪৭।
সমসমরসংবহচ্ছরৌঘং কটকটিতাবসরং পতৎভুষণ্ডি।

ধূলি সমূহের দ্বারা, অন্ধকার অতিশয় নিবিড় হইয়া উঠিল। ২৪২। মন্দরগিরি যেরূপ ক্ষীর সমুদ্রে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় নৃপতি, (বিপক্ষ পক্ষীয়) সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, (তাঁহার) অস্ত্র সংঘটন দ্বারা প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় তেজ নির্গত হইতে লাগিল। ২৪৩। বীরস্বরূপ মেঘ সকল জলধারার ন্যায় বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং তাঁহাদের নিষ্ঠুর অস্ত্র সকল বিপক্ষ শরীরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কঙ্কপত্র লেখার ন্যায় আলেখিত হইল। ২৪৪। অস্ত্র সকলের সজ্বর্ষণে আকাশ-পথে পট পট শব্দ হইতে লাগিল; মৃত্যু-যাত্রায় (উৎসব-উপলক্ষে) কবন্ধ সকল নটস্বরূপে গাত্রোত্থান করিল। ২৪৫। রক্ত দ্বারা রণ-ক্ষেত্রের ধূলি সকল, এবং অস্ত্রাগ্নি দ্বারা অন্ধকার নিচয়, নিবারিত হইল; বীরধর্ম্মা যোদ্ধৃদিগের মরণ নিশ্চয় হওয়াতে (তাহাদের উৎসাহ-সূচক শব্দে) ভীতি বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ২৪৬। (ক্রমে) সংভ্রম ও রব শূন্য হইয়া অবিরাম যুদ্ধ চলিতে থাকিল। ২৪৭। (দেখিতে দেখিতে) সমর সমুদ্র দুস্তরণীয় হইয়া উঠিল; সমান সংগ্রাম এই সমুদ্রের জল; শর

ক্বণক্বণরবসম্মিলন্মহাস্ত্রং তিমিনিধিবৎ রণমাস তুস্তরং তৎ ।২৪৮।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এতস্মিন্ বর্ত্তমানে তু ঘোরে সমরসংভ্রমে ।
লীলাদ্বয়মুবাচেদং দেবীং ভগবতীং প্রতি । ২৪৯ ।
দেবি কস্মাদকস্মান্নো ভর্ত্তা জয়তি নো রণে ।
বদ ত্বয্যপি তুষ্টায়ামস্মিন্ বিদ্রুতবান্ রণে । ২৫০ ।

দেব্যুবাচ ।

চিরমারাধিতা তেন বিদূরথনৃপারিণা ।
অহং পুত্রি জয়ার্থেন ন বিদূরথভূভুজা । ২৫১ ।
তেনাসাবেব জয়তি জীয়তে চ বিদূরথঃ ।
অনেন মুক্ত এব স্যামহমিত্যস্মি ভাবিতা । ২৫২ ।
প্রতিভারূপিণী তেন বালে মুক্তির্ভবিষ্যতি ।
এতদীয়স্ত্বয়ং শত্রু র্জয়ী রাজ্যং করিষ্যতি । ২৫৩ ।

সমূহ তাহার জলজন্তু; শরের কট কট শব্দ, তাহাতে পক্ষীরূপ ভূষণ্ডীর পতন, এবং ক্বণ ক্বণ শব্দায়মান মহাস্ত্র সকল, তাহার তরঙ্গস্বরূপ। ২৪৮। বশিষ্ঠ কহিলেন, এই সঙ্কট সংগ্রাম সময়ে রাজমহিষী লীলা দুইটী, সরস্বতীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৪৯। হে দেবি ! আপনি যখন আমাদের প্রতি প্রসন্ন আছেন, তখন কি জন্য আমাদিগের স্বামী রণে উপদ্রুত হইতেছেন ? কেনই বা তাঁহর জয় লাভ হইতেছে না ? । ২৫০। দেবী কহিলেন, বিদূরথ নৃপতির বিপক্ষ রাজা আমাকে চিরকাল ধরিয়া আরাধনা করিয়াছেন, হে পুত্রি ! বিদূরথ আমার অর্চ্চনা কখন করে নাই। ২৫১।

সেই জন্য বিদূরথের শত্রু জয়যুক্ত, এবং বিদূরথ পরাজিত হইবেন ; আমি মুক্ত হইব, এইরূপ কামনায় আমার আরাধনা করাতে বিদূরথের মৃত্যু ঘটিয়া পূর্ব্বদেহপ্রাপ্তি হইবে। ২৫২। হে বালে ! এই কারণে রাজার প্রতিভা-

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং দেব্যাং বদন্ত্যান্তু বলয়োর্যুধ্যমানয়োঃ।
রবির্দ্রষ্টুমিবাশ্চর্য্যমাজগামোদয়াচলং। ২৫৪।
ভুবনং কজ্জলাম্ভোধেরিবোদ্ভূতমজায়ত।
পেতুঃ কনকনিঃস্যন্দসুন্দরা রবিরশ্ময়ঃ। ২৫৫।
এতস্মিন্নন্তরে সেনাঃ সর্ব্বাঃ সংক্ষয়মাযযুঃ।
আসীদ্রণাঙ্গনং শূন্যমিবাল্পোভয়সৈনিকং। ২৫৬।
প্রাপ্য রাজা পুনঃ শত্রুং সিন্ধুঃ সুন্দরকন্ধরং।
ধনুরাস্ফোটয়ামাস পরিবারিতদিঙ্মুখং। ২৫৭।
কল্পান্তে পবনাস্ফোট ইবামরগিরেস্তটং। ২৫৮।
বিসসর্জ্জোর্জ্জিতো রাজা প্রাতরর্ককরানিব।
তীক্ষ্ণাঃ পরমদুস্পর্শাঃ শিলীমুখপরম্পরাঃ।

রূপিণী মুক্তি অর্থাৎ-জীবন্মুক্তি ঘটিবে, এবং তাহার শত্রু জয়ী হইয়া রাজত্ব করিবে। ২৫৩। বশিষ্ঠ কহিলেন, দেবী সরস্বতী এই প্রকার বলিলে পর, যুধ্যমান উভয় সেনার আশ্চর্য্য শক্তি দর্শন করিবার জন্যই যেন উদয়াচলে সূর্য্যদেব উদয় হইলেন। ২৫৪। (সূর্য্যোদয় হইলে) কজ্জল সমুদ্র হইতে উত্থিতের ন্যায় অদ্ভুত জগৎ প্রকাশ পাইতে থাকিল। সুবর্ণ নিঃস্যন্দী সুন্দর রবিরশ্মি উদিত হইতে থাকিল। ২৫৫। এই সময়ে সৈন্য সকল ক্ষয় পাইতে লাগিল; রণ-ভূমি উভয় পক্ষীয় অল্প সৈন্য (ধারণ করাতে) শূন্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ২৫৬। সিন্ধুরাজ, সুন্দরকন্ধর শত্রু বিদূরথকে প্রাপ্ত হইয়া, আপনার দিগন্তবিস্তৃত (প্রচণ্ড) ধনু স্ফোটন করিলেন। ২৫৭।

কল্পান্তে প্রচণ্ড বায়ুর শব্দে সুমেরু-তট যেরূপ পূর্ণ হয়, তাহার ন্যায় সেই শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। ২৫৮। তেজস্বী রাজা প্রাতঃকালীন সৌরকরের ন্যায় তীক্ষ্ণ, অতিশয় দুস্পর্শ শিলীমুখ সকল বিপক্ষ নৃপতির

সিন্ধোরপি তথৈবাসীৎ শক্তির্লাঘবমেব চ । ২৫৯ ।
এবং সিন্ধুর্ম্মহাবাহু শ্চিরং সমরমূর্দ্ধনি ।
বিক্রীড্য পীড়য়ামাস শরবর্ষৈ র্বিদূরথং । ২৬০ ।
ছিন্নধ্বজং ছিন্নরথং ভিন্নাশ্বং ভিন্নসারথিং ।
ছিন্নকার্ম্মুকবর্ম্মাণং ছিন্নসর্ব্বাঙ্গমাকুলং । ২৬১ ।
হৃদি স্ফারশিলাপট্টদৃঢ়পীবরমূর্ত্তিনি ।
ভিত্ত্বা চ বিষমৈর্বাণৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে । ২৬২ ।
হতো রাজা হতো রাজা প্রতিরাজেন সংযুগে ।
ইতিশব্দে সমুদ্ভূতে রাজ্যমাসীৎ সমাকুলং । ২৬৩ ।
ভাণ্ডোপস্কারভারাঢ্যং বিদ্রবচ্ছকটব্রজং ।
আক্রন্দার্ত্তকলত্রৌঘং বিদ্রবন্নাগরাঙ্গণং । ২৬৪ ।

প্রতি প্রয়োগ করিলেন, (কিন্তু সে সময়ে) সিন্ধুরাজের শক্তি নিরন্তর শরনিক্ষেপে হীন হইয়া পড়িল । ২৫৯ । এই প্রকারে মহারথী সিন্ধুরাজ, রণ-ক্ষেত্রে বহুক্ষণ ক্রীড়া করিয়া শরবৃষ্টি দ্বারা বিদূরথকে পীড়িত করিতে লাগিলেন । ২৬০ । তাঁহার ধ্বজ ও রথ ছিন্ন ভিন্ন, অশ্ব ও সারথি বিচ্ছিন্ন, কার্ম্মুক ও বর্ম্ম সকল ভিন্ন, এবং (আপনার) সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল। (সুতরাং তিনি) অতিশয় ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন । ২৬১ ।

তদনন্তর রাজা সিন্ধু, শিলার ন্যায় বিস্তৃত প্রতিপক্ষ বিদূরথের কঠিন হৃদয় বিষম শর-প্রহারে বিদ্ধ করিয়া ভূমিতলে তাঁহাকে পাতিত করিলেন । ২৬২ । সংগ্রামে বিপক্ষ নৃপতি "রাজাকে হত করিলেন," এই রব চতুর্দ্দিকে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিলে, রাজ্য (শোকে) সমাকুল হইল । ২৬৩ ।

নগরবাসী লোকসকল (এইরূপ ব্যাপার দর্শন করিয়া) শকটে ভাণ্ডাদি দ্রব্য সামগ্রী পরিপূর্ণ করিয়া উহাতে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। (চতুর্দ্দিকে) নারীদিগের তুমুল রোদন-শব্দ হইতে থাকিল ; নগরবাসিনী

এতস্মিন্নন্তরে লীলা তামুবাচ সরস্বতীং।
শ্বাসাবশেষমালোক্য মূর্চ্ছদ্ভর্ত্তারমগ্রতঃ। ২৬৫।
প্রবৃত্তোদেহমুৎস্রষ্টুং মদ্ভর্ত্তারমিহাম্বিকে।
ভর্ত্তারমনুযাস্যামি দয়াং কুরু মহেশ্বরি। ২৬৬।
ইত্যুক্ত্বা জ্ঞপ্ত্যনুধ্যানা সা সামর্থ্যবতী ক্ষণাৎ।
পুপ্লুবে পেলবাকারা পক্ষিণীব নভস্তলং। ২৬৭।
মেঘমার্গমথালম্ব্য বাতস্কন্ধানথো পুনঃ।
সূর্য্যমার্গাদ্বিনির্গত্য তারামার্গমতীত্য চ। ২৬৮।
ব্রহ্মাদিস্থানমাক্রম্য প্রাপ্য ব্রহ্মাণ্ডকর্পরং।
ব্রহ্মাণ্ডকর্পরং ভিত্ত্বা জলাদ্যাবরণাং ততঃ।
সমুল্লঙ্ঘ্য পুরঃ প্রাপ্য মহাচিদ্গগণান্তরং। ২৬৯।
অদৃষ্টপারপর্য্যন্তমতিবেগেন ধাবতা।

রমণীগণ পলায়ন করিতে লাগিল। ২৬৪। লীলা এই সময়ে, শ্বাসমাত্রাবশেষ মূর্চ্ছিত স্বামিকে দর্শন করিয়া সরস্বতীকে এই কথা কহিতে লাগিলেন।২৬৫। হে অম্বিকে! আমার এই স্বামী প্রাণ পরিত্যাগে সমুদ্যত হইয়াছেন, আমার ইচ্ছা, আমি ইহাঁর অনুগমন করি; হে মহেশ্বরি! (এ জন্য) আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন। ২৬৬।

দ্বিতীয় লীলা এই কথা বলিয়া, জ্ঞানরূপিণী দেবী সরস্বতীর ধ্যান করিলেন, এবং সামর্থ্যবিশিষ্ট হইয়া লঘুদেহ হইলেও ক্ষণমধ্যে পক্ষিণীর ন্যায় নভঃ-প্রদেশে উড্ডীন হইলেন। ২৬৭। অনন্তর মেঘপথ অবলম্বন করিয়া বায়ুপথ ও সূর্য্য পথ হইতে বিনির্গত হইলেন, এবং তারাপথ অতিক্রম করিয়া। ২৬৮। ব্রহ্মাদিস্থান অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড কপাল ভেদ ও পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া, মহাচিৎস্বরূপ গগণ প্রাপ্ত হইয়া। ২৬৯। গরুড় যেখানকার সীমান্ত, শতকোটিকল্পেও পার হইতে পারে না, তাহার উদ্দেশে

সর্ব্বতো গরুড়েনাপি কল্পকোটিশতৈরপি ।২৭০ ।
তত্র ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি সন্ত্যসংখ্যানি ভূরিশঃ ।
তান্যন্যোহন্যমদৃষ্টানি ফলানীব মহাবনে । ২৭১ ।
তত্রৈকস্মিন্ পুরঃসংস্থে বিততাবরণান্বিতে ।
বেধয়িত্বা বিবেশান্তঃ প্রাপ্য তৎ পদ্মপত্তনং । ২৭২ ।
তত্র তন্মণ্ডপং প্রাপ্য দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতা ।
প্রবিশ্য পুষ্পগুপ্তস্য শবস্য নিকটে স্থিতা । ২৭৩ ।
তং দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস চেতসা স্ফুরিতাত্মনা ।
এষ মে ভবিতা ভর্ত্তা নূনং বীরবরাগ্রণীঃ । ২৭৪ ।
অহং দেব্যাঃ প্রসাদেন ততঃ প্রথমমাগতা । ২৭৫ ।
ইতি সংচিন্ত্য সা হস্তে গৃহীত্বা চারু চামরং ।
বীজয়ামাস ভর্ত্তারং লীলা ললিতলোচনা । ২৭৬ ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজ্ঞঃ পতিতস্য মহীতলে ।

অতিবেগে ধাবিত হইলেন । ২৭০ । মহারণ্যে যেরূপ অসংখ্য ফল ফলিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই চিদাকাশে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত আছে, কিন্তু সেই সকল পরস্পর দৃষ্টিগোচরে আবির্ভূত হয় না । ২৭১ । সেই (অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে) পুরস্থিত বিস্তৃত আবরণ-বিশিষ্ট এক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পদ্ম রাজার নগর দেখিয়া, তদন্তঃপুরে উপনীত হইলেন । ২৭২ । সেখানে রাজার পুষ্পাচ্ছাদিত মৃত শরীর দেখিতে পাইয়া, দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইলেন । ২৭৩ । তাহাকে দেখিয়া সানন্দমনে এই চিন্তা করিলেন যে, নিশ্চয়ই বীরবরাগ্রগণ্য এই ব্যক্তি আমার প্রাণপতি হইবেন । ২৭৪ । আমি বীণাপাণির অনুকম্পায় এ স্থানে অগ্রে আগমন করিয়াছি । ২৭৫ । সুলোচনা লীলা, এইরূপ চিন্তা করিয়া করে সুচারু চামর গ্রহণপূর্ব্বক নিজ ভর্ত্তাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন । ২৭৬ । এই

জীবং দদৃশতুর্দ্দেব্যৌ দিব্যদৃষ্ট্যা নভোগতং। ২৭৭।
অথ জীবকলা লীলাজ্ঞপ্তিশ্চেতি ত্রয়ং ততঃ।
পুপ্লুবে জীবলেখা তু যোগিন্যৌ তে ন পশ্যতি।
তামেবানুসরন্ত্যৌ তে সর্গাৎ সর্গান্তরং গতে। ২৭৮।
পদ্মরাজপুরং প্রাপ্য লীলান্তঃপুরমণ্ডপং।
ক্ষণাদ্বিবিশতুঃ স্বৈরং জীবলেখাপ্যথাগ্রগা। ২৭৯।
ততো দদৃশতুস্তত্র শবশয্যৈকপার্শ্বগাং।
লীলাং বিদূরথস্যাগ্রে প্রস্থিতাং প্রথমং গতাং। ২৮০।
এতস্মিন্নন্তরে জ্ঞপ্তির্জীবং বৈদূরথং পুনঃ।
সংকল্পেন রুরোধার্থ মনসঃ স্যন্দনং যথা। ২৮১।
ততো ভগবতীমাহ লীলা ললিতলোচনা।
দেবি স প্রাক্তনো দেহঃ কথং মম ন দৃশ্যতে। ২৮২।

সময়ে লীলা ও দেবী সরস্বতী (তাঁহারা দুই জনে), ধরাশায়ী নৃপতির জীবকে দিব্য দৃষ্টি-প্রভাবে নভোগামী হইয়াছে, দেখিতে পাইলেন। ২৭৭।

অনন্তর জীবলেখা, সরস্বতী, ও লীলা এই তিনজনের আকাশগতি হইল, কিন্তু জীবলেখা, শেষোক্ত দুই জনকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা তদনুগমন করিয়া এক সর্গের পর অন্য সর্গে গমন করিতে লাগিলেন। ২৭৮। অনন্তর জীবলেখা অগ্রগামিনী হইয়া পদ্মরাজপুরী প্রাপ্ত হইয়া, লীলার অন্তঃ-পুর-মণ্ডপে ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছাক্রমে প্রবেশ করিলেন। সরস্বতী ও লীলা, পশ্চাৎ-প্রবিষ্ট হইলেন।২৭৯। তদনন্তর লীলা ও সরস্বতী, সেখানে (উপস্থিত হইয়া) তাঁহাদের পূর্ব্বোপস্থিতা দ্বিতীয় লীলাকে, বিদূরথের শবশয্যার পার্শ্ব-শায়িনী দেখিতে পাইলেন। ২৮০। এই অবসরে জ্ঞানরূপিণী দেবী সরস্বতী, সংকল্প দ্বারা যেরূপ মনোবেগ রুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বিদূরথের জীবকে অবরোধ করিলেন। ২৮১। তদনন্তর সুলোচনা লীলা, দেবী সর-

জ্ঞপ্তিরুবাচ।

শৃণু দেহস্য কিং বৃত্তং তব লীলে মহাশয়ে।
সমাধৌ ত্বয়ি লীলায়াং তদা তব কলেবরং। ২৮৩।
নির্জীবং পতিতং ভূমৌ সংশুষ্কমিব পল্লবং।
কাষ্ঠকুড্যোপমোজাতঃ শবস্তু হিমশীতলঃ। ২৮৪।
ততো মন্ত্রিভিরাগত্য মৃতোহয়মিতি নিশ্চয়ঃ।
চিতৌ সংক্ষিপ্য সঘৃতং দগ্ধশ্চন্দনদারুভিঃ। ২৮৫।
ইদানীং ত্বামিহালোক্য সশরীরামুপাগতাং।
পরলোকাদাগতেতি মহচ্চিত্রং ভবিষ্যতি। ২৮৬।
আতিবাহিকদেহেন প্রতিভামাত্ররূপিণা।
দৃশ্যসে সাম্প্রতং ত্বন্তু যোগর্দ্ধিবলবৃংহিতা। ২৮৭।
বিস্মৃতস্তব দেহোহসৌ বাসনায়াঃ পরিক্ষয়াৎ।

স্বতীকে এই কথা কহিলেন, দেবি! আমার সেই প্রাক্তন (স্থূল) দেহ, কি কারণে দেখা যাইতেছে না?। ২৮২। সরস্বতী কহিলেন, হে মহোদারসম্পন্নে লীলে! (তোমার) শরীরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর; যে সময় তুমি সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে, সে সময় তোমার শরীর। ২৮৩।

শুষ্ক পত্রের ন্যায় নির্জীবভাবে ভূমিতে পতিত হয়; (পরে তোমার মৃত শরীর) কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহের ন্যায় হইয়া হিমতুল্য স্নিগ্ধভাব ধারণ করে।২৮৪ (সে সময়) মন্ত্রীগণ আগমন পূর্ব্বক তোমাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া তোমার দেহ ঘৃতাক্ত করিয়া চন্দন কাষ্ঠের চিতা-সংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলে। ২৮৫।

এক্ষণে তোমাকে সশরীরে এখানে আগত দেখিয়া পরলোক হইতে নিবৃত্ত বলিয়া, (সকলের) আশ্চর্য্য বোধ হইবে।২৮৬। (সম্প্রতি) তুমি প্রতিভা-রূপী আতিবাহিক দেহ ধারণ দ্বারা, যোগের প্রভাবে ইচ্ছাশরীর, সুতরাং প্রকাশ্য দর্শনীয় হইয়াছ। ২৮৭। বাসনা ক্ষয় হওয়াতে তোমার স্থূল দেহ

ঋঢ়াতিবাহিকদৃশঃ প্রশাম্যত্যাধিভৌতিকং। ২৮৮ ॥
তদেহি যাবল্লীলায়ৈ লীলে সংকল্পলীলয়া।
আত্মানং দর্শয়াবোঽস্যৈ ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততাং। ২৮৯ ॥
আবাং তাবদিয়ং লীলা পশ্যত্বেবং বিচিন্তিতে।
জ্ঞপ্তিদেব্যাস্ততস্তত্র লীলা চলবিলোচনা।
গৃহমালোকয়ামাস তত্তেজঃপুঞ্জভাস্বরং। ২৯০।
গৃহমালোক্য পুরতো লীলাং জ্ঞপ্তিং বিলোক্য চ।
উত্থায় সংভ্রমবতী তয়োঃ পাদেষু সাপতৎ। ২৯১ ॥
উপাবিশদ্বিষ্টরেষু জ্ঞপ্তিলীলে চ তে পুনঃ। ২৯২।

জ্ঞপ্তিরুবাচ।

হে হংসহারিগামিন্যৌ লীলে ললিতলোচনে।
উত্থাপয়ামো নৃপতিং শবং তল্পতলাদিব। ২৯৩।

তুমি বিস্মৃত হইয়াছ, এবং সূক্ষ্ম শরীরের জ্ঞান দ্বারা আধিভৌতিক স্থূল শরীর নাশ করিয়াছ। ২৮৮। অতএব, হে লীলে! আইস, আমরা সংকল্প ক্রীড়া দ্বারা আমাদের ইচ্ছাময় দেহ (এই দ্বিতীয়) লীলাকে দর্শন করাই; (তাহা হইলে, তাহার) ব্যবহার-কার্য্যের প্রবর্ত্তনা দাঁড়াইবে। ২৮৯। আমাদিগকে এই লীলা দর্শন করুক, সরস্বতী এইরূপ চিন্তা করিলে, তৎক্ষণাৎ চঞ্চললোচনা লীলা,তাঁহাদের তেজঃপ্রভাবে (দিব্য) দীপ্তিময় (সেই) গৃহ দর্শন করিলেন।১৯০। লীলা, গৃহ সন্দর্শন এবং অন্য লীলা ও সরস্বতীকে অবলোকন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে উভয়ের পাদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন।২৯১ সরস্বতী ও লীলা এই দুইজনকে,(অন্য) আসনে উপবেশন করাইলেন। ২৯২।

সরস্বতী কহিলেন, হে মরালনিন্দিতগতি সুভাষিণি লীলে! যেরূপ শয্যা হইতে সুপ্ত ব্যক্তিকে উত্তোলন করা যায়, তাহার ন্যায় আমি শবরূপী রাজাকে উত্থাপন করিব।২৯৩। সরস্বতী এই কথা কহিলে,পদ্মিনী যেরূপ সৌরভ

ইত্যুক্ত্বা মুমুচে জীবমামোদমিব পদ্মিনী।
স সমীরলবাকারস্তন্নাসানিকটং যযৌ। ২৯৪।
ঘ্রাণাকাশং বিবেশাশু বংশরন্ধ্রমিবানিলঃ।
অন্তঃস্থজীবং বদনং তস্য তৎকান্তিমাযযৌ। ২৯৫।
ক্রমাদঙ্গানি সর্ব্বাণি সরসানি চকাশিরে।
স্ফারয়ামাস সোঽঙ্গানি রসবন্তি মৃদূনি চ। ২৯৬।
উন্মীলয়ামাস দৃশৌ বিমলালোককারণে।
উত্তস্থৌ প্রোল্লসৎকায়ো বিন্ধ্যাদ্রিরিব জঙ্গমঃ। ২৯৭।
উবাচ কঃ স্থিত ইতি ঘনগম্ভীরনিঃস্বনঃ।
লীলাদ্বয়মথাস্যাগ্রে প্রোবাচাদিশ্যতামিতি। ২৯৮।
কা ত্বং কেয়ং কুতশ্চেয়মিত্যাহ স বিলোকয়ন্।
তস্মৈ লীলাহ হে দেব শ্রূয়তাং তদ্বদাম্যহং। ২৯৯।

পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় রাজার দেহ জীবন মোচন করিলেন, বায়ুকণা-রূপী সেই জীবামৃত, রাজার নাসিকার নিকটে গমন করিল। ২৯৪। (সে সময়) সমীরণ যেরূপ বংশরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় জীব, নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, (তখন) রাজার মুখমধ্যে জীব, প্রবিষ্ট হওয়াতে অপূর্ব্ব কান্তি বিকাশ করিল। ২৯৫। ক্রমে রাজার অঙ্গ সকল সরস হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল; রাজা সরস মৃদু অঙ্গসকল বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। ২৯৬। (তিনি তখন) নির্ম্মল আলোকের কারণস্বরূপ চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিলেন। গমন-শীল বিন্ধ্যাদ্রির ন্যায়, তিনি উল্লাসিতশরীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ২৯৭। (তখন তিনি) এখানে কে আছে, এই কথা জলদগম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করি-লেন; (সে সময়) লীলাদ্বয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। ২৯৮। (রাজা, তাহাদিগের দুইজনকে দেখিয়া কহিলেন) তুমি কে? ইনিই বা কে? কোথা হইতেই বা আসা হইয়াছে; লীলা এই কথা

মহিলা তব লীলাহং প্রাক্তনা সহ বৰ্দ্ধিতা।
উপার্জ্জিতা ত্বদর্থেন প্রতিবিম্বময়ী শুভা। ৩০০।
শিরোভাগোপবিষ্টেয়ং যেহ হেমময়াসনে।
এষা সরস্বতী দেবী ত্রৈলোক্যজননী শিবা। ৩০১।
ইত্যালোক্য সমুত্থায় রাজা জ্ঞপ্তিপদাজয়োঃ।
পপাত প্রযতো ভূত্বা সরস্বত্যৈ নমোস্তুতে। ৩০২
ইত্যুক্তবন্তং হস্তেন স্পৃষ্ট্বোবাচ সরস্বতী। ৩০৩।
সর্ব্বাপদঃ সকলদুষ্কৃতদৃষ্টয়শ্চ
গচ্ছন্তু বঃ শমমনন্তসুখানি সম্যক্।
আয়ান্তু নিত্যমুদিতা জনতা ভবন্তু
রাষ্ট্রস্থিতাশ্চ বিলসন্তু সদা মহান্তঃ। ৩০৪।

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৯৯। আমার নাম লীলা, আমি আপনার মহিলা, প্রাক্তনের সহিত আমি বর্দ্ধিত হইয়াছি; এই দ্বিতীয় লীলাও আপনার মহিলা, আপনার জন্য শুভলক্ষণ প্রতিবিম্বস্বরূপ এই লীলার সৃষ্টি হইয়াছে।৩০০। যিনি শিরোভাগে এই হেমময় আসনে উপবিষ্ট আছেন, ইনি ত্রিলোকের জননী কল্যাণদায়িনী দেবী সরস্বতী। ৩০১।

নৃপতি, দেবী সরস্বতীকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া, পবিত্রাত্মা হইয়া হে দেবি সরস্বতি! আপনাকে নমস্কার, এই কথা বলিয়া তদীয় পাদপদ্মে পতিত হইলেন। ৩০২। দেবী সরস্বতী, এই প্রকার উক্তিকারী রাজাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া এই কথা কহিলেন। ৩০৩। তোমাদিগের সকল আপদ ও সকল পাপদৃষ্টি দূরীভূত হইয়া, শান্তিপথে প্রধাবিত হউক। তোমাদিগের অনন্ত সুখ প্রাপ্তি হউক; (বন্ধুজনেরা) সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত থাকুক; এবং রাজ্যে মহৎ লোক সকল চিরকাল বাস করুক। ৩০৪।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

সরস্বতী তথেত্যুক্তা তত্রৈবান্তর্দ্ধিমাযযৌ । ৩০৫ ।
জয়মঙ্গলপুণ্যাহঘোষঘুম্‌ঘুমঘর্ঘরং ।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং ততোঽভূন্নৃপমন্দিরম্‌ । ৩০৬ ।
ততোঽভিষিষিচুর্বিপ্রা মন্ত্রিণোভূভুজশ্চ তং । ৩০৭ ।
রেমিরে পূর্ব্ববৃত্তান্তকথনৈরমৃতৈরিব ।
লীলা লীলাচ রাজাচ জীবন্মুক্তা মহাধিয়ঃ । ৩০৮ ।
প্রজ্ঞপ্তের্জ্ঞানসংবুদ্ধো রাজা লীলাদ্বয়ান্বিতঃ ।
চক্রে বর্ষাযুতাম্যষ্টৌ তত্ররাজ্যমনিন্দিতং । ৩০৯ ।
জীবন্মুক্তাস্ত ইত্যেবং রাজ্যং বর্ষযুতাষ্টকং ।
কৃত্বা বিদেহমুক্তত্বমাসেদুঃ সিতসম্বিদঃ । ৩১০ ।
ইতি বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে লীলোপাখ্যানং
নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ । *। ৬ । *।

বশিষ্ঠ কহিলেন, সরস্বতী এইরূপ কথা কহিয়া, সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন । ৩০৫ । তদনন্তর রাজমন্দির জয়, মঙ্গল, পুণ্যাহ বাচন, এবং ঘুম্‌ ঘুম্‌ ঘর্ঘর শব্দ দ্বারা পূর্ণ, এবং হৃষ্ট পুষ্ট জন দ্বারা আকীর্ণ হইয়া উঠিল ।৩০৬। পরে ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, এবং অন্যান্য নৃপতিগণ (আগমন পূর্ব্বক সেই) রাজাকে অভিষেক করিলেন । ৩০৭ । মহাবুদ্ধি লীলাদ্বয়, এবং রাজা, জীবন্মুক্ত হইয়া অতীত বৃত্তান্ত কথন দ্বারা অমৃতের ন্যায় আনন্দানুভব করিতে লাগিলে ।৩০৮ নৃপতি জ্ঞানরূপিণী দেবী সরস্বতীর (কৃপায়) জ্ঞান দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া লীলাদ্বয়-সমভিব্যাহারে সেই নগরে অষ্ট অযুতবর্ষ পর্য্যন্ত অনিন্দিত ভাবে রাজ্য করিতে লাগিলেন । ৩০৯ । তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া এই প্রকারে অষ্টাযুত বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়া সিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা বিদেহ মুক্তি প্রাপ্তহইলেন ।৩১০।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উপাদেয়তা ও চমৎকারিতা অনুভব করিয়া আমার পিতামহের তৃতীয় সহোদর স্বর্গীয় সত্যকিঙ্কর ঘোষাল রায়চৌধুরী বাহাদুর মূল সহ ইহার কিয়দংশ অনুবাদ করাইয়া জনসমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে আমার পূজ্যপাদ পিতামহ স্বর্গীয় রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর সাধারণের প্রয়োজন দেখিয়া এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ১২৫৭ সালে পুনর্মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়া যান। দুর্ভাগ্যের বিষয়! উভয়েই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিবার সময় পান নাই। এক্ষণে আমি আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেব কুমার সত্য সত্য ঘোষাল বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে সম্পূর্ণ সমূল এই গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদ সহ কেবলমাত্র ডাকমাসুল দীং ব্যয় তিন টাকা লইয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। যোগবাশিষ্ঠ ১ম খণ্ডের পর, ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। দেশ বিদেশীয় বহুতর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের উত্তেজনাপ্রযুক্ত এই পুস্তক প্রকাশে আমার হস্তক্ষেপ। যদিও এক্ষণে গ্রাহক হইবার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে নিত্য নিত্য কত পত্র লিখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধে আমাকে অগত্যা সময় বৃদ্ধি করিয়া দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। যোগ্যপাত্রে পুস্তক অর্পিত হইলে পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি হয় বলিয়া জানাইতেছি যে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এখনও কতকগুলিকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

ভূকৈলাস খিদিরপুর
কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতত্তে কথিতং রাম দৃশ্যদোষনিবৃত্তয়ে।
লীলোপাখ্যানমনঘং ঘনতাং জগতস্ত্যজ। ১।
অসদাভাসমাচ্ছাদ্য ব্রহ্মাস্তীহ প্রবৃংহিতং।
বৃহচ্চিদ্ভৈরববপুরানন্দাভিধমব্যয়ং। ২।
তস্য যৎ সমমাপুর্ণং শুদ্ধসত্ত্বমচিন্তিতং।
তদ্বিদামপ্যনির্দ্দেশ্যং তচ্ছান্তং পরমং পদং। ৩।
ব্রহ্মণঃ স্ফুরণং কিঞ্চিদ্ যদবাতাম্বুধেরিব।
দীপস্যাথাপ্যবাতস্য তং জীবং বিদ্ধি রাঘব। ৪।
তদেব ঘনসম্বিত্ত্যা যাত্যহন্তামনুক্রমাৎ।
রুদ্ধাগ্নিঃ স্বেন্ধনাধিক্যাৎ স্বাং প্রকাশকতামিব। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রামচন্দ্র! (আমি) তোমার নিকটে দৃশ্যদোষনিবৃত্তির জন্য লীলার অনঘ উপাখ্যান বর্ণন করিলাম, (তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া) জগতের নিবিড়তা পরিত্যাগ কর। ১। ব্রহ্ম অনিত্য জগতের প্রকাশকে আচ্ছাদন করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন,—অর্থাৎ সত্যাত্মদ্বারা মিথ্যাময় জগতের মিথ্যাত্ব আচ্ছাদন করিয়া সত্যস্বরূপে প্রকাশিত হন; তিনি মহচ্চৈতন্য, ভীষণবপু, অবিনাশী ও নিত্যকাল-আনন্দময়। ২।

সেই বৃহচ্চিদ্বপু পূর্ণ ব্রহ্মপদার্থের যে অচিন্তিত শুদ্ধসত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞানীগণও তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, এবং সেই শান্ত পরম পদই, ব্রহ্ম (বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে)। ৩। নির্ব্বাত সমুদ্র ও নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় ব্রহ্মের যে কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি, হে রাঘব! তাহাকেই জীব বলিয়া জানিও। ৪।

যেরূপ রুদ্ধ অগ্নি, কাষ্ঠাধিক্য প্রযুক্ত প্রকাশকতা শক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় স্ফুরণরূপ জীব, ঘন-জ্ঞান-প্রভাবে ক্রমে অহংভাব প্রাপ্ত হইয়া

সংকল্পোন্মুখতাং যাত স্ত্বহঙ্কারোভবত্যতঃ।
চিত্তং চেতো মনো মায়া প্রকৃতিশ্চেতি নামভিঃ। ৬।
এতস্মাৎ কারণাদেব মনঃ প্রথমমুত্থিতং।
মননাত্মকতাভোগি তেনেদং তন্যতে জগৎ। ৭।
অপারাবারবিস্ফারসঙ্কিৎসলিলবল্গনৈঃ।
চিদেকার্ণব এবায়ং স্বয়মাত্মা বিজৃম্ভতে। ৮।
দীর্ঘস্বপ্নঃ স্থিতিং যাতঃ সংসারাখ্যো মনোবশাৎ।
অসম্যগ্‌দর্শনাৎ স্থাণাবিব পুংপ্রত্যয়ো দৃঢ়ঃ। ৯।
দ্বৈতং যথা নাস্তি চিদাত্মতত্ত্বয়ো
স্তথৈব ভেদোঽস্তি ন জীবচিত্তয়োঃ।
যথৈব ভেদোঽস্তি ন জীবচিত্তয়ো
স্তথৈব ভেদোঽস্তি ন জীবসর্গয়োঃ। ১০।

থাকে। ৫। জীব সংকল্লোন্মুখ হইলে অহঙ্কার প্রকাশ পাইয়া থাকে, অহঙ্কার হইতে (চিত্তের উৎপত্তি); ইহারই চিত্ত, চেতঃ, মন, মায়া, প্রকৃতি এইরূপ নানা প্রকার নামভেদ হইয়া থাকে। ৬। এই কারণ প্রযুক্ত প্রথমেই মন উত্থিত হইয়া থাকে, এবং উহা মননাত্মকত্ব প্রযুক্ত—অর্থাৎ "আমি বহু হইব" ইত্যাদি মনন দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে,—অর্থাৎ সেই মন আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মক জগৎ বিস্তৃত করিয়া থাকেন। ৭।

যাহার পারাপার নাই এরূপ বিস্ফাররূপ বিজ্ঞান সলিলের চালন দ্বারা এই আত্মা চিৎসমুদ্ররূপে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। ৮। যে প্রকার অসম্যক্ দর্শনপ্রযুক্ত শাখাপল্লববিহীন বৃক্ষে পুরুষের দৃঢ় প্রত্যয় হইয়া থাকে, সেই প্রকার সংসার নামক দীর্ঘস্বপ্ন মনোমধ্যে স্থান পাইয়া থাকে। ৯।

যেরূপ চিৎ ও আত্মতত্ত্বের দ্বৈতভাব নাই, সেইরূপ জীব ও চিত্তের

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং।
রাক্ষস্যোক্তং মহাপ্রশ্নজালমাবলিতাখিলং। ১১।
অস্তি কজ্জলপঙ্কাদ্রিরিবোগ্রা শালভঞ্জিকা।
হেমাদ্রেরুত্তরে পার্শ্বে কর্কটী নাম রাক্ষসী। ১২।
স্থিরবিদ্যুল্লতানেত্রা খর্জূরতরুজানুকা।
বৈদূর্য্যশূর্পাগ্রনখা স্নায়্বস্থিগ্রন্থিদেহিনী। ১৩।
তস্যা বিপুলদেহত্বাদ্দুর্লভত্বান্নিজান্ধসঃ।
অতৃপ্তোঽর্ণবলেখায়া ইবাভুজ্জাঠরোঽনলঃ। ১৪।
ন কদাচন সা তৃপ্তিমুপযাতি মহোদরী।
বড়বানলজিহ্বেব চিন্তয়ামাস চৈকদা। ১৫।

ভেদভাব নাই; যে প্রকার জীব ও চিত্তের বৈষম্য দেখা যায় না, সেই প্রকার জীব ও সৃষ্টির ভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় না;—অর্থাৎ জীব হইতে চিত্ত এবং সৃষ্টি প্রকাশ পাওয়াতে ইহাদের ভিন্ন ভাব থাকিতে পারে না। ১০। বশিষ্ঠ কহিলেন,—আমি এবিষয়ের উদাহরণস্বরূপে রাক্ষসীর উক্ত মহাপ্রশ্ন-সম্বলিত এক প্রাচীন ইতিহাস (তোমার নিকটে বলিতেছি, শ্রবণ কর)। ১১।

কজ্জল পঙ্কাদ্রির ন্যায় ভীষণাকার, শালবৃক্ষবিদারণী কর্কটী নাম্নী এক রাক্ষসী হিমালয়াচলের উত্তরদিকে অবস্থিতি করে। ১২। তাহার চক্ষু স্থির বিদ্যুল্লতাপ্রায়, জানুদেশ খর্জ্জুরবৃক্ষসদৃশ, নখ বৈদূর্য্যসূর্পের তুল্য, এবং শরীর স্নায়ু ও অস্থির গ্রন্থিবিশিষ্ট। ১৩। সেই রাক্ষসীর বিপুল শরীর প্রযুক্ত এবং আহারের দুর্লভত্ব হেতু জঠরাগ্নি, সমুদ্রের বড়বানলের ন্যায় (নিয়ত) অতৃপ্ত থাকিত। ১৪। মহোদরী সেই রাক্ষসী, বাড়বানলের জিহ্বার ন্যায় কোন কালে আহারে তৃপ্তিলাভ না করাতে একদিন (এই) চিন্তা করিল। ১৫।

জম্বুদ্বীপগতান্ সর্ব্বান্ নিগিরামি জনান্ যদি।
অনারতমনুচ্ছ্বাসং জলরাশিমিবার্ণবঃ। ১৬।
মেঘেন মৃগতৃষ্ণেব তন্মে ক্ষুদুপশাম্যতি।
তপঃ করোমি পরমমক্লিষ্টেনৈব চেতসা। ১৭।
ইতি সংচিন্ত্য সা সর্ব্বং সর্ব্বজন্তুজিঘাংসয়া।
তপোঽর্থমনুসস্মার পর্ব্বতং ভূতদুর্গমং। ১৮।
তত্র গত্বাথ সা স্নাত্বা তপঃ কর্ত্তুং কৃতস্থিতিঃ।
অতিষ্ঠদেকপাদেন চন্দ্রার্কন্যস্তলোচনা। ১৯।
ক্রমেণ দিবসাঃ পক্ষাস্তস্যা মাসাস্ততো যযুঃ।
শীতাতপেষু লীনায়াঃ কৃতায়া ইব শৈলতঃ। ২০।
অথ বর্ষসহস্রেণ তাং পিতামহ আযযৌ।
দারুণং হি তপঃ সিদ্ধ্যৈ নীচানামপি জায়তে। ২১

যেরূপ সমুদ্র জলরাশিকে উদর মধ্যস্থ করে, তাহার ন্যায় যদি আমি সতত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগের সহিত জম্বুদ্বীপবাসী সকল লোকদিগকে ভোজন করি, । ১৬। তাহা হইলে যেরূপ মেঘ দ্বারা মৃগতৃষ্ণা বিদূরিত হয়, তাহার ন্যায় আমার ক্ষুধা নিবারিত হইতে পারে; (যাহা হউক,) আমি এজন্য সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করি। ১৭। রাক্ষসী সকল জন্তু হননেচ্ছায় এইরূপ চিন্তা করিয়া, তপস্যা করিবার জন্য সকল প্রাণীর দুর্গম হিমালয় গিরি স্মরণ করিল। ১৮। অনন্তর তপস্যার্থে সেই হিমালয় পর্ব্বতে গমন ও সেখানে অবস্থান করিয়া স্নানান্তে চন্দ্রসূর্য্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি সন্নিবেশ পূর্ব্বক এক পাদে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ১৯। শীত এবং আতপে লীনা, শৈলের ন্যায় শরীর সেই রাক্ষসীর, ক্রমে ক্রমে দিবস, পক্ষ ও মাস অতীত হইল। ২০। অনন্তর বর্ষসহস্র গত হইলে পর, ব্রহ্মা তাহার নিকটে

মনসৈব প্রণম্যৈনং সা তথৈব স্থিতা সতী।
কোবরঃ ক্ষুচ্ছমায়ালমিতি চিন্তাপরাভবৎ। ২২।
আঃ স্মৃতং প্রার্থয়িষ্যেঽহং বরমেকমিমং বিভুং।
অনায়সী চায়সীব স্যামহং জীবসূচিকা। ২৩।
যথাভিমতমেতেন গ্রসেয়ং সকলং জনং।
ক্রমেণ ক্ষুদ্বিনাশায় ক্ষুদ্বিনাশঃ পরং সুখং।
প্রাণিনামথ সর্ব্বেষাং হৃদয়ং প্রবিশাম্যহং। ২৪।
ইতি সংচিন্তয়ন্তীং তামুবাচ কমলাসনঃ।
পুত্রি কর্কটিকে রক্ষঃকুলশৈলাব্জমালিকে।
উত্তিষ্ঠ তব তুষ্টোঽস্মি গৃহাণাভিমতং বরং। ২৫।

উপস্থিত হইলেন ; (কারণ), উৎকট তপস্যা করিলে নীচব্যক্তিরও ফলসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ২১। সেই রাক্ষসী, ব্রহ্মাকে (দেখিতে পাইয়া), মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই প্রকারে অবস্থিতিপূর্ব্বক এই চিন্তা করিতে লাগিল ; কোন্ বর গ্রহণ করিলে আমার ক্ষুধাশান্তি ঘটিবে ?। ২২।

আঃ (আমার) স্মরণ হইল, আমি লোক পিতামহের নিকটে এই বর প্রার্থনা করি যে, অলৌহময়ী আমি, লৌহময়ীর ন্যায় জীবসূচিকা—অর্থাৎ সকলের নাশকারিণী হইতে পারি। ২৩। আমার যেরূপ অভিলাষ, সেই প্রকার বর-প্রভাবে আমার ক্ষুধানাশের জন্য সকল প্রাণীকে গ্রাস করিব ; ক্ষুধা নাশ হইলে সুখের সীমা থাকিবেক না ; আমি এই বর দ্বারা প্রাণী-দিগের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক সকলকে ভক্ষণ করিতে পারিব। ২৪।

কমলযোনি রাক্ষসীকে এই প্রকার ধ্যানপরায়ণ দেখিয়া বলিতে লাগি-লেন, হে রক্ষঃকুলপর্ব্বতের পদ্মমালাস্বরূপ পুত্রি কর্কটিকে ! আমি তোমার তপস্যায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি উঠ ; (আমার নিকট হইতে)

কর্কট্যুবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ স্যামহং জীবসূচিকা।
অনায়সী চায়সীব বিধে দাস্যসি চেদ্বরং। ২৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমস্ত্বিতি তামুক্ত্বা পুনরাহ পিতামহঃ।
সূচিকা সোপসর্গা ত্বং ভবিষ্যসি বিসূচিকা। ২৭।
দুর্ভোজনা দুরারম্ভা দুঃখা দুঃস্থিতয়শ্চ যে।
দুর্দ্দেশবাসিনো দুষ্টা স্তেষাং হিংসাং করিষ্যসি। ২৮।
প্রবিশ্য হৃদয়ং প্রাণৈঃ সপ্তপ্লীহাদিবাধয়া।
তত্রৈব বাধয়া ব্যাধির্ভবিষ্যসি বিসূচিকা। ২৯।
সগুণং নির্গুণং বাপি জনমাসাদয়িষ্যসি।

অভিলষিত বর গ্রহণ কর। ২৫। কর্কটী বলিতে লাগিল;—হে ভূতভব্যেশ ভগবন্ কমলাসন! যদি আমাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে অলৌহ-ময়ী আমি, যাহাতে লৌহময়ী জীবসূচিকা হইতে পারি, এরূপ বর প্রদান করুন। ২৬।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন;—ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি নানা প্রকার উপসর্গবিশিষ্ট বিসূচিকাবিশেষ হইবে। ২৭। যেসকল ব্যক্তি অপবিত্র দ্রব্য ভোজনে তৎপর, যাহাদের কার্য্যারম্ভ দুঃখজনক, যাহারা দুঃখস্থিত, ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত, যাহারা দুর্দ্দেশবাসী, এবং হৃতমর্য্যাদ, সেই সকল লোকদিগকে তুমি হিংসা করিবে। ২৮। তুমি জীবদিগের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সপ্তপ্রকার প্লীহাদি বাধা দ্বারা (তাহাদিগকে) বিব্রত করিবে বলিয়া, তোমার নাম বিসূচিকা ব্যাধি হইবে। ২৯। কি সগুণ, কি নির্গুণ, প্রাণীমাত্রকেই তুমি অবসন্ন করিতে পারিবে; কিন্তু সগুণদিগের

সগুণানাং চিকিৎসার্থং মন্ত্রোঽয়ন্তু ময়োচ্যতে। ৩০।
ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ বাং বিষ্ণুশক্তয়ে নমো ভগবতি
বিষ্ণুশক্তে এনাং হর হর হন হন পচ পচ মথ মথ
উৎসাদয় উৎসাদয় দূরং কুরু দূরং কুরু স্বাহা
ইমমনুগচ্ছ গচ্ছ জীব স চন্দ্রমণ্ডলগতোসি স্বাহা। ৩১।
আর্ত্তোগর্ত্তান্তরাকারাস্তেন হস্তেন সংযুতঃ। ৩২।
হিমশৈলাদিমুখ্যেন বিধূতাং তাং বিনিশ্চয়েৎ।
কর্কটীং কর্কশাক্রন্দাং মন্ত্রদর্পেণ মর্দ্দিতাং। ৩৩।
আতুরং চিন্তয়েচ্চান্দ্ররসায়নহৃদি স্থিতং।
অজরামরণং মুক্তং সর্ব্বাধিব্যাধিবিভ্রমৈঃ। ৩৪।
সাধকোহি শুচিভূর্ত্বা স্বাচান্তঃ সুসমাহিতঃ।
ক্রমেণানেন সকলাঃ প্রোচ্ছিনত্তি বিসূচিকাঃ।

চিকিৎসার জন্য আমি তোমাকে এই মন্ত্র বলিয়া দিতেছি। ৩০। ওঁকারাদি বীজস্বরূপ বিষ্ণুশক্তিকে নমস্কার; হে ভগবতি বিষ্ণুশক্তে! তুমি এই বিসূচিকা ব্যাধি হরণ কর, হরণ কর, হনন কর, হনন কর, পচন কর, পচন কর. মন্থন কর, মন্থন কর, উৎসাদন কর, উৎসাদন কর, দূর কর, দূর কর, স্বাহারূপিণী তুমি চন্দ্রমণ্ডলে গমন কর। ৩১। ব্যাধিত ব্যক্তি এই মহামন্ত্র বাম হস্তাদিতে রাখিয়া, সেই হস্ত উদর সংযুক্ত করিয়া গর্ত্তান্তর আকারহেতু হস্ত সংযোগপূর্ব্বক। ৪২। মন্ত্রদর্প দ্বারা মর্দ্দিত ও কর্কশভাবে আক্রন্দিত সেই কর্কটীকে হিমশৈলাদি শ্রেষ্ঠ বস্তু দ্বারা কম্পিত বলিয়া চিন্তা করিবে। ৩৩।

রোগাতুর ব্যক্তি, সকল প্রকার আধি-ব্যাধি-বিনাশের জন্য নিজান্তঃকরণে আপনি চান্দ্ররসায়ন, (আধি-ব্যাধি-মুক্ত) ও জরামৃত্যুবিহীন বলিয়া চিন্তা করিবে। ৩৪। সাধক ব্যক্তি পবিত্র হইয়া সাবধানতার সহিত আচমনপূর্ব্বক

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বেধাস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ৩৫।
অথ প্রাদেশমাত্রাভা ততোপ্যঙ্গুলিরূপিণী।
ততোমাষময়ীতুল্যা ততঃ সূচী বভুব সা। ৩৬।
কস্যচিদ্বিবশাঙ্গস্য ক্ষীণস্য বিপুলস্য চ।
প্রবিশ্য জীবসূচিত্বে ভবত্যন্তর্বিসূচিকা। ৩৭।
এবং বহূনি বর্ষাণি প্রাণিপ্রাণৈকঘাতিনী।
দেহদ্বয়েন বভ্রাম ব্যোম্নি ভূমিতলে তথা। ৩৮।
অথ কালেন বহুনা কর্কটী বনবাসিনী।
নির্ব্বেদমন্তরগমদ্ধিক্ কষ্টং কিমিদং কৃতং। ৩৯।
কিমহং সূচিকা জাতা সূচ্যাং কিমিব শাম্যতি।
সূচীয়ং রক্তমাংসানাং কণমাত্রেণ পূর্য্যতে। ৪০।

যথাক্রমে এই সকল বিসূচিকার শান্তি করিয়া থাকেন; ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ৩৫। অনন্তর রাক্ষসী প্রথমে প্রাদেশপ্রমাণ, পরে অঙ্গুলি প্রমাণ আকার ধারণ করিয়া, (শেষে কৃষ্ণবর্ণ) মাষের ন্যায় সূচীদেহ ধারণ করিল। ৩৬। (এইরূপে) সেই রাক্ষসী সূচীরূপিণী হইয়া বিবশাঙ্গ, ক্ষীণ ও স্থূলাকার কোন ব্যক্তির উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবহিংসা করিয়া অন্তর্বিসূচিকা হইল। ৩৭।

প্রাণীদিগের প্রাণঘাতিনী রাক্ষসী এই প্রকারে (স্থূল ও সূচী এই) দেহদ্বয় ধারণ করিয়া, অন্তরীক্ষে ও পৃথ্বীতলে অনেক বৎসর অতিবাহিত করিল। ৩৮। অনন্তর বহুকালের পর সেই বনবিহারিণী কর্কটী, অন্তঃকরণে এইরূপ নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইল যে, আমাকে ধিক্, আমি তপস্যাচরণ করিয়া কি দুঃখজনক কার্য্যই করিয়াছি? । ৩৯। আমি কি জন্য সূচী শরীর ধারণ করিয়াছি, ইহাতে কি ক্ষুধা শান্তি হইতে পারে? এই সূচী, রক্তমাংসের কণামাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ৪০।

মামন্তরনিশং হন্তুং তৃষ্ণা সূচিরিয়ং স্থিতা।
ক্ব মে তানি বিশালানি গতান্যঙ্গানি ভুর্ধিয়ঃ।
কালমেঘবিশালানি সুবিশীর্ণানি পর্ণবৎ। ৪১।
সূচ্যাং ময়ি হতাশায়াং মনাগপি ন সন্তি হি।
স্বাদুমাংসরসগ্রাসা বসা বা রক্তমেব বা। ৪২।
ইতি সংচিন্ত্য চিত্তস্থং সংহৃতং জনমারণং।
তদেব হিমবচ্ছৃঙ্গং জগাম তপসে পুনঃ। ৪৩।
সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য নির্ব্বেদরসগর্ব্বিণী।
নিঃসংকল্পা নিরাধারা নিস্তরঙ্গা মনোময়ী। ৪৪।
অথ বর্ষসহস্রান্তে সা প্রাপ পরমাং দশাং।
বভূব নির্ম্মলা সূচী তপসা ক্ষীণকল্মষা। ৪৫।

আমি অতিশয় নির্ব্বোধ,আমার তৃষ্ণা সূচীরূপিণী হইয়া নিরন্তর আমাকে হনন করিতে উদ্যত হইতেছে; আমার সেই বিশাল অঙ্গসকল এক্ষণে কোথায় (গমন করিল?), কালমেঘ তুল্য আমার বিপুল অঙ্গসকল কি পতিত পত্রের ন্যায় বিশীর্ণ হইল?। ৪১।

আমি সূচীশরীর হওয়াতে (এই লাভ হইয়াছে যে,) সুস্বাদু সরস মাংস-গ্রাস, বসা ও রক্ত (প্রাপ্তিতে) আমাকে হতাশ হইতে হইয়াছে। ৪২। রাক্ষসী এই প্রকার চিন্তা করিয়া, আপনার অন্তঃকরণ হইতে জীবহিংসা বিসর্জ্জন দিয়া পুনর্ব্বার তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়গিরিশিখরে গমন করিল। ৪৩। সেই রাক্ষসী, সূচীদেহ ধারণে উদ্বিগ্ন হইয়া সকল বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক বৈরাগ্য-পথের পথিক হইয়া (অতি) উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিল। ৪৪।

(এই রূপে) জগদ্রূপ আধার ত্যাগ ও মায়া-বিক্ষেপ-রহিত পূর্ব্বক সেই

জাতা বিদিতবেদ্যাসৌ স্বয়মেব তথা ধিয়া।
ততো বর্ষসহস্রাণি নিঃসংকল্পতয়া ধিয়া।
তস্থৌ নিখিল সংসারহেয়তাং হৃদি কুর্ব্বতী। ৪৬।
তাং বেধাস্তাদৃশীং জ্ঞাত্বা পদং পরমমাস্থিতাং।
উপেত্যোবাচ ভগবান্ পুত্রি কর্কটি রাক্ষসি। ৪৭।
তামেব তনুমাসাদ্য সুখিনী ভুবনে চর।
জীবন্মুক্তাসি হে বৎসে হার্দ্দং তে গলিতং তমঃ। ৪৮।
যে মূঢ়া যে দুরাচারা মূর্খা দুস্থিতয়শ্চ যে।
দুর্দ্দেশবাসিনো যে চ তে তে গ্রাসা বপুঃ স্থিতেঃ। ৪৯।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বেধাঃ সাভূত্তদনু রাক্ষসী।
অন্তঃ সচ্চিন্ময়ী বাহ্যবৃত্তিকল্লোলবর্জ্জিতা। ৫০।

রাক্ষসী, সংকল্প-শূন্য হইয়া মনের সহিত আত্মার একত্রীকরণ পূর্ব্বক বর্ষসহস্র অতীত হইলে পর, সূচীদেহ ধারণ করিয়া ক্ষীণপাপও নির্ম্মল হইয়া পরম দশা—অর্থাৎ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ৪৫। সে সিদ্ধবুদ্ধি দ্বারা বেদ্য বস্তু অর্থাৎ—ব্রহ্মপদার্থ জানিতে পারিয়া. নির্বাসনা বুদ্ধি প্রযুক্ত অন্তঃকরণে সংসারকে অতিশয় হেয় বলিয়া বোধ করিয়া, বর্ষসহস্রকাল অতিবাহিত করিল। ৪৬।

বিধাতা, রাক্ষসী পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছে জানিয়া, তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে এই কথা বলিলেন,—হে রাক্ষসি কর্কটি! ৪৭। তুমি পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইয়া ভুবন ভ্রমণ করিতে থাক; হে বৎসে! তুমি এক্ষণে জীবন্মুক্ত হইলে, তোমায় হৃদয়ের তমোরাশি গলিত হইয়াছে। ৪৮। যে সকল ব্যক্তি মূঢ়, দুরাচার, মূর্খ, দুঃস্থ ও দুর্দ্দেশ-বাসী, তুমি শরীর ধারণের জন্য তাহাদিগকে ভোজন করিবে। ৪৯।

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন. রাক্ষসী তাহার পর বাহ্যবৃত্তির

চিরং তদনু সা তস্থে নির্ব্বিকল্পসমাধিনা।
অথ কালেন মহতা চিত্তস্পন্দনমেত্য সা।
বহির্বৃত্তিময়ী জাতা তাং সস্মার পুনঃ ক্ষুধাং। ৫১।
যাবৎ সত্বং হি দেহস্থ স্বভাবোনাপবর্ত্ততে। ৫২।
ততঃ সা চিন্তয়ামাস গ্রাসোজাত্যুচিতো মম।
বেধসা কল্পিতা মূঢ়া স্তস্তান্ বিচিনোম্যহং। ৫৩।
ইতি সংচিন্ত্য সা তস্মাদুত্থায় গিরিশৃঙ্গতঃ।
বিবেশ শৈলপাদস্থং কিরাতজনমণ্ডলং। ৫৪।
তত্র ক্বাপি মহাটব্যাং নিবাসমকরোত্ততঃ। ৫৫।
এতস্মিন্নন্তরে তস্মিন কিরাতজনমণ্ডলে।
হস্তহার্য্যতমঃ পিণ্ডা বভূবাসিতযামিনী। ৫৬।

কলরব বিরহিত :—(সুতরাং) অন্তরে শুদ্ধ চিন্ময়ী হইয়া (কালযাপন করিতে লাগিল)। ৫০। সে নির্ব্বিকল্প সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনেক কাল অতিবাহিত করিল; অনন্তর বহুকালের পর, চিত্তে স্ফূর্ত্তি হওয়াতে তাহার বাহ্য বিষয় জ্ঞান প্রকাশ পাইল,—আবার পূর্ব্বক্ষুধা স্মরণ করিল। ৫১। (কারণ) যেকাল পর্য্যন্ত (দেহীর) দেহ বিদ্যমান থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না। ৫২। তদনন্তর সেই নিশাচরী এই চিন্তা করিল, ভগবান্ বিধাতা আমার আহারের জন্য মূর্খলোকদিগকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; অতএব, আমি এক্ষণে সেই ভক্ষ্য অন্বেষণ করি। ৫৩। এই প্রকার চিন্তা করিয়া সেই রাক্ষসী গিরিশৃঙ্গ হইতে উত্থিত হইয়া, পর্ব্বতের পাদদেশাবলম্বী কিরাতমণ্ডলমধ্যে প্রবেশ করিল। ৫৪। সে সেখানকার নিকটবর্ত্তী কোন কানন-মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। ৫৫। সেই সময় কিরাতজনমণ্ডলে কৃষ্ণপক্ষীয় ঘোর রাত্রি এরূপে আবির্ভূত হইল যে, হস্তগ্রাহ্য বস্তুও দৃষ্টি

তস্যাং রজন্যাং ভীমায়াং মন্ত্রিণা সহ ভূপতিঃ।
অটবীং বিক্রমোদারঃ প্রাবিশৎ বীর্য্যচর্য্যয়া। ৫৭।
অটব্যাং কর্কটী সা তৌ চরন্তৌ রাজমন্ত্রিণৌ।
অপশ্যদ্ধতধৈর্য্যাথ বেতালালোকনোন্মুখৌ। ৫৮।
অথ সা চিন্তয়ামাস লব্ধৌ ভক্ষৌ হহো ময়া।
মূঢ়াবেতাবনাত্মজ্ঞৌ ভারো দেহঃ কিলানয়োঃ। ৫৯।
ইহামুত্র চ নাশায় মূঢ়ো দুঃখায় জীবতি।
যস্মাৎ বিনাশনীয়োঽসৌ পাপোঽসম্পত্তিহেতুতঃ। ৬০।
আদিসর্গে চ নিয়মঃ কৃতঃ পঙ্কজজন্মনা।
হিংস্রাণাং ভোজনায়াস্তু মূঢ়াত্মানাত্মবানিতি। ৬১।
তস্মাদিমৌ ময়ৈবাদ্য ভোক্তব্যৌ ভোজ্যতাং গতৌ।

হয় না। ৫৬। সেই ভীষণ রজনীযোগে মহাবিক্রমশালী কোন রাজা সেই বনে আত্ম-বিক্রম পরীক্ষা করিবার জন্য অমাত্যের সহিত আগমন করিলেন। ৫৭। কর্কটী রাক্ষসী, বেতাল দর্শনে উন্মুখ রাজা ও রাজমন্ত্রীকে বনভ্রমণ করিতে দেখিয়া, অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। ৫৮। অনন্তর রাক্ষসী এই চিন্তা করিল, কি আশ্চর্য্য! (আমি এখানে থাকিয়া) দুইটী ভক্ষ্য লাভ করিলাম, (কি চমৎকার!) এই দুই ব্যক্তির দেহধারণ ভার বলিয়া বোধ হইয়াছে; ইহারা (কোনক্রমে) আত্মতত্ত্ব অবগত নহে। ৫৯।

মূঢ়ব্যক্তি ইহ ও পরকালে নাশের জন্যই (কল্পিত হইয়াছে); দুঃখ-ভোগের জন্যই মূঢ়লোকে জন্মগ্রহণ করে; অতএব আমি দুর্ভাগ্য হেতু পাপাত্ম এই মূঢ় দুই জনের বিনাশ সাধন করিব। ৬০। কমলযোনি ব্রহ্মা, সৃষ্টির প্রথমে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, আত্ম-তত্ত্ব-বিহীন মূঢগণ হিংস্র রাক্ষসাদির ভোজ্য হইবে। ৬১। অতএব, ভোজ্যতা-প্রাপ্ত

অভব্য এব নির্দোষং প্রাপ্তমন্ন মুপেক্ষতে। ৬২।
ন কদাচিদিমৌ স্যাতাং গুণযুক্তৌ মহাশয়ৌ।
তাদৃগ্জনবিনাশোহি স্বভাবাম্মে ন রোচতে। ৬৩।
তদেতৌ সং পরীক্ষেঽহং যদি তাদৃগ্গুণান্বিতৌ।
তদ্ভক্ষ্যং ন করোম্যেতৌ ন হিংস্যাদ্গুণিনং ক্বচিৎ। ৬৪।
অকৃত্রিমং সুখং কীর্ত্তিমায়ুশ্চৈবাভিবাঞ্ছতা।
সর্ব্বাভিমতদানেন পূজনীয়া গুণান্বিতাঃ। ৬৫।
অপি নঙ্ক্ষ্যামি দেহেন নৈব ভক্ষ্যে গুণান্বিতং।
সুখয়ন্তি চ চেতাংসি জীবিতাদপি সাধবঃ। ৬৬।
অপি জীবিত দানেন গুণিনং পরিপালয়েৎ।

রাজা ও রাজমন্ত্রী এই দুইজনকে আমি অদ্য ভক্ষণ করিব; অভব্য—অর্থাৎ অকৃতী ও অক্ষম ব্যক্তিই উপস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ৬২।

(উপস্থিত) এই দুই ব্যক্তি কখনই গুণবান্ ও মহাশয় নহেন, কেননা, সেরূপ মহদ্ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা আমার স্বভাব নহে। ৬৩। (যাহা হউক) এই দুই ব্যক্তি সেই প্রকার গুণান্বিত কি না, অগ্রে পরীক্ষা করি; যদি ইঁহারা গুণবান্ হন, ভক্ষণ করিব না; কেননা, গুণিজনের হিংসা করা উচিত নহে। ৬৪। পাপানুষ্ঠানে যে সুখ হইয়া থাকে, তাহা কৃত্রিম; কিন্তু পুণ্যকার্য্য দ্বারা যে সুখলাভ হয়, তাহাই অকৃত্রিম; সেই অকৃত্রিম সুখ, কীর্ত্তি ও আয়ু যাহার বাঞ্ছনীয়, সেই ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার অভিমত বস্তু দান দ্বারা গুণবানদিগের পূজা করা উচিত। ৬৫। (বরং ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া) শরীর নষ্ট করিব, তথাপি গুণী ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিব না; (কারণ,) আত্ম-জীবন অপেক্ষা সাধু ব্যক্তি অন্তঃকরণকে অতিশয় আনন্দিত করিয়া থাকে। ৬৬। আত্ম-জীবন দান দ্বারা গুণিজনের পালন করা (সর্ব্বতোভাবে)

গুণবৎসঙ্গমৌষধ্যা মৃত্যুরপ্যেতি মিত্রতাং। ৬৭।
যত্রাহমপি রক্ষামি রাক্ষসী গুণশালিনং।
তত্রান্যঃ কো ন কুর্য্যাত্তং হৃদি হারমিবামলং। ৬৮।
উদারগুণযুক্তা যে বিহরন্তীহ দেহিনঃ।
ধরাতলেন্দবঃ সঙ্গাদ্ভৃশং শীতলয়ন্তি তে। ৬৯।
মৃতির্গুণিতিরস্কারো জীবিতং গুণিসংশ্রয়ঃ।
ফলং স্বর্গাপবর্গাদি জীবিতাং গুণিসংশ্রয়াৎ। ৭০।
তস্মাদিমৌ পরীক্ষেহহং কয়াচিৎ প্রশ্নলীলয়া।
কিং মাত্রজ্ঞানকাবেতাবিতি তামরসেক্ষণৌ। ৭১।

বশিষ্ঠউবাচ।

অথ সা রাক্ষসী রক্ষঃকুলকাননমঞ্জরী।
তমস্যেবাভ্রলেখেব গম্ভীরং নিননাদ চ। ৭২।

উচিত; যেহেতুক গুণবানদিগের সংসর্গস্বরূপ ঔষধ-সহযোগে মৃত্যুও মিত্রভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ৬৭। আমি রাক্ষসী হইয়াও যখন গুণিজনকে রক্ষা করিয়া থাকি, তখন, অপর কোন্ ব্যক্তি, গুণিকে অমল হারের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ না করিবে? । ৬৮। উদারগুণসম্পন্ন যে সকল দেহী, মর্ত্তলোকে বিহার করিয়া থাকেন, চন্দ্রসংযোগে ধরাতলের ন্যায় লোকে তাঁহাদের সংসর্গে অতিশয় শীতলতা ধারণ করিয়া থাকে। ৬৯। গুণবান্‌দিগকে তিরস্কার করাই মৃত্যু, এবং গুণির আশ্রয়ে অবস্থান করাই জীবন ধারণ; গুণিগণ সহবাসে যাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকে,তাহাদের স্বর্গাপবর্গ প্রভৃতি ফললাভ হইয়া থাকে।৭০। অতএব,আমি প্রশ্নচ্ছলে পদ্মলোচন এই দুই ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া, ইহাদিগের কিরূপ জ্ঞানের সীমা; তাহা অবগত হই। ৭১। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—অনন্তর রক্ষঃকুলকাননের মঞ্জরীস্বরূপ সেই

নাদান্তে সমুবাচেদং হুংকারপরুষং বচঃ।
গর্জ্জিতানন্তরং জাতক্রকাশনিশব্দবৎ। ৭৩।
ভো ভো ঘোরাটবীব্যোমপদবীশশিভাস্করৌ।
মহামায়া তমঃপীঠশিলাকোটরকীটকৌ। ৭৪।
কৌ ভবন্তৌ মহাবুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধীব সমাগতৌ।
মদ্‌গ্রাসপদমাপন্নৌ ক্ষণান্মরণকৌ স্থিতৌ। ৭৫।

রাজোবাচ।

ভো ভো ভূতক কিং স্যাস্ত্বং ক্ব তিষ্ঠসি চ দেহকং।
দর্শয়াস্মাং স্তব গিরঃ কো বিভেত্যলিনীধ্বনেঃ। ৭৬।
রাজ্ঞেত্যুক্তে রম্যমুক্তমিতি সংচিন্ত্য সা তয়োঃ।
প্রকাশায়াপ্যধৈর্য্যায় ননাদ চ জহাস চ। ৭৭।

রাক্ষসী, অন্ধকারে মেঘের ন্যায় ঘোর রব প্রকাশ করিল। ৭২। মেঘগর্জ্জনের পর শিলা ও বজ্রপাতের শব্দ যে প্রকার হয়, তাহার ন্যায় সেই রাক্ষসী ঘোর রব উচ্চারণের পর, হুঙ্কার পূর্ব্বক এই প্রকার পরুষ বাক্য বলিতে লাগিল। ৭৩। হে নিবিড় কাননস্বরূপ আকাশের চন্দ্রসূর্য্য, এবং মহামায়ান্ধকারস্বরূপ শিলা কোটরের কীটস্বরূপ! তোমরা দুইজনে আমার কথা শ্রবণ কর। ৭৪।

মহাবুদ্ধিশালী তোমরা দুইজন কে? তোমরা দুর্ব্বুদ্ধির ন্যায় এখানে সমাগত হইয়াছ, (এক্ষণে) তোমরা আমার গ্রাস-মধ্যে পতিত হইয়াছ, অতএব, ক্ষণমধ্যে তোমাদের মৃত্যু ঘটিবে। ৭৫। রাজা কহিলেন;—ওহে ভূত? তুমি কে? তোমার ক্ষুদ্র শরীর কোথায়? তুমি আমাদিগকে দর্শন দাও; (জানিও,) ভ্রমরীর গুঞ্জনে কাহার ভীতিসঞ্চার হইয়া থাকে? । ৭৬। নরনাথ এইরূপ কথা কহিলে পর, "সুন্দর উক্তি হইয়াছে" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাক্ষসী, প্রকাশ হইবার ও অধীরতা জন্মাইবার জন্য (মহা) রব ও হাস্য

ততো দদৃশতু স্তাং তৌ শব্দাপূরিতদিগ্‌গণাং।
তাদৃগ্‌হাসপ্রভাপূরদূরপ্রকটিতাকৃতিং। ৭৮।
কল্পান্তাশনিকায়েন পুষ্টা মদ্রিতটীমিব।
তামবেক্ষ্য মহাবীরৌ তথৈবাক্ষুভিতৌ স্থিতৌ। ৭৯।

রাজোবাচ।

মহারাক্ষসি সংরম্ভঃ কিময়ং তব নিষ্ফলঃ।
লঘবোঽপ্যথবা কার্য্যে লাঘবে প্যতিসম্ভ্রমাঃ। ৮০।
ত্যজ সংরম্ভমারম্ভোনায়ং তব বিরাজতে।
বিষয়ে হি প্রবর্ত্তন্তে ধীমন্তঃ স্বার্থসাধকাঃ। ৮১।
ত্বাদৃশানাং সহস্রাণি মশকানামিবাবলে।
আবাভ্যাং বীরবাত্যাভ্যাং ব্যূঢ়ানি তৃণপর্ণবং। ৮২।

করিল। ৭৭। রাজা ও মন্ত্রী, রাক্ষসীর (উৎকট) হাস্য-প্রভা দ্বারা প্রকাশিত এবং শব্দ দ্বারা দিগ্‌গণের ভয়োৎপাদক বিরাট মূর্ত্তি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন। ৭৮। কল্পান্ত কালীন অশনির দ্বারা পুষ্ট পর্ব্বততটের ন্যায় রাক্ষসীদেহ দর্শন করিয়া, রাজা ও মন্ত্রী, পূর্ব্বের ন্যায় (তদগ্রে) অক্ষুব্ধভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৭৯। রাজা বলিলেন;—হে মহারাক্ষসি! তোমার এরূপ নিষ্ফল আড়ম্বর কেন?—অর্থাৎ ইহা নিষ্প্রয়োজন; (জানিও) ক্ষুদ্র কার্য্যে ক্ষুদ্র লোকেরাই অতিশয় সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। ৮০। তুমি (এক্ষণে) আরব্ধ ক্রোধোদ্যম পরিত্যাগ কর, তোমার পক্ষে উহা শোভা পায় না; (কারণ,) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্বার্থসাধন করিতে গিয়া (সাধ্য কার্য্যেই) প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ৮১। হে অবলে! তোমাদিগের ন্যায় সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে আমরা দুইজনে, বীর বায়ু যেরূপ শুষ্ক তৃণ উড়াইয়া দেয়, তাহার ন্যায় উড়াইয়া দিতে পারি। ৮২।

স রস্তু জ্বরমুৎসৃজ্য সময়া স্বস্থয়া ধিয়া।
যুক্ত্যা চ ব্যবহারিণ্যা স্বার্থঃ প্রাজ্ঞেন লভ্যতে। ৮৩।
কথয়াভিমতং কিং তে কিমর্থয়সি চার্থিনী।
অর্থী স্বপ্নেঽপি নাস্মাকমপ্রাপ্তার্থঃ পুরোগতঃ। ৮৪।
ইত্যুক্তা সা তদা তেন চিন্তয়ামাস রাক্ষসী।
অহো নু বিমলাকারং সত্ত্বং পুরুষসিংহয়োঃ। ৮৫।
ন সামান্যাবিমৌ মন্যে বিচিত্রেয়ং চমৎকৃতিঃ।
বচোবক্ত্রেক্ষণান্যেব বদন্ত্যন্তর্বিনিশ্চয়ং। ৮৬।
বচোবক্ত্রেক্ষণদ্বারৈর্ধীমতামাশয়া মিথঃ।
একীভবন্তি সরিতাং পয়াংসি লবণৈরিব। ৮৭।
আভ্যাং প্রায়ঃ পরিজ্ঞাতো মম ভাবো নয়োর্ম্ময়া।

(অতএব হে রাক্ষসি!) তুমি ক্রোধজ্বর উপশম কর, (যেহেতুক) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সাম্যভাবাপন্ন স্বাভাবিক বুদ্ধি ও ব্যবহারানুগত যুক্তি দ্বারা স্বার্থ লাভ করিয়া থাকে। ৮৩। (যাহা হউক) তোমার অভিমত কি? তাহা প্রার্থনা কর; (জানিও) অর্থী আমাদিগের নিকটে স্বপ্নেও ব্যর্থমনোরথ হয় না। ৮৪।

রাজা তাহাকে এই কথা বলিলে পর, সেই রাক্ষসী (মনে মনে) এই চিন্তা করিল, (যে উপস্থিত) পুরুষ-শ্রেষ্ঠ দুইজনের আশ্চর্য্য প্রকার সত্ত্বগুণ। ৮৫। আমি এই দুইজনকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া মানিতেছি না, ইহারা বিচিত্র কথা বলিতেছে; (নিশ্চয়ই) মুখ, চক্ষু ও বাক্য দ্বারা অন্তর্গত অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। ৮৬। যেরূপ লবণের সহিত নদীর জল মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানীদিগের অভিপ্রায় (তাহাদের) বাক্য, মুখ ও দর্শন-দ্বার দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৮৭। ইহারা দুইজনে আমার অভিপ্রায় প্রায় জ্ঞাত হইয়াছে এবং আমিও ইহাদের অন্তরের ভাব জানিতে পারিয়াছি;

ন বিনাশ্যৌ মমেতৌ চ স্বয়মেবাবিনাশিনৌ। ৮৮।
তদেতৌ পরিপৃচ্ছামি কিঞ্চিৎ সন্দেহমুত্থিতং।
প্রাজ্ঞং প্রাপ্য ন পৃচ্ছন্তি যে কিঞ্চিত্তে নরাধমাঃ। ৮৯।
ইতি সংচিন্ত্য পৃচ্ছায়ৈ তন্নানাবচনং ততঃ।
অকালকল্পাভ্ররবং হাসং সংযম্য সাব্রবীৎ। ৯০।
কৌ ভবন্তৌ মহাবীরৌ কথ্যতামিতি মেহনঘৌ। ৯১।

মন্ত্র্যুবাচ।

অয়ং রাজা কিরাতানামস্যাহং মন্ত্রিতাং গতঃ।
উদ্যতৌ রাত্রিচারেণ ত্বাদৃগ্‌জনবিনিগ্রহে।
রাজ্ঞাং রাত্রিদিবং ধর্ম্মো দুষ্টদূতবিনিগ্রহঃ। ৯২।

রাক্ষস্যুবাচ।

রাজংস্ত্বমসি সন্মন্ত্রী দুর্ম্মন্ত্রী ন নৃপো ভবেৎ।

(সুতরাং) অবিনাশী এই দুই ব্যক্তিকে আমি স্বয়ং বিনাশ করিতে পারি না।৮৮। (যাহা হউক) আমার অন্তঃকরণে যে সন্দেহ উত্থিত হইয়াছে, আমি ইহাদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করি; (কারণ) প্রবীণ ব্যক্তিকে পাইয়া যাহারা কিছু জিজ্ঞাসা—অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান-শিক্ষা না করে, তাহারা নরাধম। ৮৯। রাক্ষসী, এই চিন্তা করিয়া আকালিক প্রলয়-মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় আপনার হাস্য সংবরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। ৯০। হে নিষ্পাপ মহাবীরদ্বয়! তোমরা দুইজন কে? (আমাকে বল)। ৯১। মন্ত্রী কহিতে লাগিলেন;—ইনি কিরাতদিগের অধিপতি, আমি ইহাঁরই অমাত্য পদে অভিষিক্ত, তোমাদিগের ন্যায় (হিংস্র জীব) দিগের নির্ঘাতনের জন্য (রাত্রিকালে এই বনে ভ্রমণ করিতেছি); দিবারাত্র দুষ্ট দূতদিগের দলন করাই রাজার ধর্ম্ম। ৯২। রাক্ষসী কহিল;—

সন্ন্ পস্থ ভবেন্মন্ত্রী রাজা সন্মন্ত্রিমান্ ভবেৎ। ৯৩।
রাজ্ঞৈবাদৌ বিবেকেন যোজনীয়ঃ সুমন্ত্রিণা।
তেনার্ঘ্যতামুপায়াতি যথা রাজা তথা প্রজাঃ। ৯৪।
প্রভুত্বং সমদৃষ্টিত্বং রাজ্ঞঃ স্যাদ্রাজবিদ্যয়া।
তামেব যো ন জানাতি নাসৌ মন্ত্রী ন বা নৃপঃ। ৯৫।
ভবন্তৌ তদ্বিদৌ সাধু যদি তচ্ছ্রিয়মাপ্স্যথঃ।
নচেদনর্থদৌ স্বস্যাঃ প্রকৃতেরদ্ম্যহং যুবাং। ৯৬।
একোপায়েন মৎপার্শ্বাদ্বালকাবুত্তরিষ্যথঃ।
মৎপ্রশ্নপঞ্জরং সারং চেদ্বিদারয়থো ধিয়া। ৯৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসী প্রশ্নান্ সা বক্তুমুপচক্রমে।
কথ্যতামিতি রাজ্ঞোক্তে তানিমান্ শৃণু রাঘব। ৯৮।

হে নরাধিপ! তুমি সন্মন্ত্রীপরিবেষ্টিত,—(সুতরাং) তিনি রাজপদবাচ্য নহেন। সৎ রাজার মন্ত্রী, এবং সন্মন্ত্রীযুক্ত রাজা হওয়াই উচিত। ৯৩।

রাজার অগ্রে বিবেকবিশিষ্ট মন্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়া উচিত; (কারণ, তাহা হইলে) রাজা যেরূপ, প্রজারাও তদ্রূপ হইবে। ৯৪। রাজবিদ্যার প্রভাবে রাজার প্রভুত্ব ও সমদর্শিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, যিনি রাজবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তিনি (মন্ত্রী হইলে) মন্ত্রী, এবং (রাজা হইলেও যথার্থ) রাজা হইতে পারেন না। ৯৫। যদি তোমরা রাজবিদ্যায় উত্তমরূপ পণ্ডিত হইতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগের রাজ-শ্রী লাভ হইতে পারে; নচেৎ তোমরা আপনাদিগের প্রকৃতির পীড়াদায়ক হইয়া আমারই ভক্ষ্য হইয়া উঠিবে। ৯৬। যদি তোমরা (আপনাদিগের) বুদ্ধিপ্রভাবে সারবান্ মৎকৃত প্রশ্নস্বরূপ পঞ্জর, বিদারণ করিতে পার, (তাহা হইলে উপস্থিত বিপদ

রাক্ষস্যুবাচ।

একস্যানেকসংখ্যস্য কস্যাণোরম্বুধেরিব।
অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব। ৯৯।
কিমাকাশমনাকাশং নকিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিং।
গচ্ছন্ন গচ্ছতি চ কঃ কোঽতিষ্ঠন্নেব তিষ্ঠতি। ১০০।
কশ্চেতনোঽপি পাষাণঃ কা চ ব্যোমনি চিত্রকৃৎ।
অণৌ জগন্তি তিষ্ঠন্তি কস্মিন্ বীজ ইব দ্রুমঃ। ১০১।
কস্মাৎ কিঞ্চিন্নাহি পৃথক্ ঊর্ম্ম্যাদীব মহাম্ভসঃ।
দ্বৈতমপ্যপৃথক্ কস্মাৎ দ্রবত্বেব মহাম্ভসঃ। ১০২।

হইতে) উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে মৎপার্শ্ববর্ত্তী বালক তুল্য তোমাদের একটীমাত্র উপায় (দেখিতে পাওয়া যায়)। ৯৭। রাক্ষসী এই কথা বলিয়া, প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল, নৃপতি প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন; হে রাঘব! তুমি সেই সকল প্রশ্ন শ্রবণ কর। ৯৮। রাক্ষসী কহিল;—যেরূপ বুদ্‌বুদ্ সমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে লীন হইয়া থাকে, এবং যে পদার্থ এক হইয়াও অনেক হইয়া থাকে, সেরূপ সূক্ষ্ম পদার্থ কি? । ৯৯। কোন্ আকাশ, আকাশ হইতে ভিন্ন? কোন্ অকিঞ্চিৎ বস্তু কিঞ্চিৎ হইয়া থাকে? কোন্ বস্তু গমন করিয়াও গমন করে না? এবং কোন্ বস্তু অবস্থিত হইয়াও অবস্থিতি করে না? । ১০০। কোন্ পদার্থ চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়াও পাষাণ হয়? কোন্ ব্যক্তি আকাশে (নানা প্রকার) রচনা করে? বীজমধ্যে যেরূপ বৃক্ষ অবস্থান করিয়া থাকে, সেইরূপ কোন্ সূক্ষ্ম পদার্থে (এই) জগৎ অবস্থিতি করিতেছে? । ১০১। যেরূপ মহাজলের তরঙ্গাদি, (জল হইতে) পৃথক্ নহে, তদ্রূপ জলের দ্রবত্বের ন্যায় কোন্ বস্তু হইতে দ্বিতীয় বস্তুর পৃথক্ ভাব নাই? । ১০২। যদি তোমরা

যদ্যেতান্ সপদি ধিয়া বিচারয়ন্তৌ
মৎ প্রশ্নান্ন খলু বিগাহিতুং সমর্থৌ ।
মদ্ভুক্তৌ জঠরহুতাশনেন্ধনত্বং ।
নির্ব্বিঘ্নং ঝটিতি গমিষ্যথঃ ক্ষণেন । ১০৩ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মহানিশি মহারণ্যে মহারাক্ষসকন্যয়া ।
ইতি প্রোক্তে মহাপ্রশ্নে মহামন্ত্রী গিরং দদৌ । ১০৪ ।

মন্ত্র্যুবাচ ।

ভবত্যা পরমাত্মৈষ কথিতঃ কমলেক্ষণে ।
অনয়ৈব বচোভঙ্গ্যা ব্রহ্মবিদ্বোধযোগ্যয়া । ১০৫
অনাখ্যত্বাদনন্তত্বান্মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়স্থিতেঃ ।
চিন্মাত্রমেবমাত্মাণুরাকাশাদপি সূক্ষ্মগঃ । ১০৬ ।
চিদণোঃ পরমস্যান্তঃকোটিব্রহ্মাণ্ডবুদ্বুদাঃ ।

বুদ্ধি-প্রভাবে এখনই আমার এই প্রশ্ন সকলের বিচার ও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পার, তাহা হইলে, তোমরা ক্ষণকালমধ্যে আমার উদরস্থ হইয়া জঠরানলের ইন্ধনস্থানীয়—অর্থাৎ আমার জঠরানলে তোমরা দগ্ধীভূত হইবে । ১০৩ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মহারণ্যমধ্যে মহানিশিসময়ে মহারাক্ষসকন্যা এইরূপ মহাপ্রশ্ন করিলে, মহামন্ত্রী (প্রশ্নের) উত্তর দিতে লাগিলেন । ১০৪ । মন্ত্রী কহিলেন ;—হে কমললোচনে ! তুমি (আমাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য) কথার ভঙ্গিতে পরমাত্মা ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছ । ১০৫ । চিন্মাত্র আত্মা, মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; সুতরাং তিনি অবাচ্য ও অনন্ত ; সেই অণু আকাশ হইতেও সূক্ষ্মগ । ১০৬ । (সেই)

উদ্ভূয় স্থিতিমভ্যস্য লীয়ন্তে শক্তিপর্য্যয়াৎ। ১০৭।
আকাশং বাহ্যশূন্যত্বাদনাকাশঞ্চ চিত্ততঃ।
অকিঞ্চিদ্ যদনির্দেশ্যং বস্তু সদিতি কিঞ্চন। ১০৮।
চেতনোসৌ প্রকাশাত্মা চেত্যাভাবাচ্ছিলোপমঃ।
আত্মনি ব্যোমনি স্বচ্ছে জগদুন্মেষচিত্রকৃৎ। ১০৯।
তত্তামাত্রমিদঃ বিশ্বমিতি ন স্যাত্ততঃ পৃথক্।
জগচ্ছেদোহি তদ্ভানমিতি ভেদোপি তন্ময়ঃ। ১১০।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বসম্বন্ধো গত্যভাবান্ন গচ্ছতি।
নাস্ত্যসাবাশ্রয়াভাবাৎ সদ্রূপত্বাদথাস্তি চ। ১১১।

সূক্ষ্মচিদ্রূপ অণুর মধ্যে জলবুদ্বুদের ন্যায় কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড (মায়াশক্তিতে) উদ্ভূত হইয়া, কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া শক্তির বিপর্য্যয়ে লয় পাইয়া থাকে। ১০৭। (দৃশ্য) বাহ্য বস্তুর শূন্যত্ব প্রযুক্ত সেই ব্রহ্মই আকাশ, এবং চিৎস্বরূপ প্রযুক্ত তিনিই অনাকাশ; তিনি অনির্দ্দেশ্য বলিয়া অকিঞ্চিৎ, অর্থাৎ কিঞ্চিদ্বস্তু ভিন্ন, এবং নিত্য বস্তু হওয়াতে তিনি কিঞ্চিৎ হইয়া থাকেন। ১০৮। প্রকাশাত্মক বলিয়া ব্রহ্ম চেতন, চিত্তের অভাব প্রযুক্ত শিলাতুল্য; তিনি আত্মস্বরূপ নির্ম্মল আকাশে জগৎপ্রকাশরূপ চিত্র করিয়া থাকেন। ১০৯।

(এই) বিশ্ব চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু (সেই চিন্ময়) হইতে পৃথক্ নহে; জগতের ছেদই ব্রহ্মের প্রকাশ, অতএব তাঁহার ভেদও তন্ময়মাত্র। ১১০- তিনি সর্ব্বত্রই গমন করিয়া থাকেন, সকল বস্তুতে তাঁহার সম্বন্ধ (রহিয়াছে,) গতির অভাব প্রযুক্ত তিনি গমন করেন না, তিনি কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করেন না, এই জন্য "নাস্তি" অর্থাৎ বস্তুতে নাই, এবং তাঁহার সৎস্বরূপত্ব প্রযুক্ত "অস্তি" অর্থাৎ তিনি আছেন এরূপও বলা যায়। ১১১। মন্ত্রীমুখে

শ্রুত্বৈতন্মন্ত্রিণো বাক্যং রাক্ষসী বাক্যমাদদে।
অহো নু পরমার্থোক্তিঃ পাবনী তব মন্ত্রিণঃ। ১১২।
রাজা রাজীবপত্রাক্ষ ইদানীমেব ভাষতাং।১১৩।

রাজোবাচ।

জাগ্রতঃ প্রত্যয়াভাবো যস্যাহুঃ প্রত্যয়ং পরং।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসচেতসা যৎপরিগ্রহঃ। ১১৪।
যৎসংকোচবিকাশাভ্যাং জগৎপ্রলয়সৃষ্টয়ঃ।
নিষ্ঠা বেদান্তবাক্যানামথ বাচামগোচরং। ১১৫।
কোটিদ্বয়ান্তরালস্থমথ কোটিদ্বয়ীময়ঃ।
যস্য চিত্তময়ী লীলা জগচ্চৈতচ্চরাচরং। ১১৬।
যস্য বিশ্বাত্মকত্বেপি খণ্ড্যতে নৈকপিণ্ডতা।
সন্মাত্রমদ্বয়ং ভদ্রে কথ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতং। ১১৭।

এপ্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া রাক্ষসী রাজাকে এই কথা বলিল, হে রাজীব-লোচন রাজন্! তোমার মন্ত্রী কি চমৎকার পবিত্র কথাই বলিয়াছে। ১১২। (যাহা হউক) এক্ষণে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর। ১১৩।

রাজা কহিলেন,—জাগ্রদ্দশাতে (দৃশ্য জগতের) জ্ঞানাভাবেই যাঁহার পরম প্রত্যয়, এবং সর্ব্বপ্রকার সংকল্পশূন্য বাসনা দ্বারা যাঁহাকে গ্রহণ করা যায়। ১১৪। যাঁহার অপ্রকাশ ও প্রকাশ দ্বারা জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়া থাকে, যিনি বেদান্ত বাক্যের নিষ্ঠাস্বরূপ, এবং বাক্যের অগোচর। ১১৫। যে বস্তু (অস্তি নাস্তি এই) উভয় কোটির মধ্যস্থ, (অথচ উভয় কোটির প্রকাশকত্ব প্রযুক্ত সদসদ্রূপ হওয়াতে) উভয় কোটিস্বরূপ, যাঁহার চিত্তময়ী লীলাই এই চরাচর জগৎ। ১১৬। হে ভদ্রে! বিশ্বাত্মকত্ব প্রযুক্ত যে বস্তু, নানা বস্তুর স্বরূপ হইলেও একরূপ অখণ্ড—অর্থাৎ যাঁহার খণ্ড নাই, সেই অদ্বিতীয় নিত্যবস্তুই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ১১৭

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি রাজমুখাচ্ছ্রুত্বা কর্কটী বনকর্কটী।
অববুধ্য পদান্তস্থং জহৌ মৎসরচাপলং। ১১৮।
অন্তঃ শীতলতামেত্য বিশ্রান্তিমপতাপতাং।
প্রাপ্তা প্রাবৃড্ময়ূরীব সজ্যোৎস্নেব কুমুদ্বতী। ১১৯।

রাক্ষস্যুবাচ।

অহো বত পবিত্রেয়ং ভবতো ভাতি সেমুষী।
অনস্তমিতসারেণ প্রবোধার্কেণ ভাসিতা। ১২০।
বিবেকিনো জগৎপূজ্যা সেব্যা মন্যে ভবাদৃশাঃ।
মহতামেব সংসর্গাৎ পুনর্দুঃখং ন বাধতে। ১২১।
কোহি দীপশিখাহস্তস্তমসা পরিভূয়তে। ১২২।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—নৃপতিমুখ হইতে এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া জলবিহারী কর্কটী নামক জন্তুর ন্যায়, বনবিহারিণী নিশাচরী, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া অন্তঃকরণ হইতে মৎসর-চাঞ্চল্য পরিহার করিল। ১১৮। যেরূপ বর্ষাকাল সমাগমে ময়ূর ও জ্যোৎস্নাশালিনী কুমুদ্বতী আপনার তাপ পরিত্যাগ করিয়া স্নিগ্ধভাবাবলম্বন করে, তাহার ন্যায় রাক্ষসী অন্তরে শীতলতা অনুভব করিয়া সন্তাপ পরিহার পূর্ব্বক বিশ্রান্তি লাভ করিল। ১১৯।

রাক্ষসী বলিল;—আহা! অস্তশূন্য, সারবান্ প্রবোধসূর্য্য দ্বারা উদ্ভাসিত তোমাদিগের কি পবিত্র বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে। ১২০। আমি মানিলাম যে, তোমাদিগের ন্যায় বিবেকী ব্যক্তিরা জগৎপূজ্য ও সেব্য হইয়া থাকে, (আমি জানি যে) মহদ্ব্যক্তিদিগের সংসর্গ ঘটিলে (লোককে আর) পুনর্জ্জন্ম ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। ১২১। (বল দেখি) হস্তে দীপশিখা ধারণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অন্ধকারে অভিভূত হইয়া থাকে? । ১২২।

ময়েমৌ জঙ্গলে প্রাপ্তৌ ভবন্তৌ ভূমিভাস্করৌ।
পূজনীয়াবতঃ শীঘ্রমীহিতং কথ্যতাং শুভৌ। ১২৩।

রাজোবাচ।

প্রার্থয়ে ত্বামহং রক্ষঃকুলকাননমঞ্জরীং।
ভূয়ো ভবত্যা যৎ প্রাণা হিংসনীয়া ন কর্হিচিৎ। ১২৪।
প্রীতাত্মা রাক্ষসী প্রাহ কর্কটী বনকর্কটী।
বাঢ়মেবং করোম্যদ্যপ্রভৃত্যবিতথং প্রভো।
সত্যমেবং ন কিঞ্চিদ্ধি হিংসনীয়ং ময়াধুনা। ১২৫।

রাজোবাচ।

যদ্যেবং ফুল্লপদ্মাক্ষি পরদেহৈকভোজনে।
কিং স্যাচ্ছরীরবৃত্তৌ তে স্থিতয়া মৎসমীহিতে। ১২৬।

রাক্ষস্যুবাচ।

কালেন বহুনা রাজন্ প্রবুদ্ধায়াঃ সমাধিতঃ।

আমি (এই) বনে বাস করিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ ভাস্করের ন্যায় তোমা-দিগের দুইজনকে প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে পূজার্হ তোমাদের পূজা করিতে চাহি; তোমাদের বাঞ্ছিত বস্তু কি, আমাকে বল। ১২৩।

রাজা কহিলেন;—রক্ষঃকুল কাননের মঞ্জরীস্বরূপ তোমার নিকটে আমি এই প্রার্থনা করি যে, তুমি (অদ্যাবধি) আর কোন প্রাণীর প্রাণহিংসা করিবে না। ১২৪। রাক্ষসী কর্কটী, প্রীত হইয়া এই কথা বলিল, হে প্রভো! অদ্য হইতে আমি আর জীবহিংসা করিব না, একথা সত্যস্বরূপে স্বীকার করিতেছি। ১২৫। হে পরদেহভোজনে ফুল্লারবিন্দলোচনে! আমার বাসনা পূর্ণ করিয়া যদি তুমি প্রাণীদিগের দেহভোজন হইতে নিবৃত্ত হও, তবে কিরূপে তোমার শরীর রক্ষা ঘটিবে? (বল)। ১২৬।

জাতা ভোজনবাঞ্ছা মে ন তান্তু গণয়াম্যহং। ১২৭।
ইদানীং শিখরং গত্বা প্রাক্তনধ্যাননিশ্চলা।
যাবদিচ্ছং সুখেনাস্সে সজীবা শালভঞ্জিকা। ১২৮।
আমৃতিং ধারণাং বদ্ধা ধারয়ামি শরীরকং।
যথেষ্টমথকালেন ত্যজামীতি মতির্ম্মম। ১২৯।
আশরীরপরিত্যাগমিদানীং ন ময়া নৃপ।
হিংসনীয়াঃ পরপ্রাণাঃ পশ্যন্ত্যা সর্ব্বগং শিবং। ১৩০।
ইতি বাঞ্চিতসৌহার্দ্দা তৌ বিসৃজ্য নিশাচরী।
যদা গন্তুং প্রবৃত্তাসৌ তদা রাজাব্রবীদিদং। ১৩১।
নাস্মৎপ্রণয়সৌহার্দ্দং বিতথীকর্ত্তুমর্হসি।
সৌহার্দ্দং স্বজনানাং হি দর্শনাদেব বর্দ্ধতে। ১৩২।

রাক্ষসী কহিলেন,—হে রাজন্? বহুকাল পরে সমাধি হইতে প্রতিবুদ্ধি হইলে, আমার ভোজন স্পৃহা প্রাদুর্ভূত হয়, কিন্তু সে স্পৃহা আমি গণ্য করি নাই। ১২৭। এক্ষণে আমি পর্ব্বতশিখর গমনানন্তর প্রাক্তন ধ্যান দ্বারা শালস্তম্ভের ন্যায় নিশ্চল হইয়া সজীবভাবে (মনের) সুখে যথা ইচ্ছা অবস্থিতি করিব।১২৮। আমার অভিপ্রায়, মরণ কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মধারণ পুরঃসর নিশ্চলভাবে শরীর ধারণ করিব, অনন্তর যথেষ্ট কালে শরীর বিসর্জ্জিত হইবে। ১২৯। হে নৃপতে! আমি (বলিতেছি) এক্ষণে যে পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিয়া থাকিব, সর্ব্বগ মঙ্গলময় ব্রহ্মপদার্থ দর্শন করিয়া (আর কখন) পরপ্রাণী হিংসা করিব না। ১৩০। নিশাচরী এই প্রকার উভয়ের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিয়া, যখন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল, অমনি নৃপতি তাহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ১৩১। (হে রাক্ষসি!) তুমি আমাদের প্রণয় সৌহৃদ্য বিফল করিও না; (কারণ)

লঘুসৌহার্দ্দসংযুক্তং কৃত্বাকারং মনোরমং।
আগচ্ছাস্মদ্‌গৃহং ভদ্রে তত্র তিষ্ঠ যথাসুখং। ১৩৩।

রাক্ষস্যুবাচ।

অথ স্ত্রীরূপধারিণ্যৈ দাতুং শক্নোষি ভোজনং।
সংতর্পয়সি মাং কেন রাক্ষসীরূপধারিণীং। ১৩৪।
রক্ষোঽন্নমেব মে তুষ্ট্যৈ ন সামান্যজনাশনং।
পূর্ব্বসিদ্ধস্বভাবোঽয়মাদেহং ন নিবর্ত্ততে। ১৩৫।

রাজোবাচ।

হেমস্রগ্‌দামবলিতা দিনানি কতিচিন্মম।
গৃহে স্ত্রীরূপিণী তিষ্ঠ যাবদিচ্ছমনিন্দিতে। ১৩৬।
ততোদুষ্কৃতিনশ্চৌরান্ বধ্যাঙ্কৃতসহস্রশঃ।

স্বজনদিগের সহিত সৌহৃদ্য,দর্শন দ্বারাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।১৩২। হে ভদ্রে! তুমি এই অল্প প্রণয়সংযুক্ত মনোহর আকৃতি ধারণ করিয়া আমাদের গৃহে আগমন পূর্ব্বক এখানে যথাসুখে অবস্থিতি কর। ১৩৩। রাক্ষসী কহিল;—যদি আমি ললনারূপধারিণী হইয়া তোমার গৃহে অবস্থান করি, তাহা হইলে তুমি (আমার তৃপ্তিকর অন্ন) ভোজন প্রদান করিতে পারিবে, কিন্তু যদি রাক্ষসরূপিণী হইয়া অবস্থান করি, তবে কোন্ দ্রব্য দ্বারা আমার তৃপ্তিবিধান করিবে? । ১৩৪। রাক্ষসের (পক্ষে) যে অন্ন (তৃপ্তিকর,) তাহাতেই আমার তৃপ্তিসাধন হয়, সামান্য লোকের ভোজ্য সামগ্রীতে আমার সন্তোষ বিধান হয় না ; যতকাল দেহ, ততকাল পর্য্যন্ত আমার পূর্ব্বসিদ্ধ এই স্বভাব বিরাজিত থাকিবে। ১৩৫।

রাজা কহিলেন,—হে অনিন্দিতে! তুমি হেমমাল্যধারিণী হইয়া আমার গৃহের যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান কর। ১৩৬।

মণ্ডলেভ্যঃ সমানীয় দদে তুভ্যং সুভোজনং। ১৩৭।
কান্তারূপং পরিত্যজ্য গৃহীত্বা তানশেষতঃ।
নয়স্ব হিমবচ্ছৃঙ্গং তত্র ভুঙ্ক্ষ্ব যথাসুখং। ১৩৮।
মহাশনানামেকান্তে ভোজনং হি সুখায়তে।
তৃপ্তিনিদ্রাং মনাক্ কৃত্বা ভব ভূয়ঃ সমাধিভাক্। ১৩৯।
স্বধর্ম্মেণৈব হিংসৈব মহাকরুণয়া সমা। ১৪০।
ত্বং সমেষ্যসি চাবশ্যং মাং সমাধিবিরামিণী।
অসতামপি সংরূঢ়ং সৌহার্দ্দং ন নিবর্ত্ততে। ১৪১।

রাক্ষস্যুবাচ।

যুক্তমুক্তং ত্বয়া রাজন্ করোম্যেবমহং সখে।
সৌহার্দ্দেন প্রবৃত্তস্য কো বাক্যং নাভিনন্দতি। ১৪২।

আমি শতসহস্র ছৃঙ্ক্রিয়ান্বিত, তস্কর ও বধ্যলোকদিগকে রাজ্য হইতে ধরিয়া আনিয়া, তোমার সুভোজনের জন্য তোমাকে প্রদান করিব। ১২৭। তদনন্তর তুমি ললনারূপ পরিত্যাগ করিয়া সেই সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া হিমগিরিশিখরে আশ্রয় পূর্ব্বক যথাসুখে উহা ভোজন করিবে। ১৩৮।

(আমি জানি যে,) বহুভোজী জনদিগের নির্জ্জনভোজন অতিশয় সুখজনক হইয়া থাকে; তুমি (ভোজনান্তে) তৃপ্তিপূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়া, পুনর্ব্বার সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ১৩৯। (কারণ) স্বধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে হিংসা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা মহাদয়ার তুল্য। ১৪০। তুমি সমাধি হইতে বিরত হইয়াই আমার সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ করিবে, (কারণ) অসজ্জনের সহিত মিত্রতা ঘটিলে তাহাও ভঙ্গ হয় না। ১৪১।

রাক্ষসী কহিল;—হে রাজন্! তুমি উপযুক্ত কথা বলিয়াছ; হে সখে!

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসী তত্র সম্পন্না সবিলাসিনী।
রাজন্নাগচ্ছ গচ্ছাম ইত্যুক্তৌ নৃপমন্ত্রিণৌ।
আশ্রমং সং প্রবৃত্তৌ তৌ রাত্রাবনুসসার সা। ১৪৩।
অথ তে পার্থিবগৃহং প্রাপ্য তাং রজনীং মিথঃ।
কথয়ৈব গৃহে রম্যে ক্ষপয়ামাসুরাদৃতাঃ। ১৪৪।
প্রভাতেঽন্তঃপুরং তস্থৌ পুরন্ধ্রীজনলীলয়া।
রাক্ষসী মন্ত্রিরাজানৌ স্বব্যাপারৌ বভূবতুঃ। ১৪৫।
ততোদিবসষট্‌কেন সঞ্চিতানি মহীভুজা।
নৃপান্তরপুরেভ্যোহি স্বমণ্ডলগণাত্তথা। ১৪৬।
ত্রীণি বধ্যসহস্রাণি তানি তস্যৈ দদৌ তদা। ১৪৭।

আমি উহা (অবশ্য) পালন করিব ; (কারণ) যে ব্যক্তি সৌহৃদ্যসূত্রে বদ্ধ, তাহার বাক্য কোন্ ব্যক্তি পালন না করিয়া থাকে ?। ২৪২।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—রাক্ষসী এই কথা বলিয়া, বিলাসশালিনী ও সম্পন্না হইয়া হে রাজন্! আইস, আমরা গমন করি, এই কথা রাজা ও রাজমন্ত্রীকে কহিল ; তাহার কথাক্রমে রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে গৃহে গমন করিলেন, রাক্ষসী সেই রাত্রিতে তাঁহাদের অনুগমন করিল। ১৪৩। অনন্তর তাঁহারা রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া, নৃপতির রম্য অন্তঃপুরে সসম্ভ্রমে নানাকথা প্রসঙ্গে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিল। ১৪৪। রাক্ষসী, প্রভাতকালে পুরচারিণী রমণীদিগের লীলা অবলম্বন—অর্থাৎ নারীরূপ ধারণ করিল ; রাজা ও মন্ত্রী আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনঃসংযোগ প্রদান করিল। ১৪৫। তদনন্তর নৃপতি, ছয় দিবসে অন্য রাজার রাজ্য, এবং স্বকীয় অধিকার হইতে সঞ্চিত। ১৪৬। তিন সহস্র চৌরাদি বধ্য লোকসকল আনয়ন করিয়া, রাক্ষসীকে

সা বভূব নিশাকালে সৈবোগ্রা কৃষ্ণরাক্ষসী।
ত্রীণি বধ্যসহস্রাণি জগ্রাহ ভুজমণ্ডলে। ১৪৮।
যযৌ রাজানমাপৃচ্ছ্য তদৈব হিমবচ্ছিরঃ। ১৪৯।
ততঃ প্রভৃতি সাদ্যাপি কিরাতজনমণ্ডলে।
বধ্যানাগত্য গৃহ্ণাতি সমাধের্ব্যুত্থিতা সতী। ১৫০।

ইতিমোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে সূচ্যুপাখ্যানং নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ। *। ৭। *

সেই সকল প্রদান করিল। ১৪৭। সেই স্ত্রী, নিশাকালে কৃষ্ণবর্ণ উগ্র রাক্ষসী তনু ধারণ করিয়া, নিজ ভুজমণ্ডলে তিন সহস্র বধ্য লোকদিগকে গ্রহণ করিল। ১৪৮। (এবং) নৃপতিকে বলিয়া (ভোজনের জন্য) হিমালয়শিখরে গমন করিল।১৪৯। তদবধি সেই রাক্ষসী,সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া কিরাত-মণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক অদ্যাপি বধ্য লোকদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৫০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং সূচীবৃত্তান্তকীর্ত্তনাৎ।
আত্মৈবাস্তি পরং সত্যং নান্যসংসারসৃষ্টয়ঃ। ১।
সর্ব্বং হি মন এবেদমিত্থং স্ফুরতি সৃষ্টিষু। ২।
অত্রৈবমৈন্দবাখ্যানং শৃণু শ্রবণভূষণং।
রাম তে কথয়িষ্যামি তদাখ্যানমনিন্দিতং। ৩।
চিতিশক্তিসমুল্লাসং নিশ্চিনোষি জগদ্ যতঃ।
চিত্তবালো জগল্লক্ষ্যং মিথ্যা পশ্যত্যবোধিতঃ।
বোধিতোঽসৌ পরং রূপং স্বং পশ্যতি নিরাময়ং। ৪।
চিত্তমেব হি সংসারো রাগাদিক্লেশদূষিতং।
তদেব তৈর্বিনির্ম্মুক্তং ভবান্ত ইতি কথ্যতে। ৫।
কদাচিদখিলং সর্গং সংহৃত্য দিবসক্ষয়ে।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—এই প্রকার সূচিবৃত্তান্তকথনোপলক্ষে তোমার নিকটে সকল কথাই বলিয়াছি; (জানিও, সংসারে) কেবল (এক আত্মাই সত্য আছেন, অন্য সংসারসৃষ্টি মিথ্যা মাত্র। ১। এই প্রকারে সকল সৃষ্টি-বিষয়ে মন প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২। আমি এবিষয়ে ইন্দু নামক (এক) উপাখ্যান বলিতেছি, হে রামচন্দ্র! শ্রবণ কর। ৩। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ পাওয়াতেই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মনরূপ বালক ইহা বুঝিতে না পারিয়া (মিথ্যা) লক্ষ্য জগৎকে দর্শন করিয়া থাকে; যখন বুঝিতে পারে, তখন ব্রহ্মের নিরাময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকে। ৪।

রাগাদি ক্লেশ দ্বারা দূষিত অন্তঃকরণই সংসার; অতএব, মন যখন রাগাদি বর্জ্জিত—অর্থাৎ মুক্ত হয়, তখনই সংসারান্ত হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। ৫। কোনও সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা, আপনার দিন ক্ষয় হইলে, সমগ্র

একাগ্রো ভগবান্ বেধাঃ সুপ্তঃ স্বামনয়ন্নিশাং। ৬।
নিশান্তে সংপ্রবুদ্ধাত্মা কৃত্বা সন্ধ্যাং যথাবিধি।
প্রজাঃ স্রষ্টুং দৃশৌ স্ফারে ব্যোম্নি যোজিতবানজঃ। ৭।
ততোঽসৌ দৃষ্টবাংস্তত্র মনসা বিততেঽম্বরে।
পৃথক্ স্থিতান্ মহারম্ভান্ সর্গানথ নিরাকুলান্। ৮।
তানালোক্য বিশুদ্ধেন পরেণ স্বেন চেতসা।
ভৃশং বিস্ময়মাপন্নঃ কিমেতৎ কথমিত্যুত। ৯।
অথালোক্য চিরং কালং মনসৈব তদাম্বরে।
অর্কং তস্মাজ্জগজ্জালাদেকমানীয় পৃষ্টবান্। ১০।
কস্ত্বং কথমিদং জাতং জগজ্জালং মহাদ্যুতে।
যদি জানাসি ভগবংস্তদেতৎ কথয়ানঘ। ১১।
ইত্যুক্তো বেধসা ভানুর্ভক্তিপ্রহ্বেন চেতসা।

সৃষ্টি সংহার পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে শয়ন করিয়া, আপনার রাত্রি অতিবাহিত করেন। ৬। নিশাবসানে জাগরিত হইয়া, যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক প্রজা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে বিস্তৃত আকাশে দৃষ্টিসংযোগ করিলেন। ৭। তদনন্তর সেই প্রজাপতি, বিস্তৃত আকাশে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত নিরাকুল সর্গসকল মন দ্বারা দর্শন করিলেন। ৮। তিনি স্বকীয় বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা এ কি, কিপ্রকারে সৃষ্টি হইল, এই চিন্তা করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ৯।

অনন্তর ব্রহ্মা, আকাশে সেই সৃষ্টি মন দ্বারা দর্শন করিয়া, সেই সৃষ্টিসমূহ হইতে এক (অনির্ব্বচনীয়) সূর্য্যকে আনয়ন পূর্ব্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন। ১০। হে মহাদ্দীপ্তিশালিন্ ভগবন্! তুমি কে, এবং এই জগজ্জাল কিরূপে সৃষ্টি হইয়াছে? যদি জানা থাকে, আমাকে বল। ১১। ভক্তিভাবানত

সমস্কৃত্যেত্যুবাচেদমচিন্ত্যপদয়া গিরঃ। ১২।
অস্য দৃশ্যপ্রপঞ্চস্য নিত্যং কারণতামপি।
গতঃ কস্মান্ন জানীষে কিং মামীশ্বর পৃচ্ছসি। ১৩।
অথ মদ্বাক্যসন্দর্ভে লীলা চেত্তব সর্ব্বগ।
অচিন্তিতাং মদুৎপত্তিং তচ্ছৃণু ত্বং বদাম্যহং। ১৪।
তলে কৈলাসশৈলস্য জম্বূদ্বীপস্য কোণকে।
সুবর্ণজটনামাসীৎ তৎপুত্রৈর্জনিতপ্রজৈঃ।
মণ্ডলং কল্পিতং শ্রীমদনল্পসুখসুন্দরং। ১৫।
তত্রাভূদতিধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
ইন্দুর্নামাতিশান্তাত্মা কশ্যপস্য কুলোদ্ভবঃ। ১৬।
তস্য প্রাণসমা ভার্য্যা কাচিত্তস্যাং মহাত্মনঃ।
ন বভূবাত্মজস্তস্য মরুভূমৌ তরুর্যথা। ১৭।

অন্তঃকরণে পদ্মযোনি এই কথা কহিলে পর, সূর্য্যদেব নমস্কার করিয়া অচিন্তনীয় অর্থবিশিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ১২। আপনি দৃশ্য এই জগৎপ্রপঞ্চের নিত্য কারণস্বরূপ, আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও ইহার কারণ অবগত নহেন? এবং কি জন্যই বা, আমাকে (ইহা) জিজ্ঞাসা করিতেছেন?। ১৩। হে সর্ব্বগ! যদি আমার বাক্যসন্দর্ভে আপনার আনন্দোদ্ভব হয়, তাহা হইলে আমার অচিন্তিত উৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি, আপনি, শ্রবণ করুন। ১৪।

জম্বুদ্বীপের কোণে কৈলাসপর্ব্বতের নিম্নভাগে সুবর্ণজট নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার অনেক পুত্র পৌত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তাহারা সেই স্থানটীকে অতি সুখকর ও সুন্দর করিয়াছিল। ১৫। সেইখানে ইন্দু-নামে কশ্যপকুলোদ্ভব অতিশান্তপ্রকৃতি সবিশেষ ধার্ম্মিক ব্রহ্মবিজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ১৬। সেই মহাত্মার, প্রাণতুল্য প্রিয় এক সহধর্ম্মিণী

তৌ তদা দম্পতী খিন্নৌ পুত্রার্থং তপসে গিরেঃ।
কৈলাসস্যাংশমারূঢ়ৌ শুচিব্রতপরায়ণৌ। ১৮।
ভূতৈরনাবৃতে শূন্যে তস্মিন্ কৈলাসকুঞ্জকে।
তেপতুস্তৌ তপো ঘোরং জলাহারৌ তরুস্থিতৌ। ১৯।
ততস্তুষ্টোঽভবদ্দেবস্তয়োঃ শশিকলাধরঃ।
আজগামথ তং দেশং যত্র তৌ বিপ্রদম্পতী। ২০।
বরং বিপ্র গৃহাণাশু তুষ্টোঽস্মি তমুবাচ হ। ২১।

বিপ্র উবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ দশ পুত্রা মহাধিয়ঃ।
ভব্যা ভবন্তু ভূয়ো মে শোকো যেন ন বাধতে। ২২।

ছিল; যেরূপ মরুভূমিতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না, সেই রূপ সেই ব্রাহ্মণের ভার্য্যার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মে নাই। ১৭।

(তাহাতে) ব্রাহ্মণ ও তাহার বনিতা, অতিশয় খিদ্যমান হইয়া পুত্রকামনায় শুদ্ধব্রত ধারণ পূর্ব্বক কৈলাসপর্ব্বতের এক দেশ আশ্রয় করিলেন। ১৮। প্রাণিবিরহিত অনাবৃত সেই কৈলাস পর্ব্বতের কুঞ্জে, ইন্দু ও ইন্দুভার্য্যা দুইজনে, বৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত হইয়া, জলমাত্র পান পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১৯। তদনন্তর ভগবান্ আশুতোষ, তাঁহাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, যে খানে তাঁহারা তপস্যা করিতেছিলেন, সেই খানে আগমন করিলেন। ২০। (এবং) বলিতে লাগিলেন, হে বিপ্র! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি শীঘ্র বর প্রার্থনা কর। ২১।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে দেবদেবেশ ভগবন্! ভব্য ও মহাবুদ্ধিশালী এরূপ দশটী সন্তান আমাকে প্রদান করুন, (যাহাদের প্রাপ্তিতে সন্তান হইল না বলিয়া আমাকে) দুঃখ করিতে না হয়। ২২। মহাদেব, "তথাস্তু" এই কথা

তথৈবমস্ত্বিতি প্রোচ্য জগামান্তর্দ্ধিমীশ্বরঃ।
ততস্তৌ দম্পতী তুষ্টৌ বরং লব্ধ্বা গৃহং গতৌ। ২৩।
ততঃ কালেন সুষুবে দশপুত্রাননিন্দিতান্।
ব্রাহ্মণী দশ তে বালাঃ ক্রমেণ প্রৌঢ়িমাযযুঃ। ২৪।
ততঃ কালেন মহতা তেষাং তৌ পিতরৌ তদা।
সংজগ্মতুস্তনুং ত্যক্ত্বা স্বর্গতিং গতিকোবিদৌ। ২৫।
মাতৃপিতৃভ্যাং রহিতা দশ তে ব্রাহ্মণাস্ততঃ।
যযুঃ কৈলাসশিখরং গৃহং সংত্যজ্য খেদিনঃ। ২৬।
তত্র সংচিন্তয়ামাসুরুদ্বিগ্নাস্তে বিবন্ধবঃ।
কিং স্যাদিহ পরং শ্রেয়ঃ কিমিহ স্যাদদুঃখদং। ২৭।
কিয়দেতজ্জনৈশ্বর্য্যং সামন্তোহি মহেশ্বরঃ।
সামন্তসম্পৎ কিং নাম রাজানো হি মহেশ্বরাঃ। ২৮।

বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; (এদিকে) ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী অভীষ্ট বর লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন।২৩। অনন্তর (সেই) ব্রাহ্মণী, যথাকালে অনিন্দিত দশটী পুত্র প্রসব করিলেন; তাহারা ক্রমে প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইল।২৪। তদনন্তর কিছুকাল পরে, তাহাদের গতিজ্ঞ পিতামাতা সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নী, (দুইজনে) দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।২৫।
ব্রাহ্মণ সন্তানগণ, মাতা পিতার বিরহে খেদযুক্ত হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাসশিখরে গমন করিলেন। ২৬। তাহারা (পিতামাতার জন্য) উদ্বেগপ্রাপ্ত ও বন্ধুবিহীন হইয়া (সেইখানে থাকিয়া) এই চিন্তা করিল যে, এই জগতে পরম শ্রেয়ঃপদার্থ কি? এবং কোন্ কর্ম্মই বা ক্লেশ-পরিশূন্য?।২৭। (যাহারা ঐশ্বর্য্যের অভিমান করে,) তাহাদের ঐশ্বর্য্যই বা কি? (যদিও) সামন্ত—অর্থাৎ গ্রামাধিপতি (আপনাকে) মহেশ্বর মনে করে, কিন্তু তাহার

কিং নাম সম্পৎ ভূপানাং সম্রাড়েব মহেশ্বরঃ।
কিং নাম সম্পৎ সাম্রাজ্যমিন্দ্রস্তেষাং মহেশ্বরঃ। ২৯।
কিন্নাম তন্মহেন্দ্রত্বং যন্মুহূর্ত্তং প্রজাপতেঃ।
বিনশ্যতি ন যৎ কল্পে কিং তৎ স্যাদিহ শোভনং। ৩০।

জ্যেষ্ঠ উবাচ।

ঐশ্বর্য্যাণাং হি সর্ব্বেষামাকল্পান্তাবিনাশি যৎ।
রোচতে ভ্রাতরস্তন্মে ব্রহ্মত্বমিতি নেতরৎ। ৩১।

ইতরে ঊচুঃ।

যুক্তমুক্তমিদং তাত সর্ব্বদুঃখাপমার্জ্জনং।
সাধনীয়তমং বিদ্মোবিরিঞ্চিত্বমবাপ্যতে। ৩২।

সম্পত্তিই বা কি? (তাহাদের) অপেক্ষা রাজা মহেশ্বর (বটে),। ২৮। কিন্তু তাঁহারইবা ঐশ্বর্য্যের (সীমা কি?, তাঁহার অপেক্ষা) সম্রাট প্রধান, (কিন্তু সেই) সম্রাটেরই বা ঐশ্বর্য্য কি? (কারণ, তাঁহার অপেক্ষা) বাসব বসুশালী। ২৯। সেই দেবেন্দ্রের সম্পদইবা (কতদিন স্থায়ী? কারণ,) প্রজাপতির এক মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত শচীনাথের স্থায়িত্ব! অতএব, প্রলয়কালেও যাহার বিনাশ নাই, এরূপ সুন্দর সামগ্রী কি?। ৩০।

জ্যেষ্ঠ কহিলেন;—হে সহোদরসকল! সকল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কল্পান্ত কালেও যাহার ধ্বংশ হয় না, এরূপ ব্রহ্মপদ পাইতে আমার বাসনা; অন্য ঐশ্বর্য্যে আমার অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হয় না। ৩১।

অন্য ভ্রাতৃগণ কহিলেন,—হে অগ্রজ! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা (অতি) যুক্তিযুক্ত, এবং সকলদুঃখবিনাশক, আমরা যদ্দারা সাধনীয়তম বিরিঞ্চিপদ লাভ করিতে পারি, তাহা জানিতে আমাদের অভিলাষ। ৩২।

জ্যেষ্ঠ উবাচ।

পদ্মাসনগতো ভাস্বান্ ব্রহ্মাহমিতি চেতসা।
সৃজামি সংহরামীতি ধ্যানমস্তু চিরায় বঃ। ৩৩।
অগ্রজেনেতি কথিতা বাঢ়ং কৃত্বা ত উত্তমাঃ।
অন্তঃস্থেনৈব মনসা চিন্তয়ামাসুরাদৃতাঃ। ৩৪।
ব্রহ্মাহং জগতঃ স্রষ্টা ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরং।
লোকপালবরৈঃ সার্দ্ধং ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
নির্ম্মিতানি ময়ৈতানি তেষামন্তরহং স্থিতঃ। ৩৫।
অথ তে ব্রাহ্মণা এবং বদ্ধপদ্মজভাবনাঃ।
দেহান্ বিসস্মরুঃ পূর্ব্বান্ পূর্ব্বভাবনয়ার্পিতান্। ৩৬।
অথ তে দেহকাঃ সর্ব্বে পবনৈরাতপেন চ।
কালেন শোষমভ্যেত্য গলিতাঃ শীর্ণপর্ণবৎ। ৩৭।
স তেষাং দশধা সর্গপ্রতিভাসোঽয়মুত্থিতঃ।

জ্যেষ্ঠ কহিলেন, 'আমি পদ্মাসনোপবিষ্ট দীপ্তিমান্ ব্রহ্মা, এই মনন দ্বারা সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকি, তোমাদের এইরূপ ধ্যানধারণা চিরকালের জন্য হউক।৩৩। অগ্রজ (অনুজদিগকে) এই কথা বলিলে, গুণবান্ ভ্রাতৃগণ তাহা স্বীকার করিয়া অন্তঃস্থ চিত্ত দ্বারা সসম্ভ্রমে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।৩৪। আমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা, এবং সংহার-কর্ত্তা; আমি লোকপালদিগের সহিত চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তাহার মধ্যে অবস্থান করিতেছি। ৩৫। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সকল, (অন্তরে) ব্রহ্মার দৃঢ় ভাবনা দ্বারা পূর্ব্বভাবনাপ্রাপ্ত পূর্ব্বদেহ (আপনারা) বিস্মৃত হইলেন। ৩৬। পরে তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্রদেহ, শীর্ণ পত্রের ন্যায় পবন ও আতপ দ্বারা শুষ্ক হইয়া গলিত হইল। ৩৭। তাঁহাদিগের এই দশ প্রকার সর্গরূপ প্রতিবিম্ব,

ভাবনাপরিপাকেণ তে দশ ব্রহ্মতাং গতাঃ। ৩৮।
তত্র তে দশসংস্কারা মনোব্যোমনি সংস্থিতাঃ।
তেষামন্যতরস্থোঽহং ভাস্করোঽহর্নিশাকরঃ। ৩৯।
ইত্যুক্ত্বা বেধসং ভানুর্জগাম নিজমন্দিরং।
বিরিঞ্চিরপি দেবেশঃ স্বব্যাপারপরোঽভবৎ। ৪০।

ইতি মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে ঐন্দবোপাখ্যানং নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ। *। ৮। *

(আকাশে) উত্থিত হইল, এবং চিন্তার পরিপাক দ্বারা তাঁহারা দশজন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৩৮।

তাঁহাদের দশজনের দশবিধ সংস্কার মনরূপ আকাশে অবস্থান করিতে লাগিল; আমি সেই সংস্কার সকলের অন্তর, সূর্য্যরূপে দিবারাত্র প্রকাশিত আছি—অর্থাৎ আমাদ্বারা দিবারাত্রির ভেদ হইয়া থাকে। ৩৯। দিবাকর বিধাতাকে এই কথা বলিয়া, নিজ মন্দিরে গমন করিলেন; দেবপ্রধান বিধিও নিজ-কর্ত্তব্য-বিধানে মনঃসংযোগ প্রদান করিলেন। ৪০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মনোহি জগতাং কর্ত্তা মনোহি পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মনঃকৃতং কৃতং লোকে ন শরীরকৃতং কৃতং ১।
সামান্যব্রাহ্মণা ভূত্বা মনোভাবনয়া কিল।
ঐন্দবা ব্রহ্মতাং যাতা মনসঃ পশ্য শক্তিতাং। ২।
মনসা ভাব্যমানো হি দৃঢ়তাং যাতি দেহকঃ।
দেহভাবনয়া মুক্তোদেহধর্ম্মৈর্ন বাধ্যতে। ৩।
নান্তর্ম্মুখতয়া যোগী দেহং বেত্তি প্রিয়াপ্রিয়ে।
ইন্দ্রস্যাহল্যয়া সার্দ্ধং বৃত্তান্তোহত্র নিদর্শনং। ৪।

রাম উবাচ।

কাহল্যা ভগবন্নিন্দ্রস্তব কোবাত্র সম্মতঃ।
যয়োরুদন্তশ্রবণে পরমা তৃপ্তিরেতি মাং। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—মনই জগতের কর্ত্তা, এবং মনই পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মন দ্বারা যাহা করা যায় তাহাই কার্য্য, শরীরকৃত কার্য্যকে কার্য্য বলা যায় না। ১। ইন্দু নামক ব্রাহ্মণের সন্তানগণ, সামান্ত ব্রাহ্মণ থাকিয়া, কেবল মনের ভাবনা দ্বারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল; (হে রামচন্দ্র!) মনের শক্তি দর্শন কর। ২। যে ব্যক্তি মনের সাহায্যে চিন্তা করিতে থাকে, তাহার ক্ষীণদেহ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়; দেহ ভাবনা হইতে মুক্ত হইলে জীবকে (আর) দেহ-ধর্ম্ম-ভোগ করিতে হয় না। ৩। যোগীব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি প্রযুক্ত (বাহ্যদৃষ্টিহীন হইয়া থাকেন, সুতরাং) আপনার দেহ এবং প্রিয়াপ্রিয় কিছুই বিদিত হইতে পারেন না; অহল্যার সহিত ইন্দ্রের ঘটনা এবিষয়ের নিদর্শন।৪

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন;—হে ভগবন্! অহল্যা কে? এবং আপনার অভিমত ইন্দ্রই বা কে? আমি এই দুইজনের নাম শ্রবণ মাত্র পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। ৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

শ্রূয়তে হি পুরা রাম মাগধেষু মহীপতিঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাত ইন্দ্রদ্যুম্ন ইবাপরঃ। ৬।
তস্যেন্দুবিম্বপ্রতিমা ভার্য্যা কমললোচনা।
অহল্যা নাম তত্রাসীচ্ছশাঙ্কস্যেব রোহিণী। ৭।
তস্মিন্নেব পুরে ষিড়্গঃ ষিড়্গপ্রবরশেখরঃ।
ইন্দ্রনামাপরঃ কশ্চিন্নাগরীণাং প্রিয়োঽভবৎ ৮।
সাহল্যাহল্যয়া সার্দ্ধং ইন্দ্রস্য যদভূৎ পুরা।
তদাকর্ণ্যেতিহাসেভ্যস্তস্মিন্নিন্দ্রেঽন্বরজ্যত। ৯।
তয়োর্ঘনতরস্নেহনিরাবরণচেষ্টয়োঃ।
সুদুর্ব্বিনয়বৃত্তান্তো রাজান্তিকমুপাযযৌ। ১০।
এবমন্যোন্যমাসক্তং ভাবমালোক্য ভূপতিঃ।
চকার দ্বন্দ্বনির্ভেদৈঃ স তয়োরনুশাসনং। ১১।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—পূর্ব্বকালে মগধদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন-সদৃশ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে *এক নরপতি বাস করিতেন, (একথা তুমি) শুনিয়াছ*। ৬। চন্দ্রের রোহিণীর ন্যায় ঐ নৃপতির অহল্যা নামে শশাঙ্কপ্রতিমা কমললোচনা এক ভার্য্যা ছিল। ৭। সেই পুরে যত কামুক অবস্থান করিত, ইন্দ্র নামে এক ব্যক্তি তাহাদের শীর্ষস্থানীয় ছিল। সে নগরবাসিনী রমণীদিগের অতিশয় প্রিয় ছিল।৮। সেই অহল্যা, ইন্দ্রের সহিত যে ঘটনা পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস হইতে কর্ণগোচর করিয়া, ঐ ইন্দ্রে অনুরাগিণী হয়। ৯। (ক্রমে) তাহাদের প্রেম প্রকাশ্য হওয়াতে, ঐ দুর্ব্বিনয় ব্যাপার রাজার কর্ণে উপস্থিত হইল। ১০। উভয়ের গাঢ় অনুরাগ ও প্রণয় দর্শনে নৃপমণি,দ্বন্দ্বনির্ভেদ,—অর্থাৎ পৃথক্ স্থানে স্থাপন দ্বারা উভয়কে শাসন করিয়া দিলেন। ১১।

তাবুভাবপি সংচিন্ত্য দুর্ম্মতী সলিলাশয়ে।
তুষ্টৌ জহসতুস্তত্র ন খেদমুপজগ্মতুঃ। ১২।
গ্রথিতৌ গজপাদেষু ন তৌ শ্রমমুপেয়তুঃ।
কশাভিস্তাড্যমানাঙ্গৌ নাপতুঃ কামপি ব্যথাং। ১৩।
জ্বালাভির্দহ্যমানৌ তৌ স্থিতৌ হিমশিলাস্বিব।
অপৃচ্ছত্তৌ ততোরাজা খিন্নৌ স্থঃ কিন্ন দুর্ম্মতী। ১৪।
অথ তৌ ধরণীপালমূচতুর্ম্মুদিতাশয়ৌ।
সংস্মৃত্যাবামিহান্যোন্যমুখকান্তিমনিন্দিতাং। ১৫।
আত্মানং ন বিজানীবোজড়াবন্যোন্যতন্ময়ৌ।
মুহ্যাবো ন মহীপাল স্বাঙ্গৈরপি বিকর্ত্তিতৈঃ। ১৬।

দুর্ব্বুদ্ধি দুইজন, (অন্তঃকরণে) চিন্তা করিয়া, জলাশয়ে ক্রীড়া করিবার সময় উভয়ে মিলিত হইয়া রাজশাসনে উপহাস করিল; (তখন) তাহাদের কোনরূপ মনঃক্ষোভ রহিল না। ১২।

(ক্রমে) তাহারা হস্তির চরণ তলে বদ্ধ হইয়া নিক্ষিপ্ত হইল, (কিন্তু উভয়ের দর্শন হওয়াতে) তাহারা কোন কষ্ট বোধ করিল না; (এমন্ কি, শেষে) কশার দ্বারা দেহ বিতাড়িত হইলেও তাহারা কোন ব্যথা বোধ করিল না। ১৩। (অনন্তর) অগ্নি-শিখা দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করা হইল, (তথাপি) তাহারা হিম শিলাতে অবস্থিতির ন্যায় (আনন্দমনে) অবস্থান করিতে থাকিল; (তখন) নৃপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দুর্ব্বুদ্ধে (স্ত্রীপুরুষ) তোমরা কিজন্য (এরূপ যন্ত্রণা) বোধ করিতেছ না? ।১৪।
অনন্তর (রাজার প্রশ্নে) তাহারা হৃষ্টচিত্ত হইয়া, তাঁহাকে এই কথা কহিল, (হে রাজন্!) আমরা পরস্পরের অনিন্দিত মুখ কান্তি স্মরণ করিয়া ১৫। তন্ময় ও জড় হইয়া থাকি, সুতরাং আপনাকে জানিতে পারি না;

ইষ্টার্থে চিরমাবিষ্টং ক্বাপি ধীর স্থিতং মনঃ।
ভাবাভাবাঃ শরীরোত্থা নৃপ শক্তা ন বাধিতুং। ১৭।
ভাবিতং তীব্রবেগেন মনসা যন্মহীপতে।
তদেব পশ্যত্যমলং ন শরীরবিচেষ্টিতং। ১৮।
ন কাশ্চন ক্রিয়া রাজন্ মুনিশাপাদিকা অপি।
তীব্রবেগেন সম্পন্নং শক্তাশ্চালয়িতুং মনঃ। ১৯।
এককার্য্যনিবিষ্টং হি মনো ধীরস্য ভূপতে।
ন চাল্যতে মেরুরিব বজ্রপাতশতৈরপি। ২০।
রাজন্ শরীরকলনানি বৃথোত্থিতানি
চেতোহি কারণমমীষু শরীরকেষু।
বারীব সর্ব্ববনখণ্ডলতারসেষু।
মুখ্যং শরীরমিহ বিদ্ধি মনোমহাত্মন্। ২১।

হে মহীপাল! আমাদের শরীর ছেদ করিলেও আমরা মোহপ্রাপ্ত হই না। ১৬ (হে নৃপতে!) ইষ্ট বস্তুতে মন সংনিবিষ্ট হইলে, শারীরিক ভাবাভাব তাহাকে বাধা দিতে সমর্থ নহে। ১৭। হে মহীপতে! তীব্র-বেগশালী মন দ্বারা যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই নির্ম্মল ভাবে দেখা গিয়া থাকে; (সুতরাং সে সময়ে আমাদের) শরীরের ক্রিয়া অনুভূত হয় নাই। ১৮। হে রাজন্! মুনি ঋষিদিগের অভিসম্পাত প্রভৃতিও অতিশয় যোগবিশিষ্ট চিত্তকে চালিত করিতে সমর্থ হইতে পারে না। ১৯। হে ভূপতে! যেরূপ শত বজ্রপাতেও সুমেরুকে চালনা করা যায় না, সেইরূপ ধৈর্য্যশালী ব্যক্তির এক-কার্য্য-সন্নিবিষ্ট অন্তঃকরণকে চালিত করা যায় না। ২০। হে মহাত্মন্! জল যেরূপ বৃক্ষ লতাদির রসের কারণ, সেইরূপ অন্তঃকরণ মিথ্যা-প্রকাশিত শরীরাদি কল্পনার কারণ; অতএব, মনকে সকল পদার্থের প্রধান শরীর বলিয়া জানিও। ২১।

দেহে ক্ষতে বিবিধ দেহগণং করোতি
স্বপ্নাবনাবিব নবং নবমাশু চেতঃ।
চিত্তে ক্ষতে তু ন করোতি হি কিঞ্চিদেব
দেহস্ততঃ সমনুপালয় চিত্তরত্নং। ২২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

আভ্যাং তথৈব মুক্তোহসৌ রাজা রাজীবলোচনঃ।
মুনিং ভরতনামানং পার্শ্বস্থং সমুবাচ হ। ২৩।
ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পরমার্থরসস্পৃশঃ।
রময়ন্ত্যেব হৃদয়ং গিরঃ কামান্ধয়োরপি। ২৪।
শাসিতৌ চ যথাশাস্ত্রমেতৌ নির্ব্বাসয়াম্যহং।
ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দ্দূলস্তাবুভৌ নিরবাসয়ৎ। ২৫।

ইতি মহর্ষি বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে
কৃত্রিমেন্দ্রোপাখ্যানং নাম নবমঃ সর্গঃ। *। ৯। *

দেহ বিনষ্ট হইলে, স্বপ্ন ভূমির ন্যায় মন, বিবিধ নূতন নূতন দেহাশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু মন ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, দেহ কিছুই করিতে পারে না; অতএব চিত্তরত্ন রক্ষার জন্য যত্ন কর। ২২। বশিষ্ঠ কহিলেন;—এই দুই জন স্ত্রীপুরুষ এইরূপ কথা বলিলে পর, কমললোচন নৃপতি, পার্শ্ববর্ত্তী ভরত নামক মুনিকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ২৩। হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভগবন্! কামান্ধ এই দুই ব্যক্তি যে কথা কহিল, তাহাতে পরমার্থ রসের সংযোগ থাকাতে আমাদিগের হৃদয় সুখী হইয়াছে। ২৪। (যাহা হউক,) আমি ইহাদিগকে যথাবিধি শাসিত করিয়া, দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিব; রাজা এই কথা কহিয়া রাজ্য হইতে তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। ২৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতত্তে কথিতং রামেতিহাসাখ্যানলীলয়া।
সর্ব্বএব জগত্যস্মিন্ দ্বিশরীরাঃ শরীরিণঃ। ১।
একং মনঃ শরীরন্তু ক্ষিপ্রকারি চলং সদা।
অকিঞ্চিৎকরমন্যত্তু শরীরং মাংসনির্ম্মিতং। ২।

রাম উবাচ।

বিস্তরেণ মম ব্রহ্মন্নজড়স্য নিরাকৃতেঃ।
রূপমারূঢ়সংকল্পমনসোবক্তুমর্হসি। ৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য সর্ব্বশক্তের্ম্মহাত্মনঃ।
সংকল্পশক্তিখচিতং যদ্রূপং তন্মনোবিদুঃ। ৪।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! আমি তোমাকে ইতিহাস-আখ্যান-চ্ছলে এই সকল কথা বলিলাম; (জানিও), এই জগতে সকল শরীরী-দিগের দুই প্রকার শরীর হইয়া থাকে। ১। এক শরীর মন, ইহা অতিশয় চঞ্চল ও সতত ক্ষিপ্রকারী; দ্বিতীয় শরীর, মাংসবিনির্ম্মিত; (সুতরাং) উহা অকিঞ্চিৎকর—অর্থাৎ মনঃশরীর ব্যতিরেকে মাংসময় শরীর কোন কার্য্য করিতে পারে না। ২।

রাম কহিলেন;—হে ব্রহ্মন্! মন অজড় এবং আকার শূন্য; (অতএব) সংকল্প দ্বারা উহার যেরূপ আকার হইয়া থাকে, আমাকে বিস্তার পূর্ব্বক তাহা বলিয়া দিউন। ৩।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—অনন্ত, সর্ব্বশক্তিস্বরূপ, মহানুভব ব্রহ্মের সংকল্প দ্বারা ("আমি বহু হইব" এই প্রকার প্রকাশিত যে প্রবৃত্তি বিশেষ) তাহাই মনের রূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৪। সদসৎ বস্তুর মধ্যে মনুষ্যের

ভাবঃ সদসতোর্ম্মধ্যে নৃণাং চলতি যশ্চলঃ।
কলনোন্মুখতাং যাতস্তদ্রূপং মনসোবিদুঃ। ৫।
যতঃ কুতশ্চিদুৎপন্নং চিত্তং তৎ কিঞ্চিদেব হি।
নিত্যমাত্মবিমোক্ষায় যোজয়েৎ মুক্তিযুক্তিষু। ৬।
অত্রেদং চিত্রমাখ্যানং কথয়ামি তবানঘ।
যদাখ্যাতং ভগবতা পুরা পঙ্কজজন্মনা। ৭।
অস্তি রামাটবী স্ফারশূন্যা শান্তা বিভীষণা।
যোজনানি শতং যস্যাং লক্ষ্যতে ক্রোশমাত্রকং। ৮।
অস্যামেকোহি পুরুষঃ সহস্রকরলোচনঃ।
পর্য্যাকুলমতির্ভীমঃ সংস্থিতোবিততাকৃতিঃ। ৯।

যে চঞ্চলভাব সংকল্পিত বিষয়ে উন্মুখত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, (পণ্ডিতেরা) তাহাকেই মনের রূপ বলিয়া থাকেন। ৫। মন যে কোন প্রকারে সংকল্প দ্বারা উৎপন্ন হইবে, নিত্যকাল আত্ম-মুক্তির উপায় জানিয়া মুক্তিযুক্তির উদ্দেশে (অন্ততঃ কোন কার্য্যে) উহাকে সংযোজন করিবে। ৬।

হে অনঘ! আমি এসম্বন্ধে তোমার নিকটে এক বিচিত্র উপাখ্যান বলিতেছি, ইহা পূর্ব্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন। ৭। হে রামচন্দ্র! প্রকাশশূন্য, অশান্ত, ভয়ানক এক অরণ্য আছে, সে খানে (অবস্থিত থাকিলে) একশত যোজন, ক্রোশমাত্র বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ইতিহাস পক্ষে বন ভয়ানক। সংসার পক্ষে—উহা যথার্থ শূন্য, অশান্ত ও ভয়ানক ভ্রান্তিময় হওয়াতে শতযোজনেও ক্রোশমাত্র বোধ হইয়া থাকে।৮। এই বনমধ্যে একটী পুরুষ বাস করিয়া থাকে, তাহার সহস্র কর, সহস্র লোচন; মন অতিশয় চঞ্চল, আকার বিস্তৃত, সুতরাং তাহার মূর্ত্তি অতিশয় ভয়ানক। সংসারার্থে পুরুষস্বরূপ মন,এবং বিবিধ বিষয় তাহার হস্তাদি; সুতরাং তাহার

স সহস্রেণ বাহূনামাদায় পরিঘান্ বহূন্ ।
প্রহরত্যাত্মনঃ পৃষ্ঠে স্বাত্মনৈব পলায়তে । ১০ ।
দৃঢ়প্রহারৈঃ প্রহরন্ স্বয়মেবাত্মনাত্মনি ।
পরিভ্রমতি ভীতাত্মা স যোজনশতান্যপি । ১১ ।
ক্রন্দন্ পলায়মানোঽসৌ গত্বা দূরমিতস্ততঃ ।
ভ্রমবান্ বিবশাকারো বিশীর্ণচরণাঙ্গকঃ । ১২ ।
পতিতোঽবশ এবাশু মহত্যন্ধোঽন্ধকূপকে ।
কৃষ্ণরাত্রিতমোভীমে নভোগম্ভীরকোটরে । ১৩ ।
তত্র কালেন মহতা সোঽন্ধকূপাৎ সমুত্থিতঃ ।
পুনঃ প্রহারৈঃ প্রহরন্ বিদ্রবত্যাত্মনাত্মনি । ১৪ ।

মূর্ত্তি ভয়ানক । ৯ । সেই পুরুষ বাহুসহস্র দ্বারা অসংখ্য পরিঘ ধারণ করিয়া আত্ম-পৃষ্ঠে প্রহার করিয়া থাকে, এবং আপনি পলায়ন করে। সংসার-পক্ষে মন,সংকল্প দ্বারা জীবনকে নানাযোনিতে নিপাতিত করাইয়া সংকল্প সহস্ররূপ হস্ত দ্বারা বিষয়রূপ মুদ্গার গ্রহণ করিয়া, আত্মাকে ক্লেশ দিয়া থাকে ; এবং কখন কখন দুঃখ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া আপনি পলায়ন করে । ১০ ।

ভীতাত্মা সেই পুরুষ, এই প্রকার দৃঢ়তর প্রহার দ্বারা আপনি আত্মাকে ক্লেশ প্রদান করিয়া শত যোজন ভ্রমণ করিয়া থাকে । ১১ । (সেই পুরুষ) ক্রন্দন করিয়া পলায়ন করে, এবং ইতস্ততঃ দূরে গমন করিয়া ক্রমে নিপতিত হইয়া বিবশ ও বিশীর্ণদেহ হইয়া থাকে । ১২ । সে অন্ধ হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে ভীষণ-গভীর-কোটর-বিশিষ্ট অন্ধকারময় কূপে অবশ হইয়া পতিত হয় । অন্তপক্ষে—মন এইরূপে অন্ধকূপ নরকে নিপতিত হইয়া থাকে । ১৩ । দীর্ঘকালের পর সেই পুরুষ অন্ধকূপ হইতে উত্থিত হয়, এবং পুনর্ব্বার আপনাকে প্রহার করিয়া পলায়ন করে । ১৪ ।

পুনর্দূরতরং গত্বা করঞ্জবনকুঞ্জরং।
প্রবিষ্টঃ কণ্টকং প্রাপ্তঃ শলভঃ পাবকং যথা। ১৫।
তস্মাৎ করঞ্জগহনাদ্বিনিষ্ক্রম্য ক্ষণাদিব।
পুনঃ প্রহারৈঃ প্রহরন্ বিদ্রবত্যাত্মনাত্মনি। ১৬।
পুনর্দূরতরং গত্বা শশাঙ্ককরশীতলং।
কদলীকাননং কান্তং সংপ্রবিষ্টো হসন্নিব। ১৭।
কদলীষণ্ডকাত্তস্মাদ্বিনিষ্ক্রম্য ক্ষণাৎ পুনঃ।
স্বয়ং প্রহারৈঃ প্রহরন্ বিদ্রবত্যাত্মনাত্মনি। ১৮।
পুনর্দূরতরং গত্বা তমেবান্ধোঽন্ধকূপকং।
স সংপ্রবিষ্টস্ত্বরয়া বিশীর্ণাবয়বাকৃতিঃ। ১৯।
অন্ধকূপাৎ সমুত্থায় প্রবিষ্টঃ কদলীবনং।

যে রূপ পতঙ্গ বহ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহার ন্যায় সেই পুরুষ দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া কন্টকাকীর্ণ করঞ্জ বনে প্রবেশ করিয়া থাকে। অন্যপক্ষে করঞ্জবনতুল্য মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ১৫। সেই পুরুষ করঞ্জবন হইতে ক্ষণমধ্যে নির্গত হইয়া, পুনর্ব্বার আপনাকে প্রহার করিয়া পলায়ন করে। অন্যার্থে—মন মনুষ্যলোক হইতে উত্থিত হইয়া, সংকল্প হস্ত দ্বারা বিষয়মুদ্গর ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে প্রহার করিয়া থাকে। ১৬।

সে পুনর্ব্বার চন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতল, মনোহর কদলীকাননে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করে। অন্যপক্ষে;—মন, কদলীকাননের ন্যায় সুখ-স্থান স্বর্গে প্রবেশ করিয়া থাকে। ১৭। সে পুনর্ব্বার আপনাকে আপনি প্রহার করিয়া, ক্ষণমধ্যে কদলীবন হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করে। ১৮।

পুনর্ব্বার দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া অন্ধ হইয়া অন্ধকূপে প্রবিষ্ট হয়, এবং সত্বর বিশীর্ণশরীর হইয়া থাকে। ১৯। (পুনর্ব্বার) অন্ধকূপ হইতে উত্থিত

কদলীকাননাৎ সদ্যঃ করঞ্জবনগুল্মকং। ২০।
করঞ্জগহনাৎ কূপং কূপাদ্রম্ভাবনান্তরং।
প্রবিশন্ প্রহরংশ্চৈব স্বয়মাত্মনি সংস্থিতঃ। ২১।
এবংরূপসমাচারঃ সমালোক্য চিরং ময়া।
অবষ্টভ্য বলাদেব মুহূর্ত্তং পরিবোধিতঃ। ২২।
পৃষ্টশ্চ কস্ত্বং কিমিদং কেনার্থেন করোষি চ।
কিম্বাভ্যভিমতং তে স্যাৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি। ২৩।
ইতি পৃষ্টেন কথিতং তেন মে রঘুনন্দন।
নহি কশ্চিন্নচৈবেদং মুনে কিঞ্চিৎ করোম্যহং। ২৪।
ত্বয়াহমবভগ্নোস্মি ত্বং মে শত্রুরহো মতঃ।
ত্বয়া দৃষ্টোহস্মি নষ্টোহস্মি দুঃখায় চ সুখায় চ। ২৫।

হইয়া কদলীবনে, এবং তথা হইতে করঞ্জ বনে প্রবেশ করিয়া থাকে। ২০। (সেই পুরুষ) করঞ্জবন হইতে অন্ধকূপে, এবং অন্ধকূপ হইতে কদলীবনে প্রবেশ করিয়া, আপনি আপনাকে প্রহার পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। ২১।

আমি চিরকাল তাহাকে এইরূপ আচরণবিশিষ্ট দেখিয়া, বলপূর্ব্বক স্থির রাখিয়া এক মুহূর্ত্তে প্রবোধিত করিলাম। অন্যপক্ষে—বিবেক মনকে স্থির করিয়া প্রবোধিত করিয়া থাকে। ২২। তাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলাম; তুমি কে? তোমার কার্য্য কি? কি জন্যইবা এইরূপ করিতেছ? তোমার অভিমত কি? কেন মিথ্যা মুগ্ধ হইতেছ?। ২৩। হে রঘুনন্দন! এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, সে কহিল, মুনে! আমি কোন বস্তু নহি,এবং মিথ্যা 'কোন কর্ম্ম করি না। ২৪। হে মুনে! তুমি আমাকে অবভগ্ন করিলে. অতএব তোমাকে শত্রু বলিয়া স্বীকার করা উচিত; ত্বৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট ও নষ্ট হওয়াতে আমার (বিষয়ের) সুখদুঃখ দূরীভূত হইল। ২৫।

ইত্যুক্ত্বা বিকৃতান্যঙ্গান্যালোক্য স্বান্যতুষ্টিমান্ ।
রুরোদাতিতরং দীনো মেঘো বর্ষন্নিবাটবীং । ২৬ ।
ক্ষণমাত্রেণ তত্রাসাবুপসংহৃত্য রোদনং ।
স্বান্যঙ্গানি সমালোক্য জহাস প্রসভং চিরং । ২৭ ।
অট্টট্টহাসপর্য্যন্তসংভ্রমাৎ পুরতো মম ।
ক্রমেণ তানি তত্যাজ স্বান্যঙ্গানি সমন্ততঃ । ২৮ ।
প্রথমং পতিতং তস্য শিরঃ প্রথমদারুণং ।
ততস্তে বাহবঃ পশ্চাৎ বক্ষস্তদনু লোচনং । ২৯ ।
অথ ক্ষণেন স পুমাংস্তান্যঙ্গানি যথা তথা ।
সংত্যজ্য নিয়তঃ শক্ত্যা ক্বাপি গন্তুমুপস্থিতঃ । ৩০ ।
দৃষ্টবানহমেকান্তে পুনরন্যং তথা নরং ।

(সেই পুরুষ) এই প্রকার কহিয়া, স্বকীয় বিকৃত অঙ্গ সকল দর্শনানন্তর দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া, মেঘ যেরূপ বনমধ্যে বৃষ্টিবর্ষণ করে, তাহার ন্যায় রোদন করিতে লাগিল ।২৬। সে,ক্ষণকাল মধ্যে রোদন সংবরণ ও স্বকীয় শরীর সন্দর্শন করিয়া অনেকক্ষণ হাস্য করিতে লাগিল । ২৭ । (সে) আমার সাক্ষাতে সসম্ভ্রমে অট্টহাস্য করিয়া, ক্রমে আপনার অঙ্গসকল চতুর্দ্দিকে নিঃক্ষেপ করিল । ২৮ । প্রথমে সেই পুরুষের বিকট মস্তক পতিত হইল, পরে বাহু, পশ্চাদ্বক্ষঃপ্রদেশ, এবং শেষে তাহার নয়ন নিপতিত হইল ; অন্য-পক্ষে—মন প্রথমে অহঙ্কাররূপ শির, তদনন্তর সংকল্পরূপ বাহু, পশ্চাৎ বাসনা-স্বরূপ বক্ষঃ, তদনন্তর ভোগেচ্ছারূপ চক্ষু পরিত্যাগ করিয়া থাকে । ২৯ ।

অনন্তর সেই পুরুষ ক্ষণকালের মধ্যে যেখানে সেখানে আপনার অঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিয়া, নিজ-শক্তি-প্রভাবে কোন অনির্ব্বচনীয় স্থানে গমন করিতে উদ্যত হইল । ৩০ । আমি (সেখানে) নির্জ্জনে (অবস্থিত) আত্ম-

প্রহরন্তং ভ্রমন্তঞ্চ পর্য্যাকুলতরান্তরং । ৩১ ।
স ময়া সংমুখীকৃত্য পরিপৃষ্টস্তথৈব চ ।
তেনৈবাসৌ ক্রমেণাথ রুদিত্বা সংপ্রহস্য চ ।
অঙ্গৈর্বিশীর্ণতামেত্য যথাবলমলক্ষ্যত । ৩২ ।
দৃষ্টবানহমেকান্তে ক্বচিদন্যং তথা নরং ।
পলায়মানং পতিতং মহত্যন্ধেঽহন্ধকূপকে । ৩৩ ।
তত্রাহং সুচিরং কালমবসম্ তৎপরীক্ষকঃ ।
তত্রাসৌ সুচিরেণাপি কূপান্নাভ্যুত্থিতোঽবশঃ ।
দৃষ্টবান্ প্রপতন্তঞ্চ পুনরন্যমিতস্ততঃ । ৩৪ ।
অবষ্টভ্য তথৈবাশু তস্য প্রোক্তং পুনর্ম্ময়া ।
দুর্ম্মতির্ম্মামসৌ মূঢ়োনাবজানাসি কিঞ্চন ।
অবৈহি ত্বং দ্বিজেত্যুক্ত্বা স্বব্যাপারপরোঽভবৎ । ৩৫ ।

প্রহারক, ভ্রমণকারি, মহাব্যাকুলমনা অপর এক পুরুষকে দেখিতে পাইলাম । ৩১ । আমি তাহাকে সম্মুখে করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলে, দেখিতে পাইলাম সে, পূর্ব্বের ন্যায় রোদন ও হাস্য করণানন্তর বিশীর্ণ দেহ ধারণ করিয়াছে । ৩২ । আমি সেই অরণ্যের কোন নির্জ্জন স্থানে পলায়মান, ভয়ানক অন্ধকূপে নিপতিত, অন্য একজন অন্ধপুরুষকে দেখিতে পাইলাম । ৩৩ । আমি ইহার পরীক্ষক হইয়া (যদিও) চিরকাল সেখানে অবস্থিতি করিলাম, কিন্তু সেই পুরুষকে (এতদূর) অবশ দেখিলাম যে, সে দীর্ঘকালও কূপ হইতে উত্থিত হইতে পারিল না ; তদনন্তর অন্য আর এক পুরুষকে পতনোন্মুখ দেখিলাম । ৩৪ ।

আমি তাহাকে স্থির রাখিয়া, (পতনের কারণ) জিজ্ঞাসা করিলাম, মূঢ় তুমি কিছুই জাননা, হে দ্বিজ ! তুমি আপনার কার্য্যে যাও, এই কথা বলিয়া,

এবং তস্মিন্ মহারণ্যে বহবস্তাদৃশা নরাঃ।
পরিভ্রমন্তস্তিষ্ঠন্তি বিদ্যতেঽদ্যাপি সাটবী। ৩৬।
সা ভীষণা বিবিধকণ্টকসংকটাঙ্গী
ঘোরাটবী ঘনতমোগহনাতিলোকৈঃ।
আগত্য নীবৃতমনাপ্তনিজাববোধে
রাসেব্যতে কুসুমগুল্মকবাটিকেব। ৩৭।

শ্রীরাম উবাচ।

কা সা মহাটবী ব্রহ্মন্ কুত্র বা বিদ্যতেঽনঘ।
কে চ তে পুরুষাস্তত্র কিং বা কর্ত্তুং কৃতোদ্যমাঃ। ৩৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

রঘুনাথ মহাবাহো শৃণু বক্ষ্যামি তেঽখিলং।
ন সা মহাটবী রাম দূরে নৈব চ তে নরাঃ। ৩৯।

সেই দুর্ম্মতি আপন-কার্য্যে তৎপর হইল। ৩৫। সেই মহারণ্যে এইপ্রকার বহুতর ব্যক্তি ভ্রমণ করিয়া অবস্থান করে, অদ্যাপি সেই মহারণ্য বিদ্যমান আছে। ৩৬। সেই অটবী, বিবিধ কণ্টক দ্বারা সঙ্কট হওয়াতে অতিশয় ভীষণ, এবং নিবিড় অন্ধকার দ্বারা (উহা) লোকের অগম্য হইলেও সেখানে প্রবিষ্ট হইলে, লোকে আত্মস্বরূপ-বোধ-বিরহে পুষ্পবাটিকার ন্যায় তাহার সেবা করিয়া থাকে। ৩৭।

শ্রীরাম কহিলেন ;—হে অনঘ ব্রহ্মন্! সেই মহাটবী কি, এবং কোথায় অবস্থিত আছে? সেই পুরুষেরাই বা কে, এবং কি কার্য্য করিতে তাহারা উদ্যমশীল ?। ৩৮।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মহাবাহো রামচন্দ্র! তোমাকে সকল বিষয়ই বলিতেছি, শ্রবণ কর ; সেই মহাটবী এবং সেই পুরুষেরা আমাদের দূরস্থ নহে। ৩৯

সেয়ং সংসারপদবী গম্ভীরাপারকোটরা।
তাং তাং শূন্যবিকারাঢ্যাং বিদ্ধি রাম মহাটবীং। ৪০।
তত্র যে তে মহাকারাঃ পুরুষাঃ প্রবদন্তি হি।
মনাংসি তানি বিদ্ধি ত্বং দুঃখে নিপতিতান্যলং। ৪১।
দ্রষ্টা যোঽহমহং তেষাং স বিবেকো মহামতে।
ময়া তান্যববোধ্যন্তে বিবেকেন মনাংসি হি। ৪২।
পরং বোধং সমাস্থায় মৎপ্রসাদান্মহামতে।
মনাংসি কানিচিত্তানি গতান্যুপশমং পরং। ৪৩।
কানিচিন্নাভিনিন্দতি মাং বিবেকং বিমোহতঃ।
মত্তিরস্কারবশতঃ কূপেম্বিব পতন্ত্যধঃ। ৪৪।
যে তেঽন্ধকূপগহনা নরকাস্তে রঘূদ্বহ।

গম্ভীর, অথচ অসীম-কোটর-বিশিষ্ট সেই মহাটবীই সংসারপদবী,—অর্থাৎ সংসার পথ অতি গভীর, অপার কূপ ও মিথ্যা বিকারযুক্ত; (অতএব) সংসারকে মহাটবী বলিয়া জানিও। ৪০। তাহাতে বিকটাকার যে সকল পুরুষ অবস্থান করিয়া থাকে বলিয়াছি, জানিও, তাহারাই অন্তঃকরণ; ইহারা বারংবার দুঃখে নিপতিত হইয়া থাকে। ৪১। আমি দেখিয়াছি, এই কথা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, হে মহামতে! (জানিও) তিনিই বিবেক, ইনি মনকে প্রবোধিত করিয়া থাকেন। ৪২।

হে মহামতে! সেই বিবেকের প্রসন্নতাহেতু কতকগুলি মন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়া উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৩। কতকগুলি মন মোহপ্রযুক্ত বিবেকের নিন্দা করিয়া থাকে, এবং তাহার নিকটে তিরস্কৃত হইয়া কূপে পতিতের ন্যায় অধঃ,—অর্থাৎ নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। ৪৪।

হে রঘুকুলধুরন্ধর! যে দুর্গম অন্ধকূপের কথা বলিয়াছি, তাহাই নরক;

কদলীকাননং স্বর্গঃ করঞ্জোমর্ত্যমণ্ডলং। ৪৫।
প্রবিষ্টান্যন্ধকূপান্তনির্গতানি যথা তথা।
মহাপাতকযুক্তানি নরকে তানি সর্ব্বদা। ৪৬।
যত্তৎ করঞ্জগহনং তৎ কলত্ররসাবিলং।
দুঃখকণ্টকসম্বাধং মানুষ্যং বিবিধৈষণং। ৪৭।
যৈরহং পুংভিরবুধৈদু র্দ্বিজেতি তিরস্কৃতঃ।
তৈর্ম্মনোভিরনাত্মজ্ঞৈঃ স বিবেকস্তিরস্কৃতঃ। ৪৮।
ত্বয়া দৃষ্টোঽস্মি নষ্টোঽস্মি শত্রুর্ম্মে ত্বমিতি দ্রুতং।
যদুক্তং তদ্বিচিত্তেন সকলং পরিদেবিতং। ৪৯।
রুদিতং যন্মহাক্রন্দং নরাণাং তত্র রাঘব।
তদ্ভোগজালং ত্যজতা মনসা রোদনং কৃতং। ৫০।
অর্দ্ধপ্রাপ্তবিবেকস্য ন প্রাপ্তস্যামলং পদং।

কদলীকানন স্বর্গ, এবং করঞ্জবন মর্ত্তালোক। ৪৫। যেরূপ অন্ধকূপে প্রবিষ্ট হইলে লোককে অতিকষ্টে নির্গত হইতে হয়, সেইরূপ মহাপাতকী ব্যক্তি, বহুকাল নরকভোগ করিয়া, পরে তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। ৪৬। যে করঞ্জবনের কথা বলিয়াছি, তাহাই মনুষ্য লোক; ইহা নানা-চেষ্টাপরায়ণ স্ত্রীপুত্রাদি রস দ্বারা আবিল, এবং দুঃখকণ্টকে সমাকীর্ণ। ৪৭। যে অজ্ঞানী পুরুষ, আমাকে দুর্দ্বিজ বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে, সেই, আত্মতত্ত্ব-বিহীন মন; ঐ মনই বিবেককে তিরস্কার করিয়াছে। ৪৮। "ত্বৎকর্তৃক দৃষ্ট ও নষ্ট হইলাম, তুমি আমার শত্রু" আমাকে এই কথা যে বলিয়াছিল, তাহা মনের (বিষয়-ত্যাগে) খেদমাত্র। ৪৯।

হে রাঘব! পুরুষের মহা রবে যে রোদনের কথা বলিয়াছি, ভোগসমূহ ত্যাগ ঘটাতে, তাহা মনের রোদন বলিয়া জানিবে। ৫০। যে মন, অর্দ্ধবিবেক

মনসস্ত্যজতোভোগান্ পরিতাপো হি জায়তে। ৫১।
হসিতং তু তদানন্দি পুংসাং তদববোধতঃ।
পরিপ্রাপ্তবিবেকেন সন্তোষশ্চেতসা কৃতঃ। ৫২।
পরিপ্রাপ্তবিবেকস্য ত্যক্তসংসারসংস্থিতেঃ।
চেতসস্ত্যজতো রূপমানন্দো হি বিবর্দ্ধতে। ৫৩।
যদসৌ সমবষ্টভ্য ময়া দৃষ্টঃ প্রযত্নতঃ।
তদ্বিবেকো বলাচ্চিত্তমাদত্ত ইতি দর্শিতং। ৫৪।
যদাত্মনি প্রহারৌঘৈঃ পুমান্ প্রহরতি স্বয়ং।
তত্তৎসংকল্পনাঘাতৈঃ প্রহরত্যাত্মনাত্মনি। ৫৫।
পলায়তে যঃ পুরুষঃ স্বাত্মনং প্রহরন্ স্বয়ং।
স্ববাসনাপ্রহারেভ্যস্তদ্ভ্রাম্যতি মনঃ স্বয়ং। ৫৬।

লাভ করিয়াছে, কিন্তু অমল (ব্রহ্মপদ) লাভ করিতে পারে নাই, তাহার ভোগ পরিত্যাগের নামই পরিতাপ। ৫১। হাস্যের কথা যাহা বলিয়াছি তাহা, প্রাপ্ত বিবেক ও চিত্তের তুষ্টি দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞান-সংযোগে পুরুষের যে নিত্যানন্দ হইয়া থাকে, (তাহাই ভিন্ন আর কিছুই নয়)। ৫২। (যখন) সর্ব্বতোভাবে বিবেক-প্রাপ্তি ও সংসারস্থিতি পরিত্যাগ দ্বারা মনের রূপ দূরীভূত হয়, (তখনই) পরমানন্দ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৫৩। "আমি যত্নপূর্ব্বক যে পুরুষকে স্থির করিয়া দেখিয়াছি" বলিয়াছি, জানিও বিবেক, যে বলপূর্ব্বক মনকে গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহা দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ৫৪।

"যে পুরুষ আত্মাকে স্বয়ং গুরুতর প্রহার করিয়া থাকেন," বলা হইয়াছে, জানিও, তাহা সংকল্পের আঘাত প্রযুক্ত (আত্মার ঐ অবস্থা হইয়া থাকে)। ৫৫। "যে আত্মাকে প্রহার করিয়া স্বয়ং পলায়ন করে," উহা মন; আপনার বাসনা-প্রহার দ্বারা প্রপীড়িত হইলেই, সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকে। ৫৬।

সংকল্পবাসনাজালৈঃ স্বৈরেবায়াতি বন্ধনং।
মনোমায়াময়ৈর্ব্বন্ধং কোষকারক্রিমির্যথা।. ৫৭।
এতত্তে কথিতং রাম চিত্তোপাখ্যানমুত্তমং।
চিত্তেনৈবেদমালোক্য চিত্তত্যাগে স্থিরো ভব। ৫৮।

ইতি মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে চিত্তোপাখ্যানং
নাম দশমঃ সর্গঃ। *। ১০। *।

মন আত্মকৃত বাসনা-সমূহে পরিবেষ্টিত ও বদ্ধ হইয়া কোষকার কীট যেরূপ আপনার মৃত কোষ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৭। হে রাম! তোমার নিকটে বিচিত্র চিত্তোপাখ্যান বর্ণন করিলাম, ; (তুমি এক্ষণে) চিত্ত দ্বারা ইহা অবলোকন করিয়া, তৎপরিত্যাগে যত্নবান্ হও। ৫৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

প্রবুদ্ধানাং মনোরাম ব্রহ্মৈবেদং হি নেতরৎ।
সর্ব্বশক্তি পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমব্যয়ং। ১।
ন তদস্তি ন তস্মিন্ যদ্বিদ্যতে বিততাত্মনি।
যথোল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি।
চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণো রাম শরীরেষূপজায়তে। ২।
স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু দার্ঢ্যশক্তিস্তথোপলে।
দ্রবশক্তিস্তথাম্ভঃসু দাহশক্তিস্তথানলে। ৩।
শূন্যশক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তির্ব্বিনাশিনি। ৪।
ফলপুষ্পলতাপত্রশাখাবিটপমূলবান্।
বৃক্ষবীজে যথা বৃক্ষ স্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতং। ৫।
ক্বচিৎ কাশ্চিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদুদ্যন্তি শক্তয়ঃ।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ দিগের মনকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; (বাস্তবিক, উহা) ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ১। যে চিচ্ছক্তি বিস্তৃত আত্মাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহা স্বয়ং উদিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে, হে রাম! ব্রহ্মের সেই চিচ্ছক্তি (শরীরীর) শরীরে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; মনস্বরূপ আত্মাতে যে বস্তু না থাকে, এরূপ বস্তুই নাই। ২। যেরূপ বায়ুতে স্পন্দশক্তি, পাষাণে দৃঢ়শক্তি, জলে দ্রবশক্তি, অনলে দাহ্য শক্তি। ৩। আকাশে শূন্যশক্তি, নাশ্যবস্তুর নাশ শক্তি। ৪। (যেরূপ) ফল, পুষ্প, লতা, পত্র, শাখা, প্রশাখা ও মূলবিশিষ্ট বৃক্ষ, বীজমধ্যে অবস্থান করে,—অর্থাৎ বীজ হইতে যেরূপ শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট প্রকাশ্য পাদপের জন্ম, সেইরূপ জগদ্রূপ মায়াশক্তি ব্রহ্মপদার্থে বিরাজিত আছে। ৫। যেরূপ দেশ কালের নানা-রূপত্ব প্রযুক্ত পৃথিবী হইতে ধান্য মুদ্গাদি উদ্ভূত হইয়া

দেশকালবিচিত্রত্বাদ্ভূতলাদিব শালয়ঃ। ৬।
স আত্মা সর্ব্বগো রাম নিত্যাদিতমহদ্বপুঃ।
যন্মনাঙ মলিনীং শক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে। ৭।
আদৌ মনস্তদনুবন্ধবিমোক্ষদৃষ্টী
পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাধিানা।
ইত্যাদিসংস্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠা।
মাখ্যায়িকা সুভগ বালজনোদিতেব। ৮।

শ্রীরাম উবাচ।

কিমুচ্যতে মুনিশ্রেষ্ঠ বালকাখ্যায়িকাক্রমঃ।
ক্রমেণ কথয়ৈতন্মে মনোবর্ণনকারণং। ৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ মুগ্ধমতির্বালো ধাত্রীং পৃচ্ছতি রাঘব।

থাকে, সেইরূপ সেই ব্রহ্মশক্তি হইতে কোন খানে কোন দেশে কোন কালে কোন শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬।

হে রাম! আত্মা সর্ব্বগামী, তাঁহার মহৎ বপু নিত্যকাল প্রকাশিত, কিন্তু যে, অল্প মলিন শক্তি ধারণ করিয়া থাকে, (জানিও) তাহার নামই মন। ৭। মন-আদিভূত, বন্ধ ও মোক্ষদৃষ্টি তাহার অনুবন্ধমাত্র; তৎপশ্চাৎ জগৎনামক এই প্রপঞ্চ-রচনা। এইরূপে জগতের যে সংস্থান ও প্রতিষ্ঠা, হে সুভগ! তাহা বালকের নিকটে কথিত আখ্যায়িকা—অর্থাৎ উপকথার ন্যায় সত্য বলিয়া (লোকের) প্রতীত হইয়া থাকে। ৮।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে মুনিবর! বালকের আখ্যায়িকাক্রম কিপ্রকার? মনের রূপ বর্ণনোদ্দেশে আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিউন। ৯।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রাঘব! মুগ্ধমতি শিশু তাহার ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা

কাঞ্চিৎ বিনোদিনীং ধাত্রি কথয়াখ্যায়িকামিতি। ১০।
ক্বচিৎ সন্তি মহাত্মানো রাজপুত্রাস্ত্রয়ঃ শুভাঃ।
ধার্ম্মিকাঃ শৌর্য্যমুদিতা অত্যন্তাসতি পত্তনে। ১১।
দ্বৌ ন জাতৌ তথৈকস্তু গর্ব্ভএব হি ন স্থিতঃ। ১২।
অথাত্যুত্তমলাভার্থমেদকা তে শুভাস্ত্রয়ঃ।
স্বকীয়াচ্ছূন্যনগরান্নির্গতা বিমলাশয়াঃ। ১৩।
গচ্ছন্তো গগনে বৃক্ষান্ দদৃশুঃ ফলশায়িনঃ।
তেষু বৃক্ষেষু বিশ্রাম্য ভুক্ত্বা স্বাদু ফলং বহু।
যযুঃ সুখবিলাসেন তে ত্রয়ো রাজসূনবঃ। ১৪।
সরিত্ত্রিতয়মাসেদুস্ততঃ কল্লোলমালিতং।
তত্রৈকা পরিশুষ্কৈব মনাগপ্যম্বু ন দ্বয়োঃ। ১৫।

করে, হে ধাত্রি! মনোহর একটী আখ্যায়িকা আমাকে শ্রবণ করাও। ১০। (ধাত্রী বলিতে লাগিল) কোন অসৎ নগরে তিন জন রাজপুত্র বাস করেন। ইহাঁরা ধার্ম্মিক, বলী ও ক্ষেমবান্। ১১। ইহাঁদের মধ্যে দুইজন জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং (অবশিষ্ট) এক জনের গর্ভাবস্থিতি ঘটে নাই। ১২।

অনন্তর একদিন বিমলাশয় ঐ তিন রাজনন্দন, অত্যুৎকৃষ্ট সামগ্রী লাভের আশয়ে আপনাদের মিথ্যাময় নগর হইতে নির্গত হইলেন। ১৩। তাঁহারা যাইতে যাইতে আকাশে ফলবান্ বৃক্ষ সকল দেখিতে পাইলেন; সেই বৃক্ষতলে রাজপুত্রগণ উপবিষ্ট হইয়া, শ্রান্তিদূর ও তাহাদের বহুতর সুস্বাদু ফল ভোজন করিয়া, মনের সুখে গমন করিতে লাগিলেন। ১৪।

তাহার পর (যাইতে যাইতে) তরঙ্গবিশিষ্ট তিনটী নদী দেখিতে পাইলেন, ঐ তটিনিত্রয়ের মধ্যে একটীর জল শুষ্ক এবং অন্য দুইটীতে অল্পমাত্র জল আছে। ১৫।

পরিশুষ্কা ভৃশং যাসৌ তস্যাস্তে সস্নুরাদৃতাঃ।
চিরং কৃত্বা জলক্রীড়াং পীত্বা ক্ষীরোপমং পয়ঃ। ১৬।
তথাসেতুর্দিনস্যান্তে ভবিষ্যন্নগরং ত্রয়ঃ।
দূরশ্রুতসমুল্লাসখেলন্নাগরমণ্ডলং। ১৭।
দদৃশুস্তত্র রম্যাণি ত্রীণ্যতো ভবনানি তে।
একং নির্ভিত্তি নিস্তম্ভমনুৎপন্নগৃহদ্বয়ং। ১৮।
অভিত্তিমন্দিরং চারু প্রবিষ্টাস্তে নৃপাত্মজাঃ।
প্রাপুঃ স্থালীত্রয়ং তত্র তপ্তকাঞ্চনকল্পিতং। ১৯।
তত্র খর্পরতাং যাতে দ্বে একা চূর্ণতাং গতা।
জগৃহুশ্চূর্ণতাং যাতাং স্থালীং তে শুভবুদ্ধয়ঃ। ২০।
তস্যাং দ্রোণত্রয়ং পক্বং ন্যূনং দ্রোণত্রয়েণ তু।

যে নদী অতিশয় পরিশুষ্ক, তাঁহারা তাহাতে সসম্ভ্রমে স্নানকার্য্য সমাধা করিলেন, এবং বহুক্ষণ তাহাতে জলক্রীড়া করিয়া ক্ষীরতুল্য তাহার পয়ঃ পান করিতে লাগিলেন। ১৬।

অনন্তর দূর হইতে নাগরিক লোকদিগের ক্রীড়া কলরব শুনিতে পাইয়া, তাঁহারা দিনাবসানে ভবিষ্যৎ নামক নগরে প্রবেশ করিলেন। ১৭। সেই নগরমধ্যে তাঁহারা তিনটী সুরম্য গৃহ দেখিতে পাইলেন ; ঐ গৃহ তিনটীর মধ্যে একটী ভিত্তি ও স্তম্ভ হীন, অন্য দুইটী নির্ম্মিত হয় নাই। ১৮। রাজপুত্র-ত্রয় ভিত্তি ও স্তম্ভহীন সুন্দর গৃহে প্রবেশ করিয়া, (সেখানে) তপ্তকাঞ্চন-রচিত তিনটী পাকস্থালী দেখিতে পাইলেন। ১৯। তিনটী স্থালীর মধ্যে দুইটী ভগ্ন হইয়া খর্পর — অর্থাৎ খাপরা হইল, এবং অবশিষ্টটি চূর্ণ হইয়া গেল ; তাঁহারা বুদ্ধিমান্ বলিয়া সেই চূর্ণস্থালী, (পাকের জন্য) গ্রহণ করিলেন। ২০। সেই চূর্ণস্থালীতে তাঁহারা তিন দ্রোণ — অর্থাৎ তিন অঞ্জলির অর্দ্ধ

অন্নস্তেন দ্বিজৈর্ভুক্তং নির্ম্মুখৈর্ব্বহুভোজিভিঃ। ২১
বিপ্রভুক্তাবশেষন্তু ভুক্তমন্নো নৃপাত্মজৈঃ।
ভবিষ্যন্নগরে তস্মিন্ রাজপুত্রাস্ত্রয়োহি তে।
সুখমেত্য স্থিতাঃ পুত্র মৃগয়াব্যবহারিণঃ। ২২।
ধাত্রেত্যিতি কথিতা রাম বালকাখ্যায়িকা শুভা।
নিশ্চয়ং স যযৌ বালো নির্ব্বিচারণয়া ধিয়া। ২৩।
এষা হি কথিতা রাম বালকাখ্যায়িকা তব।
ইয়ং সংসাররচনা বিচারোজ্‌ঝিতচেতসাং।
বালকাখ্যায়িকেবেত্থমবস্থিতিমুপাগতা। ২৪।
সংকল্পজালকনৈব জগৎ সমগ্রং
সংকল্পজালকলনাত্তু মনোবিলাসঃ।

পরিমিত অন্নপাক করিলেন (বটে,) কিন্তু তাহা তিন দ্রোণেরও ন্যূন হইল, এবং বহুভোজী কতকগুলি মুখহীন ব্রাহ্মণ (আসিয়া) উহা ভোজন করিল।২১। ব্রাহ্মণদিগের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন তিনজন রাজপুত্রে ভোজন করিলেন; হে পুত্র! মৃগয়া করিয়া এইরূপে সেই রাজপুত্রগণ সেই ভবিষ্যন্নগরে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ২২।

হে রাম! বালক ধাত্রীর মুখোচ্চারিত বলিয়া এই শুভ আখ্যায়িকাকে বুদ্ধি দ্বারা বিচার না করিয়া (তাহা সত্য বলিয়া) অবধারণ করিল। ২৩।

হে রামচন্দ্র। তোমার নিকটে এই বালকের আখ্যায়িকা কহিলাম; বিচারবিহীন ব্যক্তিদিগের নিকটে সংসার রচনাও এই প্রকারে (সত্য বলিয়া) প্রতীত হইয়া থাকে। ২৪। (এই) নিখিল সংসার কেবল সংকল্প সমূহ দ্বারা কল্পিত, সেই সংকল্পকল্পনা কেবল মনের প্রকাশ মাত্র; অতএব হে রাম! সংকল্প সকল ত্যাগ কর, এবং নির্বিকল্প—অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও

সংকল্পমাত্রমলমুৎসৃজ নির্ব্বিকল্প

মাশ্রিত্য নিশ্চয়মবাপ্নুহি রাম শান্তিং। ২৫।

ইতি মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে বালকাখ্যায়িকাপ্রকরণং

নাম একাদশঃ সর্গঃ। *। ১১। *।

জ্ঞাত্বা এইরূপ ভেদ পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈত (একমাত্র নিত্য) বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চয় শান্তিলাভ কর। ২৫।

বালকাখ্যায়িকার তাৎপর্য্য।

রাজপুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য রাজ-শব্দে চিদ্ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম হইতে ক্ষর, অক্ষর ও ঈশ্বর এই তিন স্বরূপ পদার্থ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে অক্ষর জীব, ও ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা: মায়ানুগত পুরুষ (এই দুই চিৎস্বরূপ) জাত হন না; কিন্তু ক্ষর—অর্থাৎ পৃথিব্যাদি জগৎ, সূর্য্যকিরণে জলাভাসের ন্যায় আভাসস্বরূপ; সুতরাং গর্ভজাত নহে। "তিনজন রাজপুত্র অসৎ পত্তনে বাস করেন" মর্ম্ম এই যে, শব্দের অগম্য দেশ ব্রহ্মে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা গগণে বৃক্ষের ন্যায় বিষয় সকল দেখিয়া থাকেন। যে তিনটী নদীর কথা বলা হইয়াছে, তাহারা সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ। মায়াস্বরূপ প্রযুক্ত উহার শুষ্কত্বাদি অসম্ভব নহে। জলক্রীড়াদি মিথ্যাবিলাস মাত্র। সংসার পুনর্ব্বার হইবে বলিয়া, উহার নাম ভবিষ্যন্নগর। তিনটী গৃহ আর কিছু নহে, উহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি মাত্র। ইহার মধ্যে জাগ্রৎ গৃহ, ভিত্তিবিহীন ও স্তম্ভহীন;—যেহেতু প্রায়ই উহা পতিত হইয়া থাকে। স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অনুৎপন্ন গৃহদ্বয়। কারণ, মিথ্যা বলিয়া উহা উৎ-পন্ন হয় না। গুণভেদে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটীকে পাকস্থালী বলা হইয়াছে। উহা চূর্ণ ও খর্পরে পরিণত হইয়াছে, যাহা বলা হইয়াছে, তুচ্ছত্ব-প্রতিপ্রদানই মুখ্য অভিপ্রায়। অন্ন পাকাদিও ঐ প্রকার তুচ্ছ মাত্র। ভোজনদ্বারা জীবের অহঙ্কারময় বুদ্ধি হয় বলিয়া, মুখহীন ব্রাহ্মণের ভোজন বলিবার প্রয়োজন।

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্বসংকল্পবশান্মূঢ়ো মোহমেতি ন পণ্ডিতঃ।
ধিয়া বিচারধর্ম্মিণ্যা মোক্ষসংরম্ভহীনয়া। ১।
বিচারয় ধিয়া সত্যমসত্যং সংপরিত্যজ।
অবদ্ধো বদ্ধ ইত্যুক্ত্বা ত্বং মুধা পরিশোচসি। ২।
অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য কিং কথং কেন বধ্যতে।
অনন্তচিদ্‌ঘনানন্দে নির্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতে দ্বিতীয়স্যাভাবাৎ কোবদ্ধঃ কোঽথ মুচ্যতে। ৩।
তস্মাদুল্লাসমাত্রস্তু মনসো বন্ধতাং গতং।
মনঃপ্রশমনো রাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে। ৪।
গোষ্পদং যোজনব্যূহং স্বাসু লীলাসু চেতসঃ।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—মূঢ়ব্যক্তি স্বকীয় সংকল্প বশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে (বটে,) কিন্তু জ্ঞানবান্ লোকে বিচার ধর্ম্মানুগামী ও মোক্ষসংরম্ভ বিহীন বুদ্ধিপ্রভাবে মোহের হস্তে নিপতিত হন না। ১।

হে রাম! তুমি বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া সত্যবস্তু গ্রহণ, এবং অসত্য বস্তু পরিত্যাগ কর; আত্মা বদ্ধ নহে, অতএব তাহাকে বদ্ধ মনে করিয়া তুমি অকারণ শোক করিয়া থাক। ২। (বাস্তবিক), যাহার অন্ত নাই সেই আত্মা, কি কারণে কাহা দ্বারা বদ্ধ হইবে?—অর্থাৎ যাহার অন্ত নাই এবং যে পদার্থ অদ্বৈত আনন্দমাত্র নির্বিকল্প, দ্বিতীয় বস্তুর অভাব বলিয়া তাহার বন্ধন ও মোচন কথনই সম্ভবে না। ৩।

অতএব, হে রাম! উল্লাস—অর্থাৎ প্রকাশই মনের বন্ধন, এবং মনের শান্তিই মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৪। মনের নিজলীলাক্রমে গোষ্পদ পরিমিত—(অতি সামান্য স্থানও) যোজনসমূহ, এবং যোজন সমূহও

কল্পং ক্ষণীকরোত্যন্তঃ ক্ষণং নয়তি কল্পতাং। ৫।
অত্র তে শৃণু বক্ষ্যামি বৃত্তান্তমিমমুত্তমং।
জাগতীহেন্দ্রজালশ্রীশ্চেতসোঽন্তঃস্থিতা যথা। ৬।
অস্ত্যস্মিন্ বসুধাপীঠে নানাবনসমাকুলঃ।
উত্তরাপাণ্ডবো নাম স্থিতো জনপদো মহান্। ৭।
তত্রাস্তি লবণো নাম রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
হরিশ্চন্দ্রকুলোদ্ভূতো ভূমাবিব দিবাকরঃ। ৮।
যদ্‌যশঃকুসুমোত্তংসপাণ্ডুরস্কন্দমণ্ডলাঃ।
তত্র শৈলা বিরাজন্তে হরাঃ প্রোল্লসিতা ইব। ৯।
জিহ্মতাং যো ন জানাতি ন ক্লৃপ্তা যেন গৃধ্নুতা।
উদারতা যেন ধৃতা বাচকেন যথা ভিদা। ১০।

গোষ্পদ তুল্য হইয়া থাকে; ক্ষণকাল কল্পরূপে এবং কল্পও ক্ষণকাল বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ৫। দর্শন দ্বারা আকাশে যে মিথ্যা সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার নাম ইন্দ্রজাল; মনোমধ্যে ইন্দ্রজালশ্রীর ন্যায় এই জগৎ যেপ্রকারে অবস্থিত আছে, আমি সে সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬। এই বসুধা-মণ্ডল-মধ্যে নানা-বন-সমাকীর্ণ উত্তরাপাণ্ডব নামে এক বিস্তীর্ণ জনপদ আছে। ৭। ভূমিতলে দিবাকরের ন্যায় হরিশ্চন্দ্রবংশসম্ভূত লবণ নামে এক পরম ধার্ম্মিক নৃপতি সেখানে অবস্থিতি করেন। ৮।

ইহার যশের ন্যায় শুক্লবর্ণ পুষ্পদ্বারা বিভূষিত হইয়া সে দেশের পর্ব্বত সকল, বিভূতিভূষিত মহাদেবের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। ৯। এই রাজা শঠতা (কাহার নাম) তাহা জানেন না, এবং তাঁহার কিছুমাত্র অর্থগৃধ্নুতা নাই; বক্তা যেরূপ পদের বিচ্ছেদ ধারণ করে, তাহার ন্যায় ইনি অতিশয়

স কদাচিৎ সভামধ্যে সিংহাসনগতোঽভবৎ।
সুখোপবিষ্টে তত্রাস্মিন্ রাজনীন্দাবিবাম্বরে। ১১।
সভাং বিবেশ সাটোপঃ কশ্চিত্তামৈন্দ্রজালিকঃ। ১২।
স ননাম মহীপালং শিখরোদারকন্ধরং।
উবাচোৎকন্ধরং ভূপং স পদ্মমিব ষট্পদঃ। ১৩।
বিলোকয় বিভো তাবদেকামিহ খরোলিকাং।
পীঠস্থ এবমাশ্চর্য্যং চন্দ্রোদয় ইবাবনৌ। ১৪।
ইত্যুক্ত্বা পিঞ্জিকা তেন ভ্রমিতা ভ্রমদায়িনী।
নানাবিরচনাবীজং মায়েব পরমাত্মনঃ। ১৫।
তাং দদর্শ মহীপালস্তেজোময়বিরাজিতাং।
সভাং সৈন্ধবসামন্তো বিবেশাস্মিন্ ক্ষণে তদা। ১৬।

মহদ্গুণাবলম্বী ছিলেন। ১০। চন্দ্র যেরূপ গগণকে সুশোভিত করে, তাহার ন্যায় ঐ নৃপতি কোন সময় সুখে সভামধ্যস্থ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ১১। এরূপ সময়ে গর্ব্বিত একজন ঐন্দ্রজালিক, সভামধ্যে প্রবেশ করিল। ১২। সেই মায়াবী, গিরিশিখরসদৃশ উন্নতকন্ধর রাজকুলধুরন্ধরকে নমস্কার করিল এবং ভ্রমর যেরূপ পদ্মের নিকটে (আত্মাভিপ্রায়) বলে, তাহার ন্যায় রাজাকে বলিতে লাগিল। ১৩।

হে বিভো! অবনীতে চন্দ্রোদয় হইলে যেরূপ শোভা হয়, আপনি সভাতে সিংহাসনোপবিষ্ট থাকিয়া, তাহার ন্যায় আমার আশ্চর্য্য খেলা দেখিতে থাকুন। ১৪। এই কথা বলিয়া, ভ্রমদায়িনী পিঞ্জিকা—অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত বস্তু বিশেষ ঘুরাইতে থাকিল; (ক্ষণ মধ্যে) পরমাত্মার মায়ার ন্যায় নানাপ্রকার মিথ্যা বস্তু রচনা ও বিবিধ ভ্রান্তিপরম্পরা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৫। নরনাথ, সেই সময়ে সভাকে (অসাধারণ) তেজঃ-পরিপূর্ণ

তস্যৈবানুজগামাশ্বঃ সৌম্যঃ পরমবেগবান্‌।
স তমশ্বমুপাদায় পার্থিবং তমুবাচ হ। ১৭।
ইদমুচ্চৈঃশ্রবঃপ্রখ্যং হয়রত্নং মহীপতে।
প্রভুণা মম ভূচক্রপ্রভোঃ সংপ্রহিতং তব। ১৮।
রাজতে হি পদার্থশ্রীর্মহতামর্পণাচ্ছুভা। ১৯।
ইত্যুক্তবতি তস্মিন্‌ স প্রত্যুবাচেন্দ্রজালিকঃ।
সদশ্বমেব মারুহ্য ভুবনং বিহর প্রভো। ২০।
অশ্বমালোকয়ামাস তেনোক্ত ইতি ভূপতিঃ। ২২।
অথানিমেষয়া দৃষ্ট্যা রাজা চিত্রোপমাকৃতিঃ।
বভূবালোকয়ন্নশ্বং লিপিকর্ম্মার্পিতো যথা। ২২।

দেখিতে লাগিলেন; এরূপ সময়ে সৈন্ধব নামে অন্য একজন রাজসামন্ত সভাপ্রবেশ করিল। ১৬। তাহার পশ্চাতে অতিশয় বেগগামী এক সুন্দর অশ্ব আসিয়া সভাতে উপস্থিত হইল; রাজসামন্ত ঐ অশ্বকে সঙ্গে লইয়া, রাজার নিকটে এইকথা নিবেদন করিল। ১৭।

হে মহীপতে! এই হয়রত্ন উচৈঃশ্রবার তুল্য গুণসম্পন্ন, আমার প্রভু সর্ব্বভূমীশ্বর বলিয়া আপনাকে ইহা উপহার দিয়াছেন। ১৮। (কারণ), উৎকৃষ্ট বস্তু মহল্লোকের নিকটে অর্পিত হইলে, অতিশয় সৌন্দর্য্য-বিধায়ক হইয়া থাকে। ১৯। সৈন্ধবরাজসামন্ত এই কথা বলিলে পর, ইন্দ্রজালিক বলিতে লাগিল, হে প্রভো! আপনি এই দিব্য তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া, (নিখিল) ভুবনে বিহার করিতে থাকুন। ২০। সে এই কথা বলিলে পর, মহীপাল অশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ২১।

অনন্তর রাজা নির্নিমেষ নয়নে অশ্বের প্রতি অবলোকন করিয়া, লিপিকর্ম্মার্পিত চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। ২২। ধ্যানাসক্ত

তস্থৌ মুহূর্ত্তযুগ্মন্তু ধ্যানাসক্ত ইবাত্মনি।
ততস্তে বিস্ময়াপন্না যযুশ্চিন্তাং সভাসদঃ। ২৩।
সন্দেহসাগরে মগ্নাঃ স্থিতাস্তত্র চ মন্ত্রিণঃ।
প্রশশাম সভাস্থানে জনকোলাহলোমহান্। ২৪।
বিদিতবিস্মিতজিহ্মতয়া তয়া
জনতয়া ভয়মোহবিষণ্ণয়া।
স্তিমিতচক্ষুষি ভূমিপতৌ স্থিতে
মুকুলিতাব্জনস্য ধৃতাকৃতিঃ। ২৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মুহূর্ত্তদ্বিতয়েনাথ প্রবুদ্ধোঽথ প্রজাপতিঃ।
বভুবাথ প্রবুদ্ধোঽসাবাসনোপরিকল্পিতঃ।
পুরোগৈর্ধার্য্যমাণোঽথ পর্য্যাকুলমতির্নৃপঃ। ২৬।
অথৈনং পরিপপ্রচ্ছুঃ সদস্যা মন্ত্রিণস্তথা।

ব্যক্তি যেরূপ দুই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্থির থাকে, তাহার ন্যায় তিনি নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; সভাসদ্গণ, এরূপ ব্যাপার দর্শনে বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৩। মন্ত্রীগণ, (ঘটনা দেখিয়া) সন্দেহ-সাগরে মগ্ন হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল; সভাস্থলের লোককোলাহল একবারে নিবৃত্তি পাইল। ২৪। রাজা স্থিরলোচন হইলে, জনসমূহ বিস্ময় ও জিহ্মতা জানিয়া, ভয়মোহে অভিভূত হইয়া, মুকুলিত পদ্মবনের আকার ধারণ করিল। ২৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—অনন্তর মুহূর্ত্তদ্বয়ের পর, নৃপতি প্রবুদ্ধ হইলেন। পুরোবর্ত্তি ব্যক্তিগণ ব্যাকুলমতি মহীপতিকে লইয়া গিয়া, আসনোপরি উপ-বেশন করাইল। ২৬।

সমবপ্রাপ্তবোধস্তু সাদরং বিনয়ান্বিতাঃ। ২৭।
মনস্তে নির্ম্মলং কস্মাৎ সংভ্রমেষু নিমজ্জতি।
মনোমোহমুপাদত্তে ন মহত্ত্ব বিজৃম্ভিতং। ২৮।
অথ রাজাহমাশ্চর্য্যমুন্মীলিতবিলোচনঃ।
ইদমাশ্চর্য্যমাখ্যানং শৃণুতাদ্য সভাসদঃ। ২৯।
পিঞ্ছিকামহমালোক্য জাল্মেন ভ্রামিতামিমাং।
অশ্বমারূঢ়বানেনমাত্মনা ভ্রান্তচেতসা। ৩০।
গন্তুং প্রবৃত্তো মৃগয়ামেকোহমতিরংহসা।
অনেনাতিবিলোলেন দূরং নীতোহস্মি বাজিনা।
যোগাভ্যাসজড়েনাজ্ঞো মুগ্ধঃ স্বমনসা যথা। ৩১।

অনন্তর বিনয়শীল অমাত্য ও সভাসদ্গণ প্রবুদ্ধ মহীপালকে সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৭। (তাঁহারা বলিলেন, হে রাজন্) আপনার নির্ম্মল অন্তঃকরণ কি জন্য ভ্রান্তিজালে সম্যক্ প্রকারে আচ্ছন্ন ও মোহে মুগ্ধ হইল? (কি জন্যই বা,) আপনি (স্বীয়) মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই?। ২৮।

অনন্তর অবনীপতি, উন্মীলিতলোচনে এই আশ্চর্য্য কথা বলিতে লাগিলেন, সভাসদ্গণ! তোমরা (আমার নিকট হইতে) অদ্য সেই আশ্চর্য্য উপাখ্যান শ্রবণ কর। ২৯। সেই মায়াবী, (যখন) পিঞ্ছিকা ঘুরাইতে থাকে, (তখন) আমি তাহা দেখিয়া ভ্রান্তিমতি হইয়া, এই অশ্ব যেন আরোহণ করিলাম, এরূপ বোধ হইতে লাগিল। ৩০। পরে আমি মৃগয়া গমনে প্রবৃত্ত হইলে, মুগ্ধব্যক্তি যেরূপ যোগাভ্যাসে অপটু অন্তঃকরণ দ্বারা দূরে নীত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি সেই বেগবান্ অশ্ব দ্বারা অনেক দূরে নীত হইলাম। ৩১।

ততঃ প্রলয়নির্দগ্ধজগদাস্পদভীষণং।
নিষ্পক্ষিক্ষীরনীহারং নির্বৃক্ষসলিলং মহৎ।
সংপ্রাপ্তোঽহমপর্য্যন্তমরণ্যং শ্রান্তবাহনঃ। ৩২।
তদরণ্যমথাসাদ্য মতির্ম্মে খেদমাগতা। ৩৩।
আসূর্য্যাস্তং দিনং তত্র প্রক্রান্তং সীদতা ময়া।
তদরণ্যমথাতীতমতিকৃচ্ছ্রেণ খেদিনা।
বিবেকেনেব সংসারঃ প্রাপ্তবানথ জঙ্গলং। ৩৪।
জম্বুকদম্বযুক্তেষু কলালাপাঃ পতত্রিণঃ।
যত্র স্ফুরন্তি ষণ্ডেষু পান্থানামিব বন্ধবঃ। ৩৫।
তত্র জম্বীরষণ্ডস্য তলং সংপ্রাপ্তবানহং।
আলম্বিতা ময়া তত্র স্কন্ধসংসর্গিণী লতা। ৩৬।
ময়ি প্রলম্বমানেঽস্মাৎ প্রযাতঃ স তুরঙ্গমঃ।
গঙ্গাবলম্বিনি নরে যথা দুষ্কৃতসঞ্চয়ঃ। ৩৭।

তদনন্তর, আমি শ্রান্ত বাহন হইয়া, মহা প্রলয়াগ্নিতে দগ্ধ জগতের ন্যায় ভয়ানক, পক্ষীশূন্য, নীহার, জল ও বৃক্ষাদি বর্জ্জিত, অসীম কোন মহারণ্য-মধ্যে যেন উপস্থিত হইলাম। ৩২। সেই অরণ্য প্রাপ্ত হইয়া, আমার মতি খেদান্বিত হইল। ৩৩। আমি (সেখানে) অবসন্ন হইয়া, সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সেই অশ্ব পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিলাম, অনন্তর বিবেক দ্বারা যেরূপ সংসার অতি-ক্রম করা যায়, তাহার ন্যায় সেই বন অতিক্রম করিলাম। ৩৪। সেই বনে, জম্বুকদম্ব-বৃক্ষশ্রেণীর উপরি ভাগে উপবিষ্ট মধুরালাপ পক্ষীগণ, পথিক দিগের সখার ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। ৩৫। আমি সেই বনে জম্বীর পাদপমূলে গিয়া, (উপবেশন করিয়া) তাহার স্কন্ধাশ্রয়িণী লতা অবলম্বন করিলাম। ৩৬। যেরূপ পতিতপাবনী গঙ্গাকে আশ্রয় করিলে, (লোকের) দুষ্কৃতি সকল

চিরদীর্ঘাধ্বগঃ ক্ষুণ্ণস্তত্র বিশ্রান্তবানহং।
তত্র কল্পসমা রাত্রি র্মোহমগ্নস্য মে গতা। ৩৮।
ন স্নাতবান্নার্চ্চিতবান্ন তদা ভুক্তবানহং।
কেবলং মে গতা রাত্রিঃ শ্বাপদাং ধুরি তিষ্ঠতঃ। ৩৯।
সহশীতার্ত্তনাদোঘপংক্তিহাংকারশীৎকৃতৈঃ।
সার্দ্ধং তিমিরসংঘাতৈঃ সা ব্যতীয়ায় শর্ব্বরী। ৪০।
প্রবৃত্তস্তামহং স্ফারাং সংবিহর্ত্তুং ততঃ স্থলীং।
ন কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে তত্র ভূতং জঠরজঙ্গলে।
নাভিজাত্যো গুণলবো যথা মূর্খৈঃ শরীরকে। ৪১।
কেবলং বিগতাশঙ্কখঞ্জভ্রমরচঞ্চলাঃ
চিচীকুচীতিবচনা বিহরন্তি বিহঙ্গমাঃ। ৪২।

দূরীভূত হয়, তাহার ন্যায় লতার আশ্রয় গ্রহণ করাতে, আমার অশ্ব গমন করিতে লাগিল। ৩৭। অনেকক্ষণ দীর্ঘপথ ভ্রমণে ক্ষুণ্ণ হওয়াতে আমি সেই স্থানে বিশ্রাম করিলাম; মোহে মগ্ন হওয়াতে, (আমার) সেই কল্পতুল্য রাত্রি অবসান হইল। ৩৮। আমি সেখানে স্নান, পূজা ও ভোজনাদি কিছুই করিলাম না; শ্বাপদদিগের অগ্রে অবস্থিতি করিয়া (আমার) সেই সঙ্কট রজনীর অবসান হইল। ৩৯। শীত, আর্ত্তনাদ, হাহাকার ও চীৎকার দ্বারা সেই অন্ধকারময়ী রজনী অতিক্রান্ত হইল। ৪০। (প্রভাত সময়ে) আমি সেই বিস্তৃত বনবিহারে প্রবৃত্ত হইলাম (বটে,) কিন্তু যেরূপ মূর্খ ব্যক্তি আভিজাত্যাদি গুণচিহ্ন আপন-শরীরে দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় সেই জীর্ণজঙ্গলমধ্যে আমি কোন প্রাণিবিশেষ দেখিতে পাইলাম না। ৪১। কেবল এই দেখিলাম যে, সেখানকার পক্ষীগণ নিঃশঙ্ক-মানসে খঞ্জন ও ভ্রমরের ন্যায় চঞ্চল হইয়া, চিচীকুচী শব্দপূর্ব্বক বিহার করিতেছে। ৪২।

অথাষ্টভাগমাপন্নে ব্যোম্নো দিবসনায়কে।
দৃষ্টা ময়াত্র ভ্রমতা কাচিদোদনধারিণী। ৪৩।
চরত্তারকনেত্রাং তাং শ্যামামধবলাম্বরাং।
অহমভ্যাগতস্তত্র শর্ব্বরীমিব চন্দ্রমাঃ। ৪৪।
মহ্য মোদনমাশ্বেতর্দ্বালে বলবদাপদি।
দেহি দীর্ঘার্ত্তিহরণাৎ স্ফারিতাং যান্তি সম্পদঃ। ৪৫।
ক্ষুদন্তর্দহতীয়ং মাং বালে বৃদ্ধিমুপেয়ুষী।
যাক্রয়াপি তয়া মহ্যমন্নংদত্তং ন কিঞ্চন।
যত্নপ্রার্থনয়া লক্ষ্ম্যা যথা দুষ্কৃতিনে ধনং। ৪৬।
কেবলং চিরকালেন ময্যত্যন্তানুগামিনি।
খণ্ডখণ্ডে নিপততি ছায়াভূতে পুরঃস্থিতে। ৪৭।

অনন্তর অংশুমালী অন্তরীক্ষের অষ্টমভাগ প্রাপ্ত হইলে—অর্থাৎ বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইলে, আমি ভ্রমণ করিতে করিতে অন্নধারিণী এক রমণীকে দেখিতে পাইলাম। ৪৩। তাহার তারাবিশিষ্ট নয়ন ঘূর্ণায়মান, বর্ণ শ্যাম, পরিধান কৃষ্ণবসন; রজনীকান্ত যেমন রজনীর দিকে গমন করে, আমিও সেইরূপ সেখানে তদ্দণ্ডে গমন করিলাম। ৪৪। তাহাকে কহিলাম, হে সুন্দরি! এই বলবদাপৎ সময়ে তুমি সত্বর আমাকে অন্নপ্রদান কর, (জামিও) পীড়িত জনের পীড়া নাশ করিলে, (স্বকীয়) সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৪৫।

হে বালে! ক্ষুধা বর্দ্ধিত হইয়া, আমার অন্তরকে দগ্ধ করিতেছে, (অতএব তুমি আমাকে অন্নপ্রদান কর); যেরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে প্রার্থনা করিলেও দুষ্ক্রিয়ান্বিত জনের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হয় না, তাহার ন্যায় সেই রমণী প্রার্থিত হইলেও, আমাকে কিঞ্চিন্মাত্র অন্ন প্রদান করিল না। ৪৬।

অনন্তর পুরস্থিত ছায়াস্বরূপ (সূর্য্যকিরণ) খণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইলে,

তয়োক্তং হারকেয়ূরীং চাণ্ডালীং বিদ্ধি মামিতি।
রাজন্ যাচনমাত্রেণ মত্তো নাপ্নোষি ভোজনং। ৪৮।
ইত্যুক্তবত্যা গচ্ছন্ত্যা স্খলন্ত্যা চ পদে পদে।
কুঞ্জকে সুনিমজ্জন্ত্যা লীলাবনতয়োদিতং। ৪৯।
দদানি ভোজনমিদং ভর্ত্তা ভবসি চেন্মম। ৫০।
বাহয়ত্যত্র মে দান্তাবুদ্দালে পুক্কশঃ পিতা।
তস্যেদমন্নং ভবতি ভর্তৃত্বে দীয়তে স্থিতে।
প্রাণৈরপি চ সংপূজ্যা বল্লভাঃ পুরুষা যতঃ। ৫১।
তথোক্তাসৌ ময়া ভর্ত্তা ভবামি তব সুব্রতে।
কেনাপদি বিচার্য্যন্তে বর্ণধর্ম্মাঃ কুলক্রমাঃ। ৫২।

অর্থাৎ মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে, আমি সেই অবলার অতিশয় অনুগামী হইলাম। ৪৭। পরে সেই স্ত্রী কহিল, হে রাজন্! আমাকে হারকেয়ূরী নাম্নী চাণ্ডালী (বলিয়া) জানিও, আমার নিকটে প্রার্থনামাত্রেই অন্ন পাইতে পারিবে না। ৪৮। এই কথা বলিয়া, পদে পদে স্খলন পূর্ব্বক গমন করিয়া, কুঞ্জবাসিনী সেই ভামিনী, লীলাদ্বারা অবনত হইয়া, তাঁহাকে এই কথা বলিল। ৪৯। যদি তুমি আমার ভর্ত্তা হইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে অন্ন প্রদান করিতে পারি। ৫০।

আমার চণ্ডাল পিতা, ক্ষেত্রে দুর্দ্দান্ত বৃষদ্বয় চালাইতেছে, এই অন্ন তাঁহার; যদি তুমি আমার পতি হইতে পার, তাহা হইলে, ইহা আমি তোমাকে দিতে পারি; (কারণ) প্রাণ দ্বারা প্রাণপতিকে পূজা করা কর্ত্তব্য। ৫১। সে এই কথা বলিলে পর, হে সুব্রতে! আমি তোমার ভর্ত্তা হইলাম, আমি এই কথা বলিলাম; (কারণ) বিপদ উপস্থিত হইলে, কোন্ ব্যক্তি কুলক্রমাগত জাতিধর্ম্মের বিচার করিয়া থাকে? । ৫২। তদনন্তর সেই চণ্ডালী অন্নের

ততস্তয়োদনাদর্দ্ধমহ্যমেকং সমর্পিতং।
জম্বুফলরসঃ পীতঃ স ভুক্তঃ পুষ্কশৌদনঃ। ৫৩।
বিশ্রান্তঞ্চ ময়া তত্র মোহাপহৃতচেতসা।
মাং হস্তেনাথ সাদায় প্রাণং বহিরিব স্থিতং। ৫৪।
দুরাকৃতিং দুরাচারমাসসাদ ভয়প্রদং।
পিতরং পীবরাকারমবীচিমিব যাতনাং। ৫৫।
তথাহমনুগামিন্যা মাতঙ্গ্যায় নিবেদিতঃ।
অয়ং মম ভবেদ্ভর্ত্তা তাত হে তব রোচতাং। ৫৬
স তস্যা বাঢ়মিত্যুক্তা দিনান্তে সমুপস্থিতে।
মুমোচ দান্তাবাবদ্ধৌ কৃতান্তঃ কিঙ্করানিব। ৫৭।
নীহারাভ্রকড়ারাসু দিক্ষু প্রোদ্ধূলিতাসু চ।
বেত্তালবন্দনাত্তস্মাদ্দিনান্তে চলিতা বয়ং।

অর্দ্ধাংশ আমাকে প্রদান করিল, আমি তাহা ভোজন ও জম্বুফলরস পান করিলাম। ৫৩। মোহে বিভ্রান্তমন হইয়া আমি, (ভোজনান্তে) সেই খানে বিশ্রাম করিলাম ; পরে সে,বাহ্য প্রাণের ন্যায় আমাকে হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া, । ৫৪। যমদূত যে প্রকার পাপীলোকদিগকে লইয়া যাতনাদায়ক অবীচি নামক নরকে লইয়া যায়, তাহার ন্যায় দুরাচার, কদাকার, ভয়দায়ক, বিরাট-মূর্ত্তি চণ্ডালীজনকের নিকটে আমাকে লইয়া গেল। ৫৫।

আমি তাহার অনুগামী হইলে সে, এই ব্যক্তি আমার ভর্ত্তা, হে তাত! তোমার অনুমোদিত হউক বলিয়া, তাহার পিতার নিকটে নিবেদনকরিল।৫৬। সে, কন্যার বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিয়া, দিনাবসানসময়ে কৃতান্ত যেরূপ কিঙ্করদিগকে মোচন করিয়া দেয়, তাহার ন্যায় সেই বলীবর্দ্দ দ্বয়কে মুক্ত করিয়া দিল। ৫৭। দিঙ্মণ্ডল নীহারযুক্ত মেঘের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও গমন

অজমচ্যুতমীশ্বরং প্রপদ্যে।

বিনা মূল্যে বিতরিত

৪র্থ খণ্ড

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্ত্তৃক

ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY,

SUTTYA BADEE GHOSAUL,

With a Bengalee Translation.

কলিকাতা,
২-১ নং বাগ বাজার ষ্ট্রীট, মণিরাম যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৯১ সাল।

সকলকলঙ্কহরং পরং প্রকাশং।

ত্রিভুবনভুবনাভিরামকোষং

ক্ষণেন পুক্কশং প্রাপ্তঃ সন্ধ্যায়াং দীর্ঘজঙ্গলাৎ। ৫৮॥
বিকর্ত্তিতবরাহশ্বকপিকুক্কুটবায়সং।
শেষান্নপ্রসৃতার্দ্রান্ত্রতন্ত্রীজালপতৎখগং। ৫৯।
বালহস্তস্থিতক্রব্যপিণ্ডক্বণিতমাক্ষিকং। ৬০।
সংভ্রমোপহিতানল্পকদলীকুলখণ্ডকে।
অহমাস্থিতবাংস্তত্র নবে শ্বশুরমন্দিরে। ৬১।
শ্বশ্রূর্মে কেকরাক্ষ্যা তু তেনাস্নিগ্ধচক্ষুষা।
জামাতায়মিতি প্রোক্তং তয়া তদভিনন্দিতং। ৬২।
বহুনা চ কিমুক্তেন কস্মিংশ্চিদ্দিবসে ততঃ।
দত্তা চ সা তেন মহ্যং কুমারী ভয়দায়িনী।
সুকৃষ্ণা কৃষ্ণবর্ণেন তুষ্কৃতেনেব যাতনা। ৬৩।

দ্বারা ঊর্দ্ধপ্রদেশ ধুলিময় হইলে, দিনান্তকালে আমরা সেই ভয়ানক দীর্ঘ জঙ্গল হইতে নিক্রান্ত হইয়া চণ্ডালপুরে উপনীত হইলাম। ৫৮। (দেখিলাম,) সেই চণ্ডাল গৃহের লোকসকল বরাহ, কুক্কুর, কপি, কুক্কুট ও কাক ছেদন করিতেছে; শেষান্ন—অর্থাৎ অন্ন-মাংস-বিশিষ্ট সরস অস্থি, নাড়ী, অন্ত্র, তন্ত্রী-সমূহের উপর (শত শত) পক্ষি সকল পতিত হইয়া কলরব করিতেছে। ৫৯।

বালকদিগের করস্থিত মাংসপিণ্ডে মক্ষিকা সকল রব করিতেছে। ৬০। পরিজনেরা আমাকে দেখিবামাত্র, সম্ভ্রমপূর্ব্বক (বসিবার নিমিত্ত) আমাকে বিস্তৃত কদলীখণ্ড আসন প্রদান করিল। আমি নূতন শ্বশুরালয়ে গিয়া সেই আসনে উপবেশন করিলাম। ৬১। আমার কেকরাক্ষী শ্বশ্রূ, (শাশুড়ী) রক্তিমনেত্রে আমাকে দর্শন করিল; তাহার কন্যা, এই তোমার জামাতা, এই কথা বলিলে, তাহা [illegible]র অনুমোদিত হইল। ৬২। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, তদনন্তর কোন শুভ দিন দেখিয়া, ভয়দায়িনী কৃষ্ণবর্ণা,

সরভসমভিতো বিনেদুরত্র প্রমৃতমহামদিরারসাঃ শ্বপাকাঃ ॥
হৃতবহুপটহা বিলাসবন্তঃ স্বয়মিব দুষ্কৃতরাশয়োমহান্তঃ। ৬৪।

রাজোবাচ।

ততঃ প্রভৃতি তত্রাহং সম্পন্নঃ পুষ্টপুক্কশঃ।
সপ্তরাত্রোৎসবস্যান্তে ক্রমাৎ মাসাষ্টকং গতং। ৬৫।
পুষ্পিতা সাথ সম্পন্না স্থিতা গর্ব্ভবতী ততঃ।
প্রসূতা দুঃখদাং কন্যাং বিপদ্দুঃখক্রিয়ামিব। ৬৬।
সা কন্যা ববৃধে শীঘ্রং মূর্খচিন্তেব পীবরা। ৬৭।
পুনঃ প্রসূতা সা বর্ষৈস্ত্রিভিঃ পুত্রমশোভনং।
অনর্থমিব দুর্ব্বুদ্ধিরাশাপাশবিধায়কং। ৬৮।

কুমারী সেই চণ্ডালকন্যাকে, দুষ্কর্ম্ম যেরূপ যাতনা প্রদান করে, তাহার ন্যায় আমাকে সম্প্রদান করা হইল। ৬৩।

মহাপাপরাশি যেরূপ মূর্ত্তিমান্ হইয়া শব্দ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই বিবাহোৎসবে চণ্ডালসকল মহা মদিরা পান করিয়া, অসংখ্য ঢক্কা বাদন পুরঃসর বিলাসভাব ধারণ করিয়া, চতুর্দ্দিকে মহোৎসব-কোলাহল করিতে লাগিল। ৬৪। রাজা কহিলেন;—এইরূপে সপ্তরাত্রিব্যাপী বিবাহোৎসব সমাধা পাইল; পরে ক্রমে অষ্টমাস অতীত হইলে পর, (আমি সেখানে অবস্থান করিয়া) পুষ্টপুক্কশ নামে খ্যাত হইলাম। ৬৫।

অনন্তর আমার পত্নী (যথাকালে) ঋতুমতী ও গর্ভবতী হইল; বিপদ যেরূপ দুঃখক্রিয়া প্রসব করে, তাহার ন্যায় চণ্ডালদুহিতা, কালে দুঃখদায়িনী এক দুহিতা প্রসব করিল। ৬৬। মূর্খের ভাবনা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ঐ কন্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৬৭। তিন বৎসর অতীত হইলে পর, সেই ভার্য্যা, দুর্ব্বুদ্ধি যেরূপ আশা-পাশ-বিধায়ক অনর্থ প্রসব

পুক্কশী সা প্রসূতাথ পুনরপ্যর্ভকং ততঃ।
তয়া সহ সমাস্তত্র ময়া বহ্ব্যোঽতিবাহিতাঃ। ৬৯।
শীতবাতাতপক্লেশবিবশেন দশান্তরে।
কলত্রচিন্তামহতা ধিয়া সংদহ্যমানয়া।
দৃষ্টাঃ কষ্টসমারম্ভা দিশঃ প্রজ্বলিতা ইব। ৭০।
অথ গচ্ছতি কালেন জরাজর্জ্জরিতায়ুষি।
তৃণোত্থদহনজ্বালাসমশ্মশ্রুধরে ময়ি।
তত্র দুর্ভিক্ষমাসীচ্চ প্রাণিক্ষয়করং মহৎ। ৭১।
অকাণ্ডমরণাদ্দীনং চণ্ডং চণ্ডালমণ্ডলং।
নিরন্নতৃণপত্রাম্বু বিন্ধ্যকচ্ছং ততো যযৌ। ৭২।
ন বর্ষতি ঘনব্রাতে দৃষ্টনষ্টে ক্বচিৎ স্থিতে।
প্রৌঢ়াঙ্গারগণোন্মিশ্রগতৌ বহতি মারুতে। ৭৩।

করে, তাহার ন্যায় পুনর্ব্বার অশোভন এক আত্মজ প্রসব করিল। ৬৮। তদনন্তর সেই চণ্ডালী পুনর্ব্বার আর এক পুত্র প্রসব করিল; আমি (এইরূপে) তাহার সহিত অনেক কাল অতিবাহিত করিলাম। ৬৯। আমি অবস্থা-বিশেষে শীত,বাত ও আতপাদি ক্লেশে বিবশ, এবং পরিবারদিগের মহচ্চিন্তা-গ্নিতে দহ্যমান হইয়া,প্রজ্বলিত দিঙ্মণ্ডলের ন্যায় বহুবিধ দুঃখজনক কার্য্যসকল দর্শন করিলাম। ৭০। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে পর, আমি জরাপ্রভাবে জীর্ণায়ু হইয়া তৃণ হইতে উত্থিত অগ্নিশিখার ন্যায় শ্মশ্রু ধারণ করিলাম; আমার সেই বার্দ্ধক্য সময়ে সর্ব্বপ্রাণিক্ষয়কর ভয়ানক দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইল। ৭১। চণ্ডালগণ, সেই আকালিক মরণ-ভয়ে দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়া, (সেস্থান) অন্ন, তৃণ, পত্র ও জলবিহীন দেখিয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বতসমীপে গমন করিল। ৭২। সেখানকার জলদাবলী দৃষ্টিমাত্রেই অপসৃত হইয়া অন্যত্র অব-

অকাণ্ডমণ্ডবন্তীমমুদ্দামদবপাবকং।
শোষিতাশেষগহনং ভস্মশেষতৃণোপমং। ৭৪।
তস্মিংস্তদা বর্ত্তমানে কষ্টে বিধিবিপর্য্যয়ে।
জনাঃ কেচন নির্গত্য গতাস্তে সসুহৃজ্জনাঃ। ৭৫।
শীর্ণাঃ কেচন তত্রৈব প্রবিষ্টা অনলং পরে।
কেচিৎ শ্বভ্রেষু পতিতাঃ কেচিজ্জাতা মুমূর্ষবঃ। ৭৬।
অহং কলত্রমাদায় কৃচ্ছ্রাত্তস্মাদ্বিনির্গতঃ।
সার্দ্ধং ত্রিভিরপত্যৈশ্চ তয়া চ সহিতঃ শনৈঃ। ৭৭।
প্রাপ্য তদ্দেশপর্য্যন্তং তত্র তালতরোস্তলে।
অবরোপ্য সুতান্ স্কন্ধাত্তাননর্থানিবোলণান্।

স্থিতি করে, (বিন্দুমাত্রও) বর্ষণ করে না; (এবং সেখানকার) বায়ু জলন্ত-অঙ্গার তুল্য হইয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে।৭৩। (এইরূপ) অবর্ষণ, প্রচণ্ড বায়ুবহন, ভয়ানক দুর্ভিক্ষ প্রকাশ, ও মধ্যে মধ্যে দাবানল উদ্গত হওয়াতে অশেষ বনসমূহ শুষ্ক হইয়া, সেইস্থান ভস্মাবশেষ তৃণের উপমা ধারণ করিল। ৭৪। বিধি প্রতিকূল হওয়াতে বর্ত্তমানে সেই স্থানে (লোকদিগের অত্যন্ত) ক্লেশ হইতেছে দেখিয়া, লোকসকল বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিলিত হইয়া, (সেস্থান হইতে) অন্যান্য স্থানে গমন করিল। ৭৫।

কোনও কোনও লোক শীর্ণকলেবর হইয়া, (উপায়াভাবে) সেই স্থানে রহিল; কেহ কেহবা অগ্নিপ্রবেশ করিল, কতকগুলি লোক গর্ত্তে নিপতিত হইল; কোনও কোনও ব্যক্তি মুমূর্ষুদশা প্রাপ্ত হইল। ৭৬। আমি (এই ঘোর সঙ্কট সময়ে) তিনটী অপত্য ও পরিবারের সহিত অতিকষ্টে সেই দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে নির্গত হইলাম।৭৭। (অবশেষে) আমি সেই দেশের প্রান্ত প্রদেশে উপনীত হইয়া, তত্রত্য তালবৃক্ষতলে অনর্থ উদ্ঘণের ন্যায়, তিনটী সন্তানকে

বিশ্রান্তোঽস্মি ততস্তত্র রৌরবাদিব নির্গতঃ। ৭৮।
অথ চণ্ডালকন্যায়াং বিশ্রান্তায়াং তরোস্তলে।
সুপ্তয়াং শীতলচ্ছায়ে দ্বৌ সমালোক্য দ্বারকৌ। ৭৯।
প্রচ্ছকো নাম তনয়ো মমৈকঃ পুরতঃ স্থিতঃ।
অত্যন্তবল্লভোঽস্মাকং কনীয়ান্ মৌগ্ধবানিতি। ৮০।
স মামুবাচ দীনাত্মা বাস্পপূর্ণবিলোচনঃ।
তাত দেহ্যাশু মে মাংসং পাতুঞ্চ রুধিরং ক্ষণাৎ। ৮১।
পুনঃ পুনর্বদন্নেবং সচাস্তে তনয়ো মম।
প্রাণান্তিকীং দশাং প্রাপ্তঃ সাক্রন্দোহি পুনঃ পুনঃ। ৮২।
তস্য স্তামার্ত্তিমালোক্য ময়া দুঃস্থিতিচারিণা।
সোঢুং তামাপদং তীব্রামশক্তেন হতাত্মনা।
মরণায়াতিমিত্রায় কৃতোঽন্তর্নিশ্চয়ো ময়া। ৮৩।

স্কন্ধ হইতে নামাইয়া, রৌরব নরক হইতে অব্যাহতি পাইয়া লোকে যেরূপ শ্রান্তিলাভ করে, তাহার ন্যায় বিশ্রাম করিলাম। ৭৮। অনন্তর চণ্ডালকন্যা শীতল, ছায়াবিশিষ্ট তরুতলে বালকদিগকে দর্শন করিয়া, আপনি বিশ্রাম ও শয়ন করিল। ৭৯। (তখন) মুগ্ধস্বভাব প্রিয়তম আমার কনিষ্ঠপুত্র প্রচ্ছক, আমার অগ্রে স্থিতি করিয়াছিল। ৮০। সে দীনভাব-প্রাপ্ত ও বাষ্পপূর্ণনেত্র হইয়া, আমাকে হে তাত! আমার ভোজনের জন্য মাংস, এবং পানার্থ রুধির শীঘ্র দাও বলিয়া, আমাকে উত্তেজনা করিতে লাগিল। ৮১।

সে, বারংবার এই কথা বলিয়া, আমার অগ্রে স্থিতি করিয়া রোদন করিতে লাগিল; বারংবার ক্রন্দন হেতু তাহার প্রাণান্ত দশা উপস্থিত হইল। ৮২। দুর্মতি আমি, পুত্রের এরূপ ক্লেশ দর্শন করিয়া সেই তীব্র আপদ সহ্য করিতে অসক্ত, (সুতরাং) হতবুদ্ধি হইয়া (সেসময়) মৃত্যুকে পরম মিত্র বোধে প্রাণ-

তত্র কাষ্ঠানি সঞ্চিত্য চিতাং রচিতবানহং।
চিতা চটপটাস্ফোটা স্থিতা মদভিকাঙ্ক্ষিণী। ৮৪।
তস্যান্তু যাবদাত্মানং চিতায়াং নিক্ষিপাম্যহং।
চলিতোঽস্মি জবাত্তাবদস্মাৎ সিংহাসনান্নৃপ।
ততস্তূর্য্যনিনাদেন জয়শব্দেন বোধিতঃ। ৮৫।
ইতি সাম্বরিকেণায়ং মোহ উৎপাদিতো মম।
অজ্ঞানেনেব জীবস্য দশাশতসমন্বিতঃ। ৮৬।
ইত্যুক্তবতি রাজেন্দ্রে লবনে ভূরিতেজসি।
অন্তর্ধানং জগামাসৌ ততঃ সাম্বরিকঃ ক্ষণাৎ। ৮৭।
অথেদমূচুস্তে সভ্যা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ।
নায়ং সাম্বরিকো দেব যস্য নাস্তি ধনৈষণা। ৮৮।
দৈবী কঠিনমায়েয়ং সংসারস্থিতিবোধিনী।

পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। ৭৩। সেখানে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া চিতা রচনা করিলাম; (ক্ষণমধ্যে) উহা আমার গ্রহণাভিলাষি হইয়া, চট্‌পট্‌শব্দে জ্বলিয়া উঠিল।৮৪। আমি যে সময় চিতাতে আত্মশরীর নিক্ষিপ্ত করিতে যাই, সে সময় তূর্য্যশব্দ দ্বারা নৃপরূপে প্রবোধিত হইয়া,আমি বেগে সেই সিংহাসন হইতে চালিত হইলাম। ৮৫। যেরূপ অজ্ঞানপ্রযুক্ত জীবের শত শত দশার আবির্ভাব হয়, সেইরূপ সম্বরাসুরের মায়াতে আমার (বিষম) মোহ উৎপাদিত হইয়াছিল। ৮৬।

বিপুলতেজস্বী রাজেন্দ্র লবণ এই কথা বলিলে পর, তৎক্ষণাৎ সেই সাম্বরিক মায়াবী অন্তর্হিত হইল। ৮৭। অনন্তর সভ্যগণ সকলে বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে এই কথা বলিতে লাগিলেন, হে দেব! এব্যক্তি সাম্বরিক মায়াবী নহে; (কারণ) ইহার অর্থবাসনা নাই। ৮৮। ইহা সংসার-স্থিতির বোধস্বরূপ

মনোবিলাসঃ সংসার ইতি যস্যাং প্রতীয়তে।
সর্ব্বশক্তেরনন্তস্য বিলাসোহি মনো জগৎ। ৮৯।

ইতি বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে সাম্বরিকো-
পাখ্যানং নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ। * ১২ *।

দুরবগাহ দৈবমায়া; এই মায়াপ্রভাবে সংসার, মনোবিলাস মাত্র বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট অনন্ত পরমেশ্বরের বিলাস অর্থাৎ— "আমি বহু হই" এইরূপ মননমাত্র পদার্থই, জগৎ (বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে)। ৮৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

যৎ কৃতং মনসা তাবৎ তৎ কৃতং বিদ্ধি রাঘব।
যত্ত্যক্তং মনসা তাবৎ তত্ত্যক্তং বিদ্ধি রাঘব। ১।
যস্যাচপলতাং যাতং মনো মননবর্জ্জিতং।
অনুত্তমপদেনাসৌ ধ্যানেনানুগতোঽনঘ। ২।
সংযমান্মনসঃ শান্তিমেতি সংসারসংভ্রমঃ।
মন্দরেঽস্পন্দতাং যাতে যথা ক্ষীরমহার্ণবঃ। ৩।
মনসোবৃত্তয়ো যা যা ভোগসংকল্পবিভ্রমাঃ।
সংসারবিষবৃক্ষাণাং তএবাঙ্কুরপংক্তয়ঃ। ৪।
অস্য চিত্তমহাব্যাধেশ্চিকিৎসায়াং মহৌষধং।
স্বায়ত্তং শৃণু বক্ষ্যামি স্বসাধ্যং সাধু নিশ্চিতং। ৫।
ত্যজন্নভিমতং বস্তু যস্তিষ্ঠতি ন সংশয়ঃ।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে রাঘব! মনদ্বারা যাহা করা যায় তাহাই কৃত এবং মনদ্বারা যাহা ত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহাই ত্যক্ত বলিয়া জানিবে। ১। হে অনঘ। যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ মনন ত্যাগ করিয়া চঞ্চলতা পরিত্যাগে স্থির হয়, সে ব্যক্তি অতি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদার্থের অনুগত হইয়া থাকে। ২। (সমুদ্র মন্থনে) মন্থনদণ্ড-স্বরূপ মন্দার পর্ব্বত নিস্পন্দ হইলে ক্ষীর সমুদ্র যেরূপ শান্ত হয়, তাহার ন্যায় মনের সংযম করিতে পারিলে সংসারভ্রম শান্তি পাইয়া থাকে। ৩। ভোগবাসনা ভ্রমস্বরূপ মনের যে যে বৃত্তি, তাহাদিগকে সংসাররূপ বিষবৃক্ষের অঙ্কুর-পংক্তি (বলিয়া জানিবে)। ৪। সাধুজন, এই মনোরূপ মহাব্যাধির চিকিৎসার জন্য স্বাধীন ও স্বসাধ্য যে মহৌষধ স্থির করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৫। যে ব্যক্তি বাঞ্ছিত বস্তু ত্যাগ, এবং (বাহ্য) দৃশ্য ভোগাদি ত্যাগে সংশয়-হীন হইয়া অবস্থিতি করে, সেই ব্যক্তিই

জিতমেব মনস্তেন বাহ্যং প্রসরমুজ্ঝতা। ৬।
স্বায়ত্তমেকান্তহিতং স্বেপ্সিতত্যাগবেদনং।
যস্য দুষ্করতাং যাতং ধিক্ তং পুরুষকীটকং। ৭।
শাস্ত্রসঙ্গমতীক্ষ্ণেণ চিন্তাতপ্তমতাপিনা।
ছিন্ধি ত্ব ময়সেবায়ো মনসৈব মুনে মনঃ। ৮।
স্বপৌরুষেণ সাধ্যেন স্বেপ্সিতত্যাগরূপিণা।
মনঃ প্রশমমাত্রেণ বিনা নাস্তি শুভা গতিঃ। ৯।
সর্ব্বং সর্ব্বগতং শান্তং ব্রহ্ম সংপদ্যতে যদা।
অসংকল্পেন শস্ত্রেণ চিত্তং চিত্বগতং তদা। ১০।
তাং মহাপদবীমেকাং কামপ্যধিবসংশ্চিরং।
চিত্তং চিত্বক্ষিতং কৃত্বা চিত্তাদপি পরো ভব। ১১।
ভব ভাবনয়া মুক্তো যুক্তঃ পরময়া ধিয়া।

বাহ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্জ্জয় করিতে সমর্থ হইতে পারে। ৬। আপনার আয়ত্তীভূত একান্ত-হিতকর অভীপ্সিত বিষয় ত্যাগ করিতে যাহার কষ্ট বোধ হইয়া থাকে, সেই পুরুষকীটকে ধিক্। ৭। হে মুনে! যে রূপ লৌহ দ্বারা (অন্য) লৌহ ছিন্ন হইয়া থাকে,তাহার ন্যায় তুমি শাস্ত্রচর্চ্চার সাহায্যে তীক্ষ্ণ, তাপবিরহিত মনের দ্বারা মনের ছেদ-বিধান কর। ৮। আপনার পৌরুষসাধ্য অভীপ্সিত ত্যাগ স্বরূপ মনের শান্তি, ব্যতিরেকে (লোকের) শুভগতি ঘটে না। ৯। যে সময় সর্ব্বগত, শান্ত,সর্ব্বস্বরূপ,ব্রহ্মপদ লব্ধ হইয়া থাকে, সে সময় বাসনাবিহীন শস্ত্রদ্বারা চিত্তও চিৎস্বরূপ হইয়া থাকে। ১০। তুমি অদ্বিতীয়—অনির্ব্বচনীয় সেই মহা পথে চিরকাল বাস করিয়া, চিত্তকে চিদ্বক্ষিত—অর্থাৎ চৈতন্যের সহিত একীভূত করিয়া চিত্ত হইতে প্রধান—অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম হও। ১১। তুমি পরম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া ভবভাবনা হইতে মুক্ত হও, এবং সাবধান

ধারয়াত্মানমব্যগ্রো গ্রস চিত্তং চিতঃ পরং। ১২।
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য নীত্বা চিত্তমচিত্ততাং।
তাং মহাপদবীমেহি যত্র নাস্তি নচেতরৎ। ১৩।
অনুদ্বেগঃ শ্রিয়োমূলমনুদ্বেগাৎ প্রবর্ত্ততে।
জন্তোর্ম্মনোজয়ো যেন ত্রিলোকীবিজয়স্তৃণং। ১৪।
মম পুত্রা মম ধনময়ং সোঽহমিদং মম।
ইতীয়মিন্দ্রজালেন বাসনৈবাধিবল্গতি। ১৫।
মা ভবাজ্ঞো ভব জ্ঞ স্তং জহি সংসারবাসনাং।
অনাত্মন্যাত্মভাবেন কিমজ্ঞ ইব রোদিষি। ১৬।
কস্তে চায়ং জড়োমূকো দেহো ভবতি রাঘব।
যদর্থং সুখদুঃখাভ্যামবশঃ পরিভূয়সে। ১৭।

তার সহিত ব্রহ্মকে ধারণা করিয়া চিৎ হইতে ভিন্ন চিত্তকে গ্রাস– অর্থাৎ নষ্ট কর। ১২। তুমি পরম পৌরুষ আশ্রয় পূর্ব্বক চিত্তকে নাশ করিয়া, যে খানে অন্য বস্তু আর কিছুই নাই, এরূপ মহা পদবী—অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ কর। ১৩।

উদ্বেগশূন্যতাই মোক্ষ-শ্রী লাভের মূল, এবং অনুদ্বেগ হইতেই মোক্ষ-শ্রী প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; অনুদ্বেগ দ্বারা প্রাণীদিগের মনো জয় হইয়া থাকে, এবং তাহা হইলে, তৃণের ন্যায় (অনায়াসে) ত্রৈলোক্য-বিজয়-লাভ হইয়া থাকে। ১৪। আমার পুত্র, আমার ধন, সেই আমি, এই এই সকল গৃহাদি আমার, এই প্রকার ইন্দ্রজালতুল্য বাসনা, কেবল (বৃথা) প্রলাপমাত্র হইয়া থাকে। ১৫।

তুমি অজ্ঞানী হইও না, জ্ঞানী হও; সংসারবাসনা বিসর্জ্জন দেও, অনাত্ম—অর্থাৎ মিথ্যা বস্তুতে আত্ম বোধ করিয়া, মূর্খের ন্যায় রোদন করিতেছ [illegible] সুখ দুঃখের জন্য অধীন হইয়া

অহো নু চিত্রং যৎ সত্যং ব্রহ্মৈতদ্বিস্মৃতং নৃণাং।
যদসত্যমবিদ্যাখ্যং তৎ পুরঃ পরিবল্গতি। ১৮।
তিষ্ঠতস্তব কার্যেষু মাস্তু রাগানুরঞ্জনা।
স্ফাটিকস্যেব চিত্রাণি প্রতিবিম্বানি গৃহ্নতঃ। ১৯।

বাল্মীকিরুবাচ।

এবমুক্তো ভগবতা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বিকাশিতান্তঃকরণো রামো গিরমথাদদে। ২০।

শ্রীরাম উবাচ।

অহো নু চিত্রং পদ্মোত্থৈর্বদ্ধাস্তন্তুভিরদ্রয়ঃ।
অবিদ্যমানা যাবিদ্যা তয়া বিশ্বং খিলীকৃতং। ২১।
ইদং তদুজ্ঝিতং যাতি তৃণমাত্রং জগত্রয়ং।

তুমি পরাভূত হইতেছ, (বিবেচনা করিয়া দেখ) এই জড় ও নির্ব্বাক দেহের সহিত (তোমার সম্বন্ধ কিরূপ ?) । ১৭। কি আশ্চর্য্য ! যে বস্তু সত্য, মনুষ্যেরা তাহা বিস্মৃত হইল, আর যাহা অসত্য ও অবিদ্যারূপে প্রকাশ, তাহা সত্য বলিয়া (তাহাদিগের) অগ্রে প্রকাশিত হইতে থাকিল ! । ১৮। যদ্রূপ জবা, প্রতিবিম্ব গ্রহণ দ্বারা স্ফটিকের রক্ততা প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় বিষয়কার্য্যানুরক্ত তোমার বিষয়বাসনা, যেন ("আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এইরূপ জ্ঞানে পরিণত) না হয়। ১৯।

বাল্মীকি কহিলেন ;—মহাত্মা ভগবান্ বশিষ্ঠ এইরূপ কথা বলিলে পর, রাম অন্তঃকরণের বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া এই কথা বলিলেন। ২০।

শ্রীরাম কহিলেন ;—কি আশ্চর্য্য ! পদ্মতন্তু দ্বারা পর্ব্বতসমূহ বদ্ধ আছে, (কারণ) অপ্রকাশিত সেই অবিদ্যাপ্রভাবে এই বিশ্বসংসার খিলীকৃত রহিয়াছে। ২১। মায়া বিদূরিত হইলে, এই ত্রিজগৎ তৃণমাত্রে পর্য্যবসিত হয়,

অবিদ্যয়াপি যন্নাম সর্গোনিবিড়বন্ধনং। ২২।
অন্যশ্চ সংশয়োঽয়ং মে মহাত্মন্ হৃদি বর্ত্ততে।
লবনোঽসৌ মহাভাগঃ কিংবা আপদমাপ্তবান্। ২৩।
বশিষ্ঠ উবাচ।
অত্র তে শৃণু বক্ষ্যামি বৃত্তান্তমিদমুত্তমং।
লবনোঽসৌ যথা যাতশ্চণ্ডালত্বং মনোভ্রমাৎ। ২৪।
যৈষা হি চঞ্চলা স্পন্দশক্তিশ্চিত্তত্বমাগতা।
তাং বিদ্ধি মানসীং শক্তিং জগদাড়ম্বনাত্মিকাং। ২৫।
যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনো মৃতমুচ্যতে।
তদেব চ তপঃশাস্ত্রসিদ্ধান্তো মোক্ষ উচ্যতে। ২৬।
তস্য চঞ্চলতা যৈষা ত্ববিদ্যা রাম সোচ্যতে।
তামেব বাসনানাম্নীং বিচারেণ বিনাশয়। ২৭।

অবিদ্যা দ্বারা যে নিবিড় বন্ধন তাহার নামই সৃষ্টি, অর্থাৎ তাহা বিনষ্ট হইলে সৃষ্টিও লোপ পাইয়া থাকে। ২২। হে মহাত্মন্! আমার অন্তঃকরণে অন্য এই এক সংশয় উদিত হইতেছে যে, লবণ রাজা মহাভাগ হইয়াও কি জন্য আপদে পতিত হইয়াছিলেন। ২৩। বশিষ্ঠ কহিলেন;—লবণরাজা মনের ভ্রমপ্রযুক্ত যে প্রকারে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি এতৎসম্বন্ধে এক সুন্দর বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৪।

যে চঞ্চল স্পন্দশক্তি চিত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে জগতের আড়ম্বনকারি মানসী শক্তি বলিয়া জানিবে। ২৫। যে মন চঞ্চলতাশূন্য, (জ্ঞানীরা) তাহাকে মৃত বলিয়া থাকেন; ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত তপস্যার ফলস্বরূপ মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৬।

হে রাম! মনের যে চঞ্চল, শক্তি তাহাকেই (জ্ঞানীরা) অবিদ্যা বলিয়া

অবিদ্যা বাসনা যা সা তয়ান্তশ্চিত্তসত্তয়া।
বিলীনয়া ত্যাগবশাৎ পরং শ্রেয়োধিগম্যতে। ২৮।
যত্তৎ সদসদোর্ম্মধ্যং যন্মধ্যং চিত্ত্বজাড্যয়োঃ।
তন্মনঃ প্রোচ্যতে রাম দ্বয়ে দোলায়িতাকৃতি। ২৯।
জাড্যানুসন্ধানহতং জড্যাত্মকতয়া তয়া।
চেতোজড়ত্বমায়াতি দৃঢ়াভ্যাসবশেন তু। ৩০।
নিবোধকানুসন্ধানাচ্চিদংশাত্মতয়া মনঃ।
চিদেকতাং সমায়াতি দৃঢ়াভ্যাসবশাদিহ। ৩১।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যস্মিন্নেব পদে মনঃ।
যুজ্যতে তৎ পদং প্রাপ্য ভবত্যভ্যাসতো হি তৎ। ৩২।
তস্মাৎ পৌরুষমাশ্রিত্য চিত্তমাক্রম্য চেতসা।
বিশোকং পদমালম্ব্য নিরাতঙ্কঃ স্থিরোভব। ৩৩।

থাকেন ; তুমি বাসনা নাম্নী সেই অবিদ্যাকে বিচার দ্বারা বিনাশ কর। ২৭। অবিদ্যারূপা সেই বাসনা (জীবের) অন্তরে স্থিতি করিয়া থাকে, উহা পরিত্যাগ দ্বারা লয় প্রাপ্তি হইলে, পরম ব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে।২৮। হে রামচন্দ্র! যেবস্তু সদসৎ, এবং চিত্ত ও জড় এই দুয়ের মধ্যে দোলায়িতাকারে অবস্থিতি করে, তাহাই মন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৯। চিত্ত জাড্যানুসন্ধান দ্বারা হত হইয়া, দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা জড়স্বরূপ হইলেই জড় হইয়া থাকে।৩০। মন, ব্রহ্মবোধজনক শ্রবণ মননাদি অনুসন্ধান দ্বারা, দৃঢ়াভ্যাসবশতঃ চিদংশে মিলিত হইয়া চিৎস্বরূপ হইয়া থাকে। ৩১। প্রযত্ন ও পুরুষকার-সাহায্যে জীব, যাহাতে মনঃ সংযোগ করিয়া থাকে, (মনের লয় পর্য্যন্ত অভ্যাস করাতে) উহার স্বারূপ্য লাভ করিয়া থাকে। ৩২।

অতএব,তুমি পৌরুষাশ্রয় গ্রহণ ও (নির্ব্বিকল্প) ও (সবিকল্প) চিত্ত দ্বারা

মনএব সমর্থং স্যাৎ মনসো দৃঢ়নিগ্রহে।
অরাজা কঃ সমর্থঃ স্যাদ্রাজ্ঞো রাঘব নিগ্রহে। ৩৪।
তৃষ্ণাগ্রহগৃহীতানাং সংসারার্ণবপাতিনাং।
আবর্ত্তৈরুহ্যমানানাং বরং স্বমন এব নৌঃ। ৩৫।
মনসৈব মনশ্ছিত্ত্বা পাশং সংসারবন্ধনং।
ভবাদুত্তারয়াত্মানং নাসাবন্যেন তার্য্যতে। ৩৬।
যা যোদেতি মনোনাম্নী বাসনা বাসিতান্তরা।
তাং তাং পরিহরেৎ প্রাজ্ঞস্ততোহবিদ্যাক্ষয়োভবেৎ। ৩৭।
ভোগৈকবাসনাং ত্যক্ত্বা মুঞ্চ ত্বং ভেদবাসনাং।
ভাবাভাবৌ ততস্ত্যক্ত্বা নির্ব্বিকল্পঃ সুখী ভব। ৩৮।

চিত্তকে আক্রমণ করিয়া,শোকাদি রহিত ব্রহ্মপদ অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃশঙ্কভাবে অবস্থান করিতে থাক। ৩৩। হে রাঘব! মনই কেবল মনের নিগ্রহ করিতে সমর্থ; কেননা, যিনি রাজা নহেন, তিনি কি (কখন) অন্য রাজাকে নিগ্রহ করিতে পারেন?।৩৪। যে ব্যক্তি তৃষ্ণাস্বরূপ কুম্ভীর কর্ত্তৃক গৃহীত, যিনি সংসার সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন, যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ) রূপ আবর্ত্তে ভ্রাম্যমাণ, তুমি, তাঁহার উদ্ধারপক্ষে মনস্বরূপ নৌকাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। ৩৫। *সংসার বন্ধনের রজ্জুস্বরূপ (সবিকল্প) মনকে, (নির্ব্বিকল্প) মনদ্বারা* ছেদ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে আত্মাকে উদ্ধার কর; ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দ্বারা উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ৩৬।

যে বাসনায় অন্তর সুগন্ধিত, সেই সেই মনোনাম্নী বাসনা, যে যে সময়ে উদিত হইয়া থাকে, বিচক্ষণ ব্যক্তি সে সকলকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; (কারণ) তাহাতেই অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া থাকে। ৩৭। তুমি (প্রথমতঃ) ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া, ভেদ—অর্থাৎ দ্বৈতবাসনা দূর কর, তদনন্তর ভাবা-

এষ এব মনোনাশ স্ত্ববিদ্যানাশ এব চ।
যদ্‌যৎ সম্বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থাপরিবর্জ্জনং। ৩৯।
অনাস্থৈব হি নির্ব্বাণং দুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ।
অনেনৈব প্রযত্নেন ব্রহ্ম সংপদ্যতে ক্ষণাৎ। ৪০।
অবিদ্যাবিদ্যমানৈব নষ্টপ্রজ্ঞেষু বিদ্যতে।
নাম্নৈবাঙ্গীকৃতা ভাবাঃ সম্যক্‌প্রজ্ঞস্য সা কুতঃ। ৪১।

রাম উবাচ।

অবিদ্যাবিভবপ্রোত্থং নিবিড়ং পুরুষস্য হি।
নশ্যত্যর্থং কথমিদং ভূয়োঽপি ভগবন্‌ বদ। ৪২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

তাবৎ সংসারভৃগুষু স্বাত্মানং সর্ব্বদেহিনং।

ভাব পরিহারপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প হইয়া, সুখী হও। ৩৮। যে যে বস্তু সদ্রূপে বিদ্যমান আছে, তদ্বিষয়ে আস্থা পরিত্যাগের নাম মনের নাশ, এবং অবিদ্যার ক্ষয়। ৩৯। দৃশ্য বস্তুর প্রতি যে অনাস্থা, তাহাই নির্ব্বাণ; এবং তাহাতে যে আস্থাগ্রহণ, তাহাই দুঃখ—অর্থাৎ সংসার; এইরূপ যত্নদ্বারাই ক্ষণমধ্যে ব্রহ্মপদ লব্ধ হইয়া থাকে। ৪০। অবিদ্যার (বাস্তবিক বিদ্যমানতা নাই, তবে যাহাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে, তাহাদিগের উপর ইহার আবির্ভাব দেখা যায়। অবিদ্যা কেবল নামমাত্রে বস্তুরূপ পদার্থগ্রহ ঘটাইয়া থাকে, বিচারবান্‌ জ্ঞানীব্যক্তির অবিদ্যাধিকারের সম্ভাবনা নাই; অর্থাৎ যেরূপ মৃৎপাত্র, বস্তু গ্রহণের জন্য নানা রূপ ধরিয়া থাকে, কিন্তু বিচার করিলে ঐসকল বস্তু, মিথ্যা এবং মৃত্তিকাই সত্য বলিয়া উপলব্ধি হয়, অবিদ্যাও তদ্রূপ। ৪১।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে ভগবান্‌! পুরুষের অবিদ্যাসম্পত্তিসঞ্জাত বিপুল অর্থ কিরূপে নষ্ট হইয়া থাকে, আমাকে পুনর্ব্বার (তাহা) বলিতে অনুমতি হউক ৪২। বশিষ্ঠ কহিলেন,—(অবিদ্যা) নিশ্ছিদ্র, দুঃখ-কণ্টকাকীর্ণ, সংসাররূপ

আন্দোলয়তি নীরন্ধ্রু দুঃখকণ্টকশালিষু। ৪৩।
অবিদ্যা যাবদস্যাস্তু নোৎপন্না ক্ষয়কারিণী।
স্বয়মাত্মাবলোকেচ্ছা মোহসংক্ষয়দায়িনী। ৪৪।
অস্যাঃ পরং প্রপশন্ত্যা আত্মনাশঃ প্রজায়তে।
দৃষ্টে সর্ব্বগতে বোধে স্বয়মেষা প্রলীয়তে। ৪৫।
ইচ্ছামাত্রমবিদ্যেহ তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।
সচাসংকল্পমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি রাঘব। ৪৬।
মনাগপি মনোব্যোম্নি বাসনারজনীক্ষয়ে।
কালিমা তনুতামেতি চিদাদিত্যপ্রকাশনাৎ। ৪৭।

রাম উবাচ।

যাবৎ কিঞ্চিদিদং দৃশ্যং সাবিদ্যা ক্ষীয়তে হি সা।
আত্মভাবনয়া ব্রহ্মন্নাম্নাসৌ কীদৃশঃ স্মৃতঃ। ৪৮।

ভূগুপ্রদেশে সর্ব্বদেহাশ্রয় আত্মাকে আন্দোলিত করিয়া থাকে। ৪৩। যে কাল পর্য্যন্ত মোহক্ষয়দায়িনী ও (অবিদ্যা) ক্ষয়-কারিণী ব্রহ্মদর্শনবাসনা প্রাতুর্ভূত না হয়, (সে কাল পর্য্যন্ত জীব, মনের সহিত আন্দোলিত হইয়া থাকে)। ৪৪। ইহার পর—অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম দর্শন ঘটিলে, আত্মনাশ হইয়া থাকে, এবং (তাহা হইলেই) সর্ব্বগত ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়, সুতরাং (তখন) অবিদ্যাও স্বয়ং লয় পাইয়া থাকে। ৪৫। হে রাঘব ! এই সংসারে যে অবিদ্যা ইচ্ছামাত্র, তাহার নাশই মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই মোক্ষ কেবল অসংকল্পমাত্রে সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৬। বাসনারূপ রজনীর অবসান হইলে, মনাকাশে চিদাদিত্যের উদয় হওয়াতে অবিদ্যারূপ অন্ধকার ক্ষয় পাইতে থাকে। ৪৭।

শ্রীরাম কহিলেন ;—হে ব্রহ্মন্ ! যে কাল পর্য্যন্ত এই সকল কিঞ্চিৎ দৃশ্য বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত অবিদ্যার (অধিকার থাকে) ; আত্মচিন্তা

বশিষ্ঠ উবাচ।

চেত্যানুপাতরহিতং সামান্যেন চ সর্ব্বগং।
যচ্চিত্তত্ত্বমনাখ্যেয়ং স আত্মা পরমেশ্বরঃ। ৪৯।
সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্ম নিত্যং চিদ্‌ঘনমক্ষতং।
কল্পনান্যা মনোনাম্নী বিদ্যতে নহি রাঘব। ৫০।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে কিঞ্চিদত্র জগত্ত্রয়ে।
নচ ভাববিকারাণাং সত্তা ক্বচন বিদ্যতে। ৫১।
কেবলং কেবলাভাসং সর্ব্বসামান্যমক্ষয়ং।
চেত্যানুপাতরহিতং চিন্মাত্রমিহ বিদ্যতে। ৫২।
তস্মিন্নিত্যে ততে শুদ্ধে চিন্মাত্রে নিরুপদ্রবে।
শান্তে সর্ব্বসমাভোগে নির্ব্বিকারোদিতাত্মনি। ৫৩।
যৈষা স্বভাবানুগতং স্বয়ং সংকল্প্য ধাবতি।

দ্বারা উহা ক্ষয় পাইলে, আত্মা কিরূপ ভাব ধারণ করে, (তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন)। ৪৮। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—যিনি জ্ঞানের অনুপাতশূন্য, সামান্য দ্বারা সর্ব্বগতি, যিনি চিদ্বিশিষ্ট, এবং অবাচ্য,সেই আত্মাকে পরমেশ্বর (বলিয়া জানিবে)। ৪৯। হে রাঘব ! এই সকল বস্তু নিত্য অক্ষয় ঘনচিন্ময় ব্রহ্ম, অন্য যে সকল কল্পনা, তাহা মনের নামমাত্র ;—অর্থাৎ তাহার বিদ্যমানতা থাকেনা। (যেমন কুম্ভাদি মিথ্যা, মৃত্তিকা সত্য, ইহাও তদ্রূপ)।৫০।

(সেই ব্রহ্মপদার্থ এই জগতে কখনও) জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত হন না, এবং বিকৃতভাব পদার্থের সত্তারূপে প্রকাশিত হন না। ৫১। (এই সংসারে) অক্ষয়, সর্ব্বসাধারণ, কেবল আভাসময় জ্ঞানের অনুপাতবিরহিত, চিন্মাত্র (এক পদার্থ) বিদ্যমান আছেন। ৫২। নিত্য শুদ্ধ, বিস্তৃত, উপদ্রবশূন্য, চিন্ময়,শান্ত,সকল পদার্থে সমানভোগবিশিষ্ট, নির্ব্বিকার সেই চিদাত্মাতে।৫৩।

তচ্চেত্যং স্বয়মস্নানা সাম্লানা মন উচ্যতে। ৫৪।
এতস্মাৎ সর্ব্বগাদ্দেবাৎ সর্ব্বশক্তের্ম্মহাত্মনঃ।
বিভাগকলনাশক্তির্লহরীবোত্থিতাম্ভসঃ। ৫৫।
অতঃ সংকল্পসিদ্ধেয়ং সংকল্পেনৈব নশ্যতি।
যেনৈব জাতা তেনৈব বহ্নিজ্বালেব বায়ুনা। ৫৬।
নাহং ব্রহ্মেতি সংকল্পাৎ সুদৃঢ়াদ্বধ্যতে মনঃ।
অহং ব্রহ্মেতি সংকল্পাৎ সুদৃঢ়ান্মুচ্যতে মনঃ। ৫৭।
কৃশোঽতিদুঃখী বদ্ধোঽহং হস্তপাদাদিমানহং।
ইতিভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ বধ্যতে। ৫৮।
নাহং দুঃখী ন মে দেহো বন্ধঃ কস্যাত্ময়ি স্থিতঃ।
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচ্যতে। ৫৯।

যে চিৎ, সংকল্প দ্বারা স্বভাবানুগত বস্তুতে ধাবিত হইয়া থাকে, সেই চিৎ-সংকল্পবিশিষ্ট মন, সংকল্পরহিত, শান্ত, নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে। ৫৪।

যেমন জল হইতে তরঙ্গের জন্ম হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ মহাপুরুষ হইতে বিভাগকলনা—অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু-রচনা-শক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৫৫। (অতএব) এই সংকল্প সিদ্ধি, সংকল্প দ্বারাই নাশ পাইয়া থাকে ; বায়ু দ্বারা অগ্নিশিখার ন্যায়, যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাতেই তাহার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। ৫৬।

"আমি ব্রহ্ম নহি" এইরূপ সুদৃঢ় সংকল্প প্রযুক্ত মন বদ্ধ হইয়া থাকে, (এবং) "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ দৃঢ় সংকল্প দ্বারা মন মুক্ত হইয়া থাকে। ৫৭। আমি কৃশ, আমি দরিদ্র, আমি হস্তপাদাদিবিশিষ্ট এই প্রকার ব্যবহারিক ভাব দ্বারা, (জীব) বদ্ধ হইয়া থাকে। ৫৮। আমি দুঃখী নহি, আমার দেহ নয়, কিজন্য আমার বন্ধন ঘটিবে, এই প্রকার ভাবানুযায়ী ব্যবহার দ্বারা

নাহং মাংসং নচাস্থীনি দেহাদন্যঃ পরোহ্যহং ।
ইতি নিশ্চয়বানন্তঃ ক্ষীণাবিদ্যো বিমুচ্যতে । ৬০ ।
কল্পিতৈবমবিদ্যেয়মনাত্মন্যাত্মভাবনাৎ ।
পুরুষেণাপ্রবুদ্ধেন ন প্রবুদ্ধেন রাঘব । ৬১ ।
মনো যদনুসন্ধত্তে তৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ।
ক্ষণাৎ সম্পাদয়ন্ত্যেতা রাজাজ্ঞামিব মন্ত্রিণঃ । ৬২ ।
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য যত্নাৎ পরময়া ধিয়া ।
ভোগাশাভাবনাচ্চিত্তং সমূলমলমুদ্ধরেৎ । ৬৩ ।
ধ্যানতো হৃদয়াকাশে চিতিচিচ্চক্রধারয়া ।
মনোমারয় যত্নেন ত্বাং প্রবধ্নন্তু নাধয়ঃ । ৬৪ ।
যদি রম্যমরম্যত্বে ত্বয়া সন্নিহিতং চিতা ।

জীব মুক্ত হইয়া থাকে । ৫৯ । আমি মাংস নহি, আমি অস্থি নহি, আমি দেহাতিরিক্ত পরম পুরুষ, এইরূপ নিশ্চয় দ্বারা যাঁহার অন্তর হইতে অবিদ্যা ক্ষয় পাইয়াছে, তিনিই মুক্ত হইয়া থাকেন । ৬০ ।

হে রাঘব ! অনাত্ম বস্তুতে আত্মভাবনা দ্বারা অজ্ঞানী ব্যক্তি, অবিদ্যার কল্পনা করিয়া থাকে ; কিন্তু জ্ঞানীরা (জানিতে পারিয়া) তাহা করেন না । ৬১ । যেরূপ মন্ত্রীগণ রাজাজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন, তাহার ন্যায়, মন যে বস্তুর সংকল্প করে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়া থাকে । ৬২ । পরম পুরুষকার আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-প্রভাবে ভোগ-বাসনা দ্বারা দূষিত চিত্তকে, সমূলে উদ্ধার করা তোমার কর্ত্তব্য । ৬৩ । (তুমি) চিৎস্বরূপ হৃদয়াকাশে ধ্যান ও ব্রহ্মধারণারূপ চক্রধার দ্বারা মনকে সযত্নে বিনষ্ট কর, (তাহা হইলে) মর্ম্মপীড়া তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবেক না ।৬৪। হে রাম ! যদি তুমি মন দ্বারা রম্য বস্তুকে অরম্য—অর্থাৎ কুৎসিত পথে

ছিন্নাশ্বেব তদঙ্গানি চিত্তস্যেতি মতির্মম। ৬৫।
অয়ং সোঽহমিদং তন্ম এতাবন্মাত্রকং মনঃ।
তদভাবনমাত্রেণ দাত্রেণেব বিলূয়তে। ৬৬।
ছিন্নাভ্রমণ্ডলং ব্যোম্নি যথা শরদি ধূয়তে।
বাতেনাকল্পনেনৈব তথান্তর্ধূয়তে মনঃ। ৬৭।
কল্পান্তপবনা বান্তু যান্তু চৈকত্বমর্ণবাঃ।
তপন্তু দ্বাদশাদিত্যা নাস্তি নির্মনসঃ ক্ষতিঃ। ৬৮।
অসংকল্পনমাত্রৈকসাধ্যে সকলসিদ্ধিদে।
অসংকল্পনসাম্রাজ্যে তিষ্ঠাবষ্টব্ধতৎপদঃ। ৬৯।
সংকল্পমাত্রবিভবেন মনোঽরিণা ত্বং
নির্জ্জীয়সে বিবিধবস্তুনিদর্শকেন।

লইয়া যাও, তাহা হইলে তোমার চিত্তের অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া, আমার বোধ হইবে। ৬৫। আমি সেই বস্তু, আমি এই বস্তু, আমার ধনাদি, মন এতাবন্মাত্রে (ব্যস্ত থাকে,) (কিন্তু) পদার্থ সকলের অভাব হইলে, দাত্র দ্বারা (দ্রব্যাদি) ছেদের ন্যায়, মনও ছিন্ন হইয়া থাকে। ৬৬। যেরূপ শরৎ কালে আকাশে ছিন্ন মেঘাবলী কম্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কল্পনাহীন বায়ু দ্বারা অন্তরে মন কম্পিত হইয়া থাকে। ৬৭।

কল্পান্ত বায়ু প্রবাহিত হউক, কিম্বা সপ্ত সমুদ্র একত্ব-প্রাপ্ত হউক, অথবা দ্বাদশাদিত্য জগৎকে সন্তাপিত করিতে থাকুক, মানসহীন ব্যক্তির তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। ৬৮। (তুমি) নির্বাসনাসাধ্য সকল-সিদ্ধি-দায়ক বাসনা-বিহীন সাম্রাজ্যে ব্রহ্মপদ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি কর। ৬৯। বাসনা মাত্র যাহার সম্পত্তি, যে বিবিধ বৃথা বস্তুর নিদর্শক, সেই মনস্বরূপ শত্রুদ্বারা তুমি পরাজিত হইয়াছ; বাসনা-শূন্য, নিত্যোদিত সন্তোষসম্পত্তি দ্বারা সেই

সন্তোষমাত্রবিভবেন মনোবিজিত্য
মিত্যোদিতেন সুখমেহি নিরীপ্সিতেন। ৭০।
পরমপাবনয়া হিমশীতয়া সমতয়া মতয়াত্মবিদামপি।
শমিতয়াঽমিতয়াঽন্তরহন্তয়া যদবশিষ্টমজং পদমস্তু তৎ। ৭১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

নহি চঞ্চলতাহীনং মনঃ ক্বচন দৃশ্যতে।
চঞ্চলত্বং মনোধর্ম্মো বহ্নের্ধর্ম্মো যথোষ্ণতা। ৭২।
মনঃ কর্ত্তৃ ফলং ভুঙ্‌ক্তে ন শরীরং ক্রিয়াফলং।
যৈরেবং বুধ্যসে নূনং তদাকর্ণয় রাঘব। ৭৩।
হরিশ্চন্দ্রকুলোত্থেন লবনেন পুরানঘ।
একান্তেচোপবিষ্টেন চিন্তিতং মনসা চিরং। ৭৪।
পিতামহো মে সুমহান্ রাজসূয়স্য যাজকঃ।

মনঃ-শত্রুকে জয় করিয়া, তুমি সুখভোগ করিতে থাক। ৭০। পরম পবিত্র-কারক হিমতুল্য স্নিগ্ধভাবাপন্ন, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, যে পদ ব্রহ্মজ্ঞানী দিগের অভিমত, যাহা শান্তগুণাবলম্বী, অপরিমিত, এবং অন্তরের (মল) নাশক, তোমার সেই অবশিষ্ট ব্রহ্মপদ লাভ হউক। ৭১।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—কাহারও চঞ্চলতা বিহীন অন্তঃকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না ; যেরূপ উষ্ণতা অনলের ধর্ম্ম, সেইরূপ চঞ্চলতা মনের ধর্ম্মই। ৭২। মন কর্ম্মের কর্ত্তা, (সুতরাং) কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, শরীর (কখন) ক্রিয়াফল ভোগ করে না, হে রাঘব! যে বৃত্তান্ত (অবগত হইলে) তুমি শীঘ্র বুঝিতে পারিবে, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৭৩।

হে অনঘ! পূর্ব্বকালে হরিশ্চন্দ্রবংশোদ্ভব লবণ রাজা, নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া, দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা চিন্তা করিয়াছিলেন। ৭৪। (যে) আমার

অহং তস্য কুলে জাতস্তং যজে মনসা মখং। ৭৫ ॥
ইতি সংচিন্ত্য মনসা কৃত্বা সম্ভারমাদৃতঃ।
রাজসূয়স্য দীক্ষায়াং প্রবিবেশ মহীপতিঃ। ৭৬।
ঋত্বিজশ্চার্চ্চয়ামাস পূজয়ামাস তান্ মুনীন্।
দেবানামন্ত্রয়ামাস জ্বালয়ামাস পাবকং। ৭৭।
অথেত্থং যজমানস্য লবনস্য মখান্তরে।
যযৌ সংবৎসরঃ সার্দ্ধো দেবর্ষের্দ্বিজপূজয়া। ৭৮।
ভূতেভ্যো দ্বিজবর্য্যেভ্যো দত্ত্বা সর্ব্বস্বদক্ষিণাং।
অবুধ্যত দিনস্যান্তে সএবোপবনে নৃপঃ। ৭৯।
এবং স লবনো রাজা রাজসূয়মবাপ্তবান্।
মনসৈব হি পুষ্টেন যুক্তস্তস্য ফলেন চ। ৮০।

পিতামহ হরিশ্চন্দ্র, মহান্ রাজসূয় যজ্ঞের যাজক হইয়াছিলেন; আমি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, (অতএব) আমিও মানসে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। ৭৫। মহীপাল মনে মনে এই চিন্তা করিয়া, অতি সমাদরে যজ্ঞ-সম্ভার-দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক রাজসূয় নামক যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। ৭৬। তিনি ঋষিদিগকে ঋত্বিক্ স্বরূপে বরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন; এবং দেবতাদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্জালিত করিলেন। ৭৭। অনন্তর সার্দ্ধ সংবৎসরকাল দেবর্ষি ও দ্বিজদিগের পূজাকার্য্যে (মনো দ্বারা) যজ্ঞকারি লবণরাজার, অতিবাহিত হইল। ৭৮। সেই নৃপতি, প্রাণী এবং ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া, (যজ্ঞ-সমাপনান্তে) উপবনে (অবস্থিত হইয়া), দিনান্তে ধ্যানত্যাগ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইলেন। ৭৯। এইপ্রকারে সেই লবণ রাজা, পরিপক্ব মন দ্বারা যজ্ঞ করিয়া, রাজসূয়ের (উচিত) ফল প্রাপ্ত হইলেন। ৮০।

অতশ্চিত্তং পরং বিদ্ধি ভোক্তারং সুখদুঃখয়োঃ।
শৃণু সাম্বরিকস্যাথ বৃত্তান্তং রঘুনন্দন। ৮১।
যদা সাম্বরিকঃ কালে সংপ্রাপ্তো লাবনীং সভাং।
তদাহমবসংস্তত্র প্রত্যক্ষেণ চ দৃষ্টবান্। ৮২।
অহং সভ্যৈস্তত্র গতো গতো সাম্বরকারিণি।
কিমেতদিতি যত্নেন পৃষ্টশ্চ পৃথিবীভুজা। ৮৩।
চিন্তয়িত্বা ময়া দৃষ্টং শাস্ত্রং তৎ কল্পিতং ততঃ।
শৃণু তত্তে প্রবক্ষ্যামি রাম সাম্বরিকেহিতং। ৮৪।
রাজসূয়স্য কর্ত্তারো যে হি তে দ্বাদশাব্দিকং।
অতিদুঃখং প্রাপ্নুবন্তি নানাকারদশাময়ং। ৮৫।
ততঃ শক্রেণ গগনাৎ দুঃখায় লবনস্য চ।

এইজন্য বলিতেছি, মনকেই সুখ-দুঃখ-ভোগী বলিয়া জানিও; হে রঘুনন্দন! সাম্বরিকের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮১।

যেকালে সেই মায়াবী, লবণ রাজার সভায় উপস্থিত হইল, আমি সেসময় সভাস্থ থাকিয়া, সেব্যাপার প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছি। ৮২। সেই সাম্বর মায়াবী গমন করিলে, আমি সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, পৃথিবীপতি অতি যত্নের সহিত আমাকে, এই মায়া কিপ্রকার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৮৩।

তদনন্তর আমি (এ সম্বন্ধে) চিন্তা ও তাহার কল্পিত শাস্ত্র সকল দর্শন করিয়া, রাজাকে মায়াবীর মায়াসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, হে রামচন্দ্র তোমাকে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৫। যে সকল ব্যক্তি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে দ্বাদশবৎসরব্যাপি নানাপ্রকার দুঃখের দশা ভোগ করিতে হয়। ৮৫। হে রামচন্দ্র! শচীপতি গগণ হইতে (লবণ রাজার

প্রহিতো দেবদূতো হি রাম সাম্বরিকাকৃতিঃ। ৮৬।
রাজসূয়ক্রিয়াকর্ত্তুস্তস্য দত্ত্বা মহাপদং।
অগচ্ছৎ স নভোমার্গং সুরসিদ্ধনিষেবিতং। ৮৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু রাম যথাতথং।
অজ্ঞানভূঃ সপ্তপদা জ্ঞভূঃ সপ্তপদৈব হি।
পদান্তরাণ্যসংখ্যানি ভবন্ত্যন্যান্যথো তয়োঃ। ৮৮।
এতে প্রতিপদং বদ্ধমূলে স্বং ফলতঃ ফলং।
স্বরূপাবস্থিতির্ম্মুক্তিস্তদ্ভ্রংশোঽহন্ত্ববেদনং। ৮৯।
এতৎ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং তজ্জ্ঞাত্বা জ্ঞত্বলক্ষণং।
শুদ্ধসন্মাত্রসম্বিত্তেঃ স্বরূপান্ন চলন্তি যে।

যজ্ঞারম্ভ দেখিয়া) তাঁহাকে দুর্দ্দশায় পাতিত করিবার উদ্দেশে সাম্বরিক মায়াবীর আকারধারী দেবদূতকে পাঠাইয়া দিলেন। ৮৬। সেই দেবদূত, রাজসূয়-যজ্ঞ-কারি লবণ রাজাকে সঙ্কটে পাতিত করিয়া, দেবতা ও সিদ্ধজন-সেবিত শূন্য পথে প্রয়াণ করিল। ৮৭।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! অতঃপর তোমার নিকটে সপ্তপ্রকার অজ্ঞান ও সপ্তপ্রকার জ্ঞান-ভূমির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। উহা (গুণ-বৈচিত্র্য প্রযুক্ত) অসংখ্যপ্রকার হইয়া থাকে। ৮৮। সেই অজ্ঞান ও জ্ঞান-ভূমি বদ্ধমূল হইয়া, প্রতিপদে ফলপ্রদান করিয়া থাকে; (ইহার মধ্যে) জ্ঞান-ভূমিতে স্বরূপাবস্থিতিতে মুক্তি ও অজ্ঞান ভূমিতে জ্ঞান নাশ হইয়া অহন্ত্ব-বেদন—অর্থাৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী এইপ্রকার অহঙ্কার দ্বারা বন্ধন ঘটিয়া থাকে। ৮৯। (তোমার নিকটে) অজ্ঞান ও জ্ঞানভূমির লক্ষণ সংক্ষেপে কহিলাম, ইহা জানিয়া যেব্যক্তি শুদ্ধ, নিত্যমাত্র, চৈতন্যস্বরূপ হইতে চলিত

রাগদ্বেশাদয়ো ভাবাস্তেষাং নাজ্ঞত্বসম্ভবাঃ। ৯০।
যৎ স্বরূপপরিভ্রংশশ্চেত্যার্থে চিতিমজ্জনং।
এতস্মাদপরোমোহে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। ৯১।
অর্থাদর্থান্তরং চিত্তে যাতি মধ্যে তু যা স্থিতিঃ।
নিরস্তমননাকারা স্বরূপস্থিতিরুচ্যতে। ৯২।
সংশান্তসর্ব্বসংকল্পা যা শিলান্তরিব স্থিতিঃ।
জাড্যনিদ্রাবিনির্মুক্তা সা স্বরূপা স্থিতিঃ স্মৃত। ৯৩।
অহন্তাংশে ক্ষতে শান্তে ভেদনিস্পন্দচিত্তয়া।
অজড়য়া প্রকটতি তৎ স্বরূপমিতি স্থিতং। ৯৪।
বীজজাগ্রত্তথা জাগ্রৎ মহাজাগ্রত্তথৈবচ।
জাগ্রৎ স্বপ্নস্তথা স্বপ্নঃ স্বপ্নজাগ্রৎসুষুপ্তকং। ৯৫।
ইতি সপ্তবিধো মোহঃ পুনরেব পরস্পরং।
শ্লিষ্টো ভবত্যনেকাখ্যঃ শৃণু তস্য চ লক্ষণং। ৯৬।

না হয়, তাহার অজ্ঞানসম্ভূত রাগদ্বেষাদি কিছুই থাকে না। ৯০। দৃশ্য ধনাদি বিষয়ে যে আসক্তি, তাহাই স্বরূপ ত্যাগ, ইহা অপেক্ষা অপর মোহ আর হয় নাই, ও হইবে না। ৯১। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে মনের গমন-সময়ে উভয় বস্তু অপ্রাপ্ত হইয়া তন্মধ্যে তাহার যে নির্বাসনভাবে স্থিতি, তাহাই স্বরূপ স্থিতি। ৯২। সকল সংকল্প ত্যাগ করিয়া জাগ্রৎ, নিদ্রা, ও সুষুপ্তি রহিত, প্রশান্তভাবে শিলার ন্যায় যে অবস্থিতি, তাহাকেই স্বরূপ স্থিতি বলে। ৯৩। ভেদ রহিত অজড় জ্ঞান দ্বারা শরীরাদিতে (অহংভাব) ক্ষয়, ও চিত্ত শান্ত হইলে, জীবের স্বরূপত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৯৪। বীজজাগ্রৎ, জাগ্রৎ, মহাজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্নজাগ্রৎ এবং সুষুপ্তি। ৯৫। এই সপ্তপ্রকার মোহ, পরস্পর-সংশ্লিষ্ট হইয়া অনেক প্রকার হইয়া থাকে; (ক্রমে) তাহার লক্ষণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ৯৬।

প্রথমং চেতনং যস্মাদনাখ্যং নির্ম্মলং চিতঃ।
ভবিষ্যচ্চিত্তিজীবাদিনামশব্দার্থভাজনং। ৯৭।
বীজরূপং স্থিতং জাগ্রদ্বীজজাগ্রত্তদুচ্যতে।
এষা জ্ঞপ্তের্নবাবস্থা ত্বং জাগ্রৎ সংস্থিতিং শৃণু। ৯৮।
নবপ্রসূতস্য পরাদয়ং চাহমিদং মম।
ইতি যঃ প্রত্যয়ঃ স্বচ্ছস্তং জাগ্রৎ প্রাগভাবনাৎ। ৯৯।
অয়ং সোঽহমিদং তন্মে ইতি জন্মান্তরোদিতঃ।
পীবরঃ প্রত্যয়ঃ প্রোক্তো মহাজাগ্রদভিস্ফুরন্। ১০০।
আরূঢ়মথবারূঢ়মথবা সংশয়াত্মকং।
যজ্জাগ্রতোমনোরাজ্যং জাগ্রৎ স্বপ্নঃ স উচ্যতে। ১০১।
দ্বিচন্দ্রশুক্তিকারূপ্যমৃগতৃষ্ণাদিভেদতঃ।
অভ্যাসং জাগ্রতঃ প্রাপ্য স্বপ্নোঽনেকবিধো ভবেৎ। ১০২।

(সৃষ্টির প্রথমেই) চৈতন্য, ইহা হইতে অনির্ব্বচনীয় নির্ম্মল চিৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে; ইহাই ভবিষ্যৎ চিত্তি এবং জীবাদি নামধারণের কারণ। ৯৭। (ব্রহ্ম, স্ফুরণরূপ চৈতন্য সকলের) বীজ বলিয়া, তাঁহাকে বীজজাগ্রৎ বলা হইয়া থাকে; ইহাই জ্ঞানের নবীন অবস্থা। তুমি জাগ্রৎ সংস্থিতির বিষয় শ্রবণ কর। ৯৮। পরম ব্রহ্ম হইতে নূতন প্রসূত জীবের এই বস্তু, এই আমি, এই সকল ধনাদি আমার, পূর্ব্বস্বরূপ বিস্মৃতি দ্বারা এই যে নির্ম্মল জ্ঞান-প্রকাশ, তাহাই জাগ্রৎ অবস্থা। ৯৯। পূর্ব্বজন্মে আমি এইপ্রকার ছিলাম, এজন্মে এইপ্রকার আছি, সেই ধনাদি আমার ছিল, এক্ষণে এই সকল ধন আমার, এইরূপ জন্মান্তরীণ যে স্থূল প্রত্যয়, তাহাই মহাজাগ্রৎ।১০০। জাগ্রদ-বস্থায় উৎপন্ন, অনুৎপন্ন, কিম্বা সংশয়াত্মক মনো রাজ্যের নাম জাগ্রৎস্বপ্ন ১০১। দ্বিচন্দ্র দর্শন, শুক্তিতে রজত জ্ঞান, সূর্য্যকিরণে জলবোধাদি ভেদে

অল্পকালং ময়া দৃষ্টমেতন্নোবেতি যত্র হি।
পরামর্শঃ প্রবুদ্ধস্য স স্বপ্ন ইতি কথ্যতে। ১০৩।
চিরসন্দর্শনাভাবাদপ্রফুল্লবৃহদ্বপুঃ।
চিরকালানুবৃত্তশ্চ স্বপ্নো জাগ্রদিবোদিতঃ। ১০৪।
ষড়বস্থাপরিত্যাগে জড়া জীবস্য যা স্থিতিঃ।
ভবিষ্যদ্দুঃখবোধাঢ্যা সৌষুপ্তা সোচ্যতে গতিঃ। ১০৫।
জাগ্রত্তস্যামবস্থায়ামন্ধে তমসি লীয়তে। ১০৬।
সপ্তাবস্থা ইতি প্রোক্তা ময়া জ্ঞানস্য রাঘব।
একৈকা শতসংখ্যাভা নানাবিভবরূপিণী। ১০৭।

জাগ্রৎ ব্যক্তির অভ্যাস দ্বারা সেই জাগ্রৎ স্বপ্ন নানা প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১০২। আমি (নিদ্রা কালে) অল্পকাল মধ্যে যাহা দেখিয়াছি, এরূপ দর্শন হয় কিনা, প্রবুদ্ধের এই প্রকার পরামর্শের নাম স্বপ্ন। ১০৩।

চিরকাল বস্তুর সন্দর্শন না হওয়াতে স্বপ্ন, অস্পষ্টরূপে বৃহদাকারবিশিষ্ট; চিরকাল উহার, (জাগ্রদবস্থায়) অনুবৃত্তি চলিতেছে; (অতএব) উহা জাগ্রতের ন্যায় উদিত হইয়া থাকে। ১০৪। এই ছয় অবস্থা পরিত্যাগের পর পুনর্ব্বার দুঃখ-বোধ-ময় জীবের যে জড়ভাবে অবস্থিতি, তাহারই নাম সুষুপ্তি অবস্থা। ১০৫। এই অবস্থাতে জাগ্রৎ-স্বপ্ন বস্তু, অন্ধকারের ন্যায় মায়াতে লয় পাইয়া থাকে। ১০৬।

হে রাঘব! আমি অজ্ঞানের এই সপ্তপ্রকার অবস্থা তোমার নিকটে বলিলাম, ইহার এক এক অবস্থা নানা বস্তুরূপে শতসংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (কিঞ্চিৎ বিশেষ বলা হইতেছে; জাগ্রৎস্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রত্যেকে তিন প্রকার। সত্য বস্তু জ্ঞানের নাম জাগ্রৎ। শুক্তিতে রজতাদি জ্ঞান জাগ্রৎস্বপ্ন। শ্রম-ক্লেশাদিদ্বারা স্তব্ধভাবের নাম জাগ্রৎসুষুপ্তি। এই তিন প্রকার জাগ্রদবস্থা। স্বপ্নে মন্ত্রাদি প্রাপ্তির নাম স্বপ্ন জাগ্রৎ। স্বপ্নে যে স্বপ্ন দর্শন সেই স্বপ্ন স্বপ্ন।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইমাং সপ্তপদাং জ্ঞানভূমিমাকর্ণয়ানঘ।
নানয়া জ্ঞাতয়া ভূয়ো মোহপঙ্কে নিমজ্জতি। ১০৮।
বদন্তি বহুভেদেন বাদিনো যোগভূমিকাং।
মমত্বভিমতা নূনমিমা এব সুখপ্রদাঃ। ১০৯।
অববোধং বিদু জ্ঞানং তদিদং সপ্তভূমিকং।
মুক্তস্তজজ্ঞেয়নিত্যুক্তোভূমিকাসপ্তকাৎ পরং। ১১০।
জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাত্তৃতীয়া তনুমানসা। ১১১।

স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর জাগ্রদবস্থাতে যে জ্ঞানাভাব, তাহা স্বপ্ন সুষুপ্তি। স্বপ্নাবস্থা তিন প্রকার। যে সুষুপ্তিতে সাত্বিক সুখ প্রাদুর্ভূত হয়, ও জাগ্রৎ হইয়া সুখে শয়ন করিয়াছিলাম, ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান হয় না, সেই জাগ্রৎ সুষুপ্তি। যে সুষুপ্তিতে রাজসিক দুঃখ স্থিতি করিয়া থাকে, সেই স্বপ্নসুষুপ্তি। যাহার পর আমি দুঃখ পাইয়াছিলাম, এইরূপ বোধ হয়, তাহা তামসিক সুষুপ্তি। যে জাগ্রদবস্থাতে আমি মূঢ় হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম, ইহা ভিন্ন অন্য কিছু উপলব্ধি হয় না, সেই সুষুপ্তি সুষুপ্তি)। ১০৭। বশিষ্ঠ কহিলেন,— হে অনঘ! এই সাতটী জ্ঞানভূমি (বলিতেছি) শ্রবণ কর। ইহা জ্ঞাত হইলে, আর মোহপঙ্কে মগ্ন হইতে হয় না। ১০৮। ব্রহ্মবাদিগণ, যোগ-ভূমিকে নানা প্রকার বলিয়া থাকেন, কিন্তু এই জ্ঞানভূমি আমার অভিমত ও সুখপ্রদ। ১০৯। বোধের নাম জ্ঞান জানিবে, সেই সমস্তপ্রকার জ্ঞান সপ্ত ভূমি; যিনি ইহা জানিতে পারেন, তিনি সপ্তজ্ঞান ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া মুক্ত হন, এবং জ্ঞেয় পরম ব্রহ্মপদ পাইয়া থাকেন। ১১০। শুভকর্ম্মের ইচ্ছা প্রথম জ্ঞানভূমি। দ্বিতীয় ব্রহ্মবিচার। তৃতীয় তনুমানস। ১১১। চতুর্থ সত্তাপত্তি,

সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তূর্য্যগা গতিঃ।
আসামন্তে স্থিতা মুক্তি র্যস্যাং ভূয়ো ন শোচতে। ১১২।
এতাসাং ভূমিকানাং ত্বমিদং নির্ব্বচনং শৃণু।
স্থিতঃ কিং মূঢ়এবাস্মি যোক্ষ্যেঽহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ। ১১৩।
শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কৈর্বৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকং।
সদাচারপ্রবৃত্তা যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা। ১১৪।
বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যাং ইন্দ্রিয়ার্থেম্বরক্ততা।
যত্র সা তনুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তনুমানসা। ১১৫।
ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চেত্যেঽর্থে বিরতের্বশাৎ।
সত্ত্বাত্মনি স্থিতে শুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহৃতা। ১১৬।

পঞ্চম বিষয়ে অননুরাগ, ষষ্ঠ পদার্থচিন্তা, সপ্তম তুর্য্যব্রহ্মরূপে স্থিতি ; ইহা লব্ধ হইলে, (জীবকে) আর জন্মজরাশোকাদির অধীন হইতে হয় না। ১১২।

আমি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানভূমিসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ; বিষয়বিরক্ত ব্যক্তির, আমি কেন মূঢ় হইয়া আছি, আমি শাস্ত্র ও সজ্জন বাক্যের অনুগামী হইব, এইপ্রকার যে ইচ্ছা, পণ্ডিতেরা তাহাকেই প্রথম জ্ঞানভূমি বলিয়া থাকেন। ১১৩। বৈরাগ্যাভ্যাস পূর্ব্বক শাস্ত্রানুশীলন ও সজ্জনসঙ্গ লাভ করিয়া (সদসৎ বিচার দ্বারা) সদাচার প্রবৃত্তির নাম, বিচারণা জ্ঞানভূমি। ১১৪। বিচারণা ও শুভেচ্ছা দ্বারা বিষয়ে বিরক্তির নাম তনুমানস ; ইহা দ্বারা মনের স্থূলত্ব দূর হইয়া সূক্ষ্মত্ব ঘটে বলিয়া, ইহার নাম তনুমানস। ১১৫। শুভেচ্ছা, বিচারণা, ও তনুমানস এই তিন জ্ঞানভূমি অভ্যাস করিয়া দৃশ্য বস্তুতে বিরক্তি বশতঃ যে সময় শুদ্ধ আত্মারূপী ব্রহ্মই

দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গফলায় যঃ।
রূঢ়সত্ত্বচমৎকারঃ প্রোক্তাঽসংসক্তিনামিকা। ১১৭।
ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া ভৃশং।
অভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ। ১১৮।
পরং প্রযুক্তেন চিরং প্রযত্নেন বিবোধনং।
পদার্থভাবনা নাম ষষ্ঠী সংজায়তে গতিঃ। ১১৯।
ভূমিষট্কচিরাভ্যাসাদ্ভেদস্যানুপলম্ভতঃ।
যৎ স্বাভাবিকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তূর্য্যগা গতিঃ। ১২০।
এষা হি জীবন্মুক্তেষু তূর্য্যাবস্থেহ বিদ্যতে।
বিদেহমুক্তবিষয়ং তূর্য্যাতীতমতঃপরং। ১২১।
যে হি রাম মহাভাগাঃ সপ্তমীভূমিমাগতাঃ।

সত্য, অন্য কিছুই নাই ; এইরূপ সত্ত্বা—অর্থাৎ স্থিতি হইয়া থাকে, (শাস্ত্রে) তাহার নাম সত্তাপত্তি। ১১৬।

শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, ও সত্তাপত্তি এই চতুষ্টয় জ্ঞানভূমি অভ্যাস করিয়া, বিষয়ে অসংসর্গ নিবন্ধন সত্ত্বগুণ দ্বারা যে চমৎকার ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম অসংসক্তি। ১১৭। উক্ত পঞ্চ জ্ঞানভূমি অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মপদার্থে অত্যন্ত রমণ হেতু বাহ্য ও অভ্যন্তর-পদার্থচিন্তা, দূর হইয়া থাকে। ১১৮। বাহ্য দৃশ্যবস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আত্মবোধ প্রাপ্তি বিষয়ে যে যত্ন হইয়া থাকে, ইহাকেই পদার্থভাবনা নামক ষষ্ঠজ্ঞান ভূমি বলিয়া থাকে। ১১৯। উক্ত ছয়টী জ্ঞানভূমি অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মের ভেদ জ্ঞান না হইয়া, তাহাতে যে স্বাভাবিকী নিষ্ঠার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাকেই তূর্য্যগা গতি বলিয়া জানিবে। ১২০। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে, যে পদার্থ তূর্য্যের অতীত, তাহাই বিদেহ ব্যক্তির প্রাপ্য। ১২১।

আত্মারামা মহাত্মানস্তে মহৎ পদমাগতাঃ। ১২২।
জীবন্মুক্তা ন মজ্জন্তি সুখদুঃখরসস্থিতৌ।
প্রাকৃতেনার্য্যকার্য্যেণ কিঞ্চিৎ কুর্ব্বন্তি বা নবা। ১২৩
পার্শ্বস্থবোধিতাঃ সন্তঃ পূর্ব্বাচারক্রমাগতং।
আচারমাচরন্ত্যেব সুপ্তবুদ্ধবদক্ষতাঃ। ১২৪।
ভূমিকাসপ্তকং ত্বেতৎ ধীমতামেব গোচরং। ১২৫।
প্রাপ্তাজ্ঞানদশামেতাং পশুম্লেচ্ছাদয়োপি যে।
সদেহা বা বিদেহা বা তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ। ১২৬।
জ্ঞপ্তি র্হি গ্রন্থিবিচ্ছেদস্তস্মিন্ সতি বিমুক্ততা।
মৃগতৃষ্ণাম্বুবুদ্ধ্যাদিশান্তিমাত্রাত্মকস্ত্বসৌ। ১২৭।

হে রামচন্দ্র! যে সকল মহাভাগ জ্ঞানভূমির সপ্তম অবস্থা—অর্থাৎ তূর্য্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, সেই সকল মহাত্মগণ আত্মার সহিত রমণ করিয়া মহৎ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১২২। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত অনার্য্য কার্য্য করুন, আর নাই করুন, তাঁহাদিগকে সুখদুঃখরসে নিমগ্ন হইতে হয় না। ১২৩। সুপ্তব্যক্তি যেরূপ প্রবুদ্ধ হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সাধু ব্যক্তিগণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বাচারক্রমাগত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ১২৪। এই সপ্ত প্রকার জ্ঞানভূমি, জ্ঞানীদিগেরই জানিবার বিষয়। ১২৫। পশু, কিম্বা ম্লেচ্ছাদি যে কেহ এই জ্ঞানদশা প্রাপ্ত হয়, দেহশূন্য, বা দেহধারী যাহাই হউক না, মুক্ত হইয়া থাকে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১২৬।

জ্ঞানই (অহঙ্কারের) গ্রন্থি-বিচ্ছেদ-মাত্র; অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পাইলে, অহঙ্কারগ্রন্থিচ্ছেদ হইয়া থাকে: অহঙ্কারগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইলে, মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে। এই মুক্তিই মৃগতৃষ্ণাতে জল বুদ্ধি প্রভৃতির শান্তিমাত্রস্বরূপ। ১২৭।

যে তু মোহঘনোত্তীর্ণাস্তে প্রাপ্তাঃ পরমং পদং।
তে স্থিতা ভূমিকাস্বাসু স্বাত্মলাভপরায়ণাঃ। ১২৮।
এতাসু ভূমিষু জয়ন্তি হি যে মহান্তো
বন্দ্যাস্ত এব বিজিতেন্দ্রিয়শত্রবস্তে।
সম্রাট্ স্বরাড়্‌পি চ যত্র তৃণায়তে তৎ
সারং পদং জগতি তে সমবাপ্নুবন্তি। ১২৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মনঃ প্রশমনোপায়ো যোগ ইত্যভিধীয়তে।
সপ্তভূমিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কথিতাস্তাশ্চ ভূমিকাঃ। ১৩০।
এতাসাং ভূমিকানান্তু গম্যং ব্রহ্মাভিধং পরং।
ত্বত্তাহন্তাত্মতা যত্র পরতা নাস্তি কাচন। ১৩১।
ন ক্বচিদ্ভেদকলনা ন ভাবাভাববঞ্চনা।

যেসকল ব্যক্তি নিবিড় মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা আত্মলাভ-পরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানভূমিতে অবস্থিতি পূর্ব্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১২৮। যে সকল মহাপুরুষেরা এই সকল জ্ঞানভূমিতে অবস্থিত থাকিয়া জয়লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয় শত্রু বিজিত হইয়াছে, তাঁহারা (বাস্তবিক) বন্দনীয়; তাঁহাদের নিকটে সকল ভূমির ঈশ্বরত্ব ও ইন্দ্রত্ব তৃণতুল্য হইয়া থাকে। (কারণ জগতের সার ব্রহ্মপদ তাঁহারা লাভ করিয়া থাকেন। ১২৯।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মন শান্তির উপায়কে জ্ঞানীরা যোগ বলিয়া থাকেন, সেই যোগ সপ্তভূমি; আমি তাহারই কথা বলিলাম। ১৩০। ব্রহ্ম এই সপ্ত ভূমির গম্য; এই ব্রহ্মপদার্থে ত্বংভাব, অহংভাব, আত্মভাব ও পরভাব কিছুই নাই। ১৩১। সর্ব্বাশ্রয়, মায়ারহিত, নিরালম্ব, আকাশের ন্যায় স্থিত, নিত্য,

সর্ব্বং শান্তং নিরালম্বং ব্যোমস্থং শাশ্বতং শিবং। ১৩২।
অনাময়মনাভাসমনামকমকারণং।
নসন্নাসন্নমধ্যান্তং ন সর্ব্বং সর্ব্বমেব চ। ১৩৩।
মনোবচোভিরগ্রাহ্যং শূন্যাচ্ছূন্যং সুখাৎ সুখং।
অসম্বেদনমাশান্তমাত্মবেদনমাততং। ১৩৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতত্তে কথিতং রাম জ্ঞানং বৈ সপ্তভূমিকং।
ত্বং মাহাত্ম্যমবিদ্যায়াঃ পুনঃ শৃণু রঘূদ্বহ। ১৩৫।
লবনোঽসৌ মহীপালস্তদা দৃষ্ট্বা যথাভ্রমং।
দ্বিতীয়ে দিবসে গন্তুং প্রবৃত্তস্তাং মহাটবীং। ১৩৬।
যত্রদৃষ্টং মহাদুঃখমরণ্যানীং স্মরামি তাং।

মঙ্গলময় ব্রহ্ম পদার্থের ভেদকল্পনা, অথবা ভাবাভাবের বঞ্চনা নাই। ১৩২। ব্রহ্ম রোগাদি উপদ্রবশূন্য, আভাসরহিত, নাম ও কারণবিহীন, অস্তি নাস্তি শব্দের অবাচ্য, সুতরাং সদসৎ ভিন্ন, (আনন্দময়ত্ব হেতু) মধ্যান্ত রহিত, (অবিনাশিত্ব হেতু) সর্ব্বময়, এবং সর্ব্বপ্রকাশকত্ব হেতু সর্ব্বস্বরূপ। ১৩৩। তিনি বাক্য মনের অতীত, শূন্য হইতেও শূন্য, সুখাপেক্ষা পরম সুখস্বরূপ, (বুদ্ধির অগোচরত্ব হেতু) অজ্ঞেয়, (মনোহীনত্ব প্রযুক্ত) শান্ত, স্বানুভবস্বরূপ, এবং (সর্ব্বত্র স্থিতি প্রযুক্ত বিস্তৃত)। ১৩৪।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! এই সপ্তজ্ঞানভূমি তোমাকে বলিলাম, (সম্প্রতি) অবিদ্যার প্রভাব পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৩৫। সেই নৃপতি লবন সেই সময় ভ্রমদর্শন করিয়া, দ্বিতীয় দিবসে সেই মহদরণ্যগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৩৬। তিনি কল্য যেখানে দুঃখ দেখিয়াছিলেন, বনে আসিয়া তাহাই দেখিলেন,—অর্থাৎ চিত্তস্বরূপ দর্পণ সংলগ্ন হইয়া (পূর্ব্বঘটনা)

চিত্তাদর্শগতাং বিন্ধ্যে কদাচিল্লভ্যতেপি সা। ১৩৭।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা প্রযযৌ দক্ষিণাপথং।
পুনর্দিগ্বিজয়ায়ৈব প্রাপ্য বিন্ধ্যমহীধরং। ১৩৮।
পূর্ব্বদক্ষিণপাশ্চাত্যমহাবনতটস্থলীং।
বভ্রাম কৌতুকাৎ সর্ব্বাং ব্যোমবীথীমিবোষ্ণরুক্। ১৩৯।
অথৈকস্মিন্ প্রদেশে তাং চিন্তামিব পুরোগতাং।
দদর্শোগ্রামরণ্যানীং পরলোকমহীমিব। ১৪০।
স তত্র বিহরংস্তাংস্তান্ বৃত্তান্তান্ সকলানপি।
দৃষ্টবান্ পৃষ্টবাংশ্চৈব জ্ঞাতবাংশ্চ বিসিস্মিয়ে। ১৪১।
তাং পরিজ্ঞাতবাংশ্চৈব ব্যাধান্ পুক্কশজানপি।
বিস্ময়াকুলয়া বুদ্ধ্যা ভুয়োবভ্রাম সম্ভ্রমী। ১৪২।

স্মরণ করাইয়া দিতেছে,—(তিনি মনে মনে কহিলেন) আমি বিন্ধ্য পর্ব্বতে যাই, দেখি, সেখানে এরূপ দেখা যায় কিনা ?। ১৩৭।

মনে মনে ইহা অবধারণ করিয়া, পুনর্ব্বার দিগ্বিজয়ের জন্য বিন্ধ্য পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। ১৩৮। সূর্য্য যেরূপ আকাশ-পথে গমন করে, তাহার ন্যায় তিনি পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্স্থিত মহা বনস্থলী-সকল, সকৌতুকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৩৯। অনন্তর তিনি, পুরোগত মূর্ত্তিমতী চিন্তার ন্যায়, পর্ব্বতের একদেশে পরলোক-মহী-স্বরূপ এক ভয়ানক অরণ্য দেখিতে পাইলেন,। ১৪০। সেই বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সকল বৃত্তান্ত দর্শন করিলেন, এবং অন্য লোকদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বিস্ময়-প্রাপ্ত হইলেন। ১৪১। তিনি (জিজ্ঞাসা করিয়া) চণ্ডালাদি ব্যাধদিগকে জানিতে পারিলেন, এবং বিস্ময়ব্যাকুলমানসে সম্ভ্রমে সেই বন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৪২। *তিনি সেই মহারণ্যের অন্তভাগে যেখানে পুষ্ট পুক্কশ নামে*

অথ প্রাপ মহাটব্যাঃ পর্য্যন্তে ধূমধূষরং।
তমেব গ্রামকং যস্মিন্ সোঽভবৎ পুষ্টপুক্কশঃ। ১৪৩।
তত্রাপশ্যজ্জনাংস্তাংস্তান্ স্ত্রিয়স্তাস্তাঃ কুটীরগাঃ। ১৪৪।
অন্যাসু বৃদ্ধাসু সবাস্পনেত্রাস্বল্পার্ত্তিযুক্তাসু চ বর্ণয়ন্তী।
বৃদ্ধাতিকান্তারবিশীর্ণবন্ধুস্তত্রাতিদীনা পরিরোদিতীদং। ১৪৫।
হা পুত্রকাঃ কুত্র গতাঃ স্থ দীনদৃষ্টের্ম্মমোৎসঙ্কমপাস্য দূরং।
হা পুত্রি গুঞ্জাফলদামহারে নীতাসি মে দুর্ব্বিধিনাতিদূরঃ।১৪৬।
হা রাজপুত্রেন্দুসমানকান্তাঃ সংত্যজ্য শুদ্ধান্তবিলাসিনীস্তাঃ।
রতিং প্রযাতোঽসি মমাত্মজায়াং ন সাপি তে সুস্থিরতামুপেতা
(। ১৪৭।)
সংসারনদ্যাঃ সুতরঙ্গভঙ্গক্রিয়াবিলাসৈর্ব্বিহিতোপহাসৈঃ।

খ্যাত হইয়াছিলেন, ধূমদ্বারা ধূষরবর্ণ সেই চণ্ডালপুরী প্রাপ্ত হইলেন,। ১৪৩। সে খানে (পূর্ব্বদৃষ্ট) লোক ও কুটিরবাসিনী সেই সকল রমণীদিগকে দেখিতে পাইলেন। ১৪৪। সেখানে সজললোচনা, অল্পকাতরা অন্যান্য প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে (এরূপ) একটী প্রাচীন রমণীকে দেখিলেন যে, সে অতিশয় দুঃখিত হইয়া, বিশীর্ণ বন্ধুর গুণ বর্ণন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে।১৪৫।

হা সন্তানগণ! হতভাগিনীর ক্রোড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কোন্ দূর প্রদেশে গমন করিলে? হা পুত্রি! গুঞ্জাহারে তোমার কি (অপরূপ) শোভা হইত, তোমাকে দগ্ধবিধি (এখন্) কোন্ দূরদেশে লইয়া গেল?।১৪৬। হা রাজপুত্র! তুমি শশাঙ্কসন্নিভা শুদ্ধান্তচারিণী রমণীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার কন্যাতে (অতিশয়) অনুরাগী হইয়াছিলে, এক্ষণে তোমার সেই প্রণয়িনী আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। ১৪৭। এই সংসার নদীস্বরূপ; ইহাতে কর্ম্মস্বরূপ তরঙ্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে, নদীতরঙ্গের ন্যায় কর্ম্ম, উপহাস প্রভৃতির দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ হইয়া থাকে; (বোধহয়) সেই রাজপুত্র

কিং নাম তুচ্ছং ন কৃতং নৃপেণ যদ্‌যোজিতঃ পুক্কশকন্যকায়াং।
(। ১৪৮।)

এবং লপন্তীমবলোক্য বৃদ্ধাং দাসীভিরাশ্বাস্য নৃপো নিজাভিঃ।
পপ্রচ্ছ বৃত্তং কিমিহাসি কাসি কা তে সুতা কে চ সুতাস্তথেতি
[। ১৪৯।]

উবাচ সা বাষ্পবিলোচনাথ গ্রামস্ত্বয়ং পুক্কশঘোষনামা। ১৫০।
ইহাভবৎ পুক্কশপঃ পতির্ম্মে বভূব পূর্ণেন্দুসমা সুতৈকা।
সা দৈবযোগাৎ পতিমিন্দুতুল্য
মিহাগতং প্রাপ ধরাতলেন্দ্রং।
সা তেন সার্দ্ধং সুচিরং সুখানি
ভুক্ত্বা প্রসূতা তনয়াং সুতৌ চ। ১৫১।
কেন চিত্ত্বথ কালেন গ্রামকেঽস্মিন্ জনেশ্বর।

সংসার নদীর কর্ম্মতরঙ্গে বিলাসী হইয়া অবশ্য কোনও পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকিবেন; তাহা না হইলে চণ্ডালকন্যার সহিত তাঁহার যোজনা হইবে কেন?। ১৪৮। বৃদ্ধা রমণীকে এইপ্রকার বিলাপ করিতে দেখিয়া, রাজা আপনার পরিচারিকার দ্বারা তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কি জন্য এখানে রোদন করিতেছ? তোমার পুত্র ও কন্যা কে?। ১৪৯।

অনন্তর চণ্ডালী সরোদনে বলিতে লাগিল, এই গ্রাম পুক্কশঘোষ নামে বিখ্যাত; চণ্ডালেশ্বর আমারই পতি ছিলেন, আমারই পূর্ণেন্দুবদনা এক কন্যা ছিল। ১৫০। দৈবানুগ্রহে সেই কন্যা, এখানে সমাগত ইন্দ্রতুল্য একজন পৃথিবীপতিকে পতিলাভ করিয়াছিল; সেই নৃপতির সহিত বহুকাল সুখ ভোগের পর তাহার (কন্যার গর্ভে) এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মিয়াছিল।১৫১।

হে জনাধিপ! বহুকালের পর এই গ্রামে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ভয়ানক

অবৃষ্টিদুঃখমভবদ্ভীষণং ভগ্নমানসং। ১৫২।
মহতা তেন দুঃখেন সর্ব্বে তে গ্রামকাঙ্ক্ষনাঃ।
বিনির্গত্য গতা দূরং সর্ব্বে পঞ্চত্বমাগতাঃ। ১৫৩।
তেনেমা দুঃখভাগিন্যঃ শূন্যে বয়মিহ প্রভো।
শোচ্যাংস্তাননুশোচন্ত্যস্তিষ্ঠামো দুঃখজীবিতাঃ। ১৫৪।
ইত্যাকর্ণ্যাঙ্গনাবক্ত্রাদ্রাজা বিস্ময়মাগতঃ।
মন্ত্রিণাং মুখমালোক্য চিত্রার্পিত ইবাভবৎ। ১৫৫।
তেষাং সমুচিতৈর্দানৈঃ সম্মানৈ দুঃখসংক্ষয়ং।
কৃত্বা করুণয়াবিষ্টো দৃষ্টলোকপরাবরঃ।
আজগাম গৃহং বীরৈর্মুদিতঃ প্রবিবেশ হ। ১৫৬।
জ্ঞাতাবিদ্যাস্বভাবোঽসৌ নীতো বোধং ময়া ততঃ।

দুঃখ এবং (দুর্ভিক্ষ দ্বারা সকলের) মনঃপীড়া ঘটিয়া উঠিল। ১৫২। সেই প্রাণসংশয় ক্লেশে নিপতিত হইয়া গ্রামবাসীগণ এই গ্রাম হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক দূরদেশে গমন করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৫৩।

হে প্রভো! হতভাগিনী আমরা এই কারণে এই জনশূন্য নগরে অবস্থান করিয়া, পুত্রকন্যা ও (আত্মীয়দিগের) উদ্দেশে শোক করিয়া অতি-কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া আছি। ১৫৪। চণ্ডাল-রমণী-মুখে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন, এবং মন্ত্রীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্রলিখিতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৫৫। নৃপতি, করুণা-বিষ্ট হইয়া সমুচিত দান ও সম্মাননা দ্বারা তাহাদের দুঃখ নিবারণ পূর্ব্বক পর-লোকের ন্যায় সেই লোক দর্শন করিয়া, সন্তুষ্ট মনে বীরদিগের সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রতিগমন ও প্রবেশ করিলেন। ১৫৬।

হে রাঘব! ভ্রমদায়িনী মহতী অবিদ্যা, এই প্রকারে মিথ্যা বস্তুকে

ইত্যেবং রাঘবাবিদ্যা মহতী ভ্রমদায়িনী।
অসৎ সত্তাং নয়ত্যাশু সংশ্চাসত্তাং নয়ত্যলং। ১৫৭।

শ্রীরাম উবাচ।

কথমেতদ্বদ ব্রহ্মন্ স্বপ্নঃ সত্যত্বমাগতঃ।
সংশয়ো ভগবন্ সোঽয়ং ন মে লগতি চেতসি। ১৫৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বমেতদবিদ্যায়াং সম্ভবত্যেব রাঘব।
এতত্তে গাধিচরিতে স্ফুটমগ্রে ভবিষ্যতি। ১৫৯।
কাকতালীয়বচ্চেতোবাসনাবশতঃ স্বতঃ।
সমুদ্যন্ত মহারম্ভা ব্যবহারাঃ পরস্পরং। ১৬০।
দৃষ্টং যৎ পুক্কশে রাজ্ঞা তত্র সাম্বরিকেহয়া।
তত্র যোল্লসিতাবিদ্যা সৈবান্যেদ্যুরিতি ধ্রুবং। ১৬১।
সএবং সংবিদং প্রাপ্তো বিন্ধ্যপুক্কশচেতসি।

সত্যরূপে এবং সত্যকে মিথ্যারূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৫৭। শ্রীরাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এইরূপ স্বপ্ন কিরূপে সত্য হইল? হে ভগবন্! সংশয় আমার অন্তঃকরণ হইতে কোনরূপে যাইতেছে না। ১৫৮।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! অবিদ্যার দ্বারা সকলই, ঘটিতে পারে। গাধি-চরিত্র-বর্ণনে এবিষয় সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইবে। ১৫৯। কাকতালীয়ের ন্যায় অন্তঃকরণের বাসনা বশতঃ মহাড়ম্বরপূর্ণ ব্যবহারিক কর্ম্মাদি পরস্পর চিত্তে উদয় পাইয়া থাকে। ১৬০। নৃপতি, সভাস্থলে সাম্বরিকের চেষ্টা দ্বারা চণ্ডালাদির রাজ্যে যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, এবং সভাতে সাম্বরিকের যে রূপ মায়া প্রকাশিত হইয়াছিল, পরদিনে বাসনা দ্বারা তাহাই যে রাজার অন্তঃকরণে প্রকাশ পাইয়াছিল, এটী নিশ্চয় (কথা)। ১৬১।

বিন্ধ্যপুক্কশসম্বিদ্ যা রূঢ়া পার্থিব চেতসি। ১৬২।
লাবনী প্রতিভারূঢ়া বিন্ধ্যপুক্কশচেতসি।
বিন্ধ্যপুক্কশসম্বিদ্ যা রূঢ়া পার্থিবচেতসি। ১৬৩।
ব্যবহারগতেস্তস্যাঃ সত্তাস্তি প্রতিভানতঃ।
সত্তা সর্ব্বপদার্থানাং নান্যা সংবেদনাদৃতে। ১৬৪।
সম্বন্ধে দ্রষ্টৃদৃশ্যানাং মধ্যে দ্রষ্টুর্হি যদ্বপুঃ।
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিবর্জ্জিতং তদিদং পরং। ১৬৫।
দেশাৎ দেশং গতে চিত্তে মধ্যে যচ্চেতসোবপুঃ।
অজাড্যসম্বিন্মননং তন্ময়োভব সর্ব্বদা। ১৬৬।
অজাগ্রৎস্বপ্ননিদ্রস্য যত্তে রূপং সনাতনং।

রাজান্তঃকরণে যেরূপ মায়া প্রকাশ, বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী চণ্ডালদিগের মনেও সেই রূপ মায়া প্রকাশ পাইয়াছিল, চণ্ডালদিগের মনে যেরূপ মায়া প্রকাশ, রাজার অন্তঃকরণেও সেইরূপ মায়া প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৬২। লবন রাজার মনে যেপ্রকার মায়া-প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, বিন্ধ্য পর্ব্বতবাসি চণ্ডালদিগেরও (অবিকল) তাহা হইয়াছিল। ১৬৩। ব্যবহারিক সকল পদর্থা কেবল প্রতিবিম্ব প্রকাশ দ্বারা স্থিতি করিয়া থাকে, চৈতন্যের অতি-রিক্ত জগৎপদার্থের কখনও সত্তাস্বরূপ নাই,—অর্থাৎ স্বপ্নে যেরূপ প্রতিবিম্ব প্রকাশ হইয়া থাকে, মায়া প্রকাশও সেইরূপ। ১৬৪। দর্শনকর্ত্তা ও দৃশ্যবস্তু (এই উভয়ের) মধ্যে দর্শনকর্ত্তার যে শরীর দ্রষ্টৃ, দর্শন ও দৃশ্য বিবর্জ্জিত হইয়া অবস্থিতি করে, তাহাকেই পরম ব্রহ্মের রূপ বলিয়া জানিবে। ১৬৫। চিত্ত এক দেশ হইতে অন্যদেশে গমন করিলে (তৎকালে) তাহার যে প্রকার জড়তা, জ্ঞান, ও মননশূন্যতা হইয়া থাকে, তুমি সর্ব্বদা তাহাই— অর্থাৎ তন্ময় হও। ১৬৬। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও নিদ্রাশূন্য চিত্তের যে নিত্য

অচেতনঞ্চাজড়ঞ্চ তন্ময়ো ভব সর্ব্বদা। ১৬৭।
জড়তাং বর্জ্জয়িত্বৈকাং শিলায়া হৃদয়ং হি যৎ।
অমনস্কং মহাবাহো তন্ময়ো ভব সর্ব্বদা। ১৭৮।
চিত্তং দূরে পরিত্যজ্য যোঽসি সোঽসি স্থিরোভব।
ভব ভাবনয়া মুক্তো যুক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ।
লাবনী প্রতিভারূঢ়া চিন্তাযুক্তঃ স্বচেতসি। ১৬৯।
সংসারদ্বারঘট্টেঽস্মিন্ যা দৃঢ়া যন্ত্রবাহিনী।
রজ্জুস্তাং বাসনামেতাং ছিন্ধি রাম প্রযত্নতঃ। ১৭০।
পূর্ব্বং মনঃ সমুদিতং শিবমাত্মতত্ত্বা
ত্তেনাস্তৃতং জগদিদং স্ববিকল্পজালৈঃ।

অচেতন ও অজড় রূপ (দেখিতে পাও), তুমি সর্ব্বদা তাহা—অর্থাৎ তন্ময় হও। ১৬৭।

হে মহাবাহো! তুমি শিলা-হৃদয়ের ন্যায়, হৃদয়ের জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া, অমনস্ক—অর্থাৎ শূন্যমন হইয়া,সর্ব্বদা তদ্রূপে অবস্থান করিতে থাক। ১৬৮। মনকে দূরে নিক্ষেপ করিলে, যেরূপ হইয়া থাকে, তুমি সেইরূপ হইয়া স্থিরতাবলম্বন কর; (তাহা হইলে) পরম মুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ভব ভাবনা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে,এবং লবন রাজার অন্তঃকরণে যেরূপ প্রতিভা উৎপন্ন হইয়াছিল, তুমিও সেইরূপ আপনার অন্তঃকরণকে চিন্তাযুক্ত করিতে পারিবে। ১৬৯।

হে রামচন্দ্র! এই সংসার দ্বার ঘট্ট—অর্থাৎ শরীররূপ কপাট যে বাসনারজ্জু দ্বারা বদ্ধ আছে, তুমি যত্ন করিয়া সেই দৃঢ় বাসনা ছেদ কর। ১৭০। (জানিও) সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে, পরে বাসনা দ্বারা ঐ মন নানাবিধ জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছে, যেরূপ আকাশ শূন্য হইলেও মনোহর

শূন্যেন শূন্যমপি তেন যথাম্বরেণ
নীলত্বমুল্লসতি চারুতরাভিধানং। ১৭১।
সংকল্পসংক্ষয়বশাদ্ গলিতে তু চিত্তে
সংসারমোহমিহিকা গলিতা ভবন্তি।
দৃষ্টং বিভাতি শরদীব খমাগতায়াং
চিন্মাত্রমেকমজমাদ্যমনন্তমন্তঃ। ১৭২।

ইতি বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে উৎপত্তিপ্রকরণে
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ। *। ১৩ *।

নীল বর্ণাদির উৎপত্তি বিধান করে, সেইরূপ মন শূন্য হইলেও বিস্তৃত রূপ প্রদর্শন করিয়া থাকে। ১৭১। বাসনা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, চিত্ত গলিত হইয়া থাকে; (সুতরাং) সংসারের মোহসকলও নষ্ট হইয়া যায়। (তখন) শরৎসমাগমে আকাশ যেরূপ নির্ম্মল দেখা যায়, তাহার ন্যায় অদ্বিতীয়, আদ্য,অনন্ত, চিন্মাত্র, অজ,ব্রহ্ম, স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন। ১৭২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অকর্ত্তৃকমরঙ্গঞ্চ গগনে চিত্রমুত্থিতং।
অদ্রষ্টৃকং সানুভবমুন্নিদ্রং স্বপ্নদর্শনং। ১।
সাক্ষীভূতে সমে স্বস্থে নির্বিকল্পে চিদাত্মনি।
নিরর্থং প্রতিবিম্বন্তি জগন্তি মুকুরে যথা। ২।
এতত্তে রাম বক্ষ্যামি কার্য্যকারণতাং বিনা।
স্থিতা ব্রহ্মণি বিশ্বশ্রীঃ প্রতিভামাত্ররূপিণী। ৩।
একং ব্রহ্ম চিদাকাশং সর্ব্বাত্মকমখণ্ডিতং।
ইতি ভাবয় যত্নেন চেতশ্চাঞ্চল্যশান্তয়ে। ৪।
রেখোপরেখা বলিতা যথৈকা পীবরী শিলা।
তথা ত্রৈলোক্যবলিতং ব্রহ্মৈকমিতি দৃশ্যতাং। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেরূপ সামান্য গগনে ইন্দ্রজালের আবির্ভাব, সেইরূপ চিদাকাশে এই বিচিত্র জগৎ শোভা পাইয়া থাকে। (সকলই চিন্ময় অন্য আর কিছুই নাই) সুতরাং কর্ত্তা ও দ্রষ্টা নাই, জাগ্রদবস্থাতে স্বপ্নদর্শনে স্বকীয় অনুভবের ন্যায় জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। ১। যেরূপ দর্পণে মুখাদির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ সাক্ষীস্বরূপ, সমান, স্বভাবস্থ, নির্ব্বিকল্প চিদাত্মাতে বৃথা মায়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২।

হে রামচন্দ্র! যেরূপ কার্য্যকারণ ব্যতিরেকে, প্রতিবিম্বরূপিণী বিশ্ব-শ্রী ব্রহ্মে স্থিতি করিয়া থাকে, আমি তোমার নিকটে তাহা বলিতেছি। ৩। তুমি মনের চাঞ্চল্য-শান্তির জন্য যত্নপূর্ব্বক চিদাকাশরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড সর্ব্বময় ব্রহ্মকে ভাবনা কর। ৪। যেরূপ স্থূল শিলাখণ্ডের উপরিভাগে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রেখার (সম্পাতে শোভা) হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ত্রৈলোক্যসম্বলিত এক দৃশ্য—ব্রহ্মপদার্থ দর্শন কর। ৫। (ব্রহ্ম জগদ্রূপ রেখাবিশিষ্ট শিলার

দ্বিতীয়কারণাভাবাদনুৎপন্নমিদং জগৎ।
তিষ্ঠতি ব্রহ্মণি স্ফারে প্রতিভামাত্ররূপধৃক্। ৬।
অত্র ভার্গববৃত্তান্তং কথয়ামি তবানঘ।
অনুৎপন্নমিদং বিশ্বং যেন চেতসি পশ্যসি। ৭।
পুরা মন্দরশৈলস্য সানৌ সরলশাদ্বলে।
অতপ্যত তপো ঘোরং কস্মিংশ্চিদ্ভগবান্ ভৃগুঃ। ৮।
তমুপাস্তে স্ম তেজস্বী বালঃ পুত্রো মহামতিঃ।
শুক্রঃ শকলচন্দ্রাভঃ প্রকাশ ইব ভাস্করং। ৯।
বিদ্যাবিদ্যাদৃশোর্মধ্যে শুক্রোঽপ্রাপ্তমহাপদঃ।
ত্রিশঙ্কুরিব রোদন্তরবর্ত্তত তদা কিল। ১০।
নির্বিকল্পে সমাধিস্থে স কদাচিৎ পিতর্য্যথ।
অব্যগ্রোঽভবদেকান্তে জিতারিরিব ভূমিপঃ। ১১।

ন্যায় অদ্বিতীয় পদার্থ; দ্বিতীয় কারণের অভাব প্রযুক্ত এই জগৎ অনুৎপন্ন হইয়া কেবল প্রতিভা মাত্র ধারণ পূর্ব্বক, স্ফুরণবিশিষ্ট ব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৬।

হে অনঘ! আমি এ সম্বন্ধে (তোমার নিকটে) ভৃগুপুত্র শুক্রের বৃত্তান্ত বলিতেছি; ইহা শ্রবণ করিলে, বিশ্ব যে রূপে উৎপত্তিশূন্য হইয়া অবস্থিতি করে, অন্তঃকরণে তাহা দেখিতে পাইবে। ৭। পূর্ব্বকালে মন্দর পর্ব্বতের স্নিগ্ধতৃণবিশিষ্ট কোন সানুপ্রদেশে ভগবান্ ভৃগুমুনি ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ৮। সৌরকরবিকাশ যেরূপ সূর্য্যকে উপাসনা করে, তাহার ন্যায় খণ্ড চন্দ্রমার ন্যায় আভাবিশিষ্ট মহামতি তেজস্বী ভৃগুপুত্র, স্বকীয় পিতার উপাসনা করিয়াছিলেন। ৯। ত্রিশঙ্কু যেরূপ (স্বর্গলাভ না করিয়া,) পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় মুনিপুত্র শুক্র,

দদর্শাপ্সরসং তত্র গচ্ছন্তীং স শ্রিয়ং যথা।
মন্দারমালাবলিতাং মন্দানিলচলালকাং। ১২।
কান্তামালোক্য তস্যাভূদুল্লাসতরলং মনঃ।
অথ তাং মনসা ধ্যায়ংস্তথৈবামীলিতেক্ষণঃ।
আরব্ধবান্ মনোরাজ্যমিদমেকঃ কিলোশনাঃ। ১৩।
এষা হি ললনা ব্যোম্নি সহস্রনয়নালয়ে।
সংপ্রাপ্তোহয়মহং স্বর্গমালোলসুরসুন্দরং। ১৪।
মদমন্মথমাতঙ্গ্য ইমাস্তাঃ সুরযোষিতঃ।
দেবেশ্বরং নিষেবন্তে বনং বনলতা যথা। ১৫।

বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। ১০। কোনও সময়ে তদীয় পিতৃদেব, নির্ব্বিকল্প সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, জিতশত্রু নৃপতির ন্যায় শুক্র, স্বচ্ছন্দমনে নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ১১। তিনি (এই সময়ে) সেই খানে মন্দার-মাল্য-বিশোভিতা এক অপ্সরাকে দেখিতে পাইলেন। মন্দ-মারুত-সহযোগে তাহার অলকা চঞ্চলিত হইতেছে। (দেখিলে বোধ হয়,) শ্রী, যেন (ইতস্ততঃ) গমন করিতেছে। ১২।

সেই সুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইয়া, শুক্রের অন্তঃকরণ উল্লাসে অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর নিমীলিতনেত্রে তাহাকে মনে মনে ধ্যান করিয়া, (তৎ-সহবাস-কল্পনায়) মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।১৩। (পুরুষ যে রূপ স্বপ্নাবস্থায় স্বর্গাদি প্রাপ্ত হয়,) তাহার ন্যায় আমি সেই ললনাকে লইয়া, আকাশে অমরাবতীনাথভবনে সুরদিগের সুখকর স্বর্গধামে উপনীত হইলাম।১৪। দেখিলাম, বনলতা যেরূপ বনের সেবা করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মদোন্মত্ত মাতঙ্গীর ন্যায় সুরনারীগণ কামবিহ্বল হইয়া

ইহ তাবদিমং শক্রমহমাস্থানসুস্থিতং।
দ্বিতীয়মিব ত্রৈলোক্যস্রষ্টারমভিবাদয়ে। ১৬।
ইতি সংচিন্ত্য শুক্রেণ মনসৈব শচীপতিঃ।
তেনাভিবাদিতস্তত্র দ্বিতীয় ইব খে ভৃগুঃ। ১৭।
অথ সাদরমুত্থায় শুক্রঃ শক্রেণ পূজিতঃ।
স্বর্গং বিহর্ত্তুমারেভে স্বর্গিভিঃ প্রতিমোদিতঃ। ১৮।
তত্র তাং মৃগশাবাক্ষীং কান্তামধ্যগতামসৌ।
দদর্শ সাপি তং রাম দৃষ্ট্বা পরবশাভবৎ। ১৯।
রসাদ্বিকশতো নূনমন্যোন্যমনুরাগয়োঃ।
প্রাতরর্কনলিন্যোর্যা শোভা সৈব তয়োরভূৎ। ২০।
অথ তাং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা শুক্রঃ সংকল্পিতার্থভাক্।

দেবেন্দ্রকে (আলিঙ্গনাদি দ্বারা) সেবা করিতেছে। ১৫। আমি সেখানে (গিয়া) দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় সিংহাসনোপবিষ্ট শক্রকে অভিবাদন করিলাম। ১৬।

ভৃগুনন্দন চিন্তা করিয়া,পূর্ব্বোক্ত রূপ মনন দ্বারা আকাশে গিয়া,সেখানে দ্বিতীয় ভৃগুর ন্যায় ইন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। ১৭। অনন্তর শক্র সিংহাসন হইতে সাদরে গাত্রোত্থান করিয়া শুক্রকে অভিবাদন করিলেন ; (তদনন্তর) স্বর্গবাসি লোক কর্ত্তৃক প্রতিমোদিত হইয়া শুক্র স্বর্গবিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮। সেখানে তিনি অপ্সরাদিগের মধ্যে (পূর্ব্বদৃষ্ট) সেই মৃগশাবাক্ষী সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন ; হে রামচন্দ্র! সেই সুন্দরীও তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় কামাসক্ত হইল। ১৯। প্রাতঃকালে বিকসিত নলিনীকান্ত ও বিকসিত নলিনীর যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় কামরস-বিকসিত পরস্পর-অনুরাগী উভয়ের (শুক্র ও অপ্সরার) চমৎকার শোভা প্রকাশ পাইল। ২০। অনন্তর শুক্র, অপ্সরার এরূপ অবস্থা দেখিয়া অভীপ্সিত

তমঃ সংকল্পয়ামাস সংসারমিব ভূতকৃৎ। ২১।
অথ সর্ব্বেষু ভূতেষু গতেষ্বভিমতাং দিশং।
আজগাম ভৃগোঃ পুত্রং সা ময়ূরীব বারিদং। ২২।
ততঃ কল্পলতাকুঞ্জে তৌ বিশশ্রমতুঃ ক্বচিৎ।
অথ চিত্তবিলাসেন চিরমুৎপ্রেক্ষিতৈঃ প্রিয়ৈঃ।
তৈঃ কামৈর্ভার্গবস্যাসীত্তুষ্টয়ে স সমাগমঃ। ২৩।
অথাবসদসৌ শুক্রঃ পুরন্দরপুরে তয়া।
সুখং চতুর্যুগান্যষ্টৌ হরিণেক্ষণয়া সহ। ২৪।
পুণ্যক্ষয়ানুসন্ধানাৎ পপাতাবনিমণ্ডলে।
পতিতস্যাবনৌ তস্য স্বং বপুর্বিস্মৃতিং গতং।
জীবশ্চান্দ্রমসং জ্যোতির্ভৃগুসূনোর্বিবেশ হ। ২৫।

বিষয় প্রাপ্ত হইয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মার সংসারকল্পনার ন্যায়, তমঃ অর্থাৎ—রত্যাদি কর্ম্ম কল্পনা করিলেন। ২১।

তদনন্তর সকল প্রাণী, অভিমত দিক্ প্রাপ্ত হইলে, ময়ূরী যেরূপ মেঘের নিকটে গমন করে, তাহার ন্যায় সেই অপ্সরা ভৃগুপুত্রের নিকটে উপস্থিত হইল। ২২। অনন্তর কল্পলতাকুঞ্জে তাঁহারা উভয়ে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন; পরে অন্তঃকরণের চিরপ্রার্থিত প্রিয় বস্তু লাভ ও পূর্ব্বকৃত কাম দ্বারা সেই সমাগম, ভার্গবের অতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছিল। ২৩।

পরে (চিন্তা দ্বারা স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া, মনঃশরীর দ্বারা) বাসবপুরে হরিণলোচনা সেই অপ্সরার সহিত সহবাস করিয়া, ভার্গবের, সুখে দ্বাত্রিংশৎযুগ অতিবাহিত হইল। ২৪। অনন্তর পুণ্যক্ষয় হেতু শুক্র পৃথিবীতে পতিত হইলেন; এবং পতিত হইয়া, আপনার বপু বিস্মৃত হইলেন; (দেখিতে দেখিতে) ভৃগুনন্দনের জীব, চন্দ্রজ্যোতি-র্মধ্যে প্রবিষ্ট

প্রালেয়তামুপেত্যাশু শালিতামগমত্ততঃ।
শালীংস্তান্ ভুক্তবান্ পক্কান্ দশার্ণেষু দ্বিজোত্তমঃ।
স শুক্রঃ শুক্রতামেত্য তদ্ভার্য্যাতনয়োঽভবৎ। ২৬।
ততোমুনীনাং সংসর্গাৎ তপস্যুগ্র ব্যবস্থিতঃ।
অবসন্মেরুগহনে মন্বন্তরমনিন্দিতঃ। ২৭।
ততস্তস্য সমুৎপন্নো মৃগ্যাং পুত্রো নরাকৃতিঃ।
তৎস্নেহেন পরং মোহং পুনরপ্যাযযৌ ক্ষণাৎ। ২৮।
পুত্রস্যাস্য ধনং মেঽস্তু গুণশ্চায়ুশ্চ শাশ্বতং।
ইত্যনারতচিন্তাভির্জহৌ সত্যামবস্থিতিং। ২৯।
ধর্ম্মচিন্তাপরিভ্রংশাৎ পুত্রার্থং ভোগচিন্তয়া।
ক্ষীণায়ুষং তঙহরন্মৃত্যুঃ সর্প ইবানিলং। ৩০

হইলেন। ২৫। শুক্রের জীব চন্দ্রতেজের সহিত সম্মিলিত হইয়া, হিম ও ধান্যরূপে শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই পক্কধান্য দশার্ণদেশের একজন সুব্রাহ্মণ ভোজন করিলেন; তাহাতে শুক্ররূপে পরিণত হইয়া শুক্র, উক্ত ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৬। তদনন্তর তিনি, মুনিদিগের সংসর্গবশতঃ সুমেরুগর্ব্বতে বাস করিয়া, নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া একমন্বন্তর পর্য্যন্ত উগ্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। ২৭।
(অনন্তর দৈবযোগে সেখানে থাকিয়া অপ্সরা দর্শন দ্বারা তাঁহার রেতঃস্খলিত হয়, একটী মৃগী উহা ভক্ষণ করে) তাহাতে সেই শুক্রের ঔরসে মৃগীর গর্ভে নরাকার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহার প্রতি স্নেহ-প্রবণ হওয়াতে শুক্র অতিশয় মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ২৮। কিরূপে এই পুত্রের অর্থলাভ, গুণ-প্রকাশ ও আয়ু বৃদ্ধি হইবে, অনবরত এই চিন্তা দ্বারা তাঁহার ব্রহ্ম-ধ্যান-পরিত্যাগ ঘটিল। ২৯। পুত্রের ভোগ চিন্তা দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মচিন্তা নষ্ট

ভোগৈকচিন্তয়া সার্দ্ধং স সমুৎক্রান্তচেতনঃ।
প্রাপ্য মদ্রেশপুত্রত্বমাসীন্মদ্রমহীপতিঃ। ৩১।
অথান্যান্যপি জন্মানি সমুপেত্য বহূনি চ।
জাতঃ সমঙ্গাতীরস্থস্তপস্বিতনয়ো মুনিঃ। ৩২।
অথ কালেন মহতা পবনাতপজর্জ্জরঃ।
কায়স্তস্য পপাতোর্ব্ব্যাং ভৃগুশুক্রসমুদ্ভবঃ। ৩৩।
রাগদ্বেষবিহীনত্বাত্তস্য পুণ্যাশ্রমস্য তু।
মহাতপস্ত্বাচ্চ ভৃগো র্ন ভুক্তো মৃগপক্ষিভিঃ। ৩৪।
অথ বর্ষসহস্রেণ দিব্যেন পরমেশ্বরঃ।
ভৃগুঃ পরমসংবোধাদ্বিররাম সমাধিতঃ। ৩৫।
নাপশ্যদগ্রে তনয়ং বিনয়াবনতাননং।
সীমান্তং গুণসীমায়াঃ পুণ্যং মূর্ত্তমিব স্থিতং। ৩৬।

হওয়াতে সর্পের বায়ুভোজনের ন্যায় মৃত্যু, ক্ষীণায়ু সেই ভৃগুপুত্রকে গ্রাস করিল। ৩০। (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত) ভোগচিন্তা করাতে, তিনি মদ্রদেশের রাজপুত্র হইয়া সেখানকার রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ৩১।

অনন্তর (রাজদেহ পরিত্যাগ করিয়া) নানাবিধ জন্ম পরিগ্রহের পর, সমঙ্গা-নদী-তীর-বাসী একজন তপস্বীর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ৩২। অনন্তর দীর্ঘকালের পর, ভৃগুবীর্য্যজাত শুক্রের শরীর, পবন এবং আতপ-তাপে জর্জরিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। ৩৩। মহৎ তপস্যানুষ্ঠান ও রাগদ্বেষবিহীনতা প্রযুক্ত পুণ্যাশ্রমবাসী মৃগ পক্ষ্যাদিরা শুক্রের শরীর ভোজন করিল না। ৩৪। অনন্তর দৈব পরিমাণে বর্ষ সহস্র অতীত হইলে পর, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভৃগু, সমাধিভঙ্গ হেতু পরম ব্রহ্ম বোধ হইতে বিরত হইলেন। ৩৫। তিনি (তখন) মূর্ত্তিমান্ পুণ্যের ন্যায় গুণের সীমাবস্থিত বিনয়নম্রমুখে আত্মপুত্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন না। ৩৬।

অপশ্যৎ কেবলং কায়ং কঙ্কালং পুরতো মহৎ।
দেহযুক্তমিবাভাগ্যং দারিদ্র্যমিব মূর্ত্তিমৎ। ৩৭।
তাপশুষ্কবপুঃ কৃত্তিরন্ধ্রস্ফুরিততিত্তিরিঃ
সংশুষ্কান্ত্রোদরগুহাচ্ছায়াবিশ্রান্তদর্দুরং।
প্রেক্ষতঃ শুষ্ককঙ্কালমালানং দুঃখদন্তিনঃ। ৩৮।
পূর্ব্বাপরপরামর্শমকুর্ব্বন্ ভৃগুরুত্থিতঃ।
আলোকসমকালং হি জ্ঞাত্বা পুত্রং মৃতং ভৃগুঃ।
কালং প্রতি চকারাশু কোপং পরমদারুণং। ৩৯।
অকালএব মৎপুত্রো নীতঃ কিমিতি কোপিতঃ।
কালায় শাপমুৎস্রষ্টুং ভগবানুপচক্রমে। ৪০।
অথাকলিতরূপোঽসৌ কালঃ কবলিতপ্রজঃ।
আধিভৌতিকমাস্থায় বপুর্মুনিমুপাযযৌ। ৪১।

তিনি, দেহধারি অভাগ্য এবং মূর্ত্তিমান্ দারিদ্র্যের ন্যায় পুত্রের কেবল কঙ্কালময় শরীর দর্শন করিলেন। ৩৭। (দেখিলেন,) সেই শরীর, তাপ দ্বারা শুষ্ক হইয়াছে, তাহার চর্ম্মছিদ্রে তিত্তিরি পক্ষী বাস করিতেছে; উহার শুষ্ক অন্ত্র ও উদর-গুহার ছায়াতে ভেক সকল বিশ্রাম করিতেছে। পুত্রদেহ এইরূপ শুষ্ক ও কঙ্কালমালাময় দেখিয়া, তাহাকে দুঃখদন্তীর (বন্ধনস্তম্ভ স্বরূপ বলিয়া জানিলেন)। ৩৮।

(এইরূপ দেখিবামাত্র) ভৃগু, উত্থিত হইয়া আলোক সমকালের ন্যায় পুত্রকে মৃত বলিয়া অবধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বাপর পরামর্শ না করিয়া, কালের প্রতি নিদারুণ কোপ প্রকাশ করিলেন। ৩৯। কি আশ্চর্য্য! কি কারণে অকালে আমার পুত্র কালগ্রাসে নিপতিত হইল, এই বলিয়া তিনি, কালকে অভিসম্পাত করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ৪০। অনন্তর সর্ব্বপ্রাণীসংহারক কাল,

খড়্গপাশধরঃ শ্রীমান্ কুণ্ডলী কবচান্বিতঃ।
ষণ্মুখঃ ষড়্ভুজো বহ্ব্যা বৃতঃ কিঙ্করসেনয়া। ৪২।
স উৎপত্য মহাবাহো কুপিতং তং মহামুনিং।
কল্পক্ষুব্ধাব্ধিগম্ভীরং শান্তপূর্ব্বমুবাচ হ। ৪৩।
ত্বমনন্ততপা বিপ্র বয়ং নিয়তিপালকাঃ।
তেন সংপূজ্যসে পূজ্য সাধো নেতরয়েচ্ছয়া। ৪৪।
মা তপঃ ক্ষপয়াবুদ্ধে কল্পকালমহানলৈঃ।
যো ন দগ্ধোঽস্মি মে তস্য কিং মাং শাপেন ধক্ষ্যসি। ৪৫।
সংসারাবলয়ো গ্রস্তা বিশীর্ণা রুদ্রকোটয়ঃ।
ভুক্তানি বিষ্ণুবৃন্দানি ক্ব ন শক্তা বয়ং মুনে। ৪৬।

মূর্ত্তিমান্ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া, মুনির নিকটে আগমন করিল। ৪১। তাহার হস্তে খড়্গ ও পাশ, কুণ্ডল পরিধান, কবচ দ্বারা (তদীয় দেহ সুশোভিত); তাহার ছয় মুখ ও ছয় বাহু। সৌন্দর্য্যে তাহার দেহ উদ্ভাসিত; বহুতর কিঙ্কর সেনা তাহার অনুচর। ৪২।

সে আগমন করিয়া, প্রলয় কালে সমুদ্র যেরূপ ক্ষুব্ধ ও গম্ভীর হয়, তাহার ন্যায় রোষাবিষ্ট সেই মুনিকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিল। ৪৩। হে পূজ্য, হে সাধো! আপনি অনন্তকাল তপস্বী, আমরা নিয়তির আজ্ঞা-বহ; এই কারণে আমরা আপনাদিগকে পূজা করিয়া থাকি. অন্য বাসনা-প্রণোদিত হইয়া আমরা পূজা করি না। ৪৪। হে বুদ্ধিবিহীন বিপ্র! আপনি তপস্যা ক্ষয় করিবেন না; (জানিবেন,) কল্পকালব্যাপী মহানল যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, তাহাকে আপনি অভিসম্পাত দ্বারা দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন?। ৪৫। হে মুনে! আমি সংসারসমূহ গ্রাস করিয়াছি, কোটী কোটী রুদ্রকে বিনষ্ট করিয়াছি, বিষ্ণুসমূহকে ভোজন করিয়াছি, আমি কোন্ ব্যক্তিকে নষ্ট করিতে না পারি?। ৪৬।

ভোক্তারো হি বয়ং ব্রহ্মন্ ভোজনং যুষ্মদাদয়ঃ।
স্বয়ং নিয়তিরেষাহি নাবয়োরেতদীপ্সিতং। ৪৭।
নেহ কর্ত্তা ন ভোক্তাস্তি দৃষ্ট্যা নষ্টকলঙ্কয়া।
বহবশ্চেহ কর্ত্তারো দৃষ্টাদৃষ্টকলঙ্কয়া। ৪৮।
পুষ্পাণি তরুষণ্ডেষু ভূতানি ভুবনেষু চ।
কর্ম্মণা যান্তি যান্তীহ কল্পান্তে হেতুতা বিধেঃ। ৪৯।
ক্কাসৌ জ্ঞানময়ী দৃষ্টিঃ ক্ক মহত্ত্বং ক্ক ধীরতা।
মার্গে সর্ব্বপ্রসিদ্ধেঽপি কিমন্ধ ইব মুহ্যসি। ৫০।
স্বকর্ম্মপরিপাকোত্থামবিচার্য্য দশামিমাং।
কিং মূর্খ ইব সর্ব্বজ্ঞ মুধা মাং শপ্তুমিচ্ছসি। ৫১।
চিত্তমেবেহ পুরুষস্তৎকৃতং কৃতমুচ্যতে।

হে ব্রহ্মন্! আমরা ভোক্তা, আপনারা আমাদের ভোজ্য, এইটী স্বাভাবিক নিয়তি; আপনার আমার ইচ্ছায় ইহা হইতে পারে না। ৪৭। এই জগতে যে কেহ কর্ত্তা, কেহ স্রষ্টা নাই, তাহা অজ্ঞানবিহীন দৃষ্টিতে দেখিলে জানিতে পারা যায়; অজ্ঞান দৃষ্টিতে সকলই সকলের কর্ত্তা, সকলেই সকলের ভোক্তা বোধ হয়, কিন্তু (যথার্থ জ্ঞানে কেবল এক নিষ্কারণ ব্রহ্মমাত্র বোধ হইয়া থাকে)। ৪৮। বৃক্ষাদিতে যে পুষ্পসকল, এবং জগতে যে জীব সকল কর্ম্ম দ্বারা আগমন করে এবং প্রলয়ান্তে গমন করে, (তাহা) বিধির হেতুতা মাত্র। ৪৯। সেই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ দর্শনই বা কোথায়, সেই মহত্ত্ব ও ধীরতাই বা কোথায়? আপনি সর্ব্বপরিচিত অবিদ্যাপথে পদার্পণ করিয়া অন্ধের ন্যায় মুগ্ধ হইতেছেন কেন? । ৫০।

হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি (আপনার পুত্রের) নিজ-কর্ম্ম-বিপাক-জনিত এই দশার বিচার না করিয়া, মূর্খের ন্যায় আমাকে বৃথা অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ৫১। মনই পুরুষ, যে কর্ম্ম মনের কৃত, তাহাই কৃত

মনোহি জীবনাজ্জীবো নিশ্চায়কতয়া তু ধীঃ।
অহঙ্কারোঽভিমন্তত্বান্নানাতাং স্বয়মেতি হি।৫২।
তন্মনস্তব পুত্রস্থ সমাধৌ ত্বয়ি সংস্থিতে।
প্রযাতং বৈবুধং স্বর্গং সংত্যজ্যোশনসং বপুঃ। ৫৩।
অসেবত মুনে তত্র বিশ্বাচীং দেবসুন্দরীং। ৫৪।
অথ বিপ্রো দশার্ণেষু কোশলেষু মহীপতিঃ।
ধীরবোধো মহাটব্যাং হংসস্ত্রিপথগাতটে। ৫৫।
সূর্য্যবংশনৃপঃ পৌণ্ড্রে সৌরঃ শাল্বেষু দেশিকঃ।
কল্পং বিদ্যাধরঃ শ্রীমান্ ধীমানথ মুনেঃ সুতঃ।
সৌবীরেষু চ সামন্তস্ত্রিগর্ত্তে শৈবদেশিকঃ। ৫৬।
বংশগুল্মঃ কিরাতেষু হরিণশ্চীনজঙ্গলে।

বলিয়া জ্ঞানীরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ মনই কার্য্যের কর্ত্তা, এবিষয়ে শরীরের কোন সামর্থ্য নাই। এই এক মন, জীবনবিশিষ্ট হইলে জীব, কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারিলে বুদ্ধি, শরীরাদিতে অভিমান প্রকাশ হইলে অহঙ্কার, ইত্যাদি নানা প্রকার রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫২। আপনি সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, আপনার আত্মজের অন্তঃকরণ, শুক্রশরীর পরিহার করিয়া সুরগণসেবিত স্বর্গে গমন করিয়াছিল। ৫৩।

সেখানে বিশ্বাচীনাম্নী একটী সুরসুন্দরীর সহিত তাঁহার (সবিশেষ) আসক্তি হয়।৫৪। অনন্তর আপনার আত্মজ দশার্ণদেশে বিপ্র, কৌশল দেশে নৃপতি, মহাটবীতে ধীরবোধ নামে ব্রাহ্মণ, এবং ভাগীরথীতটে হংস হইয়া (যথা-ক্রমে) জন্মগ্রহণ করেন। ৫৫। পরে পৌণ্ড্রদেশে সূর্য্যবংশজাত নৃমণি, শাল্বদেশে সূর্য্যমন্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, এক কল্প পর্য্যন্ত শ্রীমান্ বিদ্যাধর, এবং পরে মুনিপুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন। ৫৬। তিনি কিরাতমণ্ডলে বংশগুল্ম,

সরীসৃপস্তালতলে তমালে বনকুক্কুটঃ। ৫৭।
অন্যাস্বপি বিচিত্রাসু বাসনাবশতঃ স্বতঃ।
বিসমাস্বেব পুত্রস্তে চচারানন্তযোনিষু। ৫৮।
বাসুদেবাভিধানোঽসৌ মুনে বিপ্রকুমারকঃ।
তপশ্চরতি পুত্রস্তে সমঙ্গাসরিতস্তটে। ৫৯।
জটাবানক্ষবলয়ী জিতসর্ব্বেন্দ্রিয়শ্রমঃ।
তত্র বর্ষশতান্যষ্টৌ সংস্থিতস্তপসি স্থিরে। ৬০।
যদীচ্ছসি মুনে দ্রষ্টুং তং স্বপ্নাভং মনোভ্রমং।
তৎ সমুন্মীলয় জ্ঞাননেত্রমাশু বিলোকয়। ৬১।
ইত্যুক্তো জগদীশেন কালেন সমদৃষ্টিনা।
মুনিঃ সংচিন্তয়ামাস জ্ঞানাক্ষ্ণা তনয়েহিতং। ৬২।
দদর্শ চ মুহূর্ত্তেন প্রতিভানবশাদসৌ।

চীনারণ্যে হরিণ, তালতলে (বৃশ্চিক কীট প্রভৃতি) সরীসৃপ, এবং তমাল-বনে বনকুক্কুট দেহ ধারণ করেন। ৫৭। আপনার পুত্র, বিবিধ বাসনাবশতঃ বিষম বিচিত্র অনন্ত জাতি প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। ৫৮।

হে মুনে! ত্বৎপুত্র, এক্ষণে ব্রাহ্মণনন্দন হইয়া, বাসুদেব নামে পরিচিত হইয়াছেন, এবং সমঙ্গা-সরিত্তীরে তপস্যা করিতেছেন। ৫৯। (তিনি এক্ষণে) সেখানে জটা ও অক্ষবলয় ধারণ করিয়া, সকল ইন্দ্রিয় জয়পূর্ব্বক অষ্টশত বর্ষপর্য্যন্ত উৎকট তপশ্চরণ করিতেছেন। ৬০। হে মুনে! যদি আপনি স্বপ্নসদৃশ মনভ্রান্তি দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শীঘ্র (আপনার) জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করুন। ৬১। জগতের অধীশ্বর সমদর্শী কাল, তাঁহাকে এই কথা বলিলে পর, মুনি জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে সন্তানের কার্য্যাদি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৬২।

পুত্রোদন্তমশেষেণ বুদ্ধিদর্পণবিম্বিতং। ৬৩।
পুনর্মন্দরসানুস্থাং কালাকারাগ্রসংস্থিতাং।
সমঙ্গায়াস্তটাদেত্য বিবেশ স্বতনুং ভৃগুঃ। ৬৪।
বিস্ময়স্মেরয়া দৃষ্ট্যা কালমালোক্য স্নিগ্ধয়া।
বীতরাগমুবাচেদং বীতরাগো মুনির্ব্বচঃ। ৬৫।
ভগবন্ ভূতভব্যেশ বালা বয়মনুজ্জ্বলাঃ।
ত্বাদৃশামেব ধীদৃষ্টিস্ত্রিকালসমদর্শিনী। ৬৬।
ইত্যুক্তো ভগবান্ দেবো হসন্নিব জগৎকৃতী।
হস্তং হস্তেন জগ্রাহ ভৃগুমিন্দুমিবাংশুমান্। ৬৭।
অথ কালভৃগূ দেবৌ মন্দরাচলকন্দরাৎ।
গন্তুং প্রবৃত্তাববনৌ সমঙ্গাসরিতস্তটে।

প্রতিভাবশতঃ মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মজের যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইল। ৭৩। তিনি সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া, সমঙ্গাতট হইতে প্রতিগমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মন্দরশিখরাশ্রয়ী কালের সম্মুখোপস্থিত আত্ম-শরীরে প্রবেশ করিলেন। ৬৪। (তখন) রাগদ্বেষপরিশূন্য মুনি, বিস্ময়-বিকশিত স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা, ক্রোধবিরহিত কালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৬৫।

হে ভগবন্! আপনি ভূত,এবং ভবিষ্যতের অধীশ্বর, আমরা অস্ফুটবুদ্ধি বালক; ভবৎসদৃশ ব্যক্তিদিগেরই ত্রিকালদর্শিনী বুদ্ধিদৃষ্টি উন্মেষিত হইয়া থাকে। ৬৬। এই কথা বলিলে পর, ভগবান্ জগৎকর্ত্তা কাল, সূর্য্য যেরূপ চন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় হাস্য করিয়াই যেন, হস্ত দ্বারা ভৃগুকে ধারণ করিলেন। ৬৭। অনন্তর কাল ও মুনি এই দুই জনে, মন্দর-গিরির কন্দর হইতে বিনির্গমনপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ সমঙ্গা নামক সরিতে গমন

ক্ষণাদেবাপতুস্তত্র তৌ সমঙ্গাতরঙ্গিণীং । ৬৮ ।
দদর্শাথ তটে তস্যাঃ কস্মিংশ্চিত্তনয়ং ভৃগুঃ ।
শান্তেন্দ্রিয়ং সমাধিস্থমচঞ্চলমনোমৃগং । ৬৯ ।
সমালোক্য ভৃগোঃ পুত্রং কালঃ সংকল্পবানভূৎ ।
বিবুধ্যতাময়মথ সমাধের্ব্বিররাম সঃ ।
উন্মীল্য নেত্রে সোঽপশ্যদগ্রে কালভৃগূ প্রভু । ৭০ ।
কদম্বলতিকাপীঠাদথোত্থায় ননাম তৌ ।
মিথঃ কৃতসমাচারাঃ শিলায়াং সমুপাবিশন্ । ৭১ ।
অথোবাচ নতঃ শান্তং স সমঙ্গাতটে দ্বিজঃ ।
ভবতোর্দর্শনেনাহমদ্য নির্বৃতিমাগতঃ । ৭২ ।
যো ন শাস্ত্রেণ তপসা ন জ্ঞানেন ন বিদ্যয়া ।

করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া, ক্ষণমধ্যে সেখানে উপস্থিত হইলেন । ৬৮ । ভৃগু (সেখানে) কোনও নদীর তটে তনয়কে দেখিলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয় শান্ত, মনোমৃগ চঞ্চলতাবিহীন, তিনি সমাধিস্থ রহিয়াছেন । ৬৯ । কাল ভৃগুনন্দনকে দর্শন করিয়া, সমাধিত্যাগে প্রবোধিত হউন, এইরূপ সংকল্প করিবামাত্র, তিনি সমাধি হইতে বিরত হইলেন ; (এবং) তৎক্ষণাৎ নয়নোন্মীলন করিয়া প্রভু কাল ও ভৃগুকে নিকটে বর্ত্তমান দেখিতে পাইলেন । ৭০ । অনন্তর তিনি কদম্বলতিকাপীঠ হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করিলেন, এবং পরস্পর সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক শিলাতে উপবেশন করিলেন । ৭১ ।

পরে ভৃগুনন্দন নত হইয়া, তাঁহাদিগকে শান্তবাক্যে এই কথা বলিলেন, আপনাদিগের দর্শন পাইয়া আমি অদ্য যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিলাম । ৭২ । কি শাস্ত্রচর্চ্চা, কি তপস্যা, কি জ্ঞানানুশীলন, কি বিদ্যালোচনা,

বিনষ্টো মে মনোমোহঃ ক্ষীণোঽসৌ দর্শনেন বাং। ৭৩।
ন তথা সুখয়ন্ত্যন্তর্নির্ম্মলামৃতবৃষ্টয়ঃ।
যথা প্রহর্ষয়ন্ত্যেতা মহতামেব দৃষ্টয়ঃ। ৭৪।
চরণাভ্যামিমং দেশং চরন্তৌ ভূরিতেজসৌ।
কৌ পবিত্রিতবন্তৌ নঃ শশাঙ্কার্কাবিবাম্বরং। ৭৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্তবন্তং প্রোবাচ ভৃগুর্জ্জন্মান্তরাত্মজং।
স্মরাত্মানং প্রবুদ্ধোসি নাজ্ঞোসীতি রঘূদ্বহ। ৭৬।
প্রবোধিতোঽথ ভৃগুণা জন্মান্তরদশাং নিজাং।
মুহূর্ত্তমাত্রাৎ সস্মার ধ্যানোন্মীলিতলোচনঃ। ৭৭।।
অথাসৌ বিস্ময়স্মেরমুখো মুদিতমানসঃ।
বিতর্কমন্থরাং বাচমুবাচ বদতাং বরঃ। ৭৮।

কিছুতেই যে মনের মোহ নষ্ট হইতে পারে নাই, অদ্য আপনাদের দর্শন দ্বারা আমার সে মোহ ক্ষয় পাইয়াছে। ৭৩। মহৎলোকদিগের দর্শনে অন্তঃকরণ যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, নির্ম্মল অমৃতধারা বর্ষণে সেরূপ সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। ৭৪। রবিশশীর গমন দ্বারা অম্বর যেরূপ শোভিত হয়, তাহার ন্যায় অতিশয় তেজস্বী আপনাদিগের পদার্পণে এই স্থান সবিশেষ পবিত্র হইয়াছে। ৭৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে রঘূদ্বহ! ভৃগু, অন্যজন্মপ্রাপ্ত উক্তিকারী পুত্রকে (তখন) এই কথা বলিলেন ;—(হে পুত্র) তুমি আপনাকে স্মরণ কর, তুমি অজ্ঞানী নহ,—জ্ঞানী, (অতএব জ্ঞানের সাহায্যে সকলি জানিতে পারিবে)। ৭৬। ভৃগু এই প্রকার জ্ঞান প্রদান করিলে, ভার্গব ধ্যানস্থ হইয়া নয়ন নিমিলিত করিয়া, মুহূর্ত্ত কালমধ্যে আপনার জন্মান্তরীণ দশা স্মরণ করিলেন। ৭৭। অনন্তর বাগ্মিপ্রবর শুক্র (সমস্ত জানিয়া) সন্তোষচিত্ত ও

অহো ভ্রমময়ী দৃষ্টিজৃ ম্ভতে কাপি চেতসি।
তদ্বশাদিদমাভোগি জগচ্চক্রং প্রবর্ত্ততে।৭৯।
জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমধুনা দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমক্ষতং।
বিশ্রান্তোস্মি চিরভ্রান্তশ্চিন্মাত্রান্নাস্তি কিঞ্চন। ৮০।
উত্তিষ্ঠ তাত গচ্ছামঃ পশ্যামো মন্দরস্থিতাং।
তাং তনুং নিয়তেদ্র ষ্টুং কৌতুকী বিহরাম্যহং। ৮১।
ন সমীহিতমস্তীহ নাসমীহিতমস্তি মে। ৮২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

বিচারয়ন্তস্তত্ত্বজ্ঞা ইতি তে জাগতী র্গতীঃ।
সমঙ্গায়াস্তটাৎ প্রাপ্তাঃ ক্ষণান্মন্দরকন্দরং। ৮৩।

বিস্ময়বিকাশিত মুখ হইয়া,যুক্তিপূর্ণ মৃদুবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।৭৮। কি আশ্চর্য্য! অন্তঃকরণে কি ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিই প্রকাশ পাইয়া থাকে, ভ্রমের অধীন হইয়াই নানাভোগবিশিষ্ট এই জগৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৭৯।

আমি এক্ষণে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা জানিলাম, যাহা অক্ষয় দ্রষ্টব্য, তাহাও দর্শন করিলাম; (এই সংসারে) চিদ্ভিন্ন অন্য বস্তু কিছুই নাই; আমি এতকাল ভ্রান্ত ছিলাম বলিয়া,জানিতে পারি নাই; যাহা হউক, এক্ষণে সেই চিদ্বস্তে) বিশ্রাম করিলাম। ৮০। হে পিতঃ! আপনি গাত্রোত্থান করুন, মন্দরস্থ নিয়তির সেই তনু দর্শন করিবার জন্য আমি অতিশয় কৌতুকী হইয়াছি,। ৮১। (জানিবেন,) এজগতে আমার ঈপ্সিত, অনীপ্সিত কোন বস্তুই নাই। ৮২।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ সেই তিন জন, জগতের গতিসম্বন্ধে বিচার করিতে করিতে সঙ্গম নদীর তট হইতে ক্ষণকালমধ্যে মন্দর-গিরি-কন্দরে উপনীত হইলেন।৮৩। ভার্গব, সেখানে (স্বকীয়) পূর্ব্বজন্মজ দেহ দর্শন

দদর্শ ভার্গবস্তত্র পূর্ব্বজন্মোদ্ভবাং তনুং।
উবাচ চেদং হে তাত শুষ্কা তনুরিয়ং হি সা।
যা ত্বয়া সুখসংভোগৈঃ পুরা সমভিলালিতা। ৮৪।
পশ্য বিশ্রান্তসন্দেহং বিগতাশেষকৌতুকং।
নিরস্তকলনাজালং কথং শেতে সুখং বনে। ৮৫।
সর্ব্বাশাজ্বরসংমোহমিহিকাশরদাগমং।
বিচিত্তত্বং বিনা নান্যৎ শ্রেয়ঃ পশ্যামি জন্তুষু। ৮৬।
তএব সুখসংভোগসীমান্তং সমুপাগতাঃ।
মহাধিয়ঃ শান্তধিয়ো যে যাতা বিমনস্কতাং। ৮৭।
সর্ব্বদুঃখসমাযুক্তাং সংস্থিতাং বিগতজ্বরাং।
দৃষ্ট্বা পশ্যাম্যমনসং বনে তনুমিমামহং। ৮৮।
অথাক্ষিপ্য বচস্তস্য কালঃ প্রোবাচ ভার্গবং।

করিয়া পিতাকে কহিলেন, হে তাত! আপনি আমার যে শরীরকে পূর্ব্বে সুখ-সম্ভোগ দ্বারা পালন করিয়াছিলেন, (দেখুন,) তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।৮৪। দেখুন, ইহা) এক্ষণে সন্দেহ-শূন্য, অশেষ-কৌতুক-বিহীন ও বিবিধ বাসনা-বর্জ্জিত হইয়া, বনে কিরূপ সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ৮৫। (অতএব, দেখিতেছি, যে,) জীবের সর্ব্বপ্রকার আশাজ্বর ও মোহমেঘের বিনাশকারী শরৎকালতুল্য চিত্তের, নাশ ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে শ্রেয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ৮৬।

শান্ত ও মহাবুদ্ধিসম্পন্ন যেসকল ব্যক্তি, মনোরহিত হইয়া থাকেন, তাঁহারাই সুখসম্ভোগের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৮৭। আমি (এক্ষণে) অরণ্যমধ্যে সর্ব্বদুঃখময়, জরাবিহীন এই শরীরকে মনরহিত দেখিতেছি। ৮৮। অনন্তর কাল, (শুক্রের) কথায় আক্ষেপ করিয়া, তাঁহাকে এই কথা

প্রবিশেমাং তনুং সাধো নগরীমিব পার্থিবঃ। ৮৯ ।
গুরুস্ত্বমসুরেন্দ্রাণাং কর্ত্তব্যমনয়া ত্বয়া।
কল্যাণমস্তু বাং যামোবয়ং ত্বভিমতাং দিশং।
ইত্যুক্ত্বা মুঞ্চতোর্ব্বাক্যং তয়োঃ সোহন্তরধীয়ত। ৯০ ।
গতে তস্মিন্ ভগবতি ভার্গবো নিয়তের্বশঃ।
বিবেশ তাং তনুং হিত্বা সমঙ্গাদ্বিজভাবনাং। ৯১ ।
তস্যাং প্রবিষ্টজীবায়াং পুত্রতন্বাং মহামুনিঃ।
চকারাপ্যায়নং মন্ত্রৈঃ স্বকমণ্ডলুবারিভিঃ। ৯২ ।
সর্ব্বানাড্যস্ততস্তন্বা স্তস্যাঃ পূর্ণা বিরেজিরে। ৯৩ ।
অথ শুক্রঃ সমুত্তস্থৌ বহন্ প্রাণসমীরণং।
পুরোহভিবাদয়ামাস পিতরং পবনাকৃতিং। ৯৪ ।

কহিলেন, হে সাধো! নৃপতি যেরূপ নগরে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় তুমি এই শরীরে প্রবেশ কর। ৮৯। তুমি এই শরীর গ্রহণ করিয়া, অসুরদিগের গুরুপদে নিযুক্ত হও। তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি এক্ষণে আপনার অভিষ্ট প্রদেশে গমন করি; এই কথা বলিয়া, ভৃগু ও ভার্গব, কথা বলিতে না বলিতে, মহাকাল, তাঁহাদের সাক্ষাতে অন্তর্দ্ধত হইলেন। ৯০।

কাল প্রস্থান করিলে পর, শুক্র, আমি সঙ্গমানদীতীরবাসী ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবনা ত্যাগ করিয়া, নিয়তির বশপ্রযুক্ত পূর্ব্বতনু ত্যাগ পূর্ব্বক নিজ শরীরাশ্রয় করিলেন। ৯১। মহামুনি ভৃগু, সেই শরীরে জীব প্রবিষ্ট হইলে, মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আপনার করস্থিত কমণ্ডলু সলিল দ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। ৯২। তখন তাহার ক্ষীণ নাড়ীসকল পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। ৯৩। অনন্তর শুক্র, প্রাণবায়ু ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন, এবং পুরস্থিত পবনাকৃতি পিতাকে অভিবাদন করিলেন। ৯৪। পরে সেই

ততস্তৌ কাননে তস্মিন্ পাবনে ভৃগুভার্গবৌ।

সংস্থিতৌ মননোদ্যুক্তৌ নিস্তরঙ্গাবিব হ্রদৌ।

এবং তে ভার্গবাখ্যানং বর্ণিতং রঘুপুঙ্গব। ৯৫।

ইতি মহর্ষি বাল্মীকীয়ে রামায়ণে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভার্গবোপাখ্যানং নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ। * ১৪। *।

পবিত্র কাননে ভৃগু ও ভার্গব দুইজনে, বাসনা পরিত্যাগ দ্বারা তরঙ্গহীন হ্রদের ন্যায় স্থির হইয়া, স্থিতি করিতে লাগিলেন। ৯৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

জন্তোঃ কৃতবিচারস্য বিগলদ্বৃত্তিচেতসঃ।
মননং ত্যজতো নিত্যং কিঞ্চিৎ পরিণতাত্মনঃ। ১।
দৃশ্যং সংত্যজতো হেয় মুপাদেয়মুপেয়ুষঃ।
দ্রষ্টারং পশ্যতো নিত্যমদ্রষ্টারমপশ্যতঃ। ২।
বিজ্ঞাতব্যে পরে তত্ত্বে জাগরূকস্য জীবতঃ।
সুপ্তস্য ঘনসম্মোহময়ে সংসারবর্ত্মনি। ৩।
অত্যন্তাদেব বৈরাগ্যাদবশেষু বশেষ্বপি।
সংসারবাসনাজালে খগজাল ইবাখুনা। ৪।
ত্রোটিতে হৃদয়গ্রন্থৌ শ্লথে বৈরাগ্যরংহসা।
কতকং ফলমাসাদ্য যথা বারি প্রসীদতি।
তথা বিজ্ঞানবশতঃ স্বভাবঃ সংপ্রসীদতি। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—জীব, (এই জগৎ কিরূপ, এবং আমিই বা কিরূপ) এই প্রকার বিচার করিলে, মন বিষয়-ব্যাপার-শূন্য হয়, (এবং ক্রমে) মনন ত্যাগ করিতে পারিলে, সংকল্প ত্যাগ দ্বারা প্রত্যহ আত্মারূপে পরিণত হইয়া থাকে। ১। পরে দৃশ্য পদার্থকে হেয় বোধ করিয়া, উপাদেয় পদার্থ প্রাপ্ত হইবে পরমাত্মার নিত্য দর্শন হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মা ভিন্ন অন্য পদার্থের দর্শন ঘটে না। ২। জীব জাগরূক হইয়া পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে, নিবিড় মোহময় সংসারপথে সুপ্তদেহ ব্যক্তির। ৩। স্ববশ অবশ সকল পদার্থে বৈরাগ্যাধিক্য প্রযুক্ত ইন্দুরের পক্ষীপাশছেদনের ন্যায়, সংসার-বাসনা ছিন্ন হইয়া থাকে। ৪। বৈরাগ্য-বেগ-প্রভাবে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন ওশিথিল হইলে, কতক নামক ফল বিশেষের দ্বারা, সলিল যেরূপ নির্ম্মল হয়, তাহার ন্যায় স্বভাব বিজ্ঞান বশতঃ সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে। ৫।

নীরাগং নিরুপাসঙ্গং নির্দ্বন্দ্বং নিরুপাশ্রয়ং।
বিনির্যাতি মনোমোহাদ্বিহগঃ পঞ্জরাদিব। ৬।
শান্তসন্দেহদৌরাত্ম্যং গতকৌতুকবিভ্রমং।
পরিপূর্ণান্তরং চেতঃ পূর্ণেন্দুরিব রাজতে। ৭।
বিচারেণ পরিজ্ঞাতস্বভাবস্যোদিতাত্মনঃ।
অনুকম্প্যা ভবন্তীহ ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্রশঙ্করাঃ। ৮।
কোহং কথমিদঞ্চেতি যাবন্নান্ত র্বিচারিতং
সংসারাড়ম্বরং তাবদন্ধকারোপমং স্থিতং। ৯।
আত্মানমিতরঞ্চৈব দৃশা চিত্যা বিভিন্নয়া।
সর্ব্বং চিৎ জ্যোতিরেবেতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ১০।
সর্ব্বশক্তি রনন্তাত্মা সর্ব্বভাবান্তরস্থিতং।
অদ্বিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ১১।

মন রাগশূন্য, সঙ্গবিহীন, (সুখদুঃখ ও পাপপুণ্যাদি) দ্বন্দ্ববিরহিত, এবং নিরাশ্রয় হইলে পঞ্জর হইতে পক্ষী যেরূপ চলিয়া যায়, তাহার ন্যায় মন হইতে মোহ নির্গত হইয়া থাকে। ৬। (মোহ নির্গত হইলেই) মন, সন্দেহ-শূন্য ও কৌতুকভ্রম রহিত হইয়া, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৭। ব্রহ্মবিচার দ্বারা আত্মস্বভাব পরিজ্ঞাত হইলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং শঙ্কর, সকলেরই অনুকম্পা হইয়া থাকে। ৮। যেকাল পর্য্যন্ত আমি কে, এবং এই জগৎ কিরূপ,মনোমধ্যে ইহা বিচারিত না হয়,তাবৎকাল পর্য্যন্ত অন্ধকারের ন্যায় এই সংসারাড়ম্বর প্রতীত হইয়া থাকে। ৯। যে ব্যক্তি চিৎস্বরূপ দৃষ্টি দ্বারা আত্মাকে এবং ইতর সকল বস্তুকে চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকে, তাহারই যথার্থ (দৃশ্য বস্তু) দর্শন ঘটিয়া থাকে। ১০। যে ব্যক্তি অন্তরে সর্ব্বশক্তিমান্,অনন্তাত্মা,সর্ব্ববস্তুতে স্থিত, অদ্বিতীয় চিদ্বস্তুকে

নাহং নচান্যদস্তীতি ব্রহ্মৈবাস্তি নিরাময়ং।
ইত্থং সদসতোর্মধ্যে যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ১২।
অযত্নোপনতেষ্বক্ষি দিগ্‌দ্রব্যেষু যথা পুনঃ।
অরাগমেব পততি তদ্বৎ কার্য্যেষু ধীরধীঃ। ১৩।
পরিজ্ঞায়োপভুক্তোহি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে।
বিজ্ঞায় সেবিতশ্চৌরো মৈত্রীমেতি ন চৌরতাং। ১৪।
অশঙ্কিতোপসংপ্রাপ্তা গ্রামযাত্রা যথাধ্বগৈঃ।
প্রেক্ষ্যতে তদ্বদেব জ্ঞৈ ভোগশ্রীরবলোক্যতে। ১৫।
মনসো নিগৃহীতস্য লীলাভোগোহল্পকোপি চ।
তমেবালব্ধবিস্তারং ক্লিষ্টত্বাদ্বহু মন্যতে। ১৬।

দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করিয়া থাকেন। ১১। আমি নাই, এবং বস্তুও নাই, কেবল সদৎবস্তুর মধ্যে এক ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন, ইহা যিনি দেখিতে পান, তিনিই প্রকৃত দর্শন করেন। ১২। যেরূপ চক্ষু অযত্নোপনীত দিগ্‌দ্রব্যে পতিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধি, অযত্নসম্ভূত কার্য্যাদিতে রাগশূন্যের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়া থাকে; কিন্তু আমি এই বস্তু দেখি, এই বস্তু আমার, এরূপ বোধ থাকে না। ১৩। যেরূপ তস্কর (প্রীতির সহিত গৃহীত হইলে,) চৌর্য্য কার্য্য করে না, প্রত্যুত, মিত্রের কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি (জগৎকে হেয় ও মিথ্যা বলিয়া জানে,) তাহার বিষয়সম্ভোগ কখনও সন্তোষপ্রদ হয় না। ১৪।

পথিকেরা যেরূপ যাইতে যাইতে অকস্মাদুপস্থিত গ্রামশ্রী অবলোকন করে, তাহার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, ভোগশ্রী অবলোকন করিয়া থাকেন। ১৫। মনের নিগ্রহ করিলে তাহার ক্লেশহেতু যে অল্পমাত্র ক্রীড়া-ভোগ হইয়া থাকে, তাহা বিস্তৃতি না পাওয়াতে মন, ক্লেশপ্রযুক্ত তাহাই, অধিক বলিয়া

বন্ধমুক্তো মহীপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি।
পরৈরবদ্ধো নাক্রান্তো ন রাজ্যং বহু মন্যতে। ১৭।
হস্তেন হস্তং সংপীড্য দন্তৈর্দন্তান্ বিবৃত্য চ।
অঙ্গান্যঙ্গৈরিবাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বকং মনং।
মনসো বিজয়ান্নান্যা গতিরস্তি ভবার্ণবে। ১৮।
এতাবতি ধরণিতলে সুভগাস্তে সচেতনাঃ পুরুষাঃ।
পুরুষকথাসু গণ্যা নো জিতা যে চেতসা স্বেন। ১৯।
হৃদয়বিলে কৃতকুণ্ডলউল্বণকলনাবিষো মনোভুজগঃ।
যস্যোপশান্তিমাগত উদিতং তমব্যথং বন্দে। ২০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মহানরকসাম্রাজ্যং মহদ্দুষ্কৃতবারণাঃ।

বোধ করিয়া থাকে। ১৬। (বিজয়ী) রাজা, অন্য রাজাকে বদ্ধ ও পরে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া গ্রামমাত্র প্রদান করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহাকে কেহ (কখনও) আক্রমণ করেন নাই, এবং যিনি (কখনও) বদ্ধ হন নাই, তাঁহাকে একটী রাজ্য প্রদান করিলেও তিনি তাহা অধিক বলিয়া জ্ঞান করেন না। ১৭।

হস্ত দ্বারা হস্ত সংপীড়ন, দন্ত দ্বারা দন্তপীড়ন, এবং অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ-আক্রমণের ন্যায় মনকে অগ্রে জয় করা উচিত। ১৮। যাঁহারা আপনার অন্তঃকরণের নিকটে পরাজিত হন নাই, তাঁহারাই ভাগ্যবান্ ও সচেতন; এবং তাঁহারাই পুরুষদিগের নামের মধ্যে গণ্য। ১৯। যাঁহার হৃদয়বিবরে মনরূপ ভুজঙ্গম কুণ্ডলাকারে অবস্থিতি পূর্ব্বক নানা সংকল্পরূপ বিষ ধারণ করিয়া শান্তভাবে বিরাজিত আছে, আমি ব্যথাহীন সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি। ২০। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—ভয়াবহ নরকসাম্রাজ্য ইন্দ্রিয়রিপুর অধিকার;

ব্রাহ্মণ।

"ব্রাহ্মণ" নামে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিকা মাসিক পত্রিকা গত শ্রাবণ মাস হইতে ২।১ নং বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট্ মণিরাম যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। দশম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্র ও যুক্তির সহিত আর্য্যধর্ম্মের সমুদায় তত্ত্ব ইহাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। সর্ব্বসাধারণে ইহা গ্রহণ করিতে পারেন, এজন্য ইহার অগ্রিম মূল্য মায় ডাকমাশুল দুই টাকা স্থির করা হইয়াছে। পশ্চাদ্দেয় মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রকাশক।

চতুর্থ খণ্ডের বিজ্ঞাপন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উপাদেয়তা ও চমৎকারিতা অনুভব করিয়া আমার পিতামহের তৃতীয় সহোদর স্বর্গীয় সত্যকিঙ্কর ঘোষাল রায়চৌধুরী বাহাদুর মূল সহ ইহার কিয়দংশ অনুবাদ করাইয়া জনসমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে আমার পূজ্যপাদ পিতামহ স্বর্গীয় রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর সাধারণের প্রয়োজন দেখিয়া এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ১২৫৭ সালে পুনর্মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়া যান। দুর্ভাগ্যের বিষয়! উভয়েই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিবার সময় পান নাই। এক্ষণে আমি আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেব কুমার সত্য সত্য ঘোষাল বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে সম্পূর্ণ সমূল এই গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদ সহ কেবলমাত্র ডাকমাশুল দীং ব্যয় তিন টাকা লইয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ চতুর্থ খণ্ড যোগবাশিষ্ঠ প্রকাশিত হইল। দেশ বিদেশীয় বহুতর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের উত্তেজনাপ্রযুক্ত এই পুস্তক প্রকাশে আমার হস্তক্ষেপ। যদিও এক্ষণে গ্রাহক হইবার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে নিত্য নিত্য কত পত্র লিখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধে আমাকে অগত্যা সময় বৃদ্ধি করিয়া দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। যোগ্যপাত্রে পুস্তক অর্পিত হইলে পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি হয় বলিয়া জানাইতেছি যে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এখনও অন্ততঃ দুইশত ব্যক্তিকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

গোবিন্দ সামন্ত বা বঙ্গীয় কৃষি-জীবন। এ দেশের অনেকগুলি সম্বাদ-পত্রে সুখ্যাতির সহিত সমালোচিত। অনেকের অনুরোধে দুই খণ্ডের মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা করা হইল। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ভূকৈলাস খিদিরপুর | প্রকাশক
কলিকাতা। | শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল।

আশাশরবলাকাঢ্যা দুর্জ্জয়া ইন্দ্রিয়ারয়ঃ। ২১।
প্রক্ষীণচিত্তসর্পস্তু নিগৃহীতেন্দ্রিয়দ্বিষঃ।
পদ্মিন্য ইব হেমান্তে ক্ষীয়ন্তে ভোগবাসনাঃ। ২২।
তাবন্নিশীথবেতালা বল্গন্তি হৃদি বাসনাঃ।
একতত্ত্বদৃঢ়াভ্যাসাদ্ যাবন্ন বিজিতং মনঃ। ২৩।
ভৃত্যোঽভিমতকর্ত্তৃত্বান্মন্ত্রী সৎকার্য্যকারণাৎ।
সামন্তশ্চেন্দ্রিয়াক্রান্তাত্মনো মন্যে বিবেকিনঃ। ২৪।
লালনাৎ স্নিগ্ধললনা পালনাৎ পালকঃ পিতা।
সুহৃত্তমশ্চ বিশ্বাসাত্মনো মান্যং মনীষিণাং। ২৫।
আলোকিতঃ শাস্ত্রদৃশা সুধ্যাতঃ স্বনুভাবিতঃ।

মহাপাপতুল্য হস্তীসকল ইন্দ্রিয়ের বল, আশারূপ শরসমূহদ্বারা আবৃত হওয়াতে উহা দুর্জ্জয় হইয়াছে। ২১। যাঁহার চিত্তসর্প ক্ষয় পাইয়াছে, এবং যিনি ইন্দ্রিয় শত্রুর নিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার ভোগবাসনা হিমসমাগমে পদ্মিনীর ন্যায় নষ্ট হইয়া থাকে। ২২।

যে কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্বের দৃঢ়াভ্যাস প্রযুক্ত মনকে জয় করা না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত রাত্রিকালীন ভূতপ্রেতাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে; অর্থাৎ বাসনা সেকাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে আবির্ভূত থাকে। ২৩। (যেরূপ প্রভুর) অভিমত কার্য্য করাতে ভৃত্য, সৎকার্য্য করাতে মন্ত্রী, এবং ইন্দ্রিয়রূপ (রিপুকে) আক্রমণ করাতে সামন্ত, বিবেকী ব্যক্তির মনও সেইরূপ মান্য। ২৪।

লালন করে বলিয়া সুন্দরী ললনা, পালন করেন বলিয়া পালক পিতা, অতিশয় বিশ্বাসপাত্র বলিয়া সুহৃত্তম; (এই সকল কারণেই) মন, মনীষিদিগেরও মান্য। ২৫।

মন, শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট, ধ্যানযুক্ত ও ব্রহ্মানুভববিশিষ্ট হইলে,

প্রযচ্ছতি পরাং সিদ্ধিং ত্যক্ত্বাজ্ঞানং মনঃ পিতা। ২৬।
সুদৃষ্টঃ সুদৃঢ়ঃ স্বচ্ছঃ সুকান্তঃ স্বপ্নবোধিতঃ।
অগুণেনার্জ্জিতো ভাতি হৃদি কৃত্যমনোমণিঃ। ২৭।
এবং মনোমণিং রাম বহুপঙ্ককলঙ্কিতং।
বিবেকবারিণা সিদ্ধ্যৈ প্রক্ষাল্যালোকবান্ ভব। ২৮।
বিবেকং পরমাশ্রিত্য বুদ্ধ্যা সত্যমবেক্ষ্য চ।
ইন্দ্রিয়ারীনলং জিত্বা তীর্ণো ভব ভবার্ণবাৎ। ২৯।
অয়মহমিতিনিশ্চয়ো বৃথা যস্তমপাস্য মহামতে সুবুদ্ধ্যা।
মদিতরমবলম্ব্য তৎপদং ত্বং ব্রজ পিব ভুঙ্ক্ষ ন বুধ্যসে
[হ্মনাস্থং। ৩০।

অজ্ঞানত্যাগে পিতার ন্যায় পরম সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। ২৬। সুদৃঢ়, স্বচ্ছ, সুদর্শন, মনোরূপ মণি, যদি স্বপ্নবোধিত—অর্থাৎ অবিদ্যাত্যাগে বিদ্যা-বিশিষ্ট, এবং অগুণ দ্বারা অর্জ্জিত হইয়া সুদৃষ্ট হয়, তবে হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া উহার শোভা প্রকাশ পায়। ২৭।

হে রামচন্দ্র! এই মনরূপ মণি, বিবিধ দুঃখ-কলঙ্কে কলঙ্কিত; যদি বিবেকরূপ বারির সাহায্যে উহাকে প্রক্ষালন করিতে পার, তবে পরম সিদ্ধি-জন্য প্রকাশবান্ হইতে পারিবে। ২৮। তুমি পরম বিবেক আশ্রয় করিয়া বুদ্ধি দ্বারা সত্য (ব্রহ্মকে) সন্দর্শনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়রিপুকে শীঘ্র জয় করিয়া ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হও। ২৯। হে মহামতে! "এই পুরুষ আমি" তুমি শোভন বুদ্ধি-প্রভাবে এই বৃথা নিশ্চয়কে পরিত্যাগ করিয়া, মদ্ব্যতিরিক্ত পরমব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক (মমতাশূন্য হইয়া) ভোজন, গমন এবং পান করিতে থাক; (তাহা হইলে, মিথ্যা বস্তু) জানিতে পারিবে না; অর্থাৎ—জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে। ৩০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

দামব্যালকটন্যায়ো মা তে ভবতু রাঘব।
ভীমভাসদৃঢ়স্থিত্যা তবাস্ত্বিতি বিশোকতা। ৩১।

রাম উবাচ।

দামব্যালকটন্যায়ো ভীমভাসদৃঢ়স্থিতিঃ।
ব্রহ্মন্ কিমুক্তা ভবতি ভবতা পাপহারিণা। ৩২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

দামব্যালকটন্যায়ং ভীমভাসদৃঢ়স্থিতিং।
শৃণু রাঘব তৎ শ্রুত্বা যথেচ্ছসি তথা কুরু। ৩৩।
আসীৎ পাতালকুহরে সর্ব্বাশ্চর্য্যমনোহরে।
শম্বরো নাম দৈত্যেন্দ্রো মায়ামণিমহার্ণবঃ। ৩৪।
তস্যোৎসাদিতদেবস্য কঠিনোড্ডামরাকৃতেঃ।
বভূব বিপুলং সৈন্যং মায়িনঃ সুরনাশনং। ৩৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রাঘব! দাম, ব্যাল, এবং কটের ন্যায় তোমার অবস্থা হউক; এবং ভীম, ভাস, দৃঢ়স্থিতি দ্বারা তোমার শোক দূরীভূত হউক। ৩১।

রাম কহিলেন;—হে ব্রহ্মন্! আপনি পাপহারক দাম ব্যাল কটের ন্যায় এবং ভীমভাসদৃঢ়স্থিতির কথা কি বলিলেন?। ৩২। বশিষ্ঠ কহিলেন;—দামব্যাল কট ন্যায়, এবং ভীমভাসদৃঢ়স্থিতির কথা তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া, যাহা ইচ্ছা হয়, কর। ৩৩। সকল আশ্চর্য্য বস্তু দ্বারা মনোহর, পাতালপুরীতে মায়াসমুদ্রের মণিস্বরূপ শম্বর নামে এক দৈত্যরাজ বাস করিত। ৩৪। সে, সুরগণকে (সংগ্রামে) উৎসাদিত করিয়াছিল, তাহার আকৃতি অতি কঠিন, [illegible] — [illegible]; সেই মায়াবীর [illegible]

তস্মিন্ মায়াবলে সুপ্তে দেশান্তরগতে তথা।
তৎ সৈন্যং তরসা জঘ্নুশ্ছিদ্রং প্রাপ্য কিলামরাঃ। ৩৬।
অথ শম্বরদৈত্যেন মুণ্ডিকাদিদ্রুমাদয়ঃ।
রক্ষার্থমন্তঃসামন্তাঃ স্বসেনাঃ সুনিযোজিতাঃ। ৩৭।
তানপ্যন্তরমাসাদ্য জঘ্নুর্দেবা ভয়ানকান্।
স্বয়ং কোপাদথাযাসীচ্ছম্বরঃ সুরপত্তনং। ৩৮।
তস্য মায়াবলাদ্ভীতাঃ সুরাস্ত্বন্তর্দ্ধিমাযযুঃ।
মেরুকাননকুঞ্জেষু ভবভারাবযন্ত্রিতাঃ। ৩৯।
ক্রন্দৎক্ষুদ্রামরগণং বাস্পক্লিন্নাপ্সরোমুখং।
শূন্যং দদর্শ স স্বর্গং কল্পক্ষীণজগৎসমং। ৪০।
বিহৃত্য কুপিতস্তত্র দোর্দণ্ডমদঘূর্ণিতঃ।

বিঘাতক বিপুল সৈন্য ছিল। ৩৫। সেই মায়াবী (সময়ে) নিদ্রিত, কিংবা দেশান্তরগত হইলে, দেবগণ অবসর পাইয়া, তাহার সৈন্য সকল সত্বর বিনষ্ট করিলেন। ৩৬।

তদনন্তর শম্বরাসুর সৈন্যদিগের রক্ষার জন্য মুণ্ডিকা ও দ্রুমাদি কতকগুলি অন্তঃসামন্ত নিয়োগ করিল। ৩৭। দেবগণ ভয়ানক সেই মুণ্ডিক দ্রুমাদি সেনাগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে সংহার করিল। শম্বর (এই কারণে) রোষপরবশ হইয়া সুরপুরে প্রয়াণ করিল। ৩৮। সেই মায়াবী উপস্থিত হইবামাত্র সুরগণ তাহার ভয়ে ভীত হইয়া, অন্তর্হৃত হইলেন, এবং ভবভারে বদ্ধ হইয়া সুমেরুর কুঞ্জবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৩৯। তখন সেই অসুর দেখিল যে, ক্ষুদ্র দেবগণ রোদন করিতেছে; অপ্সরগণ সজলনয়নে বিরাজ করিতেছে; প্রলয়কালে জগৎ যেরূপ ক্ষীণ হয়, তাহার ন্যায় স্বর্গ ক্ষীণ ও শূন্য হইয়া রহিয়াছে। ৪০। দৈত্য শম্বর,

লোকপালপুরীং দগ্ধ্বা জগামাত্মীয়মালয়ং ।৪১।
এবং দৃঢ়তরীভূতে দ্বেষে দানবদেবয়োঃ ।
দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য দিক্ষু জগ্মুরদর্শনং। ৪২।
অথ শম্বরদৈত্যেন যে যে সেনাধিনায়কাঃ ।
ক্রিয়ন্তে যত্নতস্তাংস্তান্ জঘ্নুর্যত্নপরাঃ সুরাঃ। ৪৩।
যাবদুদ্বেগমাপন্নঃ শম্বরঃ কোপবান্ ভৃশং।
সসর্জ মায়য়া ঘোরানসুরাংস্ত্রীন্ মহাবলান্ ।৪৪।
নির্মিতা মায়য়া ভীমাঃ পক্ষক্ষুব্ধা ইবাদ্রয়ঃ।
উদগুস্তে মহামায়া দামো ব্যালঃ কটস্তথা। ৪৫।
বাসনাত্মাভিমানাভ্যাং হীনাস্তে প্রথমোদ্গতাঃ।
নাতিপাতং নচাপাতং বিদুস্তে ন পলায়নং। ৪৬।

কুপিত হইয়া সেখানে বিহারপূর্ব্বক দোর্দ্দণ্ড ও মদ দ্বারা ঘূর্ণিত নেত্রধারণ করিয়া লোকপালপুরী দহনপূর্ব্বক নিজভবনে প্রতিগমন করিল। ৪১।

এই প্রকারে দেবদানবদিগের দ্বেষভাব দৃঢ়ীভূত হইলে, বৈমানিকেরা বিমান পরিত্যাগ করিয়া, চতুর্দ্দিকে গমনপূর্ব্বক অদৃশ্য হইলেন। ৪২। অনন্তর শম্বরাসুর মায়াপ্রভাবে যে যে সেনাপতিকে সৃষ্টি করিতে লাগিল, সুরগণ (সুযোগ পাইয়া) যত্নবান্ হইয়া, তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৪৩। দানব (এরূপ ব্যাপারে) অতিশয় উদ্বিগ্ন ও রোষাবিষ্ট হইল ; এবং (তখনই) মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, মহাবলপরাক্রান্ত তিনটী ভীষণ অসুরের সৃষ্টি করিল। ৪৪। পক্ষ ক্ষুব্ধ হইলে পর্ব্বত যে রূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় মায়াপ্রভাবে ভীষণাকৃতি সেই তিনজন দৈত্য সৃষ্ট হইয়া, মহামায়াবী দাম, ব্যাল, ও কট নামে প্রাদুর্ভূত হইল। ৪৫। প্রথমোদ্গত সেই দানবত্রয়,বাসনা,এবং আত্মাভিমানবর্জ্জিত হইল; তাহারা পতন,অপতন

ন জীবিতং ন মরণং সমরে ন জয়াজয়ৌ।
কেবলং সৈনিকানগ্রে দৃষ্ট্বা নিহননোদ্যতাঃ। ৪৭॥
শম্বরশ্চিন্তয়ামাস পরিতুষ্টমনাস্ততঃ।
ইষ্টানিষ্টাভিরেতে হি বাসনাভি র্যদুজ্‌ঝিতাঃ।
যদেতে ন পলায়ন্তে দেবৈরভিহতা অপি। ৪৮।
ইতি নির্ণীয় দৈত্যেন্দ্রো দামব্যালকটান্বিতাং।
সেনাং সংপ্রেষয়ামাস দেবেন্দ্রবলঘাতিনীং। ৪৯।
দৈত্যাঃ সাগরকুঞ্জেভ্যঃ কন্দরেভ্যশ্চ সায়ুধাঃ।
উদগু র্ভীমনির্হ্রাদাঃ সপক্ষগিরিলীলয়া। ৫০।
অথোত্তস্থু র্নিকুঞ্জেভ্যঃ কন্দরেভ্যঃ সুরাচলাৎ।
প্রযান্ত ইব শৈলেন্দ্রা ভীমাঃ সর্ব্বাশিনাং গণাঃ। ৫১।

ও পলায়ন কিছুই জানিল না। ৪৬। তাহাদের জীবন, মরণ, কিম্বা সংগ্রামে জয় পরাজয় কিছুই বোধ ছিল না; কেবল সৈনিকদিগকে সম্মুখে দেখিলেই তাহারা সংহার করিতে উদ্যত হইত। ৪৭।

শম্বরাসুর (সেনাপতিদিগকে দর্শন করিয়া) সন্তুষ্ট হইয়া, এই চিন্তা করিল যে, ইহারা যখন ইষ্টানিষ্টবাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন দেবগণ ইহাদিগকে তাড়না করিলেও ইহারা পলায়ন করিবে না।৪৮। ইহা অবধারণ করিয়া দৈত্যেন্দ্র, দামব্যালকটসমভিব্যাহারে সুর-শক্তি-সংহারের জন্য কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিল। ৪৯। দানবদল, সাগরতট, কুঞ্জ এবং গিরিগহ্বর হইতে নির্গত হইয়া, ভয়ানক শব্দ করিয়া পক্ষধারী গিরির ন্যায় বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইল। ৫০। নিকুঞ্জ, কন্দর এবং সুমেরুপর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া, সর্ব্বভুক্ সেই অসুরগণ, শৈলেন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিল। ৫১।

দেবাসুরপতাকিন্যোস্তদযুদ্ধমভবত্তয়োঃ।
অকালোল্বণকল্পান্তভীষণং ভুবনান্তরে। ৫২।
তস্মিংস্তদা বর্ত্তমানে ঘোরে সমরসংভ্রমে।
পতিতাঙ্গায়ুধানীহ প্রদ্রবদ্রুধিরাণি চ।
পয়াংসীব বিশীর্ণানি দেবসৈন্যানি দুদ্রুবুঃ। ৫৩।
দামব্যালকটাস্তানি চিরমন্তর্হিতান্যপি।
অনুজগ্মুর্লসন্নাদমিন্ধনানীব পাবকাঃ। ৫৪।
অন্বিষ্যন্তোঽপি যত্নেন নালভন্তাসুরাঃ সুরান্।
অলব্ধেষমরৌঘেষু দামব্যালকটাস্তথা।
জগ্মুঃ পাতালকোষস্থং প্রভুং প্রমুদিতাশয়াঃ। ৫৫।
অথ দেবা বিষণ্ণাস্তে ক্ষণমাশ্বাস্য বৈ যযুঃ।
জয়োপায়ায় বিদিতা ব্রহ্মাণমমিতৌজসং। ৫৬।

দেবাসুরসেনাদিগর (মিলন হইবামাত্র) ভুবনমধ্যে কল্পান্তকালের ন্যায় ভয়ানক যুদ্ধারম্ভ হইল। ৫২। নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, দেবসৈন্যের শরীর অস্ত্রশস্ত্রের সহিত ছিন্নভিন্ন হইয়া পতিত হইল, এবং তাহাদের শরীর হইতে জলের ন্যায় রক্ত ধারা নিঃসৃত হইতে থাকিল; তাহারা বিশীর্ণ-কলেবরে পলায়ন করিতে লাগিল। ৫৩। অগ্নি যেরূপ ইন্ধনের অনুগমন করে, তাহার ন্যায় দামব্যালকটাদি সেনাপতিগণ, দেবসৈন্যগণ চিরকাল অন্তর্হিত হইলেও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোর রবপূর্ব্বক প্রধাবিত হইল। ৫৪। অসুরেরা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়াও দেবতাদিগের দর্শন না পাওয়াতে তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে পাতালকোষবাসী আপনার প্রভু শম্বরাসুরের নিকটে গমন করিল। ৫৫। অনন্তর সুরসমূহ বিষণ্ণ হইয়া, ক্ষণকালের জন্য আশ্বাস লাভ করিয়া, প্রজাপতি আমাদের জয় বিধাতা, ইহা অবধারণ পূর্ব্বক অমিততেজা

তেষামাবিরভূদ্ব্রহ্মা রক্তো রক্তাননশ্রিয়া। ৫৭।
প্রণতাস্তে সুরাস্তস্মৈ তৎ সর্ব্বং শম্বরেহিতং।
সম্যক্ প্রকথয়ামাসু র্দামব্যালকটক্রমং। ৫৮।
সমাকর্ণ্যাখিলং ব্রহ্মা বিচার্য্য পরিবারবান্।
উবাচেদং সুরানীকমাশ্বসন্ পরমং বচঃ। ৫৯।
হন্ত বর্ষসহস্রান্তে শম্বরস্য রণে সুরাঃ।
জেতব্যাঃ সমরে সেনাস্তাবৎ কালঃ প্রতীক্ষ্যতাং। ৬০।
দামব্যালকটানেতান্ যুধ্যধ্বং সমরে সুরাঃ।
যোধয়ন্তঃ পলায়ধ্বং যুধ্যধ্বং পুনরেব চ। ৬১।
যুদ্ধাভ্যাসবশাদেষাং মুদ্গারাণামিবাশয়ে।
অহঙ্কারচমৎকারঃ প্রতিবিম্বমুপৈষ্যতি। ৬২।

বিধাতার নিকটে গমন করিলেন। ৫৬। রক্ত মুখ-শ্রী-বিশিষ্ট রক্তবর্ণ ব্রহ্মা, তাঁহাদের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলেন।৫৭। দেবতাগণ, তাঁহাকে দেখিবামাত্র, প্রণামপূর্ব্বক শম্বরাসুরের চেষ্টা ও দামব্যাল কটাদির যুদ্ধবৃত্তান্ত তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে বিজ্ঞাপন করিলেন। ৫৮। পরিবারসমন্বিত প্রজাপতি, দেবতাগণের কথা শ্রবণ করিয়া, ক্ষণকাল বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, উৎকৃষ্ট বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৫৯।

হে সুরসমূহ! সহস্র বর্ষ অবসান হইলে পর, তোমরা সংগ্রামে শম্বরের সেনাসকলকে পরাজিত করিতে পারিবে; (অতএব) এতকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর। ৬০। হে দেবগণ! তোমরা দাম, ব্যাল, এবং কটাদির সহিত এক্ষণে যুদ্ধ কর, এবং যুদ্ধ করিতে করিতে এক এক বার পলায়ন কর; (এইরূপে) পুনর্ব্বার যুদ্ধ, এবং পলায়ন করিতে থাক। ৬১। (ক্রমশঃ) যুদ্ধ করাতে মুদ্গারের ন্যায় জ্ঞানহীন উহাদের অন্তঃকরণে অহঙ্কারের

গৃহীতবাসনা হ্যেবং দামব্যালকটাঃ সুরাঃ।
সুজেয়া বো ভবিষ্যন্তি জালমগ্নাঃ খগা ইব। ৬৩।
আস্থামাত্রমনন্তানাং দুঃখানামাকরং বিদুঃ।
অনাস্থামাত্রমভিতঃ সুখানামাকরং বিদুঃ। ৬৪।
বাসনাবন্ধবদ্ধোঽয়ং লোকোহি পরিবর্ত্ততে।
সা প্রবৃত্তাতিদুঃখায় সুখায় চ্ছেদমাগতা। ৬৫।
ধীরোঽপ্যভিবহুজ্ঞোঽপি প্রবুদ্ধোঽপি মহানপি।
তৃষ্ণয়া বধ্যতে জন্তুর্দন্তী শৃঙ্খলয়া যথা। ৬৬।
তৃষ্ণারজ্জুনিবদ্ধানাং নিষ্কৃতি র্নাস্তি কুত্রচিৎ।
ইত্যুক্তা ভগবান্ দেবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সুরাস্ত্বাকর্ণ্য তদ্বাক্যং জগ্মুঃ স্বাভিমতাং দিশং। ৬৭।

প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইবে। ৬২। (অহঙ্কার দ্বারা তাহারা) বাসনা-বিশিষ্ট হইবে, (সুতরাং সে সময়ে) জালবদ্ধ পক্ষী যেরূপ বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তাহারা, তোমাদের নিকটে পরাজিত হইবে। ৬৩। (কর্ম্মের) আস্থাকেই অনন্ত দুঃখের, এবং অনাস্থাকেই সুখের আকর বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ৬৪।

লোকে, বাসনা দ্বারা বদ্ধ হইয়া চালিত হইয়া থাকে; এবং সেই বাসনাই (জীবের) সুখচ্ছেদ পূর্ব্বক দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। ৬৫। লোকে ধীরই হউন, বা অনেকবিষয়দর্শী হউন, অথবা তত্ত্বজ্ঞানী হউন, কিম্বা মহাপুরুষই হউন, শৃঙ্খলবদ্ধ হস্তীর ন্যায় তৃষ্ণা দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকেন। ৬৬। যিনি তৃষ্ণা রজ্জু দ্বারা বদ্ধ, তাঁহার কোনরূপে নিষ্কৃতি নাই; ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া, সেখান হইতে অন্তর্দ্ধৃত হইলেন। দেবগণও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদের অভিমত দিকে প্রয়াণ করিলেন। ৬৭। তাঁহারা প্রলয়-

চক্রুর্দুন্দুভিনির্ঘোষং প্রলয়াব্ররবোপমং। ৬৮।
অথ দৈত্যৈর্মহাব্যোম্নি তৈ পাতালতলোত্থিতৈঃ।
কালক্ষেপকরং ঘোরং পুনর্যুদ্ধমবর্ত্তত। ৬৯।
পুনঃ পলায়নং চক্রুরযুধ্যন্ত পুনঃ সুরাঃ।
এবং তে কালহরণং যুদ্ধেন সুরপুঙ্গবাঃ।
চক্রুর্নানাবিধোপায়ৈর্দৈত্যব্যামোহকারণাৎ। ৭০।
এতাবতা চ কালেন দৃঢ়াভ্যাসাদহঙ্কৃতেঃ।
ভববাসনয়া গ্রস্তা মোহবাসনয়া ততঃ।
আশাপাশনিবদ্ধাস্তে ততঃ কৃপণতাং গতাঃ। ৭২।
স্থিরো ভবতু মে দেহঃ সুখায়াস্তু ধনং মম।
ইতি বদ্ধধিয়া তেষাং ধৈর্য্যমন্তর্দ্ধিমাযযৌ। ৭৩।

কালীন মেঘরবের ন্যায় দুন্দুভিধ্বনি করিলেন। ৬৮। (সেই শব্দে) দৈত্যগণ পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া, পুনর্ব্বার মহাকাশে কালক্ষেপকর ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিল। ৬৯।

সুরগণ, পুনর্ব্বার পলায়ন, এবং পুনর্যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইপ্রকারে দেবগণ, দানবদিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধে কালহরণ করিতে লাগিলেন। ৭০। (এই প্রকার সহস্রবর্ষব্যাপী যুদ্ধে) দামাদি দানবগণ, অহঙ্কারের দৃঢ়াভ্যাস দ্বারা নষ্টচিত্ত হইয়া অহংবুদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ৭১। (ক্রমে) তাহাদের ভববাসনা ও মোহবাসনা প্রাদুর্ভূত হইল; পরে তাহারা আশা-পাশ-নিবদ্ধ হইয়া, (অতিশয়) দৈন্যভাব ধারণ করিল। ৭২। আমার দেহ স্থায়ী, এবং আমার ধন সুখভোগের জন্য হউক, এই প্রকার (বাসনা দ্বারা) বদ্ধমতি হওয়াতে তাহাদের ধৈর্য্য অন্তর্হিত হইল। ৭৩।

ততস্তস্মিন্‌রণে ভীত্যা সাক্ষেপত্বমুপাযযুঃ।
মরিষ্যাম মরিষ্যাম ইতিচিন্তাহতাশয়াঃ। ৭৪।
অথ প্রম্লানসত্বাস্তে হন্তুং মেরুতটং গতাঃ।
ন শেকুরিন্ধনে ক্ষীণে হবির্দগ্ধুমিবাগ্নয়ঃ। ৭৫।
বহুনাত্র কিমুক্তেন মরণাদ্ভীতচেতসঃ।
পলায়নৈকশরণা নষ্টাস্তে ত্রিদশারয়ঃ। ৭৬।
অতঃ প্রবোধায় তব বচ্মি রাম মহীপতে।
দামব্যালকটন্যায়ো মা ভবস্থিতি লীলয়া। ৭৭।
অবিবেকানুসন্ধানাচ্চিত্তমাপদমীদৃশীং।
অনন্তভবদুঃখায় পরিগৃহ্ণাতি হেলয়া। ৭৮।

শ্রীরাম উবাচ।

কথং দামকটব্যালাঃ সমুৎপন্নাঃ পরাৎ পদাৎ।

তদনন্তর সংগ্রামে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইব, এই চিন্তাতে নষ্টচিত্ত হইয়া, তাহারা ভয়প্রযুক্ত অতিশয় খিদ্যমান হইল। ৭৪। অনন্তর নিস্তেজ দানবগণ, মেরুতটে গমন করিয়া যেরূপ কাষ্ঠহীন ম্লান অগ্নি, হবিকে দহন করিতে পারে না, তাহার ন্যায় সুরসমূহকে সংহার করিতে সমর্থ হই না। ৭৫।

এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; (অবশেষে) দেবারি দানবগণ, মরণ ভয়ে ভীত হইয়া, পলায়নপূর্ব্বক (দেবগণহস্তে) নিহত হইল। ৭৬। অতএব, হে যুবরাজ! তোমার জ্ঞানের পরিণতির জন্য বলিতেছি যে, (সংসারে) কর্ম্ম করিতে করিতে তুমি দামব্যালকটের মত হইও না। ৭৭। মন, বিবেচনা না করিয়া, অবহেলাক্রমে (কার্য্য করিলে,) এইরূপ অনন্ত সংসারক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। ৭৮।

ইতি মে সংশয়ং ব্রহ্মন্ যথাবচ্ছেত্তুমর্হসি। ৭৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথা দামাদয়ো রাম প্রতিভামাত্ররূপিণঃ।
তথৈবেমে বয়মপি ন বহিঃ ক্বাপি সংস্থিতাঃ। ৮০।
অলীকমেব তদ্ভাবো মদ্ভাবোঽলীকমেব চ। ৮১।
প্রতিভাসময়ী কাচিজ্জীবশক্তিঃ পরাত্মনঃ।
শম্বরধ্যানসংক্ষুব্ধা ত্রিধোল্লাসমবাপ সা। ৮২।
তস্মান্নেমে বয়ং সত্যা নচ দামাদয়ঃ ক্বচিৎ।
সত্যং সংবেদনং শুদ্ধং বোধাকাশং নিরঞ্জনং। ৮৩।
সত্যং সর্ব্বগতং শান্তমস্ত্যনন্তং মনোময়ং।
তস্য শক্তিসমুল্লাসমাত্রং জগদিদং স্থিতিঃ। ৮৪।

শ্রীরাম কহিলেন ;—হে ব্রহ্মন্! দামব্যালকট নামক তিনজন অসুর কিরূপে ব্রহ্মপদ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা (প্রকাশ করিয়া) আমার সন্দেহ ছেদ করিয়া দিউন। ৭৯। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে রামচন্দ্র! দামব্যালকটাদি যেরূপ ব্রহ্মের ছায়ামাত্র, আমরাও সেইরূপ প্রতিবিম্বমাত্র, বাহ্যবস্তুর সহিত আমরা কোনখানে লিপ্ত নহি। ৮০। (শরীর, ও তুমি আমি ইত্যাদি বুদ্ধি) যেরূপ মিথ্যা, দামব্যালকট এবং আমাদের (অহং বুদ্ধিও) সেই প্রকার মিথ্যাময়। ৮১। পরমাত্মার প্রতিবিম্বস্বরূপ যে জীবশক্তি আছে, তাহা শম্বরাসুরধ্যানসংযুক্ত হইয়া তিন প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ৮২। অতএব, এই আমরা সত্য নহি এবং দামাদি দানবেরাও সত্য নহে ; কেবল শুদ্ধ বিজ্ঞান বোধাকাশস্বরূপ নিরঞ্জন পরমাত্মাই সত্য আছেন। ৮২। তিনি অনন্ত, মনোময়, সর্ব্বগামী, শান্ত এবং সত্যস্বরূপ ; তাঁহার শক্তির সমুল্লাসে এই জগৎ স্থিতি করিতেছে। ৮৪।

সর্ব্বত্র সর্ব্বমিদমস্তি যথানুভূত্যা
নো কিঞ্চন ক্বচিদিহাস্তি নচানুভূতং।
শান্তং সদেকমিদমাততমিত্থমাস্তে
সংত্যক্তশঙ্কমপভেদমতিস্ত্বমাশু। ৮৫।

ইতি মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে দামাদ্যুপাখ্যানং নাম
পঞ্চদশঃ সর্গঃ। ১৫। *। *

অনুভব দ্বারা সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে তিনি বিরাজিত আছেন জানিতে পারা যায়; যাহাতে তিনি নাই, এমন কোন বস্তুই অনুভূত হয় না। তুমি, নিঃশঙ্ক-মানসে ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত, সত্য, বিস্তৃত, বিজ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদ পাইবার জন্য শীঘ্র যত্নপরায়ণ হও। ৮৫।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতি বুদ্ধের্মহামতে ।
স্বেন দৌর্ভাগ্যদৈন্যেন ন সত্যমুপতিষ্ঠতি । ১ ।
বেত্তি নিত্যমুদারাত্মা ত্রৈলোক্যমপি যস্তৃণং ।
তং ত্যজন্ত্যাপদঃ সর্ব্ব মৃগা ইব জরত্তৃণং । ২ ।
পরিস্ফুরতি যস্যান্তর্নিত্যং সত্যচমৎকৃতিঃ ।
ব্রাহ্ম্যমণ্ডমিবাখণ্ডং লোকেশাঃ পালয়ন্তি তং । ৫ ।
যেষাং গুণেষ্বসংন্তোষো রাগো যেষাং শ্রুতং প্রতি ।
সত্যব্যবসিনো যে চ তে নরাঃ পশবোঽপরে । ৪ ।
অত্যাপদি দুরন্তায়াং নৈব গন্তব্যমক্রমে ।
রাহুরপ্যক্রমেণৈব পিবন্নপ্যমৃতং মৃতঃ । ৫ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহামতে রামচন্দ্র ! এই (ধনাদি) আমার, এবং এই স্ত্রী পুত্রাদি আমার, এই বুদ্ধি দ্বারা স্বকীয় দুর্ভাগ্য হেতু দীন ব্যক্তির বুদ্ধিতে সত্য পদার্থ—ব্রহ্ম আবির্ভূত হইতে পারে না। ১। যে উদারমনা ব্যক্তি, নিত্যকাল ত্রৈলোক্যকে তৃণ তুল্য বোধ করিয়া থাকেন, যেরূপ মৃগসকল জীর্ণ তৃণ পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় সকল আপদ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ২। যাঁহার অন্তরে নিত্যকাল সত্য ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, লোকপালগণ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় তাঁহাকে পালন করিয়া থাকেন। ৩।

যে সকল ব্যক্তির গুণ, অর্থাৎ—ধনাদিভোগে বিরক্তি, শাস্ত্রে যাঁহাদের অনুরাগ, এবং সত্য ব্রহ্মে যাঁহাদের রতি, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য ; অন্যে (মনুষ্যাকার হইলেও) পশু। ৪। দুরন্ত বিপদ সময়েও অক্রম—অর্থাৎ ব্রহ্মপদবিহীন হইয়া গমন করিবে না ; (কারণ) রাহু, ক্রমবিহীন হইয়া অমৃতপান করিয়াও মৃত হইয়াছিল। ৫।

অবশ্যা বশ্যতাং যান্তি যান্তি সর্ব্বাপদঃ ক্ষয়ং।
অক্ষয়ং ভবতি শ্রেয়ঃ ক্রীতং যেন গুণৈর্যশঃ। ৬।
পরমং পৌরুষং যত্নাদাস্থায়াদায় চোদ্যমং।
যথাশাস্ত্রমনুদ্বেগমাচরন্ কো ন সিদ্ধিভাক্। ৭।
যথাশাস্ত্রং বিহরতা ত্বরা কার্য্যা ন সিদ্ধিষু।
চিরকালপরীপক্কা সিদ্ধিঃ পুষ্টফলা ভবেৎ। ৮।
বীতশোকভয়ায়াসমগর্ব্বমপযন্ত্রণং।
ব্যবহারো যথাশাস্ত্রং ক্রিয়তাং মা বিনশ্যতাং। ৯।
অনর্থায়ার্থসম্পত্তির্ভোগৌঘো ভবরোগদঃ।
আপদঃ সম্পদঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাত্রানাদরোজয়ঃ। ১০।
আচারচারুচরিতস্য বিবিক্তবৃত্তেঃ
সংসারসৌখ্যফলদুঃখদশাস্বগৃধ্নোঃ।

যিনি গুণ দ্বারা কীর্ত্তি ক্রয় করিতে পারেন, তাঁহার অবশ্য বস্তুও বশ্য, সকল আপদ ক্ষয় ও অক্ষয় মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ৬। যত্নপূর্ব্বক উদ্‌যোগী হইয়া পরম পৌরুষ আশ্রয় করিয়া, আস্থা দ্বারা নিরুদ্বেগে যথাবিধি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কোন্ ব্যক্তি না সিদ্ধ হইয়া থাকে ? । ৭। শাস্ত্রবিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করা উচিত, কিন্তু ফলসিদ্ধির জন্য ত্বরান্বিত হওয়া উচিত নহে ; (কারণ) সিদ্ধি বহুকালে পরিপক্ক হইয়া তবে পুষ্টফল প্রদান করিয়া থাকে ।৮। শোক, ভয়, ক্লেশ, পুন-র্জ্জন্ম-আশা, এবং যন্ত্রণারহিত হইয়া, শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবহার কর্ম্ম করিতে থাক ; তুমি (শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া) বিনষ্ট হইও না ।৯। অর্থসম্পত্তি অনর্থদায়ক,কিন্তু ভোগসকল ভবরোগপ্রদ ; (তুমি সকল আপদকে সম্পদ বলিয়া জানিও, (কারণ) সকল অনিত্য বস্তুতে অনাদর করিলেই, জয় হইয়া থাকে। ১০। যাঁহার চরিত্র সদাচার দ্বারা পবিত্র, যিনি বৈরাগ্যবিশিষ্ট,

আয়ুর্যশাংসি চ গুণাশ্চ সদৈব লক্ষ্ম্যা
ফুল্লন্তি মাধবলতা ইব সৎফলায়। ১১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ন তপাংসি ন তীর্থানি ন শাস্ত্রাণি জয়ন্তি বঃ।
সংসারসাগরোত্তারে সজ্জনাসেবনং বিনা। ১২।
লোভমোহরুষাং যস্য তনুতানুদিনং ভবেৎ।
যথাশাস্ত্রং বিহরতি স্বকর্ম্মসু স সজ্জনঃ। ১৩।
অহমাত্মা পরিজ্ঞাতঃ পরমাত্মাম্বরে মনঃ।
পরিজ্ঞাতোহমর্থস্তু পরমাত্মাম্বরো ভবেৎ। ১৪।
চিজ্জ্যোৎস্না যাবদেবান্তরহঙ্কারঘনাবৃতা।
বিকাশয়তি নো তাবৎ পরমাত্মকুমুদ্বতীং। ১৫।

সংসারের সুখদুঃখে যাঁহার অন্তঃকরণ নির্লোভ, তাঁহার আয়ু, যশ, এবং গুণ, বাসন্তী লতা যেরূপ সুফল প্রদান করে, তাহার ন্যায় সর্ব্বদা শ্রীবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১১।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার হইতে হইলে কি তপস্যা, কি তীর্থাশ্রয়, কি শাস্ত্রচর্চ্চা সজ্জনসেবা ব্যতিরেকে কিছুতেই সফল হইতে পারিবে না। ১২। যে ব্যক্তির লোভ, মোহ এবং রোষ, দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে, যিনি শাস্ত্রানুমোদিত আত্মকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাকেই সজ্জন বলিয়া থাকে। ১৩। আমি আত্মা পরিজ্ঞাত হইয়াছি, আমার মন চিদাকাশে অবস্থিতি করিতেছে, আমি "অহং" এই শব্দার্থ বিদিত হইয়াছি, (এরূপ যাঁহার জ্ঞান,) তিনি চিদাকাশস্বরূপ হইয়া থাকেন। ১৪।

যে কাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণে চিৎস্বরূপা জ্যোৎস্না, নিবিড় অন্ধকারে আবৃত থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত অদ্বৈতস্বরূপ পরমাত্মা কুমুদ্বতীর উদয় হয় না। ১৫।

অহং ভাবাঙ্কুরো জন্ম বৃক্ষাণামক্ষয়াত্মনাং।
মমেদমিতি বিস্তীর্ণস্তেষাং শাখাস্থসৎফলাঃ। ১৬।

শ্রীরাম উবাচ।

কিমাকৃতিরহংকারঃ কথং সন্ত্যজ্যতে প্রভো।
সশরীরোঽশরীরো বা ত্যক্তে তস্মিংশ্চ কিং ভবেৎ। ১৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ত্রিবিধোরাঘবাস্তীহ অহঙ্কারো জগত্রয়ে।
দ্বৌ শ্রেষ্ঠাবিতরস্ত্যাজ্যঃ শৃণু তে কথয়াম্যহং। ১৮।
অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমব্যয়ঃ।
নান্যদস্তীহ সম্বিদ্ যা পরমা সাহ্যহংকৃতিঃ। ১৯।
সর্ব্বস্মাদ্ব্যতিরিক্তোঽহং বালাগ্রশতকল্পিতঃ।
ইতি যা সম্বিদেষাঽসৌ দ্বিতীয়াহংকৃতিঃ শুভা। ২০।

না। ১৫। অক্ষয় আত্মবৃক্ষের অহংবুদ্ধিই অঙ্কুর, অর্থাৎ জন্মের কারণ; আমারধনাদি এইরূপ বুদ্ধি, উক্ত বৃক্ষের বিস্তৃত শাখা ও সৎফলস্বরূপ। ১৬।

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন;—হে প্রভো! অহঙ্কারের আকার কি প্রকার এবং কিরূপেই বা উহাকে ত্যাগ করিতে হয়,উহা শরীরবিশিষ্ট কি না? এবং উহা ত্যাগ করিলেই বা কি ফল হইয়া থাকে?। ১৭।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রাঘব! এই ত্রিজগন্মধ্যে ত্রিবিধ অহঙ্কার আছে, ইহার মধ্যে দুইটী অহঙ্কার শ্রেষ্ঠ; অপরটী ত্যাগ করা উচিত। আমি তোমার নিকটে ইহার সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮। সকল সংসার আমি, অন্য আর কিছুই নাই, আমিই অবিনাশী পরমাত্মা, এই প্রকার অন্তঃকরণের বৃত্তিকে পরম অহঙ্কার বলিয়া জানিও। ১৯। আমি সকল বস্তু হইতে অতিরিক্ত, আমি বালাগ্রশতকল্পিত,—অর্থাৎ তৃণবিশেষের শতভাগের এক-

মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে। ২১।
পাণিপাদাদিমাত্রোয়মহমিত্যেব নিশ্চয়ঃ।
অহংকারস্তৃতীয়োঽসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এব সঃ। ২২।
বর্জ্য এষ দুরাত্মাসৌ স্কন্ধঃ সংসারসন্ততেঃ।
অনেনাভিহতো জন্তুরবোধঃ পরিধাবতি। ২৩।
অনয়া দুরহংকৃত্যা ভাবাৎ সংত্যক্তয়া চিরং।
শিষ্টাহংকারবান্ জন্তুর্ভগবান্ যাতি মুক্ততাং। ২৪।
প্রথমৌ দ্বাবহংকারাবঙ্গীকৃত্য ত্বলৌকিকৌ।
তৃতীয়াহংকৃতিস্ত্যাজ্যা লৌকিকী দুঃখদায়িনী। ২৫।
এষা তাবৎ পরিত্যাজ্যা ত্যজৈনাং দুঃখদায়িনীং।
যথা যথা পুমাংস্তিষ্ঠেৎ পরমেতি তথা তথা। ২৬।

ভাগ; তাৎপর্য্য—অতিসূক্ষ্ম। এইরূপ জ্ঞানের নাম দ্বিতীয় অহঙ্কার, ইহাকেই শুভজনক বলিয়া জানিও। ২০। এই অহঙ্কার দ্বারা মোক্ষ হয়, বন্ধন হয় না, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির ইহা ঘটিয়া থাকে। ২১। আমি হস্তপদাদি-বিশিষ্ট জীবমাত্র এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাই তৃতীয় অহঙ্কার; ইহা অতি তুচ্ছ ও লৌকিক। ২২।

এই দুরাত্মাই সংসারসন্ততির স্কন্ধস্বরূপ; জীবগণ, এই অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া জ্ঞান হারাইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া থাকে; অতএব ইহাকে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ২৩। তদ্গতভাবে এই দুরহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া অন্য—অর্থাৎ সৎ অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, জীব মুক্ত হইয়া ঈশ্বরত্ব পাইয়া থাকে। ২৪। প্রথমোক্ত দুই প্রকার অলৌকিক অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, লৌকিক দুঃখবিধায়ক তৃতীয় অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করা উচিত। ২৫। অশেষ-দুঃখ-বিধায়িনী এই অহঙ্কৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষ

অহংকৃতিদ্বয়াবেতে পূর্ব্বোক্তে ভাবয়ন্ যদি।
তিষ্ঠত্যভ্যেতি পরমং তৎপরং পুরুষোঽনঘ। ২৭।
অথ তে অপি সংত্যজ্য সর্ব্বাহংকৃতিবর্জ্জিতঃ।
স তিষ্ঠতে তথাপ্যুচ্চৈঃ পদমেবাধিরোহতি। ২৮।
শরীরাস্থাময়াপুণ্যদুরহংকারবর্জনাৎ।
অত্যন্তপরমং শ্রেয় এতদেব পরং পদং। ২৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্র তে শৃণু বক্ষ্যামি দামাদিষু গতেষ্বথ।
দেবনির্জ্জিতসৈন্যোঽসৌ শম্বরো দুষ্টমানসঃ।
পুনর্দ্দেববধোদ্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস দানবঃ। ৩০।
দামাদয়ো বিরচিতা যে ময়া মায়য়া পুরা।
মৌর্খ্যাত্তে র্ভাবিতা বুদ্ধি র্মিথ্যৈবাস্তরহংকৃতিঃ। ৩১।

যে ভাবে অবস্থিতি করিবে, সেইভাবে পরম ব্রহ্ম লাভ করিতে পারিবে।২৬।

হে অনঘ! পুরুষ যদি উত্তম অহঙ্কার দুইটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রহ্মভাবনা পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, তবে পরম ব্রহ্মপদ পাইতে পারে। ২৭। যদি পুরুষ সকল প্রকার অহঙ্কারবর্জ্জিত হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে উচ্চ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। ২৮। শরীরের প্রতি আস্থাই পাপস্বরূপ অহঙ্কার, অতএব উহাকে পরিত্যাগ করিলে যে শ্রেয় লাভ হইয়া থাকে, তাহাই পরম পদ বলিয়া জানিবে। ২৯।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি এ সম্বন্ধে একটী ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর; দামাদি দানবগণ বিনষ্ট হইলে, দুর্বুদ্ধি শম্বরাসুর দেবতাদিগের দ্বারা নিজ সৈন্যের পরাজয় দেখিয়া, তাঁহাদিগের বিনাশার্থ পুনর্ব্বার উদ্যোগী হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিল। ৩০। আমি পূর্ব্ব কালে মায়াপ্রভাবে যে দামাদিকে

ইদানীঞ্চ সৃজাম্যন্যান্ দানবান্ মায়য়োত্তমান্।
তানথাধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞান্ সবিবেকান্ করোম্যহং। ৩২।
ততস্তত্ত্বপরিজ্ঞানান্মিথ্যাভাবনয়োজ্‌ঝিতাঃ।
নাহংকারং প্রযাস্যন্তি বিজেষ্যন্ত্যেব তে সুরান্। ৩৩।
ইতি সংচিন্ত্য দৈত্যেন্দ্রস্তাদৃশান্ দানবান্ ধিয়া।
মায়য়োৎপাদয়ামাস বুদ্বুদানিব বারিধিঃ। ৩৪।
সর্ব্বজ্ঞা বেদ্যবেত্তারো বীতরাগা গতৈনসঃ।
যথা প্রাপ্তৈককর্ত্তারো ভাবিতাত্মন উত্তমাঃ। ৩৫।
ভীমোভাসো দৃঢ় ইতি নামভিঃ পরিলাঞ্ছিতাঃ।
জগত্তৃণমিবাশেষং পশ্যন্তঃ পাবনাশয়াঃ। ৩৬।
তে দৈত্যেন্দ্রবচঃ প্রাপ্য ছাদয়মাসুরম্বরং।

সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহারা মূর্খতা প্রযুক্ত বৃথা অহঙ্কারের বাধ্য হওয়াতে বিনষ্ট হইয়াছে। ৩১। আমি এক্ষণে বিবেকবিশিষ্ট, অধ্যাত্ম-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ, কতকগুলি উৎকৃষ্ট দানব সৃজন করিব। ৩২। তাহারা তত্ত্বজ্ঞান অবগত হইলে, মিথ্যাময় অহঙ্কারের অধীন হইবে না, (সুতরাং) দেবগণকে অনায়াসে পরাজিত করিবে। ৩৩। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, সেই দৈত্যেন্দ্র, সমুদ্র যেরূপ বুদবুদের সৃষ্টি করে, তাহার ন্যায় বুদ্ধিক্রমে মায়া দ্বারা বিবেক-শালী কতকগুলি দানবের সৃষ্টি করিল। ৩৪। তাহারা সর্ব্বজ্ঞ, বেদবিৎ, নিষ্পাপ, এবং রাগাদিশূন্য; যে কার্য্য উপস্থিত হইত, তাহারা তৎসম্পাদনে কৃতকর্ম্মা, এবং ব্রহ্ম-চিন্তা-পরায়ণ ছিল। ৩৫। তাহারা (যথাক্রমে) ভীম, ভাস ও দৃঢ় এই তিন নামে পরিচিত ছিল; পবিত্র আশা প্রযুক্ত তাহারা অসীম জগৎকে তৃণতুল্য বোধ করিত। ৩৬।

দৈত্যত্রয়, শম্বরাসুরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াই আকাশ আচ্ছাদন পূর্ব্বক

অযুধ্যন্ত সমং দেবৈরপি বর্ষগণান্ বহূন্ । ৩৭ ।
তেষাং যাবদ্দৈত্যন্তর্মমেদমিতি বাসনা ।
তাবৎ কোয়মহঞ্চেতি বিচারাদ্ যাত্যসত্যতাং । ৩৮ ।
ততস্তৈর্নিরহঙ্কারৈর্জরামরণনির্ভয়ৈঃ ।
প্রাপ্তানুকারিভি র্ধীরৈর্বর্ত্তমানানুবর্ত্তিভিঃ । ৩৯ ।
বীতরাগৈ র্গতদ্বেষৈঃ সততং সমদৃষ্টিভিঃ । ৪০ ।
সা দৈবী দানবৈঃ সেনা ভীমভাসদৃঢ়াদিভিঃ ।
হতা শুষ্কা ক্ষতা প্লুষ্টা ভোগশ্রীরিব ভোক্তৃভিঃ । ৪১ ।
ভীমভাসদৃঢ়ক্ষিপ্তা ততোগীর্ব্বাণবাহিনী ।
পরিদুদ্রাব বেগেন গঙ্গেব হিমবচ্চ্যুতা । ৪২ ।
সা সুরানীকিনী দেবং ক্ষীরোদার্ণবশায়িনং ।
জগাম শরণং শৈলং বাতার্ত্তেবাভ্রমালিকা । ৪৩ ।

দেবগণের সহিত অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিল । ৩৭ । যখন তাহাদের অন্তরে আমার এই বস্তু, এইরূপ বাসনা সমুদিত হইত, তখন এ সকল বস্তু, এবং আমি কিরূপ, এই প্রকার বিচার করাতে, সকলই অসত্য বলিয়া তাহাদের প্রতীতি হইত । ৩৮ । তদনন্তর অহঙ্কারশূন্য, জরা-মরণ-ভয়রহিত, উপস্থিত কর্ম্মকারী, ধীর, । ৩৯ । রাগাদিবিহীন, সমদৃষ্টি, ভীমাদি দানবগণ । ৪০ । ভোগ-শ্রী যেরূপ ভোগিদিগের দ্বারা ক্ষয় পায়, তাহার ন্যায় দেবসৈন্যদিগকে শুষ্ক, ক্ষত ও দগ্ধ করিতে লাগিল । ৪১ । অনন্তর দেবসৈন্যগণ দানবদিগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া হিমালয়বিচ্যুত গঙ্গার ন্যায় বেগে গমন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল । ৪২ । যেরূপ মেঘসমূহ পবন দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া পর্ব্বতের শরণাপন্ন হয়, তাহার ন্যায় সুরসেনাগণ ক্ষীরোদসমুদ্রশায়ি ভগবান্ নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিল । ৪৩ ।

অথ দেবেন তে দৈত্যাঃ সঙ্গরে ভৃশদারুণে।
চক্রাগ্নিজ্বালানির্দ্দগ্ধাঃ প্রাপিতা বৈষ্ণবীং পুরীং। ৪৪।
তস্মাদ্বাসনয়া বদ্ধং মুক্তং নির্ব্বাসনং মনঃ।
রাম নির্ব্বাসনীভাবমাবহাশু বিবেকতঃ। ৪৫।
সম্যগালোকনাৎ সত্যাৎ বাসনা প্রবিলীয়তে।
বাসনাবিলয়ে চেতঃ শমমায়াতি দীপবৎ। ৪৬।

ইতি মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে ভীমাদ্যুপাখ্যানং নাম
ষোড়শঃ সর্গঃ। *। ১৬ *।

অনন্তর দৈত্যারি বিষ্ণু, নিদারুণ যুদ্ধে আগমন পূর্ব্বক দৈত্যসেনাদিগকে চক্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া, বৈষ্ণবী পুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। ৪৪। অতএব, মন, বাসনা বদ্ধ হইলে (মুক্ত হইতে পারে না,) বাসনাবিহীন হইলেই, মুক্ত হইয়া থাকে; হে রাম! তুমি বিবেকপ্রভাবে শীঘ্র নির্ব্বাসন-ভাব অবলম্বন কর। ৪৫। সত্য পদার্থ সম্যক্ আলোকিত হইলে, বাসনা লয় পাইয়া থাকে; বাসনা লীন হইলে, অন্তঃকরণ (তৈলবিরহিত) দীপের ন্যায় শান্ত ভাব অবলম্বন করে। ৪৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্য সংসারদুঃখস্য সর্ব্বোপদ্রবদায়িনঃ।
উপায় এক এবাস্তি মনসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ। ১।
শ্রূয়তাং জ্ঞানসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাং।
ভোগেচ্ছামাত্রকো বন্ধস্তত্ত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে। ২।
কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসন্দর্ভৈঃ ক্রিয়তামিদমেব তু।
যৎ যৎ স্বাদ্বিহ তৎ সর্ব্বং দৃশ্যতাং বিষবহ্নিবৎ। ৩।
বিষয়া বিষমা ভোগাঃ প্রবিচার্য্য পুনঃ পুনঃ।
মনসা সংপরিত্যজ্য সেব্যমানাঃ সুখাবহাঃ। ৪।
মনসোঽভ্যুদয়ে নাশো মনোনাশো মহোদয়ঃ।
জ্ঞমনোনাশমভ্যেতি মনোঽজ্ঞস্য চ শৃঙ্খলা। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—সকল প্রকার উপদ্রবজনক এই সংসার-দুঃখের এক-মাত্র উপায় আছে, (সেই উপায় এই,) আপনার মনের নিগ্রহ সাধন। ১। (হে রাম!) তুমি জ্ঞানসাধনের সর্ব্বস্বস্বরূপ ইহা অবগত হইয়া, কার্য্যাবধারণ কর; (জানিও,) ভোগবাসনার নাম বন্ধ, এবং তাহা পরিত্যাগের নামই মোক্ষ। ২। শাস্ত্র-সমূহের আলোচনায় ফল কি? তুমি এই করিতে থাক যে, যে বস্তু স্বাদু—অর্থাৎ উপভোগ্য, তাহাকে বিষবহ্নির ন্যায় দর্শন করিও। ৩।

বিষয় অতিশয় বিষম—অর্থাৎ পরিণাম ক্লেশকর; পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া মনে মনে উহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবা করিলে, সুখাবহ হইয়া থাকে। ৪। মনের উদয় হইলেই নাশ, এবং নাশ হইলেই অভ্যুদয় হইয়া থাকে; জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মন, (বিতৃষ্ণা প্রযুক্ত) লয় পাইয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞানীর অন্তঃকরণ, (তৃষ্ণাযুক্ত বলিয়া) বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে। ৫।

নানন্দং ন নিরানন্দং ন চলং নাচলং স্থিরং।
ন সন্নাসন্নচৈতেষাং মধ্যে জ্ঞানিমনো বিদুঃ। ৬।

রাম উবাচ।

যথেদং সংস্থিতং বিশ্বং বিশ্বাতীতে চিদাত্মনি।
তন্মে কথয় হে ব্রহ্মন্ পুনর্বোধবিবৃদ্ধয়ে। ৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলভ্যতে।
তথা নিরংশশ্চিদ্ভাবঃ সর্ব্বগোপি ন লক্ষ্যতে। ৮।
সর্ব্বসংকল্পরহিতা সর্ব্বসংজ্ঞাবিবর্জ্জিতা।
সৈষাচিদবিনাশাত্মা তত্তে াক্ত্যাদিকৃতাভিধা। ৯।
আকাশশতভাগাংশা জ্ঞেষু নিষ্কলরূপিণী।
সকলামলসংসারস্বরূপেণাত্মদর্শিনী। ১০।

জ্ঞানীর মন, আনন্দ কিম্বা নিরানন্দময় নহে, চঞ্চল এবং অচঞ্চল নহে, (উহা সর্ব্বদাই স্থির; (যদিও উহা) সৎ এবং অসৎ নহে, কিন্তু (চিৎস্বরূপত্ব প্রযুক্ত এই সকলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৬।

রাম কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বিশ্বের অতীত চিদাত্মস্বরূপ ব্রহ্মে যে প্রকারে এই বিশ্ব বিরাজিত আছে, বোধবৃদ্ধির জন্য পুনর্ব্বার আমাকে তাহা কহিতে আজ্ঞা হউক। ৭। বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত সর্ব্বত্রগতি আকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, সেই প্রকার অংশবিহীন চিদ্ব্রহ্ম, (সর্ব্বব্যাপী) হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়না। ৮। যে ব্রহ্ম সংকল্পশূন্য, সর্ব্বসংজ্ঞাবিবর্জ্জিত, যিনি অবিনাশী, যে চিদ্ব্রহ্মের তত্ত্বোক্তি দ্বারা (ব্রহ্মাদি) নাম কল্পিত হইয়া থাকে,। ৯। যে চিৎ আকাশের শত ভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম, যিনি জ্ঞানীদিগের নিকটে কলাদিরহিত, সেই চিদ্ব্রহ্মশক্তি

তরঙ্গাদিময়ী স্ফারা নানাত্তা সলিলার্ণবে।
তস্মান্ন ব্যতিরেকেণ যথা ভাতি বিসারিণী। ১১।
ত্বত্তামত্তাময়ী স্ফারা নানা চেয়ং চিদর্ণবে।
চিন্মাত্রাব্যতিরেকেণ তথৈবেত্থং প্রকাশতে। ১২।
অজ্ঞেষু সত্যভাবোগ্রসংসাররসগর্ভিণী।
জ্ঞেষু প্রকাশরূপৈব সকলৈকাত্মিকা সতী। ১৩।
অনুভূতিবশান্নিত্যং কর্ম্মাদীনাং প্রকাশিনী।
ভঙ্গিনী সর্ব্বভাবানাং ভাবিনী ভবভোগিনাং। ১৪।
নাস্তমেতি নচোদেতি নোত্তিষ্ঠতি ন তিষ্ঠতি।
নচ যাতি নচায়াতি নচেহ নচ নেহ চিৎ। ১৫।

সকল অমল সংসারে আত্ম-প্রদর্শন করিয়া থাকেন,—অর্থাৎ জ্ঞানীরা চিৎ-বিবর্ত্ত সংসার অবগত আছেন। ১০।

যেরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ—বুদ্‌বুদাদি নানারূপে প্রকাশিত হইলেও জল, তরঙ্গ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ সেই ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জগৎ প্রকাশিত হইতে পারে না। ১১। যেরূপ সমুদ্রে তরঙ্গাদি নানা প্রকার প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ চিৎসমুদ্রে (তুমি, আমি, স্ত্রী, পুরুষ) ইত্যাদি, নানাপ্রকার তরঙ্গস্বরূপ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সে সকল, চিৎ হইতে ভিন্ন নহে। ১২। সেই চিৎ, (এক হইলেও) অজ্ঞানীর নিকটে সত্যস্বরূপে এই সংসারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ; কিন্তু জ্ঞানবানের নিকটে (তিনি) সকলের আত্মাস্বরূপ এক ব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশিত। ১৩। অনুভববশতঃ সেই চিৎ, নিত্যকাল কর্ম্মাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন ; তিনি সকল-পদার্থ-বিনাশক, এবং সংসারভোগীদিগের ভাববিধায়ক। ১৪।

(সেই ব্রহ্ম) অদৃশ্য হন না, উদয় হন না, উত্থিত হন না, স্থিতি করেন না, এবং কোন স্থানে গমনাগমন করেন না ; তিনি কোন স্থানে

.. াকারা স্বয়মাত্মনি সংস্থিতা ।
..ংং প্রপঞ্চেন জগন্নাম্না বিজৃম্ভতে । ১৬ ।
স্বস্বভাবেন চিন্নাম্না সর্ব্বগেনোদিতাত্মনা ।
প্রকাশেনাপ্রকাশেন নিরংশেনাংশধারিণা । ১৭ ।
স্বয়ং স্বকলনাযোগাদনন্তং পদমুজ্‌ঝতা ।
অয়মস্মীতি ভাবেন গচ্ছতাজ্ঞপদং শনৈঃ । ১৮ ।
নানাতায়াং প্ররূঢ়ায়ামস্যাং সংস্মৃতিপূর্ব্বকং ।
ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গপদে স্থিতিমুপাগতা । ১৯ ।
পর্য্যষ্টকং স্পন্দশতৈঃ করোতি ন করোতি চ ।
ইত্থং স্থিরচরাকারাঃ সংসারাবলয়োঽভিতঃ ।
স্বভাবাৎ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বে পুনরায়ান্তি যান্তি চ । ২০ ।

আছেন, এমন নহে, এবং কোন স্থানে নাই এমনও নহেন । ১৫ । হে রাঘব! সেই চিদ্‌ব্রহ্ম আকারশূন্য হইয়া আপনাতে আপনি অবস্থিতি করিলেও জগৎ নামে প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন । ১৬ । স্বকীয় স্বভাব দ্বারা সর্ব্বদা উদয় প্রাপ্ত, সর্ব্বগত, প্রকাশরূপ নিরাকার ব্রহ্ম, সংকল্প দ্বারা মায়াশ্রয় পূর্ব্বক অবয়বশূন্য হইলেও প্রকাশরূপ, এবং (উপাধি দ্বারা) অবয়ববিশিষ্ট হইয়াও অপ্রকাশ বস্তু হইয়া থাকেন । ১৭ । তিনি স্বয়ং সংকল্প দ্বারা অনন্তপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক "এই পুরুষ আমি" এইরূপে অজ্ঞপদ প্রাপ্ত হইয়া নানা বস্তু হইয়া থাকেন । ১৮ ।

অনিত্য বস্তুকে স্মরণ করিয়া তিনি নানারূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া ভাব, অভাব, গ্রহণ ও উৎসর্গ পদে স্থিতি করিয়া থাকেন । ১৯ । পুর্য্যষ্টক—স্থূলশরীর ক্রিয়াশত দ্বারা (উপাধিস্থ জীবরূপে) সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু (ব্রহ্মরূপে) কিছুই করেন না, এইরূপে ব্রহ্ম হইতে স্থাবরজঙ্গমবিশিষ্ট সংসারসমূহ

ব্যোমন্যেব নিরাভাসে নিদাঘাৎ সরিতোযথা।
লক্ষ্যন্তে তদ্বদেবেমাশ্চিত্তত্বে সৃষ্টিদৃষ্টয়ঃ । ২১।
যথা মদবশাদাত্মা সোঽন্যবৎ প্রতিভাসতে।
তথৈব চিত্ত্বাচ্চিদ্ধাতুঃ সএবান্য ইব স্থিতঃ। ২২।
যেন শব্দং রসং রূপং গন্ধং জানাসি রাঘব।
সোঽয়মাত্মা পরং ব্রহ্ম সর্ব্বমাপূর্য্য তিষ্ঠতি। ২৩।
ব্রহ্মৈবেদং স্থিরং রামামলমস্তীহ নেতরৎ।
তরঙ্গোগ্রগণৈরম্ভঃ সিন্ধোঃ স্ফুরতি নো রজঃ। ২৪।
দ্বিতীয়া কল্পনৈবেহ ন রঘূদ্বহ বিদ্যতে।
ব্রহ্মমাত্রাদৃতে বহ্নাবৌষ্ণমাত্রাদৃতে যথা। ২৫।

স্বভাবতঃ চতুর্দ্দিকে আগমন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাতে অবস্থান করিয়া থাকে। ২০। নিদাঘ নিবন্ধন সরিতের ন্যায়, আভাসশূন্য আকাশে চিদ্‌ব্রহ্মের এই সৃষ্টিদৃষ্টি লক্ষিত হইয়া থাকে। ২১। যেরূপ মত্ততা প্রযুক্ত (নিজের) আত্মাকে অপর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ চিৎ-বিধাতা এক হইয়াও অন্যের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন,—অর্থাৎ যদিও ব্রহ্মের বিষয়োন্মুখ ভেদ না থাকাতে জীবের ন্যায় তিনি স্থিতি করিয়া থাকেন, কিন্তু উপাধিভেদপ্রযুক্ত একচন্দ্রে অজ্ঞানী ব্যক্তির দ্বিচন্দ্র বোধের ন্যায়, তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ২২। হে রাঘব! যে বিজ্ঞানপ্রভাবে তুমি শব্দ, রস, রূপ ও গন্ধ জানিতে পারিতেছ, সেই বিজ্ঞানাত্মপর ব্রহ্ম, সকল জগৎ পূর্ণ করিয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। ২৩। হে রাম! ব্রহ্ম ইতর পদার্থ নহেন, তাঁহাকে স্থির অমল পদার্থ বলিয়া জানিবে; উত্তাল তরঙ্গ দ্বারা যেরূপ সিন্ধু-সলিলের স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, (তরঙ্গাদি) রজঃ-স্বরূপ প্রকাশিত হয় না, জগৎও সেই প্রকার। ২৪। যেরূপ কেবল মাত্র উষ্ণতা ব্যতিরেকে স্পর্শ দ্বারা

আদৌ শমদমপ্রায়ৈর্গুণৈঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ।
পশ্চাৎ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম শুদ্ধং খমিব বোধয়েৎ। ২৬।
অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানরকজালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ। ২৭।
প্রবুদ্ধবুদ্ধেঃ প্রক্ষীণভোগেচ্ছস্য নিরাশিষঃ।
নাস্ত্যবিদ্যামলমিতি তাদৃশো রামগোচরঃ। ২৮।
সতি দীপ ইবালোকঃ সত্যর্ক ইব বাসরঃ।
সতি পুষ্প ইবামোদশ্চিতি সত্যং জগত্তথা। ২৯।
প্রতিভাসত এবেদং জগন্ন পরমার্থতঃ। ৩০।

অনলের অন্য গুণ জানিতে পারা যায় না, হে রঘূদ্বহ! এই জগতে সেইরূপ ব্রহ্মের দ্বিতীয় কল্পনা নাই। ২৫। সর্ব্বাগ্রে শিষ্যকে শমদমাদি গুণ দ্বারা প্রবোধিত করা গুরুর কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ শুদ্ধ আকাশের ন্যায় সকল পদার্থই ব্রহ্মময়, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ২৬।

যিনি অর্দ্ধজ্ঞানবিশিষ্ট অজ্ঞানিকে সকলই ব্রহ্মময় এই উপদেশ দিয়া থাকেন, তিনি উহাকে মহা নরকজালে নিবদ্ধ করিয়া থাকেন। ২৭। যাঁহার ভোগ-বাসনা ক্ষয় পাইয়াছে, যাঁহার বুদ্ধি ব্রহ্মান্বেষণে তৎপর, যিনি নিষ্কাম, (উপদেশ প্রদান করিলে) তাঁহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবং সেই প্রকার ব্যক্তিই ব্রহ্মলাভের উপযুক্ত। ২৮। যেরূপ দীপ-প্রকাশে আলোক, দিবাকর-প্রকাশে দিন, এবং কুসুমবিকাশে সৌরভ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সত্য ব্রহ্ম পদার্থের সত্তাতেই এই জগৎ, সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২৯।

যদিও এই জগৎ কেবল প্রতিবিম্বমাত্রে প্রকাশ পাইয়া থাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক, উহা বস্তু নহে। ৩০।

রাম উবাচ।

ক্ষীরোদকুল্যাতুল্যাভিঃ শীতলামলদীপ্তিভিঃ।
ত্বদ্বোক্তিভি র্বিচিত্রাভি র্গম্ভীরাভিঃ প্রবোধিতঃ। ৩১।
ক্ষণং মান্দ্যমবাপ্নোমি ক্ষণং যামি প্রবোধতাং।
শীতাতপনবপ্রাবৃট্‌লোলাভ্র ইব বাসরঃ। ৩২।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য সর্ব্বস্যৈকস্য ভাস্বরা।
অনস্তমিতসারস্য কলনা কথমাগতা। ৩৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথা ভূতার্থবাক্যার্থাঃ সর্ব্বাএব মমোক্তয়ঃ।
নাসমর্থা বিরুদ্ধার্থাঃ পূর্ব্বাপরবিরোধিনঃ। ৩৪।
জ্ঞানদৃষ্টৌ প্রসন্নায়াং প্রবোধে বিততোদয়ে।
যথাবজ্জ্ঞাস্যসি স্বস্থো মদুক্তেশ্চ বলাবলং। ৩৫।

রাম কহিলেন;—স্নিগ্ধ, অমলদীপ্তিশালি, ক্ষীরসমুদ্রতুল্য, আপনার চমৎকার গম্ভীর বাক্য দ্বারা আমি প্রবোধিত হইলাম। ৩১। (কিন্তু) নববর্ষা-সমাগমে দিন যেরূপ শীতাতপবিশিষ্ট চঞ্চল মেঘ-সংযোগে ক্ষণে মন্দ, এবং ক্ষণে উত্তম বলিয়া অনুভূত হয়, তাহার ন্যায় আমার নিকটে (আপনার) উক্তি, ক্ষণে মন্দ ও ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃষ্ট-জ্ঞান-বিবর্দ্ধিনী বলিয়া বোধ হই-তেছে। ৩২।

(অতএব) অনন্ত, অপ্রমেয়, সর্ব্বস্বরূপ, অন্তশূন্য, সার, পূর্ণ ব্রহ্মে এই জগৎ-কল্পনা, কিরূপে হইয়া থাকে, (তাহা আমাকে বলিয়া দিউন)। ৩৩। বশিষ্ঠ কহিলেন,—আমার সকল কথাকেই যথার্থ অর্থযুক্ত বলিয়া জানিবে; উহা (বাস্তবিক) অসঙ্গতার্থ, বিরুদ্ধার্থ, বা পূর্ব্বাপরবিরোধী নহে।৩৪। তোমার জ্ঞানদৃষ্টি নির্ম্মল ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, তুমি স্বভাবস্থ হইয়া আমার

অবিদ্যয়ৈবোত্তময়া স্বাত্মনাশোদ্যমোত্থয়া।
বিদ্যা সা প্রাপ্যতে রাম সর্ব্বদোষাপহারিণী। ৩৬।
শাম্যতি হ্যস্ত্রমস্ত্রেণ মলেন ক্ষাল্যতে মলং।
সমং বিষং বিষেণৈতি রিপুণা হন্যতে রিপুঃ। ৩৭।
ঈদৃশী ভূতমায়েয়ং স্বাত্মনাশেন হর্ষদা।
ন লক্ষ্যতে স্বভাবোঽস্যাঃ প্রেক্ষমাণা বিনশ্যতি। ৩৮।
নাস্ত্যেষা পরমার্থেনেত্যেবং ভাবনয়েদ্ধয়া।
জ্ঞোভূত্বা জ্ঞেয় সংপ্রাপ্ত্যা জ্ঞাস্যস্যস্যাত্মমাশয়ং। ৩৯।
যাবত্তু ন প্রবুদ্ধস্ত্বং তাবন্মদ্বচসৈব তে।
নিশ্চয়ো ভবতুদ্দামো নাস্ত্যবিদ্যেতি নিশ্চলঃ। ৪০।

বাক্যের বলাবল অবগত হইতে পারিবে। ৩৫। হে রাম! উত্তম অবিদ্যা আত্মনাশের কারণস্বরূপ, এই অবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বদোষবিনাশিনী বিদ্যা লব্ধ হইয়া থাকে। ৩৬। যেরূপ এক অস্ত্র দ্বারা অন্য অস্ত্র বিনষ্ট হয়, যেরূপ মল অর্থাৎ—ক্ষার দ্বারা অন্য মল নষ্ট হয়, যেরূপ বিষ দ্বারা অন্য বিষ শান্তি পাইয়া থাকে, যেরূপ এক রিপু দ্বারা অন্য রিপু শাসিত হয়, (সেই-রূপ এক অবিদ্যা দ্বারা অন্য অবিদ্যা নাশ পাইয়া থাকে)। ৩৭। এই মায়া এই প্রকার, ইহা আত্ম-বিনাশ-সময়েও হর্ষ প্রদান করিয়া থাকে, যদিও ইহার স্বভাব জানা যায় না, কিন্তু যিনি এই মায়াকে দেখিতে পান, তাঁহার নিকটে ইহা বিনাশ পাইয়া থাকে। ৩৮। "বাস্তবিক মায়া নাই," তুমি এইরূপ প্রদীপ্ত ভাবনা দ্বারা জ্ঞানী হইয়া, জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রাপ্তি দ্বারা মায়ার আশয় বুঝিতে পারিবে। ৩৯। (হে রাম!) যে কাল পর্য্যন্ত তুমি জ্ঞানী হইতে না পার, তাবৎকাল আমার কথাক্রমে মিথ্যা অবিদ্যা নাই' তোমার এইরূপ নিশ্চয় হউক। ৪০।

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যস্যান্তর্ভাবনা স হি মুক্তিভাক্।
ভেদদৃষ্টিরবিদ্যেয়ং সর্ব্বথা তাং বিবর্জ্জয়েৎ। ৪১।
অবিদ্যাসরিতঃ পারমাত্মলাভাদৃতে কিল।
রাম নাসাদ্যতে তদ্ধি পদমক্ষয়মুচ্যতে। ৪২।
কুতো জাতেয়মিতি তে রাম মাস্তু বিচারণা।
ইমাং কথমহং হন্মীত্যেষা তেঽস্তু বিচারণা। ৪৩।
অস্তং গতায়াং ক্ষীণায়ামস্যাং জ্ঞাস্যসি রাঘব।
যত এষা যথা চৈষা যথা নষ্টেত্যখণ্ডিতং। ৪৪।
তদস্যা রোগশালায়া যত্নং কুরু চিকিৎসনে।
যথৈষা জন্মদুঃখেষু ন পুনস্ত্বাং নিযুজ্যতে। ৪৫।

সকলই ব্রহ্ম যাঁহার অন্তরে এইরূপ ভাবনা, তিনি মুক্তি পাইয়া থাকেন; যে অবিদ্যা, (আমি, তুমি, জগৎ) ইত্যাদি ভেদ দৃষ্টি ঘটাইয়া থাকে, তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করা উচিত। ৪১। হে রাম! ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অবিদ্যা নদী পার হইবার অন্য উপায় নাই, অবিদ্যা পার হইলে অক্ষয় ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। ৪২। হে রামচন্দ্র! এই মায়া কোথা হইতে জন্মিয়াছে, তোমার এরূপ বিচার না হউক; (কিন্তু) কিরূপে আমি এই মায়া বিনাশ করিব, এইরূপ বিচার হওয়াই (তোমার উচিত)। ৪৩।

হে রাঘব! এই অবিদ্যা ক্ষীণ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হইলে কোথা হইতে কি প্রকারে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটে, তাহা অখণ্ডিতরূপে জানিতে পারিবে; (কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত অবিদ্যার নাশ না হয়, তাবৎ জানিতে পারিবে না)। ৪৪। অতএব, রোগের গৃহস্বরূপ অবিদ্যার চিকিৎসার জন্য যত্ন কর এবং সেই অবিদ্যা যাহাতে পুনর্ব্বার তোমাকে জন্মযন্ত্রণা প্রদান করিতে না পারে, তাহার জন্য যত্নবান্ হও। ৪৫।

আত্মন্যেবাত্মনা ব্যোম্নি যথা সরতি মারুতঃ।
তথেচ্ছাত্মা স্বশক্ত্যৈব স্বাত্মন্যেবৈতি লোলতাং। ৪৬।
স্বাত্মনি স্বপরিস্পন্দৈঃ স্ফুরত্যন্তশ্চিদর্ণবঃ।
একাত্মকমখণ্ডং তদিত্যন্ত র্ভাব্যতাং দৃঢ়ং। ৪৭।
কিঞ্চিৎ ক্ষুভিতরূপা সা চিচ্ছক্তি শ্চিন্মহার্ণবে।
তন্ময়েব স্ফুরত্যচ্ছা তত্রৈবোর্ম্মিরিবার্ণবে। ৪৮।
ক্ষণং স্ফুরন্তী সা দেবী সর্ব্বশক্তিতয়া তয়া।
দেশকালক্রিয়াশক্তির্বা যস্যাঃ সংপ্রকর্ষতি। ৪৯।
স্বং স্বং ভাবং বিদিত্বোচ্চৈ রপ্যনন্তপদং স্থিতা।
রূপং পরিমিতেবাসৌ ভাবয়ত্যবিভাবিতা। ৫০।
যদৈব ভাবিতং রূপং তয়া পরমকান্তয়া।
তদৈবৈনামনুগতা নামসংখ্যাদিকাদৃশঃ। ৫১।

বায়ু যেমন আকাশে আপনি গমন করে, সেইরূপ আত্মা, নিজশক্তি দ্বারা আত্মাতে আপনিই চঞ্চলভাব ধারণ করিয়া থাকে। ৪৬।

চিৎস্বরূপ সমুদ্র, স্বকীয় আত্মাতে নিজ পরিস্পন্দন দ্বারা অন্তরে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, তুমি অখণ্ড সেই একাত্ম ব্রহ্মকে অন্তরে দৃঢ় ভাবনা করিতে থাক। ৪৭। সমুদ্রে যেরূপ তরঙ্গ প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় চিৎস্বরূপ মহাসমুদ্রে নির্ম্মল-শক্তি-বিশিষ্ট চিচ্ছক্তি কিঞ্চিৎ ক্ষুভিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৪৮। সর্ব্বশক্তিত্ব প্রযুক্ত সেই চিদ্রূপশক্তি, ক্ষণকালমধ্যে প্রকাশিত হইয়া দেশ-কাল-ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ৪৯। সেই চিৎ-শক্তি, স্বকীয় রূপ স্বয়ং জানিতে পারিয়া অনন্তপদে স্থিতি পূর্ব্বক অভাবিত হইলেও পরিমিতের ন্যায় হইয়া ভাবনা করিয়া থাকেন। ৫০।

যখন সেই চিৎ-শক্তি পরম কান্তরূপ ভাবনা করেন, তখন নামসংখ্যাদি মায়াদৃষ্টি, তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকেন। ৫১।

বিকল্পকলিতাকারং দেশকালক্রিয়াস্পদং।
চিতোরূপং মহাবাহো ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি কথ্যতে। ৫২।
বাসনাং কলয়ন্ সোপি যাত্যহঙ্কারতাং পুনঃ।
অহঙ্কারো বিনির্ণেতা কলঙ্কী বুদ্ধিরুচ্যতে। ৫৩।
বুদ্ধিঃ সংকল্পকলিতা প্রযাতি মননাস্পদং।
মনসোনির্বিকল্পস্তু গচ্ছতীন্দ্রিয়তাং শনৈঃ। ৫৪।
পাণিপাদময়ং দেহমিন্দ্রিয়াণি বিদুর্বুধাঃ।
এবং জীবোহি সংকল্পবাসনারজ্জুবেষ্টিতঃ। ৫৫।
দুঃখজালপরীতাত্মা ক্রমাদায়াতি চিত্ততাং
ইতি শক্তিময়ঞ্চেতো ঘনাহঙ্কারতাং গতং। ৫৬।
কোষকারক্রিমিরিব স্বেচ্ছয়া যাতি বন্ধনং।
স্বসংকল্পিততন্মাত্রজালাভ্যন্তরবর্ত্তি চ। ৫৭।

হে মহাবাহো! সেই চিচ্ছক্তি, বিকল্পকলিতাকার এবং দেশকালক্রিয়ার আস্পদ; উঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকে;—অর্থাৎ ইহাই প্রতিবিম্বরূপ জীবাত্মা বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত। ৫২। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ, বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া অহঙ্কাররূপ ধারণ করেন; অহঙ্কার, নির্ণয়-কর্ত্তা হইয়া, মলিনবুদ্ধি হইয়া থাকে। ৫৩।

বুদ্ধি, সংকল্পবিশিষ্ট হইলে মন হইয়া থাকে; মনের নির্বিকল্পই ইন্দ্রিয় রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৫৪। (আবার সেই) ইন্দ্রিয়, হস্তপদবিশিষ্ট দেহ হইয়া থাকে; এইরূপে জীব, বাসনারজ্জুতে পরিবেষ্টিত হয়। ৫৫।

সেই জীব, দুঃখজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্রমে চিত্তরূপী হইয়া থাকে, এবং এই শক্তিবিশিষ্ট চিত্ত হইতেই ঘন অহঙ্কার প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৫৬। (এই প্রকারে চিত্ত ঘন অহঙ্কাররূপী হইয়া) কোষকার ক্রিমির ন্যায় আত্মকৃত

পরাং বিরসতামেতি শৃঙ্খলাবদ্ধসিংহবৎ। ৫৮।
ক্বচিন্মনঃ ক্বচিদ্বুদ্ধিঃ ক্বচিজ্ জ্ঞানং ক্বচিৎ ক্রিয়া।
ক্বচিদেতদহঙ্কারঃ ক্বচিৎ পুর্য্যষ্টকং মতং। ৫৯।
ক্বচিৎ প্রকৃতিরিত্যুক্তং ক্বচিন্মায়েতি কল্পিতং।
ক্বচিদর্থ ইতি জ্ঞাতং ক্বচিচ্চিত্তমিতি স্ফুটং। ৬০।
প্রোক্তং ক্বচিদবিদ্যেতি ক্বচিদিচ্ছেতি সম্মতং। ৬১।
ইদং সংসারমখিলমাশাপাশবিধায়কং।
দধদন্তঃফলৈর্হীনং বটধানা বটং যথা। ৬২।
চিন্তানলশিখাদগ্ধং কোপাজাগরচর্ব্বিতং।
কামাব্ধিকল্লোলহতং বিস্মৃতাত্মপিতামহং। ৬৩।

বাসনা দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং আত্মসংকল্পিত জগদ্বস্তু সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করে। ৫৭। (এইরূপে বিষয়-মধ্যবর্ত্তী চিত্ত) শৃঙ্খলবদ্ধ সিংহের ন্যায় বদ্ধ হইয়া বিরসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৮। সেই চিত্ত কখন মন, কখন বুদ্ধি, কখন জ্ঞান, কখন ক্রিয়া, কখন অহঙ্কার, এবং কখন স্থূলদেহ ধারী জীব হইয়া থাকে। ৫৯। ইহা কখন প্রকৃতি, কখন মায়াকল্পিত; কখন ইহা অর্থরূপে জ্ঞাত, কখন (নিজরূপে) ব্যক্ত হইয়া থাকে। ৬০।

লোকে কখনও ইহাকে অবিদ্যা, কখনও ইচ্ছা বলিয়া থাকে। ৬২। যেরূপ বটবৃক্ষ বটধানকে ধারণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মন, যাবতীয় আশা-পাশ-বিধায়ক অন্তঃফলশূন্য অখিল সংসারকে ধারণ করিয়া থাকে। ৭২। মন, (যদিও সর্ব্বদা) চিন্তানলে দগ্ধ, ক্রোধরূপ সর্প দ্বারা চর্ব্বিত, এবং কাম-সমুদ্র-কল্লোলে হত হইয়া থাকে, তথাপি ইহা নিজ পিতামহ ব্রহ্মকে (পর্য্যন্ত) বিস্মৃত হইয়া থাকে। ৬৩।

সমুদ্ধর মনো রাম মাতঙ্গমিব কর্দ্দমাৎ। ৬৪।
জনজরামরণবিষাদমূর্চ্ছিতে শুভাশুভপ্রসবপরাহতাকৃতৌ।
দয়েহ নাত্র মনসি যস্য জায়তে নরাকৃতির্জগতি রাম স রাক্ষসঃ
[। ৬৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং জীবাশ্চিতো ভাবা ভাবভাবনয়া স্থিতাঃ
ব্রহ্মণঃ কলিতাকারাৎ লক্ষাশাপ্যথ কোটিশঃ। ৬৭।
সংখ্যাতীতাঃ পুরা জাতা জায়ন্তে হৃদ্যাপি চাভিতঃ।
উৎপৎস্যন্তে তথৈবান্যে কণৌঘা ইব নির্ঝরাৎ। ৬৭।
কেচিৎ প্রথমজন্মানঃ কেচিজ্জন্মশতাধিকাঃ।
কেচিচ্চাসংখ্যজন্মানঃ কেচিৎ দ্বিত্রিভবান্তরাঃ। ৬৮।

যেরূপ লোকে মহাপঙ্ক হইতে হস্তীকে উদ্ধার করে, তাহার ন্যাহয়ে রাম! তুমি অন্তঃকরণের উদ্ধার সাধন কর। ৬৪। হে রামচন্দ্র! জরা, মৃত্যু এবং বিষাদ দ্বারা মূর্চ্ছিত, শুভাশুভ ফল দ্বারা দুঃখিত অন্তঃকরণের প্রতি যাহার করুণাসঞ্চার না হয়, পৃথিবীতে সেই ব্যক্তিকে নরাকার রাক্ষস বলিয়া জানিও। ৬৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—এই প্রকার সংকল্পযুক্ত চিত্ত, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জীব পদার্থরূপ কোটী কোটী, লক্ষ লক্ষ জীব-ভাবনা দ্বারা স্থিতি করিয়া থাকে। ৬৬। পূর্ব্বে এই প্রকারে অসংখ্য জীব জন্মিয়াছিল, এখনও জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবং পরেও জন্মগ্রহণ করিবে; যেরূপ নির্ঝর হইতে জলকণা নিঃসৃত হইতেছে,হইয়াছে,ও হইবে, সেইরূপ জীব জন্মের সংখ্যা নাই। ৬৭। (জীবদিগের মধ্যে) কতকগুলি প্রথমে জন্মিয়াছে,কাহার কাহারও শত জন্মেরও অধিক জন্ম দাঁড়াইয়াছে, কাহার কাহারও অসংখ্য জন্ম হইয়াছে; কেহ কেহ বা দুই তিন জন্ম লাভ করিয়াছে। ৬৮।

কেচিৎ কিন্নরগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরমহোরগাঃ।
কেচিদর্কেন্দুবরুণত্র্যক্ষাধোক্ষজপদ্মজাঃ। ৬৯।
কেচিদ্ব্রাহ্মণভূপালবৈশ্যশূদ্রগণাঃ স্থিতাঃ।
কেচিত্তৃণৌষধীপত্রফলফুল্ললতাঙ্ককাঃ। ৭০।
কেচিৎ কদম্বজম্বীরশালতালতমালকাঃ।
কেচিন্মহেন্দ্রমলয়সহ্যমন্দরমেরবঃ। ৭১।
কেচিৎ ক্ষারদধিক্ষীরঘৃতেক্ষুজলরাশয়ঃ।
কেচিদ্বিশালাঃ ককুভঃ কেচিন্নদ্যো মহারয়াঃ। ৭২।
বিহরন্ত্যুচ্চকৈঃ কেচিন্নিপতন্ত্যুৎপতন্তি বা।
কন্দুকা ইব হস্তেন মৃত্যুনাবিরতং হতাঃ। ৭৩।

কেহ কেহ কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর এবং মহাভুজঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কেহ কেহ বা সূর্য্য,চন্দ্র,বরুণ,ত্রিলোচন,বিষ্ণু,ও ব্রহ্মা রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।৬৯। কেহ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজা,কেহকেহ বৈশ্য,এবং কেহ কেহ শূদ্র জন্মলাভ করিয়াছেন; কেহ কেহ তৃণ,ওষধি,পত্র,পুষ্প ও লতাদিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ৭০। কেহ কেহ বা কদম্ব, জম্বীর, শাল, তাল ও তমালরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং কেহ কেহ বা মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, মন্দার, এবং সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতরূপী হইয়াছে। ৭১। কেহ কেহ লবণ সমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র প্রভৃতি সমুদ্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এবং কেহ কেহ বা বিস্তৃত দিক্‌সকল এবং মহাবেগবতী নদীরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ৭২।

কেহ কেহ উচ্চে বিহার করিতেছে, এবং কেহ কেহ কন্দুকের ন্যায় (মৃত্যু কর্ত্তৃক) চালিত হইয়া, কখন উর্দ্ধগত, ও কখন নিম্নে পতিত হইতেছে। ৭৩।

ভুক্ত্বা জন্মসহস্রাণি ভূয়ঃ সংসারকোটরং।
পতন্তি কেচিদবুধাঃ সংপ্রাপ্যাপি বিবেকিতাং। ৭৪।
অবিরতনিয়মাততা স্থিতোচ্চৈর্ভবতি বিনশ্যতি বৰ্দ্ধতে মুধৈব।
ত্রিভুবনরচনাবিমোহমায়াপরমপদে লহরীব বারিরাশৌ। ৭৫।

শ্রীরাম উবাচ।

জীবো মনঃ পদং প্রাপ্য বিরিঞ্চিপদমাগতঃ।
যথা ব্রহ্মন্ তথা বিশ্বং বিস্তরেণ বদাশু মে। ৭৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ব্রাহ্ম্যং শৃণু মহাবাহো শরীরগ্রহণক্রমং।
নিদর্শনেন তেনৈব জাগতীং জ্ঞাস্যসি স্থিতিং। ৭৭।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নমাত্মতত্ত্বং স্বশক্তিতঃ।
লীলয়ৈব যদাদত্তে দিক্কালকলিতং বপুঃ। ৭৮।

কোন কোন অজ্ঞানী ব্যক্তি, সহস্র ভোগ করিয়া বিবেক প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার সংসারকোটরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। ৭৪। সমুদ্র লহরীর ন্যায় এই বিস্তৃত মায়া, পর ব্রহ্মে মিথ্যারূপে স্থিতি করিয়া ত্রিভুবন-রচনা করে, উচ্চতা প্রাপ্ত হয়, এবং নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৫।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে ব্রহ্মন্! জীব, মনের পদবী প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকারে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং যে প্রকারে বিশ্ব পদবীতে পদার্পণ করে, আমাকে তাহা শীঘ্র বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়া দিউন। ৭৬।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে মহাবাহো! যে প্রকারে ব্রহ্মার শরীর গ্রহণ হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি,শ্রবণ কর; তুমি ইহা জানিতে পারিলে, জগতের স্থিতি জানিতে পারিবে। ৭৭। যে পরম ব্রহ্মের দিক্কালাদিতে অবচ্ছেদ নাই, সেই ব্রহ্ম, স্বকীয় লীলা ও শক্তির সাহায্যে দিক্কালাদির স্বরূপ শরীর

তদৈতজ্জীবপর্য্যায়ং বাসনাবেশতঃ পরং।
মনঃ সম্পদ্যতে লোলং কলনাকলনোন্মুখং। ৭৯।
কলয়ন্তী মনঃশক্তিরাদৌ ভাবয়তি ক্ষণাৎ।
আকাশভাবনাগচ্ছাং শব্দবীজরসোন্মুখীং। ৮০।
ততস্তদ্‌ঘনতাং যাতং ঘনস্পন্দং ক্রমান্মনঃ।
ভাবয়ত্যনিলং স্পন্দং স্পর্শবীজরসোন্মুখীং। ৮১।
তাভ্যাং আকাশবাতাভ্যাং দৃঢ়াভ্যাসবশাত্ততঃ।
শব্দস্পর্শস্বরূপাভ্যাং সংঘর্ষাজ্জায়তেঽনলঃ। ৮২।
মনস্তাদৃক্ গুণগতং রসতন্মাত্রবেদনং।
ক্ষণাচ্চেততত্যপাং শৈত্যং জলসম্বিত্ততো ভবেৎ। ৮৩।
ততস্তাদৃক্ গুণঘনং মনো ভাবয়তি ক্ষণাৎ।
গন্ধতন্মাত্রমেতস্মাদ্ভূমিসম্বিত্ততো ভবেৎ। ৮৪।

ধারণ করিয়া থাকেন। ৭৮। তাহার পর বাসনার বশবর্ত্তী হইলে, জীব নাম ধারণ করিয়া থাকেন; জীবরূপী সংকল্প, উন্মুখতা প্রাপ্ত হইলে চঞ্চল মনের উৎপত্তি হয়। ৭৯। সেই মনঃশক্তি, প্রথমতঃ আকাশ ভাবনা করেন, সেই নির্ম্মল আকাশ ভাবনার দ্বারা শব্দবিশিষ্ট আকাশ হইয়া থাকে। ৮০।

তাহার পর আকাশ ভাবনা, ঘন ঘন হওয়াতে স্পর্শযুক্ত বায়ু প্রকাশ পায়। ৮১। দৃঢ় অভ্যাসবশতঃ শব্দস্পর্শস্বরূপ আকাশ বায়ু দ্বারা সংঘর্ষণ নিবন্ধন অগ্নি প্রকাশ পায়। ৮২। মন সেই সকল আকাশাদির গুণ গ্রহণ করেন; রসজ্ঞাননিপুণ মন, ক্ষণকালমধ্যে জলের শৈত্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতেই সরস জলের উৎপত্তি হয়। ৮৩। তদনন্তর সেই সকল গুণ ভাবনা করিয়া মন, গন্ধ তন্মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, সেই গন্ধ হইতে ভূমি সৃষ্টি হয়। ৮৪।

অথেত্থং ভূততন্মাত্রবেষ্টিতং তনুতাং জহৎ।
বপুর্বহ্নিকণাকারং স্ফুরিতং ব্যোম্নি পশ্যতি। ৮৫।
অহঙ্কারকলাযুক্তং বুদ্ধিবীজসমন্বিতং।
তৎপুর্য্যষ্টকমিত্যুক্তং ভূতকৃৎ পদ্মষট্‌পদং। ৮৬।
তস্মিংস্তু তীব্রযোগাত্তদ্ভাবয়দ্ভাস্বরং বপুঃ।
স্থূলতামেতি পাকেন মনোবিল্লফলং যথা। ৮৭।
মূষাস্থদ্রুতহেমাভং স্ফুরিতং বিমলাম্বরে।
সন্নিবেশ মথাদত্তে তত্তেজঃ স্বস্বভাবতঃ। ৮৮।
ঊর্দ্ধে শিরঃ পীঠময়মধঃপাদময়ং তথা।
পার্শ্বয়োর্হস্তসংস্থানং মধ্যে চোদরধর্ম্মিণং। ৮৯।
কালেন স্ফুটতামেত্য ভবত্যমলবিগ্রহঃ। ৯০।

এই প্রকারে পঞ্চভূত দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সূক্ষ্মতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মন, আকাশে বহ্নিকণার ন্যায় দীপ্ত হইয়া দৃশ্য হইয়া থাকে। ৮৫। পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারবিশিষ্ট বুদ্ধিবীজযুক্ত পুর্য্যষ্টক নামে যে ভূতকৃৎ জীবহৃদয়, তাহাকেই পদ্মের ভ্রমর তুল্য বলিয়া জানিবে। ৮৬।

মন, এই পুর্য্যষ্টকের তীব্র সংযোগ দ্বারা দীপ্তিমান্ দেহকে ভাবনা করিয়া পরিপক্ক বিল্বফলের ন্যায় স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮৭। (অগ্নির উত্তাপে) পাত্রস্থ গলিত স্বর্ণের যেরূপ দীপ্তি বিকাশ হয়, তাহার ন্যায় আপনার স্বভাবানুসারে সেই তেজ নির্ম্মল আকাশে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ৮৮। সেই শরীর, উর্দ্ধে মস্তক ও পীঠবিশিষ্ট, এবং অধোদেশে পাদযুক্ত হইয়া থাকে; তাহার দুই পার্শ্বে হস্তস্থিতি এবং মধ্যে উদরসন্নিবেশ। ৮৯। সেই শরীর যথাকালে স্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল কান্তি ধারণ করে। ৯০।

বুদ্ধিসত্ত্ববলোৎসাহ বিজ্ঞানৈশ্বর্য্যসংস্থিতঃ।
স এব ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ। ৯১।
অবলোক্য পুনর্ব্রহ্মা কান্তমাত্মীয়মুত্তমং।
চিন্তামভ্যেতি ভগবাংস্ত্রিকালামলদর্শনঃ। ৯২।
এতস্মিন্ পরমাকাশে চিন্ময়ৈকাত্মরূপিণি।
অদৃষ্টপারপর্য্যন্তে প্রথমং ভুকিমদিতি। ৯৩।
ইতি চিন্তিতবান্ ব্রহ্মা সদ্যাজাতোহমলাত্মদৃক্।
সংপশ্যন্ সর্গবৃন্দানি সমতীতান্যনেকশঃ। ৯৪।
স্ফুরত্যভ্যাসসকলান্ বর্ণধর্ম্মগুণক্রমান্।
লীলয়া কল্পয়ত্যেষ চিত্রাঃ সংকল্পিতাঃ প্রজাঃ। ৯৫।
নানাচারসমারম্ভং গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তাসাং স্বর্গাপবর্গার্থং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে। ৯৬।

এই শরীর বুদ্ধি, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ, বিজ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট হইয়া সকলের পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মারূপে প্রকাশিত হন। ৯১। ত্রিকাল-নির্ম্মলদৃষ্টি ব্রহ্মা, পুনর্ব্বার আপনার কান্তিবিশিষ্ট শরীর দেখিয়া এই চিন্তা করিলেন। ৯২। যে চিদাত্মস্বরূপ এই পরমাকাশের সীমা কেহ দর্শন করেন নাই, অতএব, ইহার প্রথমে কি হইয়াছিল, (জানা যাউক)। ৯৩। ব্রহ্মা জন্মিবামাত্র এই চিন্তা করিয়া, (নির্ম্মল আত্মজ্ঞান দ্বারা) অতীত সর্গসমূহ অনেক বার দর্শন করিলেন। ৯৪। (তিনি) আপনার পূর্ব্বসৃষ্টি জানিয়াও লীলা-প্রভাবে বর্ণ ও ধর্ম্মানুযায়ী বিচিত্র প্রজা সকল সৃষ্টি করিলেন। ৯৫।

গন্ধর্ব্বনগর যে প্রকার সদাচার ও সদনুষ্ঠানের স্থান, তাহার ন্যায়-প্রজাপতি, প্রজালোক্দিগের ধর্ম্ম ও কামনা সিদ্ধির জন্য স্বর্গ ও

অনন্তানি বিচিত্রাণি শাস্ত্রাণি সমকল্পয়ৎ।
সৃষ্টিরেবমিয়ং রাম সর্গেঽস্মিন্ স্থিতিমাগতা। ৯৭।
বিরিঞ্চি রূপান্মনসঃ পুষ্পলক্ষ্মীরিব দ্রুমাৎ। ৯৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

স্বসংকল্পহৃতাঃ সর্ব্বে দেবাসুরনরাদয়ঃ।
স্বসংকল্পোপশমনে শাম্যন্ত্যস্নেহদীপবৎ। ৯৯।
আকাশসদৃশং সর্ব্বং কল্পনামাত্রজৃম্ভিতং।
জগৎ পশ্য মহাবুদ্ধে সুদীর্ঘস্বপ্নমুত্থিতং। ১০০।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ইতি কিঞ্চিৎ কদাচন।
পরমার্থেন সুমতে মিথ্যা সর্ব্বন্তু বিদ্যতে। ১০১।
কোষমাশাভুজঙ্গানাং সংসারাড়ম্বরং ত্যজ।

অপবর্গের সৃষ্টি করেন। ৯৬। তিনি (এতদ্ব্যতীত) অপূর্ব্ব অনন্ত শাস্ত্রসকলও সৃষ্টি করিয়াছেন। হে রামচন্দ্র! সেই সর্গে এই সৃষ্টিই স্থিতি করিতেছে। ৯৭। যেরূপ পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পসৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, তাহার ন্যায় বিরিঞ্চিস্বরূপ মন হইতে (ইহার উৎপত্তি হইয়াছে)। ৯৮।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—সুরাসুর ও নর, সকলেই আপনাপন সংকল্প দ্বারা চালিত হইয়া থাকে; (কিন্তু)বাসনা নিবৃত্তি পাইলে,তৈলবিরহিত দীপের ন্যায় শান্তভাব ধারণ করে। ৯৯। হে মহাবুদ্ধে! আকাশসদৃশ সকল পদার্থ, কল্পনা দ্বারা প্রকাশিত; দীর্ঘস্বপ্নের ন্যায় এই জগৎ উদিত হইয়া আছে, অবলোকন কর। ১০০। (ইহাতে) কেহ কখন জাত, বা মৃত হয় না; হে সুবোধ রামচন্দ্র! তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সকলকেই মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিবে। ১০১।

তুমি আশারূপ আশীবিষের আবাসস্বরূপ সংসারাড়ম্বর পরিত্যাগ কর;

অসদেতদিতি জ্ঞাত্বা নাত্র ভাবং নিবেশয়। ১০২।
গন্ধর্ব্বনগরস্থার্থে দূষিতে ভূষিতে হথবা।
অবিদ্যাংশে সুতাদৌ বা কঃ ক্রমঃ সুখদুঃখয়োঃ। ১০৩।
ধনদারেষু বৃদ্ধেষু দুঃখং যুক্তং ন তুষ্টতা।
বৃদ্ধায়াং মোহমায়ায়াং কঃ সমাশ্বাসবানিহ। ১০৪।
যৈরেব জায়তে রাগো মূর্খস্যাধিকতাং গতৈঃ।
তৈরেব ভাবৈঃ প্রাজ্ঞস্য বিরাগ উপজায়তে।১০৫।
অতো রাঘব তত্ত্বজ্ঞো ব্যবহারেষু সংস্থিতঃ।
নষ্টং নষ্টমুপেক্ষস্ব প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাহর। ১০৬।
অনাগতানাং ভোগানামবাঞ্ছনমকৃত্রিমং।
আগতানাঞ্চ সংভোগ ইতি পণ্ডিতলক্ষণং। ১০৭।

এবং ইহাকে অসৎ জানিয়া আসক্তিবিহীন হও। ১০২। গন্ধর্ব্বনগর প্রাপ্তির জন্য দূষিত এই (সংসারে) আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মাদির প্রয়োজন কি? এবং অবিদ্যা-স্বরূপ পুত্রাদির সুখ দুঃখে (বৃথা সুখী ও দুঃখী) হওয়াই বা কেন? । ১০৩। অর্থ এবং স্ত্রী পুত্রাদি বৃদ্ধি পাইলে দুঃখ বোধ করাই উচিত, তুষ্ট হওয়া উচিত নহে; (কারণ) মহামায়া বর্দ্ধিত পাইলে, কাহার মন আশ্বাসিত হইয়া থাকে? । ১০৪। অজ্ঞানী ব্যক্তির যে ভাব দ্বারা সংসারানুরাগ অধিক হইয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তির সেই ভাব দ্বারা সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ১০৫

হে রাম! (এই জন্য বলি,) তুমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া ব্যবহারাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও; নষ্ট বস্তুকে ত্যাগ, এবং প্রাপ্তবস্তু গ্রহণ কর। ১০৬। অপ্রাপ্ত ভোগের অকৃত্রিম বাসনা ত্যাগ, এবং প্রাপ্ত বস্তুর অনাসক্তিপূর্ব্বক সম্ভোগই পণ্ডি-তের লক্ষণ। ১০৭। (জগতের তাবৎ বস্তুতে যাঁহার, আস্থা নিবৃত্তি

যস্যাসীদিদমিত্যাস্থা নিবৃত্তা সর্ব্ববস্তুষু।
ক্রোড়ীকরোতি সর্ব্বজ্ঞং নাবিদ্যা তমবাস্তবী ১০৮।
শুদ্ধং সদসদোর্মধ্যং পদং বুদ্ধ্যাবলম্ব্য চ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং দৃশ্যং মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা। ১০৯।
যস্য নেচ্ছা নচানিচ্ছা জ্ঞস্য কর্ম্মণি তিষ্ঠতঃ।
ন তস্য লিপ্যতে প্রজ্ঞা পদ্মপত্রমিবাম্বুভিঃ। ১১০।
যদি তে নেন্দ্রিয়ার্থশ্রীঃ স্বাদতে হৃদি রাঘব।
তদাসি জ্ঞাতবিজ্ঞানঃ সমুত্তীর্ণো ভবার্ণবাৎ। ১১১।
উচ্চৈঃপদায় পরয়া প্রজ্ঞয়া বাসনাগণান্।
পুষ্পাদ্গান্ধমিবোদারং চিত্তে রাম পৃথক্ কুরু। ১১২।
সংসারাম্বুনিধাবস্মিন্ বাসনাম্বুপরিপ্লুতে।
যে প্রজ্ঞানাবমারূঢ়া স্তে তীর্ণা ব্যুষিতাঃ পরে। ১১৩।

পাইয়াছে, বৃথা অবিদ্যা সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে ক্রোড়ে স্থান দেন না। ১০৮। (তুমি) শুদ্ধ, এবং সৎ, অসৎ এই উভয়ের মধ্যস্থিত ব্রহ্মপদকে বুদ্ধি দ্বারা অবলম্বন করিয়া, বাহ্য এবং অন্তরস্থ বস্তুকে ত্যাগ এবং গ্রহণ করিও না। ১০৯। কর্ম্মানুরক্ত যে জ্ঞানীর কোন বস্তুতে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা নাই, পদ্মপত্র যেরূপ জলের উপরি থাকিলেও তাহাতে লিপ্ত নহে, সেইরূপ তাঁহার বুদ্ধি, পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না। ১১০। হে রাঘব! যদি তোমার ইন্দ্রিয়শ্রী সুখাস্বাদ করিতে না পারে, তবে তুমি ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া, ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ১১১।

যেরূপ পুষ্প হইতে গন্ধ পৃথক্ অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য পরম বুদ্ধি দ্বারা মনের বাসনা সকলকে, মন হইতে পৃথক করিয়া দাও। ১১২ এই সংসার-সমুদ্র, বাসনা-সলিলে পরিপূর্ণ; যিনি বুদ্ধিরূপ নৌকাতে আরোহণ

ন ত্যজন্তি ন বাঞ্ছন্তি ব্যবহারং জগদ্গতং।
সর্ব্বমেবানুবর্ত্তন্তি পরাবরবিদো জনাঃ। ১১৪।
অশূন্যেঽপি ন খিদ্যন্তে দেবেভ্যাঽনেন সঙ্গিনঃ।
নিয়তিঞ্চ ন মুঞ্চন্তি মহান্তো ভাস্করা ইব। ১১৫।

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্থং গিরা বিমলয়া বিমলাশয়স্তু
রামো মুনেঃ স পরিপৃষ্ট ইবাবভাসে।
জ্ঞানামৃতেন মধুরেণ বিরাজিতান্তঃ
পূর্ণঃ শশাঙ্ক ইব শীতলতাং জগাম। ১১৬

বশিষ্ঠ উবাচ।

কদাচিৎ সৃষ্টয়ঃ শার্ব্ব্যঃ কদাচিৎ পদ্মজোদ্ভবাঃ।
কদাচিদপি বৈষ্ণব্যঃ কদাচিৎমুনিনির্ম্মিতাঃ। ১১৭।

করিয়াছেন, তিনিই অনায়াসে তাহার পারদর্শন করিতে পারেন। ১১৩। যে সকল ব্যক্তি পর এবং অপর শব্দের মর্ম্মজ্ঞ, অর্থাৎ—প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা জগতের ব্যবহারিক কর্ম্ম সকল ত্যাগও করেন না, এবং তাহাতে বাঞ্ছাও করেন না; তাঁহারা কেবল উপস্থিত কর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন মাত্র। ১১৪। ইহাঁদের সঙ্গীগণ, অশূন্য হইলেও দেবতাদিগের দ্বারা খিন্ন হন না, এবং প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় আপনাদিগের নিয়তিকেও পরিত্যাগ করেন না। ১১৫।

বাল্মীকি কহিলেন,—রাম বিমল-বুদ্ধি-সম্পন্ন মুনি বশিষ্ঠের বিমল বাক্যে জিজ্ঞাসিতের ন্যায় হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন; তখন মধুর জ্ঞানামৃত দ্বারা তদীয় অন্তঃকরণ পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় শীতল হইল। ১১৬। বশিষ্ঠ কহিলেন;—কোন সর্গে শিব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কোথাও বা ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টি হয়, কখনও বা বিষ্ণু সৃষ্টি কর্ত্তা হইয়া থাকেন, এবং কখনও

কদাচিদজ্জো ব্রহ্মা কদাচিৎ সলিলোদ্ভবঃ।
অণ্ডোদ্ভবঃ কদাচিচ্চ কদাচিজ্জায়তে হ্যম্বরাৎ। ১১৮।
কস্যাঞ্চিদ্ভূরভূৎ সৃষ্টৌ নীরন্ধ্রতরুসংকটা।
কস্যাঞ্চিৎ নরনীরন্ধ্রা কস্যাঞ্চিদ্ভূধরাবৃতা। ১১৯।
ভূরভূন্মৃণ্ময়ী কাচিৎ কাচিদাসীদ্দৃশন্ময়ী।
আসীদ্ধেমময়ী কাচিৎ কাচিন্মাংসময়ী তথা। ১২০।
কদাচিৎ প্রথমং ব্যোম প্রতিষ্ঠামধিগচ্ছতি।
কদাচিৎ প্রথমং পৃথ্বী কদাচিৎ প্রথমং পয়ঃ। ১২১।
কদাচিৎ প্রথমং তেজঃ কদাচিৎ প্রথমং মহৎ।
নিদর্শনার্থং সৃষ্টেস্তু ময়ৈকস্যাঃ প্রজাপতেঃ।
ভবতে কথিতোৎপত্তির্নহ্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ। ১২২।

কখনও মুনিগণ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ১১৭। ব্রহ্মা কখনও পদ্ম হইতে জন্মিয়া থাকেন, কখনও জল হইতে তাঁহার জন্ম হয়, কখনও তিনি ডিম্ব হইতে জন্মিয়া থাকেন, কখনও বা অম্বর হইতে অজযোনির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১১৮। পৃথিবী, কোনও সৃষ্টি সময়ে নিশ্ছিদ্র তরুসমূহে আচ্ছন্ন হয়, কোন সৃষ্টিতে কেবল মনুষ্যপূর্ণ হইয়া থাকে, এবং কোন সৃষ্টিতে বা মহীধ্রে মহীমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হয়। ১১৯।

কোন সৃষ্টিতে মহী মৃণ্ময়ী, কখনও পাষাণময়ী, কখনও স্বর্ণময়ী, এবং কখনও বা মাংসময়ী হইয়া থাকে। ১২০। কোন সৃষ্টিতে প্রথমে আকাশ প্রতিষ্ঠিত হয়, কোন সৃষ্টিতে প্রথমে পৃথিবী, এবং কোন সৃষ্টিতে প্রথমে পয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ১২১। কোন সৃষ্টিতে প্রথমে তেজঃ, এবং কোন সৃষ্টিতে প্রথমে মহৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে; আমি কেবল এক সৃষ্টির প্রকার-দর্শনার্থে তোমার নিকটে ব্রহ্মার উৎপত্তির বিষয় বলিলাম; এই সৃষ্টির

পুনঃ কৃতং পুনস্ত্রেতা পুনশ্চ দ্বাপরং কলিঃ।
পুনঃ পুনরিদং সর্ব্বং তন্নাস্তি ন পুনস্তু যৎ। ১২৩।
জগন্মায়াস্বরূপস্য বর্ণনাৎ ব্যপদেশতঃ।
দাশূরাখ্যায়িকাং রাম বর্ণ্যমানাং ময়া শৃণু। ১২৪।
অস্ত্যস্মিন্ বসুধাপীঠে বিচিত্রকুসুমদ্রুমঃ।
মগধো নাম বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ জনপদো মহান্। ১২৫।
কদম্ববনবিস্তারিতালাবলিতজঙ্গলঃ।
বিচিত্রবিহগব্যূহঃ সর্ব্বাশ্চর্য্যমনোহরঃ। ১২৬।
তত্রৈকস্মিন্ গিরিতটে কর্ণিকারসমাকুলে।
কদলীষণ্ডনীরন্ধ্রনীপগুল্মবিরাজিতে। ১২৭।
কশ্চিৎ পরমধর্ম্মাত্মা মুনিরাসীৎ মহাতপাঃ।
দাশূরো নাম সুমহাংস্তপোযোগেন সংযুতঃ। ১২৮।

নিয়ম কিছুই নাই। ১২২। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি, এই যুগ সকল পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; সংসারে এমন বস্তু কিছুই দেখিতে পাওয়া না, যাহা পুনর্ব্বার না আসিয়া থাকে। ১২৩। আমি জগতের মায়া-স্বরূপ-বর্ণনাচ্ছলে তোমার নিকটে দাশূর নামক মুনির উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১২৪।

এই বসুধামণ্ডলে বিচিত্র কুসুম বৃক্ষে পরিপূর্ণ, সৌন্দর্য্যশালী, মগধ নামে এক মহান্ জনপদ আছে। ১২৫। কদম্ব, এবং বিস্তৃত তালবনে ঐ দেশ জঙ্গলপ্রায়; তাহাতে বিচিত্র বিহঙ্গম সকল বাস করিয়া থাকে, তথাকার সকলই আশ্চর্য্য ও মনোহর। ১২৬। সেই দেশের এক গিরিতট, কর্ণিকার কুসুমে সতত সমাকীর্ণ; কদলী, কদম্ব,এবং বিবিধ গুল্ম শ্রেণীতে উহা সবিশেষ সুশোভিত। ১২৭। সেখানে পরম ধার্ম্মিক মহা তপস্বী দাশূর নামে এক

শরলোমেতি বিখ্যাতঃ পিতা তস্য বভূব হ।
মেরোরিবোপরি ব্রহ্মা তস্মিন্নেবাবসদ্গিরৌ। ১২৯।
তস্যাসাবেকপুত্রোঽভূৎ কচো দেবগুরোরিব।
তেন সার্দ্ধং স পুত্রেণ নীতবান্ জীবিতং বনে। ১৩০।
ততোঽসৌ শরলোমাত্র ভুক্ত্বা মুদ্গাগণান্ যযৌ।
ত্যক্তদেহপুরাগারস্ত্যক্তনীড়ঃ খগো যথা। ১৩১।
এক এব বনে তস্মিন্ দাশূরঃ প্ররুরোদ হ।
দশাপনীতপিতৃকঃ করুণং কুররো যথা। ১৩২।
মাতৃপিতৃবিয়োগেন শোকেন তাপিতাশয়ঃ।
গ্লানিমভ্যাযযৌ শূন্যং হেমন্ত ইব পঙ্কজং। ১৩৩।
বালোঽসাবথ দীনাত্মা বনদেবতয়া বনে।

মুনি ছিলেন; তাঁহার চিত্ত, তপস্যা ও যোগপরায়ণ ছিল। ১২৮। তাঁহার পিতা শরলোমা সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন, ব্রহ্মা যেরূপ সুমেরুর উপরে উপবিষ্ট থাকেন, তাঁহার ন্যায় তিনি ঐ পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেন। ১২৯। বৃহস্পতির যেরূপ কচ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় তাঁহার একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল; মুনীশ্বর, পুত্রের সহিত সেই বনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৩০। পক্ষী আপন নীড় পরিত্যাগ করিলে, যেরূপ হইয়াথাকে, তাহার ন্যায় সেই মুনি সেখানে থাকিয়া, বহু মুদ্গ ভোজন করিয়া, আপনার দেহরূপ গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। ১৩১।

তখন দাশূর একাকী এবং পিতৃবিয়োগে অধীর হইয়া, হরিণশিশু (মাতৃ বিয়োগে) যেরূপ কাতর হয়, তাহার ন্যায় সেই বনে রোদন করিতে লাগিলেন। ১৩২। মাতৃপিতৃবিয়োগ এবং তজ্জনিত শোকাভিভূত হইয়া হেমন্ত কালের কমলের ন্যায় অতিশয় গ্লানি প্রাপ্ত হইলেন। ১৩৩। (হে রাম!

ইত্থমাশ্বাসিতো রাম তদাদৃশ্যশরীরয়া। ১৩৪।
ঋষিপুত্র মহাপ্রজ্ঞ কিমজ্ঞ ইব রোদিষি।
সংসারস্য ন কস্মাত্ত্বং স্বরূপং বেৎসি চঞ্চলং। ১৩৫।
সর্ব্বদৈবেদৃশী সাধো সংসারস্য স্থিতিশ্চলা।
জায়তে জীব্যতে পশ্চাদবশ্যঞ্চ বিনশ্যতি। ১৩৬।
তদর্থং মা কৃথা ব্যর্থং বিষাদং মরণে পিতুঃ।
অবশ্যং ভাব্যস্তময়ো জাতস্যাহস্পতেরিব। ১৩৭।
অশরীরামিতি শ্রুত্বা গিরমারক্তলোচনঃ।
ধৈর্য্যমাপাদয়ামাস শিখণ্ডী স্তনিতাদিব। ১৩৮।
উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা পাশ্চাত্ত্যং পিতুরাদিতঃ।
চকার তপসে বুদ্ধিং দৃঢ়ামুত্তমসিদ্ধয়ে। ১৩৯।

বনদেবতাগণ, দীনভাবাপন্ন মুনিপুত্রের এরূপ অবস্থা দেখিয়া) অদৃশ্য শরীর দ্বারা তাঁহাকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৩৪। হে ঋষি-নন্দন! তুমি মহা বিজ্ঞ হইয়া অবিজ্ঞের ন্যায় রোদন করিতেছ কেন? তুমি কি সংসারের চঞ্চল স্বভাব কখনও অবগত হও নাই? ।১৩৫। হে সাধো! সংসারের স্থিতি সর্ব্বদাই এই প্রকার চঞ্চল ; প্রথমে (জীব) জন্ম গ্রহণ করে, পরে জীবন ধারণ করে, এবং অবশেষ অবশ্য বিনাশ পাইয়া থাকে ।১৩৬। অতএব, তোমার পিতার মরণ হইয়াছে বলিয়া, তুমি বৃথা শোক করিও না ; যেমন সূর্য্য উদয় হইলেই অস্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জাতব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ১৩৭।

ঋষিকুমার দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ঈষৎ রক্তিমনেত্র হইয়া, ময়ূর যেরূপ [illegible] শব্দে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। ১৩৮। পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পিতার দাহাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া

ব্রাহ্মেণ কর্ম্মণা তস্ত বিপিনে চরন্তস্তপঃ।
অনন্তসংকল্পময়ং শ্রোত্রিয়ত্বং বভূব হ। ১৪০।
অজ্ঞাতজ্ঞেয়বুদ্ধেস্তু শ্বশ্রোত্রিয়তয়া তয়া।
ন বিশশ্রাম চেতস্তু পবিত্রেঽপি ধরাতলে। ১৪১।
কেবলং সর্ব্বমেবেদমপি শুদ্ধং ধরাতলং।
অশুদ্ধমিব পশ্যন্ স ন রেমে ক্বচিদেব হি। ১৪২।
অথ সংকল্পমেবৈনং সংকল্প্য মনসৈব সঃ।
বৃক্ষাগ্রমেব সংশুদ্ধং স্থিতিরত্রোচিতা মম। ১৪৩।
অথেদানীং তপস্তপ্যে তপসা যেন শাখিষু।
খগবৎ স্থিতিমাপ্নোমি শাখাসু চ দলেষু চ। ১৪৪।
ইতি সঞ্চিন্ত্য সংজ্বাল্য হুতাশমতিভাস্বরং।
জুহাব তস্মিন্ প্রোৎকৃত্য মাংসং স্বং স্কন্ধাভিত্তিতঃ। ১৪৫।

উত্তম সিদ্ধি লাভের উদ্দেশে তপস্যার জন্য দৃঢ়রূপে মনঃ সংযোগ করিলেন। ১৩৯। (তিনি) ব্রাহ্ম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বনে তপস্যা করিতে করিতে অনন্ত বাসনাময় শ্রোত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ১৪০। কিন্তু ভেদজ্ঞান প্রযুক্ত.চিত্তশুদ্ধি না হওয়াতে জ্ঞেয় বস্তু জানিতে না পারিয়া, পবিত্র পৃথিবী তলে (অবস্থিতি করিয়াও) চিত্তের বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ১৪১। সমস্ত পবিত্র পৃথিবী, অপবিত্রের ন্যায় দেখিয়াছিলেন বলিয়া, কোন স্থানে তপস্যা করিয়া তাঁহার মন তৃপ্ত হইল না। ১৪২। অনন্তর মনে এই সংকল্প করিলেন, যে বৃক্ষাগ্রদেশ অতিশয় শুদ্ধ, আমার পক্ষে সেই স্থানই তপস্যার উপযুক্ত। ১৪৩। যেরূপ পক্ষীগণ বৃক্ষশাখা, পল্লব, এবং পত্রে স্থিতি করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি যাহাতে বৃক্ষে অবস্থান করিতে পারি, সেরূপ তপশ্চরণ করিব। ১৪৪। এই চিন্তা করিয়া, বহ্নি উদ্দীপিত করণানন্তর স্বকীয়

অথ গীর্ব্বাণবৃন্দস্য সমগ্রা গলভিত্তয়ঃ।
সংমুখস্থেন মায়াস্তু বিপ্রমাংসেন ভস্মসাৎ। ১৪৬।
ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ সপ্তার্চ্চিস্তস্য দেবতা।
পুরোবভূব দীপ্তাংশুর্দীপ্তাংশুর্বাক্‌পতেরিব। ১৪৭।
উবাচ বচনং বিপ্র কুমারাভিমতং বরং।
গৃহাণ স্থাপিতং সাধো কোষস্থং সম্মণিং যথা। ১৪৮।
ইত্যুক্তবন্তং তং দেবমর্ঘ্যপুষ্পোপশোভিতং।
সংপূজ্য স্তুতিবাদেন প্রাহ বিপ্রকুমারকঃ। ১৪৯।
ভগবন্ ভূতপূর্ণায়া ভুবঃ পাবনমণ্ডলং।
নাপ্নোমি তেন বৃক্ষাণামুপরি স্থিতিরস্তু মে। ১৫০।
ইত্যুক্তে মুনিপুত্রেণ সর্ব্বদেবমুখং শিখী।

স্কন্ধভিত্তি হইতে মাংসচ্ছেদন পূর্ব্বক তাহাতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৪৫। এই হোমে, সম্মুখস্থিত বিপ্রমাংস দেবগণের ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবেক, সেই গলি ভমাংস যেন ভস্মীভূত না হয়, । ১৪৬।

যজ্ঞদেবতা ভগবান্ বহ্নি এই চিন্তা করিয়া, বৃহস্পতির অগ্রে যেরূপ মূর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তদগ্রে আবির্ভূত হইলেন। ১৪৭। (তখন) অগ্নি কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিকুমার! অভীষ্ট বর গ্রহণ কর, হে সাধো! লোকে যেরূপ কোষস্থ মণিকে স্থাপিত করে, তাহার ন্যায় আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিব। ১৪৮।

বৈশ্বানর, এই কথা বলিলে পর, বিপ্রকুমার অর্ঘ্য ও পুষ্পোপহার দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া এই প্রকার স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ১৪৯ হে ভগবন্! ধরিত্রী প্রাণীপূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং সেখানে পবিত্রস্থান অতিশয় দুর্লভ; (আমার প্রার্থনা) বৃক্ষে আমার স্থিতি হউক। ১৫০। সর্ব্বদেবমুখ অগ্নি,

এবমস্তু তবেত্যুক্ত্বা জগামান্তর্দ্ধিমীশ্বরঃ। ১৫১।
তস্মিন্নন্তর্হিতে দেবে ক্ষণাৎ বিদ্যুদিবাম্বুদে। ১৫২।
অথ কাননমধ্যস্থং চুম্বিতাম্বুদমণ্ডলং।
কদম্বং রোদসীস্তম্ভমারুরোহ দ্বিজোত্তমঃ। ১৫৩।
তস্যাসৌ ব্যোমলগ্নায়াঃ শাখায়াঃ প্রাপ্তপল্লবে।
বিবেশ বিগতাশঙ্কমেকাগ্রস্তপসি স্থিতঃ। ১৫৪।
পথোপবিশ্য মৃদুনি তস্য পল্লববিস্তরে।
ক্ষণমালোকিতাস্তেন দিশঃ কৌতুকলীলয়া। ১৫৫।
সরিদেকাবলীরম্যাঃ শৈলাগ্রস্তনকুট্মলাঃ।
নির্ম্মলাকাশকরকালোলনীলাম্বুদালকাঃ। ১৫৬।
তস্মিন্ তলাতলে স্থিত্বা বিলোক্য ককুভঃ ক্ষণং।

মুনিপুত্র এইরূপ বলিলে পর, তাঁহাকে "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ১৫১। ক্ষণকালের মধ্যে বিদ্যুৎ যেরূপ অম্বুদের মধ্যে অন্তর্হিত হয়, তাহার ন্যায় বহ্নি অন্তর্দ্ধান হইলেন। ১৫২। দ্বিজনন্দন, কাননমধ্যস্থিত মেঘমণ্ডলস্পর্শী আকাশস্তম্ভের ন্যায় এক কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। ১৫৩। সেই বৃক্ষের শাখা আকাশে সংলগ্ন; ঋষিকুমার তৎপল্লব প্রাপ্ত হইয়া নিঃশঙ্কমানসে তন্মধ্যে অবস্থিতিপূর্ব্বক একাগ্রভাবে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১৫৪। অনন্তর তিনি ক্ষণকাল সেই বৃক্ষের মৃদুপল্লবে উপবিষ্ট হইয়া, কৌতুকী হইয়া দিঙ্মণ্ডল অবলোকন করিতে লাগিলেন। ১৫৫।
(তিনি দেখিলেন) নদীসকল, দিগঙ্গনার মনোহর একাবলী মালাস্বরূপ শোভা পাইতেছে; তুঙ্গশৈলাগ্রসকল কুচকলিকার ন্যায় দেখা যাইতেছে, এবং নির্ম্মলাকাশের চঞ্চল জলদাবলী, অলকার সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। ১৫৬।
সেই বৃক্ষপত্রতলে অবস্থিতি করিয়া, ক্ষণকালমধ্যে নিখিল দিঙ্মণ্ডল অবলোকন

দৃঢ়ং পদ্মাসনং বদ্ধা দিগ্‌ভ্যঃ প্রত্যাহৃতাত্মনা। ১৫৭।
অজ্ঞাতপরমার্থেন ক্রিয়ামাত্রেঽবতিষ্ঠতা।
ফলকার্পণ্যযুক্তেন চেতসা সোঽকরোন্মখং। ১৫৮।
তত্রাসৌ দশবর্ষাণি মনসৈবাযজৎ সুরান্।
গবাশ্বনরমেধাদ্যৈর্যজ্ঞৈর্বিপুলদক্ষিণৈঃ। ১৫৯।
কালেনামলতাং যাতে বিততে তস্য চেতসি।
বলাদবততারাস্তজ্জ্ঞানমাত্মপ্রসাদজং।
ততোবিশীর্ণাবরণো বিগলদ্বাসনামলঃ। ১৬০।
স দদর্শৈকদা তস্যাং লতায়ামগ্রতঃ স্থিতাং।
বনদেবীং বিশালাক্ষীমালোলকুসুমাম্বরাং। ১৬১।
তামুবাচানবদ্যাঙ্গীং স মুনির্নির্ম্মলাননাং।
কা ত্বমুৎপলপত্রাক্ষি কান্তিবিক্ষোভিতস্মরে। ১৬২।

পূর্ব্বক দৃঢ় পদ্মাসনে বদ্ধ হইয়া তথা হইতে আপনাকে প্রত্যানয়ন করিলেন। ১৫৭। পরমার্থজ্ঞানবিহীনতাপ্রযুক্ত তিনি কর্ম্মমাত্রে অবস্থিতি করিয়া ফলস্বরূপ কৃপণতাবিশিষ্ট মন দ্বারা, যজ্ঞারম্ভ করিলেন। ১৫৮।

তিনি সেখানে দশবৎসর পর্য্যন্ত বিপুল দক্ষিণা দান করিয়া গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ ইত্যাদি যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের তুষ্টিবিধান করিয়াছিলেন। ১৫৯। কালক্রমে তাঁহার প্রশস্ত অন্তঃকরণ নির্ম্মল হওয়াতে আত্মপ্রসাদসম্ভূত তত্ত্বজ্ঞান মনোমধ্যে উদিত হইল; তখন মায়ার আবরণ উন্মুক্ত হইল, এবং তাঁহার বাসনাসমূহ গলিত হইয়া পড়িল। ১৬০। তিনি, এক সময়ে এক লতামধ্যে চঞ্চল কুসুমস্বরূপ বসনধারিণী, বিশালাক্ষী বনদেবতাকে পুরোবর্ত্তিনী দেখিতে পাইলেন। ১৬১। মুনি নির্ম্মলবদনা সেই সুন্দর ললনাকে দেখিতে পাইয়া, হে পদ্মপত্রাক্ষি! কে তুমি লাবণ্যপ্রভায় অনঙ্গের মনঃ ক্ষোভ

ইত্যুক্ত্বা মৃগশাবাক্ষী গৌরী পীনপয়োধরা।
মুনিমাহ মনোহারি মুগ্ধাক্ষরমিদং বচঃ। ১৬৩।
যানি যানি দুরাপানি বাঞ্ছিতানি মহীতলে।
প্রাপ্যন্তে তানি তান্যাশু মহতামেব সেবয়া। ১৬৪।
অহমস্মিন্ লতাকীর্ণে ত্বক্কুন্দমাদ্যলঙ্কৃতে।
লতাগ্রে লীলয়া ব্রহ্মন্ বিপিনে বনদেবতা। ১৬৫।
যশ্চৈত্রসিতপক্ষস্থ ত্রয়োদশ্যাং স্মরোৎসবে।
বভূব বনদেবীনাং সমাজো নন্দনে বনে। ১৬৬।
তত্রাহমগমং নাথ ত্রৈলোক্যললনাগৃহে।
ততো দৃষ্টা ময়া সর্ব্বা বয়স্থা মদনোৎসবে।
অপুত্রয়া পুত্রযুতা স্তেনাহং দুঃখিতা ভৃশং। ১৬৭।

বিধান করিতেছ বলিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৬২। গৌরাঙ্গী, পীন-পয়োধরা, মৃগশাবকনয়না, ললনা তাঁহাকে মনোহর মুগ্ধ বর্ণবিন্যাস দ্বারা বলিতে লাগিলেন। ১৬৩।

হে মুনে! পৃথিবীতে যে সকল বস্তু দুর্ল্ভ, অথচ (লোকের) বাঞ্ছিত, আমি মহৎ ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা-প্রভাবে সেই সেই বস্তু লাভ করিয়াছি। ১৬৪। হে ব্রহ্মন্! আমি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বকুল ও কদম্বাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া স্বকীয় লীলা-প্রভাবে লতাগ্রে (অবস্থিতি করিয়া) বিপিন বিহার করিয়া থাকি। ১৬৫। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে অনঙ্গোৎসবোপ-লক্ষে নন্দনবনে (লোকনন্দিনী) বনদেবতাদিগের যে সভা হইয়াছিল, ।১৬৬। হে নাথ! আমি সেই ত্রৈলোক্যললনাগৃহে গমন করিয়াছিলাম; সেখানে (গিয়া) সকল সমবয়স্কাকেই পুত্রবতী দেখিলাম, কেবল আমিই অপুত্রবতী বলিয়া, আমার অতিশয় মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে। ১৬৭। হে নাথ! তুমি

ত্বয়ি সর্ব্বার্থিসার্থস্য বৃহৎকল্পতরৌ স্থিতে।
অনাথেব কথং নাথ কিন্নু শোচাম্যপুত্রিকা। ১৬৮।
দেহি মে ভগবন্ পুত্রং নোচেদ্দেহমিহাগ্নয়ে।
প্রকরোম্যাহুতিং পুত্রদুঃখদাহোপশান্তয়ে। ১৬৯।
তামিত্যুক্তবতীং তন্বীং বিহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রাহ হস্তগতং পুষ্পং তস্যৈ দত্ত্বা দয়ান্বিতঃ। ১৭০।
গচ্ছ তন্বঙ্গি মাসেন পূজয়স্বানিলোচনং।
প্রসোষ্যসে সুতং কান্তং প্রসূনমিব সল্লতা। ১৭১।
কিন্ত্বসৌ মরণাবেশপ্রাপিণ্যা যত্ত্বয়া সুতঃ।
যাচিতঃ কৃচ্ছ্রসংপ্রাপ্তজ্ঞান স্তেন ভবিষ্যতি। ১৭২।
ইত্যুক্ত্বা স মুনিস্তন্বীং প্রসন্নমুখমণ্ডলাং।

প্রার্থনাপূরক, (জিজ্ঞাসা করি,) তুমি বর্ত্তমান থাকিতে আমাকে অনাথার ন্যায় অপুত্রক হইয়া শোক করিতে হইতেছে কেন?। ১৬৮।

হে ভগবন্! তুমি আমাকে পুত্র প্রদান কর, নচেৎ (জানিবে) পুত্র-বিরহ-দুঃখ-শান্তির জন্য আমি এখানে অগ্নি প্রবেশ করিয়া আত্মাকে আহুতি প্রদান করিব। ১৬৯। সেই দিব্যাঙ্গনা এইরূপ বলিলে পর, মুনিপুঙ্গব ঈষৎ হাস্য করিয়া দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে হস্তস্থিত একটী পুষ্প প্রদান করিলেন। ১৭০। (এবং) বলিলেন, হে সুন্দরি! তুমি একমাস পর্য্যন্ত অনিল-লোচন নামক দেবতার অর্চ্চনা করিতে থাক, (তাহা হইলে) সুন্দর লতা যেরূপ পুষ্প প্রসব করে, তাহার ন্যায় তোমার কমনীয় সন্তান প্রসব হইবে। ১৭১। কিন্তু (বলিতেছি,) তুমি যেমন পুত্রার্থিনী হইয়া মরণ-কামনা করিলে, এই কারণে তোমার পুত্র অতিকষ্টে জ্ঞান লাভ করিবে। ১৭২।

প্রসন্নবদনা সুন্দরীকে এই কথা বলিলে পর, তবে আমি (অনিললোচ-

পরিচর্য্যাং করোমীতি প্রার্থনৌৎকাং ব্যসর্জয়ৎ। ১৭৩।
সা জগামাত্মসদনং মুনিঃ স্বাত্মপরোঽভবৎ।
অবহৎ ক্রমশঃ কালমৃতুসংবৎসারাঙ্কিতং। ১৭৪।
অথ দীর্ঘেণ কালেন সৈবোৎপলবিলোচনা।
দ্বাদশাব্দমুপাদায় সুতং মুনিমুপাযযৌ। ১৭৫।
সা প্রণম্য বিসৃজ্যাগ্রে মুনিমিন্দুসমাননা।
উবাচ কলয়া বাচা চূতদ্রুমনিবাসিনী। ১৭৬।
অয়ং স ভগবন্ ভব্যঃ কুমারঃ পুত্র আবয়োঃ।
কৃতো ময়া সমগ্রাণাং কলানাং কিল কোবিদঃ। ১৭৭।
প্রভো কেবলমেতেন জ্ঞানং নাধিগতং শুভং।
তেন সংসারযন্ত্রেঽস্মিন্নবশঃ পরিপীড্যতে।
জ্ঞানং ত্বমেবাস্য বিভো কৃপয়োপদিশাধুনা ১৭৮।

নের) পরিচর্য্যা করিতে যাই, বনদেবতা এরূপ প্রার্থনা করিলে, মুনিপুঙ্গব তাঁহাকে বিদায় প্রদান করিলেন। ১৭৩। সুন্দরী, (যেমন) স্বভবনে প্রস্থান করিলেন, মুনিও (তেমনই) আত্মানুসন্ধানে তৎপর হইলেন; ক্রমে তাঁহার ঋতুবৎসরাঙ্কিত (বহু) কাল অতীত হইল। ১৭৪।

অনন্তর দীর্ঘকালের পর, পদ্মলোচনা সেই ললনা, (এক পুত্র প্রসব করিল;) যখন তাহার বয়স দ্বাদশবৎসর, সেই সময় তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই মুনির নিকটে উপস্থিত হইলেন। ১৭৫। ইন্দুনিভা সেই বনদেবী, মুনির অগ্রে প্রণাম করিয়া চূতবৃক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক মধুরস্বরে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১৭৬। হে ভগবন্! উপস্থিত এই কল্যাণভাজন কুমার আমাদিগের উভয়ের পুত্র, আমি ইহাকে সমগ্র কলা শিখাইয়াছি। ১৭৭। কিন্তু কেবল ইহাকে শুভবিধায়ক তত্ত্বজ্ঞান শিখাইতে পারি নাই, সেই জন্য

এবং বদন্তীং স মুনি র্মচ্ছিষ্যমবলে সুতং ।
ইহৈব স্থাপয়েনং ত্বমিত্যুক্তা তং ব্যসর্জয়ৎ । ১৭৯ ।
তস্যাং গতায়াং স পিতুরন্তেবাসিতয়া তয়া ।
অতিষ্ঠৎ সংযতো ধীমন্নর্কস্যেবারুণঃ পুরঃ । ১৮০ ।
তদনুপ্রাপ্তবিজ্ঞানং ততশ্চিত্রাভিরুক্তিভিঃ ।
চিরকালমসৌ তত্র মুনিঃ পুত্রং প্রবোধয়েৎ । ১৮১ ।
আখ্যায়িকাখ্যানশতৈর্দৃষ্টান্তৈর্দৃষ্টিকল্পিতৈঃ ।
তথেতিহাসৈর্বৃত্তান্তৈর্বেদবেদান্তনিশ্চয়ৈঃ ।
অনুদ্বেগিতয়া নিত্যং বিস্তরেণ কথাক্রমৈঃ । ১৮২ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কদাচিদথ মার্গেণ তেন কৈলাসবাহিনীং ।

এই শিশু সংসারযন্ত্রে নিপীড়িত হইয়া অবশ হইয়া রহিয়াছে; হে বিভো! তুমি এক্ষণে কৃপা করিয়া ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দাও। ১৭৮।

বনদেবী এই কথা বলিলে, সেই মুনি, হে অবলে! তোমার পুত্র আমার শিষ্য হইবে, তুমি ইহাকে এখানে রাখিয়া যাও, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় প্রদান করিলেন। ১৭৯। বনদেবী গমন করিলে পর, সেই বালক সেখানে, সূর্য্যের নিকটে যেরূপ অরুণ অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় সংযত হইয়া পিতার নিকটে শিষ্যরূপে অবস্থিতি করিলেন। ১৮০। তদনন্তর সেই কুমার, ঋষির নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন; মুনি, বিচিত্র উপাখ্যান প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবোধিত করিতে লাগিলেন। ১৮১ তিনি শত শত আখ্যায়িকা, আখ্যান, বুদ্ধিকল্পিত দৃষ্টান্ত প্রয়োগ, ইতিহাস, নানা বৃত্তান্ত এবং বেদ বেদান্ত প্রভৃতি বিস্তর মীমাংসা সকল অনুদ্বেগজনকরূপে তাঁহাকে কথাচ্ছলে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ১৮২।

অহং স্নাতুমদৃশ্যাত্মা ব্যোমবীথীং গতঃ পুরা। ১৮৩।
নির্গত্য নভসঃ সপ্তমুনিমণ্ডলকোটরাৎ।
রাত্রৌ প্রাপ্তোঽস্মি সুমতে দাশূরং তরুমুত্তমং। ১৮৪।
যাবৎ শৃণোমি বিটপকুহরাৎ কাননে বচঃ।
কুট্মলাম্ভোজসংস্থস্য ষট্পদস্যেব নিঃস্বনং। ১৮৫।

দাশূর উবাচ।

শৃণু পুত্র মহাবুদ্ধে বস্তুনোঽস্য সমামিমাং।
বর্ণয়ামি মহাশ্চর্য্যামেকামাখ্যায়িকাং তব। ১৮৬।
অস্তি রাজা মহাবীর্য্যো বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে।
নাম্নাশ্বত্থ ইতি শ্রীমান্ জগদাক্রমণক্ষমঃ। ১৮৭।
যস্যানুশাসনং সর্ব্বং ভুবনেষ্বপি নায়কাঃ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, আমি পূর্ব্বকালে কোনও সময়ে অদৃশ দেহ ধারণ করিয়া, পথ দিয়া কৈলাসবাহিনী গঙ্গাতে স্নান করিবার জন্য আকাশপথে গমন করিয়াছিলাম। ১৮৩। হে সুমতে! সপ্তর্ষিমণ্ডলের কোটরস্বরূপ আকাশ হইতে নির্গত হইয়া রাত্রিকালে যে বৃক্ষে দাশূর মুনি অবস্থান করিতেছিলেন, আমি,সেই উত্তম বৃক্ষ (দেখিতে) পাইলাম। ১৮৪। আমি যে সময়ে সেখানে অবস্থিত ছিলাম, সে সময় কাননে, পদ্মকুট্মলে অবস্থিতি করিয়া ভ্রমর যেরূপ রব করে, তাহার ন্যায় বৃক্ষকোটর হইতে মনুষ্যরব শুনিতে পাইলাম।১৮৫। দাশূর কহিলেন ;—হে মহাবুদ্ধিশালিন্ পুত্র! তুমি শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকটে এই (বর্ণনীয়) বস্তুর সমতুল্য এক আশ্চর্য্যজনক উপাখ্যান বলিতেছি। ১৮৬।

ত্রিভুবনবিখ্যাত মহাবীর্য্যসম্পন্ন অশ্বত্থ নামে শ্রীমান্ এক নরপতি আছেন, তিনি জগদাক্রমণ বিষয়ে সবিশেষ সমর্থ। ১৮৭। ত্রিভুবনমধ্যে যত রাজা

শিরোভির্ধারয়ন্ত্যচ্চৈশ্চূড়ামণিমিবোত্তমং। ১৮৮।
যঃ সাহসৈকরসিকো নানাশ্চর্য্যবিহারবান্।
কেনচিৎ ত্রিষু লোকেষু ন মহাত্মা বশীকৃতঃ। ১৮৯।
যস্যারম্ভসহস্রাণি সুখদুঃখপ্রদান্যলং।
সংখ্যাতুং কেন শক্যন্তে কল্লোলা জলধেরিব। ১৯০।
যস্য বীর্য্যং সুবীর্য্যস্য ন শস্ত্রাস্ত্রৈর্ন পারগৈঃ।
কেনচিদ্ ভুবনে ক্রান্তমাকাশ ইব মুষ্টিনা। ১৯১।
যদীয়াং বিততারম্ভলীলাং নির্ম্মাণভাস্বরাং।
ন মনাগনুকুর্ব্বন্তি শক্রোপেন্দ্রহরা অপি। ১৯২।
ত্রয়স্তস্য মহাবাহো দেহা দিগ্‌ভরণক্ষমাঃ।
জগদাক্রম্য তিষ্ঠন্তি উত্তমাধমমধ্যমাঃ। ১৯৩।

আছেন, সকল রাজাই তাঁহার শাসন উৎকৃষ্ট চূড়ামণির ন্যায় শিরে গ্রহণ করিতেন। ১৮৮। তাঁহার যেরূপ অসাধারণ সাহস ছিল, সেইরূপ তিনি নানাবিধ আশ্চর্য্য প্রকার বিহার করিতে পারিতেন। ত্রিলোকের মধ্যে কোনও ব্যক্তি সেই মহাত্মাকে বশতাপন্ন করিতে পারেন নাই। ১৮৯। তাঁহার সহস্র সহস্র কর্ম্মারম্ভসকল তাঁহাকে সুখ দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে; যেরূপ জলধি-কল্লোলের সংখ্যা হয় না, সেইরূপ তাঁহার কর্ম্মাদিরও সংখ্যা করা সাধ্যায়ত্ত নয়। ১৯০। যেরূপ মুষ্টি দ্বারা কেহ আকাশ আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ শস্ত্রাস্ত্র-সংযোগে কোনও ব্যক্তি মহাবীর্য্যসম্পন্ন সেই নর-নাথের বীর্য্য হরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯১। তাঁহার বিস্তৃত কর্ম্মানুষ্ঠান, নির্ম্মাণ-কালে প্রকাশিত হইয়া থাকে; তাঁহার (ক্ষমতার কথা কি বলিব,) ইন্দ্র, বিষ্ণু, এবং শিব পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যের কিঞ্চিন্মাত্র (হানি) করিতে সমর্থ হইতেন না। ১৯২।

হে মহাবাহো! তাঁহার উত্তম, মধ্যম, ও অধম এই তিনটী দেহ, দিক্‌পূর্ণ

ব্যোমন্যেবাতিবিততে জাতোঽসৌ ত্রিশরীরকঃ।
তত্রৈব চ স্থিতিং যাতঃ শব্দবাতখপক্ষিবৎ। ১৯৪
তত্রৈবাপরপর্যন্তে নগরং তেন নির্ম্মিতং।
চতুর্দ্দশমহারথ্যং বিভাগত্রয়ভূষিতং। ১৯৫।
বনোপবনমালাঢ্যং ক্রীড়াশিখরিসংস্থিতং।
মুক্তালতাধবলিতং বাপীসপ্তকভূষিতং।
শীতলোষ্ণাত্মকাক্ষীণদীপদ্বয়বিরাজিতং। ১৯৬।
তস্মিন্নোবাতিবিপুলে পত্তনে তেন ভূভৃতা।
সঞ্চারিণো বিরচিতা মুগ্ধাঃ পরবকাগণাঃ। ১৯৭।
ঊর্দ্ধং কেচিদধঃ কেচিৎ কেচিন্মধ্যে নিযোজিতাঃ।
অশিতাচ্ছাদনাচ্ছন্না নবদ্বারবিভূষণাঃ। ১৯৮।

করিয়া জগৎ আক্রমণ পূর্ব্বক স্থিতি করিয়া থাকে। ১৯৩। ত্রিশরীরধারী সেই নৃপতি, অতি বিস্তৃত আকাশে জন্মগ্রহণ করিয়া যেরূপ শব্দ, বায়ু ও খেচর পক্ষী আকাশে অবস্থান করে, তাহার ন্যায় তাহাতেই স্থিতি করিয়া থাকেন। ১৯৪। সেখানকার পর্য্যন্ত প্রদেশে তিনি এক নগর নির্ম্মাণ করেন; ঐ নগর চতুর্দ্দশ বাসস্থান ও তিনটী বিভাগে বিশোভিত। ১৯৫। বন ও উপবন দ্বারা নগরী অতিশয় সুশোভিত; ক্রীড়া-শিখর-রচনায় বিশেষ-শ্রী-সম্পন্ন, স্থানে স্থানে মুক্তালতায় শুভ্রবর্ণ, এবং তাহার মধ্যে মধ্যে সপ্ত সরোবর বিরাজিত; কোনও কোনও স্থান স্নিগ্ধোষ্ণ-ভাব-প্রাপ্ত জাজ্বল্যমান দুই দীপ দ্বারা বিশোভিত। ১৯৬।

সেই নৃপতি, সেই বিস্তৃত নগরে গমনশীল কতকগুলি মুগ্ধ পরবক—অর্থাৎ দেহ নির্ম্মাণ করিলেন। ১৯৭। তাহারা কেহ ঊর্দ্ধে, কেহ অধঃ এবং কেহ কেহ বা মধ্যদেশে নিয়োজিত হইল; তাহাদের নবদ্বার ভোজন ও আচ্ছা-

অনাবৃতমহদ্দ্বাতা বহুবাতায়নান্বিতাঃ।
দীপপঙ্ক্তিমালাঢ্যাস্ত্রিস্তম্ভাঃ শুক্রদারবঃ। ১৯৯।
মসৃণা লেপমৃদবঃ প্রতোলীকুলসংকুলাঃ।
মায়য়া রচিতাস্তেন রাজ্ঞা তেন মহাত্মনা।
রক্ষিতারো মহাযক্ষা নিত্যমালোকভৈরবাঃ। ২০০।
তথা পরবকৌঘেষু চলৎসু স মহীপতিঃ।
করোতি বিবিধাঃ ক্রীড়া নীড়েষ্বিব বিহঙ্গমাঃ। ২০১।
ত্রিশরীরঃ স তৈম্বন্তৈর্স্তৈর্যক্ষৈঃ সহ পুত্রক।
লীলারসমুষিত্বাশু পুন র্নিব ক্রম্য গচ্ছতি। ২০২।
তস্যেচ্ছা জায়তে বৎস কদাচিচ্চলচেতসঃ।
পুরং প্রবিশ্য নির্ম্মাণং কঞ্চিদ্যামীতি নিশ্চলা। ২০৩।

দন দ্বারা বিভূষিত হইল। ১৯৮। তাহারা যেখানে অবস্থিতি করে, তাহা অনাবৃত এবং বিবিধ বহু বাতায়ন বিশিষ্ট হওয়াতে সর্ব্বদা বায়ুযুক্ত; স্থানে স্থানে পঙ্ক্তি প্রদীপ-মালা-বিভূষিত শুক্ল কাষ্ঠময় স্তম্ভত্রয় বিরাজিত। ১৯৯ মহানুভব মহীপতি, মহা-মায়া-প্রভাবে ইহা রচনা করিয়াছেন; ইহার গৃহ সকল মসৃণ এবং প্রলেপ দ্বারা মৃদু-গুণ-বিশিষ্ট; তাহাতে অনেক প্রতোলী অর্থাৎ—বহিঃস্থান সংবদ্ধ। দৃষ্টিমাত্রে ভয়দায়ক মহাযক্ষসকল সেই গৃহ রক্ষার্থে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে। ২০০

সেই মহীপতি, পর বক সকলকে চলিয়া বেড়াইতে দেখিলে, পক্ষীগণ যেরূপ আপন-আবাসে, বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তাহাদিগকে লইয়া বিবিধ ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। ২০১। হে পুত্রক! ত্রিদেহধারী সেই নৃপতি, যক্ষদিগের সমভিব্যাহারে লীলারস সম্ভোগ করিয়া, পুনর্ব্বার পুর হইতে নির্গত হইয়া গমন করিয়া থাকেন। ২০২। হে বৎস! চঞ্চলমতি

ভূতাবিষ্ট ইবাবেগাৎ তত উৎথায় ধাবতি।
পুরং তদপ্যবাপ্নোতি গন্ধর্ব্বৈরিব নির্ম্মিতং। ২০৪।
তস্যেচ্ছা জায়তে বৎস কদাচিচ্চলচেতসঃ।
বিনাশং সংপ্রযামীতি তেনাশু সংবিনশ্যতি। ২০৫।
পুনরুৎপদ্যতে তূর্ণং খাম্বহোর্ম্মিরিবাম্ভসঃ।
ব্যবহারং তনোত্যুচ্চৈঃ পুনরারম্ভমন্থরং। ২০৬।
স্বয়ঞ্চ ব্যবহৃত্যাথ কদাচিৎ পরিভূয়তে।
কিং করোমীত্যসংজ্ঞো হস্মি দুঃখিতোহস্মীতি শোচতি। ২০৭।
মুদমেত্য কদাচিচ্চ ভৃশমায়াতি পীনতাং। ২০৮।
পিবতি বল্গতি গচ্ছতি জৃম্ভতি স্ফুরতি ভাতি ন ভাতি চ ভাস্বরঃ।
চ্যুতমহামহিমা স মহীপতিঃ পতি রূপামিব বাতরয়াকুলঃ। ২০৯।

সেই নৃপতির, কোন সময়ে সেই পুরী প্রবেশ করিয়া, অপর একটী পুরী নির্ম্মাণের স্থির চেষ্টা হয়। ২০৩। তিনি এই ইচ্ছা দ্বারা তখন ভূতাবিষ্ট জনের ন্যায় উত্থিত হইয়া, গন্ধর্ব্ববিনির্ম্মিত পুরীর ন্যায় অন্য এক পুরীতে উপনীত হন। ২০৪। হে বৎস! কোনও সময়ে চঞ্চলমতি ভূপতির এই ইচ্ছা হয় যে, আমি বিনাশ প্রাপ্ত হই; তখনই ইচ্ছামাত্রে তিনি শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকেন। ২০৫। যেরূপ জল হইতে তরঙ্গ-সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তিনি কখনও আকাশ হইতে শীঘ্র প্রাদুর্ভূত হন, এবং পুনর্ব্বার আরব্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে থাকেন। ২০৬। কোনও সময়ে স্বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া অভিভূত হইয়া থাকেন; তখন সংজ্ঞাবিহীন ও দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া আমি কি করি, এইরূপে শোক করিয়া থাকেন। ২০৭। কোনও সময়ে সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২০৮। দীপ্তিশালী সেই ভূমিপতি, ভ্রষ্ট হইয়া কখনও পান, কখনও প্রলাপ, কখনও গমন, কখনও জৃম্ভণ, কখনও স্ফূর্ত্তি এবং কখনও

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথাপৃচ্ছৎ সুতস্তত্র জম্বুদ্বীপে মহানিশি।
কদম্বাগাররূক্ষস্থং পিতরং পাবনাশয়ঃ।২১০।
কোঽসৌ খোত্থ ইতি খ্যাতো ভূপস্তাতোত্তমাকৃতিঃ।
কথিতশ্চ কিমেতন্মে ত্বয়েতি ব্রূহি তত্ত্বতঃ।২১১।

দাশূর উবাচ।

শৃণু পুত্র যথা ভূতমিদং তে কথয়াম্যহং।
যেন সংসারচক্রস্য তত্ত্বমস্যাববুধ্যসে।২১২।
অসদভ্যুত্থিতারম্ভমবস্তুময়মাততং।
সংসারসংস্থানমিদমেবমাকথিতং ময়া।২১৩।

শোভা ধারণ করিয়া থাকেন; কখনওবা (বিষাদে) তাঁহার শোভা কিছুই থাকে না। যেরূপ বায়ুবেগপ্রভাবে তরঙ্গিত সমুদ্র স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ সেই নরনাথ, কখনও কখনও আপন-মহিমা চ্যুত হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন। ২০৯।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—অনন্তর পবিত্রমতি দাশূরনন্দন, মহা নিশি সময়ে সেই জম্বুদ্বীপে, কদম্ব স্বরূপ গৃহস্থিত পিতাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১১০। হে তাত! খোথ নামে বিখ্যাত, দিব্যাকৃতি যে নরপতির কথা আপনি বলিলেন, তিনি কে? আমাকে তাহার যাথার্থ্য জানাইয়া দিউন। ২১১। দাশূর কহিলেন, পুত্র! তুমি ইহার যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, ইহা শ্রবণ করিলে তুমি সংসার-চক্রের মর্ম্ম অববোধ করিতে পারিবে। ২১২। তোমার নিকটে ইতিহাস-প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই অসদ্রূপে উত্থিত, নানাবিধ কর্ম্মারম্ভ-বিশিষ্ট, বস্তুহীন, বিস্তৃত সংসারসংস্থান; আমি এই কথাই তোমাকে বলিয়াছি। ২১৩।

পরমাম্বভসো জাতঃ সঙ্কল্পঃ খোথ উচ্যতে।
জায়তে স্বয়মেবাসৌ স্বয়মেব বিলীয়তে। ২১৪।
তৎস্বরূপমিদং সর্ব্বং জগদাভোগি বিদ্যতে।
জায়তে যত্র জাতে তু যস্মিন্নষ্টে বিনশ্যতি। ২১৫।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বিন্দ্ররুদ্রাদীং স্তস্যৈবাবয়বান্ বিদুঃ।
শূন্যে ব্যোমনি তেনেদং নির্ম্মিতং ত্রিজগৎ পুরা। ২১৬।
প্রতিভাসানুসন্ধানমাত্রেণৈতি বিরিঞ্চিতাং।
যত্রেমে বিততা লোকা লোকাকারা শ্চতুর্দ্দশ। ২১৭।
বনোপবনমালাঢ্যা যত্রোদ্যানপরম্পরাঃ।
ক্রীড়াশিখরিণো যত্র সহ্যমন্দরমেরবঃ। ২১৮।
শীতোষ্ণদীপ্তি চন্দ্রার্কৌ দীপৌ যত্রানিলাক্ষতৌ। ২১৯।

পরম আকাশস্বরূপ চিদ্ব্রহ্ম হইতে যে সংকল্প সঞ্জাত হয়, সেই সংকল্পই খোথ রাজা নামে কথিত হইয়া থাকে। ইনি আপনি জন্মগ্রহণ করেন, এবং আপনি বিলীন হইয়া থাকেন। ২১৪। এই পরিপূর্ণ সকল জগৎকে সংকল্পস্বরূপ জানিবে; কারণ যে কাল পর্য্যন্ত সংকল্প থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত জগৎ অবস্থিতি করে, সংকল্প লয় প্রাপ্ত হইলেই জগৎ নষ্ট হইয়া থাকে।২১৫। লোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও রুদ্রাদি দেবতাকে সংকল্পের অবয়ব বলিয়া জানে, সংকল্প দ্বারাই শূন্য আকাশে পূর্ব্বকালে এই ত্রিজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ২১৬।

সংকল্পের প্রতিবিম্বানুসন্ধান দ্বারা ব্রহ্মরূপের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং তাহাতেই লোকাকার চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে। ২১৭। সেই জগতে বনোপবনবিশোভিত উদ্যানপরম্পরা প্রকাশ পাইয়াছে; সহ্য, মন্দর এবং সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকল বিনোদস্থান শিখর সকল ধারণ করিয়া, তাহাতেই শোভা পাইয়া থাকে। ২১৮। সেখানে শীতোষ্ণদীপ্তিশালী

সূর্য্যাংশুকরদানেন তরঙ্গোত্তুঙ্গমৌক্তিকাঃ।
বহন্ত্যঃ সরিতো যত্র যন্মুক্তাবলয়শ্চলাঃ। ২২০।
ইক্ষুক্ষীরাদিসলিলা মণিরত্নবিষাঙ্কুরাঃ।
ঔর্ব্বানলাম্বুজা যত্র বাপ্যঃ সপ্ত মহার্ণবাঃ। ২২১।
তস্মিন্নেব জগত্যস্মিন্ পুরে সংকল্পভূভৃতা।
ক্রীড়ার্থমাত্মনশ্চিত্তাৎ দেহাঃ পরবকাঃ কৃতাঃ। ২২২।
কেচিৎ গীর্বাণনামান ঊর্দ্ধ এব নিযোজিতাঃ।
নরনাগাদয়ঃ কেচিৎ মধ্যেঽধশ্চ নিবেশিতাঃ। ২২৩।
বাতযন্ত্রপ্রবাহেণ চলন্তো মাংসমৃণ্ময়াঃ।
সিতাস্থিদারবঃ স্নিগ্ধত্বগ্‌লেপমসৃণামলাঃ। ২২৪।

চন্দ্রসূর্য্য, দীপের ন্যায় অবস্থিতিপূর্ব্বক বায়ুসঞ্চালনেও অক্ষত রহিয়া থাকে। ২১৯। সেস্থানের স্রোতঃস্বতী সকল, অংশুমালীর অংশুসংযোগে উত্তুঙ্গ তরঙ্গরূপ মুক্তামালা ধারণ করিয়া যথার্থই চঞ্চল মুক্তাবলয়ধারিণী হইয়া থাকে। ২২০। সেখানে ইক্ষু ক্ষীর প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত সরোবররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; সেখানে সমুদ্রস্থিত রত্ন সকল এবং তদগর্ভস্থ বাড়বানল, যথাক্রমে মৃণালাঙ্কুর ও পদ্মরূপে শোভা পাইয়া থাকে। ২২১।

সেই জগৎপুরে সংকল্প রাজা আপনার ক্রীড়ার উদ্দেশে চিত্ত হইতে অনেক পরবক—অর্থাৎ সুর নরাদি দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। ২২২। তাহাদের মধ্যে দেবতা নামক কতকগুলি উর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গাদিতে সন্নিবেশ, নরনাগ প্রভৃতিকে মধ্যে, এবং কতকগুলি— অর্থাৎ সর্প প্রভৃতিকে অধঃ প্রদেশে স্থাপন করিয়াছেন। ২২৩। তাহারা মাংসরূপ মৃত্তিকা ও শুক্ল অস্থিরূপ দারুময়, এবং স্নিগ্ধ চর্ম্ম দ্বারা মসৃণ ও নির্ম্মল হইয়া প্রাণাদি বায়ুর সাহায্যে চলিষ্ণু হইয়া থাকে। ২২৪।

কেশকৃষ্ণালপোল্লাসস্ফুরদাচ্ছাদনশ্রিয়ঃ।
কর্ণাক্ষিনাসাপ্রমুখৈ র্দ্বারৈ র্নবভিরাদৃতাঃ। ২২৫।
কর্ননাসাস্যতাল্বাদিবাতায়নগণান্বিতাঃ।
ভুজাদ্যঙ্গপ্রতোলীক পঞ্চেন্দ্রিয়কদীপকাঃ। ২২৬।
মায়য়া রচিতাস্তেষু সংকল্পেন মহামতে।
অহঙ্কারমহাযক্ষাঃ পরমালোকভৈরবাঃ। ২২৭।
দেহে পরবকস্থাস্ত র্মহাহঙ্কারযক্ষকৈঃ। ২২৮।
ক্ষণমভ্যুদয়ং যাতি ক্ষণং নশ্যতি দীপবৎ।
দেহগেহেষু সংকল্পস্তরঙ্গঃ সাগরেম্বিব। ২২৯।
ভবিষ্যন্নবনির্ম্মাণমপ্যাপ্নোতি তদা পুরং।
যদা সংকল্পিতং বস্তু ক্ষণাদেব প্রপশ্যতি।
অসংকল্পনমাত্রেণ স্বেনৈবাশু বিনশ্যতি। ২৩০।

কৃষ্ণবর্ণ কেশ সমূহ দ্বারা তাহাদের শ্রী, আচ্ছাদিত হইলেও শোভা-শালিনী হইয়া থাকে; তাহারা চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকা দ্বয়, (মুখ, লিঙ্গ, ও গুহ্যদেশ) এই নবদ্বারে সুশোভিত হইয়া থাকে। ২২৫। কর্ণ, নাসিকা, মুখ, তালুপ্রভৃতি বাতায়নে তাহারা বিশোভিত; তাহাদের ভুজাদি অঙ্গ এবং তাহার বাহস্থানসম্বলিত পঞ্চেন্দ্রিয় দীপের ন্যায় সমুদ্ভাসিত। ২২৬।

হে মহামতে! পরবক সকল সৃষ্ট হইলে পর, সংকল্প রাজা, মায়া-প্রভাবে দৃষ্টিমাত্রে ভয়দায়ক অহঙ্কাররূপ মহাযক্ষ সকল সৃষ্টি করেন। ২২৭। সেই সংকল্প রাজা, পরবকদিগের দেহাভ্যন্তরমধ্যে অসদ্বাসনা হইতে সমুত্থিত মহাহঙ্কার-স্বরূপ যক্ষদিগের সহিত অতিশয় ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ২২৮। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সেই দেহ-গেহ-স্থিত সংকল্প ভূপতি, ক্ষণমধ্যে অভ্যুদিত এবং ক্ষণমধ্যে দীপের ন্যায় নষ্ট হইয়া থাকেন। ২২৯। তিনি যখন ক্ষণমধ্যে সংকল্পিত বস্তু দর্শন

অনন্তায়াত্মদুঃখায় নানন্দায় কদাচন।
ইদংকারং জগদ্দুঃখং প্রতনোত্যাত্মসত্তয়া।
অসত্তয়া নাশয়তি ঘনমান্ধ্যং যথা তমঃ। ২৩১।
স্বয়ৈব দুঃখদায়িন্যা চেষ্টয়া পরিরোদিতি।
সংকল্পিতানন্দনবস্তিষ্ঠত্যুদ্ধুরকন্ধরং। ২৩২।
ত্রয়ন্তস্যামতে দেহা অধমোত্তমমধ্যমাঃ।
তমঃসত্ত্বরজঃ সংজ্ঞাঃ কারণং জগতঃ স্থিতেঃ। ২৩৩।
তমোরূপো হি সংকল্পো নিত্যং প্রাকৃতচেষ্টয়া।
পরাং কৃপণতামেত্য প্রযাতি কৃমিকীটতাং। ২৩৪।

করেন, তখনই ভবিষ্যৎ নব দেহরূপ পুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং (এইরূপে) সংকল্পবিহীন হইলে আপনি নষ্ট হইয়া থাকেন। ২৩০। এই জগৎ অনন্ত দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে; ইহা আনন্দ ভোগের জন্য কখনই সৃষ্ট হয় নাই; আত্মস্বরূপে দর্শন করিলে এই জগৎ দুঃখ বিস্তার করে, (কিন্তু মিথ্যা-রূপে দর্শন করিলে কোন দুঃখই অনুভূত হয় না); যেরূপ অন্ধকারে অব-স্থান করিলে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, এবং তাহা হইতে নির্গত হইলেই অন্ধত্ব দূরীভূত হয়, ইহাও তদ্রূপ। ২৩১।

সেই সংকল্প রাজা, ঊর্দ্ধকন্ধর হইয়া সংকল্পিত আনন্দে অবস্থিতি করেন, এবং (যখন) দুঃখদায়িনী চেষ্টা দ্বারা অভিভূত হন, (তখনই তিনি কর্ম্মবিপাক স্মরণ করিয়া) রোদন করিয়া থাকেন। ২৩২। দুর্ব্বুদ্ধি সংকল্প নৃপতির উত্তম, মধ্যম ও অধম নামক যে তিন দেহের (কথা বলিয়াছি,) তাহা সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিবিধ সংজ্ঞামাত্র; ইহাই জগতের স্থিতির কারণ। ২৩৩। তমরূপ সংকল্প, নিত্যকাল কুচেষ্টা দ্বারা (জীবকে) অতিশয় দৈন্য-দশা-বিধুর করিয়া কৃমিকীটে পর্য্যবসিত করিয়া থাকেন। ২৩৪।

সত্ত্বরূপো হি সংকল্পো ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
অদূরাৎ কেবলীভাবঃ সাম্রাজ্য ইব তিষ্ঠতি। ২৩৫।
রজোরূপো হি সংকল্পো লোকসংব্যবহারবান্।
পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারানুরঞ্জিতঃ। ২৩৬।
ত্রিবিধস্তু পরিত্যজ্য রূপমেতন্মহামতে।
সংকল্পঃ পরমাপ্নোতি পদমাত্মপরিক্ষয়ে। ২৩৭।
সর্ব্বা দৃষ্টীঃ পরিত্যজ্য নিয়ম্য মনসা মনঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরস্থস্য সংকল্পস্য ক্ষয়ং কুরু। ২৩৮।
যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণং।
পাতালস্থস্য ভূস্থস্য স্বর্গস্থস্যাপি চেত্তব।
নান্যঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সংকল্পোপশমাদৃতে। ২৩৯।
অনাবাধেঽবিকারে চ সুখে পরমপাবনে।

সত্ত্বরূপ সংকল্প (জীবকে) ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণ এবং দূর হইতে তাহাকে অদ্বয় জ্ঞানে বিভূষিত করিয়া, সাম্রাজ্যে অবস্থিতির ন্যায় স্থাপন করিয়া থাকে। ২৩৫। রজোরূপ সংকল্প (জীবকে) লোক-ব্যবহার কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও স্ত্রী পুত্রাদিতে অনুরক্ত করিয়া সংসার স্থাপন করিয়া থাকেন। ২৩৬। হে মহামতে পুত্র! সংকল্প, এই ত্রিবিধ রূপ পরিত্যাগ করিয়া আপনি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, তবে পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। ২৩৭। অতএব, সকল দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া মন দ্বারা মনের নিগ্রহ পূর্ব্বক বহিঃস্থ এবং অভ্যন্তরস্থিত সংকল্পকে ক্ষয় কর। ২৩৮।

তুমি পাতালে অবস্থিত, ভূতলে স্থিত, কিম্বা স্বর্গস্থ হইয়া বহু সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করিলেও সংকল্প ক্ষয় ব্যতিরেকে তোমার (শ্রেয়োলাভ হইবার) অন্য উপায় নাই। ২৩৯। তুমি বাধা ও বিকার-শূন্য, পরম পবিত্র, সুখজনক

সংকল্পোপশমে যত্নং পৌরুষেণ পরং কুরু। ২৪০।
সংকল্পতন্তৌ নিখিলা ভাবাঃ প্রোতাঃ কিলানঘ।
ছিন্নে তন্তৌ ন জানে তে ক্ব যান্তি বিষয়াররঃ। ২৪১।
নিঃসংকল্পো যথাপ্রাপ্তব্যবহারপরো ভব।
চিদচেত্যোন্মুখত্বং হি যাতি সংকল্পসংক্ষয়ে। ২৪২।
অধিগতপরমার্থতামুপেত্য প্রসভমপাস্য বিকল্পজালমুচ্চৈঃ।
অধিগময় পদং তদদ্বিতীয়ং বিততসুখায় চিত্তবৃত্তিং। ২৪৩।

পুত্র উবাচ।

কীদৃশস্তাত সংকল্পঃ কথমুৎপদ্যতে প্রভো।
কথং বা বৃদ্ধিমাপ্নোতি কথঞ্চৈব বিনশ্যতি। ২৪৪।

দাশূর উবাচ।

অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য সত্তা সামান্যরূপিণঃ।

সংকল্প-ক্ষয়ের জন্য পৌরুষের সাহায্য গ্রহণ করিয়া যত্ন করিতে থাক। ২৪০। হে অনঘ! সংকল্প-তন্তুতে সকল বস্তু গ্রথিত আছে, (অতএব) সেই তন্তু ছিন্ন হইলে বিষয় বিপক্ষ সকল কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জানি না। ২৪১। তুমি সংকল্প ত্যাগ করিয়া লোক-ব্যবহার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে সংকল্প ক্ষয়ে তোমার চিৎ, চিত্ত ত্যাগে বিষয় দর্শন করিবেন। ২৪২। তুমি চিত্ত বৃত্তিকে বিপুল-সুখ-ভোগী করিবার জন্য অগ্রে পরমার্থ লাভের চেষ্টা এবং মনের বাসনা সকল দূরে নিঃক্ষেপ কর; (জানিও) তাহা হইলেই অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারিবে। ২৪৩।

পুত্র কহিলেন;—হে তাত! সংকল্প কি প্রকার? কিরূপে উহার উৎপত্তি হয়? এবং কিরূপেইবা উহা বৃদ্ধি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৪৪। দাশূর কহিলেন,—সামান্যরূপী, অনন্ত, চৈতন্যময় আত্মার যে বিষয়প্রবৃত্তি,

চিতশ্চেত্যোন্মুখত্বং যৎ তৎ সংকল্পাঙ্কুরং বিদুঃ। ২৪৫।
লেশতঃ প্রাপ্তসত্তাকঃ সএব ঘনতাং শনৈঃ।
যাতি চিত্তত্বমাপূর্য্য দৃঢ়ং জাড্যায় মেঘবৎ। ২৪৬।
ভাবয়ন্তী চিতিশ্চেত্যং ব্যতিরিক্তমিবাত্মনঃ।
সংকল্পতামিবায়াতি বীজমঙ্কুরতামিব। ২৪৭।
সংকল্পনং হি সংকল্পঃ স্বয়মেব প্রজায়তে।
বর্দ্ধতে স্বতএবাশু দুঃখায় ন সুখায় চ। ২৪৮।
মা সংকল্পয় সংকল্পং ভাব্যং ভাবয় মা স্থিতৌ।
এতাবতৈব ভাবেন ভাবো ভবতি ভূতয়ে। ২৪৯।
সংকল্পনাশনে যত্নান্ন ভূয়স্ত্বেন গচ্ছতি।
ভাবনাভাবমাত্রেণ সংকল্পঃ ক্ষীয়তে স্বয়ং। ২৫০।

লোকে তাহাকেই সংকল্পের অঙ্কুর বলিয়া জানে। ২৪৫। সংকল্প, প্রথমে কণার আকার ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, মেঘ যেরূপ ঘনীভূত হয়, তাহার ন্যায় সংকল্প ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তা প্রাপ্ত ও পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ২৪৬। বীজ যেরূপ অঙ্কুরতা প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় সেই চৈতন্য, আপনার অতিরিক্তের ন্যায় বিষয় ভাবনা দ্বারা সংকল্প হইয়া থাকে। ২৪৭। বাসনার নামই সংকল্প, ইহা স্বয়ং জাত ও স্বয়ংই সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে; এই সংকল্প কেবল দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, সুখ প্রদানের জন্য (ইহার সৃষ্টি হয় না)। ২৪৮।

হে পুত্র! তুমি কখন সংকল্প করিও না; তুমি যাহা ভাবিবার বিষয়, সেই ব্রহ্মকে ভাবনা কর। এরূপ ভাবনা করিলে, তোমার পরমৈশ্বর্য্য লাভ হইবে। ২৪৯। সংকল্পের বিনাশ-সাধনে তোমাকে অধিক যত্ন করিতে হইবে না। বিষয় চিন্তা পরিত্যাগ করিলে সংকল্প স্বয়ংই ক্ষয় পাইয়া থাকে। ২৫০।

স্বমনঃকুসুমামর্দ্দে কশ্চিদ্ব্যক্তিকরোভবেৎ।
স্বসাধ্যে ভাবমাত্রেণ নতু সংকল্পনাশনে। ২৫১।
সংকল্পেনৈব সংকল্পং মনসৈব মনো মুনে।
ছিত্ত্বা চাত্মনি তিষ্ঠ ত্বং কিমেতাবত্তি দুষ্করং। ২৫২।
যথৈবেদং নভঃ শূন্যং জগচ্ছূন্যং তথৈব হি।
অসম্ময়বিকল্পোত্থে উভয়ে বিততে যতঃ। ২৫৩।
তণ্ডুলস্য যথা চর্ম্ম যথা তাম্রস্য কালিমা।
নশ্যতি ক্রিয়য়া পুত্র পুরুষস্য তথা মলং। ২৫৪।
জীবস্য তণ্ডুলস্যেব মলং সহজমপ্যলং।
নশ্যত্যেব ন সন্দেহস্তস্মাদুদ্যমবান্ ভব। ২৫৫।

বরং বস্তুমাত্রের অভাবন দ্বারা আপনার মনরূপ কুসুম-মর্দ্দনে কিঞ্চিৎ ব্যতিকর হইয়া থাকে, কিন্তু স্বসাধ্য সংকল্প-বিনাশ-পক্ষে অধিক যত্ন করিতে হয় না। ২৫১।

হে মুনে! তুমি সংকল্প দ্বারা সংকল্পকে এবং মনের দ্বারা মনকে ছেদ করিয়া আত্মাতে অধিষ্ঠিত থাক; এরূপ করিলে, আর কি দুষ্কর কার্য্য (অবশিষ্ট থাকিবে, বল)। ২৫২।

যেরূপ এই আকাশ শূন্য, সেইরূপ জগৎকে শূন্য বলিয়া জানিবে; যে হেতুক এই দুইটীই অসন্ময় বিকল্পনা হইতে জাত, এবং উভয়ই অতিবিস্তৃত; সুতরাং সমান। ২৫৩। হে পুত্র! যেরূপ তণ্ডুলের চর্ম্ম—অর্থাৎ আবরণ, এবং তাম্রের কালিমা, এই দুই পদার্থ ব্যবহার দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ক্রিয়া দ্বারা পুরুষের মালিন্য বিনাশ পাইয়া থাকে। ২৫৪। তণ্ডুলের মলের ন্যায় জীবের সহজ মালিন্য যে নষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব, তুমি ঐ মল-বিনাশে উদ্যোগী হও। ২৫৫।

মম গুরুবিভবোজ্জ্বলা বিলাসা
ইতি তব মাস্তু বৃথৈব বিভ্রমোহন্তঃ।
ত্বমপি চ বিততাশ্চ তে বিলাসা
বিলসতু সর্ব্বমিদং তদাত্মরূপং। ২৫৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য তদা তত্র তয়োরালাপনং দ্বয়োঃ।
অহং রঘুকুলাকাশশশাঙ্ক রঘুনন্দন।
পতিতঃ খাৎ কদম্বাগ্রে পুষ্পপত্রকুলাকুলে। ২৫৭।
মামথালোক্য সংপ্রাপ্তং দাশূরোহথ সপর্য্যয়া।
বিশীর্ণবিষ্টরে পত্রে পরয়া পর্য্যপূজয়ৎ। ২৫৮।
আবয়োস্তত্র চিত্রাভিঃ কথাভিরিতরেতরং।
শর্ব্বরী সা ব্যতীয়ায় মুহূর্ত্ত ইব কান্তয়োঃ। ২৫৯।

হে পুত্র! আমার মহদ্বিভববিশিষ্ট এই উজ্জ্বল বিলাস স্থান, (এই আমার স্ত্রী পুত্রাদি) তুমি, আমি এবং বিস্তৃত বিলাসক্ষেত্র ইত্যাদি ভ্রম, তোমার অন্তঃকরণে প্রকাশিত না হউক; (জানিও) এই জগৎ, সেই ব্রহ্মরূপে বিরাজিত। ২৫৬।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রঘুবংশাকাশের চন্দ্রস্বরূপ রঘুনন্দন! (শ্রবণ কর,) আমি এইরূপে তাঁহাদিগের দুই জনের কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, শূন্য হইতে পুষ্পসমাকুল কদম্ব বৃক্ষের অগ্রে পতিত হইলাম। ২৫৭। অনন্তর মুনিবর দাশূর, আমাকে দেখিবামাত্র শীর্ণ পত্র আসনে (উপবেশন করাইয়া) পরম পূজাদ্রব্য দ্বারা আমাকে পূজা করিলেন। ২৫৮। যেরূপ শর্ব্বরী কান্ত ও কান্তার সম্মিলনে মুহূর্ত্তের ন্যায় গত হয়, সেইরূপ আমাদিগের বিচিত্র কথা-প্রসঙ্গে (সেই) রজনী অতিবাহিত হইল। ২৫৯।

অহং বিস্বজ্য দাশূরং ততোহমরনদীং গতঃ।
দাশূরাখ্যায়িকৈষা তে কথিতা রঘুনন্দন।
দাশূরাখ্যায়িকেবেদং জগদিত্যেব ভাব্যতাং। ২৬০।

ইতি বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে দাশূরাখ্যানং নাম
সপ্তদশঃ সর্গঃ। *। ১৭। *।

তদনন্তর দাশূরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, আমি গঙ্গাতীরে গমন করিলাম। হেরঘুনন্দন! তোমার নিকটে এই দাশূরক-উপাখ্যান বলিলাম; তুমি এই জগৎকে দাশূর-আখ্যায়িকার ন্যায় জানিয়া (সর্ব্বদা) ভাবনা করিতে থাক। ২৬০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অপর্য্যন্তস্য কালস্য কিয়ানংশঃ শরচ্ছতং।
তাবন্মাত্রমিহায়ুর্যঃ কিমাস্থাং সোঽনুধাবতি। ১।
অন্তরাস্থাং পরিত্যজ্য তাবত্ত্বং ভাবনাময়ীং।
যোঽসি সোঽসি জগত্যস্মিন্ লীলয়া বিহরানঘ। ২।
নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথালোকঃ প্রবর্ত্ততে।
সত্তামাত্রেণ দেবেন তথৈবায়ং জগদ্‌গণঃ। ৩
অত আত্মনি কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বঞ্চ সংস্থিতং।
নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ। ৪।
দ্বে আত্মনি তু বিদ্যেতে কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতানঘ।
যত্রৈব তে চমৎকার স্তামাশ্রিত্য স্থিরো ভব। ৫।
সর্ব্বত্রাহমকর্ত্তেতি দৃঢ়ভাবনয়ানয়া।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—একশত বর্ষ অনন্ত কালের অতি তুচ্ছ ও অল্প অংশ মাত্র; যে পরমায়ুর একশত বর্ষ পর্য্যন্ত স্থিতি, তাহার প্রতি লোকে কি আস্থা করিবে? । ১। হে অনঘ! অন্তরের আস্থা পরিত্যাগ করিলে যেরূপ ভাবনা হইয়া থাকে, তুমি সেইরূপ হইয়া লীলা-প্রভাবে জগতে সচ্ছন্দে বিহার করিতে থাক। ২। যেরূপ রত্নের, দীপ্তি প্রকাশের ইচ্ছা না থাকিলেও একস্থান স্থিত হইয়া উহা আলোক বিকাশ করে, সেইরূপ ইচ্ছাশূন্য ব্রহ্মের সত্তা হইতে এই জগৎ দীপ্তি পাইয়া থাকে। ৩। ইচ্ছাশূন্যতা প্রযুক্ত আত্মা কর্ত্তা নহেন, কিন্তু সন্নিধান বশতঃ জগতের স্থিতি হইয়া থাকে বলিয়া, কর্ত্তা হইয়া থাকেন; এই কারণে আত্মার কতৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই হইয়া থাকে।৪। হে অনঘ! আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব দুই বিদ্যমান আছে, যাহাতে তোমার চমৎকৃতি প্রকাশ পায়, তুমি তাহারই আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক স্থির হও। ৫।

প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যসে ।৬।
যাতি নীরসতাং জন্তুরপ্রবৃত্তেরচেতসঃ ।
তস্মান্নিত্যমকর্ত্তাহমিতি ভাবনয়েদ্ধয়া ।
পরমামৃতনাম্নী সা সমতৈব বিশিষ্যতে । ৭।
অথ সর্ব্বং করোমীতি মহাকর্ত্তৃতয়া তয়া ।
যদিচ্ছসি স্থিতিং রাম তত্তামপ্যুত্তমাং বিদুঃ । ৮ ।
অহং যত্র করোমীতি সমগ্রং জাগতং ভ্রমং ।
রাগদ্বেষক্রমস্তত্র কুতোহন্যস্যাপ্যসম্ভবাৎ । ৯ ।
যদন্যেন শরীরং মে দগ্ধমন্যেন লালিতং ।
সোহস্মদারম্ভ এবাতঃ কঃ খেদোল্লাসয়োর্ভ্রমঃ । ১০ ।

সকল কার্য্যেরই আমি কর্ত্তা নহি, এইরূপ দৃঢ় ভাবনা দ্বারা প্রবাহের ন্যায় আগত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হইও না । ৬ । জীব, চিত্ত-শূন্য ও প্রবৃত্তিবিহীন হইলেই, নীরসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; অতএব, নিত্য কাল "আমি কর্ত্তা নহি," এইরূপ দৃঢ় ভাবনা দ্বারা তুমি পরমামৃত নাম্নী সমতাকে গ্রহণ কর । ৭ ।

হে রাম ! (ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যে কর্ম্ম করেন, আমি সেই কর্ম্মই করি, এইরূপ দৃঢ় জ্ঞানে) যদি মহা কর্ত্তৃত্ব করিয়া স্থিতি করিতে ইচ্ছা কর,(জানিও) তাহাও উত্তম স্থিতি ; অর্থাৎ ইহা হইতে মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে ।৮। আমি যে কর্ম্ম করিয়া থাকি,তাহাই সমস্ত জগতের ভ্রম কর্ম্ম, (এইরূপ নিশ্চয় হইলে) যখন রাগদ্বেষাদির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, তখন অপর (দোষাদির উৎপত্তির) অসম্ভাবনা কি ? । ৯ । আমরা যে শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছি, তাহা একজনে লালন করে, এবং অপরে দগ্ধ করিয়া থাকে, (যখন) আমাদিগের আরম্ভ এই প্রকার, তখন আর হর্ষ-বিষাদ-ভ্রম কেন ? । ১০ । সংকল্প, আত্মার

খেদোল্লাসবিলাসেষু আত্মকর্ত্তৃতয়ৈকয়া ।
স্বসংকল্পেন সংঘাতে সমত্বৈবাশিষ্যতে । ১১ ।
সমতা সর্ব্বভাবেষু যাসৌ সত্যপরা স্থিতিঃ ।
তস্যামবস্থিতং চিত্তং ন ভূয়োজন্মভাগ্ ভবেৎ । ১২ ।
অথবা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমকর্ত্তৃত্বঞ্চ রাঘব ।
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মনঃ পীত্বা যোঽসি সোঽসি স্থিরো ভব । ১৩ ।
অয়ং সোঽহময়ং নাহং করোমীদমিদং নতু ।
ইতি ভাবানুসন্ধানময়ী দৃষ্টি র্ন তুষ্টয়ে । ১৪ ।
সা কালসূত্রপদবী সা মহাবীচিবাগুরা ।
সাসিপত্রবনশ্রেণী যাহং দেহ ইতি স্থিতিঃ । ১৫ ।
সা ত্যাজ্যা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বনাশেঽপ্যুপস্থিতে ।

অদ্বিতীয় আধিপত্য-প্রভাবে খেদ, উল্লাস ও বিনাশ সংকল্পবশতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, কেবল সমতাই অবশিষ্ট থাকে । ১১ । যে সমতা সকল বস্তুর প্রতি প্রকাশিত হয়, তাহাই সত্যপর হইয়া থাকে, অর্থাৎ তদ্দারাই ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে ; যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না । ১২ ।

হে রাঘব ! অথবা তুমি সম্যক্ প্রকার কর্ত্তৃত্ব, কিম্বা অকর্ত্তৃত্ব সকলই পরিত্যাগ করিয়া, মনের বিনাশ সাধন করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ হইয়া স্থিরতাবলম্বন কর । ১৩ । সেই আমি এই, অথবা এই আমি নহি, এই কর্ম্ম আমি করি, অথবা আমি ইহা করি না, এরূপ ভাবানুসন্ধানদৃষ্টি, (জীবের) কখনই তুষ্টিজনক হয় না । ১৪ । আমি দেহ স্বরূপ এইরূপ অবস্থিতিই কালসূত্রের পদবী, মহাবীচি নামক নরকের পাশ, এবং অসিপত্র বন নামক নরকের কারণ । ১৫ । সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলেও সর্ব্ব-

স্পৃষ্টব্যা সা ন ভাব্যেন সশ্বমাংসেব পুক্কশী। ১৬।
তয়া সুদূরোজ্ঝিতয়া দৃষ্টৌ পটললেখয়া।
উদেতি পরমা দৃষ্টির্জ্যোৎস্নেব বিগতাম্বুদা। ১৭।
তয়াভ্যুদিতয়া রাম তীর্য্যতেঽয়ং ভবার্ণবঃ। ১৮।
কর্ত্তা নাস্মি নচাহমস্মি স ইতি জ্ঞাত্বৈবমন্তঃ স্ফুটং
কর্ত্তৈবাস্মি সমগ্রমস্মি তদিতি জ্ঞাত্বাথবা নিশ্চয়ং।
কোঽপ্যেবাস্মি ন কশ্চিদেব মিতি বা নির্ণীয় সর্ব্বোত্তমে
তিষ্ঠ ত্বং স্বপদে স্থিতাঃ পদবিদো যত্রোত্তমাঃ সাধবঃ। ১৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাস্ত্বং পরিত্যজ্য মোক্ষার্থিত্বমপি ত্রজ। ২০।

প্রযত্নে সেই দেহস্থিতিকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; যেরূপ কুক্কুরমাংসস্পর্শিনী চণ্ডালিনীকে স্পর্শ করা উচিত নহে, সেইরূপ কল্যানকামী ব্যক্তির ইহার সংস্রব পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ১৬। যেরূপ মেঘ নির্মুক্ত হইলে চন্দ্রিকা-প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ অশুভনাশিনী এই দৃষ্টিকে দূরে সন্নি-বেশিত করিলে, পরম দৃষ্টির উদয় হইয়া থাকে। ১৭।

হে রামচন্দ্র! তোমার সেই দিব্য দৃষ্টি উদিত হইলে, তুমি এই ভব সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ১৮। আমি কর্ত্তা নহি, এই শরীরাদিও আমি নহি, অন্তঃকরণে এই দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া, আমিই কর্ত্তা, সকল সংসারই আমি, এইরূপ অবধারণপূর্ব্বক আমি কোন আশ্চর্য্য বস্তু, অথবা আমি কোন আশ্চর্য্য বস্তু নহি, এইটী স্থির করিয়া যে ব্রহ্মপদে উত্তম সাধুগণ অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেই ব্রহ্মপদে অবস্থিতি কর। ১৯।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বাসনা দ্বারা বন্ধনের নাম বন্ধ, এবং বাসনা ক্ষয়ের

মানসীর্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয়বাসিতাঃ।
মৈত্রাদিভাবনানাম্নীং গৃহাণামলবাসনাং। ২১।
ততোঽপ্যন্তঃ পরিত্যজ্য তাভির্ব্যবহরন্নপি।
অন্তঃ শান্তঃ সমস্নেহো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ। ২২।
তামপ্যথ পরিত্যজ্য মনোবুদ্ধিসমন্বিতাং।
শেষে স্থিরসমাধানো যেন ত্যজসি তত্ত্যজ। ২৩।
চিন্মনঃকলনাকালপ্রকাশতিমিরাদিকাং।
বাসনাং বাসিতারঞ্চ প্রাণস্পন্দনপূর্ব্বকং। ২৪।
সমূলমখিলং ত্যক্ত্বা ব্যোম সৌম্য প্রশান্তধীঃ।
যত্ত্বং ভবসি সদ্বুদ্ধে স ভবানস্তু সৎকৃতঃ। ২৫।
হৃদয়াৎ সংপরিত্যজ্য সর্ব্বমেব মহামতিঃ।

নাম মোক্ষ; অতএব হে রামচন্দ্র! তুমি বাসনা পরিহার পূর্ব্বক মোক্ষার্থী হও। ২০। প্রথমে বিষয় দ্বারা সুবাসিত মনের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া (জীবের প্রতি) দয়া ও মিত্রতা প্রভৃতি অমল (সৎ) বাসনা গ্রহণ কর। ।২১। পরে সেই বাসনার দ্বারা ব্যবহার কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, অন্তরে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত, (সর্ব্বজীবে) সমস্নেহবিশিষ্ট, এবং চিন্মাত্রবাসনা-যুক্ত হও। ২২। তদনন্তর, মন এবং বুদ্ধির সহিত সেই চিদ্বাসনাকে ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট বস্তুর সহিত অবস্থিতি পূর্ব্বক যে মন দ্বারা সকলকে ত্যাগ করিলে, সেই মনকেই পরিত্যাগ কর। ২৩। চিৎ, মন, সংকল্প, কাল, প্রকাশ ও অন্ধকারাদি বাসনা এবং বাসনাকর্ত্তার প্রাণাদি স্পন্দন সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক। ২৪। আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও শান্তবুদ্ধি হইলে যেরূপ হয়, হে সদ্বুদ্ধে! তুমি সকলের সম্মানিত হইয়া সেইরূপে অবস্থান কর। ২৫।

যে মহামতি অন্তঃকরণের বাসনাদি পরিত্যাগ করিয়া, অব্যগ্রভাবে অব-

যস্তিষ্ঠতি গতব্যগ্রঃ স মুক্তঃ পরমেশ্বরঃ। ২৬।
সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়ে নাস্তি সর্ব্বাশা মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ। ২৭।
নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থো ন তস্যার্থো হি কর্ম্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ। ২৮।
বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্গ্রাহিতং মিথঃ।
সংত্যক্তবাসনান্মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদং। ২৯।
দৃষ্ট্বা দ্রষ্টব্যমখিলং ভ্রান্ত্বা ভ্রান্ত্বা দিশো দশ।
জনাঃ কতিপয়া এব যথাবস্ত্ববলোকিনঃ। ৩০।
যে কেচন সমারম্ভা জনস্যাস্য ক্রিয়াক্রমাঃ।
তে সর্ব্বে দেহমাত্রার্থা আত্মার্থস্তু ন কিঞ্চন। ৩১।

স্থিতি করিতে পারেন, তিনিই মুক্তপুরুষ—পরমেশ্বর। ২৬। যাঁহার অন্তরে কোন আশাই নাই, সেই মহাশয় ব্যক্তিকে মুক্তপুরুষ বলিয়া জানিবে; এরূপ ব্যক্তির সমাধি করা, আর না করা দুই সমান।২৭। যাঁহার মন বাসনা-বিহীন হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মে প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ কর্ম্ম না করিলে হানি নাই; (অধিক কি বলিব) তাঁহার সমাধি এবং জপ প্রভৃতিরও প্রয়োজন নাই। ২৮। চিরকাল নিখিল শাস্ত্র সমূহের বিচার দ্বারা জানা গিয়াছে যে বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন না করিলে, উত্তম পদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না। ২৯। পরিশ্রম পূর্ব্বক নিখিল দ্রষ্টব্য দর্শন, ও দশ দিক্ পর্য্যটন করিয়া, এই জানিতে পারা যায় যে, যাঁহারা যথার্থ বস্তু দর্শন করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি কতিপয় মাত্র আছেন। ৩০। লোকের যে কিছু ক্রিয়া কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল দেহভরণার্থই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, (বাস্তবিক,) ইহাতে পরমার্থিকতা কিছুই নাই। ৩১। কি পাতাল, কি

সর্ব্বত্র পঞ্চ ভূতানি ষষ্ঠং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
পাতালে ভূতলে স্বর্গে রতিমেতি কুধীরধীঃ। ৩২।
যুক্ত্যা বৈ চরতো জন্তু সংসারো গোষ্পদাকৃতিঃ।
দূরসংত্যক্তযুক্তেশ্চ মহাবর্ত্তার্ণবোপমঃ। ৩৩।
ন কেচন জগদ্ভাবা স্তত্ত্বজ্ঞং রঞ্জয়ন্ত্যমী।
নাগরং নাগরীকান্তং কুগ্রামললনা ইব। ৩৪।
স্ফারব্রহ্মামলাম্ভোধেঃ ফেণাঃ সর্ব্বে কুলাচলাঃ।
চিদাদিত্যমহাতেজোমৃগতৃষ্ণাজগচ্ছ্রিয়ঃ। ৩৫।
অত্রৈব বস্তন্যুদিতাঃ শৃণু রাঘব পূর্ব্বজাঃ।
কচেন গাথা যা গীতা বার্হস্পত্যেন বোধিনীঃ। ৩৬।

ভূতল, কি স্বর্গ সকল স্থানেই পঞ্চ ভূতের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার অতিরিক্ত ষষ্ঠ ভূত কোথাও লক্ষ্য হয় না, অতএব, (এরূপ অনিত্য জগতে) যাহার সন্তোষ হইয়া থাকে, সেব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধি। ৩২। জ্ঞানি ব্যক্তি যুক্তিবলে এই সংসারকে গোষ্পদের ন্যায় দেখিয়া থাকেন, কিন্তু অজ্ঞানী লোকে যুক্তিকে দূরে বিসর্জ্জন দিয়া, সংসারকে মহাবর্ত্তশালী সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ বোধ করিয়া থাকে। ৩৩। যেরূপ নিজ প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়ীর অন্তঃকরণ অন্য কোনও কুগ্রামবাসিনী রমণীর প্রতি প্রধাবিত হয় না, তাহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অন্তঃকরণকে জগতের কোন বস্তুই অনুরাগী করিতে পারে না। ৩৪। এই যে সকল কুলাচল দেখিতেছ, ইহা স্ফুরণশীল ব্রহ্মের অমল অর্ণবের ফেণাস্বরূপ; চিত্তরূপ সূর্য্য-কিরণে মৃগতৃষ্ণারূপ এই জগৎ-শ্রী শোভা পাইতেছে, (জানিবে)। ৩৫।

হে রাঘব! এই ব্রহ্মপদার্থসম্বন্ধে পূর্ব্বকালে বৃহস্পতিনন্দন কচ যে অপূর্ব্ব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৬। কোনও সময়ে

কচঃ কদাচিত্তুত্থায় সমাধেঃ প্রীতমানসঃ।
একান্তে সমুবাচেদমেকোগদ্গদয়া গিরা। ৩৭।
কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিং।
আত্মনা পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা। ৩৮।
স বাহ্যাভ্যন্তরং দেহেষ্বধ ঊর্দ্ধঞ্চ দিক্ষু চ।
ইত আত্মা তথেহাত্মা নাস্ত্যনাত্মসমং ক্বচিৎ। ৩৯।
ন তদস্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন যন্ময়ি।
কিমন্যদভিবাঞ্ছামি সর্ব্বং সচ্চিন্ময়ং ততং। ৪০।

ইতি বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে কচগাথানাম
অষ্টাদশঃ সর্গঃ। ১৮ *।

কচ,সমাধি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া,একাকী প্রীতমনে গদ্গদ বাক্যে নির্জ্জনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৩৭। আমি কি করি, কোথায় যাই, কি গ্রহণ করি, কি পরিত্যাগ করি; (আমি দেখিতেছি) মহাকল্পকালে সমুদ্রের জল যে রূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পরমাত্মা এই বিশ্বমধ্যে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ।৩৮। কি বহিঃপ্রদেশ, কি অভ্যন্তর, কি দেহ, কি ঊর্দ্ধাধঃদেশ, এখানে, ওখানে,সকলদিকে সর্ব্বত্রই আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়; আত্মাভিন্ন পদার্থ আছে এরূপ কোনস্থানও দেখা যায় না। ৩৯। যে স্থানে আমি নাই, এমত স্থান নাই, যে বস্তু আমাতে নাই এমত বস্তুও নাই; অতএব আমি অন্য কোন্ বস্তুর কামনা করিব? (জগতে) সকল বস্তুই বিস্তৃত চিন্ময়স্বরূপ।৪০।

পঞ্চম খণ্ডের বিজ্ঞাপন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উপাদেয়তা ও চমৎকারিতা অনুভব করিয়া আমার পিতামহের তৃতীয় সহোদর স্বর্গীয় সত্যকিঙ্কর ঘোষাল রায়চৌধুরী বাহাদুর মূল সহ ইহার কিয়দংশ অনুবাদ করাইয়া জনসমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে আমার পূজ্যপাদ পিতামহ স্বর্গীয় রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর সাধারণের প্রয়োজন দেখিয়া এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ১২৫৭ সালে পুনর্মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়া যান। দুর্ভাগ্যের বিষয়! উভয়েই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিবার সময় পান নাই। এক্ষণে আমি আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেব কুমার সত্য সত্য ঘোষাল বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে সম্পূর্ণ সমূল এই গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদ সহ কেবলমাত্র ডাকমাশুল দীং ব্যয় তিন টাকা লইয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ পঞ্চম খণ্ড যোগবাশিষ্ঠ প্রকাশিত হইল। দেশ বিদেশীয় বহুতর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের উত্তেজনাপ্রযুক্ত এই পুস্তক প্রকাশে আমার হস্তক্ষেপ। যদিও এক্ষণে গ্রাহক হইবার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে নিত্য নিত্য কত পত্র লিখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধে আমাকে অগত্যা সময় বৃদ্ধি করিয়া দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। যোগ্যপাত্রে পুস্তক অর্পিত হইলে পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি হয় বলিয়া জানাইতেছি যে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এখনও অন্ততঃ দুইশত ব্যক্তিকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

গোবিন্দ সামন্ত বা বঙ্গীয় কৃষি-জীবন। এ দেশের অনেকগুলি সম্বাদ-পত্রে সুখ্যাতির সহিত সমালোচিত। অনেকের অনুরোধে দুই খণ্ডের মূল্য ১।০ পাঁচ সিক্কা করা হইল। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ভূকৈলাস খিদিরপুর	প্রকাশক
কলিকাতা।	শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্ত্তৃক

ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY

SUTTYA BADEE GHOSAUL,

WITH A BENGALEE TRANSLATION.

কলিকাতা,

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—শ্রী[illegible]যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

বশিষ্ঠ উবাচ।

যে হি রাঘব সত্ত্বস্থা জ্ঞাতা ভুবি মহাগুণাঃ।
তে নিত্যমেবাভ্যুদিতা মুদিতাঃ পরমে পদে। ১।
নাপদি গ্লানিমায়ান্তি নিশি হেমাম্বুজং যথা।
নেহন্তে প্রাকৃতাদন্যদ্রমন্তে শিষ্টবর্ত্মনি। ২।
নি- ঃাপূর্ণতামন্তরক্ষুণ্ণা মিন্দ্রস্থন্দরীং।
আপদ্যপি ন মুঞ্চন্তি শশিনঃ শীততামিব। ৩।
প্রকৃত্যৈব বিরাজন্তে মৈত্র্যাদিগুণকান্তয়া।
সমাঃ সমরসাঃ সৌম্যাঃ সততং সাধুবৃত্তয়ঃ। ৪।
অব্ধিবৎ কৃতমর্য্যাদা ভবন্তি বিততাঃ সমাঃ।
অতস্তেষাং মহাবাহো পদমাপদমীক্ষিতং। ৫।
সর্ব্বৈদেবানুগন্তব্যং মংক্তব্যং নাপদর্ণবে।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে রাঘব! জগতে সত্ত্বগুণাবলম্বী যে সকল মহাগুণবান্ পুরুষদিগকে দেখিতে পাও, তাঁহারা নিত্যকাল হর্ষযুক্ত ও অভ্যুদিত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১। যেরূপ স্বর্ণপদ্ম রাত্রিকালে ম্লান হয় না, তাহার ন্যায় আপদকালে সেই জ্ঞানীগণ, গ্লানিভাব ধারণ করেন না। তাঁহারা যথার্থ কর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য কোনও নিন্দনীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না ; শিষ্টপথে পদার্পণ দ্বারা তাঁহাদের মন-সন্তোষ হইয়া থাকে। ২। যেরূপ শশী কখনও আপনার শীতলতা পরিত্যাগ করে না, তাহার ন্যায় তাঁহারা সঙ্কট সময়েও আপনাদের অন্তঃকরণের স্থধাময়ী পূর্ণতা পরিত্যাগ করেন না। ৩। তাঁহারা মৈত্রী, করুণা, শান্তি প্রভৃতি গুণ দ্বারা সর্ব্বত্র সাধুচরিত্র, সমানচিত্ত ও সৌম্য হইয়া বিরাজিত থাকেন। ৪। হে মহাবাহো! (জ্ঞানী ব্যক্তিগণ,) সর্ব্বত্র সম দৃষ্টি দ্বারা সমুদ্রের ন্যায় বিধিবিহিত সীমা অতিক্রম করেন না ; অতএব, তাঁহারা কিরূপে আপদকে দেখিতে পাইবেন ?। ৫। (জ্ঞানীগণের) "এই সংসার সুবিস্তৃত গলময়, ইহাতে আমি কে এবং এইসকল বস্তু কিরূপে হইল"

কোঽহং কথমিদঞ্চেতি সংসারমলমাততং। ৬।
প্রবিচার্য্য প্রযত্নেন প্রাজ্ঞেন সহ সাধুনা।
নাকর্ম্মসু নিমংক্তব্যং নানার্য্যেণ সহাবসেৎ। ৭।
দ্রষ্টব্যঃ সর্ব্বসংহর্ত্তা ন মৃত্যুরবহেলয়া।
শরীরমস্থিমাংসঞ্চ ত্যক্ত্বা রক্তাদ্যশোভনং।
ভূতমুক্তাবলীতন্তুং চিন্মাত্রবলোকয়েৎ। ৮।
যৈব চিদ্ গগনে ভোগে ভুবনে ব্যোম্নি ভাস্করে।
ধরাবিবরকোষস্থা সৈব চিৎ কীটকোদরে। ৯।
তামসীং রাজসীং চৈব জাতিমপ্যামপি শ্রিতাঃ।
সুপ্রযত্নবশাদ্ যান্তি সন্তঃ সাত্ত্বিকজাতিতাং। ১০।

ইতি বাল্মীকীয়ে রামায়ণে মোক্ষোপায়ে স্থিতিপ্রকরণে
ঊনবিংশঃ সর্গঃ। *। ১৯। *।

সর্ব্বদা এই ভাবনা দ্বারা ইহার অনুগমন করা উচিত; এরূপ করিলে তাঁহাদিগকে বিপদ্-সমুদ্রে মগ্ন হইতে হয় না।৬। বিচক্ষণ ব্যক্তির এইরূপ বিবেচনা করিয়া সজ্জনের সহিত মিলিত হওয়া উচিত; নিষিদ্ধ কর্ম্মে রত, বা অনার্য্য-সহবাসে মিলিত হওয়া উচিত নহে। ৭। মৃত্যু (জীবের) সংহর্ত্তা নহে, ঈশ্বরই সকলের সংহর্ত্তা; প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, অবলীলাক্রমে ইহা জানিতে পারেন, এবং রক্ত, মাংস, অস্থি দ্বারা বিনির্ম্মিত এই শরীরকে অশোভন জানিয়া, ব্রহ্মকে জগতের প্রাণী রূপ মুক্তাবলীসূত্র বোধে কেবল সেই চিন্ময়কেই দর্শন করিয়া থাকেন। ৮।

যে চিৎ, আকাশে, ভোগে, ভুবনে, স্বর্গে, সূর্য্যে এবং কীটোদরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি পৃথিবী-ছিদ্রেও অবস্থান করেন, (ইহা জানিতে পারেন)।৯। কি তমগুণপ্রাপ্ত, কি রজোগুণের অধীন, অথবা উভয়-গুণ-বিবর্জিত যে কোন জাতি হউক না, যত্নপূর্ব্বক (জ্ঞানাভ্যাস করিলে,) সাধুপদবীতে আরূঢ় হইয়া, সাত্ত্বিক জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ১০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

দীর্ঘসংসারমায়েয়ং রাম রাজসতামসৈঃ।
ধার্য্যতে পৌরুষৈর্নিত্যং স্তম্ভৈরিব মণ্ডপঃ। ১।
সত্বস্থরাজভির্ধীরৈস্ত্বাদৃশৈ গুণবৃংহিতৈঃ।
হেলয়া ত্যজ্যতে পঙ্কা মায়েয়ং ত্বগিবোরগৈঃ। ২।
সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বমাত্মৈব বিস্তৃতং।
অহমন্যদিদং চান্যদিতি ভ্রান্তিং ত্যজানঘ। ৩।
ততে ব্রহ্মঘনে নিত্যে সম্ভবন্তি ন কল্পনাঃ।
বিচ্ছিত্তয়ঃ পয়োরাশৌ যথা রাম জলেভবাঃ। ৪।
ন শোকোঽস্তি ন মোহোঽস্তি ন জরাস্তি ন জন্ম বা।
যদস্তীহ তদেবাস্তি বিজ্বরো ভব রাঘব। ৫।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! যেরূপ স্থূলস্তম্ভ মণ্ডপকে ধারণ করে, তাহার ন্যায় এই দীর্ঘ সংসারমায়াকে তম ও রজোগুণাবলম্বী পুরুষেরা নিত্য কাল ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ১। কিন্তু সর্প যেমন গাত্রচর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় সত্ব ও রজোগুণাবলম্বী পুরুষে, সেরূপ গুণবিশিষ্ট হইলে অবলীলাক্রমে এই পঙ্ক মায়াকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। ২। (এই জগতে) সমস্তই ব্রহ্মময়, (সকল স্থানেই) সেই পরমাত্মা বিস্তৃত রহিয়াছেন; অতএব, আমি অন্য, এবং এই সকল বস্তু অন্য, তুমি এরূপ ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর। ৩। হে রামচন্দ্র! যেরূপ জলরাশিতে জলচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ নিত্য বিস্তৃত অদ্বয় ব্রহ্মপদার্থের দ্বিতীয় কল্পনা সম্ভাবনা। ৪।

হে রাঘব! (সংসারে) শোক, মোহ, জরা, জন্ম, কিছুই নাই; কেবল যে বস্তু নিত্য, তিনিই আছেন, অতএব তুমি বিজ্বর হও। ৫। তুমি সুখ

অদ্বিতীয়োঽবিশোকাত্মা বিজ্বরো ভব রাঘব। ৬।
সমঃ স্বস্থঃ স্থিরমতিঃ শান্তঃ শান্তমনা মুনিঃ।
মৌনী বরমণিস্বচ্ছো বিজ্বরো ভব রাঘব। ৭।
যথাপ্রাপ্তানুপতনাৎ সর্ব্বত্রানভিবাঞ্ছনাৎ।
ত্যাগাদানপরিত্যাগাদ্বিজ্বরো ভব রাঘব। ৮।
যস্যেদং জন্ম পাশ্চাত্যং তমাশ্বেব মহামতে।
বিশন্তি বিদ্যা বিমলা মুক্তা বেশমিবোত্তমং। ৯।
আর্য্যতা কৃত্যতা মৈত্রী সৌম্যতা মুক্ততা জ্ঞতা।
সমাশ্রয়ন্তি তং নিত্যমন্তঃপুরমিবাঙ্গনাঃ। ১০।
পেশলাচারমধুরং সর্ব্বে বাঞ্ছন্তি তং নরাঃ।

দুঃখাদি দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ কর; নিত্যকাল সত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণ কর; এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করিয়া শোকশূন্য ও অদ্বিতীয় হইয়া বিজ্বর হও। ৬। হে রামচন্দ্র! তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শী, স্বভাবস্থ, স্থিরমতি ও শান্তমনা হইয়া উৎকৃষ্ট মণির ন্যায় নির্ম্মল ও মৌনী হইয়া বিজ্বর হও। ৭। হে রাঘব! যখন যেরূপ সুখ দুঃখ উপস্থিত হইবে, তাহা সম্ভোগ এবং সকল বিষয়ে নির্ব্বাসন প্রযুক্ত উহা গ্রহণ, ও পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজ্বর হও। ৮। হে মহামতে! যে জ্ঞানী ব্যক্তির কেবল এই জন্মমাত্র হইয়াছে, (পর জন্ম হইবে না,) মুক্তা যেরূপ লোকের পক্ষে সুশোভন ভূষণ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বিমল ব্রহ্ম বিদ্যা, তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৯।

যেরূপ কুলাঙ্গনাগণ, অন্তঃপুর আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় আর্য্যতা, সৎকার্য্যতা, মিত্রতা, সুন্দরতা, বিজ্ঞতা এবং মুক্ততা এই কয় গুণ, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ১০। যেরূপ বনবিহারী বনমৃগগণ বেণুর মধুর রব শ্রবণের অভিলাষী হয়, তাহার ন্যায় সদাচার দ্বারা পবিত্র, সেই

বেণুং মধুরনিস্বানং বনে বনমৃগা ইব। ১১।
এষ তাবৎ ক্রমঃ প্রোক্তঃ সামান্যঃ সর্ব্বজন্তুষু।
ইমমন্যং বিশেষং ত্বং শৃণু রাজীবলোচন। ১২।
অস্মিন্ সংসারসংরম্ভে জাতানাং দেহধারিণাং।
অপবর্গক্রমৌ রাম দ্বাবিমাবুত্তমক্রমৌ। ১৩।
একস্তাবদ্গুরুপ্রোক্তাদনুষ্ঠানাচ্ছনৈঃ শনৈঃ।
জন্মনা জন্মভির্বাপি সিদ্ধিদঃ সমুদাহৃতঃ। ১৪।
দ্বিতীয়ঃ স্বাত্মনৈবাশু কিঞ্চিদ্ব্যুৎপন্নচেতসঃ।
ভবতি জ্ঞানসংপ্রাপ্তিরাকাশফলপাতবৎ। ১৫।
নভঃ ফলনিপাতাভজ্ঞানসংপ্রতিপত্তয়ে।
অত্রেমং শৃণু বৃত্তান্তং প্রাক্তনং কথয়ামি তে। ১৬।

জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাইবার জন্য সকল মনুষ্যেই কামনা করিয়া থাকে। ১১। হে অরবিন্দাক্ষ রামচন্দ্র! আমি সামান্যতঃ তোমার নিকটে সকল জন্তুর ক্রিয়াক্রমকথা বলিলাম, এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১২।

হে রামচন্দ্র! এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া দেহী মনুষ্যদিগের স্বর্গ ও মুক্তিলাভপক্ষে দুইটী উত্তম ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩। গুরুপ্রোক্ত কর্ম্ম, ক্রমে ক্রমে অনুষ্ঠান করিয়া, এক বা বহু জন্ম দ্বারা যে সিদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাই প্রথম সিদ্ধিদায়ক ক্রম। ১৪। স্বকীয় মনের সাহায্যে শাস্ত্রাদিতে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি ঘটিলে, আকাশ হইতে ফলপতনের ন্যায় যে জ্ঞানোদয় ঘটিয়া থাকে, তাহাই দ্বিতীয় সিদ্ধিদায়ক ক্রম। ১৫। আমি, আকাশ হইতে ফলপতনের ন্যায় জ্ঞানপ্রাপ্তিসম্বন্ধে তোমার নিকটে এক পুরাতন উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্ত্যস্তমিতসর্ব্বাপদুদ্যৎসম্পদুদারধীঃ।
বিদেহানাং মহীপালো জনকো নাম বীর্য্যবান্। ১৭।
কল্পবৃক্ষোঽর্থিসার্থানাং মিত্রাব্জানাং দিবাকরঃ। ১৮।
স কদাচিৎ মধৌ মত্তকোকিলালাপশালিনি।
যযাবুপবনং কান্তং নন্দনং বাসবো যথা। ১৯।
তস্মিন্ উপবনে হৃদ্যে কেশরামোদিমারুতে।
দূরস্থানুচরঃ সোঽথ কুঞ্জেষু বিচচার হ। ২০।
অথ শুশ্রাব কস্মিংশ্চিত্তমালবনগুল্মকে।
সিদ্ধানামপ্রদৃশ্যানাং স্বপ্রসঙ্গাদুদাহৃতাঃ। ২১।
ইমাঃ কমলপত্রাক্ষ গাথা গীতানুভাবনাঃ। ২২।

বশিষ্ঠ কহিলেন, বিদেহ নগরে জনক নামে এক বীর্যবান্ নরপতি ছিলেন; তিনি সর্ব্বাপদবিনির্মুক্ত, সকল সম্পত্তির অধিপতি ও উদার-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ১৭। সেই নৃপতি, অর্থিদিগের নিকটে কল্পপাদপ তুল্য, সুহৃদরূপ পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ ছিলেন—অর্থাৎ যাচকে তাহার নিকটে কখনও নিষ্ফল হইত না, এবং তিনি বন্ধুবান্ধবদিগের অতিশয় প্রিয় ছিলেন।১৮। কোনও সময়ে বসন্তসমাগমে মত্ত কোকিলালাপ প্রকাশ পাইলে ইন্দ্র যেরূপ নন্দন বনে গমন করেন, তাহার ন্যায় সেই নৃপেন্দ্র, রমণীয় উপবনে গমন করিয়াছিলেন।১৯. নৃপতি,সেই মনোহর উপবনে গমন করিয়া অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া কুসুমগন্ধবিশিষ্ট স্নিগ্ধমারুতশোভি কুঞ্জে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ২০। হে কমললোচন রামচন্দ্র! নরনাথ (ভ্রমণ করিতে করিতে) কোনও তমাল বনে অদৃশ্য সিদ্ধদিগের প্রসঙ্গাধীন কথিত। ২১। সঙ্গীতসদৃশ এই দিব্য গাথা শ্রবণ করিলেন। ২২।

দ্রষ্টুর্দৃশ্যসমাযোগাৎ প্রত্যয়ানন্দনিশ্চয়ঃ।
যস্তং স্বমাত্মতত্ত্বোত্থং নিস্পন্দং সমুপাস্মহে। ২৩
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানি ত্যক্ত্বা বাসনয়া সহ।
দর্শনপ্রথমাভাসমাত্মানং সমুপাস্মহে। ২৪।
দ্বয়োর্মধ্যগতং নিত্যমস্তি নাস্তীতি পক্ষয়োঃ।
প্রকাশনং প্রকাশ্যানামাত্মানং সমুপাস্মহে। ২৫
অশিরস্কহকারাভমশেষাকারসংস্থিতং।
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে। ২৬।
সংত্যজ্য হৃদ্‌গৃহেশানং দেবমন্যং প্রযান্তি যে।
তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্তহস্তস্থকৌস্তুভাঃ। ২৭।
সর্ব্বাশাঃ কিল সংত্যজ্য ফলমেতদবাপ্যতে।
যেনাশাবিষবল্লীনাং মূলমালা বিলূয়তে। ২৮।

দ্রষ্টা ও দৃশ্য (স্ত্রীপুত্রাদির) সংযোগ হেতু যে বস্তু হইতে নিশ্চয়ই জ্ঞান ও আনন্দের আবির্ভাব হয়, এবং যাহা হইতে আত্মতত্ত্বাদির উত্থান হয়, আমি সেই নিস্পন্দ আনন্দময়ের উপাসনা করি। ২৩। আমি দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য এই তিনকে বাসনার সহিত পরিত্যাগ করিয়া, দর্শনের প্রথম আভাসস্বরূপ সেই আত্মাকে উপাসনা করি। ২৪। 'অস্তি নাস্তি' এই দুই পক্ষের মধ্যবর্ত্তী প্রকাশ্যাদির নিত্য-প্রকাশক, আত্মাকে নমস্কার করি। ২৫। আমি, মস্তকাদি অবয়ব শূন্য, অথচ নানা আকারে অবস্থিত, আকাশস্বরূপ অন্তর্যামিরূপে সতত সর্ব্বত্র বিরাজমান, সেই আত্মাকে উপাসনা করি। ২৬। সেই হৃদয়গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহারা করস্থিত কৌস্তুভমণি পরিত্যাগ করিয়া, অন্য রত্ন পাইবার কামনা করিয়া থাকে। ২৭। যে ব্যক্তি আশারূপ বিষবল্লীর মূলচ্ছেদ করে, সে সকল বাসনা

বুদ্ধ্যাপ্যত্যন্তবৈরস্যং যঃ পদার্থেষু দুর্ম্মতিঃ।
বধ্নাতি ভাবনাং ভূয়ো নরো নাসৌ স গর্দ্দভঃ। ২৯।
উত্থিতানুত্থিতানেতানিন্দ্রিয়াদীন্ পুনঃ পুনঃ।
হন্যাৎ বিবেকদণ্ডেন বজ্রেণেব হরির্গিরীন্। ৩০।
উপশমসুখমাহরেৎ পবিত্রং শমরসতঃ শমমেতি সাধুচেতাঃ।
প্রশমিতমনসঃ স্বকে স্বরূপে ভবতি সুখে স্থিতিরুত্তমা চিরায়।৩১।
ইতি সিদ্ধগণোদ্গীতা গাথাঃ শ্রুত্বা মহীপতিঃ।
বিষাদমাজগামাশু ভীরু রণরবাদিব। ৩২।
পরিবারান্ বিশেষেণ বিসৃজ্য স্বং স্বমালয়ং।
একএবাবিশদ্রাজা মৃগেন্দ্র ইব ভূধরং। ৩৩।

পরিত্যাগপূর্ব্বক এই ফল—অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকে। ২৮। যে দুর্ম্মতি পদার্থকে পরিণামে অতিশয় বিষময় জানিয়া, পুনর্ব্বার তচ্চিন্তা করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি মনুষ্য নহে,—সে গর্দ্দভ। ২৯।

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র, বজ্র দ্বারা গিরি চূর্ণ করিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় সতত প্রকাশিত ইন্দ্রিয়দিগকে বিবেকদণ্ডের সাহায্যে বধ করাই উচিত। ৩০। সাধু ব্যক্তিগণ, কেবল শান্তিসুখই গ্রহণ করিয়া থাকেন, (কারণ) শান্তি দ্বারা অন্তঃকরণ শান্ত হয়, এবং অন্তর শান্তিপ্রাপ্ত হইলেই, স্বকীয় স্বরূপ—অর্থাৎ ব্রহ্মপদে চিরকালের জন্য উত্তম স্থিতি হইয়া থাকে। ৩১। যেরূপ ভীরু ব্যক্তি রণঘোষণা শ্রবণমাত্র, বিষাদিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই মহীপতি, সিদ্ধগণোচ্চারিত গাথা শ্রবণ করিয়া খিদ্যমান হইলেন। ৩২। তিনি তদনন্তর মৃগেন্দ্র যেরূপ (অরণ্যাশ্রয় করে,) তাহার ন্যায় নিজ পরিবারদিগকে নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিয়া, একাকী পর্ব্বত-গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। ৩৩।

তত্র প্রোড্ডয়নাল্লোলখগপক্ষতিচঞ্চলাঃ।
আলোকয়ন্ লোকগতী র্বিললাপেদমাকুলঃ। ৩৪।
হা কথমতিকষ্টাসু লোললোকদশাস্বয়ং।
পাষাণেষ্বিব পাষাণমালুঠামি বলাদহং। ৩৫।
অপর্য্যন্তস্য কালস্য কোঽপ্যংশো জীব্যতে ময়া।
অস্মিন্ ভাবং নিবধ্নামি ধিঙ্ মামথমচেতনং। ৩৬।
কিয়ন্মাত্রমিদং নাম রাজ্যমাজীবিতং মম।
কিমেতেন বিনাপ্যস্মিন্ তিষ্ঠামি হতধীর্যথা। ৩৭।
যদ্বস্তু যচ্চ বা রম্যং যদুদারমকৃত্রিমং।
কিঞ্চিত্তদিহ নাস্ত্যেব কিন্নিষ্ঠেয়ং ধৃতির্ম্মম। ৩৮।
অথেমে মহতাং মূর্দ্ধ্নি তে দিনৈর্নিপতন্ত্যধঃ।
হতচিত্ত মহত্তায়াং কৈষা বিশ্বস্ততা মম। ৩৯।

তিনি সেখানে থাকিয়া উড্ডীয়মান পক্ষিদিগের পক্ষের ন্যায় চঞ্চল, বিষয়ী লোকদিগের অবস্থা দর্শন করিয়া, এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩৪। হায়! পাষাণে পাষাণাঘাত তুল্য চঞ্চলমতি বিষয়ীদিগের কি কষ্টদায়ক দশাই দর্শন করিলাম। ৩৫। আহা! জীবন অনন্তকালের (সামান্য অংশ—অর্থাৎ কিঞ্চিৎকালমাত্র;) এই জীবনেও যখন আমার বিষয় চিন্তাধিপত্য দাঁড়াইয়াছে, তখন চেতনাশূন্য আমাকে ধিক্। ৩৬।

আশ্চর্য্য! জীবনকাল পর্য্যন্ত সামান্যসময়ব্যাপী আমার রাজত্ব, (কিন্তু) আমি হতবুদ্ধির ন্যায় অল্পজীবী হইয়াও এই রাজত্ব করিতেছি। ৩৭। যে বস্তু সত্য, যাহা রমনীয়, কিংবা যে বস্তু মহৎ ও অকৃত্রিম; এরূপ বস্তু সংসারে নাই; তবে আমার বুদ্ধি (সংসারে আকৃষ্ট হইয়া) স্থির থাকে কেন?। ৩৮। যখন সকল মহৎদিগের মস্তকস্থ ব্রহ্মাদিও (কতকদিনের পর) অধঃপতিত হইয়া থাকেন, তখন হে মূঢ়চিত্ত? এরূপ মহত্ত্বতাতে আর বিশ্বাস কি?। ৩৯

তে মহাবিভবা ভোগাস্তে সন্তঃ স্নিগ্ধবান্ধবাঃ।
সর্ব্বং স্মৃতিপথং প্রাপ্তং বর্ত্তমানেঽত্র কা ধৃতিঃ। ৪০।
ক্ব ধনানি মহীপানাং ব্রহ্মণঃ ক্ব জগন্তি বা।
প্রাক্তনানি প্রযাতানি কেয়ং বিশ্বস্ততা মম। ৪১।
কোটয়ো ব্রহ্মণো যাতা গতাঃ সর্গপরম্পরাঃ।
প্রযাতা পাংশুবদ্ভূতা কা ধৃতির্মম জীবিতে। ৪২।
সংসাররাত্রিদুঃস্বপ্নে শূন্যদেহময়ে ভ্রমে।
আস্থাং চেদনুবধ্নামি তন্মামস্তু ধিগস্থিতিং। ৪৩।
অজস্রমুপযাতাস্তে যান্তি নায়ান্তি বাসরাঃ।
অবিনষ্টৈকসত্ত্বস্তু দৃষ্টো নাদ্যাপি বাসরঃ। ৪৪।

(যখন) সেই মহাসম্পত্তি, সেই ভোগসকল, সেই সাধুব্যক্তিগণ, এবং সেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ, সকলই (গত হইয়া, কেবল) স্মৃতিপথের পথিক হইয়াছেন, তখন বর্ত্তমান ভোগৈশ্বর্য্যের স্থিরতা কোথায়? । ৪০। পূর্ব্বতন রাজাদিগের রাজত্ব ও ধনাদি কোথায় গেল? এবং সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্ট পূর্ব্ব-জগৎইবা কোথায় রহিল? ; (অতএব এসকল দেখিয়া শুনিয়া জগতের প্রতি) কিরূপে বিশ্বাস দাঁড়াইবে? । ৪১। কোটী কোটী ব্রহ্মা গত হইয়াছেন, কত কত সৃষ্টি গত হইয়াছে; (দেখিতেছি) পাংশুর ন্যায় প্রাণীসকল (সতত) সৃষ্ট হইতেছে; অতএব, (ইহা দেখিয়া,) কিরূপে অন্তঃকরণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিবে? । ৪২।

এই সংসার রজনীস্বরূপ, স্ত্রীপুত্রাদি ভ্রমই ইহার স্বপ্ন; যদি ইহার প্রতি আস্থা করি, তাহা হইলে আমাকে ধিক্কার দেওয়াই উচিত।৪৩। (দেখিতেছি) দিন সকল অজস্র গমন্ ও আগমন করিতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে যেদিন অবিনাশী সত্তাবিশিষ্ট, তাহা অদ্যাপি কাহারও লক্ষিত হইতেছে না। ৪৪।

যন্মধ্যে যদন্তে পর্য্যন্তে যচ্চাদ্যেব মনোরমং।
সর্ব্বমেবাপবিত্রং তদ্বিনাশামেধ্যদূষিতং। ৪৫।
শ্বঃ শ্বঃ পাপীয়সীমেব শ্বঃ শ্বঃ ক্রূরতরামপি।
শ্বঃ শ্বঃ খেদতরামেতি দশামিব জড়োজনঃ। ৪৬।
অজ্ঞানৈকহতো বাল্যে যৌবনে বনিতাহৃতঃ।
শেষে কলত্রচিন্তার্ত্তঃ কিং করোতি জড়োজনঃ। ৪৭।
সত্যসত্তা স্থিতা মূর্দ্ধ্নি মূর্দ্ধ্নি রম্যেষ্বরম্যতা।
সুখেষু মূর্দ্ধ্নি দুঃখানি কিমেকং সংশ্রয়াম্যহং। ৪৮।
যেষাং নিমেষণোন্মেষে র্জগতাং প্রলয়োদয়ঃ।
তাদৃশাঃ পুরুষা যান্তি মাদৃশাং গণনৈব কা। ৪৯।
সম্পদশ্চ বিচিত্রা যা তাশ্চেচ্চিত্তেন সম্মতাঃ।

যে বস্তু আদি, মধ্য এবং অন্তে মনোহর, তাহাকে অপবিত্র বলিয়া জানিবে; (কারণ) বিনাশ-সংসর্গে তাহার অশুদ্ধিতা ঘটিয়া থাকে। ৪৫। যেরূপ জড় ক্রমশঃ জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানব্যক্তি উত্তরোত্তর পাপদায়ক, ক্রূরতর দুঃখের দশা ভোগ করিয়া থাকে। ৪৬। অজ্ঞান ব্যক্তি, বাল্যকালে অজ্ঞান দ্বারা আবদ্ধ, যৌবনকালে পরিবার দ্বারা মুগ্ধ, এবং শেষাবস্থায় কলত্র-চিন্তায় অভিভূত হইয়া থাকে, (অতএব) কোন্ সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে (বল?)। ৪৭। (দেখিতেছি যে,) সকলের উপরে সত্য পদার্থের অবস্থিতি, রম্য পদার্থের উপরে অরমত্যার আবির্ভাব, এবং বিষয় সুখের মস্তকে দুঃখ বিরাজমান; অতএব আমি ইহার মধ্যে কোন্‌টীকে আশ্রয় করি? ৪৮।

যাঁহাদিগের উন্মেষ ও নিমেষ দ্বারা জগতের উদয় ও প্রলয় হইয়া থাকে, (যখন) সেই সকল মহাপুরুষ (নারায়ণাদিও) বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন আর আমাদিগের গণনা কি? ৪৯। যদি মনের অভিমত বিচিত্র

তত্ত্বা অপি মহারম্ভা হন্ত মন্যে মহাপদঃ।
তত্ত্বা অপি দুরারম্ভা মন্যে সকলসম্পদঃ। ৫০।
সংসার এব দুঃখানাং সীমান্তঃ কিল কথ্যতে।
তন্মধ্যে পতিতে দেহে সুখমাসাদ্যতে কথং। ৫১।
সহস্রাঙ্কুরশাখাত্মফলপল্লবশালিনঃ।
অস্য সংসারবৃক্ষস্য মনোমূলমিতি স্থিতিঃ। ৫২।
সংকল্পমেতন্মন্যেঽহং সংকল্পোপশমেন তু।
শোষয়ামি যথাশোষমেতি সংসারপাদপঃ। ৫৩।
প্রবুদ্ধোঽস্মি প্রবুদ্ধোঽস্মি দৃষ্টশ্চৌরো মমাত্মনঃ।
মনো নাম হি হন্ম্যেনং মনসাস্মি চিরং হৃতঃ। ৫৪।
এতাবন্তমিমং কালং মনোমুক্তাফলং মম।

সম্পত্তি লাভ হয়, তবে আমি তাহাকে মহা-আপদ বলিয়া বোধ করি; কিন্তু যদি উহা (নিষ্কাম তপস্যাদি দ্বারা সিদ্ধ হয়,) তাহা হইলে উহা হইতে সকল সম্পত্তিই লাভ হইয়া থাকে। ৫০।

সংসার, সকল দুঃখের সীমাস্বরূপ; (অতএব,) ইহাতে দেহ নিপতিত হইলে কিরূপে সুখপ্রাপ্তি ঘটিবে? (বল)। ৫১। এই সংসার বৃক্ষস্বরূপ; সহস্র সহস্র সংকল্প ইহার অঙ্কুর; কর্ম্ম শাখা; সুখদুঃখাদি ফলপত্র; মনকেই এই সংসার মহীরুহের মূল বলিয়া জানিবে। ৫২। এই মন সংকল্পস্বরূপ; যেরূপ বৃক্ষ শুষ্কতাভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সংকল্প-নাশ দ্বারা সংসারবৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়। ৫৩। আমি (এতক্ষণের পর) প্রবুদ্ধ হইলাম; (এক্ষণে) আমার আত্মপদার্থের অপহর্ত্তাকে অবলোকন করিলাম, আমি জানিলাম, মনস্বরূপ চোর (গোপনে আমাকে) হৃত করিয়া থাকে; হায়! আমি চিরকালই মনের দ্বারা হৃত হইতে চলিলাম। ৫৪।

অবিদ্ধমাসীদধুনা বিদ্ধন্তু গুণমর্হতি। ৫৫।
বিবুধৈঃ সাধুভিঃ সিদ্ধৈরহং সাধু প্রবোধিতঃ।
আত্মানমনুগচ্ছামি পরমানন্দসাধনং। ৫৬।
অয়মহমিদমাততং মমেতি স্ফুরিতমপাস্য বলাদসত্যমন্তঃ।
বিপুলমতিবলিনং মনো নিহন্মি প্রশমমুপৈমি নমোঽস্তুতে
বিবেক। ৫৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি সংচিন্ত্য জনক স্তূষ্ণীমেব বভূব হ।
শান্তচাপলচেতস্থাল্লিপিকর্ম্মার্পিতোপমঃ। ৫৮।

আমার মনরূপ মুক্তাফল এতকাল পর্য্যন্ত অবিদ্ধ ছিল, এক্ষণে (বাসনা বিহীন হওয়াতে) বিদ্ধ হইয়া, গুণপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়াছে; অর্থাৎ মুক্তার ছিদ্র প্রকাশ পাইলে যেরূপ তন্মধ্যে গুণ—অর্থাৎ সূত্রাদির সঞ্চার হইয়া থাকে, সেইরূপ বাসনা পরিত্যাগে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়াতে আমার মন, সংসার-তরণ-ক্ষম হইয়াছে। ৫৫।

আমি (এক্ষণে) দেবগণ, সাধুগণ এবং সিদ্ধগণের নিকট হইতে বিশেষ রূপে প্রবোধিত হইয়াছি; (সেই কারণে) আমি পরমানন্দসাধক আত্ম পদার্থের অনুবর্ত্তী হইতে চাই। ৫৬। (যাহা হউক্) দেহধারী আমি, এই সকল বিস্তৃত দ্রব্য আমার, এইরূপ অন্তরে প্রকাশিত মিথ্যাভাবকে বলপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া বিপুল বলবান্ অন্তঃকরণকে (অগ্রে) হনন করি, পশ্চাৎ শান্তি-পথ প্রাপ্ত হই; (যাহা হউক,) হে বিবেক! তোমাকে নমস্কার। ৫৭।

বশিষ্ঠ কহিলেন; জনক রাজা এই প্রকার চিন্তা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; (তখন) তাঁহার চঞ্চল চিত্ত শান্ত হওয়াতে তিনি চিত্রার্পিত পুত্তলিকার উপমা ধারণ করিলেন। ৫৮। অনন্তর জনজীবনস্বরূপ

তূষ্ণীমথ ক্ষণং স্থিত্বা জনকো জনজীবিতং।
ব্যুত্থিতশ্চিন্তয়ামাস মনসা কামশালিনা। ৫৯।
কিন্নূপাদেয়মস্তীহ যত্নাৎ কিং সাধয়ামি কিং।
সতঃ স্থিরস্য শুদ্ধস্য চিতঃ কামোঽস্তি কল্পনা। ৬০।
নাভিবাঞ্ছাম্যসংপ্রাপ্তং সংপ্রাপ্তং ন ত্যজাম্যহং।
অহমাত্মনি তিষ্ঠামি যন্মমাস্তি তদস্তু মে। ৬১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি সংচিন্ত্য জনকো যথাপ্রাপ্তং ক্রিয়ামসৌ।
অসক্তঃ কর্ত্তুমুত্তস্থৌ দিনং দিনপতির্যথা। ৬২।
ভবিষ্যং নানুসন্ধত্তে নাতীতং চিন্তয়ত্যসৌ।
বর্ত্তমাননিমেষন্তু হসন্নেবাভিবর্ত্ততে। ৬৩।

জনক, ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সকাম মানস অবলম্বনপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, এই চিন্তা করিলেন। ৫৯। (এই জগতে) কি উপাদেয় পদার্থ আছে? আমি যত্নপূর্ব্বক কোন্ সাধনা করিব? আমার (কেবল এ জগতে) নিত্য-শুদ্ধ স্থিরস্বরূপ চিদ্বস্তুর কল্পনা আছে। ৬০। (যাহা হউক,) আমি অপ্রাপ্ত বস্তু (পাইতে) ইচ্ছা করি না; এবং প্রাপ্ত পদার্থ পরিত্যাগও আমার বাসনার বিষয় নহে; আমি (এক্ষণে) কেবল আত্মার আশ্রয়ে অবস্থান করিব। আমার যে বস্তু আছে, তাহাই থাকুক; উহা পরিত্যাগ, গ্রহণ, কিম্বা অন্য কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। ৬১।

বশিষ্ঠ কহিলেন; ঐ জনক রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া, সর্ব্বত্র অনাসক্ত হইয়া, দিবাকর যেরূপ দিবার উদ্দেশে উত্থিত হয়, তাহার ন্যায় যথোপস্থিত ক্রিয়াদি সমাধা করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ৬২। তিনি (তখন) ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার অনুসন্ধান করিলেন না, এবং তাঁহার অতীত বিষয়েরও

স্ববিচারবশেনৈব তেন তামরসেক্ষণ।
প্রাপ্তং প্রাপ্যমশেষেণ রাম নেতরয়েচ্ছয়া। ৬৪।
সুন্দর্য্যাঃ নিজয়া ঋদ্ধ্যা প্রজ্ঞয়ৈব বয়স্যয়া।
পদমাসাদ্যতে রাম ন মনঃ ক্রিয়য়ান্যথা। ৬৫।
য এব যত্নঃ ক্রিয়তে বাহ্যার্থোপার্জ্জনে জনৈঃ।
স এব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পূর্ব্বং প্রজ্ঞাবিবৃদ্ধয়ে। ৬৬।
সীমান্তং সর্ব্বদুঃখানামাপদাং কোষমুত্তমং।
বীজং সংসারবৃক্ষাণাং প্রজ্ঞামাদ্যাং বিনাশয়েৎ। ৬৭
চিন্তামণিরিয়ং প্রজ্ঞা হৃৎকোষস্থা বিবেকিনঃ।
ফলং কল্পলতৈবৈষা চিন্তিতং সংপ্রযচ্ছতি। ৬৮।
বিবেকিনমসংমূঢ়ং প্রাজ্ঞমাশাগণোত্থিতাঃ।

চিন্তা হইল না; তিনি কেবল সহাস্যবদনে বর্ত্তমান নিমেষকাল, কর্ম্মাদির দ্বারা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ৬৩। হে পদ্মলোচন রামচন্দ্র! জনক রাজা, কেবল আত্মবিচার দ্বারা অশেষরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন; অন্য ইচ্ছায় নহে। ৬৪।

হে রাম! নিজ-সম্পত্তি-তুল্য বয়স্যার ন্যায় প্রজ্ঞার সাহায্যে ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়, মনের অন্য ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে না। ৬৫। লোকে বাহ্য অর্থোপার্জ্জনের জন্য যেরূপ যত্ন করিয়া থাকে, প্রজ্ঞা বৃদ্ধির উদ্দেশে অগ্রে তদ্রূপ যত্ন করা উচিত। ৬৬। সকল দুঃখের সীমাস্বরূপ, আপদের উত্তম কোষসদৃশ, সংসার বৃক্ষের বীজস্বরূপ, আদিম প্রজ্ঞাকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। ৬৭। এই বুদ্ধি চিন্তামণি তুল্য; বিবেকিদিগের হৃদয়কোষে ইহা অবস্থিতি করে; ইহা কল্পলতিকার ন্যায় চিন্তিত ব্যক্তিকে ফল দান করিয়া থাকে। ৬৮। যেরূপ (বর্ম্মাবৃত) ব্যক্তিকে শরসকল পীড়া দিতে পারে না, তাহার ন্যায়

দোষা ন পরিসংধত্তে সন্নদ্ধমিব শায়কাঃ। ৬৯।
পিধানং পরমার্কস্য জড়াত্মা বিততোঽভিতঃ।
অহঙ্কারাম্বুদো মত্তঃ প্রজ্ঞাবাতেন বাহ্যতে। ৭০।
পদমতুলমুপৈতুমিচ্ছতোচ্চৈঃ প্রথমমিয়ং মতিরেব লালনীয়া।
ফলমভিলষতা কৃষীবলেন প্রথমতরং ননু কৃষ্যতে ধরৈব। ৭১।

ইতি বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে জনকো-
পাখ্যানং নাম বিংশ সর্গঃ। *। ২০। *।

আশা-সমুত্থিত দোষসকল, বিবেকি, অমূঢ়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে কষ্ট দিতে পারে না। ৬৯। জড়স্বরূপ, বিস্তৃত, মত্ত অহঙ্কার-তুল্য অম্বুদ, পরমার্ক অর্থাৎ—ব্রহ্মস্বরূপ সূর্য্যের আচ্ছাদক হইলেও উহা প্রজ্ঞা বায়ু দ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে। ৭০। ফলাভিলাষী কৃষক, যেরূপ (ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশে) প্রথমে হল দ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করে, সেইরূপ যে ব্যক্তি অতুল উচ্চ ব্রহ্মপদ পাইতে ইচ্ছা করে, এই প্রথম বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করা তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ৭১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মূর্টয়ো মোহবীজানাং বৃষ্টয়ো বিবিধাপদাং।
কুদৃষ্টয়ঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাপরে। ১।
নিত্যমন্তর্বিচারস্থ পশ্যতশ্চঞ্চলং জগৎ।
জনকস্যেব কালেন স্বয়মাত্মা প্রসীদতি। ২।
ন দৈবং নচ কর্ম্মাণি ন ধনানি ন বান্ধবাঃ।
শরণং ভবভীতানাং স্বপ্রযত্নাদৃতে নৃণাং। ৩।
অয়মেবাহমিত্যস্মিন্ সঙ্কোচে বিলয়ং গতে।
সমস্তভুবনব্যাপী বিস্তার উপজায়তে। ৪।
অয়মেবাহমিত্যস্যা নিশায়া উদিতে ক্ষয়ে।
স্বয়ং সর্ব্বগতঃ স্ফারঃ স্বালোকঃ সংপ্রবর্ত্তে। ৫।
উপাদেয়ানুপতনং হেয়ৈকান্তবিবর্জ্জনং।
তদেতন্মনসো রূপং তং বন্ধং বিদ্ধি নেতরৎ। ৬।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—সেই পরাৎপর পরব্রহ্মকে দেখিতে পাইলে, মোহবীজের মুষ্টি এবং বিবিধ আপদের বৃষ্টিস্বরূপ কুদৃষ্টিসকল ক্ষয় পাইয়া থাকে। ১। যে ব্যক্তি, নিত্যকাল অন্তরে ব্রহ্মবিচার করিয়া, এই জগতের অস্থিরতা দর্শন করেন, জনক রাজার ন্যায় তাঁহার আত্মা, কালক্রমে প্রসন্ন হইয়া থাকে। ২। তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে যত্ন না করিলে, কি দৈব কর্ম্ম, কি ধন বন্ধু, কোনও পদার্থই ভব-ভয়-ভীত ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না। ৩। এই শরীরই আমি, এইরূপ সঙ্কোচ লয়প্রাপ্ত হইলে, নিখিলভুবনব্যাপী আত্মা বিস্তৃতি পাইয়া থাকে। ৪। এই শরীর আমি, এইরূপ (অজ্ঞান) রজনীর অবসান হইলে, স্বয়ং সর্ব্বগত স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট জীবালোক প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৫। উপাদেয় বস্তুর প্রতি অভিলাষ, এবং হেয় বস্তুকে একান্ত পরিত্যাগ, এই প্রকার মনের রূপকে বন্ধন বলিয়া

মা খেদং ভজ হেয়েষু নোপাদেয়পরোভব।
হেয়াহেয়দৃশৌ ত্যক্ত্বা শেষস্থঃ স্থবিরো ভব। ৭।
নীরাগতা নির্ভয়তা নিত্যতা সমতা জ্ঞতা।
নিরীহতা নিষ্ক্রিয়তা সৌম্যতা নির্ব্বিকল্পতা। ৮।
ধৃতির্মৈত্রী মতিস্তুষ্টি র্মুদিতা মৃদুভাষিতা।
হেয়োপাদেয়নির্ম্মুক্তে জ্ঞে তিষ্ঠত্যপবাসনে। ৯।
গৃহীত তৃষ্ণামকরং বাসনাজালমাবিলং।
সংসারবারিপ্রসৃতং চিন্তাতন্তুভিরাততং। ১০।
অনয়া তীক্ষ্ণয়া তাত ছিন্ধি বুদ্ধিশলাকয়া। ১১।
মনসৈব মনশ্ছিত্ত্বা কুঠারেণেব পাদপং।
পদং পাদপমাসাদ্য সদ্য এব স্থিরোভব। ১২।

জানিবে; অন্য কাহাকেও বন্ধন বলিয়া (বুঝিবে না)। ৬। তুমি হেয় বস্তু (লাভ করিতে না পারিলে,) খিদ্যমান এবং উপাদেয় বস্তু (পাইবার জন্য) তৎপর হইও না; ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য এই উভয় দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট বস্তুতে স্থিতি করিয়া, স্থির থাকাই (তোমার উচিত)। ৭। বৈরাগ্য, নির্ভয়ত্ব, সমত্ব, জ্ঞানিত্ব, নিষ্কম্মত্ব, নির্ব্বিকল্পতা। ৮। ধৃতি, মৈত্রী, বুদ্ধি, হর্ষ, মৃদুবাক্য এই সকল গুণ, বাসনাবিহীন, হেয় ও উপাদেয় বস্তুর প্রতি অনাসক্ত জ্ঞানীতেই নিত্য সন্নিবেশিত থাকে। ৯। (জীবের) মলিন বাসনাসকল, সর্ব্বদা চিন্তাতন্তু দ্বারা বিস্তৃত এবং সংসার-সলিলে সমাচ্ছন্ন থাকে, সুতরাং উহা তৃষ্ণারূপ মকর কর্ত্তৃক (অনায়াসে) গৃহীত হইয়া থাকে। ১০। হে তাত! তুমি এই বাসনাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শলাকার সাহায্যে ছেদন কর। ১১। যেরূপ কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ বাসনাবিহীন মনের সাহায্যে বাসনা-বিশিষ্ট মনকে ছেদ করিয়া, বৃক্ষস্বরূপ ব্রহ্মলাভ করিয়া, স্থিরভাবে অবস্থিতি

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ জাগ্রন্নিবসন্নুৎপতন্ পতন্ ।
অসদিত্যেব নিত্যং তন্নিশ্চিত্যাস্থাং পরিত্যজ । ১৩ ।
মনঃ প্রকৃত্যৈব জড়ং চিত্তত্ত্বমনুধাবতি ।
মাংসগন্ধেন মার্জ্জারো বনে মৃগপতিং যথা ।
সিংহবীর্য্যবশাল্লব্ধং মাংসং ভুঙক্তেঽনুগস্তথা ।
চিদ্বীর্য্যবশতঃ প্রাপ্তং দৃশ্যমাশ্রয়তে মনঃ । ১৪ ।
দৃশ্যমাশ্রয়সীদঞ্চেত্তৎ সচিত্তোঽসি বন্ধবান্ ।
দৃশ্যং সংত্যজসীদঞ্চেত্তদচিত্তোঽসি মোক্ষবান্ । ১৫ ।
অনন্তাকাশসংকাশহৃদয়ো হৃদয়েশ্বরঃ ।
আত্মনো জগতশ্চান্তদ্র্ষ্টৃ দৃশ্যদশান্তরে ।
দর্শনাখ্যে স্বমাত্মানং সর্ব্বদা ভাবয়ন্ ভব । ১৬ ।

কর । ১২ । তুমি, স্থিতি-কালে, গমনসময়ে, স্বপ্নাবস্থায়, জাগ্রৎসময়ে, উপবেশন ও উত্থাপনকালে সর্ব্বদাই এই জগৎ অসৎ এইটী অবধারণ করিয়া, ইহার প্রতি আস্থা পরিত্যাগ কর । ১৩ । যেরূপ মাংসের গন্ধ পাইয়া, বিড়াল বনগমন পূর্ব্বক মৃগেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হয়, এবং তদীয় বীর্য্যলব্ধ মাংস ভোজন করিয়া থাকে, সেইরূপ মন স্বাভাবিক জড় হইলেও চিতির সংযোগে তদীয় সামর্থ্যানুসারে দৃশ্যবস্তু ভোগ করিয়া থাকে । ১৪ । হে রাম ! তুমি যদি দৃশ্য বস্তর আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহা হইলে মনোবিশিষ্ট হইয়া, বন্ধনদশা ভোগ করিতে থাকিবে, এবং যদি দৃশ্য পদার্থ পবিত্যাগ কব, তাহা হইলে মনোরহিত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে । ১৫ । তুমি, অনন্ত আকাশস্বরূপ হৃদয় লাভ করিয়া হৃদয়ের অধীশ্বর হইয়া, আত্মা ও জগৎ এই উভয়ের—অর্থাৎ দর্শনকর্ত্তা ও দৃশ্য পদার্থের মধ্যে যাহা দেখিবার, তাহা দেখিয়া সর্ব্বদা আত্ম-চিন্তাপরায়ণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে থাক । ১৬ ।

স্বাদ্যস্বাদকসংত্যক্তং স্বাদ্যস্বাদকমধ্যগং।
স্বাদনান্তশ্চিতং ধ্যায়ন্ নিত্যমাত্মময়ো ভব। ১৭।
বাসনানুভাবনা যস্য সদানুভবিতুঃ স্বয়ং।
অবলম্ব্য নিরালম্বং মধ্যং মধ্যে স্থিরোভব। ১৮।

শ্রীরাম উবাচ।

অতিগম্ভীরমেতত্তু ভগবন্ বচনং তব।
মদহঙ্কারসংত্যাগং করোমি তদিমং প্রভো। ১৯।
ত্যজামি দেহনাশানং সন্নিবেশমশেষতঃ।
অহঙ্কারক্ষয়ে দেহঃ কিলাবশ্যং বিনশ্যতি।
মূলে ক্রকচসংলূনে সুমহানিব পাদপঃ। ২০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বত্র বাসনাত্যাগো রাম রাজীবলোচন।

আস্বাদনীয় বস্তু এবং আস্বাদ কর্ত্তা এই উভয় (জ্ঞান) পরিত্যাগ করিলে, উভয়ের মধ্যস্থিত এবং আস্বাদনের অন্তরে ব্যাপ্তময় যে নিত্যবস্তু দেখিতে পাও, (তুমি) তাহাকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া অবধারণ কর। ১৭।

ইচ্ছা দ্বারা যে বস্তুর অনুভব, যে বস্তু জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা এই উভয় হইতে পৃথক্, যে পদার্থ অন্যের অবলম্বনীয়, কিন্তু স্বয়ং অবলম্বনশূন্য, যে পদার্থ আশ্রয়শূন্য অথচ মধ্যস্থ, তুমি তাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থির থাক। ১৮।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে ভগবন্! আপনার বাক্য অতি গভীরভাবপূর্ণ; হে প্রভো! যদি আমি এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করি,। ১৯। তাহা হইলে, আমার দেহ নামক গৃহ অশেষপ্রকারে বিনষ্ট হয়; যেরূপ ক্রকচ দ্বারা মূলোচ্ছেদ হইলে বৃহৎ বৃক্ষ বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় দেহমূল অহঙ্কার নাশ প্রাপ্ত হইলে, দেহ অবশ্যই নষ্ট হইয়া থাকে। ২০।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রাজীবলোচন রামচন্দ্র! তত্ত্বজ্ঞানীরা সর্ব্বত্র যে

দ্বিবিধঃ কথ্যতে তজ্জ্ঞৈ র্ধ্যেয়ো লেয়শ্চ নামতঃ। ২১।
অহমেষাং পদার্থানামেতে চ মম জীবিতং।
নাহমেভির্বিনা কশ্চিন্ন ময়েতি বিনা কিল। ২২।
ইত্যন্তর্নিশ্চয়ং ত্যক্ত্বা বিচার্য্য মনসা সহ।
নাহং পদার্থস্য ন মে পদার্থ ইতি ভাবিতে। ২৩।
অন্তঃশীতলয়া বুদ্ধ্যা কুর্ব্বতো লীলয়া ক্রিয়াঃ।
যো নূনং বাসনাত্যাগো ধ্যেয়ো নাম স কীর্ত্তিতঃ। ২৪।
সর্ব্বসর্ব্বিকয়া বুদ্ধ্যা যং কৃত্বা বাসনাক্ষয়ং।
জহাতি নির্মলো দেহং যেনাসৌ বাসনাক্ষয়ঃ। ২৫।
অহঙ্কারময়ীং ত্যক্ত্বা বাসনাং লীলয়ৈব যঃ।
তিষ্ঠতি ধ্যেয়সংত্যাগী স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ২৬।

দুই প্রকার বাসনা ত্যাগের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা ধ্যেয় ও লেয় নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ২১। আমিই এই সকল পদার্থের জীবন, এবং আমার জীবন এই সকল পদার্থ, এই সকল পদার্থ ভিন্ন আমি থাকিতে পারি না, এবং আমা ব্যতিরেকে এ সকল পদার্থও থাকিতে পারে না।২২। মনের সহিত এইরূপ বিচার করিয়া, অন্তরের নিশ্চয় ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার কোন বস্তু নহে, এবং আমি কোন বস্তুর নহি, এইরূপ ভাবনা করা উচিত। ২৩। সেই ভাবনাতে বিষয়-ধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃশীতল বুদ্ধি দ্বারা ক্রীড়ার ন্যায় কার্য্য করিয়া যে বাসনা পরিত্যাগ করা যায়, তাহাকেই ধ্যেয় বলিয়া থাকে। ২৪।

যে ব্যক্তি "সকলই ব্রহ্ম" এই বুদ্ধি দ্বারা ধ্যেয় বাসনা ক্ষয় করিয়া, নির্ম্মল হইয়া অহং বুদ্ধি ত্যাগ করে, এবং যে ব্যক্তির বাসনা ক্ষয় হয়, ।২৫। যে ব্যক্তি লীলাক্রমে অহঙ্কারময়ী বাসনাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চিহ্নিত বস্তু ত্যাগ করিয়া

নির্ম্মূলকলনাং ত্যক্ত্বা বাসনাং যঃ শমং গতঃ।
জ্ঞেয়ত্যাগময়ং বিদ্ধি তং মুক্তং রঘুনন্দন। ২৭।
দ্বাবেতৌ রাঘব ত্যাগৌ সমৌ মুক্তপদে স্থিতৌ।
দ্বাবেতৌ ব্রহ্মতাং যাতৌ দ্বাবেতৌ বিগতজ্বরৌ। ২৮।
আপৎসু চ যথাকালং সুখদুঃখেষ্বনারতং।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স মুক্ত ইতি কথ্যতে। ২৯।
ঈপ্সিতানীপ্সিতে ন স্তো যস্যান্তর্ব্বাহ্যদৃষ্টিষু।
সুষুপ্তবচ্চরতি যঃ স মুক্ত ইতি কথ্যতে। ৩০।
হর্ষামর্ষভয়ক্রোধকামকার্পণ্যদৃষ্টিভিঃ।
ন পরামৃষ্যতেঽন্তর্যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। ৩১।
সুষুপ্তবৎ প্রশমিতভাববৃত্তিনা
স্থিতং সদা জাগ্রতি যেন চেতসা।

ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হয়, (জ্ঞানিরা) তাহাকে জীবন্মুক্ত কহিয়া থাকেন। ২৬। হে রঘুনন্দন! যে ব্যক্তি বাসনাকে নির্ম্মূল করিয়া শান্তির মুখ দেখিয়াছে, তাহাকে জ্ঞেয় বাসনা-ত্যাগ-বিশিষ্ট মুক্ত পুরুষ বলা হইয়া থাকে। ২৭। হে রাঘব! এই দুই প্রকার বাসনা-ত্যাগ মুক্তির সমতুল্য; কারণ, দুইটাই দুঃখ নাশ করিয়া, ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৮।

যে ব্যক্তি বিপদ কালে এবং অন্য সময়ে উপস্থিত সুখ দুঃখাদিতে রত না হইয়া, আনন্দিত ও ম্লান হয় না, তাহাকেই মুক্ত পুরুষ বলিয়া থাকে। ২৯। যাহার অন্তর ও বাহিরে কিছুই ঈপ্সিত ও অনীপ্সিত নাই, এবং যে ব্যক্তি সুষুপ্তের ন্যায় কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাকেই মুক্ত বলিয়া (জানিবে)। ৩০। যে ব্যক্তির অন্তর হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, ক্রোধ, কাম ও কার্পণ্য দৃষ্টিতে অভিভূত না হয়, তাহাকেই জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকে। ৩১। যে ব্যক্তি জাগ্রৎকালে সুষুপ্তের

কলান্বিতো বিধুরিব যঃ সদা মুদা
নিষেব্যতে মুক্ত ইতীহ স স্মৃতঃ। ৩২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

বাহ্যার্থব্যসনোচ্ছূনা তৃষ্ণা বদ্ধেতি রাঘব।
সর্ব্বার্থব্যসনোন্মুক্তা তৃষ্ণা মুক্তেতি কথ্যতে। ৩৩।
ইদমস্তু মমেত্যন্ত র্যেষাং রাঘব ভাবনা।
তাং তৃষ্ণাং শৃঙ্খলাং বিদ্ধি কলনাঞ্চ মহামতে। ৩৪।
তামেনাং সর্ব্বভাবেন সৎস্বসৎসু চ সর্ব্বদা।
সংত্যজ্য পরমোদগ্রং পদমেতি মহামনাঃ। ৩৫।
বন্ধস্থামথ মোক্ষস্থাং সুখদুঃখদশা অপি।
ত্যক্ত্বা সদসদাবস্থাং তিষ্ঠাক্ষুব্ধমহাব্ধিবৎ। ৩৬।

ন্যায় সকল পদার্থ হইতে আপনার বৃত্তি প্রশমিত করিয়া অবস্থিতি করে, সে পূর্ণকলাশোভী পূর্ণ শশধরের ন্যায় সর্ব্বদা সন্তোষচিত্তে কালাতিপাত করিয়া থাকে, এবং সেই ব্যক্তিই মুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ৩২।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—বাহ্য পদার্থ এবং ধনাদি-বিনাশে যে তৃষ্ণার আবির্ভাব হয়, তাহাই বদ্ধ, এবং সকল পদার্থ নাশ হইলে যে তৃষ্ণা প্রকাশ পায়, তাহাই মুক্ত তৃষ্ণা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৩৩। হে মহামতে রাঘব! "এই ধনাদি আমার" যাহাদের এইরূপ ভাবনা, তাহাদের সেই তৃষ্ণাকে শৃঙ্খল স্বরূপ বলিয়া জানিবে, এবং উহাই (বাস্তবিক,) সর্ব্বনাশের কারণ। ৩৪।-যে ব্যক্তি মহামন অধিকার করিয়াছে, সে সদসৎ বিষয়ে সর্ব্বদা সকল প্রকারে এই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরম ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ৩৫। তুমি বদ্ধাবস্থা, মোক্ষাবস্থা, সুখ দুঃখের অবস্থা, অথবা সদসৎ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, অক্ষুব্ধ মহার্ণবের ন্যায় অবস্থিতি করিতে থাকে। ৩৬।

অন্যচ্চ রাম মনসি পুরুষস্য বিচারিণঃ।
জায়তে নিশ্চয়ঃ সাধো স্ফারাকারশ্চতুর্ব্বিধঃ। ৩৭।
আপাদমস্তকমহং মাতাপিতৃবিনির্ম্মিতঃ।
ইত্যেকো নিশ্চয়ো রাম বন্ধায়াসদ্বিলোকনাৎ। ৩৮।
অতীতঃ সর্ব্বভাবেভ্যো বালাগ্রাদপ্যহং তনুঃ।
ইতি দ্বিতীয়ো মোক্ষায় নিশ্চয়ো জায়তে সতাং। ৩৯।
জগজ্জালপদার্থাত্মা সর্ব্বমেবাহমক্ষয়ঃ।
তৃতীয়োনিশ্চয়শ্চেত্থং মোক্ষায় রঘুনন্দন। ৪০।
জগচ্চাসদিদং শূন্যং শূন্যব্যোমসমং সদা।
এবমেব চতুর্থোঽপি নিশ্চয়ো মোক্ষসিদ্ধয়ে। ৪১।
এতেষাং প্রথমঃ প্রোক্ত স্তৃষ্ণয়া বন্ধযোগ্যয়া।
শুদ্ধতৃষ্ণাস্ত্রয়ঃ স্বচ্ছা জীবন্মুক্তবিলাসিনঃ। ৪২।

হে রামচন্দ্র! আরও (দেখ,) সদসৎ বিচারকর্ত্তা পুরুষের অন্তঃকরণে প্রকাশস্বরূপ চারি প্রকার নিশ্চয় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৩৭। হে রাম! মাতৃপিতৃবিনির্ম্মিত আপাদমস্তক পর্য্যন্ত এই দেহই আমি, এইরূপ অসদ্দর্শন হইতে যে এক প্রকার নিশ্চয হইয়া থাকে, তাহাই বন্ধের কারণ। ৩৮। আমি সর্ব্ব বস্তুর অতিরিক্ত, কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্ম, এইটী দ্বিতীয় নিশ্চয়; ইহা সাধু-দিগেরই হইয়া থাকে। ৩৯। আমি জগতের সকল পদার্থেরই আত্মা, সকলই আমি, অক্ষয় আমি, হে রঘুনন্দন! এইটী তৃতীয় নিশ্চয়; ইহাই মোক্ষের কারণ। ৪০। এই জগৎ আকাশের ন্যায় শূন্য ও অসৎ, এইটী চতুর্থ নিশ্চয়, এবং ইহা দ্বারাই মোক্ষ-সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ৪১।

এই চারিটী নিশ্চয়ের মধ্যে, প্রথমটী বন্ধের যোগ্য, অর্থাৎ উহা দ্বারাই বন্ধন ঘটিয়া থাকে; অবশিষ্ট তিনটী শুদ্ধ, এবং তাহা দ্বারাই জীবন্মুক্তি

সর্ব্বমাত্মাহমেবেতি নিশ্চয়ো যো মহামতে।
তমাদায় বিষাদায় ন ভূয়ো যাতি মে মতিঃ। ৪৩।
শূন্যং প্রকৃতিবেদীতি ব্রহ্মবিজ্ঞানমিত্যপি।
শিবঃ পুরুষ ঈশানো নিত্যমাত্মেতি কথ্যতে। ৪৪।
দ্বৈতাদ্বৈতসমুদ্ভেদৈ র্জগন্নির্ম্মাণলীলয়া।
পরমাত্মময়ী শক্তিরদ্বৈতৈব বিজৃম্ভতে। ৪৫।
আত্মীয়ে পরকীয়ে বা সর্ব্বস্মিন্নেব সর্ব্বদা।
নষ্টে চোপচিতে কার্য্যে সুখং দুঃখং গৃহাণ মা। ৪৬।
সর্ব্বাতীতপদালম্বী পূর্ণেন্দুশিশিরাশয়ঃ।
নোদ্বেগী নচ তুষ্টাত্মা সংসারে নাবসীদতি। ৪৭।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ দয়াদাক্ষিণ্যসংযুতঃ।

হইয়া থাকে। ৪২। হে মহামতে! "আমিই সর্ব্বস্ব, আত্মাস্বরূপ" এরূপ যাহার নিশ্চয়, তাহার বুদ্ধি আর অবসন্নতা প্রাপ্ত হয় না। ৪৩। প্রকৃতিবেদী শূন্য ব্রহ্ম বিজ্ঞানও, নিত্য আত্মময় ব্রহ্মকে (পরম মঙ্গল) করেন বলিয়া শিব, শরীররূপ পুরে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ, এবং সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রযুক্ত ঈশান বলিয়া থাকেন। ৪৪।

জগন্নির্ম্মাণের লীলা প্রযুক্ত দ্বৈত ও অদ্বৈত রূপের ভেদ দ্বারা ব্রহ্মের পরমাত্মময়ী শক্তি, অদ্বৈতের ন্যায় বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে। ৪৫। (হে রাম!) আত্মীয় কিংবা পরকীয় বস্তুতে সকল সময়ে সুখ দুঃখ, বৃদ্ধি বা নাশ প্রাপ্ত হইলে, তুমি তাহার অধীন হইও না। ৪৬। যিনি সর্ব্বাতীত পদ অবলম্বন করিয়াছেন, যাঁহার আশয় পূর্ণ শশধরের শিশিরের ন্যায় (নির্ম্মল), যিনি উদ্বেগশূন্য এবং সন্তুষ্টচিত্ত, তিনি সংসারে অবসন্নতার মুখ দর্শন করেন না। ৪৭। যিনি শত্রু মিত্রকে সমান দেখিয়া থাকেন, যিনি দয়া দাক্ষিণ্যাদি

আপ্তকর্ম্মকরো নিত্যং সংসারে নাবসীদতি। ৪৮।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
ঈহিতানীহিতৈর্ম্মুক্তঃ সংসারে নাবসীদতি। ৪৯।
সর্ব্বস্যাভিমতং বক্তা চোদিতঃ পেশলোক্তিমান্।
আশয়জ্ঞশ্চ ভূতানাং সংসারে নাবসীদতি। ৫০।
পূর্ণাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ধ্যেয়ত্যাগবিনাশিনীং।
জীবন্মুক্তয়া স্বস্থো লোকে বিহর রাঘব। ৫১।
অন্তঃসংত্যক্তসর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃ সর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব। ৫২।
উদারঃ পেশলাচারঃ সর্ব্বাচারিত্ববৃত্তিমান্।
অন্তঃসর্ব্বপরিত্যাগী লোকে বিহর রাঘব। ৫৩।

গুণবিশিষ্ট, যে ব্যক্তি সতত উপস্থিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি সংসারে অবসন্ন হন না। ৪৮।

যে ব্যক্তি আনন্দিত হয় না, দ্বেষ করে না, শোক করে না, কোনও বস্তু স্পৃহা করে না; যে ব্যক্তির চেষ্টা ও অচেষ্টা নাই, সে সংসারে অবসন্ন হয় না। ৪৯। যে ব্যক্তি অনাপ্রেরিত হইয়া, সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা সকলের মনোহরণ করিতে পারে, যে ব্যক্তি সকলের অভিপ্রায়বেদী, সে সংসারে অবসন্ন হয় না।৫০। হে রাঘব! তুমি ধ্যেয় বস্তু ত্যাগ করিয়া, পূর্ণ দৃষ্টি অবলম্বন দ্বারা স্বভাবস্থ হইয়া, জীবন্মুক্তরূপে (এই জগতে) বিহার করিতে থাক। ৫১। হে রাঘব! তুমি অন্তরের সকল আশা, অনুরাগ ও বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, বাহিরে ব্যবহারের অনুগত হইয়া, বাসনাদির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বিহার করিতে থাক। ৫২।

হে রাঘব! তুমি মহান্ ও পবিত্রাচার যুক্ত হইয়া, সকল আচার গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মাতে অবস্থিতি ও অন্তরে সকল পরিত্যাগ করিয়া, বিহার করিতে

অন্তর্বৈরাগ্যমাদায় বাহ্যুখঃহিরাশে স্থিতঃ।
বহিস্তপ্তোঽন্তরঃ শীতো লোকে বিহর রাঘব। ৫৪।
বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্ত র্লোকে বিহর রাঘব। ৫৫।
ত্যক্তাহংকৃতিরাশ্বস্তমতিরাকাশশোভনঃ।
অগৃহীতকলঙ্কাঙ্কো লোকে বিহর রাঘব। ৫৬।
অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাং।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং। ৫৭।
বিবিধজন্মশতৈঃ কৃতসম্ভ্রমে জগতি বন্ধুরবন্ধুরিতীক্ষণং।
ভ্রমদশৈব বিভাতি ন বস্তুত স্ত্রিভুবনং চিরবন্ধুরবন্ধ্বপি। ৫৮।

থাক। ৫৩। হে রাঘব! অন্তঃকরণে বৈরাগ্য, এবং বাহিরে আশা অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া অন্তর শীতল, এবং বাহিরে তপ্ত ভাব ধারণ পূর্ব্বক বিহার করিতে থাক। ৫৪। হে রাঘব! তুমি অন্তরে কর্ম্মারম্ভবর্জ্জিত থাকিয়া বাহিরে কৃত্রিম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক; তুমি অন্তরে অকর্ত্তা এবং বাহিরে কর্ত্তা বলিয়া জানাইয়া, সংসারে বিহার করিতে থাক। ৫৫। তুমি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিকে আশ্বস্ত কর, এবং আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া, বিষয়-কলঙ্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারে বিহার করিতে থাক। ৫৬। ইনি বন্ধু, ইনি বন্ধু নহেন, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তি এইরূপ গণনা করিয়া থাকে, কিন্তু উদারমতি ব্যক্তিগণের পক্ষে পৃথিবীর সকল লোকই কুটুম্ব। ৫৭।

বিবিধ প্রকার জন্মগ্রহণ দ্বারা জীবের ভ্রম পরিপক্ব হওয়াতে, জগতে বন্ধু ও অবন্ধু দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং তাহাতেই সর্ব্বদা জীবের ভ্রমদশা-ভোগ ঘটিয়া থাকে; (কিন্তু বাস্তবিক,) ত্রিভুবন, চিরকালীন বন্ধু অথবা অবন্ধুস্বরূপ নহে। ৫৮। আমি এবিষয়ে গঙ্গাতীরবাসী দুইটী মুনিপুত্রের

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং।
ভ্রাত্রোস্ত্রিপথগাতীরে সংবাদং মুনিপুত্ত্রয়োঃ। ৫৯।
অস্ত্যস্য জম্বুদ্বীপস্য কস্মিংশ্চিৎ গোত্রকুঞ্জকে।
বনব্যূহমহোত্তুংগো মহেন্দ্রো নাম পর্ব্বতঃ। ৬০।
তস্যৈকদেশে বিততে রত্নসানৌ মনোরমে।
আসীদভ্যুদিতজ্ঞানস্তপোরাশিরুদারধীঃ।
মুনির্দীর্ঘতপা নাম তপো মূর্ত্তমিব স্থিতঃ। ৬১।
মুনে র্বভূবতুস্তস্য পুত্রৌ দ্বাবিন্দুসুন্দরৌ।
পুণ্যপাবননামানৌ দ্বৌ কচাবিব বাক্‌পতেঃ। ৬২।
স তাভ্যাং সহ পুত্ত্রাভ্যাং চিরকালমুবাস হ। ৬৩।
অথ কালে তয়োস্তত্র পুত্ত্রয়োর্জ্ঞানবানভূৎ।
পুণ্যনামাত্র যো জ্যেষ্ঠো গুণজ্যেষ্ঠশ্চ রাঘব। ৬৪।
পাবনোহর্দ্ধপ্রবুদ্ধোহভূৎ পূর্ব্বসন্ধ্যাম্বুজং যথা।
মৌর্খ্যাদপগতোনাপ্তঃ পদং দোলামিব স্থিতঃ। ৬৫।

কথোপকথনসম্বন্ধীয় এক পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকটে বলিতেছি; (তুমি শ্রবণ কর)। ৫৯। এই জম্বুদ্বীপের কোনদিক্ কুঞ্জে বনরাজিবিভূষিত মহেন্দ্র নামক এক পর্ব্বত আছে। ৬০। তাহার একদেশে বিস্তৃত রত্নময় মনোরম শিখর আছে; সেখানে মূর্ত্তিমান্ তপস্যার ন্যায় উদারবুদ্ধিসম্পন্ন, বিপুল তপস্বী দীর্ঘতপা নামে একমুনি বাস করেন। ৬১। বৃহস্পতিপুত্র কচের ন্যায় তাঁহার শশাঙ্কসন্নিভ পুণ্য এবং পাবন নামে দুই সুন্দর পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ৬২। মুনিবর, পুত্রদ্বয়ের সহিত সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। ৬৩। অনন্তর উপযুক্ত কালে পুত্রদ্বয়ের মধ্যে পুণ্য নামক জ্যেষ্ঠ পুত্র, গুণ এবং জ্ঞান-প্রভাবে কনিষ্ঠ অপেক্ষা প্রধান হইলেন। ৬৪। যেরূপ প্রাতঃকালীন কমল

ততোবহুত্যবিরতং কালে কলিতকারণে।
রতিমুৎসৃজ্য সংসারাজ্জরাজজ্জর্জীবিতঃ। ৬৬।
কলনাপক্ষিণীনীড়ং দেহং দীর্ঘতপা মুনিঃ।
জহৌ গিরিগুহাগেহে ভারং বৈ ভারিকো যথা ৬৭।
সংশান্তকলনারম্ভং চেত্যারিক্তং চিদাস্পদং।
পদং জগাম নীরাগং পুষ্পগন্ধ ইবাম্বরং। ৬৮।
পিতর্যুপরতে তস্মিন্নৌর্দ্ধদেহিককর্ম্মণি।
পুণ্য এব স্থিতো ব্যগ্রঃ পাবনো দুঃখমাযযৌ। ৬৯।
শোকোপহতচিত্তোঽসৌ ভ্রমন্ কাননবীথিষু।
জ্যায়াং সমনপেক্ষ্যৈব পাবনো বিললাপ হ। ৭০।

অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হয়, তাহার ন্যায় (কনিষ্ঠ) পাবন, অর্দ্ধ প্রবুদ্ধ হইলেন; তিনি অজ্ঞান প্রযুক্ত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া, দোলায়মান হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৬৫। অনন্তর জীবসংহারক কাল, যোগ্য কালে উপস্থিত হইলে, মুনিপুঙ্গব দীর্ঘতপা, সংসারলীলা পরিত্যাগ করিয়া, জরাদ্বারা জর্জ্জরিত দেহ ধারণ পূর্ব্বক। ৬৬। ভারবাহী যেরূপ ভার পরিত্যাগ করে, পক্ষিণী যেরূপ কলরব করিয়া বাসস্থান ত্যাগ করে, তাহার ন্যায় গিরিগুহাস্বরূপ গৃহে স্বকীয় দেহভার পরিত্যাগ করিলেন। ৬৭। কুসুমসৌরভ যেরূপ আকাশ-প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় সেই মুনি, কল্পনারম্ভশূন্য, জগদ্বস্তু হইতে অতিরিক্ত, রাগবিহীন চিৎস্বরূপ—ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৬৮। পিতা উপরত হইলে, জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্য, পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যাদি সমাধা করিলেন; কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র পাবন, পিতৃবিরহে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ৬৯।

তিনি শোকভরে অভিভূত ও হতচিত্ত হইয়া, বনে বনে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের অপেক্ষা না করিয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৭০।

অথৌর্দ্ধদেহিকং কৃত্বা পিতুঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
আযযৌ বিপিনে পুণ্যঃ পাবনং শোকমানসং। ৭১।

পুণ্য উবাচ।

কিং পুত্র ঘনতাং শোকং নয়স্যজ্ঞৈককারণং।
পিতা তব মহাপ্রাজ্ঞ গতঃ প্রজ্ঞাবতাং বরঃ। ৭২।
স্বামেব পরমামাত্মপদবীং মোক্ষনামিকাং।
স্বভাবমেতি সম্পন্নে কিং পিতর্য্যনুশোচসি। ৭৩।
মাতাপিতৃসহস্রাণি সমতীতানি তে সুত।
পুত্রবান্ধববৃন্দানি জন্তো র্জন্মনি জন্মনি। ৭৪।
শোচনীয়া যদি স্নেহান্মাতাপিতৃসুতাঃ সুত।
তদতীতা ন শোচ্যন্তে কিমজস্রং সহস্রশঃ। ৭৫।

পরম ধার্ম্মিক পুণ্য, পিতার দাহাদি কার্য্য সমাধা করিয়া, যে খানে কনিষ্ঠ পাবন শোক করিতেছিলেন, তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। ৭১। তখন পুণ্য কনিষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন (হে পুত্র! *) যে শোক অজ্ঞানের কারণ, অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তি নিরন্তর যে শোক করিয়া থাকে, তুমি তাহাতে নিমগ্ন হইতেছ কেন? হে মহাপ্রাজ্ঞ! জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ তোমার পিতা। ৭২। মোক্ষ নামক স্বকীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব, স্বভাবপ্রাপ্ত পিতার উদ্দেশে তুমি শোক করিতেছ কেন?। ৭৩।

হে সুত! তোমার (জন্মে জন্মে কত, সহস্র সহস্র পিতামাতা অতীত হইয়াছেন; জীবের জন্মে জন্মে কত পুত্র, কত বান্ধব হইয়া থাকে,) তাহার সংখ্যা হয় না; ।৭৪। হে সুত! যদি স্নেহ প্রযুক্ত মাতাপিতা এবং পুত্রাদির উদ্দেশে শোক করিতে হয়, তাহা হইলে যে সকল সহস্র সহস্র পিতামাতা-প্রভৃতি গত হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শোক কর না কেন?। ৭৫। অজ্ঞান-

---

* জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য বলিয়া কনিষ্ঠকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

অজ্ঞানবিস্তীর্ণমরৌ বিলোল শুভাশুভস্পন্দময়ৈস্তরঙ্গৈঃ।
স্ববাসনাতাপমরীচিবারি পরিস্ফুরত্যেতদনন্তরূপং। ৭৬।
বন্ধুমিত্রসুতস্নেহদ্বেষমোহদশাময়ঃ।
স্বসংজ্ঞামাত্রকেণৈব প্রপঞ্চোঽয়ং বিতন্যতে। ৭৭।
বন্ধুত্বে ভাবিতো বন্ধুঃ পরত্বে ভাবিতঃ পরঃ।
বিষামৃতদশেবেহ মতিভাবনিবন্ধনী। ৭৮।
একত্বে বিদ্যমানস্য সর্ব্বগস্য কিলাত্মনঃ।
অয়ং বন্ধুঃ পরশ্চায়মিত্যসৌ কল্পনা কুতঃ। ৭৯।
রক্তমাংসাস্থিসংঘাতাদ্দেহাদেবাস্থিপঞ্জরাৎ।
কোঽহং স্যামিতি চিত্তেন স্বয়ং পুত্র বিচারয়। ৮০।
দৃষ্ট্যা তু পরমার্থিক্যা ন কিঞ্চিত্ত্বং নচাপ্যহং।

স্বরূপ বিস্তীর্ণ মরু-প্রদেশে চঞ্চল শুভাশুভ স্পন্দময় তরঙ্গবিশিষ্ট আপনার ধন, আপনার পরিবার এই প্রকার বাসনা-তাপরূপ সূর্য্যকিরণযুক্ত অনন্ত বিষয়সলিল প্রকাশ পাইতেছে;—অর্থাৎ যেরূপ মরুপ্রদেশে জল না থাকিলেও সূর্য্য-কিরণে জলভ্রম হয়, সেই প্রকার অনিত্য সংসারকে বিষয় বাসনা দ্বারা সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ৭৬। বন্ধু, মিত্র, সুত, স্নেহ, দ্বেষ, ও মোহদশা-স্বরূপ এই প্রপঞ্চ সংসার কেবল নাম মাত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। ৭৭। যাহাকে আত্মীয় ভাবে গ্রহণ করা যায় সেই বন্ধু, এবং যাহাকে পর বলিয়া বোধ হয়, সেই শত্রু; বুদ্ধির ভেদমাত্রে ইহা অমৃত এবং ইহা বিষ এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। ৭৮। অদ্বৈত, বিদ্যমান, সর্ব্বগতি, পরমাত্মার ইনি বন্ধু, বা ইনিই পর এরূপ কল্পনা কেন? ।৭৯। হে পুত্র! রক্ত, মাংস, ও অস্থিসংঘাতবিরচিত এই দেহপিঞ্জরে অবস্থিত আমি কে? আপনি অন্তঃকরণে তাহা বিচার করিয়া দেখ। ৮০। (বাস্তবিক) পরমার্থ দৃষ্টি দ্বারা দেখিলে তুমিও কিছুই নও

মিথ্যাজ্ঞানমিদং পুণ্যঃ পাবনশ্চেতি বল্পতি। ৮১।
বভূবুস্তে সুপুণ্যাসু স্থলীষু মৃগযোনিষু।
বহবো বান্ধবো মার্গাস্তান্ কথং নানুশোচসি। ৮২।
বভূবুস্তে মহাভ্রেষু শিখরেষু মহীভৃতাং।
বহবো বান্ধবাঃ সিংহাঃ কিন্তানপি ন শোচসি। ৮৩।
বভূবিথ দশার্ণেষু কপিলো বলবান্নরঃ।
রাজপুত্রস্তুষারেষু তথা পুণ্ড্রেষু বায়সঃ। ৮৪।
হৈহয়েষু চ মাতঙ্গস্ত্রিগর্ত্তেষু চ গর্দ্দভঃ।
শাল্বেষু সরমাপুত্রঃ পতত্রী শরলদ্রুমে। ৮৫।
এতাস্বন্যাসু চান্যাসু বহ্বীষু জনযোনিষু।
জাতোঽসি জম্বুদ্বীপেঽস্মিন্ পুরা শতসহস্রশঃ। ৮৬।
অনন্তাঃ পিতরো যান্তি যান্ত্যনন্তাশ্চ মাতরঃ।

এবং আমিও কিছুই নই; তবে আমি পুণ্য, তুমি পাবন এরূপ যে জ্ঞান দেখিতেছ, তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিও। ৮১।

পুণ্য ভূমিতে মৃগযোনিতে তোমার অনেক বন্ধু বান্ধব হইয়াছিল; (জিজ্ঞাসা করি,) তুমি তাহাদের জন্য শোক করিতেছ না কেন? । ৮২। মহামেঘবিশিষ্ট পর্ব্বতের শিখরদেশবাসী সিংহ প্রভৃতি, তোমার (জন্মান্তরীণ) অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল, তুমি তাহাদের জন্য শোক কর না কেন? । ৮৩। তুমি দশার্ণ দেশে কপিল নামে বলবান্ মনুষ্য, তুষার দেশে রাজপুত্র, পুণ্ড্রদেশে বায়স-রূপী ছিলে, । ৮৪। তুমি হৈহয় দেশে মাতঙ্গ, ত্রিগর্ত্ত দেশে গর্দ্দভ, শাল্বদেশে কুক্কুরশাবক, এবং পক্ষীদেহ ধারণ করিয়া শরলবৃক্ষে বাস করিয়াছিলে, । ৮৫। তুমি এই সকল ও অন্যান্য জীবযোনি প্রাপ্ত হইয়া, এই জম্বুদ্বীপে পূর্ব্বে শত সহস্র বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, । ৮৬। বন্য পাদপের পত্রের ন্যায় সংসারী-

ইতি সংসারিণাং পুংসাং বনপাদপপর্ণবৎ ।৮৭।
ভাবাভাববিনির্মুক্তং জরামরণবর্জ্জিতং।
সংস্মরাত্মানমব্যগ্রো মা বিমূঢ়মতির্ভব। ৮৮।
সর্ব্বৈষণাময়কলঙ্কবিবর্জ্জিতেন
চিদাত্মভানুকলিতেন হৃদব্জমধ্যে।
পুত্রাত্মনাত্মনি মহামতিমাত্মনৈব
সংত্যজ্য সংভ্রমমলং পরিতোষমেহি। ৮৯।

ইতি মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে পুণ্যপাবনোপাখ্যানং
নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ। *। ২১ ।*

দিগের অনন্ত পিতামাতা গত হইয়া থাকে; । ৮৭। (যাহা হউক, তোমাকে বলি) তুমি ভাব ও অভাববিহীন, জরামরণরহিত, ব্রহ্মপদার্থকে স্থির ভাবে স্মরণ করিতে থাক; (কদাচ) মূঢ়বুদ্ধির অধীন হইও না। ৮৮। হে পুত্র! সকল চেষ্টা ও কলঙ্কশূন্য চিৎ-সূর্য্যের প্রকাশ দ্বারা, তোমার হৃদয়পদ্মমধ্যস্থ ভ্রম সকলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তুমি আত্মার তুষ্টিসাধন কর। ৮৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং প্রবোধিতস্তেন তদা পুণ্যেন পাবনঃ।
প্রবোধমাপ প্রাকাশ্যং প্রতাপ ইব ভূতলং। ১।
উভাবপি ততঃ সিদ্ধৌ জ্ঞানবিজ্ঞানপারগৌ।
বিচেরতুর্ব্বনে তস্মিন্ যাবদিচ্ছমনিন্দিতৌ। ২।
এবং প্রাগুক্তদেহানামনন্তা ধনবন্ধুজা।
আশা কিং গৃহ্যতে তেভ্যঃ কিম্বা সংত্যজ্যতেঽনঘ। ৩।
চিন্তনেনৈধতে চিন্তা স্বিন্ধনেনেব পাবকঃ।
নশ্যত্যচিন্তনেনৈব বিনেন্ধনমিবানলঃ। ৪।
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ স্বচ্ছা নিষ্কামা বিগতাময়া।
এনাং প্রাপ্য মহাবাহো বিমূঢ়োঽপি ন মুহ্যতি। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন; যেরূপ (প্রাতঃকালীন) সূর্য্যরশ্মি ভূমিতলকে প্রকাশিত করে, তাহার ন্যায় (জ্যেষ্ঠ সহোদর) পুণ্যের কথাক্রমে পাবন প্রবোধিত হইলেন। ১। তদনন্তর অনিন্দিত সিদ্ধ দুই সহোদর, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পার দর্শন করিয়া, সেই বনে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ২। হে অনঘ রামচন্দ্র! এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত দেহ, এবং ধন ও বন্ধু প্রভৃতির প্রতি যে অনন্ত আশা (বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়), তাহার কোন্‌টীকে গ্রহণ, এবং কোন্‌টীকে পরিত্যাগ করিবে, বল। ৩। যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ-সংযোগে বহ্নি উদ্দীপিত হয়, তাহার ন্যায় চিন্তা দ্বারাই চিন্তা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; যেরূপ কাষ্ঠের অভাবে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ চিন্তার অভাবে চিন্তা নাশ পাইয়া থাকে। ৪। (এইরূপ) রোগশূন্য নিষ্কাম নির্ম্মলভাবে অবস্থিতিকে ব্রাহ্ম স্থিতি বলিয়া থাকে; হে মহাবাহো! এইরূপে অবস্থান করিলে, মূঢ় ব্যক্তিও মুগ্ধভাব প্রাপ্ত হয় না। ৫। এইরূপ বিবেককে একমাত্র সুহৃৎ

একং বিবেকসুহৃদমেকাং প্রৌঢ়াং সখীং ধিয়ং।
আদায় বিহরন্নেবং সঙ্কটেষু ন মুহ্যতি। ৬।
বিনিবারিতসর্ব্বার্থাদপহস্তিতবান্ধবাৎ।
ন স্বধৈর্য্যাদৃতে কশ্চিদভ্যুদ্ধরতি সঙ্কটাৎ। ৭।
বৈরাগ্যেণাথ শাস্ত্রেণ মহত্ত্বাদিগুণৈরপি।
যত্নেনাপদ্বিঘাতার্থং স্বয়মেবোন্নমেন্মনঃ। ৮।
নচ ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যান্ন কোষাদ্রত্নধারিণঃ।
ফলমাসাদ্যতে চিত্তাদ্ যন্মহত্ত্বোপবৃংহিতাৎ। ৯।
পূর্ণে মনসি সংপূর্ণং জগৎ সর্ব্বং সুধারসৈঃ।
উপানদ্ গূঢ়পাদস্য যথা চর্ম্মাবৃতৈব ভূঃ। ১০।
বৈরাগ্যাৎ পূর্ণতামেতি মনোনাশাবশানুগং।
আশয়া রিক্ততামেতি শরদীব সরোঽমলং। ১১।

এবং পরিণত বুদ্ধিকে সখীরূপে গ্রহণ করিয়া, বিচরণ করিলে, সঙ্কটে মুগ্ধ হইতে হয় না। ৬। সকল পরিত্যাগ করিলে, এবং বন্ধু বান্ধব শূন্য হইলেও আপনার ধৈর্য্য ব্যতিরেকে সঙ্কট হইতে কেহ উদ্ধার পাইতে পারে না। ৭। বৈরাগ্য; শাস্ত্রচিন্তা, এবং মহত্ত্বাদি গুণ গ্রহণ করিয়া, আপদবিনাশের জন্য যত্ন পূর্ব্বক মনকে উন্নমন করা কর্ত্তব্য। ৮। যে অন্তঃকরণ মহত্ত্বগুণে বৰ্দ্ধিত, তাহার দ্বারা যেরূপ ফললাভ হইয়া থাকে, ত্রিভুবনৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি, বা রত্নপূর্ণ কোষ লাভ হইলেও সেরূপ ফল পাওয়া যায় না। ৯। যেরূপ পাদুকাবৃত পাদধারী ব্যক্তির নিকটে সকল স্থানই চর্ম্মাবৃত বলিয়া বোধ হয়, সেই রূপ মন (বাসনাত্যাগে) পূর্ণ হইলে, এই সকল জগৎ, সুধারসে আপ্লুত হইয়া থাকে। ১০। বৈরাগ্য-প্রভাবে আশা ক্ষীণ হইলে, মন পূর্ণভাব ধারণ করে; এবং শরৎকালে সরোবর যেরূপ নির্ম্মল হয়, বৈরাগ্য দ্বারা মন সেই প্রকার

হৃদয়ং শূন্যতামেতি প্রকটীকৃতকোটরং।
অগস্ত্যপীতার্ণববদাশাবিবশচেতসাং। ১২।
ন তথা ভাতি পূর্ণেন্দু র্ন পূর্ণঃ ক্ষীরসাগরঃ।
ন লক্ষ্মীবদনং কান্তং স্পৃহাহীনং যথা মনঃ। ১৩।
যথাভ্রলেখা শশিনং সুধা সৌধং মসী যথা।
দূষয়ত্যেবমেবাস্ত নরমাশাপিশাচিকা। ১৪।
প্রশমিতসকলৈষণো মহাত্মা
ভব ভববন্ধমপাস্য মুক্তচিত্তঃ।
মনসি নিগড়রজ্জবঃ কদাশাঃ
পরিগলিতাস্থ চ তাস্থ কো ন মুক্তঃ। ১৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথবা রঘুবংশাখ্যনভঃপূর্ণনিশাকর।
বলিবদ্ বুদ্ধিভেদেন জ্ঞানমাসাদয়ামলং। ১৬।

আশাশূন্য হইয়া থাকে। ১১। অগস্ত্য মুনির সমুদ্র-জল-পানের ন্যায়, আশাভিভূত ব্যক্তিদিগের (সঙ্কীর্ণ) হৃদয়-কোটরও শূন্য হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।১২। নিস্পৃহ অন্তঃকরণের যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণ ক্ষীরসমুদ্র, কমনীয় লক্ষ্মীমুখ, সেরূপ শোভিত হয় না। ১৩। যেরূপ অভ্রলেখা, শশীকে মসীবর্ণ করিয়া থাকে, যেরূপ সুধাধবলিত অট্টালিকা মসী দ্বারা মলিন হইয়া যায়, সেইরূপ আশা পিশাচী লোকের মনকে দূষিত করিয়া থাকে। ১৪। তুমি (সেইরূপ) সকল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া মহাত্মা হও, এবং ভববন্ধন মোচন করিয়া মুক্ত চিত্তত্ব অবলম্বন কর; (জানিও) কুআশা মনের নিগড় রজ্জুস্বরূপ, যদি ঐ বন্ধন গলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কেনা মুক্ত হইয়া থাকে, বল ?।১৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রঘুবংশ রূপ আকাশের পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ রামচন্দ্র! তুমি, বলির ন্যায় বুদ্ধি ভেদ দ্বারা অমল জ্ঞান লাভ কর। ১৬।

শ্রীরাম উবাচ।

বলিবিজ্ঞানসংপ্রাপ্তিং পুনর্মদ্বোধবৃদ্ধয়ে।
বিভো কথয় খিদ্যন্তো সন্তো নাবনতং প্রতি। ১৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্ত্যস্মিন্ জগতঃ কোষে কস্মিংশ্চিদ্দিক্‌নিকুঞ্জকে।
পাতাল ইতি বিখ্যাতো লোকো ভূমেরধঃ স্থিতঃ। ১৮।
তস্মিন্নসুরদোঃস্তম্ভধার্য্যমাণমহাহবে।
বভূব দানবো রাজা বিরোচনসুতো বলিঃ। ১৯।
লীলানির্জ্জিতনিঃশেষভুবনাভোগভূষণঃ।
দশ কোটীঃ স বর্ষাণাং দৈত্যো রাজ্যং চকার হ। ২০।
অথ গচ্ছৎস্বনল্পেষু স্বর্গেষ্বাবর্ত্তবর্ত্তিষু।
সুরাসুরমহৌঘেষু প্রোৎপতৎসু পতৎসু চ। ২১।

শ্রীরাম কহিলেন ;—বলির জ্ঞানপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ বলিতে আজ্ঞা হয়। (আমি জানি,) সদ্গুরু অবনত শিষ্যের জন্য কোনরূপ কষ্টবোধ করেন না ; (অতএব আমাকে বলির বৃত্তান্ত জানাইয়া দিউন)। ১৭। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—এই জগতের কোনও দিক্ কুঞ্জে ভূমির অধোদেশে পাতাল নামে বিখ্যাত লোক আছে। ১৮। বিরোচনের পুত্র দানব বলি, (দেবগণের সহিত) যুদ্ধে অসুরদিগের বাহু স্তম্ভের আশ্রয়ে রক্ষিত হইয়া, সেখানে অবস্থিতি করেন। ১৯। তিনি অবলীলাক্রমে অশেষ ভুবন জয় করিয়া, সকল প্রকার ভোগ-ভূষণে ভূষিত হইয়া, দশ কোটি বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ২০।

অনন্তর দানবরাজ বলি, নদীর আবর্ত্তের ন্যায় দেবদানবদিগের উৎপতন, পতন ও গমনাগমনস্থল সঙ্কীর্ণ স্বর্গধামে। ২১। অবস্থিতি পূর্ব্বক নিরন্তর

অজস্রমুপভুক্তেষু ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তিষু।
ভোগেষ্বভজদুদ্বেগং বলির্দানবনামকঃ। ২২।
একদা চিন্তয়ামাস প্রাসাদশিখরস্থিতঃ।
মহতা মম রাজ্যেন ত্রৈলোক্যাদ্ভুতকারিণা।
কিম্বা ভবতি ভুক্তেন ভুরিভোগাতিভারিণা। ২৩।
আপাতমাত্রমধুরমাবশ্যকপরিক্ষয়ং।
ভোগোপভোগমাত্রং হি কিন্নামেদং সুখাবহং। ২৪।
পুনরালিঙ্গ্যতে কান্তা পুনরের তু ভুজ্যতে।
তমেব ভুক্তবিরসং ব্যাপারৌঘং পুনঃ পুনঃ। ২৫।
দিবসে দিবসে কুর্ব্বন্ প্রাজ্ঞঃ কস্মান্ন লজ্জতে। ২৬।
পুনর্দিনং পুনারাত্রিঃ পুনঃ কার্য্যপরম্পরা।
পুনঃ পুনরহং মন্যে প্রাজ্ঞস্যেয়ং বিড়ম্বনা। ২৭।

ত্রৈলোক্যের উপভোগ ভোগ করিয়া, অন্তরে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ২২। তিনি এক দিন প্রাসাদশিখরে অবস্থান পূর্ব্বক এই চিন্তা করিলেন যে, আমি (এত কাল) ত্রিলোকবিস্ময়াবহ বহুভোগভারি, এই বিপুল রাজ্য-ভোগ করিলাম; অতএব,ইহাতে আমার কি ফল লাভ হইল?।২৩। যে বিষয় আপাততঃ মধুর, কিন্তু পরিণাম-ক্ষয়-শীল, উপভোগ ভিন্ন তাহাতে সুখোৎপত্তি কি?।২৪। (দেখিতেছি লোকে) পুনঃ পুনঃ কান্তাকে আলিঙ্গন করে, পুনঃ পুনঃ ভোজন করিয়া থাকে,এবং পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও ভোজনাদির পরে বিরসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৫। (কি আশ্চর্য্য!) যাঁহারা বিচক্ষণ, দিন দিন এই রূপ কার্য্য করিয়া তাঁহারা যে লজ্জিত হন না কেন? (তাহা বলিতে পারি না)।২৬। পুনর্ব্বার দিন, পুনর্ব্বার রাত্রি এবং পুনর্ব্বার কার্য্যপরম্পরা প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু (তা বলিয়া) প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে এক কার্য্য পুনঃ পুনঃ

কৃতয়াপ্যনয়া নিত্যং ক্রিয়য়া কৃতকার্য্যয়া।
কোঽর্থঃ স্যাত্তাদৃশো যেন পুনঃ কর্ম্ম ন বিদ্যতে। ২৮।
এতৎ সংচিন্তয়াম্যাশু দধ্যৌ মন্বেত্যসৌ বলিঃ।
অথাভ্যুবাচাসুররাট্ আঃ সংস্মৃতমিতি ক্ষণাৎ। ২৯।
পুরা কিলেহ ভগবান্ পৃষ্টোঽভূৎ স বিরোচনঃ।
পিতা মমাত্মতত্ত্বজ্ঞো দৃষ্টলোকপরাবরঃ। ৩০।
এতে সকলদুঃখানাং সুখানাঞ্চ মহামতে।
যত্র সর্ব্বে ভ্রমাঃ শান্তাঃ কোঽসৌ সীমান্ত উচ্যতাং। ৩১।
ক্বোপশান্তো মনোমোহঃ ক্বাতীতাঃ সকলৈষণাঃ।
বিরামরহিতং কুত্র তাত বিশ্রমণং চিরং। ৩২।
তৎ তাত বিততানন্দসুন্দরং কিঞ্চিদেব মে।
তাদৃক্ কথয় যত্রস্থঃ পরাং বিশ্রান্তিমেম্যহং। ৩৩।

করিতে হইলে, ইহা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা বলিতে হইবে; ।২৭। এই কৃতকার্য্য পুনঃ পুনঃ করিলে কি হইবে বল? যদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিতে না হয়, সেরূপ কর্ম্ম কি? ।২৮। অনন্তর (মনে মনে) এই এইপ্রকার (সংসারগতি) চিন্তা করিয়া, সেই অসুর রাজ, ক্ষণকালমধ্যে "আমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল" এই কথা বলিলেন ।২৯। (এবং বলিতে লাগিলেন) লোকপরাবরদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ মদীয় পিতৃদেব ভগবান্ বিরোচনকে, আমি পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ৩০।

হে মহামতে! যেখানে সকল সুখ দুঃখ ভ্রমাদি শান্তি পাইয়া থাকে, আপনি তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। ৩১। (আপনাকে জিজ্ঞাসা করি) কোন্ বস্তুতে মনের মোহ শান্ত হয়? কোন্ বস্তু সকল চেষ্টার অতীত; হে তাত! (মন) বিরাম রহিত হইয়া, কোন্ বস্তুর আশ্রয়ে চিরকাল বিশ্রাম করিয়া থাকে। ৩২। হে তাত! বিস্তৃত আনন্দময় এই সুন্দর

মৎপিতোবাচ।

অস্তি পুত্রাতিবিততো দেশোবিপুলকোটরঃ।
ত্রৈলোক্যানাং সহস্রাণি যত্র যান্তি বহূন্যপি। ৩৪।
যত্র পৃথ্বী নচাকাশং সাগরা নচ নাদ্রয়ঃ।
ন বনানি ন তীর্থানি ন নদ্যো ন সরাংসি চ। ৩৫।
এক এবাস্তি সুমহাংস্তত্র রাজা মহাদ্যুতিঃ।
সর্ব্ববিৎ সর্ব্বগঃ সর্ব্ব স চ তুষ্ণীং ব্যবস্থিতঃ। ৩৬।
তেন সংকল্পিতো মন্ত্রী সর্ব্বতো মন্ত্রণোন্মুখঃ।
অঘটং ঘটয়ত্যাশু ঘটং বিঘটয়ত্যলং। ৩৭।
ভোক্তুং ন কিঞ্চিচ্ছক্নোতি নচ জানাতি কিঞ্চন।
রাজার্থং কেবলং সর্ব্বং করোত্যবিরতোনয়ং। ৩৮।

(প্রশ্নের উত্তর দান দ্বারা) কিঞ্চিন্মাত্র আমাকে বুঝাইয়া দিউন; আমি, জানিতে পারিয়া, তাহাতে অবস্থিতি পূর্ব্বক পরম বিশ্রাম লাভ করি। ৩৩। পিতা বলিলেন;—হে পুত্র! অতি বিপুলকোটরবিশিষ্ট একটী দেশ আছে; সেখানে এরূপ অনেক সহস্র ত্রৈলোক্য গত হইয়াছে। ৩৪। পৃথিবী, আকাশ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বন, তীর্থ, নদী এবং সরোবরপ্রভৃতি সেখানে কিছুই নাই। ৩৫।

সেখানে মহদ্দ্যুতিমান্, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বগত, সর্ব্বস্বরূপ মৌনভাবাবলম্বী এক মহান্ নরপতি অবস্থিতি করেন। ৩৬। তাঁহার সংকল্পিত একজন মন্ত্রী আছেন, তিনি সকল মন্ত্রণাতে উন্মুখ থাকিয়া, অঘটন ঘটন, এবং ঘটন বিঘটন করিয়া থাকেন। ৩৭। তিনি ভোজন করিতে সমর্থ নহেন, এবং কোনও বিষয়ই অবগত নহেন; কেবল নিয়ত রাজার নিমিত্তে কার্য্য সকল করিয়া থাকেন মাত্র। ৩৮।

স এব সর্ব্বকার্য্যৈককর্ত্তা তস্য মহীপতেঃ।
রাজা কেবলমেকান্তে স্বস্থ এবাবতিষ্ঠতে। ৩৯।

অহমুবাচ।

আধিব্যাধিবিনির্ম্মুক্তঃ কঃ স দেশো মহামতে।
কথমাসাদ্যতে বাপি কেন বাধিগতঃ প্রভো। ৪০।
কঃ স তাদৃগ্বিধো মন্ত্রী রাজা বাপি মহাবলঃ।
হেলালূনজগজ্জালৈ র্যোঽস্মাভিরপি নোজ্‌ঝিতঃ। ৪১।

মৎপিতোবাচ।

স তত্র মন্ত্রী বলবান্ দেবাসুরগণৈঃ সুত।
সমেতৈর্লক্ষগুণিতৈরপি নাক্রাম্যতে মনাক্। ৪২।
তত্রাসিমুষলপ্রাসবজ্রচক্রগদাদয়ঃ।
হেতয়ঃ কুণ্ঠতাং যান্তি দৃশদীবোৎপলাহতিঃ। ৪৩।

সেই মন্ত্রীই, সেই রাজার রাজকার্য্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, রাজা (তাঁহার উপরে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক) নির্জ্জনে স্বভাবস্থ হইয়া স্থিতি করিতেন। ।৩৯। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ;—হে মহামতে ! যে দেশ আধিব্যাধিবিনির্ম্মুক্ত, সে দেশ কোথায় ? হে বিভো ! কি প্রকারে ঐ দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কোন্ ব্যক্তিই বা সে দেশে গমন করিয়াছিল ? ।৪০। সেই মন্ত্রীই বা কে ? এবং যিনি অবহেলাক্রমে এই জগজ্জাল ছেদ করিলেও আমরা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, সেই মহাবলসম্পন্ন রাজাই বা কে ? ।৪১।

পিতা কহিলেন ;—হে সুত ! সুরাসুর মিলিত হইয়া লক্ষগুণ হইলেও সেই বলবান্ মন্ত্রীকে কেহ ঈষৎ আক্রমণ করিতে পারে না। ৪২। পাষাণে উৎপলাহতির ন্যায় সেই মন্ত্রীর প্রতি অসি, মুষল, প্রাস, বজ্র, চক্র এবং গদা প্রভৃতি (নিক্ষেপ করিলেও) কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। ৪৩। কেবল

স মন্ত্রী কেবলং তত্র তেনৈব প্রভুণা যদি।
জীয়তে তৎ সুজেয়োসাবন্যথাত্র চলাচলঃ। ৪৪।
পুত্র যুক্ত্যা গৃহীতোঽসৌ ক্ষণাদায়াতি বশ্যতাং।
যুক্তিং বিনা দহত্যেষ আশীবিষ ইবোদ্ধতঃ। ৪৫।
শৃণু যঃ পুত্র দেশোঽসৌ পূর্ব্বং প্রকটয়ামি তং।
দেশনাম্না ময়োক্তস্তু মোক্ষঃ সকলদুঃখহা। ৪৬।
রাজা তু তত্র ভগবানাত্মসর্ব্বপদাতিগঃ।
তেন মন্ত্রী কৃতপ্রাজ্ঞো মনো নাম মহামতে। ৪৭।
বিষয়ান্ প্রতি ভোঃ পুত্র সর্ব্বানেব হি সর্ব্বথা।
অনাস্থা পরমা যৈষা সা যুক্তির্মনসোজয়ে। ৪৮।
এষৈব পরমা যুক্তিরনয়ৈব মহামদঃ।
স্বমনোমত্তমাতঙ্গো দ্রাগিত্যেবাবদম্যতে। ৪৯।

রাজাই সেই মন্ত্রীকে অনায়াসে জয় করিতে পারেন, (অন্যের নিকটে) তিনি চলাচলের ন্যায় অবস্থিতি করেন। ৪৪।

হে পুত্র! যুক্তি দ্বারা গ্রহণ করিলে সেই মন্ত্রী ক্ষণমধ্যে বশ্য হইয়া থাকেন; কিন্তু যুক্তিহীন হইয়া গ্রহণ করিতে গেলে, আশীবিষের ন্যায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৪৫। হে পুত্র! আমি পূর্ব্বে (তোমার নিকটে) যে দেশের কথা বলিয়াছি, উহাকে সকল দুঃখ-বিনাশক মোক্ষ বলিয়া জানিও। ৪৬। সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাত্ম, ভগবান্ সেই মোক্ষ দেশের রাজা; হে মহামতে! তিনিই প্রাজ্ঞ মনকে মন্ত্রিত্বে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। ৪৭। হে পুত্র! বিষয়ের প্রতি সম্যক্ প্রকারে অনাস্থার নামই যুক্তি, এবং তাহাই মনের জয়পক্ষে উত্তম যুক্তিস্বরূপ। ৪৮। এই যুক্তির দ্বারাই মহামদ-বিশিষ্ট স্বকীয় মনমাতঙ্গ শাসিত হইয়া থাকে। ৪৯। মনের ভোগ সম্বন্ধে

চিত্তস্য ভোগৈর্দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রেণৈকং প্রপূরয়েৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া ভাগমব্যুৎপন্নস্য সংক্রমে। ৫০।
কিঞ্চিদুৎপত্তিযুক্তস্য ভাগং শাস্ত্রার্থচিন্তয়া।
ব্যুৎপত্তিমনুযাতস্য পূরয়েচ্চেতসোঽন্বহং।
দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রবৈরাগ্যৌ দ্বৌ ধ্যানগুরুপূজয়া। ৫১।
প্রজ্ঞাবিচারবশতঃ সময়ের সদা সুত।
আত্মাবলোকনং তৃষ্ণা-সংত্যাগঞ্চ সমাহরেৎ। ৫২।
বিচারোভোগগর্হাতো বিচারাদ্ভোগগর্হণং।
অন্যোন্যমেতে পূর্য্যেতে সমুদ্রজলদাবিব। ৫৩।
দেশক্রমেণ ধনমল্পবিগর্হণেন
তেনাঙ্গ সাধুজনমর্জ্জয় মানপূর্ব্বং।
সং সঙ্গমোক্তবিষয়াদ্যবহেলনেন
সম্পদ্বিচারবিভবেন তবাত্মলাভঃ। ৫৪।

দুইটী ভাগ (নির্দ্দিষ্ট আছে); সেই ভাগদ্বয়কে, শাস্ত্রচর্চ্চা ও গুরুশুশ্রূষা এই দুইটী দ্বারা পূর্ণ করা উচিত; অজ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান-সংক্রমণ-কালে এই দুই ভাগ পূর্ণ করিয়া থাকে। ৫০। যিনি কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি মনের পূর্ব্বমত ভাগদ্বয়কে গুরুশুশ্রূষা ও শাস্ত্রচিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিয়া থাকেন; ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি শাস্ত্র ও বৈরাগ্য দ্বারা এবং অপরে, ধ্যান ও গুরু-পূজা দ্বারা মনের দুইভাগকে পূর্ণ করিয়া থাকেন। ৫১।

হে পুত্র! প্রজ্ঞার সাহায্যে বিচার করিয়া, এক কালে ব্রহ্ম-দর্শন ও বাসনা ত্যাগ করা তোমার উচিত। ৫২। ভোগ পদার্থের নিন্দা দ্বারা বিচার, এবং বিচার দ্বারা ভোগ-নিন্দা হইয়া থাকে; সমুদ্র ও মেঘের ন্যায় এই উভয়, উভয়কেই পূর্ণ করিয়া থাকে;—অর্থাৎ যেরূপ সমুদ্র হইতে মেঘের জন্ম, এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি পতিত হইয়া, সমুদ্রে পতিত হয়, এই দুইটীরও

বলিরুবাচ।

এতন্মে কথিতং পূর্ব্বং পিত্রা চারুবিচারিণা।
ইদানীং সংস্মৃতং দিষ্ট্যা সংপ্রবোধমহং গতঃ। ৫৫।
অদ্যেয়ং মম সংজাতা ভোগান্ প্রত্যরতিঃ স্ফুটং।
দিষ্ট্যা শমসুখং স্বচ্ছং বিশাম্যমৃতশীতলং। ৫৬।
অহো নু খলু রম্যেয়ং শমভূঃ শীতলান্তরা।
সর্ব্বা এব শমং যান্তি সুখদুঃখদৃশঃ শমে। ৫৭।
কোঽহং তাবদিদং কিং স্যাদাত্মেত্যাত্মাবলোকিনং।
পৃচ্ছাম্যুশনসং নাথং ন্যূনমজ্ঞানশান্তয়ে। ৫৮।

তদ্রূপ সম্বন্ধ। ৫৩। তুমি দেশাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ঈষন্নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন কর, এবং সেই ধন দ্বারা সম্মাননার সহিত সাধু-শুশ্রূষ করিতে থাক; (তাহা হইলে) সাধু-সঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক বিষয়াদিকে অবহেলা করিয়া, সুন্দর ব্রহ্মবিচার দ্বারা আত্ম—অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ করিতে পারিবে। ।৫৪।

বলি বলিলেন;—সুন্দরবিচারপটু মদীয় পিতৃদেব, পূর্ব্বকালে আমাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন, ভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমার সেই কথা স্মরণ হইল; (সুতরাং) আমি সম্যক্প্রকারে প্রবোধিত হইলাম। ৫৫। অদ্য ভোগ্য বস্তুর প্রতি আমার নিশ্চয়ই নিঃস্পৃহতা জন্মিল; আমি ভাগ্যক্রমে অমৃতের ন্যায় শীতল নির্ম্মল শান্তিসুখ ভোগ করিতে পাইলাম। ৫৬। আহা! শান্তি-ভূমি কি শীতল ও রমণীয়! শান্তি-পথে পদার্পণ করিলে, সুখদুঃখাদি সকল দৃষ্টিই নিবারিত হইয়া থাকে। ৫৭। আমি কে? এই সকল বস্তু কি? আত্মা পদার্থই বা কি? অজ্ঞান শান্তির জন্য আমি এই কথা, ব্রহ্মদর্শী প্রভু শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি। ৫৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি সংচিন্ত্য বলবান্ বলিরামীলিতেক্ষণঃ।
দধ্যৌ কমলপত্রাক্ষং শুক্রমাকাশমন্দিরং। ৫৯।
অথ সর্ব্বগতানন্তচিদাত্মা ভার্গবঃ প্রভুঃ।
আনিনায় স্বদেহং স্বং রত্নবাতায়নং বলেঃ। ৬০।
অথ রত্নার্ঘদানেন মন্দারকুসুমাকরৈঃ।
পদাতিবন্দনেনৈনং পূজয়ামাস ভার্গবং। ৬১।

বলিরুবাচ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদোত্থা প্রতিভেয়ং পুরস্তব।
নিযোজয়তি মাং বক্তুং কার্য্যং কর্ত্তুমিবার্কভাঃ। ৬২।
কিমিহাস্তি কিয়ন্মাত্রমিদং কিন্ময়মেব বা।
কোঽহং কস্ত্বং কিমেতে বা লোকা ইতি বদস্ব মে। ৬৩।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—বলবান্ বলি, এই প্রকার চিন্তা করিয়া, নয়ন মুদ্রিত করতঃ আকাশ-মন্দিরস্থ কমললোচন শুক্রের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৫৯। তদনন্তর সর্ব্বগত, চিদাত্মা, অনন্ত, প্রভু ভার্গব, দানবাধিপতি বলির রত্ন বাতায়ন-বিশিষ্ট গৃহমধ্যে স্বকীয় দেহ আনয়ন করিলেন;—অর্থাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ৬০। দানবরাজ, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রত্নসহিত অর্ঘ্য ও মন্দারকুসুম দান দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৬১।

হে ভগবন্! যেরূপ সূর্য্যপ্রভা লোকদিগকে আপনাপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় আপনার প্রসাদসম্ভূত আমার জ্ঞানপ্রতিভা, আপনারই সাক্ষাতে কিঞ্চিৎ বলিবার জন্য আমাকে উত্তেজিত করিতেছে। ৬২। এই জগতে নিশ্চিত বস্তু কি আছে? এবং এই জগৎ কিয়ন্মাত্র? ইহার স্বরূপত্বই বা কি রূপ? তুমি কে? আমি কে? এবং এই লোক সকলই বা

শুক্র উবাচ।

বহুনাত্র কিমুক্তেন খং গন্তুং যত্নবানহং।
সর্ব্বং দানবরাজেন্দ্র সারং সক্ষেপতঃ শৃণু। ৬৪।
চিদিহাস্তি হি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।
চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি সংগ্রহঃ। ৬৫।
ভব্যোঽসি চিত্তাদেতস্মাৎ সর্ব্বমাপ্নোষি নিশ্চয়াৎ।
নোচেদ্বহ্বপি তৎ প্রোক্তং সর্ব্বং ভস্মনি হোমবৎ। ৬৬।
চিচ্চেত্যকলিতোবন্ধ স্তন্মুক্তা মুক্তিরুচ্যতে।
চিদচেত্যা কিলাত্মেতি সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহঃ। ৬৭।
এতন্নিশ্চয়মাদায় বিলোকয় ধিয়েদ্ধয়া।
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং তৎপরং পদমাপ্স্যসি। ৬৮।

কে? আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিউন। ৬৩। শুক্র কহিলেন;—অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? (বিশেষতঃ) আমার এক্ষণে আকাশে যাইবার অভিপ্রায়, অতএব, হে দানবেন্দ্র! আমি তোমার নিকটে সংক্ষেপে সার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৪। এই জগতে চিদ্বস্তু নিশ্চয়ই আছেন, চিদ্ভিন্ন অন্য পদার্থ কিছুই নাই, সকল বস্তু চিৎস্বরূপ, তুমি চিৎ, আমি চিৎ, এবং লোক সকলও চিৎ। (আমার এই জ্ঞান-সংগ্রহ)। ৬৫। তুমি ভব্য, (অতএব, তোমাকে বলিতেছি,) তুমি এইরূপ চিত্ত দ্বারা চিৎস্বরূপ হইবে; যদি তোমার এরূপ নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে অধিক বলিলেও তোমার নিকটে ভস্মে আহুতির ন্যায় তাহা নিষ্ফল হইবে। ৬৬।

চেত্যকলিত—অর্থাৎ মনোবিষ্ট জ্ঞানের নামই বন্ধন, এবং তন্মুক্তিই মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিষয়শূন্য জ্ঞানই আত্মা, ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ৬৭। তুমি দীপ্ত বুদ্ধির দ্বারা এই নিশ্চয় গ্রহণ পূর্ব্বক অবলোকন কর, তাহা হইলে বিজ্ঞান-প্রভাবে (জ্ঞেয়) ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত

খং ব্রজাম্যহমত্রৈতে মুনয়ঃ সপ্ত সঙ্গতাঃ।
কেনাপি সুরকার্য্যেণ বস্তব্যং তত্র বৈ ময়া। ৬৯।
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ শুক্র আরুরোহ নভস্তলং।
বলিস্তু চিন্তয়ামাস চিদাত্মকমিদং জগৎ। ৭০।

বলিরুবাচ।

যুক্তমুক্তং ভগবতা চিদেবেদং জগত্ত্রয়ং।
চিদহং চিদিমে লোকাশ্চিদাশা চিদিয়ং ক্রিয়া। ৭১।
দৃশ্যদর্শননির্ম্মুক্তঃ কেবলামলরূপবান্।
নিত্যোদিতোনিরাভাসো দ্রষ্টাস্মি পরমেশ্বরঃ। ৭২।
চেত্যনির্ম্মুক্তচিদ্রূপং বিশ্ববিশ্বাবপূরকং।
সংশান্তসর্ব্বসংবেদ্যং সম্বিন্মাত্রমহং গতঃ। ৭৩।
ইতি সংচিন্তয়ন্নেব বলিঃ পরমকোবিদঃ।
ওঁকারাদর্দ্ধমাত্রার্দ্ধং ভাবয়ন্ ধ্যানমাস্থিতঃ। ৭৪।

হইতে পারিবে। ৬৮। আমি এক্ষণে যেখানে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থান করিতে-ছেন, সেই আকাশে গমন করিব, দেবতাদিগের কোন কার্য্যানুরোধে আমাকে সেখানে (কিছু কাল) অবস্থিতি করিতে হইবে। ৬৯। ভগবান্ ভার্গব, এই কথা বলিয়া নভঃপ্রদেশে আরোহণ করিলেন; দৈত্যরাজ বলি (তখন) চিদাত্মস্বরূপ এই জগতের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৭০।

বলি কহিলেন;—ভগবান্ শুক্রাচার্য্য যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, (আমি দেখিতেছি) এই জগত্ত্রয় চিন্ময় মাত্র; আমি চিৎ, এই লোকসকল চিৎ, দিক্‌সকল চিৎ এবং কর্ম্মও চিৎ। ৭১। আমিই দৃশ্য ও দর্শনযুক্ত, অমল-রূপ-বিভূষিত, নিত্যোদিত, আভাসশূন্য, দ্রষ্টা পরমেশ্বর। ৭২। বিশ্বাত্মক ও বিশ্বাধার প্রযুক্ত বিশ্বপূরক সকল বস্তু যাহাতে স্থিতি করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হয়, আমি সেই জ্ঞানময় চিৎস্বরূপ পরমেশ্বর। ৭৩। পরম

সংশান্ত সর্ব্বসংকল্পঃ প্রশান্তকলনাগণঃ।
নিঃশঙ্কমতিদূরাস্তচেত্যচিন্তকচিন্তনঃ। ৭৫।
ধ্যাতৃধ্যেয়ধ্যানহীনো নির্ম্মলঃ শান্তবাসনঃ।
বভূবাবাতদীপাভোবলিঃ প্রাপ্তমহাপদঃ। ৭৬।
প্রশমিতৈষণয়া পরিপূর্ণয়া মননদোষদশোজ্‌ঝিতয়া তয়া।
বলিররাজত নির্ম্মলসত্তয়া বিঘনমচ্ছতয়েব শরন্নভঃ। ৭৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ তে দানবাস্তত্র বলেরনুচরাস্তদা।
তদ্‌গৃহং স্ফাটিকং সৌধমুচ্চৈশ্চ রুরুহুঃ ক্ষণাৎ। ৭৮।
নির্ব্বিকল্পসমাধানে স্থিত্বা চিরমুদারধীঃ।
ব্যবুধ্যত বলিস্তত্র পুরস্তেষাং মহামতে। ৭৯।

জ্ঞানী বলি, এইরূপ চিন্তা করিয়া ওঁকার হইতে অর্দ্ধ মাত্রার্দ্ধ শান্ত বস্তু-ব্রহ্ম ভাবনা পূর্ব্বক ধ্যান-নিমগ্ন হইলেন। ৭৪। (তিনি) সকল সংকল্প ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় কল্পনা-রহিত ও নিঃশঙ্কমতি হইয়া জগতের চিন্তা দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন। ৭৫। ধ্যানকর্ত্তা, ধ্যে য় বস্তু, এবং ধ্যান এই তিন বস্তু শূন্য, (সুতরাং) নির্ম্মল ও নির্ব্বাসন পূর্ব্বক বায়ুশূন্য দিকের ন্যায় স্থির হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৭৬। (তখন) বলি, মেঘশূন্য শরদাকাশ যেরূপ নির্ম্মল হয়, তাহার ন্যায় পরিপূর্ণ, সকল চেষ্টাশূন্য, মনন-দোষ-হীন হইয়া নির্ম্মল সত্তারূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ৭৭।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—অনন্তর বলির অনুচরগণ, সেই সময়ে তাঁহার উন্নত স্ফাটিক প্রাসাদে সত্বর আরোহণ করিল। ৭৮। হে মহামতে! উদার-ধী-সম্পন্ন বলি, তাঁহার অনুচরদিগের সাক্ষাতে চিরকাল নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্থিতি করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। ৭৯। তদনন্তর বিরোচন-নন্দন বলি, ধ্যেয় বস্তু ত্যাগ করিয়া,

অথ বৈরোচনিস্তত্র ধ্যেয়ত্যাগময়াত্মনা।
মনসা সকলান্যেব রাজকার্য্যাণি সংব্যধাৎ। ৮০।
আপদং সম্পদং দৃষ্ট্বা সময়ৈব স পশ্যতি।
নাস্তমেতি নবোদেতি তৎপ্রজ্ঞা সুখদুঃখয়োঃ। ৮১।
উহাপোহসহস্রাণি ভাবাভাবশতানি চ।
বলিনা পরিদৃষ্টানি ক্ব সমাশ্বাসমেত্যসৌ। ৮২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ধাবমানমিহামুত্র লুঠিতং লোকবৃত্তিষু।
সংস্থাপয় নিরুধ্যৈতন্মনো হৃদয়কোটরে। ৮৩।
যেষু যেষু প্রদেশেষু মনোমজ্জতি বালবৎ।

নিঃসঙ্গমানসে সেই স্থানে থাকিয়া, সকল রাজকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। ৮০। তিনি, আপদ ও সম্পদকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করিতেন ; তাঁহার বুদ্ধি সুখ দুঃখে উদিত ও অস্ত হইত না। ৮১। সহস্র সহস্র তর্ক বিতর্ক এবং শত শত ভাবাভাবে তাঁহার দৃষ্টি ছিল ; এজন্য কোন বস্তুতে তাঁহার আশ্বাস ছিল না। ৮২।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—(হে রামচন্দ্র !) মন ইহ ও পরকালে সতত ধাবমান, লোক ব্যবহারে সর্ব্বদা আসক্ত, অতএব, ইহাকে রোধপূর্ব্বক হৃদয়-কোটরে স্থাপন কর। ৮৩। মন, বালকের ন্যায় যে যে বস্তুতে নিমগ্ন হইয়া থাকে, সেই সেই বস্তু হইতে তাহাকে উদ্ধার পূর্ব্বক তাহার কারণীভূত ব্রহ্মকে

তেভ্যস্তেভ্যঃ সমুদ্ধৃত্য তদ্বীজত্বে নিযোজয়েৎ। ৮৪।
এবমভ্যাগতাভ্যাসং মনো মত্তমাতঙ্গবৎ।
নিরুধ্য সর্ব্বভাবেন পরং শ্রেয়োহি গম্যতে। ৮৫।

ইত্যুপশমপ্রকরণে বল্যুপাখ্যানং নাম
দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ। *। ২২। *

(অন্তরে) যোজনা করিতে থাক। ৮৪। এই প্রকার অভ্যাস অবলম্বন দ্বারা, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মনকে রুদ্ধ করিলে, পরম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ৮৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথেমমপরং রাম বিজ্ঞানাধিগমে ক্রমং।
শৃণু দৈত্যেশ্বরঃ সিদ্ধঃ প্রহ্লাদঃ স্বাত্মনা যথা। ১।
হতে ত্রিদশবৃন্দানাং হিরণ্যকশিপৌ রিপৌ।
প্রহ্লাদশ্চিন্তয়ামাস শোকসংবিগ্নমানসঃ। ২।
এতে হতোদয়াঃ সর্ব্বে বিষ্ণুনা সুরসত্তমাঃ।
ঘাতিতাঃ ক্ষুব্ধকল্পান্তবাতেনেব কুলাচলাঃ। ৩।
অত্যন্তা বহবস্তেন মিথঃ প্রেরিতপর্ব্বতাঃ।
ভীমাঃ সমরসংরম্ভাঃ সমমস্মৎপিতামহৈঃ। ৪।
তাসু তাস্বতিঘোরাসু বিততাসুররাজিষু।
যো ন ভীত ইদানীং স ভয়মেষ্যতি কা কথা। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন; হে রামচন্দ্র! যে প্রকারে দৈত্যেশ্বর প্রহ্লাদ স্বকীয় বুদ্ধির সাহায্যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, আমি তোমার জ্ঞান লাভের উদ্দেশে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১। দেবতাদিগের শত্রু হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে পর, প্রহ্লাদ শোকাভিভূত হইয়া, এই চিন্তা করিয়াছিলেন। ।২। যেরূপ কল্পান্তকালীন ক্ষুব্ধ বায়ু-প্রভাবে কুল পর্ব্বত সকল নষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ভগবান্ নারায়ণ হইতে এই সকল প্রধান প্রধান অসুরগণ বিনষ্ট হইয়াছেন। ৩। আমার পিতামহ এবং অন্যান্য যে সকল অসুর পর্ব্বতোন্মূলন এবং ঘোরতর যুদ্ধকার্য্যে নিপুণ ছিলেন, বিষ্ণু তাঁহা-দিগকেও বধ করিয়াছেন। ৪। অতিভীষণ, বিপুলপরাক্রম, অসুরদিগের মধ্যে যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে না, তাহাদের (মনে যখন) ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, তখন অন্যের কথা আর কি বলিব?। ৫। মহাবীর সেই বিষ্ণুকে

তস্মাত্তস্যাতিবীরস্য হরেরাক্রমণে স্ফুটং।
মন্যে তদ্ব্যতিরিক্তেন বিদ্যতে ন প্রতিক্রিয়া। ৬।
সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বধিয়া সর্ব্বসংরম্ভরংহসা।
সএব শরণং দেয়ো গতিরস্তীহ নান্যথা। ৭।
অস্মান্নিমেষাদারভ্য নারায়ণমজং সদা।
সংপ্রপন্নোঽস্মি সর্ব্বত্র নারায়ণময়োহ্যহং। ৮।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধনঃ।
নাপৈতি মম হৃৎকোষাদাকাশাদিব মারুতঃ। ৯।
অবিষ্ণুঃ পূজয়ন্ বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ্ ভবেৎ।
বিষ্ণুর্ভূত্বা যজেদ্বিষ্ণুময়ং বিষ্ণুরহং স্থিতঃ। ১০।

আক্রমণ করিতে হইলে, তাঁহার আরাধনা ভিন্ন যে, অন্য কোন প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই, (একথা) স্বীকার করিতেছি। ৬। অতএব, এক মনে এবং এক বুদ্ধিতে সর্ব্বারম্ভে সেই ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই উচিত; তদ্ব্যতি-রেকে আমার গত্যন্তর নাই। ৭। এক্ষণে এই নিমেষ হইতে আরম্ভ করিয়া জন্মবিহীন নারায়ণের শরণাপন্ন হইলাম; এখন হইতে আমি সর্ব্বত্রই নারায়ণস্বরূপ। ৮। "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রই (আমার) সকল প্রয়োজন সাধন করিবে; যেরূপ আকাশ হইতে বায়ু গমন করে না, তাহার ন্যায় আমার হৃদয় কোষ হইতে এই (গূঢ় মন্ত্র) পরিত্যক্ত হইবে না। ৯। বিষ্ণু ভিন্ন হইয়া বিষ্ণুকে পূজা করিলে, পূজার ফল ঘটে না, বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুকে পূজা করাই উচিত; আমি এই কারণে বিষ্ণুময় হইয়া অবস্থান করিতে থাকিলাম। ১০। বশিষ্ঠ কহিলেন; প্রহ্লাদ এই প্রকারে চিন্তা করিয়া,

বশিষ্ঠ উবাচ।

প্রহ্লাদ ইত্থং সংচিন্ত্য কৃত্বা নারায়ণীং তনুং।
পুনঃ সংচিন্তয়ামাস পূজার্থমাসুরদ্বিষঃ। ১১।
বপুষোবৈষ্ণবাদস্মাম্মেহভূন্মূর্ত্তিঃ পরাবরা।
অয়ং প্রাণপ্রবাহেণ বহির্বিষ্ণুঃ স্থিতোহপরঃ। ১২।
তদেনং পূজয়াম্যাশু পরিবারসমন্বিতং।
সপর্য্যয়া মনোময্যা সর্ব্বসংরম্ভরম্যয়া। ১৩।
প্রহ্লাদ ইতি সংচিন্ত্য সম্ভারতরভারিণা।
মনসা পূজয়ামাস মাধবং কমলাধবং। ১৪।
রত্নার্ঘ্যপাত্রপটলৈশ্চন্দনাদিবিলেপনৈঃ।
ধূপৈর্দীপৈর্বিচিত্রেশ্চ নানাবিভবভূষণৈঃ। ১৫।
অথ দেবগৃহে তস্মিন্ বাহ্যার্থৈঃ পরিপূর্ণয়া।
পূজয়া পূজয়ামাস দানবেশো জনার্দ্দনং। ১৬।

পূজার নিমিত্ত নারায়ণের রূপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১১। এই বিষ্ণুর শরীর হইতে আমার স্থূল সূক্ষ্ম মূর্ত্তি প্রকাশিত হউক, এবং ইনি, প্রাণ-প্রবাহের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক (লীলাচ্ছলে) বাহিরে অপর মূর্ত্তিতে বিরাজিত হউন। ১২। আমি পরিবারসমন্বিত নারায়ণকে, সকল কর্ম্মারম্ভ এবং রমণীয় মনস্বরূপ পূজাদ্রব্য দ্বারা পূজা করিতে প্রবৃত্ত হই। ১৩। প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তা করিয়া, পূজা দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মানসে কমলাকান্তকে পূজা করিতে লাগিলেন। ১৪। রত্নময় অর্ঘ্যপাত্রসমূহ, চন্দনাদি বিলেপন, বিচিত্র ধূপ দীপ, এবং নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ভূষণাদি সমস্তই (বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রদান করিতে লাগিলেন)। ১৫।

দানবাধিপতি প্রহ্লাদ, পূজাদ্রব্য দ্বারা দেবগৃহ পরিপূর্ণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত

ততস্ততঃ প্রভৃত্যেব প্রহ্লাদঃ পরমেশ্বরং।
তথৈব প্রত্যহং ভক্ত্যা পূজয়ামাস পূজয়া। ১৭।
অথ তস্মিন্ পুরে দৈত্যাস্ততঃ প্রভৃতি বৈষ্ণবাঃ।
সর্ব্ব এবাভবন্ ভব্যা রাজা হ্যাচারকারণং। ১৮।
জগাম বার্ত্তাগমনং দেবলোকমথারিহন্।
বিষ্ণোর্দ্বেষং পরিত্যজ্য ভক্ত্যা দৈত্যাঃ স্থিতা ইব। ১৯।
দেবা বিস্ময়মাজগ্মুঃ শক্রাদ্যাঃ সমরুদ্গণাঃ।
গৃহীতা বৈষ্ণবী ভক্তি র্দৈত্যৈঃ কিমিতি রাঘব। ২০।
ক্ষীরোদে ভোগিভোগস্থং বিবুধা বিস্ময়াকুলাঃ।
জগ্মুরম্বরমুৎসৃজ্য হরিমাহবশালিনং।২১।

প্রকারে জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ১৬। এই রূপে ভক্তি পূর্ব্বক প্রতিদিনই পরমেশ্বরের অর্চ্চনা হইতে থাকিল। ১৭। অনন্তর সেই দৈত্যপুরবাসী অপরাপর দৈত্যগণ, তদবধি বৈষ্ণব হইয়া, বিষ্ণুপূজাতে তৎপর হইল; (কারণ) রাজাই প্রজাদিগের (অনুষ্ঠিত) আচারের কারণ; অর্থাৎ রাজা যে কার্য্য করিয়া থাকে, প্রজালোকে তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। ১৮। হে শত্রুদলন রামচন্দ্র! ক্রমে দেবগণের নিকটে এই বার্ত্তা প্রচারিত হইল যে, দৈত্যগণ দেবদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া, ভক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ১৯। হে রাঘব! পবনসহিত ইন্দ্রাদি দেবগণ, (দৈত্যগণের বিষ্ণুভক্তি শ্রবণ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! তাহারাও বিষ্ণুভক্তি গ্রহণ করিয়াছে এই কারণে, বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। ২০। দেবগণ বিস্মিত হইয়া স্বর্গধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষীরোদ সমুদ্রে (আগমন পূর্ব্বক) অনন্তশয্যাশায়ী যুদ্ধ-বিশারদ ভগবান্ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। ২১। দেবগণ বলিতে লাগিলেন;

দেবা ঊচুঃ।

কিমেতদ্ভগবন্ দৈত্যা বিরুদ্ধা যে সদৈব তে।
তে হি ত্বন্ময়তাং যাতা বিস্ময়ো নো বিজৃম্ভতে। ২২।
ক্ব কিলাত্যন্তদুর্ব্বৃত্তা দানবা দলিতাদ্রয়ঃ।
ক্ব পাশ্চাত্যমহাজন্মলভ্যা ভক্তির্জনার্দ্দনে। ২৩।
প্রাকৃতো গুণবান্ জাত ইত্যেষা ভগবন্ কথা।
অকালপুষ্পমালেব সুখায়োদ্বেজনায় চ। ২৪।
ক্বাধমপ্রাকৃতারম্ভো হীনকর্ম্মমতিঃ সদা।
বরাকো দানবস্তুচ্ছজাতির্ভক্তিঃ ক্ব বৈষ্ণবী। ২৫।

হে ভগবন্! যে দানবগণ সর্ব্বদা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিত, এক্ষণে তাহারা ত্বন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া, আমরা বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব, ইহার কারণ কি! আমাদিগকে বলিয়া দিউন। ২২। যাহারা নিরন্তর পর্ব্বতকে বিদলিত করে, সেই দুর্ব্বৃত্ত দানবেরা কোথায়? আর পূর্ব্ব-পুণ্য-প্রভাবে উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ করিয়া, জনার্দ্দনে যে ভক্তি প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহাই বা কোথায়? অর্থাৎ দৈত্যের পক্ষে বিষ্ণুভক্তি অসম্ভব। ২৩। হে ভগবন্! প্রাকৃত ব্যক্তি গুণবান্ হইয়াছে, এ কথা শ্রবণ করিলে (অন্তরে) অকাল-পুষ্পমালা-দর্শনের ন্যায় সুখ ও উদ্বেগ দুইই প্রাদুর্ভূত হয়। ২৪। নীচকর্ম্মে রত, ক্ষীণজাতি, ঘৃণ্য দানবগণ কোথায়? আর (সাধুলভ্য) বিষ্ণুভক্তিই বা কোথায়? অর্থাৎ এরূপ উভয় পদার্থের মিলন সম্ভবযোগ্য নয়। ২৫। ভগবান্ কহিলেন; হে

ভগবানুবাচ।

বিবুধা মা বিষণ্ণাঃ স্থ প্রহ্লাদো ভক্তিমানিতি।
পাশ্চাত্যং জন্ম তস্যেদং মোক্ষার্হোঽসাবরিন্দমাঃ। ২৬।
গুণবান্নির্গুণো জাত ইত্যনর্থক্রমং বিদুঃ।
নির্গুণো গুণবান্ জাত ইত্যাহুঃ সিদ্ধিদং ক্রমং। ২৭।
আত্মীয়ানি বিচিত্রাণি ভবনান্যমরোত্তমাঃ।
প্রযাত নাসুখায়ৈষা প্রহ্লাদগুণিতেহ বঃ। ২৮।
ইত্যুক্ত্বা ভগবাংস্তত্র ক্ষীরোদার্ণববীচিষু।
অন্তর্দ্ধানং যযৌ দেবস্তটতাপিঞ্জগুচ্ছবৎ। ২৯।
সোঽপি সংপূজিতহরিঃ সুরৌঘোঽব্রজদম্বরং।
প্রহ্লাদং প্রতি গীর্ব্বাণাস্ততঃ স্নিগ্ধত্বমাযযুঃ। ৩০।

অরিন্দম দেবগণ! প্রহ্লাদ যে আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছে, তোমরা একারণে বিষণ্ণ হইও না; পূর্ব্ব-পুণ্য-ফলে তাহার জন্ম হইয়াছে, সুতরাং সে ব্যক্তি-মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র। ২৬। গুণবান্ হইয়া নির্গুণ হওয়াই অনর্থের মূল বলিয়া (শাস্ত্রে) বর্ণিত হইয়া থাকে, কিন্তু নির্গুণ ব্যক্তি যদি গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে সিদ্ধিদায়ক ক্রম বলিয়া জানিবে। ২৭। হে অমরগণ! তোমরা আপনাদিগের বিচিত্র ভবনে প্রতিগমন কর; (জানিও) প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তিতে তোমাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। ২৮। ভগবান্ নারায়ণ এই কথা বলিয়া, নদীতটস্থিত তমালগুচ্ছ যেরূপ জলে অন্তর্দ্ধান হয়, তাহার ন্যায় ক্ষীরোদ-সমুদ্র-তরঙ্গে অন্তর্হিত হইলেন। ২৯। সুরগণ হরির পূজা সমাধা করিয়া, অম্বর-পথে প্রয়াণ করিলেন, এবং (তদবধি) তাহারা প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্নভাব ধারণ করিলেন। ৩০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

প্রত্যহং পূজয়ামাস দেবদেবং জনার্দ্দনং।
মনসা কর্ম্মণা বাচা প্রহ্লাদো ভক্তিমানিতি। ৩১।
অথ পূজাপরস্যাস্য দৃশ্যে স্থল ইবাব্জিনী।
ন বিশশ্রাম চেতোঽস্য ভোগরাগানুরঞ্জনে। ৩২।
ত্যক্তভোগাদিকলনং বিশ্রান্তিমনুপাগতং।
চেতঃ কেবলমস্যাসীদ্দোলায়ামিব যোজিতং। ৩৩।
প্রহ্লাদীং তাং স্থিতিং বিষ্ণুর্দেবঃ ক্ষীরোদকোটরাৎ।
বিবেদ সর্ব্বগতয়া ধিয়া পরমকান্তয়া। ৩৪।
অথ পাতালমার্গেণ বিষ্ণুরাহ্লাদিতাগ্রগঃ।
দেবপূজাগৃহং তস্য প্রহ্লাদস্য সমাযযৌ। ৩৫।
বিজ্ঞায়াভ্যাগতং দেবং পূজয়াধিগুণেদ্ধয়া।
দৈত্যেন্দ্রঃ পুণ্ডরীকাক্ষমাদরাৎ প্রত্যপূজয়ৎ। ৩৬।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—প্রহ্লাদ ভক্তিপ্রবণ হইয়া মন,বাক্য এবং কর্ম্ম দ্বারা প্রত্যহ দেবদেব জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ৩১। তিনি পূজাপরায়ণ হইলেও, স্থলে যেরূপ পদ্ম প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ দৃশ্য-ভোগ-বাসনাতে বিশ্রাম লাভ করে নাই। ৩২। (যদিও ক্রমে) তাঁহার ভোগসমূহ নিবৃত্তি পাইয়াছিল, কিন্তু (তদীয় অন্তঃকরণ কোন রূপে) বিশ্রান্তি লাভ করে নাই ; সর্ব্বদাই (ইতস্ততঃ) দোলায়মান হইত। ৩৩। ভক্তবৎসল ভগবান্ ক্ষীরোদকোটরাশ্রয়ী হইলেও আপনার সর্ব্বগত ঐকান্তিক বুদ্ধি দ্বারা প্রহ্লাদের সেই প্রকার অবস্থিতির বিষয় জানিতে পারিলেন। ৩৪। অনন্তর পরমেশ্বর পাতাল-পথ আশ্রয় করিয়া, আনন্দমনে ভক্ত প্রহ্লাদের পূজাগৃহে আগমন করিলেন। ৩৫। দৈত্যেন্দ্র অত্যধিক

পূজাগৃহগতং দেবং প্রত্যক্ষাবস্থিতং হরিং।
প্রহ্লাদঃ পরমপ্রীতো গিরা তুষ্টাব তুষ্টয়া। ৩৭।

প্রহ্লাদ উবাচ।

ত্রিভুবনভুবনাভিরামকোষং সকলকলঙ্কহরং পরং প্রকাশং।
অশরণশরণ্যমীশং হরিমজমচ্যুতমীশ্বরং প্রপদ্যে। ৩৮।
বিমলমণিকলাপকোমলাঙ্গং সিতদলপঙ্কজকুট্মলাভশঙ্খং।
শ্রুতিরণিতবিরিঞ্চিচঞ্চরীকং স্বহৃদয়পদ্মজলাশয়ং প্রপদ্যে।৩৯।

গুণপ্রভায় প্রদীপ্ত, পূজাপ্রভাবে পরিতুষ্ট পুণ্ডরীকাক্ষের শুভাগমন জানিতে পারিয়া পরম সমাদরে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। ৩৬। অনন্তর প্রহ্লাদ অতিশয় প্রীত হইয়া পূজাগৃহোপস্থিত প্রত্যক্ষাবস্থায় অবস্থিত হরিকে সন্তোষজনক বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৭। প্রহ্লাদ কহিলেন;—যিনি রক্ষাকর্ত্তা, অজাত, ও ক্ষয়শূন্য, যিনি অনাথের নাথ, যিনি সকলের ঈশ্বর, ত্রিভুবন স্বরূপ ভুবনে যিনি রমণীয়, যিনি সকল পাপ হরণ করিয়া থাকেন, যিনি পরম প্রকাশ স্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বত্রেই যিনি ব্যাপ্ত আছেন, আমি তাঁহারই শরণাগত হইলাম। ৩৮।

বিমল মণি দ্বারা যাঁহার কোমল শরীর (সর্ব্বদা) বিভূষিত, যাঁহার (হস্তে) শ্বেত পদ্ম-কলিকা সদৃশ শঙ্খ বিরাজিত, ব্রহ্মস্বরূপ ভ্রমর (সর্ব্বদা) যাঁহাকে বেদগানে আপ্যায়িত করিয়া থাকে, যিনি আপনার হৃদয়পদ্মের জলাশয় স্বরূপ; অর্থাৎ (যেরূপ জলে পদ্মের অবস্থিতি ও শোভা, সেই রূপ ভক্তান্তঃকরণে ভগবানের আবির্ভাব;) আমি সেই হরির শরণাপন্ন হইলাম। ।৩৯। যাঁহার শুক্লবর্ণ চরণনখসকল তারারূপে প্রকাশিত, যাঁহার হাস্য

শিতনখগণতারকাবকীর্ণং স্মিতধবলাননপীবরেন্দুবিম্বং।
হৃদয়মণিমরীচিজালগঙ্গং হরিশরদম্বরমাততং প্রপদ্যে। ৪০।
ত্রিভুবননলিনীসিতারবিন্দং তিমিরসমানবিমোহদীপমগ্র্যং।
জড়বরমজড়ং চিদাত্মতত্ত্বং জগদখিলার্ত্তিহরং হরিং প্রপদ্যে
। ৪১।
নববিকসিতপদ্মরেণুগৌরং স্ফুটকমলাবপুষোপরূষিতাঙ্গং।
দিনশমসময়ারুণাম্বরাভং কনকরুচিনিভাম্বরং সুন্দরং প্রপদ্যে
। ৪২।
অবিরতকৃতবিশ্বসর্গলীলং সততমজাতমবর্দ্ধনং বিশালং।
যুগশতজরয়াভিজাতদেহং তরুতলশায়িনমর্ভকং প্রপদ্যে
। ৪৩।

যুক্ত প্রফুল্ল মুখ চন্দ্রবিম্বে পরিণত, যাঁহার হৃদয়শোভী মণিসমূহের মরীচি সকল গঙ্গারূপে শোভাবিশিষ্ট, যিনি শরদম্বরের ন্যায় বিস্তৃত, আমি সেই বিষ্ণুর শরণাগত হইলাম। ৪০। ত্রিভুবন যাঁহার শুক্লপদ্ম রূপে প্রকাশিত, যিনি তিমির তুল্য মোহ নাশ পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রদীপতুল্য, যিনি জড় হইয়াও অজড় চিৎস্বরূপ, আমি জগতের পীড়াবিনাশক সেই পরম ব্রহ্ম বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলাম। ৪১। যিনি নবোৎফুল্ল কমলরেণুর ন্যায় গৌরবর্ণ, কমলার কলেবর দ্বারা যাঁহার শরীর স্পষ্টতঃ প্রকাশিত, যাঁহার বসন দিবাবসান-কালীন অরুণাম্বরের ন্যায় শোভাসম্পন্ন, যাঁহার বর্ণ সুবর্ণ সুবর্ণ সদৃশ মনোহর, আমি সেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ৪২। যিনি লীলাবশ প্রযুক্ত অবিরত বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিতেছেন, যিনি সর্ব্বদাই জন্ম, বৃদ্ধি-বিরহিত হইলেও বিরাট-দেহধারী, যাঁহার দেহ শত শত যুগব্যাপী, জরা-প্রভাবে জীর্ণ হইলেও বালকের ন্যায় মাধুর্য্যবিশিষ্ট; আমি তরুতলাশ্রয় সেই বিষ্ণুর

দিতিসুতনলিনীতুষারপাতং সুরনলিনীসততোদিতার্কবিম্বং।
কমলজনলিনীজলপ্রবাহং মতিনলিনীনিলয়ং প্রভুং প্রপদ্যে
ইতি গুণবহুলাভির্বাগ্ভিরভ্যর্চিতোহসৌ । ৪৪ ।
হরিরসুরবিনাশঃ শ্রীনিষণ্ণাঙ্গদেশঃ।
জলদ ইব ময়ূরং প্রীতিমান্ প্রীয়মাণং
কুবলয়দলনীলঃ প্রত্যুবাচাসুরেন্দ্রং। ৪৫ ।

ভগবানুবাচ।

বরং গুণনিধে দৈত্যকুলানর্ঘমহামণে।
গৃহাণাভিমতং ভূয়ো জন্মদুঃখোপশান্তয়ে। ৪৬ ।

প্রহ্লাদ উবাচ।

সর্ব্বসংকল্পফলদ সর্ব্বলোকান্তরস্থিত।
যদুদারতমং বেৎসি তদেবাদিশ দেব মে। ৪৭ ।

আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ৪৩। যিনি দানবরূপ নলিনীর হিমস্বরূপ; যিনি দেবতারূপ পদ্মিনীর সতত উদিত সূর্য্যস্বরূপ; যিনি ব্রহ্মরূপ পদ্মিনীর উৎপত্তি-স্থানস্বরূপ; যিনি বুদ্ধি-পদ্মিনীর আশ্রয়স্বরূপ; আমি সেই সর্ব্বাশ্রয় বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ৪৪। যে নারায়ণের বামাঙ্গে লক্ষ্মী নিষণ্ণ থাকেন, যিনি অসুরবিনাশক, যাঁহার দেহ নীলকমলের ন্যায় নীলবর্ণ, সেই বিষ্ণু, এইরূপ নানা প্রকারে অর্চ্চিত ও স্তুত হইয়া, মেঘ যেরূপ ময়ূরের রবে সন্তুষ্ট হইয়া গর্জ্জন করে, তাহার ন্যায় প্রীতি-প্রাপ্ত প্রহ্লাদকে প্রীতি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ৪৫।

ভগবান্ বলিতে লাগিলেন ;—হে দৈত্যকুলের অমূল্য মহামণিস্বরূপ গুণনিধে প্রহ্লাদ! তুমি পুনর্জ্জন্ম-যন্ত্রণা শান্তির নিমিত্ত (আমার নিকট হইতে) মনোমত বর গ্রহণ কর। ৪৬। প্রহ্লাদ কহিলেন ;—(হে ভগবন্!) আপনি সকলের সংকল্পিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, সকলের অন্তরে

ভগবানুবাচ।

সর্ব্বসংভ্রমসংশান্ত্যৈ পরমার্থফলায় চ।
ব্রহ্মবিশ্রান্তিপর্য্যন্তো বিচারোঽস্তু তবানঘ। ৪৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দিতিপুত্রেন্দ্রং বিষ্ণুরন্তরধীয়ত।
কৃতঘর্ঘরনির্হ্রাদ স্তরঙ্গস্তোয়ধেরিব। ৪৯।
বিষ্ণাবন্তর্হিতে দেবে স জবাৎ কুসুমাঞ্জলিং।
পশ্চাত্যং দানবস্ত্যক্ত্বা মণিরত্নপরিষ্কৃতং। ৫০।
পদ্মাসনস্থোঽথ মুদা হ্যুপবিষ্টো বরাসনে।
স্তোত্রপাঠবিধাবন্তে চিন্তয়ামাস চিন্তয়া। ৫১।

আপনার অবস্থিতি, আপনি যে বর মহৎ বলিয়া অবধারণ করেন, আমাকে তাহাই প্রদান করুন। ৪৭। ভগবান্ কহিলেন;—হে অনঘ! সকল ভ্রম-শান্তি এবং পরমানন্দ ফল লাভের নিমিত্ত যেকাল পর্য্যন্ত তোমার চিত্ত-বিশ্রাম না হয়, তাবৎকাল তোমার ব্রহ্মবিচারে অবস্থিতি হউক। ৪৮। বশিষ্ঠ কহিলেন;—অদিতিনন্দন দিতিনন্দনকে এই কথা বলিয়াই ঘর্ঘর শব্দ পূর্ব্বক সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় অন্তর্হিত হইলেন। ৪৯। ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে ভক্ত প্রহ্লাদ, তৎক্ষণাৎ মণিরত্নবিশিষ্ট পুষ্পাঞ্জলি তদীয় পশ্চাতে পরিত্যাগ কবিলেন। ৫০। অনন্তর দানবশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট ও পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া সন্তোষ-মনে স্তব-পাঠ সমাধা পূর্ব্বক এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫১। সংসারের শত্রুস্বরূপ* ভগবান্ আমাকে এই

---

* সংসারী ব্যক্তির সংসারে মনঃসংযোগ ভিন্ন হরিসাধনায় লক্ষ্য থাকে না, সুতরাং হরি সংসারাশ্রিতের বিরোধী।

বিচারবানেব ভবান্ ভবত্বিতি ভবারিণা।
দেবেনোক্তোঽস্মি তেনান্তঃ করোম্যাত্মবিচারণং। ৫২।
কিমহং তাবদেব স্যাং যোঽস্মিন্ ভুবনডম্বরে।
বচ্মি গচ্ছামি তিষ্ঠামি প্রযতে চ হরামি চ। ৫৩।
জগৎ তাবদিদং নাহং সবৃক্ষতৃণপর্ব্বতং।
যদ্বাহ্যং জড়মত্যন্তং তৎ স্যাং কথমহং কিল। ৫৪।
অসদভ্যুত্থিতো মূকঃ পবনৈঃ স্ফুরতি ক্ষণং।
কালেনাল্পেন বিলয়ং দেহোনাহমচেতনঃ। ৫৫।
জড়য়া কর্ণশস্কুল্যা কল্প্যমানঃ ক্ষণস্থয়া।
শূন্যাকৃতিঃ শূন্যভাবঃ শব্দো নাহমচেতনঃ। ৫৬।
ত্বচা ক্ষণবিনাশিন্যা প্রাপ্যোঽপ্রাপ্যোঽয়মন্যথা।
চিৎপ্রসাদোপলব্ধাত্মা স্পর্শো নাহমচেতনঃ। ৫৭।

আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি ব্রহ্মবিচারপরায়ণ হও; অতএব আমি এক্ষণে অন্তঃকরণে আত্মবিচার করি। ৫২। এই যে আমি (এই) সংসার মধ্যে কথা কহিতেছি, গমনাগমন করিতেছি, স্থিতি করিতেছি, (কর্ম্মাদিতে) যত্ন করিতেছি ও বিহার করিতেছি, সেই আমি কে? । ৫৩। বৃক্ষ, তৃণ ও পর্ব্বত সহিত এই জগৎ আমি নহি, (কারণ) ইহা বহিঃস্থিত জড়; আমি কি প্রকারে এরূপ হইব, বল? । ৫৪। মিথ্যাময় (পৃথিবী প্রভৃতি হইতে) এই দেহ জন্মিয়াছে, ইহা বাক্‌শক্তিহীন; প্রাণাদি বায়ুর স্পন্দনে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, এবং অল্পকালেই নাশ প্রাপ্ত হয়; এই দেহ চেতনাশূন্য, অতএব আমি দেহ নহি। ৫৫। আমি জড়, কর্ণাকাশ দ্বারা কল্পিত, ক্ষণস্থায়ী, শূন্যরূপ, শূন্যজন্ম অচেতন শব্দ নহি। ৫৬। যে জ্ঞান চর্ম্ম দ্বারা অনুভূত হয়, অন্য প্রকারে হয় না, যাহা চেতনাশূন্য ও ক্ষণবিনাশী, আমি সে স্পর্শজ্ঞান নহি; আমার আত্মা চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রসন্নতা উপ-

দৃশ্যদর্শনয়োর্লীনং ক্ষয়ি ক্ষণবিনাশিনোঃ।
কেবলে দ্রষ্টরি ক্ষীণং রূপং নাহমচেতনঃ। ৫৮।
নাসয়াপ্যন্ধজড়য়া ক্ষয়িণ্যা পরিকল্পিতঃ।
পেলবো নিয়তাধারো গন্ধো নাহমচেতনঃ। ৫৯।
নির্ম্মমো মননঃ শান্তো গতপঞ্চেন্দ্রিয়ভ্রমঃ।
শুদ্ধশ্চেতনএবাহং কলাকলনবর্জ্জিতঃ। ৬০।
চেত্যবর্জ্জিতচিন্মাত্রমহমেষোঽবভাসকঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরব্যাপী নিষ্কলামলসম্ময়ঃ। ৬১।
আ ইদানীং স্মৃতং সত্যমেতত্তদখিলং ময়া।
নির্বিকল্পচিদাভাস এষ আত্মাস্মি সর্ব্বগঃ। ৬২।
অনেন চেতনেনেমে সর্ব্বে ঘটপটাদয়ঃ।
সূর্য্যান্তা অবভাসন্তে দীপেনোত্তমতেজসা। ৬৩।

লব্ধি করিতে সমর্থ। ৫৭। দৃশ্য বস্তু যেরূপ বিনাশী, দর্শনও সেই রূপ ক্ষণ-স্থায়ী, অতএব যেরূপ এই উভয়ে লীন, অথচ নির্গুণ দ্রষ্টাতে স্থিতি করে না, আমি চেতনাশূন্য সে রূপ নহি। ৫৮। জড় ও অন্ধ নাসিকার সাহায্যে যে গন্ধ নিয়ত অনুভূত হয়, যাহা অচেতন ও ক্ষণধ্বংসী, আমি সেই সুন্দর গন্ধ নহি। ৫৯। আমি মমতাহীন, মননত্যাগী, শান্ত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভ্রম-রহিত, অহঙ্কারহীন, কল্পনাশূন্য শুদ্ধচেতন মাত্র। ৬০। আমি এই সকল বস্তুর প্রকাশক, বাহ্যান্তর-ব্যাপ্ত, নিরবয়ব, বস্তুহীন, নির্ম্মল চিন্মাত্র। ৬১। আহা! এক্ষণে আমার স্মরণ হইল, এই জগৎ নির্বিকল্প, চিদাভাস, সত্য—ব্রহ্মের আত্মাস্বরূপ; অতএব আমিও সেই সর্ব্বগ আত্মা। ৬২। যেরূপ প্রজ্বলিত দীপ সাহায্যে নানাপ্রকার বস্তুজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ এই চেতন দ্বারা সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া এই ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থ প্রকাশিত

অনেনৈব স্ফুরন্তীহ বিচিত্রেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ।
তেজসান্তঃপ্রবেশেন যথাগ্নিকণপংক্তয়ঃ। ৬৪।
বিরিঞ্চিসদনাৎ পারে তত্বান্তেপ্যহরৎ পদং।
প্রসরত্যেব মে রূপমদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে। ৬৫।
অয়ং নামাহমিত্যন্তঃ কুতোনিরবলম্বনা।
অপর্য্যন্তাকৃতেরেষা কিলাসীৎ কল্পনা মম। ৬৬।
অনন্তানন্দসম্ভোগী পরোপশমশালিনী।
শুদ্ধেয়ং চিন্ময়ী দৃষ্টির্জয়ত্যখিলদৃষ্টিষু। ৬৭।
সর্ব্বভাবান্তরস্থায় চেত্যমুক্তচিদাত্মনে।
প্রত্যক্ চৈতন্যরূপায় মহ্যমেব নমোনমঃ। ৬৮।
বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ স্বচ্ছসময়া নির্বিকারয়া।
চিতা ক্রিয়ন্তে পরয়া কলাকলনযুক্তয়া। ৬৯।

হইয়াছে। ৬৩। যেরূপ অন্তর্গত তেজোদ্বারা অগ্নিকণা সমূহ প্রকাশ পায়, সেই রূপ অন্তঃপ্রবিষ্ট তেজঃস্বরূপ চৈতন্য দ্বারা বিচিত্র ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল বিকাশিত হইয়া থাকে। ৬৪। আমার রূপ ব্রহ্মসদন পার হইয়া পৃথিব্যাদির অন্তে অবস্থিতি করিতেছে, অদ্যাপি নিবৃত্ত হইতেছে না। ৬৫। অবলম্বন ও সীমাশূন্য চিদাকার "অয়ং" এই নাম আমার নহে;—অর্থাৎ এই আমি ও এরূপ অবলম্বন আমার কোথায়? (এবং কি রূপেই বা সম্ভবিতে পারে?)। ৬৬। অপরিসীম আনন্দভোগী, পরম শান্তির আস্পদ, শুদ্ধ চিন্ময় দৃষ্টি, সকল দৃষ্টিকে পরাভূত করিয়া জয় পাইয়া থাকে। ৬৭। (অতএব) সকল পদার্থের অন্তরস্থিত, জগদ্বস্তু-বিবর্জ্জিত, চিদাত্ম চৈতন্যরূপী আমাকে নমস্কার। ৬৮। স্বভাবতঃ নির্ম্মল নির্ব্বিকার পরম চিৎ-শক্তি সংযোগে ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬৯। ভূত, ভবিষ্যৎ ও

কালত্রয়মুপেক্ষিণ্যা হীনায়াশ্চেত্যবন্ধনৈঃ।
চিতশ্চেত্যমুপেক্ষিণ্যাঃ সমতৈবাবশিষ্যতে। ৭০।
যাতি বাচামগম্যত্বা দসত্তামিব শাশ্বতীং।
নৈবাত্ম্যসিদ্ধান্তদশামুপযাতেহবতিষ্ঠতে। ৭১।
ঈহানীহময়ৈরন্তর্যা চিদাবলিতামলৈঃ।
সাহি নোৎপচিতুং শক্তা পাশবদ্ধেব পক্ষিণী। ৭২।
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন জন্তবঃ।
ধরাবিবরমগ্নানাং কীটানাং সমতাং গতাঃ। ৭৩।
আত্মনেঽস্তু নমোমহ্যমবিচ্ছিন্নচিদাত্মনে।
লোকালোকমণে দেব চিরেণাধিগতোঽস্ম্যহং। ৭৪।
পরামৃষ্টোঽসি লব্ধোঽসি প্রোদিতোঽসি চিরায় চ।
উদ্ধৃতোঽসি বিকল্পেভ্যো যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে
। ৭৫।

বর্ত্তমান এই ত্রিকালাপেক্ষী জগদ্বস্তুর বন্ধনশূন্য, বিষয়রহিত চৈতন্যের সমতাই অন্তে অবশিষ্ট থাকে। ৭০। সেই চিৎ বাক্যের বিষয়ীভূত না হওয়াতে, নাস্তি এবং পরমার্থের বিষয় হওয়াতে অস্তিরূপে সিদ্ধান্ত দশা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে। ৭১। যে চিৎ চেষ্টাময় ও চেষ্টাশূন্য এবং যাহার অন্তর মলিনতায় আপূর্ণ, সেই (বদ্ধ) চিৎ, পাশনিবদ্ধ পক্ষিণীর (উড্ডয়নের) ন্যায় কথনই বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ৭২। জীবসকল ইচ্ছা-দ্বেষ সমুত্থিত দুঃখমোহে (আচ্ছন্ন হইয়া) ধরাবিবর-নিবিষ্ট কীটদিগের সমান দশা ভোগ করিতেছে। ৭৩। হে লোকালোকমণে দেব! আমি বহুকালীন (সাধনার ফলে) তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব অবিচ্ছিন্ন চিদাত্মা স্বরূপ আমাকেই নমস্কার। ৭৪। (হে দেব!) তুমি চিরকালীয় পরামর্শ দ্বারা লব্ধ ও (অন্তরে) উদয় প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি সন্দেহাত্মক বস্তু হইতে উদ্ধৃত

শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্বং বন্দে সানন্দচেতসা।
অশেষকল্মষধ্বান্তসন্তানোচ্ছেদভাস্করং। ৭৬।
মহ্যং তুভ্যমনন্তায় তুভ্যং মহ্যং শিবাত্মনে।
নমো দেবাতিদেবায় পরায় পরমাত্মনে। ৭৭।
গতঘনমিব পূর্ণমিন্দুবিম্বং গতকলনাবরণং স্বমেব রূপং।
স্ববপুষি মুদিতে স্বয়ং স্বসংস্থং স্বয়মুদিতং শরণং স্বয়ং
নমামি। ৭৮।
তিষ্ঠন্নপি হি নাসীনো গচ্ছন্নপি ন গচ্ছতি।
শান্তোঽপি ব্যবহারস্থঃ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। ৭৯।
মনাংসি ক্ষোভয়ত্যেষ পল্লবানীব মারুতঃ।
বাহয়ত্যক্ষিপংক্তিং স্বামশ্বানামিব সারথিঃ। ৮০।

হইয়াছ ; অতএব তুমি যাহাই হও না কেন, তোমাকে নমস্কার করি। ৭৫। (যাহা হউক) যে গোবিন্দ-পদারবিন্দ অশেষ কল্মষবিনাশ পক্ষে সূর্য্যস্বরূপ হইয়াছেন, আমি সানন্দ মনে সেই পাদপদ্ম বন্দনা করি। ৭৬। তুমি আমি (উভয়ে) অনন্তস্বরূপ, তুমি আমি উভয়ে শিবাত্মময়, অতএব, দেবদেব পরমাত্মাকে নমস্কার করি। ৭৭। যিনি মেঘমুক্ত পূর্ণ শশধরের ন্যায় সকল কল্পনাময় আবরণ-বর্জ্জিত, যিনি আনন্দরূপ স্বকীয় শরীরে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, আমি স্বরূপে প্রকাশিত, সেই পূর্ণ পদার্থকে নমস্কার করি। ৭৮। তিনি, সর্ব্বত্র স্থিতি করিয়াও স্থিতি করেন না ;—অর্থাৎ বস্তুর বিনাশেও তাঁহার বিনাশ নাই ; গমন করিয়াও গমন করেন না :—অর্থাৎ উপাধি-মনোরূপে তাঁহার গতি হইলেও তিনি নিরুপাধি ; শান্ত স্বরূপে লোক-ব্যবহার-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া (আকাশের ন্যায়) সৃষ্টি করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। ৭৯। সমীরণ যেরূপ বৃক্ষপত্রকে কম্পিত করে, সেই রূপ

এষএব সদা তোষ্যঃ স্তুত্যো ধ্যাতব্য এব চ।
জরামরণসম্মোহাদনেনোত্তীর্য্য গম্যতে। ৮১।
সুলভশ্চায়মত্যন্তং সুজ্ঞেয়শ্চাত্মবন্ধুবৎ।
শরীরপদ্মকুহরে সর্ব্বেষামেব ষট্পদঃ। ৮২।
ন মে ভোগস্থিতৌ বাঞ্ছা ন মে ভোগবিবর্জনে।
যদায়াতি তদায়াতু যৎ প্রযাতি প্রযাতু তৎ। ৮৩।
এতাবন্তমহং কাল মজ্ঞানরিপুণাত্মনা।
হৃত্বা বিবেকসর্ব্বস্বমেকান্তমবপ্রোথিতঃ। ৮৪।
মনসা মনসি চ্ছিন্নে নিরহঙ্কারতাং গতে।
ভাবেন গলিতে ভাবে স্বস্থস্তিষ্ঠামি কেবলঃ। ৮৫।

সেই পরমাত্মা অন্তঃকরণকে বিক্ষোভিত করিয়া থাকে; এবং সারথি যেরূপ অশ্বকে চালিত করে, তাহার ন্যায় নয়নকে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকে। ৮০। এই পরমাত্মাকে সর্ব্বদা পরিতুষ্ট রাখা, তাঁহার ধ্যান ও স্তব করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে জরা, মৃত্যু ও মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। ।৮১। এই আত্মা সকলের দেহ-পদ্মমধ্যে ভ্রমররূপে অবস্থিতি করেন, অনায়াসে ইহাঁকে জানিতে ও লাভ করিতে পারা যায়; ইনি আত্মার বন্ধুতুল্য। ৮২। আমার ভোগ-স্থিতিতে বাসনা নাই এবং ভোগ বিসর্জ্জন দেওয়াও আমার অভিপ্রেত নহে; (আপদ কিংবা সম্পদ) যাহা আসিতে হয় আসুক, বা যাইতে হয় যাউক, (তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই)। ৮৩। এত কাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান-শত্রু আমার বিবেকরূপ সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া দৃঢ়রূপে আমাকে নিগৃহীত করিয়াছে। ৮৪। আমি এক্ষণে নির্ব্বিকল্প মন দ্বারা মনশ্ছেদ করিয়া স্বভাবের অনুগত হইয়া পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরহঙ্কার-বৃত্তি হইয়া অদ্বৈতরূপে অবস্থিতি করিতে থাকিলাম। ৮৫। পদার্থ-ভাবনা-

নির্ভাবং নিরহঙ্কারং নির্মনস্কমনীহিতং।
কেবলং স্পন্দশুদ্ধ্যর্থে যন্ত্রং তিষ্ঠতি মে বপুঃ। ৮৬।
তৃষ্ণারজ্জুগণং ছিত্ত্বা মচ্ছরীরকপঞ্জরাৎ।
ন জানে ক্ব গতোড্ডীয় দুরহঙ্কারপক্ষিণী। ৮৭।
বিদ্যমানাপি বস্তুশ্রী র্ন স্থিতা ত্বয়ি ন স্থিতে।
বনিতারূপলাবণ্যসত্ত্বেব গতচক্ষুষঃ। ৮৮।
জয় প্রজ্ঞামরাকার জয় শান্তিপরায়ণ।
জয় সর্ব্বাগমাতীত জয় সর্ব্বাগমাস্পদ। ৮৯।
জয় জাত জয়াজাত জয় ক্ষত জয়াক্ষত।
জয় ভাব জয়াভাব জয় জেয় জয়াজয়। ৯০।

বিহীন, অহঙ্কার-শূন্য, মনোবর্জ্জিত, ও চেষ্টা-রহিত আমার এই দেহ-যন্ত্র কেবল স্পন্দশুদ্ধির জন্য অবস্থিতি করিতেছে। ৮৬। আমার শরীর-পঞ্জরে যে দুরহঙ্কার-রূপিণী পক্ষিণী অবস্থান করিতেছে, বাসনা-রজ্জুচ্ছেদ হইলে সে উড়িয়া যে কোথায় গমন করিবে, তাহা আমি জানি না। ৮৭। যেরূপ রূপ-লাবণ্য-বিভূষিতা বনিতা অন্ধের নিকটে অবস্থিতি করে না, সেই রূপ হে অহঙ্কার, তুমি চলিয়া যাইলে, এই যে বিষয়-শ্রী দেখা যাইতেছে, তাহা আর অবস্থিতি করিবে না। ৮৮।

হে পরমেশ্বর! তুমি প্রজ্ঞা ও দেবস্বরূপ; তুমি শান্তির আস্পদ। তুমি সকল শাস্ত্রের অতীত, তুমি বেদাদি শাস্ত্রসমূহের আশ্রয়-স্থান; অতএব, তুমি জয়যুক্ত হও। ৮৯। হে ঈশ্বর! তুমি জন্মযুক্ত এবং জন্মশূন্য, তুমি ক্ষয়-বিশিষ্ট এবং ক্ষয়বিহীন, তুমি ভাবরূপী এবং ভাবশূন্য; তুমি জেয় ও অজেয়, অতএব তুমি জয়যুক্ত হও। ৯০। বশিষ্ঠ কহিলেন;—মহাবীর

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্নেব প্রহ্লাদঃ পরবীরহা।
নির্বিকল্পপরানন্দসমাধিং সমুপাযযৌ। ৯১।
নির্বিকল্পসমাধিস্থশ্চিত্রার্পিত ইবাবভৌ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পীনাঙ্গোঽতিষ্ঠদেকদৃক্। ৯২।
এতাবতাথ কালেন তদ্রসাতলমণ্ডলং।
বভূবারাজকং তীক্ষ্ণমাৎস্যন্যায়কদর্থিতং। ৯৩।
তদা কিল জগজ্জালক্রমপালনদেবনঃ।
ক্ষীরোদসাগরে শেষশয্যাসনগতো হরিঃ।
ইতি সংচিন্তয়ামাস ত্রৈলোক্যাম্ভোরুহাংশুমান্। ৯৪।
প্রহ্লাদে পদবিশ্রান্তে পাতালে গতনায়কে।
কষ্টং সৃষ্টিরিয়ং প্রায়ো নির্দৈত্যত্বমুপাগতা। ৯৫।

প্রহ্লাদ, এই প্রকার চিন্তা করিয়া ভেদ-জ্ঞান-শূন্য হইয়াও পরমানন্দ সমাধি প্রাপ্ত হইলেন। ৯১। (তদনন্তর) নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থিতি করিয়া চিত্র-লিখিত পুত্তলিকার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন এবং স্থূল শরীরে একদৃষ্টি হইয়া পঞ্চসহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিলেন। ৯২। এই সময়ে পাতাল-মণ্ডল অরাজক হওয়াতে যেরূপ মহামৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যের প্রাণ হরণ করে, তাহার ন্যায় প্রবলেরা দুর্ব্বলদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। ৯৩। সেই সময়ে ত্রৈলোক্যরূপ পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ, ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্ত-শয্যা-শায়ী, জগৎ সমূহের পর্য্যায়ক্রমে রক্ষাকর্ত্তা ভগবান্ হরি, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৯৪। যদি প্রহ্লাদ ব্রহ্মপদ অধিকার করে, তাহা হইলে এই পাতাল পালকশূন্য ও জগৎ দানব-বর্জ্জিত হইবে, সুতরাং সৃষ্টিরক্ষা কঠিন হইয়া উঠিবে। ৯৫। অসুরদিগের অভাব হইলে সুরগণের আর জয়-বাসনা

দৈত্যাভাবে সুরশ্রেণী নির্জ্জিগীষুপদং গতা।
শমমেষ্যত্যপদ্বন্দ্বং মোক্ষাখ্যং পদমাপ্স্যতি। ৯৬।
দেবৌঘে শান্তিমায়াতে ভূরিযজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
ভবিষ্যন্ত্যফলাঃ সর্ব্বাঃ শমমেষ্যন্ত্যসংশয়ঃ। ৯৭।
ক্রিয়াস্বথোপশান্তাসু ভূর্লোকোঽস্ত মুপৈষ্যতি।
অসংসারশ্চ স্বর্গোঽথ শেষেপ্যর্থে ভবিষ্যতি। ৯৮।
ততোঽহমপি শূন্যেঽস্মিন্ নষ্টচন্দ্রার্কতারকে।
চেতঃপ্রশান্তমাধায় স্থিতিমেষ্যামি তৎপদে। ৯৯।
অকাণ্ড এবমেবং হি জগত্যুপশমং গতে।
নেহ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি মন্যে জীবন্তি দানবাঃ। ১০০।
দৈত্যোদ্যোগেন বিবুধা স্ততো যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
তেন সংসারসংস্থানমসংসারক্রমোঽন্যথা। ১০১।

থাকিবেক না; সুতরাং তাঁহারা রাগদ্বেষাদি-শূন্য হইয়া মোক্ষ নামক পরম পদবী প্রাপ্ত হইবেন। ৯৬। সুরসমূহ শান্তি লাভ করিলে (পৃথিবীতে) যজ্ঞ ও তপস্যাদি ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া শান্তির আস্পদ হইবে। ৯৭। ক্রিয়া বিনষ্ট হইলে ভূর্লোক অস্তমিত হইবে, (সুতরাং) সংসার সৃষ্টিশূন্য হইয়া কেবল শেষ বস্তু ব্রহ্মে অবস্থিতি করিবে। ৯৮। তদনন্তর চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাদি বিনষ্ট হইলে পর আমি এই শূন্যে অবস্থান করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা লাভপূর্ব্বক ব্রহ্মপদ অধিকার করিয়া থাকিব। ৯৯।

এইরূপে অকালে এই জগৎ প্রলয়-চিহ্ন ধারণ করিবে, (যাহা হউক) আমি ইহাতে শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না, (এই জন্য বলি) দানবেরা জীবন-বিশিষ্ট হইলে ভাল হয়। ১০০। দৈত্যদিগের (বিজিগীষা হেতু) উদ্যোগ

আকল্পমিহ বস্তব্যং দেহেনানেন তেন চ।
এবং হি নিয়তির্দ্দৈবী নিশ্চিতা পারমেশ্বরী। ১০২।
ইতি সংচিন্ত্য সর্ব্বাত্মা নির্গত্য ক্ষীরসাগরাৎ।
প্রহ্লাদনগরং প্রাপ্য প্রাসাদতলমাবিশৎ। ১০৩।
বৈনতেয়াসনস্থোঽসৌ লক্ষ্মীবিধৃতচামরঃ।
আয়ুধাদিপরীবারো দেবর্ষিমুনিবন্দিতঃ। ১০৪।
মহাত্মন্ সংপ্রবুধ্যস্বেত্যেবং বিষ্ণুরুদাহরন্।
পাঞ্চজন্যং প্রদধ্মান ধ্বনয়ন্ ককুভাঙ্গনং। ১০৫।
মহতা তেন শব্দেন বৈষ্ণবপ্রাণজন্মনা।
বভূব সংপ্রবুদ্ধাত্মা দানবেশঃ শনৈঃ শনৈঃ। ১০৬।

দ্বারাই দেবগণের স্থিতি ঘটিয়া থাকে, তাহাতেই যজ্ঞ ও তপস্যাদি (প্রবর্ত্তিত ও অনুষ্ঠিত) হয় এবং সংসার-সংস্থান ঘটিয়া থাকে; অন্যত্র সংসার থাকে না। ১০১। (যাহা হউক,) কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত এই দেহ ধারণ করিয়া প্রহ্লাদ যে এই জগতে অবস্থিতি করিবেন, পরমেশ্বরের এরূপ নিয়ম অবধারিত আছে। ১০২। সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু, এই প্রকার চিন্তা করিয়া ক্ষীর সমুদ্র হইতে বহির্গত হইয়া প্রহ্লাদপুরী পাতালে উপনীত হইলেন। ১০৩। তিনি গরুড়াসনে আসীন, তাঁহার (পার্শ্বে) লক্ষ্মী চামর ব্যজন করিতেছে; গদাদি অস্ত্র সকল তাঁহার পরিবার; তিনি দেবর্ষি ও ঋষিদিগের সবিশেষ বন্দনীয়। ১০৪। "হে মহাত্মন্ প্রহ্লাদ! তুমি প্রবুদ্ধ হও" বিষ্ণু, এই কথা বলিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলেন, সেই শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল শব্দিত হইয়া উঠিল। ১০৫। বৈষ্ণবের জীবনদায়ক সেই বিপুল শব্দে দানবাধিপতির অঙ্গে অঙ্গে চৈতন্য সঞ্চার হইল। ১০৬। তদীয় প্রাণশক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্থিত হইয়া দেহ

ব্রহ্মরন্ধ্রকৃতোত্থানা প্রাণশক্তিরথাসুরং।
দেহমাক্রাময়ামাস চাম্বরং সর্ব্বতোমুখং। ১০৭।
প্রাণেষু রন্ধ্রবক্ত্রেষু প্রবিষ্টেম্বথ তস্য চিৎ।
চেত্যোন্মুখীবভূবাথ প্রাণদর্পণবিম্বিতা।
চেতনীয়োন্মুখে চেত্যে চিন্মনস্ত্বমুপাযযৌ। ১০৮।
কিঞ্চিদঙ্কুরিতে চিত্তে নেত্রে বিকসনোন্মুখে।
শনৈর্বভূবতুস্তস্য প্রাতর্নীলে যথোৎপলে। ১০৯।
প্রাণাপানপরামৃষ্টনাড়ীবিবরসম্বিদঃ।
বাতান্তস্যেব পদ্মস্য স্পন্দোঽস্য সমজায়ত। ১১০।
নিমেষান্তরমাত্রেণ মনঃপীবরতাং যযৌ।
অথাসৌ বিকসন্নেত্রমনঃপ্রাণবপুর্ব্বভৌ। ১১১।
প্রফুল্লনয়নং যাতমাননং পীবরস্মৃতিং।
উবাচৈনং ত্রিলোকেশঃ পর্জ্জন্য ইব বর্হিণং। ১১২।

ও সকল আকাশকে আক্রমণ করিল। ১০৭। প্রহ্লাদের প্রাণ, ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে প্রাণ-দর্পণে তদীয় চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া বিষয়োন্মুখীভূত হইয়া মনঃস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। ১০৮। অন্তঃকরণ অঙ্কুরিত হইলে তদীয় চক্ষুর্দ্বয় ক্রমে ক্রমে বিকাশোন্মুখ হইয়া প্রাতঃকালীন নীলোৎপলের ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিল। ১০৯। দানবাধিপের প্রাণ অপান বায়ুর সাহায্যে নাড়ী ছিদ্রগত হইলে অন্তরস্থ বায়ুর চঞ্চলতায় পদ্মের যেরূপ স্পন্দন হয়, তাহার ন্যায় তাঁহার গাত্র স্পন্দন হইল। ১১০। নিমেষ কাল মধ্যেই তাঁহার অন্তঃকরণ স্থূলতা প্রাপ্ত হইল এবং (দেখিতে দেখিতে তিনি) বিকাশবিশিষ্ট নয়ন, মন, প্রাণ ও দেহ ধারণ করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ১১১। (তখন) ত্রিলোকেশ্বর বিষ্ণু, প্রফুল্লনয়নধারী পূর্ণাননবিশিষ্ট সমস্ত স্মৃতিপ্রাপ্ত প্রহ্লাদকে মেঘ যেরূপ ময়ূরকে আশ্বাসিত করে, তাহার ন্যায় গম্ভীর

সাধো স্মর মহালক্ষ্মীমাত্মীয়াং স্মর চাকৃতিং।
অকাণ্ডএব কিং দেহবিরামঃ ক্রিয়তে ত্বয়া। ১১৩।
হেয়োপাদেয়সংকল্পবিহীনস্য শরীরকৈঃ।
ভাবাভাবৈস্তবাস্ত্যর্থঃ কস্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ সংপ্রতি। ১১৪।
জীবন্মুক্তেন ভবতা বাহ্যএব হি তিষ্ঠতা।
ক্ষপণীয়া গতোদ্বেগমাকল্পান্তমিয়ং তনুঃ। ১১৫।
নোদিতা দ্বাদশাদিত্যা ন বিলীনাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
ন জগজ্জ্বলিতং সাধো তনুং ত্যজসি কিং মুধা। ১১৬।
কৃশোহতিদুঃখী মূঢ়োহহমেতাশ্চান্যাশ্চ ভাবনাঃ।
মতিং যস্যাবলুম্পন্তি মরণং তস্য রাজতে। ১১৭।

বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১১২। হে সাধো! তুমি এক্ষণে তোমার সেই ত্রৈলোক্যাধিপতি-শ্রী ও পূর্ব্বাকৃতি স্মরণ কর; (জিজ্ঞাসা করি) তুমি কি জন্য অসময়ে এই শরীর বিনাশ করিতেছ?। ১১৩। তুমি হেয় ও উপাদেয় বস্তুর প্রতি সঙ্কল্পশূন্য; তোমার ভাব ও অভাববিশিষ্ট শরীরে কি প্রয়োজন? (অর্থাৎ জীবন্মুক্ত তোমার দেহ থাকিলে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই;) অতএব, তুমি এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ কর। ১১৪। তুমি জীবন্মুক্ত, অতএব বাহ্য বস্তুতে স্থিতি করিয়া নিরুদ্বেগে এই দেহ-ধারণপূর্ব্বক কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে থাক। ১১৫। হে সাধো! (যখন) দ্বাদশ আদিত্যের উদয় হয় নাই, যখন পর্ব্বত সকল লয় প্রাপ্ত হয় নাই, যখন প্রলয়ানলে এই জগৎ দগ্ধ হয় নাই, তখন তুমি মিথ্যা দেহ ধ্বংশ করিতেছ কেন? অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে জীবের তনুত্যাগেরই সম্ভাবনা, অকালে তৎপরিত্যাগ নিষ্প্রয়োজন। ১১৬। আমি কৃশ, আমি অতি দুঃখী, অথবা আমি মূঢ়, এই প্রকার এবং অন্যান্য প্রকার চিন্তাতে যাহার মতি আকুলিত হয়;

আশাপাশনিবদ্ধোঽন্তরিতশ্চেতশ্চ নীয়তে।
যোবিলোলমনোবৃত্ত্যা মরণং তস্য রাজতে। ১১৮।
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
যঃ সমঃ সর্ব্বভাবেষু জীবিতং তস্য শোভতে। ১১৯।
যোন্তঃশীতলয়া বুদ্ধ্যা রাগদ্বেষবিমুক্তয়া।
সাক্ষিবৎ পশ্যতীদং হি জীবিতং তস্য শোভতে। ১২০।
যেন সম্যক্ পরিজ্ঞায় হেয়োপাদেয়মুজ্ঝতা।
চিত্তস্যান্তেঽর্পিতং চিত্তং জীবিতং তস্য শোভতে। ১২১।
গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধে ক্ষীণে শান্তিরুদেত্যলং।
স্থিতিমভ্যাগতা শান্তি র্মোক্ষনাম্নাভিধীয়তে। ১২২।

তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। ১১৭। যাহার অন্তর আশা-পাশে নিবদ্ধ এবং ইত-স্ততঃ প্রধাবিত, যাহার মনোবৃত্তি চাঞ্চল্যবিশিষ্ট, তাহার মৃত্যু দীপ্তি পাইয়া থাকে। ১১৮। যাহার (অন্তঃকরণ) অহঙ্কারের নিকট পদানত হয় না, যাহার বুদ্ধি বিষয়ে লিপ্ত হয় না, যে ব্যক্তি সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহার জীবনই শোভা পাইয়া থাকে ; অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিরই জীবিত থাকার প্রয়োজন। ১১৯। যে ব্যক্তি অন্তরস্থ রাগদ্বেষবিহীন স্নিগ্ধ বুদ্ধি দ্বারা এই জগৎকে সাক্ষী স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে, তাহার জীবনই শোভা ধারণ করিয়া থাকে। ১২০। যে ব্যক্তি সম্যক্ জানিতে পারিয়া, হেয়ো-পাদেয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদাকাশস্থানে চিত্তার্পণ করিতে পারে, তাহার জীবনই শোভা পাইয়া থাকে। ১২১। গ্রহণীয় বস্তু এবং গ্রহণ-কর্ত্তা এই উভয়ের সম্বন্ধ ক্ষয় হইলেই শান্তির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, এবং ঐ শান্তি স্থিরতর হইলে মোক্ষনামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১২২। (যাহা-

তদুত্তিষ্ঠাসুরাধীশ সিংহাসনমুপাশ্রয়।
যাবদাশ্বভিষেকং তে স্বয়মেব দদাম্যহং। ১২৩।
পাঞ্চজন্যরবং শ্রুত্বা য ইমে সমুপাগতাঃ।
সিদ্ধাঃ সাধ্যাঃ সুরৌঘাশ্চ কুর্ব্বন্তু তব মঙ্গলং। ১২৪।
অথৈনং হরিরাহূতক্ষীরাব্ধ্যাদ্যৈর্মহাব্ধিভিঃ।
গঙ্গাদিভিঃ সরিৎপূরৈঃ সর্ব্বতীর্থজলৈস্তথা। ১২৫।
সুরাসুরৈঃ স্তূয়মানং স্তূয়মানঃ সুরাসুরৈঃ।
অভিষিক্তমুবাচেদং প্রহ্লাদং মধুসূদনঃ। ১২৬।
যাবন্মেরুর্ধরা যাবদ্ যাবচ্চন্দ্রার্কমণ্ডলে।
অখণ্ডিতগুণশ্লাঘী তাবদ্রাজা ভবানঘ। ১২৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পুণ্ডরীকাক্ষঃ সনরামরকিন্নরঃ।
দ্বিতীয় ইব সংসারস্তত্রৈবান্তর্দ্ধিমাযযৌ। ১২৮।

হউক) হে অসুরাধীশ্বর! তুমি এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ কর; আমি শীঘ্র তোমার অভিষেক সম্পন্ন করি। ১২৩। আমার পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদ শ্রবণ করিয়া এ স্থলে যে সকল সিদ্ধ, সাধ্য সুরসমূহ সমাগত হইয়াছেন, সকলে তোমার মঙ্গল করুন। ১২৪। অনন্তর অচ্যুত এই কথা বলিয়া ক্ষীরসমুদ্র প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন; (আহ্বান-মাত্রে) গঙ্গাদি সরিৎ ও সর্ব্বতীর্থ সকল উপস্থিত হইল। ১২৫। সুরাসুর সম্পূজিত বিষ্ণু, এই প্রকারে সুরাসুরপূজ্য প্রহ্লাদকে অভিষিক্ত করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন। ১২৬। যে কাল পর্য্যন্ত সুমেরু, পৃথিবী, এবং চন্দ্র সূর্য্য জগতে জাজ্বল্যমান থাকিবে, হে অনঘ! তুমি অখণ্ডনীয় গুণ-গ্রাম-বিভূষিত হইয়া রাজত্ব করিতে থাক। ১২৭। কমলাক্ষ এই কথা

শ্রীরাম উবাচ।

পরে পদে পরিগতং পাঞ্চজন্যস্বনৈর্মনঃ।
কথং প্রবুদ্ধং ভগবন্ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ। ১২৯।
ভৃষ্টবীজোপমা ভূয়ো জন্মাঙ্কুরবিবর্জিতা।
হৃদি জীবদ্বিমুক্তানাং শুদ্ধা ভবতি বাসনা। ১৩০।
পাবনী পরমোদারা শুদ্ধসত্ত্বানুপাতিনী।
আত্মধ্যানময়ী নিত্যং সুষুপ্তিস্থেব তিষ্ঠতি। ১৩১।
অপি বর্ষসহস্রান্তে তে তয়ৈবান্তরস্থয়া।
সতি দেহে প্রবুধ্যন্তে জীবন্মুক্তা রঘূদ্বহ। ১৩২।

ইতি উপশমপ্রকরণে প্রহ্লাদচরিতং নাম ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ। *। ২৩। *।

বলিয়া, দ্বিতীয় সংসারের ন্যায় সেই স্থান হইতে মনুষ্য, দেবতা, ও কিন্নরদিগের সহিত অন্তর্ধান হইলেন। ১২৮। শ্রীরাম কহিলেন;—হে ভগবন্! মহানুভব প্রহ্লাদের অন্তঃকরণ পরম পদে পরিগত হইয়াছিল, কিরূপে পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদে প্রবুদ্ধ হইল, (আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিউন)। ১২৯। বশিষ্ঠ কহিলেন;—জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে জন্মাঙ্কুর-বর্জ্জিত ভৃষ্টবীজ সদৃশ শুদ্ধ বাসনাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩০। পবিত্রকারিণী পরমৌদার্য্যসম্পন্না শুদ্ধসত্ত্বাময়ী ব্রহ্মধ্যানস্বরূপিণী অনিত্য সুখ-দুঃখ-শূন্যা বাসনা সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করে। ১৩১। হে রঘূদ্বহ! সহস্র বর্ষান্তেও যদি দেহ বিরাজমান থাকে, তাহা হইলে অন্তরস্থ সেই বাসনা দ্বারা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। ১৩২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাম পর্য্যবসানেয়ং মায়া সংস্থতিনামিকা।
আত্মচিত্তজয়েনৈব ক্ষয়মায়াতি নান্যথা। ১।
জগন্মায়াপ্রপঞ্চস্য বৈচিত্র্যপ্রতিপত্তয়ে।
ইতিহাসমিমং বক্ষ্যে শৃণু চাবহিতো মম। ২।
অস্ত্যস্মিন্ বসুধাপীঠে কোশলো নাম মণ্ডলঃ।
তত্রাভূদ্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদ্ গুণী গাধিরিতি শ্রুতঃ। ৩।
কিমপ্যধিগতং কার্য্যং বিনিধায় স্বচেতসি।
বন্ধুবৃন্দাদ্বিনিষ্ক্রম্য তপস্তপ্তুং বনং যযৌ। ৪।
উৎফুল্লকমলং প্রাপ সরস্তত্র স বিপ্ররাট্।
আকণ্ঠমম্বুনির্ম্মগ্ন স্তপস্তত্র চচার হ। ৫।
যযৌ মাসাষ্টকং তস্য মগ্নস্য সরসোঽম্ভসি।
অথৈনং তপসা তপ্তমাজগামৈকদা হরিঃ। ৬।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—সংসার নামক এই যে মায়া দেখিতে পাও, ইহার পর্য্যবসান এই যে, আপনার চিত্ত পরাজয়ে ইহা ক্ষয় পাইয়া থাকে অন্যথা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ১। জগৎরূপ মায়া-প্রপঞ্চের বৈচিত্র্য প্রতিপত্তির জন্য আমি তোমার নিকট একটী ইতিহাস বলিতেছি, তুমি মনোযোগী হইয়া শ্রবণ কর। ২। এই ভূমণ্ডলে কোশল নামে এক গ্রাম আছে; সেখানে গাধিনামে এক গুণবান্ ব্রাহ্মণ বাস করেন। ৩ তিনি আপনার কোনও কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যা করিবার উদ্দেশে বনগমন করেন। ৪। সেখানে প্রফুল্ল কমল-শোভিত একটী সরোবর দেখিতে পান এবং তাহার জলে আকণ্ঠ-নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। ৫।, এই অবস্থায় অষ্টঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

বিপ্রোত্তিষ্ঠ পয়োমধ্যাদ্ গৃহাণাভিমতং বরং।
অভীপ্সিতফলোপেতো জাতস্তে নিয়মদ্রুমঃ। ৭।

গাধিরুবাচ।

অসংখ্যেয়জগৎভুতহৃৎপদ্মভ্রমরাত্মনে।
জগত্রয়ৈকনলিনীসরসে বিষ্ণবে নমঃ। ৮।
মায়ামিমাং তত্ত্বচিতাং ভগবন্ পারমার্থিকীং।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি সংসারনাম্নীমাশ্চর্য্যকারিণীং। ৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইমাং দ্রক্ষ্যসি মায়াং ত্বং ততস্ত্যক্ষ্যসি চেৎ ত্যজ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে বিষ্ণুর্গান্ধর্ব্বমিব পত্তনং। ১০।

মাস অতীত হয়; অনন্তর এক সময়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ তপস্যায় ক্লিষ্টশরীর ব্রাহ্মণের নিকটে উপনীত হইলেন। ৬। ভগবান্ কহিতে লাগিলেন;—হে বিপ্র! জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া আপন অভীষ্ট বর গ্রহণ কর; তোমার নিয়ম-বৃক্ষ অভীপ্সিত ফলে পূর্ণ হইয়াছে। ৭। গাধি কহিলেন;—হে বিষ্ণো! তুমি অনন্ত জগতস্থ প্রাণীদিগের হৃদ্পদ্মের ভ্রমরতুল্য, তুমি ত্রিজগৎ স্বরূপ পদ্মিনীর (আশ্রয়-স্থান) সরোবর সদৃশ, তোমাকে নমস্কার করি। ৮। হে ভগবন্! আমি আশ্চর্য্যকারিণী সংসার নামক ব্রহ্মবিস্তৃত এই মায়াকে পারমার্থিক দৃষ্টিতে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। ৯। বশিষ্ঠ কহিলেন;—যদি তুমি এই মায়া দর্শন কর, তাহা হইলে সংসার মায়াকে ত্যাগ করিতে (তোমার ইচ্ছা হইবে;) এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় বিষ্ণু অন্তর্ধান হইলেন। ১০। ভগবান্ অন্তর্ধান হইলে, জগৎপতিকে

গতে বিষ্ণৌ সমুত্তস্থৌ জলাৎ স ব্রাহ্মণেশ্বরঃ।
বভূব পরিতুষ্টাত্মা দর্শনেন জগৎপতেঃ। ১১।
অথাস্য কতিচিত্তস্য দিবসানি যযুর্ম্মুনেঃ।
হরিসংদর্শনানন্দবতো ব্রাহ্মণকর্ম্মণা। ১২।
একদা লব্ধবান্ স্নানং সরস্যুদিতপঙ্কজে।
চিন্তয়ন্ বৈষ্ণবং বাক্যং মহর্ষিরথ মানসে। ১৩।
অথ স্নানবিধাবন্তর্জলমেব চচার হ।
অন্তর্জলবিধৌ তস্মিন্ বিস্মৃতধ্যানসেন্দ্রধীঃ।
মৃতমাত্মানমাত্মীয়ে সদনেঽপশ্যদাতুরঃ। ১৪।
প্রাণাপানপ্রহারেণ মুক্তমন্তর্দ্ধিমাগতং।
আবৃতং বন্ধুভিঃ খিন্নৈর্ভার্য্যয়া পাদয়োঃ শ্রিতঃ। ১৫।
মাত্রা গৃহীতং চিবুকে নরব্যঞ্জনলাঞ্ছিতে। ১৬।

দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ১১। ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা হরিকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার কিয়দ্দিবস আনন্দে অতিবাহিত হইল। ১২। একদা প্রফুল্ল পঙ্কজশোভী সরোবরে স্নানকার্য্য সমাধা করিয়া ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে বিষ্ণু-বাক্য সমুদিত হইল। ১৩। অনন্তর স্নান-বিধির অবসানে জলে দণ্ডায়মান থাকিয়া জপ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ ধ্যান-বিস্মৃতি পূর্ব্বক মোহ প্রাপ্ত হইয়া (স্বপ্ন-দর্শনের ন্যায়) স্বকীয় গৃহাঙ্গনে আপনার মৃত শরীর সন্দর্শন করিলেন। ১৪। (তিনি দেখিলেন, সেই শরীর) প্রাণ এবং অপান বায়ুর প্রহার-পরিমুক্ত, অন্তর্ধান-প্রাপ্ত অর্থাৎ সঙ্কল্পশূন্য খিদ্যমান বন্ধুগণ (উহার চতুর্দ্দিকে) বেষ্টিত, পদমূলে প্রণয়িনী নিপতিত। জননী, শ্মশ্রুশোভী চিবুক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ১৬। তদনন্তর বন্ধুগণ তৎকালীন শোকসূচক প্রলাপ বাক্যে ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া রক্তমজ্জাবিশিষ্ট অপবিত্র সেই শরীরকে শ্মশানে আনয়ন

অথ তৎকালকল্লোলপ্রলাপাকুল চেষ্টিতৈঃ।
নীতং শ্মশানমাশ্যানবসাপঙ্ককলঙ্কিতং। ১৭।
ত এতে জ্বলনে দীপ্তে চক্রুস্তং ভস্মসাৎ শবং।
অথাপশ্যদসৌ গাধির্ব্যাধিপীবরয়া ধিয়া। ১৮।
হূনমণ্ডলপর্য্যন্তগ্রামোপ্রান্তনিবাসিনাং।
শ্বপচানাং স্থিতো গর্ভে স্থিতমাত্মানমাকুলঃ। ১৯।
শনৈঃ পক্কতয়া কালে প্রসূতং মেচকচ্ছবিং।
সম্পন্নং শ্বপচাগারে শিশুং শ্বপচবল্লভং।
স দ্বাদশাব্দতাং ত্যক্ত্বা সম্পন্নং ষোড়শাব্দিকং। ২০।
পীবরাংঙ্গমুদারাংসং পয়োদমিব মেদুরং।
তমাললতয়েবাথ স্থিতং শ্বপচকান্তয়া। ২১।
স্তনস্তবকশালিন্যা নবপল্লবহস্তয়া।
বিশ্রান্তং বনকুঞ্জেষু সুপ্তং গিরিদরীষু চ। ২২।

করিলেন। ১৭। চিতা প্রজ্বলিত হইলে বন্ধুজন সেই শবশরীর ভস্মসাৎ করিল। (তখন) গাধি, মায়ারূপ ব্যাধি অর্থাৎ স্থূলবুদ্ধি দ্বারা এইরূপ দর্শন করিলেন। ১৮। (তিনি হূনমণ্ডলের পর্য্যন্ত-দেশবাসী গ্রামান্তস্থিত চণ্ডাল দিগের গৃহে চণ্ডালী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ১৯। চণ্ডালীর গর্ভ ক্রমশঃ পক্ক হইলে চণ্ডালপ্রিয় কৃষ্ণবর্ণ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইলেন। (ক্রমে) দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া (বালক) ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইল। ২০। (তখন তাহার) শরীর মেঘের ন্যায় মেদুর, স্থূল, এবং স্কন্ধদেশ উন্নত হইয়া উঠিল; বালক স্তনরূপ স্তবক ও নবপল্লবরূপ করবিশিষ্ট তমাল লতার ন্যায় (সেই) চণ্ডালী সমভিব্যাহারে বনকুঞ্জে অবস্থিতি করিয়া গিরিগুহাতে শয়ন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিল। ২১। ২২। কখনও

নলিনীপত্রকুঞ্জেষু গুল্মকেষু কৃতালয়ং।
প্রসূতমথ শৈলেষু পুত্রান্ নিজকুলাঙ্কুরান্। ২৩।
কলত্রবন্তং সম্পন্নং স্থিতং প্রক্ষীণযৌবনং।
সংস্থিতং মাঠিকাং পর্ণৈঃ কৃত্বা দূরে মুনীন্দ্রবৎ। ২৪।
জরাজঠরতাং যাতং স্বদেহসমপুত্রকং।
অথাপশ্যদসৌ গাধির্যাবত্তস্য কলত্রিণঃ।
তৎকলত্রমশেষেণ নীতমাগত্য মৃত্যুনা। ২৫।
ততঃ শোকপরীতাত্মা প্রলাপবিকলাননঃ।
তং বিহায় নিজং দেশং বিগতাস্থোঽশ্রুলোচনঃ। ২৬।
গতবান্ স বহূন্ দেশান্ নানাস্থান্ চিন্তয়ান্বিতঃ। ২৭।
একদা প্রাপ কীরাণাং মণ্ডলে শ্রীমতীং পুরীং।
সামন্তৈর্ললনাভিশ্চ নাগরৈশ্চ নিরন্তরাং। ২৮।

লতাকুঞ্জে, কখনও বা পদ্মবনে অবস্থিতি করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন; (এইরূপে) সেই চণ্ডালী কুলোপযুক্ত বহু পুত্র প্রসব করিল। ২৩। তৎপরে ভার্য্যা সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিয়া ক্রমে যৌবন ক্ষয়োন্মুখ হইলে মুনীন্দ্রদিগের ন্যায় পর্ণকুটীর রচনা করিয়া দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ২৪। তদনন্তর গাধি, যেমন স্বকীয় দেহ ও পুত্রের সহিত প্রাচীন বয়সে উপনীত হইলেন, সেই সময়ে মৃত্যু তাঁহার প্রণয়িনীকে নিমন্ত্রণ করিল। ২৫। (গাধি) ভার্য্যার মরণ দর্শনে শোকাভিভূত হইয়া বিলাপ দ্বারা বিকৃত বদন ধারণ করত সকল বিষয়ে আস্থাশূন্য হইয়া নিজ দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক। ২৬। নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বহুতর দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ২৭। (ভ্রমণ করিতে করিতে) এক দিন শোভাবিশিষ্ট নাগর, নাগরী ও সামন্তগণে পরিবেষ্টিত কীর নামক দেশে

স্বর্গমার্গোপমং রাজমার্গমস্যামবাপ সঃ।
মণিরত্নকৃতাগারং তত্র মঙ্গলহস্তিনং। ২৯।
দদর্শামলশৈলেন্দ্রমিব সংসারচঞ্চলং।
মৃতে রাজনি রাজার্থং বিহরন্তমিতস্ততঃ। ৩০।
আলোকয়ন্তমাদায় তং করেণ স বারণঃ।
স্বকটং যোজয়েন্মেরুস্তটেঽর্কমিব সাদরং। ৩১।
তস্মিন্ কটগতে নেদুর্জয়দুন্দুভয়োঽভিতঃ।
পূরিতাশো বলৈরাজা জয়তীতিজয়স্বনঃ।
উদ্যযৌ সংপ্রবৃদ্ধানাং বিহগানামিবারবঃ। ৩২।
তং তত্র বরয়ামাসুর্মণ্ডনার্থং বরাঙ্গনাঃ।
তা ভৃশং সমুপাজগ্মুঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়স্তথা। ৩৩।

উপনীত হইলেন। ২৮। (দেখিলেন, তত্রত্য) রাজপথ স্বর্গপথের ন্যায় (সুপ্রশস্ত) ইহাতে মণিময় গৃহ সকল বিরাজ করিতেছে; সেখানে অমল শৈলেন্দ্রের ন্যায় সংসার তুল্য চঞ্চল এক মঙ্গল হস্তী বিরাজ করিতেছে। ২৯। সে দেশের রাজা মৃত হইয়াছেন বলিয়া রাজসিংহাসনে অন্য এক ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য সেই হস্তী ভ্রমণ করিতেছে। ৩০। সুমেরু যেরূপ সমাদর পূর্ব্বক সূর্য্যকে নিজ স্থানে সংযোগ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই করী গাধিকে দর্শন মাত্র কর দ্বারা নিজস্কন্ধে আরোহিত করিল। ৩১। যেরূপ পক্ষিগণ মনের আনন্দে রব করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় গাধি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে পর, চতুর্দ্দিকে জয়-দুন্দুভিধ্বনি নিনাদিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। ৩২। সে সময়ে পুরনারীগণ সেখানে সমুপস্থিত হইয়া নৃপতির মণ্ডনার্থে বরণ করিতে লাগিল এবং প্রজাপুঞ্জ উপস্থিত হইয়া

এবং স শ্বপচোরাজ্যং প্রাপ কীরপুরান্তরে।
কীরীকরতলাম্ভোজপ্রমৃষ্টচরণাম্বুজঃ। ৩৪।
পরিবিবৃতনৃপৌজাঃ সর্ব্বদিক্‌সংস্থিতাজ্ঞঃ
কতিপয়দিবসে হাসিদ্ধদেশব্যবস্থঃ।
প্রকৃতিভিরলমূঢ়াশেষরাজত্বভারঃ
স গরলইতি নাম্না তত্র রাজা বভূব। ৩৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

বিলাসিনীভির্ব্বলিতো মন্ত্রিমণ্ডলপূজিতঃ।
সহিতঃ সর্ব্বসামন্তৈশ্ছত্রচামরপালিতঃ। ৩৬।
কীরেষু শ্বপচো রাজ্যং বর্ষাণ্যষ্টৌ চকার হ। ৩৭।

রাজার সেবা করিতে লাগিল। ৩৩। সেই গাধি, এইরূপে কীরপুরে চণ্ডালাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন; কীর-রমণী (আসিয়া) তদীয় পাদপদ্ম সেবা করিতে (প্রবৃত্ত হইল)। ৩৪।

গাধি, সেখানে গরল রাজা নামে অভিহিত হইলেন; তাঁহার চতুর্দ্দিকে অন্যান্য নৃপতিগণ উপবেশন করিয়া থাকিত। তিনি কতিপয় দিবসের মধ্যে নিজের চেষ্টায় সে দেশীয় ব্যবহারাদি অবগত হইলেন; তিনি মন্ত্রিগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক রাজকর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন। ৩৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—(এইরূপে) বিলাসিনী রমণীপরিবেষ্টিত ও মন্ত্রিবর্গসংপূজিত হইয়া সেই চণ্ডাল, সকল সামন্তদিগকে ছত্রচামরধারী করিয়া তাহাদিগের দ্বারা (সেবিত হইয়া)। ৩৬। সেই কীরদেশে অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। ৩৭। একদা সেই নৃপতি, রাজভূষণ পরিত্যাগ

যদৃচ্ছয়ৈকদাথাসাবতিষ্ঠৎ ত্যক্তভূষণঃ।
এক এবাজিরং বাহ্যং তাদৃগ্বেশঃ স নির্যযৌ। ৩৮।
তত্রাপশ্যদ্ ঘনশ্যামং পীনং শ্বপচপেটকং।
ধূনানং বল্লকীতন্ত্রীং করপল্লবলীলয়া। ৩৯।
একস্তস্মাৎ সমুত্তস্থৌ জরাবান্ রক্তলোচনঃ।
ভোঃ কটঞ্জেতি সহসা বদন্ কীরমহীপতিং। ৪০।
উবাচেদং স কীরেশং হে বন্ধো ভোঃ কটঞ্জক।
ক নু স্থিতোঽসি দিষ্ট্যাদ্য দৃষ্টোঽসি বরবান্ধবঃ। ৪১
ক্বাসি বিশ্রান্তবান্ কালমেতাবন্তং বনান্তরে। ৪২।
শ্বপচে প্রবদত্যেবং রাজা যাবত্তয়া তয়া।
চকার তৎকালজয়া চেষ্টয়ৈবাবধারণং। ৪৩।

পূর্ব্বক চণ্ডালবেশ পরিধান করিয়া নগরের বাহিরে ভ্রমণার্থ নির্গত হইলেন। ।৩৮। সেখানে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় চণ্ডাল সমূহকে হস্ত দ্বারা বীণা-তন্ত্রী কম্পন করিতে দেখিলেন।৩৯। তাহাদের মধ্যে জরাক্রান্ত লোহিত লোচন এক জন, (সহসা) গাত্রোত্থান পূর্ব্বক "ওহে কটঞ্জক চণ্ডাল!" বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিল। ৪০। (এবং তাঁহাকে এই কথা) বলিতে লাগিল,—"হে বন্ধো! হে কটঞ্জক! তুমি এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছ? হে বন্ধুবর! সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে দেখিতে পাইলাম। ৪১। তুমি, কোন্ অরণ্যে এতাবৎকাল বিশ্রাম করিয়াছিলে?" ।৪২। চণ্ডাল, এই কথা বলিলে পর, নৃপতি যেমনি আপনার ভাগ্যফলের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন, ।৪৩। অমনি বাতায়নস্থিত রমণীগণ ও প্রকৃতিপুঞ্জ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ

তাবদ্বাতায়নগতাঃ কান্তাঃ প্রকৃতয়স্তথা।
শ্বপচোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা ম্লানতামলমাযযুঃ। ৪৪।
তস্মাদ্বিশেষেণ জনা রাক্ষসাদিব দুদ্রুবুঃ।
সত্বরং প্রবিবেশান্তঃপুরমাম্লানমানবং। ৪৫।
মন্ত্রিণো নাগরানার্য্যঃ স্থিতমেতং মহীপতিং।
নাস্প্রাক্ষুরপি তিষ্ঠন্তং গৃহএব শবং যথা। ৪৬।
একএব বভূবাসৌ জনমধ্যগতোঽপি সন্।
অন্নাদিগুণনির্মুক্তঃ পরদেশইবাধ্বগঃ। ৪৭।
অথ সর্ব্বে বয়ং দীর্ঘকালং শ্বপচদূষিতাঃ।
প্রায়শ্চিত্তেন শুধ্যামঃ প্রবিশামো হুতাশনং। ৪৮।

করিয়া রাজাকে চণ্ডাল জানিয়া ম্লানমূর্ত্তি ধারণ করিল। ৪৪। বিশেষতঃ অধিকৃত লোকে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিশাচর দর্শনে লোকে যেরূপ ভয়-চকিতান্তঃকরণে পলায়ন করে, তাহার ন্যায় সকলেই পলায়ন করিতে লাগিল; (তখন রাজা নিরুপায় হইয়া) মলিন জনগণপূর্ণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ৪৫। যেরূপ গৃহস্থিত শবকে কেহ স্পর্শ করে না, সেইরূপ সেই রাজা, সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেও কি মন্ত্রী, কি নগরবাসী ব্যক্তি, কি নারীগণ কেহই তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। ৪৬। পথিক পরদেশে উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ সেই নৃপতি জনমধ্যগত হইলেও একাকী অবস্থান করিতে লাগিলেন, (পূর্ব্বের ন্যায়) উত্তম অন্নাদি আর প্রাপ্ত হইলেন না। ।৪৭। অনন্তর নগরবাসী, অমাত্য ও অন্যান্য লোক সকল এই অবধারণ করিল যে, আমরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চণ্ডালের সংস্রব-দোষে দূষিত হইয়াছি, অতএব প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র হইবার জন্য অগ্নি-প্রবেশ অবধারণ করি। ৪৮। নাগ-

ইতি নির্ণীয় নগরে নাগরা মন্ত্রিণস্তথা।
অভিতো জ্বালয়িত্বাগ্নিং বিবিশুঃ সহ বন্ধুভিঃ। ৪৯।
রাজ্যং সজ্জনসম্পর্কপবিত্রীকৃতধীরধীঃ।
গরলশ্চিন্তয়ামাস শোকব্যাকুলচেতনঃ। ৫০।
মদন্নমদ্যানর্থোঽয়ং দেশেঽস্মিন্ স্থিতিমাগতঃ।
কিং মে জীবিতদুঃখেন মরণং মে মহোৎসবঃ। ৫১।
ইতি নিশ্চিত্য গরলো জ্বলিতে জ্বলনে পুরঃ।
পতঙ্গবদনুদ্বেগমকরোদাহুতিং বপুঃ। ৫২।
অত্রান্তরেঽনলক্ষুব্ধো গাধির্মোহাদবুধ্যত। ৫৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মুহূর্ত্তদ্বিতয়েনাসৌ গাধিরাসীদ্‌গতভ্রমঃ।
কোঽহং কিমিব পশ্যামি কিমকার্ষমহং কিল। ৫৪।

রিক এবং মন্ত্রিবর্গ এইরূপ স্থির করিলে সকলে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের সমভিব্যাহারে তাহাতে প্রবেশ করিল। ৪৯। (তখন) গরল, সাধু-ব্যক্তিদিগের সমাগমে পবিত্রবুদ্ধি হইয়া শোকাভিভূত হইয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫০। (যখন) এদেশীয় লোকেরা মদধিকারে বাস ও মদন্ন ভোজন করিয়াও এতদূর অনর্থ সঙ্ঘটন করিল, (তখন আর) আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? (এক্ষণে) মরণই আমার পক্ষে মহোৎসব। ৫১। এই প্রকার স্থির করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে পর, পতঙ্গ যেরূপ বহ্নি-প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় অনুদ্বেগহৃদয়ে তাহাতে আত্মশরীরকে আহুতি প্রদান করিলেন। ৫২। গাধি, এইরূপে অনলে পতিত ও তৎকর্ত্তৃক ক্ষুব্ধ হইয়া মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইলেন। ৫৩। বশিষ্ঠ কহিলেন;—দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে নৃপতির চিত্তভ্রম বিদূরিত হইল; (তখন) আমি কে? কি

এবং বিচারয়ংশ্চিত্রমুদস্থাদুদকান্তরাৎ। ৫৫ ।
নিত্যমেবমনন্তাসু ভ্রমদৃষ্টিষু দেহিনাং।
চেতো ভ্রমতি শার্দূলো বনরাজিম্বিবোন্মদঃ। ৫৬।
অবধার্য্যেতি তং চিত্তমোহং গাধির্বিনায় সঃ।
দিনানি কতিচিত্তস্মিন্ স্বকএবাশ্রমে তথা। ৫৭।
একদা গাধিমাগচ্ছৎ কশ্চিৎ প্রিয়তরোঽতিথিঃ।
পরমাং তৃপ্তিমানীতঃ ফলপুষ্পরসাশনৈঃ। ৫৮।
অথ বন্দিতসন্ধ্যৌ তৌ কৃতজপ্যাবুভাবপি।
ক্রমাচ্ছয়নমাসাদ্য চক্রতুঃ পাবনীঃ কথাঃ। ৫৯।
পপ্রচ্ছাথাতিথিং গাধিঃ প্রসঙ্গপতিতং বচঃ।
কিং ব্রহ্মন্ সুকৃশাঙ্গস্ত্বং কিমিতি শ্রমবানসি। ৬০।

দেখিতেছি? কি করিলাম?। ৫৪। এই প্রকার বিচিত্র বিচার করিতে করিতে জল হইতে উত্থিত হইলেন। ৫৫। (তখন মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন) দেহীদিগের নিত্যকালই অনন্ত ভ্রমদর্শন ঘটিয়া থাকে, যেরূপ বনমধ্যে উন্মদ শার্দ্দূল ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীবের চিত্তশার্দ্দূল নিরত উন্মত্তভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ৫৬। তিনি, এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক চিত্তের মোহ অবধারণ করিয়া কিছুদিন সেই আশ্রমে একাকী (পূর্ব্বের ন্যায়) অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৫৭। একদা তাঁহার নিকটে প্রিয়তর এক জন অতিথি উপস্থিত হইলেন; গাধি, ফল, পুষ্প ও রস প্রভৃতি ভোজন দ্বারা তাঁহার সবিশেষ তৃপ্তি সাধন করিলেন। ৫৮। তদনন্তর দুই জনে সন্ধ্যা জপ প্রভৃতি সমাধা পূর্ব্বক ক্রমে শয়ন করিয়া বিবিধ পবিত্র কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৯। গাধি, প্রসঙ্গাধীন কথা কহিতে কহিতে অতিথিকে জিজ্ঞাসা

'অতিথিরুবাচ।

অস্ত্যস্মিন্ বসুধাপীঠে উত্তরাশানিকুঞ্জকে।
কীরনামেতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ জনপদো মহান্। ৬১।
তত্রাহমবসং মাসং পূজ্যমানঃ পুরে জনৈঃ। ৬২।
একদৈকেন তত্রোক্তং কথাপ্রস্তাবতঃ ক্বচিৎ।
ইহাভূৎ শ্বপচো রাজা বর্ষাণ্যষ্টৌ দ্বিজেতি মে। ৬৩।
সএবান্তে পরিজ্ঞাতঃ প্রবিষ্টোজ্বলনং জবাৎ।
ততোদ্বিজশতানীহ প্রবিষ্টানি হুতাশনং। ৬৪।
ইতি তস্য মুখাচ্ছ্রুত্বা তস্মান্নির্গত্য মণ্ডলাৎ।
প্রয়াগেঽকরবং শুদ্ধ্যৈ প্রায়শ্চিত্তমহং দ্বিজ। ৬৫।

করিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি কারণে তোমার শরীর কৃশ ও ক্লান্ত হইয়াছে? ।৬০। অতিথি কহিলেন;—এই ভূমণ্ডলের উত্তর দিক্-কুঞ্জে কীরনামে বিখ্যাত অতি সমৃদ্ধিশালী এক জনপদ আছে। ৬১। সেখানে পুরবাসিগণ কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া আমি এক মাস বাস করিয়া ছিলাম। ৬২। এক দিন কথা প্রসঙ্গে এক ব্যক্তি আমাকে বলিল, হে দ্বিজ! এখানে এক জন চণ্ডাল (ক্ষত্রিয়রূপে খ্যাত হইয়া) অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। ৬৩। রাজাকে চণ্ডাল বলিয়া জানিতে পারিলে, (তৎসংসর্গহেতু মহাপাপ হইয়াছে বলিয়া পাপক্ষয়ের জন্য) অনেকে অগ্নি-প্রবেশ করে; এই উপলক্ষে শত শত ব্রাহ্মণও হুতাশনে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছেন। ৬৪। হে দ্বিজ! তাহার মুখ হইতে এইরূপ শ্রবণ করিয়া সে দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রয়াগে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। ৬৫। এবং চান্দ্রায়ণ ব্রত সমাধা করিয়া তৃতীয়

কৃত্বা চান্দ্রায়ণস্যান্তে তৃতীয়স্যাদ্যপারণং।
ইহাহমাগতস্তেন শ্রান্তোহস্ম্যতিকৃশোহস্মি চ। ৬৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি বিপ্রমুখাচ্ছ্রুত্বা বিস্ময়োদ্বদ্ধয়া ধিয়া।
গাধিঃ সংচিন্তয়ামাস মদ্বৃত্তান্তোহয়মীদৃশঃ।
তদাত্মশ্বপচোদন্তং দ্রষ্টুং গচ্ছাম্যখিন্নধীঃ। ৬৭।
নির্গত্যাথ মহাবুদ্ধি দেশানুল্লঙ্ঘ্য ভূরিশঃ।
তত্তাদৃশনিজাচারং হূনমণ্ডলমাসদৎ। ৬৮।
তেনৈব সন্নিবেশেন নিজশ্বপচমন্দিরং। ৬৯।
অথাপশ্যদথান্যাংশ্চ সন্নিবেশানিতস্ততঃ।
এবং প্রায়াঃ স্মরন্ গাধিঃ প্রাক্তনীঃ শ্বপচক্রিয়াঃ। ৭০।

দিবসে পারণ সমাধা করত অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, আমার কৃশ ও ক্লান্ত হইবার ইহাই কারণ। ৬৬। বশিষ্ঠ কহিলেন ;— বিপ্রমুখ হইতে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া, গাধি বিস্ময় বুদ্ধি দ্বারা এই চিন্তা করিলেন যে, আমার বৃত্তান্ত এই প্রকার ; অতএব, আমি অক্ষুণ্নহৃদয়ে আপনার চণ্ডাল-বৃত্তান্ত (একবার) দর্শন করিতে যাই। ৬৭। মহাবুদ্ধি গাধি, (অতিথি গমন করিলে পর) স্বকীয় আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া অনেক দেশ উলঙ্ঘন পূর্ব্বক (চণ্ডালদিগের যেরূপ আচারের কথা বর্ণিত হইয়াছে) সেইরূপ আচারবিশিষ্ট চণ্ডালমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন। ৬৮। অনন্তর সেই স্থানে আপনার চণ্ডালগৃহ দর্শন করিয়া, । ৬৯। ইতস্ততঃ অন্যান্য চণ্ডালদিগের বাসগৃহ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন ; এই প্রকারে জন্মান্তরীয় চণ্ডাল-কর্ম্ম-সকল তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল। ৭০। (তখন) তিনি, বিস্ময়বশে মস্তক কম্পিত করিয়া

বিস্ময়োৎকম্পিতশিরা ধাতুশ্চেষ্টাং পরামৃশৎ।
ত্যক্তমণ্ডলমুৎসৃজ্য কীরমণ্ডলমাযযৌ। ৭১।
অথাত্মনানুভূতানি দৃষ্টান্যাসেবিতানি চ।
স্থানানি নগরে পশ্যন্ জনেভ্যঃ শ্রুতবাংস্তথা। ৭২।
এষা হি মায়া মহতী তেন মে চক্রধারিণী।
দর্শিতেত্যধুনা সাধু মায়াস্মৃতমখণ্ডিতং। ৭৩।
ইতি সংচিন্ত্য নির্গত্য তস্মাদ্ গাধির্জনাস্পদাৎ।
কন্দরং প্রাপ্য শৈলস্য তস্থৌ বিশ্রান্তসিংহবৎ। ৭৪।
তত্র সম্বৎসরং সার্দ্ধময়শ্চূর্ণকভোজনঃ।
তপশ্চক্রে মহাতেজাস্তুষ্টয়ে শার্ঙ্গধন্বনঃ। ৭৫।
অথাজগাম শৈলেন্দ্রকন্দরং দ্বিজমন্দিরং।
পয়োধরবদাত্মাচ্ছচ্ছবিশ্চক্রগদাধরঃ। ৭৬।

বিধাতার চেষ্টাই এইরূপ এইটী অবধারণ করিলেন, এবং চণ্ডাল-মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া কীরমণ্ডলে গমন করিলেন। ৭১। অনন্তর সেখানে তিনি পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেরূপ সমস্ত বিষয়ই দর্শন করিলেন এবং তত্রত্য লোকদিগের মুখে (অগ্নিপ্রবেশাদি বৃত্তান্ত) শ্রবণ করিলেন। ৭২। (তখন তিনি চিন্তা করিলেন,) নারায়ণ আমাকে এক্ষণে এইরূপে মহামায়া প্রদর্শন করিলেন, (যাহা হউক) এক্ষণে সেই অখণ্ডিত মায়া—অর্থাৎ পূর্ব্ব-বর-বৃত্তান্ত আমার স্মরণ হইল। ৭৩। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেখান হইতে নির্গত হইয়া গিরিকন্দরে গমন পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। ৭৪। মহাতেজা গাধি, সেখানে লৌহচূর্ণ মাত্র ভোজন করিয়া ভগবান্ নারায়ণের প্রীতির উদ্দেশে সার্দ্ধ বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৭৫। অনন্তর গদাচক্রধারী, পয়োধরসদৃশ নির্ম্মলকান্তি বিষ্ণু, গিরিগুহাস্থিত

শ্রীভগবানুবাচ।

বিপ্রবর্য্য ত্বয়া দৃষ্টা মায়া মম গরীয়সী।
তপোগিরিতটে কুর্ব্বন্ কিমন্যদভিবাঞ্ছসি। ৭৭।
দত্ত্বার্ঘ্যং কীর্ণকুসুমং প্রণম্যাশু প্রদক্ষিণৈঃ।
বিষ্ণুমাহ দ্বিজোবাক্যমম্ভোদমিব চাতকঃ। ৭৮।
দেব যৈষা ত্বয়া মায়া দর্শিতাথ তমোময়ী।
তস্য মর্ম্ম ন জানামি ভ্রমঃ সত্যোঽভবৎ কথং। ৭৯।

শ্রীভগবানুবাচ।

বিপ্র পৃথ্ব্যাদিচিত্তস্থং ন বহিস্থং কদাচন।
স্বপ্নভ্রমমদাদ্যেষু সর্ব্বৈরেবানুভূয়তে। ৮০।

দ্বিজমন্দিরে আবির্ভূত হইলেন। ৭৬। ভগবান্ কহিতে লাগিলেন ;—হে দ্বিজবর! তুমি আমার মহামায়া দর্শন করিয়াছ, এক্ষণে গিরিতটে তপস্যা করিয়া অন্য কি বর পাইতে ইচ্ছা কর, বল ? । ৭৭। যেরূপ চাতক পক্ষী মেঘের নিকটে মনোগত ভাব ব্যক্ত করে, তাহার ন্যায় ব্রাহ্মণ, কীর্ণ-কুসুমে বিষ্ণুর পাদমূলে অর্ঘ্য প্রদান ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৭৮। হে দেব! তুমি আমাকে তমোময়ী যে মায়া প্রদর্শন করিয়াছ, আমি তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারি নাই; (যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করি) ভ্রম কিরূপে সত্যে পরিণত হইল ? । ৭৯। ভগবান্ কহিতে লাগিলেন ;—হে বিপ্র! পৃথিব্যাদি যত পদার্থ দেখিতে পাইতেছ, ইহা মনোমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, মনের বাহিরে ইহাদের অবস্থিতি ঘটে না ; যেরূপ স্বপ্নাবস্থার চিত্তস্থ সকল বিষয় অনুভূত হয়, সেইরূপ ভ্রমের আয়ত্ত ও মদিরা-পানে উন্মত্ত হইলে সেইরূপ বস্তু দর্শন

তত্রানন্তজগজ্জালং সংস্থিতং তেন চেতসা।
শ্বপচত্বং প্রকটিতং যদি তদ্বিস্ময়োহত্র কিং। ৮১।
অববুদ্ধা শ্বপচতা প্রতিভাসবশাদ্‌ যথা।
তথৈবাতিথিরায়াতো দৃষ্টবানসি সংভ্রমং। ৮২।
তথৈবোত্থায় গচ্ছামি প্রাপ্তোহহং হূনমণ্ডলং।
তথৈবেদং কটঞ্জস্য প্রাক্তনং লুণ্ঠিতং গৃহং। ৮৩।
তথৈব কীরনগরং প্রাপ্তোহস্মি কথিতঞ্চ মে।
কীরৈঃ শ্বপচরাজত্বং দৃষ্টবানিত্যসংভ্রমং। ৮৪।
কাকতালীয়যোগেন চেতসি শ্বপচস্থিতিঃ।
সর্ব্বেষাং হূনকীরাণাং তথৈব প্রতিবিম্বতা। ৮৫।

হইয়া থাকে। ৮০। মনোমধ্যে অনন্ত জগৎ সমূহ অবস্থিতি করে; অতএব, ইহাতে যদি (পৃথিব্যাদির মায়ারূপ) চণ্ডালত্বের প্রকটন হয়, তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ কি? । ৮১। যেরূপ প্রতিবিম্ব রূপে চণ্ডালত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, অতিথির আগমনও সেইরূপ ভ্রমাত্মক বলিয়া (জানিবে) । ৮২। (ভ্রান্তি প্রযুক্ত গমনেচ্ছাদি প্রকাশ পাওয়াতে) আমি আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক চণ্ডালমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং কটঞ্জকের পূর্ব্বতন গৃহ লুণ্ঠিত দেখিয়াছিলাম। ৮৩। (ভ্রম দ্বারা) সেইরূপেও কীর নগর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ৮৩। তাহাদের সকল কথা শ্রবণ, এবং চণ্ডালাধিপত্য দর্শন করিয়াছিলাম। ৮৪। কাকের উড্ডয়ন-কালে তালপতনের ন্যায় যে প্রকার তোমার চিত্তে চণ্ডাল-প্রতিবিম্ব প্রকাশিত, সকল চণ্ডাল ও কীরদিগের চিত্তও সেইরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। ৮৫। কোনও সময়ে এক প্রতিভা বহু হইয়া প্রকাশ

কদাচিৎ প্রতিভৈকৈব বহূনামপি জায়তে।
কাকতালীয়স্থিতিবৎ বিচিত্রাহি মনোগতিঃ। ৮৬।
যোঽসৌ কটঞ্জকো নাম শ্বপচোহূনমণ্ডলে।
তেনৈব সন্নিবেশেষু স তথৈবাভবৎ পুরা। ৮৭।
তথৈব বিধিবৈধুর্য্যং প্রাপ্য দেশান্তরং গতঃ।
বভূব কীরনৃপতিঃ প্রবিবেশানলং তথা। ৮৮।
ভবতঃ কেবলং চিত্তে স্বসম্বন্ধিতয়া তদা।
প্রতিভা সা তথা ভূতা কটঞ্জাচারসংস্থিতিঃ। ৮৯।
অহং সোঽহমিদং জন্ম ইতি মজ্জত্যনাত্মবান্।
সর্ব্বমেবাহমেবেতি তত্ত্বজ্ঞোনাবসীদতি। ৯০।
ন গৃহ্লাতি পদার্থেষু বিভাগানর্থভাবনাৎ।
তেনাসৌ ভ্রমমোহেষু তত্ত্বজ্ঞো ন নিমজ্জতি। ৯১।

পাইয়া থাকে; (জানিও,) মনের গতি কাকতালীয় স্থিতির ন্যায় বিচিত্র। ।৮৬। চণ্ডালমণ্ডলে যে কটঞ্জক চণ্ডাল বলিয়া খ্যাত ছিল, সে পূর্ব্বেও সেই প্রকারে দৃষ্ট হইয়াছিল। ৮৭। বিধাতার মায়ার বিচিত্রতা প্রযুক্ত সে দেশান্তর গমন করিয়া, কীররাজ হয় এবং সেই ব্যক্তিই অগ্নিতে প্রবেশ করে। ৮৮। আপনার সম্বন্ধ বলিয়া প্রতিবিম্বস্বরূপে কেবল তোমারই চিত্তে কটঞ্জকের আচারের অবস্থান ঘটিয়াছিল; (অন্যের চিত্তে নহে)। ৮৯। যাহারা অজ্ঞানী, তাহারা আমি সেই, আমি এই, আমার জন্ম এই প্রকার, এইরূপ অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ থাকে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি, আমিই সকল বস্তু (আমি ভিন্ন কোন বস্তুই নাই) এইরূপ বোধ করিয়া, অবসন্নতা প্রাপ্ত হয় না। ৯০। জ্ঞানী ব্যক্তি পদার্থ বিষয়ে অনর্থ চিন্তা করেন না, সেই জন্য ভ্রমমোহাদিতে তাঁহাকে মগ্ন হইতে হয় না। ৯১। তোমার জ্ঞানের পূর্ণাবস্থা হয় নাই

জ্ঞানস্যাপরিপূর্ণত্বাৎ ন শক্নোষি মনোভ্রমং।
সসংভ্রমং বারয়িতুং তেনৈবাক্রম্যসে ক্ষণাৎ। ৯২।
চিত্তং নাভিঃ কিলাস্যেহ মায়াচক্রস্য সর্ব্বশঃ।
স্থীয়তে চেত্তদাক্রম্য তন্ন কিঞ্চিৎ প্রবাধ্যতে। ৯৩।
ত্বমুত্তিষ্ঠ গিরেঃ কুঞ্জে দশ বর্ষাণ্যখিন্নধীঃ।
তপঃ কুরু ততো জ্ঞানমনন্তাভমবাপ্স্যসি। ৯৪।
ইত্যুক্ত্বা পুণ্ডরীকাক্ষস্তথৈবান্তরধীয়ত।
গাধির্বিবেকবশতো বৈরাগ্যং পরমাগতঃ। ৯৫।
জগাম করুণার্দ্রাত্মা নিয়মায়াবনীধরং।
নিরস্তাশেষসংকল্পস্তপস্তত্র চকার হ। ৯৬।
দশ বর্ষাণি তেনাসাবাত্মজ্ঞানমবাপ হ। ৯৭।

বলিয়া, তুমি মনের ভ্রম নিবারণ করিতে সমর্থ হও নাই ; সেই জন্য উহা ক্ষণে ক্ষণে তোমাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ৯২। মন সর্ব্বপ্রকারে এই মায়াচক্রের নাভিসদৃশ, যদি তাহাকে আক্রমণ করিয়া স্থিতি করিতে পার, তাহা হইলে আর কোন বাধার সম্ভাবনা থাকে না। ৯৩। অতএব, তুমি এই গিরিকুঞ্জে দশ বর্ষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাবে তপস্যা করিতে থাক, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। ৯৪। কমলাপতি, এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন ; গাধিও বিবেকাশ্রয় করিয়া পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইলেন। ৯৫। তিনি, করুণার্দ্র মনে তপস্যার উদ্দেশে সেই পর্ব্বতকুঞ্জে, গমন করিলেন এবং সকল সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়া সেখানে তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ৯৬। ক্রমে দশ বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া, দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। ৯৭। মহাত্মা (সেই

অরমত তদনুপ্রাপ্য সত্বং মহাত্মা
ব্যপগতভয়শোকো ভোগভূমাবনিচ্ছঃ।
সততবিগতজীবন্মুক্তরূপঃ প্রশান্তঃ
সকলইব শশাঙ্কঃ পূর্ণতাং পূর্ণচেতাঃ। ৯৮।

ইতি মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে গাধিবৃত্তান্তো নাম
চতুর্ব্বিংশতিতমঃ সর্গঃ। *। ২৪। *।

গাধি) জ্ঞানলাভ করিয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক ভয় ও শোক পরিত্যাগ এবং ভোগ-বাসনা পরিহার পূর্ব্বক (প্রশান্ত জীবন্মুক্তরূপে) পূর্ণকলাশোভী শশধরের ন্যায় চিত্তের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন। ৯৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমেষাতিবিততা দুর্জ্জানা রঘুনন্দন।
মহামোহকরী মায়া বিষমা পারমার্থিকী। ১।
অতোবচ্মি মহাবাহো মায়েয়ং বিষমাত্বহং।
অসাবধানমনসং যোজয়ত্যপি সঙ্কটে। ২।
চিত্তাক্রমণমাত্রাত্তু পরমাদৌষধাদৃতে।
প্রযত্নেনাপি সংসারমহারোগো ন শাম্যতি। ৩।
বর্ত্তমানং ক্রমায়াতং ভজন্ বাহ্যধিয়া ক্ষণং।
ভূতং ভবিষ্যদভজৎ যাতি চিত্তমচিত্ততাং। ৪।
সংকল্পার্থানুসন্ধানবর্জ্জনং চেৎ প্রতিক্ষণং।
করোষি তদচিত্তত্বং প্রাপ্তএবাসি পাবনং। ৫।
চেতনং চেত্যরিক্তং হি প্রত্যক্ চেতনমুচ্যতে।
নির্ম্মলং স্বস্বভাবস্থং ন তত্র কলনা মনঃ। ৬।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রঘুনন্দন! এই প্রকার অতি বিস্তৃত দুর্জ্ঞের মহামোহকর বিষম মায়া-সমূহ পরমার্থিকের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১। অতএব, হে মহাবাহো! আমি তোমাকে (এই) বলিতেছি যে, এই বিষম মায়া অসাবধান ব্যক্তিকে সতত সঙ্কটে পাতিত করিয়া থাকে। ২। চিত্তের আক্রমণ ইহার পক্ষে পরমৌষধ স্বরূপ; ইহা ব্যতিরেকে ভবরোগ শান্তি পাইতে পারে না। ৩। ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, বাহ্য বুদ্ধি দ্বারা ক্ষণকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বিষয় ভজনা করিলে, চিত্ত অচিত্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে;—অর্থাৎ মনের শক্তি কিছুই থাকে না। ৪। (হে রাম!) যদি সংকল্পিত বিষয়ের অনুসন্ধানকে পরিহার করিতে পার, তাহা হইলে পবিত্র চিত্তশূন্যতা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৫। মন যদি বিষয়শূন্য হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক চেতনই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; মন, নির্ম্মল স্বভাববিশিষ্ট হইলে

সা সত্যতা সা শিবতা সাবস্থা পারমার্থিকী।
সর্ব্বজ্ঞতা সা সা তৃপ্তির্নন্নু যত্র মনঃ ক্ষতং। ৭।
অবিবেকাদুপাহৃত্য চেতঃ স্বৈর্যত্নিনিশ্চয়ৈঃ।
বলাৎকারেণ সংযোজ্যং শাস্ত্রসংপুরুষক্রমৈঃ। ৮।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গচ্ছন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
নিরস্তমননালম্বঃ সম্বিন্মাত্রপরোভব। ৯।
মমেদং তদহং সোঽহয়মিতি সংত্যজ্য বাসনাঃ।
একনিষ্ঠতয়ান্তঃস্থঃ সম্বিন্মাত্রপরোভব। ১০।
মলং সংবেদ্যমুৎসৃজ্য মনোনৈর্মল্যমন্দুরঃ।
আশাপাশমলং ছিত্বা স্বয়ং চিতিময়োভব। ১১।
শুভাশুভপরিত্যক্তঃ সংশান্তাশাবিসুচিকঃ।
নষ্টেষ্টানিষ্টদৃষ্টিস্ত্বং সচ্চিন্মাত্রপরোভব। ১২।

(সকল) কল্পনাই পরিত্যাগ করে। ৬। যেখানে মনের বিনষ্টতা (দেখিবে,) সেখানে সত্যতা, মঙ্গল, পরমাবস্থা, সর্ব্বজ্ঞতা ও তৃপ্তিলাভ হইবেই হইবে। ৭। অবিবেকের (হস্ত) হইতে মনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বকীয় ইষ্টবস্তু—ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিশ্চয় করিয়া বলপূর্ব্বক উহাকে সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রসংসর্গে সংযোজিত করা কর্ত্তব্য। ৮। (হে রামচন্দ্র!) তুমি প্রলাপকালে, পরিত্যাগ-সময়ে, গমনে, নিমেষ এবং উন্মেষাবকাশে মনের অবলম্বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মপরায়ণ হও। ৯। এই (ধনাদি) আমার, আমি এইরূপ, আমি সেইরূপ, এই প্রকার বাসনা পরিহার পূর্ব্বক মনকে এক বস্তুতে নিষ্ঠাবান্ রাখিয়া ব্রহ্ম-পরায়ণ হও। ১০। যে যে বস্তু মনের মলিনতার বিষয়, (তুমি) তাহা ত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল হইয়া আশাপাশচ্ছেদন পূর্ব্বক স্বয়ং চিন্ময়স্বরূপে অবস্থিতি কর। ১১। (তুমি) শুভাশুভ পরিত্যাগ করিয়া আশাবিসূচিকার শান্তি কর, এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট দৃষ্টি দূর করিয়া, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে অবস্থিতি

আত্মতাপরতে ছিত্বা নির্বিভাগোজগৎস্থিতৌ।
বজ্রস্তম্ভমিবাত্মানমবলম্ব্য স্থিরোভব। ১৩।
তদা সংক্ষীয়তে মোহঃ সংসারভ্রমকারণং।
নির্মলায়াং নিরাশায়াং স্বসম্বিত্তৌ স্থিতির্যদা। ১৪।
স্বভাবমালোকয়ত আনন্দময়সংস্থিতেঃ।
রসায়নমপি স্বাদু নাম প্রতি বিষায়তে। ১৫।
অনাত্মন্যাত্মভাবেন দেহমাত্রাস্থয়ানয়া।
পুত্রদারকুটুম্বৈশ্চ চেতোগচ্ছতি পীনতাং। ১৬।
অহঙ্কারবিলাসেন মমতামললীলয়া।
ইদম্মমেতি ভাবেন চেতোগচ্ছতি পীনতাং। ১৭।
আধিব্যাধিবিনাশেন সমাশ্বাসেন সংস্থিতৌ।
হেয়াহেয়প্রযত্নেন চেতোগচ্ছতি পীনতাং। ১৮।

কর। এই আত্মা আমি, এবং এই আত্মা অপর, এইরূপ ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, জগতের স্থিতি-বিষয়ে বিভাগবিহীন হইয়া, বজ্রস্তম্ভের ন্যায় আত্মাকে অবলম্বন পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি কর। ১৩। যে সময়ে আশা-রহিত নির্ম্মল আত্মজ্ঞান লাভ হইবে, সে সময়ে সংসারের ভ্রম-কারণ মোহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। ১৪। (যখন) আনন্দময় স্থিতি দ্বারা স্বভাব সন্দর্শন করিতে পারিবে, সে সময়ে পরম সুস্বাদু দ্রব্য বিষবৎ উপলব্ধি হইবে। ১৫। দেহে আস্থা থাকাতে অনাত্ম বস্তুতে আত্মভাব হইয়া পুত্র, দারা এবং কুটুম্ব-সংসর্গে মন স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৬। অহঙ্কার এবং "আমার এই বস্তু" এই প্রকার মমতা দ্বারা মন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৭। (পরে উত্তম সুখ হইবে.) এই প্রকার আশায় অবস্থিতি এবং চিন্তা রূপ ব্যাধির বিনাশ দ্বারা গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ পাওয়াতে মন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮। স্নেহ প্রযুক্ত, ধনলাভ নিবন্ধন, এবং মণি ও রমণী-

স্নেহেন ধনলাভেন লোভেন মণিযোষিতাং।
আপাতরমণীয়েন চেতোগচ্ছতি পীনতাং। ১৯।
দুরাশাক্ষীরপানেন ভোগাবিলবলেন চ।
আস্থাদানেন চারেণ চিত্তাহির্যাতি পীনতাং।২০।
উদ্গালকবদালূনবিশীর্ণভূতপঞ্চকং।
কৃত্বা কৃত্বা ধিয়া ধীর ধীরয়ান্তর্বিচারয়। ২১।

শ্রীরাম উবাচ।

কেন ক্রমেণ ভগবন্ মুনিনোদ্গালকেন চ।
ভূতপঞ্চকমালূনং কৃতান্তঃ প্রবিচারিতং। ২২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাম যথা পূর্ব্বং ভূতবৃন্দবিচারণাৎ।
উদ্গালকেন সংপ্রাপ্তা পরমা দৃষ্টিরক্ষতা। ২৩।
গন্ধমাদনশৈলেন্দ্রে নাম্না কাচিৎ কিল স্থলী।
বিদ্যতে কীর্ণকুসুমা কর্পূরদ্রুমধূযরা। ২৪।

লালসা হেতু মন আপাতরমণীয় বিষয়ে স্থূলভাব ধারণ করিয়া থাকে। ।১৯। মনরূপ ভুজঙ্গ, দুরাশা স্বরূপ ক্ষীর-পান, ভোগরূপ বিলে অবস্থান, আস্থা গ্রহণ ও গমন দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০। হে ধীর! তুমি ধীর বুদ্ধি দ্বারা পঞ্চ ভূতময় এই দেহ ছেদ ও বিদীর্ণ করিয়া উদ্গালক মুনির ন্যায় অন্তঃকরণে বিচার করিয়া দেখ। ২১। শ্রীরাম কহিলেন;—হে ভগবন্! উদ্গালক মুনি কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ বিদীর্ণ করত বিচার করিয়াছিলেন, (আমাকে তাহা জানাইয়া দিউন)। ২২। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রাম! যে প্রকারে পঞ্চভূত বিচার করিয়া উদ্গালক মুনি পূর্ব্বে অক্ষয় পরম দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, (আমি তাহা বলিতেছি) শ্রবণ কর। ২৩। গন্ধমাদন পর্ব্বতে একটী স্থান আছে, (উহা) কর্পূর বৃক্ষে ধূষরবর্ণ কুসুমসমূহে (সতত আচ্ছন্ন)। ২৪। তত্রত্য ফল-বৃক্ষ-সুশোভিত

তত্র কস্মিংশ্চিদুচিতে সানৌ সফলপাদপে।
উদ্‌গালকোনাম মুনিরাসীদুদ্দামতাপসঃ। ২৫।
প্রথমং তু বভূবাসাবল্পপ্রজ্ঞো বিহারবান্।
ততঃ ক্রমেণ তপসা শাস্ত্রার্থনিয়মৈর্যমৈঃ।
বিবেক আজগামৈনমথেদং সমচিন্তয়ৎ। ২৬।
কিং তৎ প্রাপ্য প্রধানং স্যাদযদ্বিশ্রান্তৌ ন শোচ্যতে।২৭।
কদাহং ত্যক্তমমলে পদে পরমপাবনে।
চিরং বিশ্রান্তিমেষ্যামি মেরুশৃঙ্গ ইবাম্বুদঃ। ২৮।
কদা শমমুপৈষ্যন্তি মমান্তর্ভোগসম্বিদঃ। ২৯।
ইদং কৃত্বেদমপ্যন্যৎ কর্ত্তব্যমিতি চঞ্চলাং।
কদা মননকল্লোলাং নাবা পরময়া ধিয়া।
পরিতীর্ণোভবিষ্যামি মত্তাং তৃষ্ণাতরঙ্গিণীং। ৩০।

এক উন্নত সানুপ্রদেশে উদ্‌গালক নামে এক মহাতপস্বী ঋষি বাস করিতেন। ।২৫। সেই অল্পবুদ্ধি মুনি, প্রথমে (অতিশয়) ক্রীড়াসক্ত ছিলেন; পরে ক্রমশঃ তপস্যা, শাস্ত্রানুশীলন ও সংযম দ্বারা বিবেক-বশবর্ত্তী হইয়া, এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকেন। ২৬। যে বস্তু পাইলে লোকে প্রাধান্য লাভ করে, এবং যাহাতে বিশ্রাম লাভ করিলে (লোককে) আর শোক করিতে হয় না, সেই বস্তু কি?। ২৭। সুমেরু-শিখরে যেরূপ অম্বুদ অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় আমি কবে অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক পরম পবিত্র নির্ম্মল (ব্রহ্ম)-পদে চিরকালের জন্য বিশ্রান্তি লাভ করিব!। ২৮। কোন্ কালে আমার অন্তরের ভোগেচ্ছা শান্তি প্রাপ্ত হইবে?। ২৯। আমি কবে এই কর্ম্ম করিয়া পরে অন্য কর্ম্ম করিব, এই প্রকার চঞ্চল তরঙ্গময়ী মত্ত তৃষ্ণা-তরঙ্গিণী দিব্য বুদ্ধি-নৌকার দ্বারা সমুত্তীর্ণ হইব!। ৩০। কবে (আমি)

কদা সন্তোষমেষ্যামি স্বপ্রকাশপদে স্থিতঃ। ৩১।
কদোপশান্তমননো ধরণীধরকন্দরে।
সমেষ্যামি শিলাসাম্যং নির্বিকল্পসমাধিনা।৩২।
নিরংশধ্যানবিশ্রান্তিমূকস্য মম মূর্দ্ধনি।
কদা কর্ণে করিষ্যন্তি কূলায়ং বনপত্রিণঃ। ৩৩।
ইতি চিন্তাপরবশো বন উদ্‌গালকোদ্বিজঃ।
পুনঃপুনঃ সূপবিশ্য ধ্যানাভ্যাসং চকার সঃ। ৩৪।
বিষয়ৈর্নীয়মানে তু চিত্তে মর্কটচঞ্চলে।
ন স লেভে সমাধানপ্রতিষ্ঠাং প্রীতিদায়িনীং। ৩৫।
কদাচিৎ বাহ্যসংস্পর্শপরিত্যাগাদনন্তরং।
তস্যাগচ্ছচ্চিত্তকপিরান্তরস্পর্শসঞ্চয়ং। ৩৬।
কদাচিদান্তরস্পর্শাদ্বাহ্যং বিষয়মাদদে।
তস্যোড্ডীয় মনোযাতি কদাচিত্ত্রস্তপক্ষিবৎ। ৩৭।

স্বপ্রকাশের পদপ্রান্তে অবস্থান করিয়া সন্তোষ-সুখ ভোগ করিব ?।৩১। (আমি) কখন্ শান্তমনন হইয়া ভূধর-কন্দরে অবস্থান পূর্ব্বক নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা শিলার সমানত্ব লাভ করিব ?।৩২। ব্রহ্মধ্যান দ্বারা বিশ্রান্ত ও নির্ব্বাক্ হইলে আমার মস্তকে বনবিহঙ্গ সকল আগমন করিয়া কবে কর্ণে অবস্থান করিবে ?।৩৩। উদ্‌গালক মুনি, এইপ্রকার চিন্তা-পরবশ হইয়া সেই বনে পুনঃ পুনঃ উপবেশন করিয়া ধ্যানাভ্যাস করিলেন।৩৪। (কিন্তু) বানরের ন্যায় অস্থির তদীয় অন্তঃকরণ, বিষয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রীতি-দায়ক সমাধি-সুখ-ভোগ করিতে পারিল না।৩৫। যেরূপ বানর এক বৃক্ষ-শাখা পরিত্যাগ করিয়া শাখান্তর অবলম্বন করে, তাহার ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয় স্পর্শ করিল।৩৬। কখনও তাঁহার চিত্ত ত্রস্ত পক্ষীর ন্যায় অন্তরস্থ দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, বাহ্য বস্তু প্রাপ্তি পূর্ব্বক চঞ্চলভাবে গমন করিতে লাগিল।৩৭।

কদাচিদুদিতার্কাভং তেজঃ পশ্যতি বিস্তৃতং।
কদাচিৎ কেবলং ব্যোম কদাচিন্নিবিড়ং তমঃ। ৩৮।
ইতিপর্য্যাকুলস্বান্তঃ সোহলুঠৎ ধ্যানবৃত্তিষু।
অতিপর্য্যাকুলমনা বিজহারারতির্গিরৌ। ৩৯।
সমগ্রজনদুষ্প্রাপামেকদা প্রাপ্য কন্দরাং।
প্রশান্তসর্ব্বসঞ্চারাং মুনির্মোক্ষদশামিব।
স তাং বিবেশ ধর্ম্মাত্মা গন্ধমাদনকন্দরাং। ৪০।
চকারাসনমাস্তীর্ণৈঃ পত্রৈরন্তস্থগুচ্ছকং।
তস্য প্রস্তারয়ামাস পৃষ্ঠে চারু মৃগাজিনং।
তত্রোপবিশদাবেশাচ্চেতসস্তনুতাং নয়ন্। ৪১।
বুদ্ধবৎ সুদৃঢ়াবদ্ধপদ্মাসনউদঙ্‌মুখঃ।
পার্ষ্ণিভ্যাং বৃষণৌ ধৃত্বা চকার ব্রাহ্মমঞ্জলিং। ৪২।

তাঁহার মন কোনও সময়ে উদয়প্রাপ্ত দিবাকরের তেজের ন্যায় বিস্তৃত তেজ দর্শন করিল; কখনও বা কেবল আকাশ, অথবা নিবিড় অন্ধকার দর্শন করিতে থাকিল। ৩৮। মুনীন্দ্র এই প্রকারে অন্তরে পরিতাপিত হইয়া, ধ্যান হইতে বিচ্যুত হইলেন এবং গিরিশিখরে অবস্থান করিয়া, শান্তি না পাওয়াতে ব্যাকুলভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৩৯। একদিন দৈবযোগে মোক্ষদশার ন্যায় সকলের সুদুষ্প্রাপ্য সকল প্রাণীর সঞ্চার-শূন্য গন্ধমাদন গিরির এক (নিভৃত) কন্দর সন্দর্শন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৪০। সেখানে পত্র-আস্তরণ করিয়া তদুপরি মনোহর মৃগ-চর্ম্মাসন বিস্তার পূর্ব্বক অনুরাগ বশতঃ মনকে সূক্ষ্ম করিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। ৪১। পাদের পার্ষ্ণিভাগ দ্বারা মুষ্কদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বদ্ধ-পদ্মাসন ও উত্তরমুখ হইয়া প্রবুদ্ধের ন্যায় ব্রহ্মসম্বন্ধীয় অঞ্জলি ধারণ করিলেন। ৪২। (তদনন্তর) মনোরূপ চঞ্চল

বাসনাভ্যঃ সমাহৃত্য মনোমৃগমুপপ্লুতং।
নির্বিকল্পং সমাধ্যর্থং চকারেমাং বিচারণাং। ৪৩।
অপি মূর্খ মনঃ কোঽর্থে তব সংসারবৃত্তিভিঃ।
ধীমন্তো ন নিষেবন্তে পর্য্যন্তে দুঃখদাক্রিয়াং। ৪৪।
অনুধাবতি যোভোগাংস্ত্যক্ত্বা শমরসায়নং।
সংত্যক্তমন্দারবনঃ প্রযাতি বিষজঙ্গলং। ৪৫।
যদা যাসি মহীরন্ধ্রং ব্রহ্মলোকমথাপি বা।
তন্ন নির্বৃতিমাপ্নোষি বিনোপশমনামৃতং। ৪৬।
ইমা বিচিত্রাঃ কলনা ভাবাভাবময়াত্মিকাঃ।
দুঃখায়ৈব তবোগ্রায় ন সুখায় কদাচন। ৪৭।
শব্দাদিকাভিরেতাভিঃ কিং মূর্খ হতবৃত্তিভিঃ। ৪৮।
যস্মাৎ কিঞ্চিদবাপ্নোষি যস্মিন্ রহসি নির্বৃতিং।
তস্মিংশ্চিত্তশমে মূর্খ নানুধাবসি কিং পদং। ৪৯।

মৃগকে আকর্ষণ করিয়া নির্বিকল্প সমাধি করিবার নিমিত্ত এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪৩। রে মূঢ় অন্তঃকরণ! তোর সংসারাবস্থানের প্রয়োজন কি? যে কার্য্য পরিণামে দুঃখদায়ক, জ্ঞানীরা (কখনও) তাহার অনুষ্ঠান করেন না। ৪৪। যে ব্যক্তি শান্তিরস পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়-ভোগে প্রধাবিত হয়, সে পারিজাত বন পরিত্যাগ করিয়া বিষবৃক্ষ বনে প্রবেশ করে। ৪৫। যদি পাতাল, কিংবা ব্রহ্মলোকে গমন কর, তাহা হইলে শান্তি-অমৃত ব্যতিরেকে কখন নির্বৃতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। ৪৬। এই যে ভাব ও অভাবময় বিচিত্র কল্পনার বিষয় সকল, ইহা কেবল দুঃখ প্রদানের জন্য (সৃষ্ট হইয়াছে); কখনও সুখের জন্য নহে। ৪৭। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি অনিত্য বস্তুতে তোমার অবস্থানের প্রয়োজন কি?। ৪৮। রে অজ্ঞান অন্তঃকরণ! যে বস্তু হইতে কোনও অপূর্ব্ব বস্তু লাভ হইয়া থাকে, তুমি নির্জ্জনে তাহা অবলম্বন করিলেই নির্বৃতি পাইতে পারিবে; অতএব

আগত্য শ্রোত্রতাং মূর্খ ব্যর্থোত্থানোপবৃংহিতাং।
ধিয়া শব্দানুসারিণ্যা মৃগবন্মা ক্ষয়ং ব্রজ ।৫০।
অহন্তাং গত্য দুঃখায় স্পর্শোন্মুখতয়া তয়া।
মূর্খ মাবদ্ধতামেহি গজীলুব্ধগজেন্দ্রবৎ।৫১।
রসনাভাবমাগত্য গর্দ্ধেনানুদ্রবস্ব মা।
মা নাশমেহি বড়িশপিণ্ডীলম্পটমৎস্যবৎ।৫২।
চাক্ষুষীং বৃত্তিমাশ্রিত্য স্ত্র্যাদিরূপচয়োন্মুখীং।
মাগচ্ছ গর্দ্দতাং মুগ্ধ কান্তিমুগ্ধপতঙ্গবৎ।৫৩।
ঘ্রাণমার্গমুপাশ্রিত্য শরীরাম্ভোজকোটরে।
গন্ধোন্মুখতয়া গন্ধং মামনাশ্রয়ভৃঙ্গবৎ।৫৪।

রে মূর্খ! চিত্তের শান্তির উদ্দেশে (বিহিত উপায়) অবলম্বন কর না কেন? ৪৯। রে অবোধ (অন্তঃকরণ!) তুমি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুগত হইয়া বৃথা শব্দানুযায়ী বুদ্ধির সাহায্যে মৃগের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইও না;—অর্থাৎ মৃগ যেরূপ সুস্বর শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ব্যাধহস্তে নিহত হইয়া থাকে, তুমি শ্রবণেন্দ্রিয়ের কুহকে পতিত হইয়া সেইরূপ নষ্ট হইও না।৫০। রে মূর্খ! শরীরের ক্লেশদায়ক অহংভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, স্পর্শসুখে মত্ত হইয়া হস্তী যেরূপ বদ্ধ হস্তিনীর সহবাস-কামনায় বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তুমি বদ্ধ হইও না। ৫১। তুমি জিহ্বার আনুগত্য গ্রহণ করিয়া নিন্দিত মিষ্টান্নাদি রসলালসায় মৎস্য যেরূপ বড়িশযুক্ত ভক্ষ্য বস্তুর লোভে নষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বিনষ্ট হইও না।৫২। যেরূপ অগ্নির কান্তি দর্শন করিয়া পতঙ্গ তাহাতে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায়, রে মূর্খ! তুমি চক্ষুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ললনাজন-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নষ্ট হইও না।৫৩। (রে মূঢ়!) ভৃঙ্গ যেরূপ লোভবশতঃ পদ্মোদরে বদ্ধ হইয়া অনাশ্রয়ের ন্যায় অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় তুমি গন্ধলুব্ধ হইয়া

কুরঙ্গালিপতঙ্গেভমীনা হ্যেকৈকশো হতাঃ।
সর্ব্বৈরেতৈরনর্থৈস্তু ব্যাপ্তস্য হি কুতঃ সুখং। ৫৫।
হে চিত্ত বাসনাজালং বন্ধায় ভবতোহিতং।
যদি শাম্যসি তৎ ত্যক্ত্বা তদনন্তো জয়স্তব। ৫৬।
করোম্যেষ কিমর্থং বা তবৈতদনুশাসনং।
বিচারণবতঃ পুংসশ্চিত্তং ত্বমপি নানঘ। ৫৭।
অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য তন্বীত্যপি মনঃস্থিতিঃ।
ন সম্ভবতি বিল্লান্তর্বাসিতা দন্তিনোযথা। ৫৮।
পাদাঙ্গুষ্ঠাচ্ছিরোযাবৎ কণশঃ প্রবিচারিতং।
ন লব্ধোসাবহং নাম কস্মাদহমিতি স্থিতিঃ। ৫৯।
ভাবিতাশেষদিক্কুঞ্জং পশ্যাম্যেকং জগত্ত্রয়ে।
সম্বেদনমসম্বেদ্যং সর্ব্বত্রবিদিতাত্মকং। ৬০।

বদ্ধ হইও না। ৫৪। (যখন) এক এক অনর্থ বিষয়ে লোভ করিয়া কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মাতঙ্গ, ও মীন ইহারা নষ্ট হইয়া থাকে, (তখন) যে ব্যক্তি সকল অনর্থে আক্রান্ত, তাহার সুখ কিরূপে সম্ভবিতে পারে?। ৫৫। হে চিত্ত! তোমার বাসনাসমূহ বন্ধনের কারণ, (ইহা) তোমার হিতকারী নহে; যদি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপথ গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অনন্ত জয় লাভ ঘটিতে পারে।৫৬। 'হে চিত্ত! আমি কি জন্য তোমাকে শাসন করি', যে ব্যক্তি অন্তরে এরূপ বিচার করে, আমরা তাহা-কেও (নিষ্পাপ বলিয়া গণ্য করিতে পারি)। ৫৭। মনের স্থিতি (অতি) সূক্ষ্ম, ইহাতে অনন্ত পরমাত্মার অবস্থিতি, শ্রীফলমধ্যে হস্তিস্থিতির ন্যায় সম্ভাবিত নয়। ৫৮। আমি পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত তিল তিল বিচার করিয়া দেখিলাম, (কোনও স্থানে) "অহং" পদার্থের অবস্থিতি দেখিতে পাইলাম না। ৫৯। এই ত্রিগজ্জমধ্যে নিখিল দিক্-কুঞ্জসকল পূর্ণ করিয়া জ্ঞানের অগম্য, অথচ জ্ঞানময় এক আত্মাকে সর্ব্বত্রই দেখিতে

দৃশ্যতে যস্য নেয়ত্তা ন নামপরিকল্পনা।
নৈকতা নান্যতা চৈব ন মহত্তা ন চানুতা। ৬১।
বেদনত্বে সুসংবেদ্যে ময়ি ত্বং দুঃখকারণং।
বিবেকজেন বোধেন তদিদং তন্যসে ময়া। ৬২।
ইদং রক্তমিদং মাংসমিমান্যস্থীনি দেহকে।
ইমে তে শ্বাসমরুতঃ কোঽসাবহমিতি স্থিতিঃ। ৬৩।
মাংসমন্যদসৃক্ চান্যদস্থীন্যন্যানি চিত্ত হে।
বোধোঽন্যঃ স্পন্দনং চান্যৎ কোসাবহমিতি স্থিতিঃ। ৬৪।
ইদং ঘ্রাণমিয়ং জিহ্বা ত্বগিয়ং শ্রবণে ইমে।
ইদঞ্চক্ষুরয়ং স্পন্দঃ কোঽসাবহমিতি স্থিতিঃ। ৬৫।
অহমেবেতি সর্ব্বত্র নাহং কিঞ্চিদপীহ বা।
ইত্যেবং সন্ময়ী দৃষ্টির্নিতরাং বিদ্যতে ক্রমঃ। ৬৬।

পাইতেছি। ৬০। যে আত্মার পরিমাণ, নাম এবং রূপাদি কল্পনা নাই; যাঁহার একত্ব, অন্যত্ব, মহত্ত্ব, ও অনুত্বাদি কিছুই নাই; । ৬১। বিজ্ঞানস্বরূপ সেই আত্মাকে (অহং জানামি) এইরূপে জানিতে হয়; হে চিত্ত! তুমি তাঁহাকে দুঃখের কারণ বলিয়া অবধারণ কর কেন? তুমি এক্ষণে আমার বিবেক-সম্ভূত জ্ঞানসাহায্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছ, অর্থাৎ এক্ষণে বৈরাগ্যের সহিত তোমার জ্ঞানোদ্রেক হইয়াছে। ৬২। (যে) দেহে এই রক্ত, এই মাংস, এই অস্থি, এই শ্বাসবায়ু বর্ত্তমান, তাহাতে অহংরূপের স্থিতি কিরূপে সম্ভবিতে পারে? । ৬৩। হে চিত্ত! মাংস, রক্ত, অস্থি, বোধ, স্পন্দন এ সকলই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, ইহার কোন্‌টীতে "অহং" বিরাজমান আছে, বল?। ৬৪। এই নাসিকা, এই রসনা, 'এই ত্বক, এই কর্ণ, এই চক্ষু, এই স্পন্দন-ক্রিয়া; (জিজ্ঞাসা করি) ইহার কোন্‌টীতে "অহং" অবস্থিত আছে?। ৬৫। সর্ব্বত্রই আমি, কিংবা এই জগতে আমি কিছুই নহি, এই দৃষ্টিই মঙ্গলের কারণ;

চিরমজ্ঞানধূর্ত্তেন প্রোথিতোপ্যস্ম্যহং তথা।
দিষ্ট্যেদানীং পরিজ্ঞাতো ময়ৈষোঽজ্ঞানতস্করঃ। ৬৭।
পুনর্ন সংশ্রয়াম্যেনং স্বরূপার্থাপহারিণং।
বাসনাহীনমপ্যেতৎ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ং স্বতঃ।
প্রবর্ত্ততে বহিঃ স্বার্থে বাসনামাত্রকারণং। ৬৮।
তস্মাম্মুখ্যানীন্দ্রিয়াণি ত্যক্ত্বান্তর্বাসনাং নিজাং।
কুরুধ্বং কর্ম্ম হে সর্ব্ব নোদুঃখং সমবাপ্স্যথ। ৬৯।
তৃষ্ণয়ৈব বিনষ্টাঃ স্থ ব্যর্থমিন্দ্রিয়বালকাঃ।
কোষকারাঃ কুক্রময়স্তন্তুনেব স্বয়ম্ভুবা ৭০।
হে চিত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়াকাশ তস্মাৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈরৈক্যমুপেত্য নূনং।
আলোক্য চাত্মানমসৎস্বরূপং।
নির্ব্বাণমেকায়নবোধমাপ। ৭১।

সুতরাং এতদবলম্বন কর্ত্তব্য। ৬৬। আমি এতকাল অজ্ঞান-ধূর্ত্তের ছলনায় উন্নতভাবে অবস্থিত ছিলাম, এক্ষণে ভাগ্যক্রমে আমার সেই অজ্ঞান-তস্কর পরিজ্ঞাত হইয়াছে। ৬৭। আমি, স্বরূপার্থনাশক অজ্ঞানকে পুনর্ব্বার আশ্রয় করিব না; (কারণ) বাসনাবিহীন হইলেও এই ইন্দ্রিয়াদি স্বভাবতঃ বাহ্য বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; (অতএব) কেবলমাত্র বাসনাই, (ভোগের) কারণ নহে। ৬৮। (যাহা হউক) হে প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা আপনাদিগের অন্তর্গত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম করিতে থাক, তাহা হইলে তোমাদিগকে আর দুঃখিত হইতে হইবে না। ৬৯। কোষকার কৃমি যেরূপ নিজকৃত তন্তুতে আবদ্ধ হইয়া নষ্ট হয়, হে ইন্দ্রিয়বালক! সেইরূপ তোমরা বৃথা বাসনা দ্বারা বিনষ্ট হইতেছ। ৭০। হে চিত্ত! তুমি সকলেন্দ্রিয়ের আকাশস্বরূপ, অতএব সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত ঐক্য করিয়া, অসৎ

বিষয়বিষবিসূচিকামনন্তাং নিপুণমহং স্থিতিবাসনামপাস্য।
অভিমতপরিহারমন্ত্রযুক্তো ভবতি ভবোভগবান্
ভিয়ামভূমিঃ। ৭২।

উদ্দালক উবাচ।

সংকল্পপাদপং তৃষ্ণালতাং ছিত্বা মনোবনং।
বিততাং ভুবমাসাদ্য বিহরামি যথাসুখং। ৭৩।
পদং তদনুযাতোঽস্মি কেবলোঽস্মি জয়াম্যহং।
নির্ব্বাণোঽস্মিনির্ব্বলোঽস্মি নিরীহোঽস্মি নিরীপ্সিতঃ।৭৪।
স্বচ্ছতোর্জিততামত্তা কৃত্যতা সত্যতা জ্ঞতা।
আনন্দিতোপশমিতা সৌম্যতা নির্বিকল্পতা। ৭৫।
পূর্ণতা দীনতা সত্তা কান্তিমত্তৈকতানতা।
সর্ব্বৈকতা নির্ভয়তা ক্ষীণত্বং ত্ববিকল্পতা। ৭৬।

স্বরূপ আত্মাকে দর্শন পূর্ব্বক একমাত্র লয়স্থান নির্ব্বাণ-পথের পথিক হও। ৭১।

(হে চিত্ত!) বিষয়-বিষবিসূচিকাস্বরূপ অনন্ত অহংস্থিতির বাসনা পরিহার করিয়া অভিমত বস্তু পরিত্যাগ রূপ মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ভয় স্থান পরমেশ্বরস্বরূপ সংসারে লয় প্রাপ্ত হও। ৭২। উদ্দালক কহিলেন ;—যে বনে সঙ্কল্প স্বরূপ বৃক্ষের উৎপত্তি ও তৃষ্ণারূপ লতার জন্ম, আমি মনোরূপ সেই বনচ্ছেদন পূর্ব্বক বিস্তৃত ব্রহ্মভূমি প্রাপ্ত হইয়া যথাসুখে বিহার করিতে থাকিব। ৭৩। আমি (এক্ষণে) নির্ব্বাণস্বরূপ, ক্রিয়া-শূন্য, চেষ্টাবর্জ্জিত ও ইচ্ছাবিহীন হইয়া, ব্রহ্মপদের অনুগমন পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়া জয়যুক্ত হইতে চাই। ৭৪। নির্ম্মলতা, মহত্ত্বতা, অমত্ততা, কৃত্যতা, সত্যতা, জ্ঞানযুক্ততা, আনন্দিততা, উপশমতা, সুন্দরতা, বিকল্পশূন্যতা,। ৭৫। পূর্ণতা, অদীনতা, সত্তা, কান্তিমত্তা, একজ্ঞানবিষয়তা, সর্ব্বৈকতা, নির্ভয়তা, অক্ষী-

এতা নিত্যোদিতাঃ স্বচ্ছাঃ সুন্দর্য্যঃ সুভগোদয়াঃ।
মমৈকাত্মবতোনিত্যং কান্তা হৃদয়বল্লভাঃ। ৭৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি নির্ণীয় শিতয়া ধিয়া ধবলয়া মুনিঃ।
বদ্ধপদ্মাসনস্তস্থাবর্দ্ধোন্মীলিতলোচনঃ। ৭৮।
ওঁকারমকরোত্তারস্বরমূর্দ্ধগতধ্বনিঃ
সম্যগাহতলাঙ্গূলঘণ্টাকুণ্ঠমিবারবং। ৭৯।
ওমুচ্চারয়তস্তস্য সম্বিত্তত্ত্বে উদঙ্মুখে।
যাবদোঙ্কারমূর্দ্ধস্থে বিবতে বিমলাত্মনি। ৮০।
সার্দ্ধত্রিংশাত্মমাত্রস্য প্রথমাংশে স্ফুটারবে।
প্রণবস্য সমাক্ষুব্ধপ্রাণাবলিতদেহকে। ৮১।
রেচকাখ্যোঽখিলং কায়ং প্রাণনিষ্ক্রমণক্রমঃ।
ব্যক্তীচকার পীতাম্বুরগস্ত্যইব সাগরং। ৮২।

ণতা, ও অবিকল্পতা ।৭৬। এই কয়েকটী নির্ম্মল ললনা ব্রহ্মপরায়ণ আমার হৃদয়ে নিত্যকাল উদিত হইয়া, মৎপ্রিয়তা সাধন করুক। ৭৭। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—মুনীন্দ্র উদ্দালক, এইপ্রকার অবধারণ করিয়া মার্জ্জিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে ধ্যানস্থ হইলেন। ।৭৮। যেরূপ সম্যক্ প্রকারে আহত হইলে ঘণ্টাধ্বনি হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তিনি তারস্বরে মস্তকমধ্যে ওঁকারধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৭৯। যে সময়ে তিনি ওঁকার উচ্চারণ করেন, সে সময়ে ওঁকারমস্তকে বিস্তৃত বিমলাত্ম ব্রহ্মতত্ত্ব অবস্থিতি করিলে, । ৮০। প্রণবশব্দ, সার্দ্ধত্রিংশমাত্রার প্রথমাংশের স্ফুটরূপে প্রকাশ পাইল, এবং তাহাতে প্রাণ সহিত দেহ আবলিত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ৮১। তদনন্তর প্রাণ-নিষ্ক্রমণের ক্রমস্বরূপ রেচক, সমুদ্র-সলিল-পায়ী অগস্ত্য যেরূপ জলপান করিয়া রেচনদ্বারা সাগরকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,

অতিষ্ঠৎ প্রাণপবনশ্চেতস্মা পূরিতেঽম্বরে।
হৃদয়াগ্নির্জ্জ্বলোজ্জ্বালো দদাহ মলিনং বপুঃ। ৮৩।
যাবদিচ্ছমবস্থৈষা প্রণবস্যাপরে ক্রমে।
বভূব ন হঠাদেব হঠযোগোহি দুঃখদঃ। ৮৪।
অথেতরাংশাবসরে প্রণবস্য সমস্থিতৌ।
নিস্পন্দঃ কুম্ভকোনাম প্রাণানামভবৎ ক্রমঃ। ৮৫।
ন বহির্নান্তরোনাধো নোর্দ্ধং নাশাসু তত্র তে।
সংক্ষোভমগমন্ প্রাণা অবসন্ স্তম্ভিতা ইব। ৮৬।
দগ্ধদেহপুরোবহ্নিঃ শশামাশনিবৎ ক্ষণাৎ।
অদৃশ্যাবসিতং ভস্ম শরীরং হিমপাণ্ডরং। ৮৭।
যত্র কর্পূরশয্যায়াং সুপ্তানীব সুখোচিতং।
শরীরাস্থীনি লক্ষ্যন্তে নিস্পন্দানি সিতানি চ। ৮৮।

তাহার ন্যায় সমস্ত শরীরকে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যক্ত করিল। ৮২। (যে কাল পর্য্যন্ত) মন দ্বারা পূর্ণ আকাশে প্রাণবায়ু অবস্থিতি করিতে লাগিল, (সে কাল পর্য্যন্ত) প্রদীপ্ত জ্বালাবিশিষ্ট হৃদয়াগ্নি মলিন দেহকে দগ্ধ করিতে থাকিল। ৮৩। যাবৎকাল পর্য্যন্ত বাসনা প্রকাশ থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় থাকা উচিত; কারণ, প্রণবের পরে অন্যান্য যেসকল ক্রম আছে, তাহা দ্বারা সিদ্ধ হওয়া যায় না; (বিশেষতঃ) হঠযোগ অতিশয় দুঃখদায়ক। ৮৪। প্রণ-বোচ্চারণের দ্বিতীয় কালে প্রণবসমানস্থিতি হইলে, ক্রমে স্পন্দহীন কুম্ভক নামক প্রাণের সঞ্চার হইল। ৮৫। সে সময়ে বাহিরে, অন্তরে, উর্দ্ধে, অধঃস্থানে, দশদিকে কোনরূপেই প্রাণের বিক্ষোভ হইল না, (তখন উহা) স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিল। ৮৬। অগ্নি বজ্রের ন্যায়সাক্ষাতে দেহ দগ্ধ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে শান্তভাব ধারণ করিল, (তখন) শরীর অদৃশ্য হইয়া হিমানী তুল্য পাণ্ডরবর্ণ ভস্মে পরিণত হইল। ৮৭। (তখন) শ্বেতবর্ণ ভস্মশয্যাতে সুপ্তের ন্যায় সুখানুভব হইতে লাগিল; শরীরস্থ শুক্লবর্ণ অস্থি-

তদ্ভস্ম পবনাধীনং সাস্থি বায়ুরচিক্ষিপৎ। ৮৯।
উদ্দণ্ডপবনোদ্ধূতমাবৃত্য গগনং ক্ষণাৎ।
শরদীবাত্র মিহিকা কাপি ভস্মাস্থি সংযযৌ। ৯০।
যাবদিচ্ছমবস্থেষা প্রণবস্যাপরে ক্রমে।
বভূব ন হঠাদেব হঠযোগোহি দুঃখদঃ। ৯১।
ততস্তৃতীয়াবসরে প্রণবস্যোপশান্তিদে।
পূরণাৎ পূরকো নাম প্রাণানামভবৎ ক্রমঃ। ৯২।
তস্মিন্নবসরে প্রাণাশ্চেতনামৃতমধ্যমাঃ।
ব্যোম্নি শীতলতামীয়ুর্হিমসংস্পর্শসুন্দরীং। ৯৩।
ক্রমাদ্গগনমধ্যস্থাশ্চন্দ্রমণ্ডলতাং যযুঃ।
কলাকলাপসম্পূর্ণে তে তস্মিংশ্চন্দ্রমণ্ডলে। ৯৪।
রসায়নময়া ধীরাঃ সম্পন্নাঃ প্রাণবায়বঃ।
সা পপাতাম্বরাদ্ধারা শেষে শারীরভস্মনি। ৯৫।

সকল নিঃস্পন্দের ন্যায় লক্ষিত হইল। ৮৮। পবন, অস্থিসহিত সেই ভস্মকে (চতুর্দ্দিকে) নিক্ষিপ্ত করিল। ৮৯। এবং (ক্রমশঃ) প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়া, ক্ষণকাল মধ্যে আকাশ সমাচ্ছাদিত পুর্ব্বক শরৎকালের মেঘের ন্যায় তাহাকে উড়াইয়া দিল, (তখন) ভস্মাস্থি কোথায়, (কাহারও) লক্ষ্য হইল না। ৯০। যে কাল পর্য্যন্ত ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎকাল এই অবস্থা অবলম্বন করা উচিত; কারণ, প্রণবের পর অন্য যে সকল ক্রম আছে, তদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না; বিশেষতঃ হঠযোগ বড় কষ্টদায়ক। ৯১। তদনন্তর প্রণবের শান্তিপ্রদ তৃতীয়াবসরে বায়ুর পূরণ দ্বারা পূরকক্রম হইয়া থাকে। ৯২। এই সময়ে প্রাণসকল চেতনা ও মৃত্যুমধ্যস্থ হইয়া হিমসংস্পর্শ হেতু আকাশে সুন্দর শীতলতা অনুভব করিলে। ৯৩। ক্রমে প্রাণ বায়ু, গগনমণ্ডলস্থ হইয়া চন্দ্রমণ্ডলস্থ প্রাপ্ত হইল; চন্দ্রমণ্ডল পূর্ণকলা ধারণ করিল;। ৯৪। (উক্ত)

তদভ্যুদিন্দুবিস্রাবং চতুর্বাহুধরং শুভং।
উদ্দালকশরীরং তৎ নারায়ণতয়োদিতং। ৯৬।
রসায়নময়াঃ প্রাণাস্তচ্ছরীরমপূরয়ন্।
অন্তঃকুণ্ডলিনীপ্রাণাঃ পূরয়ামাসুরাহতাঃ। ৯৭।
অথ পদ্মাসনগতঃ কৃত্বা দেহস্থিতিং দৃঢ়াং।
আলান ইব মাতঙ্গো নিরুধ্যেন্দ্রিয়পঞ্চকং। ৯৮।
চিন্তয়া হৃদয়ং নিন্যে চেতোভ্রমরচঞ্চলং।
বলাৎ সংরোধয়ামাস সেতুর্জলমিব দ্রুতং। ৯৯।
নিমিমীলদ্দৃশাবদ্ধপরিপক্ষ্মলপত্রকে।
নিস্পন্দতারামধুরে সন্ধ্যাকাল ইবাম্বুজে। ১০০।
সৌম্যতামনয়ন্মৌনং প্রাণাপানজয়োন্মুখঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ পৃথক্ চক্রে প্রযত্নতঃ। ১০১।

প্রাণবায়ু স্থির হইয়া রসময় হইলে, পরে আকাশ হইতে ধারারূপে তাঁহার শেষশরীর ভস্মে পতিত হইল। ৯৫।

পরে চন্দ্র হইতে বিস্তৃত চতুর্বাহুধারী সুন্দর উদ্গালকের শরীর, নারায়ণরূপে উদিত হইল। ৯৬। রসায়নময় তদীয় জীবন উদ্গালকের শরীর পূর্ণ করিয়া ফেলিল, এবং পরস্পর আহত হইয়া অন্তরে কুলকুণ্ডলিনীকে পরিপূর্ণ করিল। ৯৭। তদনন্তর উদ্গালক, পদ্মাসনে অবস্থিতি করিয়া সুদৃশ্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক আলানবদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় পঞ্চেন্দ্রিয় নিরোধ করতঃ, । ৯৮। চিন্তা দ্বারা চিত্তরূপ চঞ্চল ভ্রমরকে হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক সেতু যেরূপ সলিলকে রোধ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় হঠাৎ সংরোধ করিলেন। ৯৯। (তখন) তাঁহার চক্ষুর তারকা নির্ম্মল ও মধুর হইয়া প্রশস্ত পক্ষ্মল পত্র ধারণ করিল এবং সন্ধ্যাকালীন পদ্মের ন্যায় অর্দ্ধনিমীলিত হইল। ১০০। মুনি, (ক্রমে) প্রাণ এবং অপান বায়ু জয় করিতে সমুৎসুক হইয়া, মৌনভাবাবলম্বন পূর্ব্বক যত্ন করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয়—অর্থাৎ রূপাদি হইতে পৃথক্

বাহ্যস্পর্শনিমেষেণ জহৌ দূরে স ধীরধীঃ।
বিলীনানান্তরাংশ্চক্রে স্পর্শানুজ্ঝিতদর্শনান্। ১০২।
রুরোধ গুদসংকোচান্নবদ্বারানিলানথ।
আত্মরত্নপ্রকাশাঢ্যাং স্পষ্টাং কুসুমলাঞ্ছিতাং।
দধার কন্দরাং ধীরো মেরুশৃঙ্গশিখামিব। ১০৩।
বভার হৃদয়াকাশে মনঃসংযমমাগতং। ১০৪।
শরন্নভোবদাসাদ্য বিমলামতিসৌম্যতাং।
দুদ্রাবাথ বিকল্পৌঘান্ প্রতিভাসমুপেয়ুষঃ। ১০৫।
আগচ্ছতো যথাকামং প্রতিভাসান্ পুনঃ পুনঃ।
অচ্ছিনৎ মনসা শূরঃ খড়্গেনেব রণে রিপূন্। ১০৬।
বিকল্পৌঘে পরালূনে সোহপশ্যদ্ধৃদয়াম্বরে।
তমশ্ছন্নবিবেকার্কং লোলকজ্জলমেচকং। ১০৭।

করিলেন। ১০১। ধীরবুদ্ধি সেই মুনি, নিমেষমধ্যে অশেষপ্রকারে বাহ্য-বিষয় স্পর্শ পরিত্যাগ করিলেন এবং (ক্রমে) দৃষ্টিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরস্থ বিষয় স্পর্শ পর্য্যন্ত পরিহার করিলেন। ১০২। অনন্তর গুহ্যদেশ সঙ্কোচ পূর্ব্বক নবদ্বার নিরোধ করিলেন; এবং সুমেরুশৃঙ্গের শিখার ন্যায় পরমাত্মাস্বরূপ রত্নদ্বারা সুশোভিত কুসুমাকীর্ণ কন্দরকে ধারণ করিলেন। ১০৩। (ক্রমে তাঁহার) মন সংযত হইয়া হৃদয়াকাশে স্থাপিত হইল। ১০৪। (তাহাতে) শরৎ-কালের আকাশমণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল সৌন্দর্য্য ধারণ দ্বারা প্রতিভা প্রাপ্ত মুনির সকল বিকল্প লয়-প্রাপ্ত হইল। ১০৫। যেরূপ বলবান্ ব্যক্তি খড়্গ ধারণ দ্বারা শত্রুসংহার করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মুনীন্দ্রের প্রতিভা সকল কামনানুসারে বারংবার উদিত হইলে, তিনি মনের সাহায্যে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১০৬। (এইরূপে) সকল বিকল্প ছেদ হইলে, তিনি স্বকীয় হৃদয়াকাশে, যে অন্ধকার বিবেক-সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করে, চঞ্চল

তদপ্যুৎপাদয়ামাস সম্যক্ জ্ঞানবিবস্বতা।
তপস্যুপরতে কান্তাং তেজঃশক্তিং দদর্শ সঃ। ১০৮।
তাং লুলাব স্থলাব্জানাং বনং বাল ইব দ্বিপঃ। ১০৯।
তেজস্যুপরতে তস্য ঘূর্ণ্যমানং মনোমুনে।
নিশাব্জবদগান্নিদ্রাং তামপ্যাশু লুলাব সঃ। ১১০।
নিদ্রাব্যপগমে তস্য ব্যোমসম্বিৎ সমুদ্যযৌ।
ব্যোমসম্বিদ্বিনষ্টায়াং মূঢ়ং তস্যাভবন্মনঃ। ১১১।
সোহমপ্যেষ মনসস্তং মমার্জ মহাশয়ঃ। ১১২।
ততস্তেজস্তমোনিদ্রামোহাদিপরিবর্জিতাং।
কামপ্যবস্থামাসাদ্য বিশশ্রাম মনঃ ক্ষণং। ১১৩।

কজ্জলের ন্যায় তাহাকে দেখিতে পাইলেন। ১০৭। (ক্রমে) সেই অন্ধকারকে সুন্দর জ্ঞানস্বরূপ সূর্য্য দ্বারা দূরীভূত করিয়া তপস্যা হইতে বিশ্রান্তি লাভ করত স্বকীয় কমনীয় তেজঃ-সমূহ সন্দর্শন করিলেন। ১০৮। (ক্রমে) সেই তেজোরাশিকে, বালহস্তী যেরূপ বনকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তাহার ন্যায় ছেদ করিয়া ফেলিলেন। ১০৯। তেজঃ শান্তি পাইলে পর, মন ঘূর্ণায়মান হইয়া উঠিল; (তাহাতেই) মুনীন্দ্র নিশাকালীন কমলের ন্যায় নিদ্রিত হইলেন। (দেখিতে দেখিতে) সেই নিদ্রা দূরগত হইল। ১১০। নিদ্রাবসানে তাঁহার আকাশজ্ঞান প্রকাশ পাইল; (পরে) উহা বিনষ্ট হওয়াতেই মন মূঢ়ভাব ধারণ করিল। ১১১। (তখন) উদারাশয় মুনি, "সেই আমি এইরূপ" এই প্রকারে মনের মূঢ়তা পরিত্যাগ করিলেন। ১১২। তদনন্তর তেজঃ, তম, নিদ্রা, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, মুনির মন, কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম করিতে লাগিল। ১১৩।

বিশ্রাম্যাশু পপাতাঙ্গসম্বিদং বিশ্বরূপিণীং।
চিরানুসন্ধানবশাৎ স্বদনাচ্চ স্বসম্বিদঃ। ১১৪।
মনশ্চিন্ময়তামাপ হেমনূপুরতামিব। ১১৫।
চিত্তত্বমথ সংত্যজ্য চিত্তং চিত্তত্বতাং গতং।
বেদ্যং সংত্যজ্য চিৎ শুদ্ধা চিৎসামান্যমথাযযৌ। ১১৬।
ত্যক্তভূতৌঘমননং ততোবিশ্বম্ভরং মহৎ।
চিদাকাশং ততঃ শুদ্ধং সম্ভবদ্দোষনাশতঃ। ১১৭।
তত্র প্রাপদথান্যচ্চ দৃশ্যাদর্শনবর্জিতং।
অনন্তমুত্তমাস্বাদং রসায়নমিবাদ্ভুতং। ১১৮।
শরীরাৎ সমতীতোঽহংসৌ কামপ্যবনিমাগতঃ।
সত্তাসামান্যরূপঃ সঃ বভূবানন্দসাগরঃ। ১১৯।

বিশ্রামাবসানে চিরানুসন্ধানবশতঃ শীঘ্র স্বকীয় জ্ঞান আস্বাদন দ্বারা বিশ্বরূপময় জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। ১১৪। যেরূপ স্বর্ণ নূপুরে রূপান্তরিত হয়, তাহার ন্যায় তদীয় অন্তঃকরণ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইল। ১১৪। পরে তাঁহার চিত্ত চিত্তত্ব পরিত্যাগ করিয়া, চিত্তের প্রধান বিষয়ীভূত পদার্থ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিল এবং তাহাতেই জ্ঞেয় পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ সামান্য চিন্ময়ে প্রাদুর্ভূত হইল। ১১৬। তদনন্তর সেই সামান্য চৈতন্যরূপী মন, বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া, বিশ্ব পরিপূর্ণ করত দোষ পরিত্যাগ প্রযুক্ত শুদ্ধ মহৎ চিদাকাশ হইল। ১১৭। লোকে যেরূপ রসায়ন দ্বারা উত্তমতা লাভ করে, তাহার ন্যায় তিনি, দৃশ্য ও দর্শনবিবর্জ্জিত, অদ্বিতীয়, অনন্ত, উত্তম আস্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। ১১৮। তিনি দেহভার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কোনও সিদ্ধভূমি ব্যাপ্ত হইলেন এবং সামান্য সত্তারূপে আনন্দসাগর হইয়া উঠিলেন। ১১৯। তদীয় চৈতন্যরূপ সেই হংস আনন্দসরোবরে ভাসমান

বভূবাবাতদীপাভো লিপিকর্ম্মার্পিতোপমঃ।
দ্বিজচেতনহংসোঽসাবানন্দসরসি স্থিতঃ। ১২০।
অথৈতস্মিন্ মহালোকে তিষ্ঠন্নুদ্গালকশ্চিরং।
অপশ্যদ্ব্যোমগান্ সিদ্ধানমরানপি ভূরিশঃ। ১২১।
আগতানি বিচিত্রাণি সিদ্ধজালানি চাভিতঃ।
তানি নাদরয়াঞ্চক্রে সিদ্ধবৃন্দানি স দ্বিজঃ। ১২২।
সিদ্ধবৃন্দমনাদৃত্য তস্মিন্ সানন্দমন্দিরে।
অতিষ্ঠদথ ষণ্মাসান্ দিক্তটেঽর্ক ইবোত্তরে। ১২৩।
জীবন্মুক্তপদং তত্র যৎ স সংপ্রাপ্তবান্ দ্বিজঃ।
যত্র সিদ্ধাঃ সুরাঃ সাধ্যাঃ স্থিতা ব্রহ্মহরাদয়ঃ। ১২৪।
তৎপদং সা গতিঃ শস্তা তচ্ছ্রেয়ঃ শাশ্বতং শিবং।
তৎ পদং সাধবঃ প্রাপ্য ক্ষণং বর্ষশতং বুধঃ।
দৃশ্যদৃষ্টিমিমাং যান্তি ন পুনর্ভবকারিণীং। ১২৫।

থাকিয়া নির্ব্বাতপ্রদীপ এবং চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১২০। সেই উদ্দালক, (এইরূপে) মহালোকে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া, অনেক গগনবিহারী সিদ্ধ এবং অমরবৃন্দকে দেখিতে পাইলেন। ১২১। তাঁহার নিকটে বিচিত্র সিদ্ধসমূহ উপস্থিত হইলে, তিনি, তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন না। ১২২। দিবাকর যেরূপ ছয়মান পর্য্যন্ত উত্তর দিকে অবস্থিতি করেন, তাহার ন্যায় সেই দ্বিজ, সিদ্ধদিগকে অনাদর করিয়া স্বকীয় আনন্দ-মন্দিরে স্থিতি করিতে লাগিলেন। ১২৩। সিদ্ধ সুর, সাধ্য এবং ব্রহ্মা শিবাদি যে পদ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, উদ্গালক তদবস্থাতে অবস্থিতি করিয়া সেই জীবন্মুক্ত পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১২৪। সুপণ্ডিত সাধুগণ, যখন ক্ষণকালের জন্যও সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জন্ম

উদ্দালকোঽথ ষণ্মাসাদ্ দূরোৎসারিতসিদ্ধভূঃ।
উষিত্বোন্মিষিতোঽপশ্যৎ সিদ্ধাংশ্চন্দ্রবপুর্ধরান্। ১২৬।
বিদ্যাধরীভিঃ সহিতান্ বিদ্যাধরপতীনপি।
তে তমূচুর্মহাত্মানমুদ্দালকমুনিং তথা। ১২৭।
প্রসাদেন প্রণামান্নো ভগবন্নবলোকয়।
আরুহ্যেদং বিমানং ত্বমেহি ত্রৈপিষ্টপং পুরং। ১২৮।
স্বর্গএব হি সীমান্তো জগত্যাং ভোগসম্পদাং।
আকল্পমুচিতান্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগানভিমতান্ বিভো। ১২৯।
এবং কথয়তঃ সিদ্ধানতিথীনিত্যসৌ মুনিঃ।
পরিপূজ্য যথান্যায়মতিষ্ঠদ্ গতসংভ্রমঃ। ১৩০।

বিধায়ক দৃশ্য—সংসার দৃষ্টি দ্বারা আকৃষ্ট হন না, তখন সেই পদই পরম পদ, তাহাই প্রশস্ত গতি, শ্রেয়োজনক এবং নিরন্তর শুভফল-বিধাতা। ১২৫। এইরূপে উদ্দালক মুনি, ষণ্মাস অবস্থিতি করিয়া, সিদ্ধভূমিকে দূরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উন্মিষিত হইয়া শশাঙ্ক সদৃশ শরীরধারী সিদ্ধগণকে দর্শন করিলেন। ।১২৬। বিদ্যাধরীসহিত বিদ্যাধর-পতিকেও (ক্রমে) দেখিতে পাইলেন; তাঁহারা সকলে সেই মহাশয় মুনীন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন। ১২৭। হে ভগবন্! আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি, অবলোকন কর; তুমি এই বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ত্রিদশপুরে আগমন কর। ১২৮। স্বর্গ, জগদ্বাসী-দিগের ভোগসম্পত্তির সীমান্তস্থান; অতএব, হে বিভো! তুমি এখানে আগমন করিয়া, এক কল্প পর্য্যন্ত অভিমত উচিত বস্তু ভোগ করিতে থাক। ১২৯। সেই মুনি, তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া, অতিথি জ্ঞানে আত্ম-সম্ভ্রম-বিহীন হইয়া, যথাবিধি পূজা করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৩০। ধীর-

নাভ্যনন্দত তত্যাজ তাং বিভূতিং স ধীরধীঃ।
ভোঃ সিদ্ধা ব্রজতেত্যুক্ত্বা স্বব্যাপারপরোঽভবৎ। ১৩১।
অথ স্বকর্ম্মনিরতং ভোগেম্বরতিমাগতং।
তমুপাস্য যযুঃ সিদ্ধা দিনৈঃ কতিপয়ৈঃ স্বয়ং। ১৩২।
জীবন্মুক্তঃ স চ মুনির্বিজহার যথাসুখং।
যাবদিচ্ছং বনান্তেষু মুনীনামাশ্রমেষু চ। ১৩৩।
কদাচিদিহ মাসেন কদাচিৎ বৎসরেণ চ।
কদাচিৎ বৎসরৌঘেন ধ্যানাসক্তোব্যবুধ্যত। ১৩৪।
চিত্তৈকঘনাভ্যাসান্মহাচিত্বমুপেত্য সঃ।
চিৎসামান্যচিরাভ্যাসাৎ সত্তাসামান্যমাগযৌ। ১৩৫।

বুদ্ধি মুনি, তাঁহাদের প্রার্থনায় লক্ষ্য না করিয়া, স্বৈর্গৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, হে সিদ্ধগণ! (আমার স্বর্গবাস ও সুখভোগে প্রয়োজন নাই) তোমরা চলিয়া যাও, এই কথা বলিয়া আত্মকার্য্য—ধ্যান-পরায়ণ হইলেন। ১৩১। সিদ্ধগণ, দিন কয়েক মাত্র, সেখানে অবস্থিতি করিয়া, স্বকর্ম্মানুরক্ত, ভোগে অনাসক্ত সেই ঋষির উপাসনা করিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ১৩২। জীবন্মুক্ত সেই মুনি, যথাসুখে বিহার করিতে লাগিলেন; মুনিগণের আশ্রমে ও বনান্তপ্রদেশে যখন ইচ্ছা হইত, (বিহারে বিরত হইতেন না)। ১৩৩। তিনি ধ্যানাসক্ত হইয়া কখনও একমাসের পর, কোনও সময় বৎসরের পর, কদাচিৎ বৎসর-সমূহের পর প্রবুদ্ধ হইতেন। ১৩৪। (ক্রমে) তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা তিনি মহাচিত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া, চিরকালাবধি চিতের সামান্য অভ্যাস প্রযুক্ত সামান্য সত্তাস্বরূপ হইলেন। ১৩৫। শ্রীরাম কহিলেন;—হে প্রভো! আপনি সংশয়-

শ্রীরাম উবাচ।

আত্মজ্ঞানদিনৈকার্কমুৎসংশয়তৃণানল।
অজ্ঞানদাহশীতাংশো সত্তাসামান্যমীশ কিং। ১৩৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

যদা সংক্ষীয়তে চিত্তমভাবাত্যন্তভাবনাৎ।
চিৎসামান্যস্বরূপস্য সত্তাসামান্যতা তদা। ১৩৭।
নূনং চেত্যাশরহিতা চিদ্ যদাত্মনি লীয়তে।
অসদ্রূপবদত্যচ্ছা সত্তাসামান্যতা তদা। ১৩৮।
যদা সর্ব্বমিদং কিঞ্চিৎ সবাহ্যাভ্যন্তরাত্মকং।
অপলপ্য বসেচ্চেতঃ সত্তাসামান্যতা তদা। ১৩৯।
কূর্ম্মাঙ্গানীব দৃশ্যানি লীয়ন্তে আত্মনাত্মনি।
অভাবিতান্যেব যদা সত্তাসামান্যতা তদা। ১৪০।

তৃণের বহ্নিস্বরূপ, অর্থাৎ আপনা হইতে সংশয়সকল নিবারিত হইয়া থাকে; আপনি অজ্ঞান-নিবারণের পক্ষে চন্দ্র তুল্য; আপনি আত্মজ্ঞানরূপ দিবসের পক্ষে সূর্য্যসদৃশ; যে সত্তা সামান্য কহিলেন, তাহা কি প্রকার? (আমাকে জানাইয়া দিউন)। ১৩৬। বশিষ্ঠ কহিলেন;—যেকালে জগৎ মিথ্যা, এরূপ অতিশয় ভাবনা দ্বারা চিত্ত ক্ষয় পাইয়া থাকে, সেইকালে চিৎ, সামান্য স্বরূপ হইয়া সত্তা সামান্য হইয়া থাকে। ১৩৭। চিৎ, যেকালে জ্ঞেয় বস্তু-রহিত হইয়া আত্মাতে লয় পাইয়া থাকে, সেকালে অসদ্রূপের ন্যায় সত্তা সামান্য হইয়া থাকে। ১৩৮। যেকালে সকল প্রকারে বাহ্য ও অভ্যন্তর পরিত্যাগ করিয়া, চিত্তের অবস্থিতি হয়, সেইকালেই সত্তা-সামান্য ঘটিয়া থাকে। ১৩৯। যেকালে দৃশ্য বস্তু সকল, কূর্ম্ম-দেহের ন্যায় আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বিষয়-ভাবনা না থাকে, সেই কালে সত্তা সামান্য

এতামালম্ব্য পদবীং সমস্তভবনাশিনীং।
উদ্দালকোঽসাববসদ্ যাবদিচ্ছং জগদ্গৃহে। ১৪১।
অথ কালেন মহতা বুদ্ধিস্তস্য বভূব হ।
বিদেহমুক্তস্তিষ্ঠামি দেহং ত্যক্ত্বেতি নিশ্চলঃ। ১৪২।
এবং চিন্তিতবানদ্রেগুর্হায়াং পল্লবাসনে।
বদ্ধপদ্মাসনস্তস্থাবনিমীলিতলোচনঃ। ১৪৩।
সংযম্য গুদসংরোধাদ্দ্বারাণি নব চেতসা।
মাত্রাস্পর্শাদ্বিচিন্বানো ভাবিতস্বাত্মচিদ্ঘনঃ। ১৪৪।
সংরুদ্ধপ্রাণপবনঃ সমসংস্থানকন্দরঃ।
তালুমূলতলালগ্নজিহ্বামূলোল্লসন্মুখঃ। ১৪৫।
ন বহির্নান্তরো নাধো নোর্দ্ধে নাপি ন শূন্যকে।
সংযোজিতমনোবুদ্ধির্দন্তৈর্দন্তান্ স সংস্পৃশন্। ১৪৬।

রূপ হইয়া থাকে। ১৪০। এইরূপে নিখিল সংসারবিনাশী পদবী অবলম্বন করিয়া সেই মুনি, সংসার রূপ গৃহমধ্যে মনসুখে বাস করিতে লাগিলেন। ।১৪১। অনন্তর দীর্ঘকালের পর সেই মুনির এরূপ মতি হইল যে, আমি বিদেহ-মুক্ত হইয়া দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিশ্চলভাবে পবস্থিতি করিব। ১৪২। (তিনি) এইপ্রকার চিন্তা করিয়া গিরিগুহাস্থিত পল্লবাসনে বদ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিমীলিতনেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৪৩। (ক্রমে) সংযত হইয়া গুহ্যদেশ রোধপূর্ব্বক মনের সাহায্যে নবদ্বার অবরোধ করতঃ বিষয়-স্পর্শ ত্যাগ করিয়া স্বকীয় আত্মাস্বরূপ নিবিড় চিন্ময় পদার্থমাত্র ভাবনা করিতে লাগিলেন। ।১৪৪। কন্দরে সমানভাবে স্থিতি করিয়া প্রাণবায়ু রোধ করত তালু-মূলতল-সংলগ্ন জিহ্বামূল দ্বারা তদীয় মুখমণ্ডল দীপ্তি পাইতে লাগিল। ১৪৫। (ক্রমে) দন্ত দ্বারা দন্ত সংস্পর্শ পূর্ব্বক বাহিরে, অন্তরে, উর্দ্ধে, অধোদেশে এবং শূন্যে দৃষ্টিবিরহিত হইয়া মন এবং বুদ্ধিকে একত্র যোজনা করিয়া অবস্থিতি

প্রাণপ্রবাহসংরোধসমস্বচ্ছোঽমলচ্ছবিঃ।
অঙ্গচিৎসম্বিদুত্তালরোমকণ্টকিতাঙ্গভূঃ। ১৪৭।
অঙ্গচিৎসম্বিদাভ্যাসাচ্চিৎসামান্যমুপাদদে।
তদভ্যাসাদবাপান্তরানন্দস্পন্দমুত্তমং ১৪৮।
তদাস্বাদনতো লীনচিৎসামান্যদশাক্রমং।
বিশ্বম্ভরমনন্তাত্মসত্তাসামান্যমাযযৌ। ১৪৯।
তৎস্থঃ সমসমাভোগঃ পরাং বিশ্রান্তিমাগতঃ। ১৫০।
অনানন্দসমানন্দমুগ্ধমুগ্ধমুখদ্যুতিঃ। ১৫১।
সংশান্তানন্দপুলকঃ পদং প্রাপ্যামলং গতঃ।
চিরকালপরিক্ষীণমননাদিভবভ্রমঃ। ১৫২।
বভূব স মহাসত্বো লিপিকর্ম্মার্পিতোপমঃ। ১৫৩।

করিতে লাগিলেন। ১৪৬। প্রাণ-বায়ু সংরোধ হইলেও তাঁহার শরীর দিব্য কান্তি ধারণ করিল এবং চৈতন্য জ্ঞানের প্রকাশ পাওয়াতে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ১৪৭। চৈতন্য স্ফূর্ত্তি হওয়াতে তদীয় কলেবর, সামান্য চিৎ প্রাপ্ত হইল, এবং অন্তর চিৎ-সামান্য অভাস নিবন্ধন পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ১৪৮। আস্বাদন দ্বারা সেই আনন্দ লীন হইলে, ক্রমে চিৎ-সামান্য দশা লয় পাইয়া থাকে, এবং (তৎক্ষণাৎ) বিশ্বম্ভর অনন্ত আত্মস্বরূপ সত্তা সামান্যের স্ফূর্ত্তি হয়। ১৪৯। মুনীন্দ্র, তদবস্থায় অবস্থিতি করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভোগসাধন পূর্ব্বক পরম বিশ্রাম লাভ করিলেন। ১৫০। (এবং) পরমানন্দ তুল্য আনন্দ উপভোগ করিয়া, মনোহর মুখ-শ্রী ধারণ করিলেন। ১৫১। (এইরূপে) নির্দ্দোষ আনন্দ লাভে পুলকিত হইয়া, তিনি অমল ব্রহ্মপদবী লাভ করিলেন; (তখন) তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে বাসনাদি চিরকালীন সংসার-ভ্রম বিদূরিত হইল। ১৫২। মহাজ্ঞানী সেই মুনি (তখন) চিত্র-লিখিত পুত্তলিকার উপমা ধারণ করিলেন। ১৫৩। যেরূপ শরদবসানে

উপশশাম শনৈর্দিবসৈরসৌ কতিপয়ৈঃ স্বপদে বিমলাত্মনি।
তরুরসঃ শরদন্ত ইবামলে রবিকরৌজসি জন্মদশাতিগঃ।১৫৪।

গতসকলবিকল্পোনির্বিকল্পাভিরামঃ
সকলমলবিনাশোপাধিনির্মুক্তমূর্ত্তিঃ।
বিগলিতসুখমাদ্যং তৎ সুখং প্রাপ যস্মিং
স্তৃণমিব জলরাশাবুদ্যতে শক্রলক্ষ্মীঃ। ১৫৫।

অপরিমিতনভোন্তর্ব্যাপি দিগ্ব্যাপি পূর্ণং
ভুবনতরণশীলং ভূরিভাব্যোপসেব্যং।
কথনগুণমতীতং সত্যমানন্দমাদ্যং
সুখমসুখমনন্তং ব্রাহ্মণোঽহসৌ বভূব। ১৫৬।

ইতি মহর্ষি বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে উদ্দালকোপাখ্যানং নাম পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ। *। ২৫।

বিমল সূর্য্য-কিরণ-প্রভাবে বৃক্ষরস শান্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই মুনি, অল্প দিবসে বিমল ব্রহ্মপদ অধিকার করিয়া, (স্বকীয়) জন্মদশা অতিক্রম করিলেন। ১৫৪। তিনি, সকল প্রকার বিকল্প ও ভেদজ্ঞান পরিহার করিয়া, দীপ্তিযুক্ত হইয়া সকল মালিন্য-বিনাশ হেতু উপাধিশূন্য দিব্য মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক যে আনন্দ ভোগ করিতে পাইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও জলজ তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে, সেই আনন্দময় ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ১৫৫। অপরিমিত আকাশপরিব্যাপ্ত, দিগ্দিগন্তব্যাপক পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত সেই মুনি, (এইরূপে) বহুবিধ তত্ত্বজ্ঞদিগের সেবনীয়, ত্রিভুবনতরণনিপুণ, অনির্ব্বচনীয় গুণলাভ (করিয়া) সকলের আদিভূত বিষয়সুখরহিত অনন্ত সুখস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ক্রমেণানেন বিচরন্ বিচার্য্যাত্মানমাত্মনা।
বিশ্রান্তিমেহি বিততে পদে পদ্মদলেক্ষণ। ১।
শাস্ত্রার্থগুরুচেতোভিস্তাবত্তাবৎ বিচার্য্যতাং।
সর্ব্বদৃশ্যক্ষয়াভ্যাসাৎ যাবদাসাদ্যতে পরং। ২।
বৈরাগ্যাভ্যাসশাস্ত্রার্থপ্রজ্ঞাগুরুবচঃক্রমৈঃ।
পদমাসাদ্যতে পুণ্যং প্রজ্ঞয়ৈবৈকয়াথবা। ৩।
সংপ্রবোধবতাং তীক্ষ্ণা কলঙ্করহিতা মতিঃ।
সর্ব্বসামগ্র্যহীনাপি প্রাপ্যং প্রাপ্নোতি শাশ্বতং। ৪

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে পদ্মলোচন রামচন্দ্র! এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তের সাহায্যে আত্মবিচার করিয়া বিস্তৃত ব্রহ্মপদে বিশ্রান্তি লাভ কর। ১। যে কাল পর্য্যন্ত সকল দৃশ্য পদার্থ—মায়াদি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পরম পদ লাভ না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত গুরু-শুশ্রূষা, শাস্ত্রানুশীলন ও চিত্তের সাহায্যে আত্মবিচারপরায়ণ হও। ২। বৈরাগ্যাভ্যাস নিবন্ধন শাস্ত্রীয় অর্থযুক্ত বাক্য এবং বিচক্ষণ গুরূপদেশ (লাভ করিতে পারিলে) পবিত্র ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারিবে; (যদি উক্ত উভয় পদার্থের সমবায় না ঘটে, তবে) এক প্রজ্ঞার সাহায্যেও (কৃতকার্য্য হইতে পারিবে)। ৩। যাঁহারা সম্যক্ প্রকারে প্রবুদ্ধ, তাঁহাদের ভেদকল্পনারহিত তীক্ষ্ণ মতিই, সকল প্রকার—অর্থাৎ বৈরাগ্যাদি শূন্য হইলেও নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মলাভে অধিকারী হইতে পারে। ৪।

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ কশ্চিজ্জাতসমাধিকঃ।
প্রবুদ্ধ ইতি বিশ্রান্তো ব্যবহারপরোঽপি সন্। ৫।
কশ্চিদেকান্তমাসাদ্য সমাধিনিয়মস্থিতঃ।
তয়োস্তু কতরঃ শ্রেয়ানিতি মে ভগবন্ বদ। ৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইদং গুণসমাহারমনাত্মত্বেন পশ্যতঃ।
অন্তঃশীতলতা যাসৌ সমাধিরিতি কথ্যতে। ৭।
দৃশ্যৈর্মম ন সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিত্য শীতলঃ।
কশ্চিৎ সংব্যবহারস্থঃ কশ্চিৎ ধ্যানব্যবস্থিতঃ। ৮।

শ্রীরাম কহিলেন ;—হে ভগবন্ ! আপনি ভূত ভবিষ্যতের ঈশ্বর, (আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,) কোন্ কোন্ ব্যক্তি সমাধি প্রাপ্ত হইয়াও প্রবুদ্ধ, এবং ব্যবহারানুগত হইয়া বিশ্রান্ত হইয়া থাকে ?। ৫। (দেখিতে পাই) কেহ কেহ বা নির্জ্জনে অবস্থিতি করিয়া সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করে,ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিউন।৬। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—যে ব্যক্তি এই মায়া—গুণসমূহকে অনাত্মরূপে অর্থাৎ শত্রুবৎ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার অন্তরে যে শীতলতার প্রাদুর্ভাব,শাস্ত্রে তাহাকেই সমাধি বলিয়া থাকে ।৭। দৃশ্য বস্তুতে আমার সম্বন্ধ নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কোন কোনও ব্যক্তি স্নিগ্ধতাবলম্বন পূর্ব্বক ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হয়, কেহ বা ধ্যান-ধারণা

দ্বাবেতৌ রাম সুসমাবন্তশ্চেৎ পরিশীতলৌ।
অন্তঃশীতলতা যা স্যাত্তদনন্তন্তপঃফলং। ৯।
সমাধিস্থানকস্থস্য চেতশ্চেদ্বৃত্তিচঞ্চলং।
তৎ তস্য তৎ সমাধানং সমমুন্মত্ততাণ্ডবৈঃ। ১০।
উন্মত্ততাণ্ডবস্থস্য চেতশ্চেৎ ক্ষীণবাসনং।
তদস্যোন্মত্তনৃত্যং তৎ সমং ব্রহ্মসমাধিনা। ১১।
ব্যবহারী প্রবুদ্ধো যঃ প্রবুদ্ধো যো বনে স্থিতঃ।
দ্বাবেতৌ সুসমৌ ন্যূনমসন্দেহপদং গতৌ। ১২।
অকর্ত্তৃকুর্ব্বদপ্যেতচ্চেতঃ প্রতনুবাসনং।
দূরংগতমনা জন্তুঃ কথাসংশ্রবণেযথা। ১৩।

পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। ৮। হে রামচন্দ্র! (যখন পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যক্তির) অন্তঃকরণ শীতল হয়, তখনই উভয়ে সমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; দিব্যানন্দ ভোগ দ্বারা অন্তঃকরণের যে শীতলতা, তাহাকেই অনন্ত তপস্যার ফল বলিয়া (জানিও)। ৯। সমাধিস্থ ব্যক্তির চিত্ত, যদি বিষয়-বাসনার বশীভূত হইয়া চঞ্চল ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে ঐ সমাধি উন্মত্ত ব্যক্তির নৃত্যসদৃশ হইয়া থাকে। ১০। যদি উন্মত্ত নৃত্যকারী ব্যক্তির অন্তঃকরণ, বাসনা-বর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে উহার নৃত্য, ব্রহ্মসমাধিতুল্য হইয়া থাকে। ১১। যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া ব্যবহারাদির অনুসরণ করে, এবং যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া বনগমনপূর্ব্বক সমাধিস্থ হয়, তাহারা যে উভয়েই সমান, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ১২। যেরূপ নিকটস্থ জীবের অন্তঃকরণ, দূরদেশে গমন করিলে অন্যের কথা শ্রবণ করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির চিত্ত বাসনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলেও তাঁহার কর্ম্ম করা হয় না। ১৩। যেরূপ

অকুর্ব্বন্নপি কর্ত্তৈব চেতঃ প্রঘনবাসনং।
নিস্পন্দাঙ্গমপি স্বপ্নে শ্বভ্রপাতস্থিতাবিব। ১৪।
চেতসো যদকর্ত্তৃত্বং তৎসমাধানমুত্তমং।
তং বিদ্ধি কেবলং ভাবং সা শুভা নির্বৃতিঃ পরা। ১৫।
চেতশ্চলাচলত্বেন পরমং কারণং স্মৃতং।
ধ্যানাধ্যানদৃশোঽন্তেন তদেবানঙ্কুরং কুরু। ১৬।
অবাসনং স্থিরং প্রোক্তং মনোধ্যানং তদেব চ।
স এব কেবলীভাবঃ শান্তং তত্রৈব তৎ সদা। ১৭।
তনুবাসনমপ্যুচ্চৈঃ পদায়োদ্যতমুচ্যতে।
ঘনবাসনমেতত্তু চেতঃ কর্ত্তৃত্বভাবনং।
সর্ব্বদুঃখপ্রদাং তস্মাৎ বাসনাং তনুতাং নয়েৎ। ১৮।

নিদ্রাবস্থায় জীবশরীর নিস্পন্দ থাকিলেও স্বপ্নযোগে গর্ত্তে পতন ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তির চিত্ত নিরন্তর বাসনাবিশিষ্ট হয়, সে কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া থাকে। ১৪। চিত্তের যে কর্ত্তৃত্বশূন্যতা, তাহাকেই উত্তম সমাধি বলিয়া থাকে; ইহারই নাম অদ্বৈত ভাব, এবং ইহাই পরম মঙ্গলকর নির্বৃতি। ১৫। চিত্তই (লোকের) চঞ্চল এবং নিশ্চল হইবার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ চিত্ত নিশ্চল হইলে লোকে নিশ্চল এবং চিত্ত চঞ্চল হইলে লোকে চঞ্চল হয়;) অতএব, ধ্যান ও ধ্যানত্যাগ দৃষ্টি দ্বারা চিত্তকে অঙ্কুরশূন্য কর। ১৬। মনের বাসনা না থাকিলেই উহা স্থির হইয়া থাকে; ইহাই মনের ধ্যান, ইহাই অদ্বৈতভাব, এবং ইহাতেই শান্তি বিরাজিত থাকে। ১৭। অন্তঃকরণ ক্ষীণ বাসনা-বিশিষ্ট হইলে উন্নত পদ প্রাপ্ত হইতে পারে, যাহার অন্তঃকরণ বাসনাজালে বেষ্টিত, সে কেবল অনর্থক কর্ত্তৃত্বের অভিমানী হইয়া থাকে; (এই জন্য বলি) সর্ব্বদুঃখবিধায়িনী বাসনাকে ক্ষয় করা (তোমার) কর্ত্তব্য। ১৮। (তুমি) মনের

চেতসা সংপরিত্যজ্য সর্ব্বভাবানুভাবনাং।
যথা তিষ্ঠতি তিষ্ঠ ত্বং তথা শৈলে গৃহেঽথবা। ১৯।
গৃহমেব গৃহস্থানাং সুসমাহিতচেতসাং।
শান্তাহংকৃতিদোষাণাং বিজনা বনভূময়ঃ। ২০।
যথা বিপালকা লোকা বিহরন্তোঽপ্যসৎসমাঃ।
অসম্বন্ধাত্তথাজ্ঞস্য গ্রামোঽপি বিপিনোপমঃ। ২১।
অন্তর্ম্মুখমনা নিত্যং সুপ্তো বুদ্ধো ব্রজন্ পঠন্।
পুরং জনপদং গ্রামমরণ্যমিব পশ্যতি। ২২।
সর্ব্বমাকাশতামেতি নিত্যমন্তর্ম্মুখস্থিতেঃ।
অন্তঃশীতলতায়াং তু লব্ধায়াং শীতলং জগৎ। ২৩।

যাহাযে সকল চিন্তাকে বিসর্জ্জন দিয়া গৃহে কিংবা পর্ব্বতে যেখানে ইচ্ছা হয়, অবস্থিতি কর। ১৯। (জানিও) যাহাদের অহঙ্কার শান্তি পাইয়াছে, এবং যাহাদের অন্তঃকরণ সমাহিত, এরূপ গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহই নির্জ্জন বনভূমি। ২০। যেরূপ পালন কর্ত্তার অভাবে লোকে অসত্তুল্য হইয়া বিহার করিতে থাকে, তাহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির অবস্থিতিস্থান গ্রামও বিষয়-সম্বন্ধ-রহিত নিবন্ধন বনতুল্য হইয়া থাকে;—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী যেখানে অবস্থিতি করেন, তাহাই নির্জ্জন ও ঈশ্বরাধনার উপযুক্ত স্থান। ২১। যে ব্যক্তি বাহ্যবস্তু বিহীন হইয়া, মনকে অন্তর্দৃষ্টির সহিত সংযোজিত করিয়াছে, সে সুপ্তের ন্যায় অবস্থিত হইয়া, সমস্ত অবগত হইলেও (ইতস্ততঃ) গমন ও পঠনাদি দ্বারা পুরোবর্ত্তী জনপদকে অরণ্যের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে; অর্থাৎ গ্রামসৌন্দর্য্য তাহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। ২২। যে ব্যক্তি অন্তর্দ্দৃষ্টি দ্বারা নিত্যকাল অবস্থিতি করে, তাহার নিকটে সকল বস্তুই আকাশতুল্য হইয়া থাকে; (বাস্তবিক যখন) অন্তঃকরণ শীতলত্ব লাভ করে, তখন সকল জগৎই শীতল বলিয়া অনুভূত হইয়া

অন্তস্তৃষ্ণোপতপ্তানাং দাবদাহময়ং জগৎ।
দ্যৌঃ ক্ষমা বায়ুরাকাশং পর্ব্বতাঃ সরিতো দিশঃ।
অন্তঃকরণতত্ত্বস্য ভাগা বহিরিব স্থিতাঃ। ২৪।
যশ্চাত্মরতিরেবান্তঃ কুর্ব্বন্ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ ক্রিয়াঃ।
ন বশো হর্ষশোকাভ্যাং স সমাহিত উচ্যতে। ২৫।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ।
স্বভাবাদেব ন ভয়াদ্ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ২৬।
অদ্যৈব মৃতিরায়াতু কল্পান্তনিচয়েন বা।
নাসৌ কলঙ্কমাপ্নোতি হেম পঙ্কগতং যথা। ২৭।

থাকে। ২৩। যাহার অন্তঃকরণ বিষয় বাসনার প্রভাবে সন্তাপিত, তাহার নিকটে এই সংসার, দাবাগ্নিদগ্ধময় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে; স্বর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, নদী ও দিক্‌সকলকে অন্তঃকরণের বহির্ভাগ বলিয়া (জানিও)। ২৪। যিনি অন্তরে আত্মার সহিত রমণ করিয়া থাকেন, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের (অনুবর্ত্তী হইয়া) কর্ম্ম করিলেও হর্ষশোকে অভিভূত হন না; (জানিও) এরূপ লোককেই সমাধিস্থ বলিয়া থাকে। ২৫। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখিয়া থাকেন, যিনি পরদ্রব্য দেখিয়া লোষ্ট্রের ন্যায় বোধ করিয়া থাকেন, যিনি ভয় প্রযুক্ত এরূপ দর্শন করেন না; তিনিই যাহা দেখিবার, তাহাই দেখিয়া থাকেন। ২৬। অদ্যই মৃত্যুসংঘটন হউক, বা অনেক কল্পান্তেই মরণ হউক, (উভয়ই সমান;) যেরূপ সুবর্ণ, পঙ্কে পতিত হইলেও আপনলাবণ্য বিনাশ করে না, তাহার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি, (মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া) কলঙ্ক-কালিমা ধারণ করেন না। ২৭। যে বস্তুর জ্ঞানার্থপ্রপঞ্চরূপ মিতিশব্দময় দর্শন দ্বারা (ব্রহ্মের

সর্ব্বং প্রশান্তমজমেকমনাদিমধ্য
মাভাস্বরং স্বদনমাত্রমচিন্ত্যচিহ্নং।
সর্ব্বং প্রশান্তমিতিশান্তময়ী তু দৃষ্টি
বোধার্থমেব হি মুধৈব তদোমিতীদং। ২৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং।
কিরাতেশস্য সুরঘোর্ব্বৃত্তান্তং বিস্ময়াস্পদং। ২৯।
হিমাদ্রেঃ শৃঙ্গমস্তীহ কৈলাসোনাম পর্ব্বতঃ।
তস্য হেমজটা নাম কিরাতাঃ সংস্থিতাঃ স্থলে। ৩০।
আসীত্তেষামুদারাত্মা রাজা পরপুরঞ্জয়ঃ।
সুরঘুর্নাম বলবান্ স রঘোররিদর্পহা। ৩১।
স চক্রে রাজকার্য্যাণি নিগ্রহানুগ্রহক্রমৈঃ। ৩২।

উপলব্ধি হইয়া থাকে,) সকল পদার্থের নিলয়স্থান, সর্ব্বপ্রকাশ, জন্মহীন, সর্ব্বময়, প্রশান্ত, আদিমধ্যবিহীন, অদ্বিতীয়, জ্যোতির্ম্ময়, অনুভবস্বরূপ অচিন্ত্যলক্ষণ কেবল সেই এক নিত্য বস্তু (এই সংসারে) নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। ২৮। বশিষ্ঠ কহিলেন;—আমি (এ সম্বন্ধে তোমার নিকটে) কিরাতাধিপতি সুরঘু রাজার বিস্ময়জনক প্রাচীন বৃত্তান্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর)। ২৯। হিমাচলের কৈলাস পর্ব্বত নামে এক শৃঙ্গ আছে, তাহাতে হেমজটা নামক কতকগুলি কিরাত অবস্থিতি করে। ৩০। শক্রপুরজয়ী মহাত্মা সুরঘু, তাহাদের রাজা ছিলেন; (ইনি) তোমার পূর্ব্বপুরুষ রঘু অপেক্ষাও বলবান্ এবং শত্রুদর্পসংহারক ছিলেন। ৩১। তিনি প্রজাদিগের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, রাজকার্য্য করিতেন। ৩২। (ক্রমশঃ

তজ্জাভ্যাং সুখদুঃখাভ্যাং মতিস্তস্যাভ্যদূয়ত।
কিমর্থং পীড়য়াম্যেনং তিলান্ যন্ত্র ইবৌজসা। ৩৩।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং মমেত্যার্ত্তিঃ প্রজায়তে।
অথবা নিগ্রহং প্রাপ্তং করোম্যেতেন বৈরিণা। ৩৪।
বর্ত্ততে ন প্রজৈবেয়ং বিনা বারি সরিদ্ যথা।
ইতি দোলায়িতং চেতো ন বিশশ্রাম ভূপতেঃ। ৩৫।
অথৈকদা গৃহং তস্য মাণ্ডব্যোমুনিরাযযৌ।
তমসৌ পূজয়ামাস পপ্রচ্ছ তং মহামুনিং। ৩৬।
ভবদাগমনেনাস্মি মুনে নির্ব্বৃতিমাগতঃ।
অদ্য তিষ্ঠাম্যহং নাথ ধন্যানাং ধুরি ধর্ম্মতঃ। ৩৭।

সেই) নিগ্রহ-অনুগ্রহ, নিবন্ধন প্রজাদের সুখ দুঃখ দেখিয়া, রাজার চিত্ত অতিশয় দুঃখিত হইল; (তখন তিনি) বল প্রয়োগ করিয়া যেরূপে যন্ত্র-সংযোগে তিলকে পেষণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় কি জন্য আমি প্রজা-লোকের পীড়ন করি, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩৩। "সকল প্রাণীই আমার বস্তু" এইরূপ জ্ঞান হইলেই কষ্ট উপস্থিত হয়; কিন্তু আমি এই অহঙ্কারশত্রুর বাধ্য হইয়া (প্রজাদিগকে) নিগৃহীত করিয়াছি। ৩৪। নদী যেরূপ জলব্যতিরেকে, অবস্থিতি করিতে পারে না, তাহার ন্যায় (ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে) প্রজাগণের অবস্থিতি সম্ভবিতে পারে না। ব্যাধ রাজার অন্তঃকরণে এই ভাব সদা আন্দোলিত হওয়াতে তিনি বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ৩৫। অনন্তর একদিন মাণ্ডব্যনামা এক মুনি সেই কিরাতাধিপের ভবনে আগমন করিলে, কিরাতরাজ তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৬। হে মুনে! আপনার আগমনে আমি অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি, হে নাথ! এক্ষণে (আপনার কৃপায়) আমি সার্থকজন্মাদিগের অগ্রে অবস্থান করিলাম;—অর্থাৎ আমিও

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ চিরং বিশ্রান্তবানসি।
তদর্থং সংশয়ং ছিন্ধি মমার্কস্তিমিরং যথা। ৩৮।
মহতাং সঙ্গমেনার্ত্তিঃ কস্য নাম ন নশ্যতি।
সন্দেহস্তু পরামার্ত্তিমাহুরার্ত্তিবিদো জনা। ৩৯।
মন্নিগ্রহানুগ্রহজা সম্ভৃত্যবপুষি স্থিতা।
কর্ষন্তি মামলং চিন্তা গজং হরিনখা ইব। ৪০।
তদ্‌যথা সমতোদেতি সূর্য্যাংশুরিব সর্ব্বগঃ।
মতৌ মম মুনে মান্য তথা করুণয়া কুরু। ৪১।

মাণ্ডব্য উবাচ।

স্বযত্নেন স্বসংস্থেন স্বেনোপায়েন ভূপতে।
এষা মনঃপেলবতা হিমবৎ প্রবিলীয়তে। ৪২।

ধার্ম্মিক তপস্বিতুল্য হইলাম। ৩৭। হে ভগবন্! আপনি সর্ব্ব ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ, চিরকাল (বিষয় পরিত্যাগ করিয়া) বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন, (আমার প্রার্থনা) তিমিরারি যেরূপ তিমির বিনাশ করে, তাহার ন্যায় আমার সংশয়চ্ছেদ করুন। ৩৮। মহৎ লোকের সঙ্গলাভ ঘটিলে কাহার মনঃপীড়া না দূর হইয়া থাকে? মর্ম্মপীড়াভিজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সন্দেহকেই আর্ত্তি বলিয়া জানেন। ৩৯। যেরূপ সিংহনখ, হস্তীকে আকর্ষণ করিয়া পীড়া প্রদান করে, তাহার ন্যায় প্রজাদিগের প্রতি নিগ্রহ-অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার অন্তরে যে চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা আমাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক অতিশয় কষ্ট প্রদাম করিতেছে। ৪০। অতএব, হে মাননীয় মুনে! সহস্রাংশু যেরূপ সকল স্থানে সমভাবে অংশু বিস্তার করে, তাহার ন্যায় যে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে, সকল বস্তুই সমান বলিয়া বোধ হইতে পারে, দয়া করিয়া আমাকে সেইরূপ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করুন। ৪১। মাণ্ডব্য কহিলেন;—হে নৃপতে! স্বকীয় যত্ন ও স্বকীয় উপায়ীভূত

স্ববিচারণয়ৈবাশু প্রশাম্যান্ত মনোমলং। ৪৩।
কোহং কথমিদং কিম্বা কথং মরণজন্মনী।
বিচারয়ান্তরেব ত্বং মহত্ত্বামলমেষ্যসি। ৪৪।
বিচারেণ পরিজ্ঞাতস্বভাবস্য স্বতস্তব।
মনঃস্বরূপমুৎসৃজ্য শমমেষ্যসি বিজ্বরং। ৪৫।
তিষ্ঠদেব মনোরূপং পরিত্যক্ষ্যতি তেহনঘ। ৪৬।
কৃপণন্তু মনো রাজন্ পেলবেহপি নিমজ্জতি।
কার্শ্যে গোষ্পদতোয়েহপি জীর্ণাঙ্গো মশকো যথা। ৪৭।
তাবৎ তাবৎ মহাবাহো স্বয়ং সংত্যজ্যতেহখিলং।
যাবদ্ যাবৎ পরালোকঃ পরমাত্মৈব শিষ্যতে। ৪৮।

(বিজ্ঞানাত্মা দ্বারা) মনের মূঢ়ত্ব, হিমের ন্যায় লয় পাইয়া থাকে; (অর্থাৎ যেরূপ সূর্য্যোদয়ে হিম-বিনাশ ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানের বিকাশ দ্বারা যত্ন ও উপায়াবলম্বন করিলে, মনের মালিন্য দূর হইয়া থাকে)। ৪২। (অতএব) আত্মবিচার দ্বারা মনের মালিন্য সত্বর বিনষ্ট কর। ৪৩। আমি কে, কিরূপে এই জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, কিরূপেই বা (জীবের) জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে, অন্তঃকরণে বিচার করিয়া, ইহার যাথার্থ্য অবগত হইতে পারিলে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৪৪। বিচার দ্বারা আত্মস্বভাব পরিজ্ঞাত হইলে, তুমি মনের স্বরূপত্ব পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তি প্রাপ্ত হইবে। ৪৫। হে অনঘ! এইরূপ বিচার করিয়া অবস্থিতি করিলে, তোমার মনের সংকল্পপরিত্যাগ ঘটিবে। ৪৬। হে রাজন। মশক যেরূপ গোষ্পদপরিমিত (সামান্য) জলে জীর্ণাঙ্গ হইয়া মগ্ন হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম কোমল পদার্থ মন, অল্পমাত্র কোমল বস্তুতেই নিমগ্ন হইয়া থাকে। ৪৭। হে মহাবাহো! যখন কেবল পরম পদার্থ পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকেন, তখন মন, স্বয়ংই সকল বস্তু পরিত্যাগ করে; (কিন্তু যে কাল

যাবৎ সর্ব্বং ন সংত্যক্তং তাবদাত্মা ন লভ্যতে।
সর্ব্ববস্তুপরিত্যাগে শেষ আত্মেতি কথ্যতে। ৪৯।
যাবদন্যন্ন সংত্যক্তং তাবৎ সামান্যমেব হি।
বস্তু নাস্বাদ্যতে সাধো স্বাত্মলাভে তু কা কথা। ৫০।
আত্মাবলোকনার্থন্তু তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বং কিঞ্চিৎ পরিত্যজ্য যৎ শেষং তৎ পরং পদং। ৫১।
সকলকারণকার্য্যপরম্পরাময়জগদ্গতবস্তুবিজৃম্ভিতং।
অলমপাস্য মনঃ স্ববপুস্ততঃ পরিবিন্দয় যচ্ছুভমস্তি তৎ।
। ৫২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবানেব সুরঘুং রঘুনন্দন।
যযৌ স্বমেব রুচিরং মাণ্ডব্যোমৌনমণ্ডপং। ৫৩।

পর্য্যন্ত পরমাত্মা অবশিষ্ট না থাকেন, সেকাল পর্য্যন্ত মনের নানা-বস্তু-পরিত্যাগ ঘটে না)। ৪৮। যে পর্য্যন্ত সকল পদার্থ পরিত্যাগ না ঘটে, সে পর্য্যন্ত আত্মপ্রাপ্তি ঘটে না; সকল বস্তু—পরিত্যাগ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই আত্মা বলিয়া থাকে। ৪৯। হে সাধো! যে কাল পর্য্যন্ত অন্য বস্তু-ত্যাগ না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত সামান্য বস্তু মাত্রেরও আস্বাদনই হয় না, আত্মলাভের কথা ত স্বতন্ত্র!। ৫০। (অতএব সাধককে) আত্মাবলোকনের জন্য সকল বস্তু পরিত্যাগ করা উচিত; সকল পরিত্যক্ত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পরম পদ। ৫১। (তুমি) সকল কার্য্যকারণময়, জগন্মধ্যস্থ, সর্ব্বপ্রকাশক শুভবস্তুকে আশ্রয় করিয়া, মনের শরীর—অর্থাৎ বিকল্পকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহা জানিবার, তাহাই জানিতে থাক; —অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হও। ৫২। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রঘুনন্দন! ভগবান্ মাণ্ডব্য মুনি এই কথা বলিয়া, আপনার মনোহর মৌন-

গতে বরমুনৌ রাজা গত্বৈকান্তমনিন্দিতং।
ধিয়া সঞ্চিন্তয়ামাস কোনামাহমিতি স্বয়ং। ৫৪।
দেহমাত্রমহং মন্যে হস্তপাদাদিসংযুতং।
যদত্র তাবন্মাংসাস্থি নহি মে তদচেতনং। ৫৫।
তদেতত্তাবদাশ্বন্তরলমালোকয়াম্যহং। ৫৬।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি নৈবাহং নচ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মে।
জড়ান্যসত্যরূপাণি নচ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যহং। ৫৭।
নাহমেবং শরীরাদিশিষ্টমালোকয়াম্যহং।
শেষোবিকল্পরহিতো বিশুদ্ধা চিদহং স্থিতঃ। ৫৮।
ব্রহ্মণীন্দ্রিয়কে বায়ৌ সর্ব্বভূতগণে তথা।
স এব ভগবানাত্মা তন্তুর্মুক্তাস্বিব স্থিতঃ। ৫৯।

মণ্ডপে গমন করিলেন। ৫৩। মুনিবর গমন করিলে পর, ব্যাধরাজ নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া, আমি কে, বুদ্ধির দ্বারা এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫৪। কেবল হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহকে "অহং" অর্থাৎ আমি এইরূপ মানিতেছি, কিন্তু বিবেচনা করিয়া অন্তরে অবলোকন করিলে, ইহা মাংস-অস্থিময় চৈতন্যহীন (ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না;) অতএব এই দেহ আমি নহি। ৫৫। ৫৬। আমি কর্ম্মেন্দ্রিয়, অথবা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি নহি; এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিও আমার নহে। কারণ, উহারা অসত্য ও জড়ময়। ৫৭। অতএব, শরীরাদি আমি নহি, আমি আত্মাতে শরীরাদির অবশিষ্ট পদার্থ অবলোকন করি; বিকল্পরহিত নির্ম্মল অবশিষ্ট চিৎ-শক্তিই আমি। ৫৮। যেরূপ মুক্তাসমূহ এক তন্তু-সংযোগে অবস্থান করে, সেইরূপ সেই পরমাত্মা ভগবান্, ব্রহ্মা, ইন্দ্রিয়গণ, বায়ু এবং সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ৫৯। শেষ

চিৎশক্তিরমলা সৈষা চেত্যাশয়বিবর্জিতা।
ভরিতাশেষদিক্‌কুঞ্জা ভৈরবাকারধারিণী। ৬০।
সর্ব্বভাবগতা সূক্ষ্মা ভাবাভাববিবর্জিতা।
আব্রহ্মভুবনান্তঃস্থা সর্ব্বশক্তিসমুদ্‌গিকা। ৬১।
সর্ব্বং কিঞ্চিদিদং দৃশ্যং দৃশ্যতে যজ্জগদ্গতং।
চিত্তস্পন্দাঙ্গমাত্রাত্তন্নান্যৎ কিঞ্চিন্ন শাশ্বতং। ৬২।
বিগতরঞ্জননির্বিষয়স্থিতির্গতভবভ্রমঈহিতবর্জিতঃ।
স্থিরসুষুপ্তকলাভিগতস্ততঃ শমসমং নিবসাম্যহমাত্মনি।

। ৬৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতিহেমজটাধীশো লেভে পদমনুত্তমং।
বিবেকব্যবসায়েন ব্রাহ্মণ্যমিব গাধিজঃ। ৬৪।

দিক্‌কুঞ্জ পূর্ণ করিয়া ভৈরবাকারধারিণী শুদ্ধা মহাসত্ত্ববিশিষ্টা যে চিৎ-শক্তি (ব্যাপ্ত রহিয়াছে,) আমি তাহাই। ৬০। যে চিৎ, সকল বস্তুগত, সৎ অসৎ শব্দের অবাচ্য, সূক্ষ্ম, আব্রহ্মভুবনমধ্যস্থ, সর্ব্ব শক্তির আধার, আমি তাহাই। ৬১। এই জগন্মধ্যে যে কোনও দৃশ্য বস্তু দর্শন করা যায়, তাহা মনের স্পন্দনমাত্র, অন্য আর কিছুই নয়। ৬২। আমি (এই সংসার) বাসনা ত্যাগ করিয়া, বিষয়স্থিতিশূন্য হইয়া সংসারভ্রম ও সকল ক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যকাল সুষুপ্তসমান শান্তিলাভ করত পরমাত্মাতে অবস্থিতি করিব। । ৬৩। বশিষ্ঠ কহিলেন; যেরূপ গাধিনন্দন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র,তপোবলপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছিলেন,তাহার ন্যায় হেমজটাধীশ্বর সুরঘু,বিবেক-ব্যবসায়-সাহায্যে সর্ব্বোত্তম পদ—ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬৪। তিনি দয়াবান্,

ন নির্ঘৃণো দয়াবান্মো ন দ্বন্দ্বী নাপি মৎসরঃ।
ন সুখী নাসুখীর্নার্থী নানর্থী স বভূব হ। ৬৫।
শৃণু তস্যৈব সুরঘোঃ প্রবুদ্ধস্য স্বতস্তদা।
পর্ণাদস্য চ রাজর্ষেঃ সংবাদমিদমুত্তমং। ৬৬।
বভূব পারসীকানাং পার্থিবঃ পরবীরহা।
পরিঘো নাম বিখ্যাতঃ পরিঘঃ স্যন্দনে যথা। ৬৭।
স বভূব পরং মিত্রং সুরঘো রঘুনন্দন।
কদাচিৎ পরিঘস্যাভূদকাণ্ডং মণ্ডলে মহৎ। ৬৮।
বিনেশুর্জ্জনতাস্তত্র বহ্ব্যঃ ক্ষুৎক্ষুব্ধজীবিতাঃ।
তদ্দুঃখং পরিঘো দৃষ্ট্বা প্রতীকারেষ্বশক্তিমান্।
স ত্যক্ত্বাখিলং রাজ্যং জগাম তপসে বনং। ৬৯।

বা নির্দ্দয় ছিলেন না, সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট, বা দ্বেষ্টা ছিলেন না, জ্ঞানী, বা অজ্ঞানী ছিলেন না, তাঁহার প্রার্থনা, বা প্রার্থনাবিহীনতা ছিল না; (সর্ব্বত্রেই তাঁহার সমস্বভাবের পরিচয় ছিল)। ৬৫। (হে রামচন্দ্র!) স্বতঃপ্রবুদ্ধ সেই কিরাতরাজের সহিত পর্ণাদ নামক রাজর্ষির যে কথোপকথন হইয়াছিল, আমি সেই উত্তম সংবাদ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৬। রথে যেরূপ পরিঘ নামক অস্ত্র বিদ্যমান থাকে, তাহার ন্যায় পারস্যদেশে পরবীরঘাতী পরিঘ নামে এক বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। ৬৭। হে রঘুনন্দন! তিনি সুরঘুর সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে সবিশেষ আবদ্ধ ছিলেন; কোনও সময়ে পরিঘরাজার রাজ্য মধ্যে ভয়ানক মারীভয়ের আবির্ভাব হয়। ৬৮। তাহাতে অনেক লোক ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতে থাকে; নরনাথ, তাহাদের দুঃখ দর্শন করিয়া, প্রতীকারে অসমর্থ হইয়া সমস্ত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যা করিবার জন্য বনগমন করেন। ৬৯। শান্তমতি নৃপতি, তপশ্চর্য্যা করিয়া

তপশ্চরন্ শান্তমতিঃ শুষ্কপর্ণান্যভক্ষয়ৎ।
ততঃ প্রভৃতি পর্ণাদ ইতিখ্যাতিমসৌ যযৌ। ৭০।
ততোবর্ষসহস্রেণ তপসা দারুণাত্মনা।
প্রাপদভ্যাসবশতো জ্ঞানমাত্মপ্রসাদজং। ৭১।
বভূব বিগতদ্বন্দ্বো নীরসঃ সমদর্শনঃ।
বিজহার যথাকামং ত্রিলোকীমঠিকামিমাং। ৭২।
একদা তস্য সদনং হেমচূড়পতির্যযৌ।
তে তত্র প্রাক্তনে মিত্রে অন্যোন্যমিদমূচতুঃ। ৭৩।

পরিঘ উবাচ।

পরমানন্দমায়াতং চেতস্ত্বদ্দর্শনেন মে।
অহো নু বত কল্যাণৈঃ ফলিতং মম পাবনৈঃ। ৭৪।

কেবলমাত্র শুষ্কপর্ণ ভোজন করিতে লাগিলেন; তদবধি সংসারে তিনি পর্ণাদ নামে পরিচিত হইলেন। ৭০। তদনন্তর সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়া অভ্যাসবশতঃ আত্মপ্রসাদসম্ভূত জ্ঞান লাভ করিলেন। ৭১। (ক্রমে) সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বশূন্য, বিষয়রসবিহীন ও সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি হইয়া কামনানুসারে এই ত্রিলোকরূপ ক্ষুদ্র মঠে বিহার করিতে লাগিলেন। ৭২। এক দিবস কিরাতাধিপতি সুরঘু, মিত্র-সদনে আগমন করিলেন; উভয়ে পূর্ব্বতন মিত্র লাভে (প্রীত হইয়া) পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ৭৩। পরিঘ কহিলেন;—(হে বন্ধো!)অদ্য তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া,আমি অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম; আহা! অদ্য আমার মঙ্গলময় পবিত্রানুষ্ঠান সকল সুফলিত হইল!। ৭৪। হে অনঘ! তুমি যে প্রকারে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছ,

জ্ঞাতমেতন্ময়া প্রাপ্তং ত্বয়া জ্ঞানং যথানঘ।
কচ্চিৎ করোষি সময়া সুপ্রসন্নগভীরয়া। ৭৫।
দিষ্ট্যা সুভগকল্যাণকার্য্যাণ্যেব নরাধিপ।
আধিব্যাধিবিহীনেয়ং কচ্চিৎ কামলতা তব। ৭৬
আপাতরমণীয়েষু পর্য্যন্তাত্যন্তবৈরিষু।
কচ্চিৎ বিকল্পরহিতং সবিরাগং মনস্তব। ৭৭।
কচ্চিৎ বিষয়সর্পেষু পরং মিত্রমনাস্পদং।
পরমোপরমং শ্রেয়ঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি। ৭৮।

রুবাচ।

যোজ্ঞো মহাত্মন্ সততং তূষ্ণীং ব্যবহরংশ্চ বা।
অসমাহিতচিত্তোঽহসৌ কদা ভবতি মে বদ। ৭৯।

তাহা আমি অবগত আছি; (তোমাকে জিজ্ঞাসা করি) হে নরাধিপ! তুমি সুপ্রসন্ন প্রশান্ত সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি দ্বারা। ৭৫। কল্যাণ কার্য্যসকল করিয়া থাক কি না? এবং তোমার কামনা বিষয়শূন্য হইয়া আধিব্যাধি-পরিত্যক্ত হইয়াছে কি না?। ৭৬। যে বিষয় আপাততঃ রমণীয়, কিন্তু পরিণামে বৈরী, এরূপ বিষয়ে তোমার মন অনুরাগবিহীন হইয়াছে কি না? । ৭৭। বিষয়বিষধর-গ্রস্ত নিরাশ্রয় ব্যক্তির মিত্রস্বরূপ পরম বিশ্রামস্থান মঙ্গলজনক সমাধির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, কি না?।৭৮। সুরঘু কহিলেন; হে মহাত্মন্! যে জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন, কিংবা ব্যবহার-কর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহার চিত্ত কোন্ কালে সমাধিশূন্য হইয়া থাকে, বল। ৭৯।

নিত্যপ্রবুদ্ধচিত্তাস্তু কুর্ব্বন্তোঽপি জগৎক্রিয়াঃ।
আত্মৈকতত্ত্বসন্নিষ্ঠাঃ সদৈব সুসমাধয়ঃ। ৮০।
বদ্ধপদ্মাসনস্যাপি কৃতব্রহ্মাঞ্জলেরপি।
অবিশ্রান্তস্বভাবস্য কঃ সমাধিঃ কথং লয়ঃ। ৮১।
তত্ত্বাববোধো ভগবন্ সর্ব্বাশাতৃণপাবকঃ।
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন নচ তূষ্ণীমবস্থিতিঃ। ৮২।
সমাহিতা নিত্যতৃপ্তা যথা ভূতাত্মদর্শিনী।
সাধো সমাধিশব্দেন পরা প্রজ্ঞোচ্যতে বুধৈঃ। ৮৩।
অক্ষুব্ধা নিরহঙ্কারা দ্বন্দ্বেষু নতু পাতিনী।
প্রোক্তা সমাধিশব্দেন মেরোঃ স্থিরতরা স্থিতিঃ। ৮৪

যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ থাকে, জগতের কর্ম্মাদির (অনুষ্ঠান) করিলেও তিনি পরমাত্ম-তত্ত্বে সন্নিবিষ্ট থাকেন, এবং তাঁহারই সুন্দর সমাধি ঘটিয়া থাকে। ৮০। যে ব্যক্তি বদ্ধ পদ্মাসনে অবস্থিতি করিয়া, ব্রহ্মোদ্দেশে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া থাকেন, কোনও বিষয়ে যাঁহার বিশ্রাম করা স্বভাব নহে, সে ব্যক্তির সমাধিই বা কি, এবং লয়ই বা কি ?। ৮১।

হে ভগবন্! ব্রহ্মজ্ঞানকে, সকল আশা-তৃণ-সংহার-পক্ষে অগ্নি বলিয়া জানিবে; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইলে, সকল আশাই নষ্ট হইয়া যায়। ইহারই নাম সমাধি; মৌনভাবে অবস্থানকে সমাধি বলে না। ৮২। হে সাধো! নিত্য তৃপ্তিযুক্ত আপনার ন্যায় সকল ভূতে সমদর্শিনী একাগ্রতা-বিশিষ্টা যে পরা বুদ্ধি, পণ্ডিতেরা তাহাই সমাধি বলিয়া থাকেন। ৮৩। অহং-কারশূন্য, অক্ষুব্ধ, সুখদুঃখদ্বন্দ্ববিরহিত, সুমেরু অপেক্ষাও স্থিরতর যে অবস্থান, তাহাই সমাধি শব্দে কথিত হইয়া থাকে। ৮৪। চিন্তাশূন্য, ইষ্টানিষ্ট-

নিশ্চিন্তা বিগতাভীষ্টা হেয়োপাদেয়বর্জ্জিতা।
প্রোক্তা সমাধিশব্দেন পরিপূর্ণা মনোগতিঃ। ৮৫।
ন বিস্মরতি সর্ব্বত্র যথা সর্ব্বত্রগো গতিং।
ন বিস্মরতি নিশ্চেত্যং চিন্মাত্রং প্রাজ্ঞধীস্তথা। ৮৬।
নিত্যং সমাহিতধিয়ঃ স্বসমা মহান্ত
স্তিষ্ঠন্তি কার্য্যপরিণামবিভেদমুক্তাঃ।
তেনাসমাহিতসমাহিতভেদভঙ্গ্যা
নিত্যোদিতে ক নু মহত্তমবাক্প্রপঞ্চঃ। ৮৭।

পরিঘ উবাচ।

রাজন্ নূনং প্রবুদ্ধোহসি প্রাপ্তবানসি তৎপদং।
সংশীতলান্তঃকরণো গম্ভীরপ্রকটাশয়ঃ। ৮৮।

পদার্থে স্পৃহাবিহীন, ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য বিষয়বর্জ্জিত, পরিপূর্ণস্বরূপ মনের যে অবস্থিতি, তাহার নামই সমাধি। ৮৫। যে রূপ সর্ব্বত্রগতি বায়ু, আপনার সর্ব্বত্র গমন বিস্মৃত হয় না, সেইরূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি, বিষয়শূন্য শুদ্ধ চিন্মাত্র ব্রহ্মকে কখনও বিস্মৃত হয় না। ৮৬। সমাধিপরায়ণ জ্ঞানী মহাশয়গণ, কার্য্যের পরিণামভেদমুক্ত—অর্থাৎ আমরা কার্য্য করিতেছি, এই বুদ্ধিবিহীন হইয়া, পরমাত্মার ন্যায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন; সমাধিতে থাকা ও না থাকা এই ভেদ ভঙ্গ দ্বারা, নিত্যোদিত জ্ঞানীর নিকটে উত্তম বাক্-প্রপঞ্চ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? (অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের নিকটে সমাধি অসমাধি প্রভৃতি বাক্যপ্রপঞ্চ নাই, তাঁহারা সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি হইয়া থাকেন) ।৮৭। পরিঘ কহিলেন;—হে রাজন্! তুমি নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছ! (কারণ) তোমার গম্ভীর অভিপ্রায় স্বদীয় অন্তঃকরণের

নির্ম্মলো বিততঃ পূর্ণো গতাহংকারবিপ্লবঃ।
সর্ব্বত্র লক্ষ্যসে স্বস্থো রাজন্ সর্ব্বত্র রাজসে। ৮৯।
অলমতিবিততৈর্ব্বচঃপ্রপঞ্চৈরিয়মুদিতোরুসুখায় দৃষ্টিরেকা।
উপশমিতরসং সমং মনোন্তর্যদি মুদিতং তদনুত্তমা প্রতিষ্ঠা
। ৯০।

ইতিমোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে সুরঘূপাখ্যানং
নাম ষড়্বিংশতিতমঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ।*। ২৬।*

সুশীতলতা প্রকটন করিয়াছে। ৮৮। তুমি বিস্তৃত পরিপূর্ণস্বরূপ; তোমার অহঙ্কার নাই; তোমাকে স্বভাবস্থ দেখিতেছি; হে রাজন্! তুমি সর্ব্বত্র সমান-রূপে বিরাজমান রহিয়াছ। ৮৯। অতএব, অধিকতর মিথ্যা বাক্যপ্রপঞ্চে প্রয়োজন নাই; এই রূপে এক দৃষ্টির উদয় হইলেই নিত্যসুখ লাভ হইয়া থাকে। বিষয়রসের শান্তি হইয়া যদি মানামধ্যে সমতার আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে অন্তঃকরণ আনন্দ লাভ করে, এবং উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ মোক্ষস্থিতিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৯০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

সুরঘুঃ পরিঘশ্চেতি বিচার্য্যেতি জগৎক্রমং।
মিথঃ প্রপূজিতৌ তুষ্টৌ স্বব্যাপারপরৌ গতৌ। ১।
যোনিত্যমধ্যাত্মগয়োর্নিত্যমন্তর্মুখঃ সুখী।
নিত্যং চিদনুসন্ধানঃ স ন শোকেন বাধ্যতে। ২।
আশাপাশশতৈর্বদ্ধং ভোগোপলব্ধলালসং।
ব্যূঢ়দুঃখমহাভারং মোহপল্বলশায়িনং। ৩।
রোগদংশাবলীদষ্টং কৃষ্টং তৃষ্ণাকলত্রয়া।
কুকর্ম্মকর্দমালিপ্তং সংসারারণ্যচারিণং। ৪।
অলব্ধশীতলচ্ছায়ং গমাগমপিপাসিতং।
রাম জীববলীবর্দ্দমিমং সংসারপল্বলাৎ।
পরমং যত্নমাস্থায় চিরমুদ্ধারয়েদ্বলাৎ। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—কিরাতরাজ সুরঘু এবং পারস্যরাজ পরিঘ, উভয়ে জগতের যাথার্থ্য বিচার করিয়া, পরস্পর সংপূজিত ও পরিতুষ্ট হইয়া, স্বস্থানে গমন পূর্ব্বক আপনাপন কর্ম্মে রত হইলেন। ১। যে জ্ঞানী ব্যক্তি, নিত্য-কাল বাহ্যদৃষ্টিশূন্য, সর্ব্বদা অন্তর্দৃষ্টিবিশিষ্ট ও জ্ঞানময়, যে ব্যক্তি সুখী হইয়া নিত্যকাল চিৎ-ব্রহ্মের অনুসন্ধান করে, তাহাকে শোকে অভিভূত হইতে হয় না। ২। আশারূপ শত শত পাশসমূহে বদ্ধ, ভোগ্য বস্তু পাইবার জন্য লালায়িত, দুঃখভার বহনে পরিশ্রান্ত, মোহরূপ সামান্য সরোবরে শায়িত, ।৩। রোগস্বরূপ দংশসমূহ কর্তৃক দংশিত, তৃষ্ণা ভার্য্যার অনুগত, কুকর্ম্মরূপ কর্দ্দমে পরিলিপ্ত, সংসাররূপ অরণ্যচারী। ৪। (সতত) গমনাগমন হেতু পিপাসার্ত্ত, স্নিগ্ধচ্ছায়ার অভাবে সন্তাপিত, জীববৃষকে, হে রামচন্দ্র! অতিযত্নপূর্ব্বক সংসার-পল্বল হইতে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। ৫। হে রামচন্দ্র!

মহানুভাবসম্পর্কাৎ সংসারার্ণবলঙ্ঘনে।
যুক্তিঃ সংপ্রাপ্যতে রাম দৃঢ়া নৌরিব নাবিকাৎ। ৬।
যস্মিন্ দেশে মরৌ তজ্‌জ্ঞো নাস্তি সজ্জনপাদপঃ।
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র নিবসেদ্বুধঃ। ৭।
মনোমাত্রেণ সুহৃদা সদৈব সহবাসিনা।
সহ কিঞ্চিৎ পরামৃষ্য ভবত্যাত্মা সমুদ্ধৃতঃ। ৮।
এতাবতৈব দেবেশঃ পরমাত্মাবগম্যতে।
কাষ্ঠলোষ্ট্রসমত্বেন দেহো যদবলোক্যতে। ৯।
পরিপূর্ণার্ণবপ্রখ্যো ন বাগ্‌গোচরমেতি নঃ।
নোপমানমুপাদত্তে নানুধাবতি রঞ্জনাং। ১০।

যেরূপ নদী লঙ্ঘন করিতে হইলে নাবিকের সাহায্যে সুদৃঢ় নৌকারোহণ করিতে হয়, সেইরূপ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে, সাধুসঙ্গ অবলম্বন করাই (এ বিষয়ের প্রধান) যুক্তি। ৬। যে মরুভূমিস্থলে আত্মতত্ত্বজ্ঞ শীতল ছায়াবিশিষ্ট ফলবান্ সজ্জন-পাদপের বিদ্যমানতা নাই, পণ্ডিত লোকে সেখানে অবস্থিতি করেন না। ৭। মন চিরকালই একত্রে বাস করিয়া থাকে, অতএব এরূপ সুহৃদের সহিত পরামর্শ করিয়া (সংসার-সমুদ্র হইতে) আত্মাকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। ৮। যখন এই দেহকে কাষ্ঠলোষ্ট্র স্বরূপ অনুভূত হয়, তখনই ভগবান্ পরমাত্মা উপলব্ধি হইয়া থাকে। ৯। (সেই পরমাত্মা) পরিপূর্ণ সমুদ্রসদৃশ, আমাদিগের বাক্য (মনের সম্পূর্ণ) অগোচর; কাহারও সহিত ইহাঁর উপমা ঘটে না, এবং ইনি মনোরঞ্জনের জন্য ধাবিত হন না;—অর্থাৎ ইনি কোনও বস্তুতে লিপ্ত নহেন। ১০।

কেবলং চিৎ প্রকাশাংশকলিতা স্থিরতাং গতা।
তূর্য্যা চেৎ প্রাপ্যতে দৃষ্টিস্তত্তয়া সোপমীয়তে। ১১।
অদূরগতসাদৃশ্যাৎ সুষুপ্তস্যোপলক্ষ্যতে।
সাবস্থা ভাবিতাকারা গগনশ্রীরিবাততা। ১২।
মনোঽহঙ্কারবিলয়ে সর্ব্বভূতান্তরস্থিতা।
সমুদেতি পরানন্দা যা তনুঃ পারমেশ্বরী। ১৩।
সা স্বয়ং যোগসংসিদ্ধা সুষুপ্তাধারবাহিনী।
ন গম্যা বচসাং রাম হৃদ্যেবেহানুভূয়তে। ১৪।
মনসৈব মনশ্ছিত্ত্বা সা স্বয়ং লভ্যতে স্থিতিঃ। ১৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং।
সংবাদং সুহৃদোর্ভ্রাত্রোঃ সানৌ ভাসবিলাসয়োঃ। ১৬।

কেবল চিৎস্বরূপই (ইহাঁর) প্রকাশাংশ, যখন উহা তূরীয় দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, তখনই উহার সহিত পরমেশ্বরের উপমা হইয়া থাকে। ১১। যেরূপ সুষুপ্ত ব্যক্তির নিরাকার গগন-শ্রীর বিস্তৃত অবস্থা অনুভূত হয়, সেইরূপ অদূরগত সাদৃশ্য দ্বারা পরমেশ্বরের উপমা হইয়া থাকে। ১২। অন্তঃকরণ এবং অহঙ্কার এই উভয় পদার্থ লয় পাইলে পর সর্ব্বভূতান্তর্যামী পরমানন্দ, স্বরূপ যে শরীর প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাই পরমেশ্বরতনু। ১৩। হে রাম! সেই অবস্থা সুষুপ্তিকালের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ, যোগ দ্বারা উহার স্বয়ং সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে; ইহা (যদিও) বাক্যের অগম্য, কিন্তু (সাধকের) হৃদয়ে অপ্রকাশ থাকে না। ১৪। মন দ্বারা মনকে ছেদ করিলে, এই প্রকার স্বয়ং সিদ্ধ স্থিতি ঘটিয়া থাকে। ১৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—এ বিষয় পর্বতশিখর-বাসী, চিরসৌহৃদে আবদ্ধ, ভাস এবং বিলাস নামক দুই সহোদরসম্বন্ধীয়

অস্ত্যুৎসেধজিতাকাশঃ পীঠেন জিতভূতলঃ।
তলেন জিতপাতালঃ সহ্যো লোকোত্তরোগিরিঃ। ১৭।
তত্রোত্তরতটে সানাবানমৎফলপাদপে।
অদ্রেরস্ত্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ সিদ্ধশ্রমহরো মহান্। ১৮।
মহত্যত্রাশ্রমে তস্মিংস্তাপসৌ দ্বৌ বভূবতুঃ।
তয়োরথৈকাস্পদয়োস্তত্রাসূতাং সুতাবুভৌ। ১৯।
বিলাসভাসনামানৌ বৃদ্ধিমাবাপতুঃ ক্রমাৎ।
একং দ্বিত্বমিবাপন্নং সমমাসীত্তয়োর্মনঃ। ২০।
জগ্মতুর্দেহমুৎসৃজ্য ততস্তৌ পিতরৌ তয়োঃ।
তদৌর্দ্ধদেহিকং কৃত্বা চক্রাতে পরিদেবনং। ২১।
বিরক্তৌ বিপিনে কালং ক্ষপয়ামাসতুঃ পৃথক্।
জগ্মুর্দিনানি মাসাশ্চ বর্ষাণ্যথ তয়োস্তদা। ২২।

একটী প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৬। উত্তর দিকে সহ্য নামে এক পর্ব্বত আছে। উহা উচ্চতা দ্বারা আকাশকে, পীঠ দ্বারা ভূমিতলকে, এবং তল দ্বারা পাতালকে পরাজয় করিয়া অবস্থিত। ১৭। তদুত্তরে অবনত-ফল-বিশিষ্ট পাদপ শোভিত সিদ্ধ লোকদিগের শ্রান্তিবিনোদক (অতিশয়) সৌন্দর্য্যশালী এক আশ্রম আছে। ১৮। সেই পুণ্যাশ্রমে দুই জন তাপস তাপসী বাস করে, অনন্তর অভেদাত্মা সেই দুই ব্যক্তির দুইটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ১৯। উহারা দুই সহোদরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তাহারা আকৃতিতে এক হইলেও তাহাদের অন্তঃকরণ, এক বস্তু দ্বিভাগ হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তুল্যভাব ধারণ করে। ২০। (কালক্রমে) তাহাদের জনক জননী দেহ পরিত্যাগ করিলে, তাহারা তাঁহাদের দাহাদি কার্য্য সমাধা করিয়া, রোদন করিতে থাকে। ২১। (এবং) ভোগ্য বস্তুতে বিরক্ত হইয়া সেই বনে পৃথগ্ভাবে অবস্থিতি করে; (এইরূপে)

তাবেকদা সংঘটিতাবিদমন্যোন্যমুচতুঃ। ২৩।

বিলাস উবাচ।

বাঞ্ছিতাগ্রদ্রুমফলহৃদাশ্বাসামৃতাম্বুধে।
জগত্যস্মিন্ মহাবন্ধো ভাসস্বাগতমস্তু তে। ২৪।
ক্বচিত্তে বিজ্বরা বুদ্ধিঃ ক্বচিজ্জাতস্ত্বমাত্মবান্।
কচ্চিৎ কলিতবিদ্যস্ত্বং কচ্চিৎ কুশলবানসি। ২৫।

ভাস উবাচ।

সাধো স্বাগতমদ্যাঙ্গ দিষ্ট্যা দৃষ্টোসি মানদ।
কুশলন্তু কুতোঽস্মাকং সংসারে তিষ্ঠতামিহ। ২৬।

তাহাদের অনেক দিন, মাস ও বৎসর অতিবাহিত হইলে,। ২২। একদিন উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া, পরস্পর এই কথা বলিতে লাগিল। ২৩। বিলাস কহিল;—হে মহাবন্ধো ভাস! অভীপ্সিত বৃক্ষের ফলাভ্যন্তরে আশ্বাসরূপ যে অমৃত অবস্থিতি করে, তুমি তাহার সমুদ্রতুল্য; অর্থাৎ সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতোৎপত্তি হইয়া থাকে, তোমার অন্তরে সেইরূপ আশা-বৃক্ষের সুফল ফলিয়াছে; অতএব, তুমি এই সংসারে সুখে বাস করিতেছ। । ২৪। (জিজ্ঞাসা করি,) তোমার বুদ্ধি উদ্বেগশূন্য হইয়াছে ত? তুমি আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ, স্বভাবস্থ ও প্রাপ্তবিদ্য হইয়া কুশলে আছ ত? । ২৫। ভাস কহিল;—হে মানদ, সাধো! আমার পরম ভাগ্য যে, অদ্য আমি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম; (জানিও) যখন এই অনিত্য সংসারে আমরা অবস্থান করিতেছি, তখন আর আমাদিগের কুশল কিরূপে সম্ভবিতে পারে? । ২৬। যে কাল পর্য্যন্ত জ্ঞেয় পদার্থ—ব্রহ্মলাভ না ঘটে, যে কাল পর্য্যন্ত এই

যাবন্নাধিগতং জ্ঞেয়ং যাবৎ ক্ষীণা ন চিত্তভূঃ।
যাবত্তীর্ণো ন সংসারস্তাবন্নঃ কুশলং কুতঃ। ২৭।
আশা যাবদশেষেণ ন লূনাশ্চিত্তসম্ভবাঃ।
বীরুধো দাত্রকেণেব তাবন্নঃ কুশলং কুতঃ। ২৮।
যাবন্নাভিগতং জ্ঞানং যাবন্ন মমতা হতা।
যাবন্নাভ্যুদিতো বোধস্তাবন্নঃ কুশলং কুতঃ। ২৯।
স্বাত্মলাভং বিনা সাধো বিনা জ্ঞানমহৌষধং।
উদেতি পুনরেবেয়ং দুঃখসংসৃতিসূচিকা। ৩০।
বহুবিধসুখদুঃখমধ্যপাতী বিততজরামরণপ্রপাতভগ্নঃ।
জগদুদরগিরৌ লুঠন্ জনোঽয়ং গতরসপর্ণবদেতি দুর্জরত্বং
। ৩১।

ইত্যুপশমপ্রকরণে ভাসবিলাসসংবাদোঃ নাম
সপ্তবিংশঃ সর্গঃ। *। ২৭। *

চিত্তভূমি ক্ষীণদশা প্রাপ্ত না হয়, এবং যে কাল পর্য্যন্ত এই সংসার-সমুত্তীর্ণ হইতে না পারা যায়, সে কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের কুশল-সম্ভাবনা কোথায়? । ২৭। যেরূপ দাত্র দ্বারা লতাচ্ছেদ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় যে কাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ-সম্ভূত আশাকে অশেসপ্রকারে ছিন্ন করা না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের কল্যাণ কোথায়? । ২৮। যে কাল পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ প্রাপ্ত না হয়, যদবধি মমতা নষ্ট না হয়, যে পর্য্যন্ত বোধোদয় না ঘটে, সে কাল পর্য্যন্ত কুশলের আশা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? । ২৯। হে সাধো! আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি ও জ্ঞান-মহৌষধ সেবন না হইলে, পুনঃ পুনঃ দুঃখদায়িনী সংসার-বিসূচিকার উদয় হইয়া থাকে। ৩০। যেরূপ বৃক্ষপত্রের রস শুষ্ক হইলেই জীর্ণভাব ধারণ করে, তাহার ন্যায় সংসারী ব্যক্তি সকল, নানা প্রকার সুখ দুঃখের মধ্যে স্থিত ও বিস্তৃত জরা মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা ভগ্ন হইয়া, জগতের মধ্যস্থানস্বরূপ পর্ব্বতে লুণ্ঠন করিয়া থাকে।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং তৌ কুশলপ্রশ্নং কৃতবন্তৌ পরস্পরং।
কালেনাবাপ্য বিমলং জ্ঞানং মোক্ষমবাপতুঃ। ১।
তথা বচ্মি মহাবাহো যথা জ্ঞানে তবাগতিঃ।
নাস্তি সংসারতরণং সঙ্গবদ্ধস্য চেতসঃ। ২।
অসক্তং নির্ম্মলং চিত্তং মুক্তং সংসার্য্যপি স্ফুটং।
সক্তন্তু দীর্ঘতপসা মুক্তমপ্যতিবন্ধবৎ। ৩।
অতঃ সংসক্তিনির্মুক্তো জীবো মধুরবৃত্তিমান্।
বহিঃ কুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বা কর্ত্তা ভোক্তা হি ন ক্বচিৎ। ৪

বশিষ্ঠ কহিলেন;—তাহারা দুই সহোদরে পরস্পর এইরূপ কুশল প্রশ্ন করিয়া উপযুক্ত সময়ে বিমল জ্ঞান (লাভ করত) মোক্ষ পদ অধিকার করিল। ১। হে মহাবাহো! যে প্রকারে জ্ঞান-প্রাপ্তি-বিষয়ে তোমার সম্যক্ উপায় অবধারিত হইতে পারে, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার চিত্ত, আত্মীয়—অর্থাৎ পুত্রকন্যা পরিবার প্রভৃতির সংসর্গে বদ্ধ, সে ব্যক্তি, সংসার হইতে উদ্ধার পায় না। ২। যাহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল, সে যদি অসক্ত হইয়াও স্ফুটরূপে সংসারী হয়,—অর্থাৎ ব্যবহারাদির অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে মুক্ত (বলিয়া জানিবে); যদি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও লোকের অন্তঃকরণ বিষয়াসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বদ্ধ বলিয়া (জানিবে)। ৩। অতএব, সঙ্গ ত্যাগ পুর্ব্বক মধুর বৃত্তিতে কাল যাপন করিলে, বাহিরে জীবের কর্ত্তৃত্ব করা, আর না করা দুইই সমান; (কারণ) সে কোনও প্রকারে কর্ত্তা, বা ভোক্তা হয় না। ৪। শ্রীরাম কহি-

শ্রীরাম উবাচ।

কীদৃশো ভগবন্ সঙ্গঃ কশ্চ বন্ধায় বা নৃণাং।
কথং মোক্ষায় কথিতঃ কথং নৈষ চিকিৎস্যতে। ৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

দেহিদেহবিভাগৈকপরিত্যাগেন ভাবনাৎ।
দেহমাত্রে তু বিশ্বাসঃ সঙ্গো বন্ধার্হ উচ্যতে। ৬।
অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য সপর্য্যন্তত্বনিশ্চয়ে।
যৎ সুখার্থিত্বমন্তঃ স সঙ্গো বন্ধার্হ উচ্যতে। ৭।
সর্ব্বমাত্মেদমখিলং কিং বাঞ্ছামি ত্যজামি কিং।
ইত্যসঙ্গস্থিতিং বিদ্ধি জীবন্মুক্ততনুস্থিতাং। ৮।

লেন;—হে ভগবন্! (আপনি যে সঙ্গের কথা বলিলেন,) সে সঙ্গ কি প্রকার? কোন্ সঙ্গ দ্বারায় বা লোকের বন্ধন ঘটিয়া থাকে, কোন্ সঙ্গই বা মোক্ষ-বিধায়ক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, এবং কোন্ সঙ্গ (দূষিত বলিয়া) তাহার চিকিৎসা হইতে পারে না? ।৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—দেহী আর দেহ এই দুইটী বিভাগের মধ্যে একটীতে—অর্থাৎ আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া দেহে বিশ্বাসরূপ যে সংসক্তি, তাহাকেই বন্ধনের কারণ বলিয়া থাকে ।৬। আত্মা অনন্ত হইলেও (অন্তঃকরণে) তাঁহার বিনাশ অবধারণ করিয়া, (দেহভরণাদি দ্বারা) যে সুখেচ্ছা হয়, সেই সুখবাসনাসঙ্গই বন্ধনের কারণ। ৭। এই সকল বস্তু এক পরমাত্মাস্বরূপ; (অতএব, ইহাতে) আমি কি ইচ্ছা, বা কি ত্যাগ করিব, এইরূপ সঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক যে অবস্থিতি, তাহাই জীবন্মুক্তি। ৮। আমি নাই, অন্য বস্তুও নাই, সুখ হউক, বা না

নাহমস্মি নচান্যোঽস্তি মা ভবন্তু ভবন্তু বা।
সুখান্যাসক্তইত্যন্তঃ কথ্যতে মুক্তিভাগ্ নরঃ। ৯।
নাভিনন্দতি নৈষ্কর্ম্ম্যং ন কর্ম্মস্বনুষজ্যতে।
স সমোযঃ ফলত্যাগী সোঽসংসক্ত ইতি স্মৃতঃ। ১০।
সর্ব্বকর্ম্মফলাদীনাং মনসৈব ন কর্ম্মণা।
নিপুণং যঃ পরিত্যাগঃ সোঽসংসক্ত ইতি স্মৃতঃ। ১১।
অসংসঙ্গেন সকলাশ্চেষ্টা নানাবিজৃম্ভিতাঃ।
চিকিৎসিতা ভবন্ত্যঙ্গ শ্রেয়ঃ সম্পাদয়ন্তি চ। ১২।
কৃমিকীটত্বমায়ান্তি জায়মানাঃ পুনঃপুনঃ।
যদিমা জনতা জীর্ণাস্তৎসংসক্তিবিজৃম্ভিতং। ১৩।
ভূতানি যদনন্তানি তরঙ্গিণিতরঙ্গবৎ।
উৎপত্যোৎপত্য লীয়ন্তে তৎ সংসক্তিবিজৃম্ভিতং।১৪।

হউক, যাঁহার অন্তঃকরণ (সকল প্রকার) ভোগে অনাসক্ত, তিনিই মুক্ত পুরুষ। ৯। যে ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া হর্ষিত হয় না, যাহার কর্ম্মেতে অনুরাগ নাই, যে ফলত্যাগী হইয়া (সর্ব্বত্র) সমভাবে দর্শন করিয়া থাকে, তাহাকেই সঙ্গত্যাগী বলিয়া (জানিও)। ১০। কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া, মনের সাহায্যে যে সকল দৃঢ়তর কর্ম্ম-পরিত্যাগ ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই সঙ্গত্যাগ বলিয়া থাকে। ১১। সঙ্গ ত্যাগ করিলে যে সকল চেষ্টা প্রকাশিত হয়, তাহাদের নাম চিকিৎসা; ইহাদের দ্বারাই মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। ১২। এই যে জীর্ণ জনসমূহ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া কৃমিকীটাদি দেহ ধারণ করে, সঙ্গহেতু তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে; (জানিবে)। ১৩। নদীর তরঙ্গের ন্যায় এই যে অনন্ত প্রাণী সকল উৎপন্ন হইয়া লয় পাইয়া থাকে, সঙ্গ দ্বারায় এরূপ প্রকাশ হইয়া থাকে, (জানিবে)। ১৪। হে অনঘ!

সক্তির্হি দ্বিবিধা প্রোক্তা বন্ধ্যা বন্ধ্যাতরানঘ।
আত্মতাত্ত্ববোধেন হীনা দেহাদিবস্তুজা।
ভূয়ঃ সংসারজা সক্তির্দৃঢ়া বন্ধ্যেতি কথ্যতে। ১৫।
আত্মতত্ত্বাববোধেন সত্যভূতবিবেকজা।
বন্ধ্যা হি কথ্যতে সক্তির্ভূয়ঃ সংসারবর্জিতা। ১৬।
শঙ্খচক্রগদাহস্তো দেহো বিবিধয়েহয়া।
বন্ধ্যা সংসক্তিবশতঃ পরিপাতি জগত্রয়ং। ১৭।
বিজ্ঞানগতয়ঃ সিদ্ধা লোকপালাস্তথৈব চ।
বন্ধ্যাসংসক্তিবশতস্তিষ্ঠন্তি জগতাং গণে। ১৮।
বন্ধ্যাসক্তিমতামেতা রম্যান্তঃপুরভূময়ঃ।
রচিতা রৌরবাবীচিকালসূত্রাদি নামিকাঃ। ১৯।
বন্ধ্যাসক্তিজনং দুঃখং শুষ্কমিন্ধনসঞ্চয়ং।
জ্বলতাং নরকাগ্নীনাং বিদ্ধি তেন জ্বলন্তি তে। ২০।

সংসক্তি দুই প্রকার, বন্ধ্যা এবং বন্ধ্যাতরা। আত্মজ্ঞানহীন দেহাদি বস্তু হইতে সমুৎপন্ন সংসারোৎপাদক যে সংসর্গ, তাহাকেই দৃঢ়বন্ধ্য—অর্থাৎ বন্ধন-যোগ্য বলিয়া জানিও। ১৫। আত্মতত্ত্ব বোধ দ্বারা সত্যস্বরূপ বিবেকোৎপন্ন পুনর্ব্বার সংসারবর্জ্জিত যে সঙ্গের আবির্ভাব, তাহাই বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। ।১৬। (এই যে) শঙ্খচক্রগদাহস্তবিশিষ্ট দেহ (দেখিতেছ, ইনি) বিবিধ চেষ্টা দ্বারা বন্ধ্যাসংসর্গবশতঃ ত্রিজগৎ পালন করিয়া থাকেন। ১৭। বিজ্ঞানগতি সিদ্ধগণ এবং লোকপাল সকল, বন্ধ্যাসংসক্তির বশীভূত হইয়া জগতে অবস্থান করিয়া থাকেন। ১৮। বন্ধ্যাশক্তিবিশিষ্ট (জ্ঞানীদিগের নিকটে) স্বর্গাদি সকল রম্যস্থানও রৌরবাদি নরকতুল্য প্রতীত হইয়া থাকে। ১৯। বন্ধ্যাসক্তিবিশিষ্ট দুঃখিত লোককে, জ্বলন্ত নরকাগ্নির নিকটে

বিদ্যাদৃশিং প্রৌঢ়িমুপাগতেন স্বয়ম্ভু বিদ্যাবিষয়েণ তেন।
সর্ব্বত্রসংসক্তিবিবর্জিতেন স্বতেজসা তিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ
২১

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বদা সর্ব্বসংস্থেন সর্ব্বেণ সহ তিষ্ঠতা।
সর্ব্বকর্ম্মকরেণাপি মনঃ কার্য্যং বিজানতা। ২২।
ন সক্তমিহ চেষ্টাসু ন চিন্তাসু ন বস্তুষু।
নাকাশে নাপ্যধো নোর্ব্ব্যাং ন দিক্ষু বিততাসু চ। ২৩।
ন বহির্বিপুলাভোগে নচৈবেন্দ্রিয়বৃত্তিষু।
নাভ্যন্তরে ন চ প্রাণে ন মুর্দ্ধনি নচাত্মনি। ২৪।

শুষ্ক কাষ্ঠস্বরূপ (বলিয়া জানিও); ঐ কাষ্ঠসংযোগই নরকাগ্নির প্রদীপ্তির কারণ। ২০। যে ব্যক্তি বিদ্যা-প্রভাবে পরিপক্ক দৃষ্টি লাভ করিয়াছে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি সম্যক প্রকারে সঙ্গবিবর্জ্জিত, স্বকীয় তেজঃ-প্রভাবে যে ব্যক্তি দীপ্তি পাইয়া থাকে,তাহাকেই মুক্ত (বলিয়া জানিও) ।২১। বশিষ্ঠ কহিলেন;—(জ্ঞানী ব্যক্তি) সকল প্রকারে অবস্থিত, ও সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া, সকল প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও ত্বদীয় অন্তঃকরণ কর্ম্মাদির বিষয় কিছুই অবগত নহে; অর্থাৎ মন সকল প্রকারে সঙ্গ পরিত্যাগ করে। ২২। কোনও কার্য্যে কোনও চিন্তাতে, কোনও বিষয়ে, শূন্যদেশে, অধঃস্থানে, পৃথিবীতে, এবং বিস্তৃত দিঙ্‌মণ্ডলেও মনকে আসক্ত করা উচিত নহে। ২৩। বাহিরে, বিপুল পরিপূর্ণতাতে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে, অভ্যন্তরে, প্রাণে, মস্তকে, শরীরে। ২৪। ভ্রূমধ্যে, নাসিকাতে, মুখে, তার-

ন ভ্রূমধ্যে ন নাসান্তে ন মুখে ন চ তারিকে।
নান্ধকারে ন সাকারে নচাস্মিন্ হৃদয়াম্বরে। ২৫।
ন জাগ্রতি নচ স্বপ্নে ন সুষুপ্তে ন নির্ম্মলে।
নাসিতে নচ বা পীতে রক্তাদৌ শবলে নচ। ২৬।
ন চলে ন স্থিরে নাদৌ ন মধ্যে নেতরত্র চ।
নদূরে নান্তিকে নাঙ্গে ন পদার্থে নচাত্মনি। ২৭।
ন শব্দস্পর্শরূপেষু ন মোহে নানুবৃত্তিষু।
ন গমাগমচেষ্টাসু ন কালকল্পনাসু চ। ২৮।
কেবলং চিতি বিশ্রাম্য কিঞ্চিচ্চেত্যাবলম্বিনি।
সর্ব্বত্র নীরসমিব তিষ্ঠত্যাত্মবশাত্মনঃ। ২৯।
তত্রস্থো বিগতাশঙ্কো জীবোঽজীবত্বমাগতঃ।
ব্যবহারমিমং সর্ব্বং মা করোতু করোতু বা। ৩০।

কাতে, অন্ধকারে, আকারবিশিষ্ট পদার্থে, এবং হৃদয়াকাশে মনকে আসক্ত, করা (উচিত নহে)। ২৫। জাগ্রদবস্থায়, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে, নির্ম্মল পদার্থে, কৃষ্ণবর্ণে, পীতবর্ণে, রক্তাদিবর্ণে, কর্ব্বুরবর্ণে। ২৬। চলিষ্ণু পদার্থে, স্থির বস্তুতে, আদিতে, মধ্যেতে, অন্তে, দূরে, সমীপে, অঙ্গে, পদার্থে, এবং আত্মাতে মনকে আসক্ত করা উচিত নহে। ২৭। শব্দ এবং স্পর্শানুমেয় রূপে, মোহে, অনুবৃত্তিতে, গমনাগমন-চেষ্টাতে, কালকল্পিত বস্তুতে। ২৮। সর্ব্বত্রই আশক্মন হইয়া, কেবল অদ্বৈত এক বস্তু অবলম্বন পূর্ব্বক চৈতন্যে বিশ্রাম করিয়া, যত্ন পূর্ব্বক মনকে আয়ত্তাধীন করত উহাকে সর্ব্বত্র নীরসের ন্যায় রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ২৯। এরূপে অবস্থিতি করিলে, সকল শঙ্কাই দূরীভূত হয়; তখন জীব, অজীব—অর্থাৎ আত্মাস্বরূপ হইয়া, এই সকল লোক ব্যবহারাদি কার্য্যের অনুসরণ করুক, আর নাই করুক (তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই)।

অথবা তমপি ত্যক্ত্বা চেত্যাংশং শান্তিচিদ্‌ঘনঃ।
জীবন্তিষ্ঠতু সংশান্তো জ্বলন্মণিরিবাত্মনি। ৩১।
আত্মারামা মহাত্মানঃ প্রবুদ্ধাঃ পরমোদয়াঃ।
বহিঃপিঞ্জা অতরলা অস্তমেরুরিবাচলাঃ। ৩২।
চিত্তে চেত্যদশাহীনে যা স্থিতিঃ ক্ষীণচেতসঃ।
সোচ্যতে শান্তকল্পনা জাগ্রত্যেব সুষুপ্ততা। ৩৩।
এষৈব রাম সৌষুপ্তী স্থিতিরভ্যাসযোগতঃ।
প্রৌঢ়া সতী তূর্য্যমিতি কথিতা তত্ত্বকোবিদৈঃ। ৩৪
অস্যাং নিত্যমবস্থায়াং স্থিতিং প্রাপ্যাবিনাশিনীং।
আনন্দৈকান্তশীলত্বাদনানন্দপদং গতঃ। ৩৫।

।৩০। (যদি তুমি এরূপ কার্য্য করিতে না পার, তাহা হইলে) ধ্যেয় বস্তু ত্যাগ করিয়া, চিংস্বরূপত্ব লাভ করত প্রশান্ত জ্বলন্মণির ন্যায় ব্যাপারশূন্য হইয়া, অবস্থিতি করিতে থাক।৩১। (সাধক) এরূপ হইতে পারিলে, আত্মারাম হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে ও পরমোদয় পাইতে পারে, এবং বাহ্য বস্তুতে স্থিরচিত্ত হইয়া, অস্তাচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে পারে। ৩২। বিষয়-দশা-হীন ক্ষীণচিত্ত-বক্তির, কল্পনা পরিত্যাগ করিলে যে স্থিতি ঘটিয়া থাকে, তাহাই জাগ্রৎকালে সুষুপ্তিস্বরূপ। ৩৩। হে রামচন্দ্র! এই প্রকারে অভ্যাস বশতঃ যে সুষুপ্তি স্থিতি হইয়া থাকে, যদি উহা পক্বতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীরা ঐ স্থিতিকে তূর্য্য বলিয়া থাকেন। ৩৪। এই তূর্য্যাবস্থাতে অবিনাশিনী স্থিতি লাভ ঘটিলে, (অন্তরে যে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে,) তদ্দ্বারাই আনন্দময় ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। ৩৫।

অনানন্দমহানন্দ কলাতীতস্ততোপি হি।
মুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী তূর্য্যাতীতপদং গতঃ। ৩৬।
পরিগলিতসমজন্মপাশঃ সকল বিলীনমনোভিলাষঃ।
পরমরসময়ীং প্রযাতি সত্তাং জলগতসৈন্ধবখণ্ডবন্মহাত্মা।
। ৩৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

জড়াজড়দৃশোর্মধ্যে যত্তত্বং পারমার্থিকং।
তদেব বহুশঃ প্রোক্তং বৃহদারণ্যকাদিষু। ৩৮।
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধে যৎ সুখং পারমার্থিকং।
অনুভূতিময়ং তস্মাৎ সারব্রহ্মেতি কথ্যতে। ৩৯।
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধে সুখসম্বিদনুত্তমা।
দৃশ্যসম্বলিতো বন্ধস্তন্মুক্তা মুক্তিরুচ্যতে। ৪০।

তাহার পর, যাহা অপেক্ষা আর আনন্দ নাই এরূপ মহানন্দ কলা অতিক্রম করিয়া, তূর্য্যাতীত পদ লাভ করিতে পারিলে, সেই যোগীই নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। ৩৬। বশিষ্ঠ কহিলেন;—বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ার্থে জড় ও অজড় দৃষ্টিদ্বয়ের মধ্যে যে পারমার্থিক তত্ত্ব অবস্থিত থাকে, বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে তাহা অনেক প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ৩৭। দৃশ্য ও দর্শন এই উভয় সম্বন্ধীয় অনুভবস্বরূপ যে পারমার্থিক বস্তুর বিদ্যমানতা (দেখিতে পাওয়া যায়,) ব্রহ্ম তাহার সারভূত, (বেদে) এইরূপ বর্ণনা আছে। ৩৮। দৃশ্য ও দর্শনের সম্বন্ধ ঘটিলে, সুখস্বরূপ অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানোদ্রেক হইয়া থাকে; (কিন্তু) যদি ঐ জ্ঞান, দৃশ্যপদার্থ সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে (জীবের) বন্ধন ঘটিয়া থাকে, এবং দৃশ্য পরিত্যাগ ঘটিলে, মুক্তি লাভ

দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধে যানুভূতিরনাময়া।
তামবষ্টভ্য তিষ্ঠ ত্বং সৌষুপ্তী জায়তে স্থিতিঃ। ৪১।
সৈব তূর্য্যত্বমায়াতি তস্যাং দৃষ্টৌ তু রাঘব। ৪২।
নাত্মা স্থূলো নচৈবাণু র্নপ্রত্যক্ষো নচেতরঃ।
ন চেতনো নচ জড়ো ন চৈবাসন্নসন্ময়ঃ। ৪৩।
নাহং নান্যো নচৈবৈকো নচানেকোপি রাঘব।
সর্ব্বাতীতং পদং রাম যন্ন কিঞ্চিদিহৈব তৎ। ৪৪।
ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে।
সর্ব্বাশাসংক্ষয়ে চেতঃ ক্ষয়োমোক্ষ ইতীষ্যতে। ৪৫।
মোক্ষোমেঽস্ত্বিতি চিন্তাপি জনিতা উত্থিতং মনঃ।
মননাচ্চ মনস্ত্যচ্চৈর্বন্ধঃ সাংসারিকো দৃঢ়ঃ। ৪৬।

হয়। ৪০। দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধে যে নিরাময়—অর্থাৎ বিষয়শূন্য অনুভব হয়, তদবলম্বনে অবস্থিতি করিলে, সৌষুপ্তিক স্থিতি হইয়া থাকে। ৪১। হে রামচন্দ্র! উহা দেখিতে পাইলে, তূর্য্যত্ব লাভ হইয়া থাকে। ৪২। (এই যে আত্মা অন্তরে রহিয়াছে) ইহা স্থূলও নহে, সূক্ষ্মও নহে; প্রত্যক্ষও নহে, এবং অপ্রত্যক্ষও নহে, ইহা চেতনও নহে, এবং জড়ও নহে, ইহার সত্তাও নাই, এবং অসত্তাও নাই। ৪৩। হে রামচন্দ্র! আত্মা আমি নহি, অন্যও নহে, একও নহে, এবং অনেকও নহে; (তবে সংসারে) সর্ব্বাতীত যে পদার্থকে (দেখিতে পাও, জানিও) তাহা আত্মাব্যতিরিক্ত নহে। ৪৪। মোক্ষ, আকাশ-পৃষ্ঠে অবস্থিতি করে না, পাতালেও মোক্ষের অবস্থান নহে; ভূতলমধ্যেও মোক্ষ, বসতি করে না সকল প্রকার আশা, ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে মনের যে ক্ষীণতা ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই মোক্ষ (বলিয়া জানিও)। ৪৫। "আমার মোক্ষ লাভ হউক" এরূপ চিন্তা করিলেও মনের অবস্থা উন্নত

প্রাপ্যানুত্তমবিশ্রান্তৈর্লব্ধ্বা লভ্যপদস্য হি। ৪৭।
গোষ্পদং পৃথিবী মেরুঃ স্থাণুরাশা সমুজ্ঝিকা।
তৃণং ত্রিভুবনং রাম নৈরাশ্যালঙ্কৃতাকৃতেঃ। ৪৮।
আপৎকরঞ্জপরশুং পরায়া নির্বৃতেঃ পদং।
পুষ্পগুচ্ছং শমতরোরালম্ব মুনিবাসতাং। ৪৯।
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নরসঙ্গরসায়নং। ৫০।
এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরোবিশ্রান্তিমাগতঃ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্ত র্বহির্ব্যবহরন্নপি। ৫১।
অসংসর্গাৎ পদার্থানামন্তঃশান্তিবিমুক্ততা।
সত্যসত্যপি দেহে সা সম্ভবত্যনঘাকৃতেঃ। ৫২।

হইয়া থাকে ; (কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশ্রাম লাভ করিয়া, লভ্য পদ—ব্রহ্ম লাভ হইলেও) যদি বাসনার বিদ্যমানতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দৃঢ়তর সংসার-বন্ধন বলিয়া (জানিও)। ৪৬। ৪৭। যে জ্ঞানীর চিত্ত, নৈরাশ্যে অলঙ্কৃত, তাহার নিকটে গোষ্পদভূমি, পৃথিবী, সুমেরু, শাখাহীন বৃক্ষ, আশা, ঝিল্লিকা, তৃণ এবং ত্রিভুবন, সকলই সমান বলিয়া অনুভূত হয়। ৪৮। (হে রামচন্দ্র!) মৌনভাবে অবস্থিতিই, সর্ব্বাপদস্বরূপ করঞ্জ-বন-ছেদনের পক্ষে পরশু তুল্য ; ইহাই পরম নির্বৃতির স্থান। অতএব, তুমি শান্তি-তরুর পুষ্প-স্তবক গ্রহণ করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি কর। ৪৯। যে রূপ পরপুরুষসংসর্গ নিবন্ধন গৃহকার্য্যে ব্যগ্র থাকিলেও দুশ্চরিত্রা নারীর অন্তঃকরণে পরপুরুষসংসর্গ রসের প্রকাশ থাকে,। ৫০। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীর অন্তঃকরণ, পরব্রহ্মে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও সতত ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদন করে। ৫১। পদার্থসমূহের সংসর্গ না থাকিলেই অন্তরে শান্তি ও বিমুক্ততার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন দেহ মুক্ত হউক, আর না হউক, শুদ্ধসত্ত্ব নিষ্পাপ ব্যক্তির অন্তঃকরণে,

জীবন্মুক্তো গতস্নেহঃ সস্নেহো বদ্ধ উচ্যতে।
নাপেক্ষতে ভবিষ্যচ্চ বর্ত্তমানে ন তিষ্ঠতি। ৫৩।
ন সংস্মরত্যতীতঞ্চ সর্ব্বমেব করোতি চ।
অনুবন্ধপরে জন্তাবসংসক্তমনাঃ সদা। ৫৪।
ভক্তে ভক্তিপরাধীনঃ শঠে শঠ ইব স্থিতঃ।
বালো বালেষু বৃদ্ধেষু বৃদ্ধো ধীরেষু ধৈর্য্যবান্। ৫৫।
ধীরধীরুদিতানন্দঃ পেশলঃ পুণ্যকীর্ত্তনঃ।
প্রাজ্ঞঃ প্রসন্নমধুরো দৈন্যাদপগতাশয়ঃ। ৫৬।
অপি শীতরুচাবর্কে সুকৃষ্ণেহপীন্দুমণ্ডলে।
অপ্যধঃ প্রসরত্যগ্নৌ জীবন্মুক্তো ন চেত্যধীঃ। ৫৭।

উহার আধিপত্য প্রকাশ পায়। ৫২। যে ব্যক্তি সকল প্রকারে স্নেহশূন্য হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত এবং যাঁহার অন্তকরণ স্নেহে পর্য্যাকুল, তিনিই বদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন; মুক্ত ব্যক্তি ভবিষ্যৎ (সুখদুঃখাদির) অপেক্ষা, বা বর্ত্তমান সুখদুঃখাদির (আশা করিয়া) অবস্থিতি করেন না। ৫৩। তিনি অতীত বিষয়কে স্মৃতিপথে স্থান প্রদান করেন না, কর্ম্ম করিতে হয় বলিয়া, উপস্থিত কর্ম্মাদি করিয়া থাকেন; সাধারণ লোকে যেরূপ বিষয়াসক্ত হইয়া থাকে, তিনি (সেরূপে) বিষয়াকৃষ্ট হন না। ৫৪। (জীবন্মুক্ত ব্যক্তি) ভক্তের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং শঠের প্রতি শঠের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন; তিনি বালকের প্রতি বালক, বৃদ্ধের প্রতি বৃদ্ধ, ও ধীরের প্রতি ধৈর্য্যশীলের ন্যায় ব্যবহার দর্শাইয়া থাকেন। ৫৫। (তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই) ধীরবুদ্ধি, হর্ষবিকাশ, ধৈর্য্যাবলম্বন, পুণ্য কীর্ত্তি, কোমল স্বভাব ও দীনতাপরিহার (প্রকাশ পাইয়া থাকে)। ৫৬। যদি অংশুমালীর অংশু স্নিগ্ধভাব ধারণ করে, যদি চন্দ্রমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণে

চিদাত্মন ইমা ইত্থং প্রস্ফুরন্তীহ শক্তয়ঃ।
ইত্যস্যাশ্চর্য্যজালেষু নাভ্যুদেতি কুতূহলং। ৫৮।

শ্রীরাম উবাচ।

যেন প্রস্পন্দতে চিত্তং যেন ন স্পন্দতেঽথবা।
তদ্‌ব্রূহি ব্রহ্মন্ মে যেন ন কিঞ্চিৎ সংশয়ো ভবেৎ।৫৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগোজ্ঞানঞ্চ রাঘব।
যোগস্তদ্‌বৃত্তিরোধোহি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণং। ৬০।
চিত্তং প্রাণপরিস্পন্দমাহুরাগমভূষণাঃ।
তস্মিন্ সংরোধিতে নূনমুপশান্তং ভবেন্মনঃ। ৬১।

বিভূষিত হয়, যদি অনলশিখার গতি অধোভাগে প্রশারিত হয়, তাহা হইলেও জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি কখনও বিষয়াকৃষ্ট হইবার নহে। ।৫৭। জগতে যত প্রকার বস্তু প্রকাশিত হইতেছে, সকলেই চিদাত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মের শক্তি, এই রূপ বুঝিতে পারিয়া জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কোনও প্রকার আশ্চর্য্য কৌতুকে মগ্ন হন না। ৫৮। শ্রীরাম কহিলেন;—হে ব্রহ্মন্! যে প্রকারে মনের স্পন্দন হয়, এবং যে প্রকারে না হয়, তাহা বলিয়া দিয়া, আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। ৫৯। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রাঘব! চিত্তের নাশ করিতে হইলে যোগ ও জ্ঞান নামক দুইটী উপায় (দেখিতে পাওয়া যায়)। চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ, এবং যথার্থ দৃশ্য পদার্থ-দর্শনের নাম জ্ঞান। ৬০। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা প্রাণের স্পন্দনকে চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (বাস্তবিক প্রাণস্পন্দন না হইলে চিত্তের অবস্থিতি সম্ভাবিত নহে); অতএব প্রাণরুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই

মনঃস্পন্দোপশান্ত্যায়ং সংসারঃ প্রবিলীয়তে।
শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগাভ্যাসযোগতঃ। ৬২।
অনাস্থায়াং কৃতায়াস্তু পূর্ব্বং সংসারবৃত্তিষু।
যথাভিবাঞ্ছিতধ্যানাচ্চিরমেকতয়োদিতাৎ।
একতত্ত্বঘনাভ্যাসাৎ প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে। ৬৩।
পূরকাদিনিজায়ামদৃঢ়াভ্যাসাদখেদজাৎ।
একান্তধ্যানসংযোগাৎ প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে। ৬৪।
ওঙ্কারোচ্চারণপ্রাপ্ত শব্দতত্ত্বাবধারণাৎ।
সুষুপ্তে সম্বিদো জাতে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে। ৬৫।
তালুমূলগতাং যত্নাৎ জিহ্বয়াক্রম্য ঘণ্টিকাং।
উর্দ্ধরন্ধ্রগতে প্রাণে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে। ৬৬।

শান্ত হইয়া থাকে। ৬১। শাস্ত্রচর্চ্চা, সাধুসঙ্গাবলম্বন, বৈরাগ্যাশ্রয় এবং যোগাভ্যাস দ্বারা মনের স্পন্দন নিবারিত হইলে (এই ঘোর) সংসার, লয় পাইয়া থাকে। ৬২। (প্রথমতঃ জীবের, সংসারে আস্থা থাকে) পরে উহাতে অনাস্থা ঘটিলে বাঞ্ছিত ব্রহ্ম পদার্থের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং এক ব্রহ্মের প্রতি (লক্ষ্য থাকাতে) অভ্যাস দ্বারা প্রাণের স্পন্দন রোধ হইয়া যায়। ৬৩। পূরক, রেচক ও কুম্ভকরূপ প্রাণায়ামের অতিশয় অভ্যাস নিবন্ধন ক্ষোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একান্তভাবে ধ্যেয় বস্তুর উদ্দেশে যে ধ্যানাবলম্বন করা যায়, তাহা দ্বারাই প্রাণস্পন্দম রোধ হইয়া থাকে। ৬৪। ওঁকারের উচ্চারণ দ্বারা যে শব্দতত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নিশ্চয় ঘটিলে বিষয়জ্ঞান, সুষুপ্তিরূপ ধারণ করে, তাহাতেই প্রাণস্পন্দন রোধ হইয়া থাকে। ৬৫। তালুমূলে অবস্থিত ঘণ্টিকারূপ ক্ষুদ্র জিহ্বাকে (স্থূল জিহ্বা দ্বারা) আক্রমণ করিলে, প্রাণের উর্দ্ধগতি হওয়াতেই প্রাণরোধ হইয়া থাকে। ৬৬।

দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তে নাসাগ্রবিমলাম্বরে।
সম্বিদ্দৃশোঃ প্রশাস্যান্তঃ প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে। ৬৭।
অভ্যাসাদূর্দ্ধলম্বেন তালূর্দ্ধদ্বাদশান্তগে।
প্রাণে গলিতসম্বিত্তৌ প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে। ৬৮।
ভ্রূমধ্যে তারকালোকশান্তাবস্থামুপাগতে।
চেতোন কেবলে শুদ্ধে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে। ৬৯।
ঋগিত্যেব যদুদ্ভূতং জ্ঞানং তস্মিন্ দৃঢ়াশ্রিতে।
অসংস্পৃষ্টবিকল্পাংশে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে। ৭০।
চিরকালং হৃদেকান্তব্যোম্নঃ সম্বেদনাত্মনঃ।
অবাসনমনোধ্যানাৎ প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে। ৭১।
এভিঃ ক্রমৈরথান্যৈশ্চ নানাসংকল্পকল্পিতৈঃ।
নানাদেশিকবক্রোক্তৈঃ প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে। ৭২।

নাসিকার অগ্রে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত যে বিমলাকাশ (দেখিতে পাও, তাহাই প্রাণগমন স্থান); তাহাকে অন্তরস্থ জ্ঞানদৃষ্টির সহিত শাসন করিতে পারিলে, প্রাণরোধ ঘটিয়া থাকে। ৬৭। অভ্যাস প্রযুক্ত তালুর উর্দ্ধ দ্বাদশাঙ্গুল স্থানে উর্দ্ধগত ছিদ্র—অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা প্রাণবায়ু প্রয়াণ করিলে বিষয়জ্ঞান লীন হইয়া প্রাণরোধ ঘটিয়া থাকে। ৬৮। ভ্রূমধ্যস্থানে চক্ষুর তারকা, (দর্শন দ্বারা) শান্তি প্রাপ্ত হইলে কেবল শুদ্ধ চৈতন্যের স্থিতি হয়, তাহাতেই প্রাণরোধ ঘটিয়া থাকে। ৬৯। এইরূপে ঋক্ বেদোক্ত বস্তুজ্ঞান প্রকাশ পাইলে, উহাকে দৃঢ়তররূপে আশ্রয় করিয়া বিষয়ের সংসর্গ না ঘটিলেই প্রাণরোধ হইয়া থাকে। ৭০। আকাশের ন্যায় জ্ঞানাত্মাকে নির্ব্বাসন মন দ্বারা চিরকালাবধি হৃদয়ে একান্তভাবে ধ্যান করিলে প্রাণস্পন্দন রোধ হইয়া থাকে। ৭১। এই প্রকার অনুষ্ঠান, নানা প্রকার সংকল্পনা, এবং নানা দেশীয় বক্র লোকের উক্ত ক্রিয়াদির দ্বারাও প্রাণরোধ হইয়া থাকে।

অভ্যাসাদ্দৃঢ়তাং যাতো বৈরাগ্যপরিলাঞ্ছিতঃ।
যথাবাসনমায়াসঃ প্রাণানাং সকলঃ স্মৃতঃ। ৭৩।
বিকল্পসংক্ষয়াজ্জন্তোঃ পদং তদবশিষ্যতে।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে সমগ্রকলনান্বিতাঃ। ৭৪।
অনাদ্যন্তাবভাসাত্মা পরমাত্মেহ বিদ্যতে।
ইত্যেব নিশ্চয়ঃ স্ফারঃ সম্যক্ জ্ঞানং বিদুর্ব্বুধাঃ। ৭৫।
যথাভূতাত্মদর্শিত্বমেতাবদ্ভুবনত্রয়ে।
যথাত্মৈব জগৎ সর্ব্বমিতি নিশ্চিত্য পূর্ণতা। ৭৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথেদং পরমং রাম শৃণু মোক্ষপ্রদং পদং।
মুনিনা বীতহব্যেন যথা স্থিতমশঙ্কিতং। ৭৭।

। ৭২। প্রাণের বাসনানুসারে যে দৃঢ়তর আয়াস, যদি তাহা অভ্যাস প্রযুক্ত দৃঢ়তা প্রাপ্ত ও বৈরাগ্যে পরিণত হয়, (তাহাই যোগ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে)। ৭৩। জীবের সমস্ত বিকল্পক্ষয়—অর্থাৎ সন্দেহ দূরীভূত হইয়া (সত্য-তত্ত্ব) প্রকাশ পাইলে, কেবল ব্রহ্মপদই অবশিষ্ট থাকে এবং তাঁহা দ্বারাই সকল কল্পনাময় বাক্য সকল নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। ৭৪। "এই জগতে (কেবল এক) পরমাত্মাই আদ্যন্তরহিত প্রতিবিম্বরূপে বর্ত্তমান" যাঁহার অন্তঃকরণে এই নিশ্চয় রহিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। ৭৫। এই আত্মাই সকল জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, আত্মা ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান দ্বারা যে পূর্ণতা প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারাই ত্রিভুবনে সকল জীবে আত্মদর্শিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৭৬। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! বীতহব্য নামক মুনি, শঙ্কাশূন্য হইয়া যে প্রকারে মোক্ষবিধায়ক ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

বীতহব্যো মুনির্নাম বিন্ধ্যকাননকন্দরে।
উষিত্বা সুচিরং কালং ক্রিয়াকাণ্ডপরায়ণঃ। ৭৮।
অস্মাৎ ক্রিয়াক্রমাদ্‌ঘোরাৎ সংসারভ্রমদায়িনঃ।
আধিব্যাধিময়াকারাৎ কালেনোদ্বেগমাযযৌ। ৭৯।
নির্বিকল্পসমাধ্যর্থং সংত্যজ্য সকলাঃ ক্রিয়াঃ।
বিবেশ রম্ভারচিতং নিজপর্ণোটজান্তরং। ৮০।
তত্রাসনে সমে শুদ্ধে সংস্তীর্ণে হরিণাজিনে।
বদ্ধপদ্মাসনস্তস্থৌ পার্ষ্ণ্যোরধিকরাঙ্গুলিঃ। ৮১।
সংজহারাবসাল্লোকং দিগ্বিকীর্ণং মনঃ শনৈঃ।
বাহ্যানভ্যন্তরাংশ্চৈব স্পর্শান্ পর্য্যজহাৎ ক্রমাৎ। ৮২।
ইদমাকলয়ামাস মনসা বিগতৈনসা। ৮৩।
অহো নু চঞ্চলমিদং প্রত্যাহৃতমপি ক্ষণাৎ।
মনো ন স্থৈর্য্যমায়াতি তরঙ্গপ্রোঢ়পর্ণবৎ। ৮৪।

(তাহা বলিতেছি) শ্রবণ কর। ৭৭। (মুনিবর) বীতহব্য, বিন্ধ্যকানন-কন্দরে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া, কর্ম্মকাণ্ডাদির অনুষ্ঠান করেন। ৭৮। তিনি, সংসার-ভ্রমদায়ক ঘোরতর আধিব্যাধিময় কর্ম্মকাণ্ড করিয়া কালক্রমে উদ্বেগ প্রাপ্ত হইলেন। ৭৯। তদনন্তর (বিবেচনা করিয়া) নির্ব্বিকল্প সমাধি করিবার উদ্দেশে আপনার কদলী-বৃক্ষরচিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৮০। সেখানে বিস্তৃত পবিত্র মৃগ চর্ম্মাসন (বিছাইয়া) বদ্ধ-পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া, পার্ষ্ণিদ্বয়ে হস্তাঙ্গুলি রাখিয়া অবস্থিতি করিলেন। ৮১। তিনি বসতি লোক পর্য্যন্ত দিগ্বিকীর্ণ অন্তঃকরণকে, ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ করত বাহ্য ও অন্তরস্থিত বিষয় সকলকে যথাক্রমে পরিত্যাগ করিলেন। ৮২। (এবং) নিষ্পাপ-অন্তঃকরণ হইয়া, এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৮৩। আহা! মনের চমৎকার চঞ্চলত্ব! তরঙ্গপতিত পত্র যেরূপ স্থির থাকিতে পারে না,

চিদাত্মা ভগবান্ সর্ব্বং সাক্ষিত্বেন করোত্যতঃ।
হন্তেন্দ্রিয়গণা যূয়ং কিং নিরর্থকমাকুলাঃ। ৮৫।
ভীতঃ পান্থ ইবাহিভ্যঃ পুক্কশেভ্য ইব দ্বিজঃ।
দূরে তিষ্ঠতি চিন্মাত্রমিন্দ্রিয়েভ্যোহ্হনাময়ং। ৮৬।
সংকল্পোন্মুখতা সেয়ং দুঃখদা সম্বিদচ্যুতিঃ।
কলনারহিতে দেবো দেহে মনসি রাজতে। ৮৭।
সম্বিৎসম্বেদ্যনির্ম্মুক্তা সা বস্তু নাম নেতরৎ।
ইতি নির্ণীয় স মুনির্বীতহব্যো বিবাসনঃ।
বলাচ্চেতঃ সমাধায় তস্থাবস্পন্দিতেন্দ্রিয়ঃ। ৮৮।
অন্তরেব শশামাস্য ক্রমেণ প্রাণসন্ততিঃ।
ঘ্রাণপ্রান্তগতাল্পাল্পসমালোক ইবেক্ষণে। ৮৯।

সেইরূপ বিষয় হইতে মনকে (কোনও ক্রমে) আকর্ষণ করিলেও স্থির থাকিতে পারে না। ৮৪। হায়! হে ইন্দ্রিয় সকল! তোমরা কি নিমিত্ত অকারণ আকুল হইতেছ? (তোমরা কি জান না? যে,) চিদাত্মা ভগবান্ সকলের সাক্ষীস্বরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। ৮৫। যেরূপ পথিক ব্যক্তি (পথে যাইতে যাইতে) সর্প দেখিলে, ভয় প্রযুক্ত দূর হইতে সরিয়া যায়, যেরূপ (পবিত্র) ব্রাহ্মণ, চণ্ডালকে দেখিলে নিকটে অগ্রসর হয় না, সেইরূপ চিন্ময় ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে সতত দূরে অবস্থিতি করেন। ৮৬। তখন মন, সংকল্প-শূন্য হইয়া যায়, সুতরাং দেহে পরমাত্মা দেবতা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। ৮৭। বিষয়-বর্জ্জিত যে জ্ঞান, তাহা আর কিছুই নহে এইরূপ অবধারণ করিয়া, বাসনা-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বীতহব্য মুনি, বলপূর্ব্বক মনকে আয়ত্ত করত নিস্পন্দেন্দ্রিয় হইয়া সমাধি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৮৮। তাঁহার প্রাণবায়ু (বাহ্যগতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অন্তরে শান্তিলাভ করিয়াছিল, এবং তদীয় নয়নদ্বয়, ক্রমে

অর্দ্ধকুট্মলিতৈঃ পদ্মৈঃ শ্রিয়মাবহতোত্তমাং ।
সমকায়শিরোগ্রীবস্থানকঃ স মহাদ্যুতিঃ ।
আসীচ্ছৈলাদিবোৎকীর্ণশ্চিত্রার্পিত ইবাথবা । ৯০ ।
অথৈবং তিষ্ঠতস্তস্য সম্বৎসরশতত্রয়ং ।
কোটরে বিন্ধ্যকচ্ছস্য যযাবর্দ্ধমুহূর্ত্তবৎ । ৯১ ।
তত্র কেনাপি কালেন কায়স্তস্য মহামতেঃ ।
প্রাবৃট্তোয়বিলুন্নেন পঙ্কেনোর্ব্বীতলে কৃতঃ । ৯২ ।
শতত্রয়েণ বর্ষাণাং সোঽবুধ্যত মহামতিঃ ।
সম্বিদেবাথ তং দেহং জগ্রাহোর্ব্বীনিপীড়িতং ।
নতু প্রাণময়ঃ স্পন্দঃ প্রাণসংবরণং বিনা । ৯৩ ।
উৎপত্তিপ্রৌঢ়িমাসাদ্য কলনা হৃদয়াম্বরে ।
স্বমনোরূপিণী তস্য হৃদ্যেবানুবভূব সা । ৯৪ ।

ক্রমে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রান্তদেশ দর্শনের ন্যায় হইয়াছিল। ৮৯। তিনি শরীর, শির, ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া অর্দ্ধমুকুলিত পদ্মের শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, এবং শৈল হইতে প্রকাশিত, কিম্বা চিত্রলিখিতের ন্যায় হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ৯০। এইরূপে বিন্ধ্যপর্ব্বতের কচ্ছদেশে বাস করিয়া তাঁহার মুহূর্ত্তের ন্যায় তিনশত বৎসর অতীত হইল। ৯১। কিছুকাল গত হইলে পর, তদীয় কলেবর, বর্ষার সলিল-সম্ভূত কর্দ্দম দ্বারা মহীতে সংমিশ্রিত হইল। ৯২। তিনশত বর্ষের পর, মহামনা সেই মুনি, বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন; তখন তাঁহার বোধশক্তি পৃথিবী-পতিত তদীয় শরীরে আবির্ভূত হইল, কিন্তু প্রাণ-সংবরণ ব্যতিরেকে তদীয় প্রাণের স্পন্দন ঘটিল না;—অর্থাৎ মুখ ও নাসিকা মৃত্তিকাবৃত হওয়াতে তাঁহার স্পন্দন ঘটে না। ৯৩। কল্পনাসকল তদীয় হৃদয়াম্বরে উদিত হইয়া, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে

কৈলাসকাননে কান্তে কদম্বস্য তরোস্তলে।
মুনিত্বং শতমব্দানাং জীবন্মুক্তাত্মনির্মলং। ৯৫।
বিদ্যাধরত্বং বর্ষাণাং শতমাধিবিবর্জিতং।
যুগপঞ্চকমিন্দ্রত্বং প্রণতং সুরচারণৈঃ। ৯৬।
কল্পমেকং গণত্বঞ্চ চন্দ্রমৌলেশ্চকার হ।
প্রতিভাসবশাদেতদ্বীতহব্যোঽনুভূতবান্। ৯৭।
অনন্তরমনন্তাত্মবীতহব্যাভিধং মনঃ।
ইচ্ছাং কদাচিৎ সকলপ্রাগ্‌জন্মাকলনেঽকরোৎ। ৯৮।
অশেষান্ স দদর্শাথ নষ্টানষ্টান্ স্বদেহকান্।
অনষ্টাং তামপশ্যত্তু বীতহব্যাভিধাং তনুং। ৯৯।
যদৃচ্ছয়ৈব প্রোদ্ধর্ত্তুং মগ্নে দেহেঽভবন্মতিঃ। ১০০।

লাগিল এবং তাহা আপনার মনরূপে (পরিণত হইয়া) হৃদয়ে অনুভূত হইতে থাকিল। ৯৪। তদনন্তর তিনি কৈলাস-কাননস্থ কদম্বতরুর নির্জ্জন তল-দেশে শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তরূপে মুনিবৃত্তিতে কালাতিপাত করেন। । ৯৫। (পরে) শতবর্ষ পর্য্যন্ত ক্লেশ-বিবর্জ্জিত হইয়া বিদ্যাধরত্ব লাভ করেন, এবং পঞ্চ যুগ পর্য্যন্ত সুর ও চারণগণসেবিত হইয়া ইন্দ্রত্ব অধিকার করেন। । ৯৬। (তদনন্তর) এক কল্প পর্য্যন্ত মহাদেবের গণ—অনুচরত্ব প্রাপ্ত হন; মনের প্রতিভা নিবন্ধন বীতহব্য মুনি, এই সকল অনুভব করিয়াছিলেন। ৯৭। অনন্তর তাঁহার অনন্ত আত্মস্বরূপ নির্ম্মল মনে আপনার পূর্ব্ব-জন্ম-প্রকাশিত সকল বস্তু দর্শনের ইচ্ছা হইল। ৯৮। (তখন তিনি) আপনার যে যে দেহ নষ্ট হইয়াছে ও যাহা বর্ত্তমান আছে, মনের সাহায্যে তাহা দর্শন করিলেন; (ক্রমে) আপনার বীতহব্য নামক অনষ্ট নিজদেহও দেখিতে পাইলেন। ৯৯। তদনন্তর যদৃচ্ছাক্রমে মৃত্তিকামগ্ন তদীয় দেহের উদ্ধার-সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি

অথৈবং চিন্তয়ামাস কায়োহয়ং পঙ্কপীড়িতঃ।
এতদুদ্ধরণায়াহং প্রবিশামি রবিং বিভুং। ১০১।
তদীয়ঃ পিঙ্গলো দেহমুদ্ধরিষ্যতি মে ততঃ। ১০২।
ইত্যসৌ মুনিরাদিত্যং বিবেশানিলরূপধৃক্।
পুর্য্যষ্টকবপুর্ভূত্বা ভস্ত্রাপিণ্ডমিবানিলঃ। ১০৩।
ভগবানৃবিরপ্যেনং হৃদ্গতং মুনিনায়কং।
দৃষ্ট্বা পিঙ্গলমগ্রস্থমাদিদেশাথ কার্য্যবিৎ। ১০৪।
ভানুনাথাভ্যনুজ্ঞাতং বীতহব্যাভিধং মনঃ।
বিবেশ পিঙ্গলাকারং বিন্ধ্যকন্দরগামিনং। ১০৫।
পিঙ্গলোহসৌ নভস্ত্যক্ত্বা তং গত্বা বিন্ধ্যকন্দরং।
উদ্দধার ধরাকোষান্নখনিষ্কৃষ্টভূতলঃ।
কলেবরং মুনেঃ ক্লান্তং মৃণালমিব সারসঃ। ১০৬।

হইল। ১০০। তখন তিনি এই চিন্তা করিলেন যে, আমার শরীর পঙ্কে পূর্ণ হইয়াছে, অতএব, ইহাকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ ভাস্কর কলেবরে প্রবেশ করি। ১০১। তাহার পিঙ্গল নামে (যে পারিষদ আছেন,) তিনি আমার এই দেহকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবেন। ১০২। এইরূপ চিন্তা করিয়া বায়ু-শরীর ধারণ পূর্ব্বক বায়ু যেরূপ কর্ম্মকারের ভস্ত্রা-অর্থাৎ জাঁতায় প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় সূক্ষ্মশরীর হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। ১০৩। ভগবান্ ভাস্কর মুনিশ্রেষ্ঠকে মনদ্বারা দর্শন করিয়া পুরোবর্ত্তী পিঙ্গলকে মুনির শরীর উদ্ধার করিতে আদেশ করেন। ১০৪। আদিত্যের আদেশ পাইয়াই বীতহব্যের মন, বিন্ধ্যপর্ব্বতগামী পিঙ্গলশরীরে প্রবেশ করিল। ১০৫। পিঙ্গল, আকাশ পরিত্যাগ করিয়া সেই বিন্ধ্য পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং,

মৌনং পুর্য্যষ্টকমথ স্বং বিবেশ কলেবরং। ১০৭।
জগাম পিঙ্গলো ব্যোম মুনিশ্চ বিমলং সরঃ।
বীতহব্যো মমজ্জাশু সরস্যুদ্ভিন্নপঙ্কজে। ১০৮।
তত্র স্নাত্বা জপং কৃত্বা পূজয়িত্বা দিবাকরং।
মনোভূষিতয়া তন্বা পূর্ব্ববৎ পুনরাবভৌ। ১০৯।
মৈত্র্যা তথা মমতয়া পরয়া চ শান্ত্যা
সুপ্রজ্ঞয়া মুদিতয়া কৃপয়া শ্রিয়া চ।
যুক্তো মুনিঃ সকলসঙ্গবিমুক্তচেতা
বিন্ধ্যে সরিত্তটগতে দিবসানি রেমে। ১১০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

চেতসা কলয়ামাস দৃষ্টলোকপরাপরঃ।
পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়গণো ময়া পরিহৃতঃ স্ফুটং।
শেষে তু বদ্ধসন্ধানস্তিষ্ঠাম্যচলশৃঙ্গবৎ। ১১১।

নখ দ্বারা ভুমি বিদারণ পূর্ব্বক ধরা হইতে মুনির শরীরকে, সারস পক্ষী যেরূপ জল হইতে মৃণালোদ্ধার করে, তাহার ন্যায় উদ্ধার করিলেন। ১০৬। অনন্তর মুনিবর, আপন স্থূল শরীরের আশ্রয় লইলেন। ১০৭। (এদিকে) পিঙ্গল (যেমনই শূন্যে গমন করিলেন, অমনই) মুনিও ফুল্লকমলশোভিত বিমল সরোবরে গিয়া (অবগাহন জন্য), মগ্ন হইলেন। ১০৮। তিনি সেখানে স্নান, জপ ও দিবাকরের বন্দনাদি সমাধা করিয়া,মনদ্বারা বিভূষিত তনু হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ১০৯। সেই মুনি, সকল-সঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া তটিনীতটস্থিত বিন্ধ্য পর্ব্বতে (অবস্থান করিয়া) মৈত্রী, মমতা, বিচক্ষণতা, তুষ্টিতা, দয়ালুতা, সুন্দরতা ও অত্যুত্তম শান্তির সহিত মলিত হওত কয়েক দিন অতি বাহিত করিলেন। ১১০। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—সেই মুনি, পুর্ব্বাপর সমুদায় দর্শন করিয়া এই চিন্তা করিলেন যে, এক্ষণে আমি ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ্যভাবে বিহার করাইতে থাকিব ; পরে (নবদ্বার রোধ পূর্ব্বক) অচল-

উদিতোঽস্তং গত ইব অস্তং গত ইবোদিতঃ ।
সমঃ সমরসোন্তস্থস্তিষ্ঠামি স্বচ্ছতাং গতঃ । ১১২ ।
এবং সিদ্ধঃ স ভগবান্ বীতহব্যো মহাতপাঃ ।
বিজহার চিরং কালং জীবন্মুক্ততয়া তয়া । ১১৩ ।
হেয়াহেয়সমাসঙ্গত্যাগাদানদৃশাং ক্ষয়ে ।
বীতহব্যমুনেরাসীদিচ্ছানিচ্ছাতিগং মনঃ । ১১৪ ।
বিদেহকেবলীভাবে সীমান্তে জন্মকর্ম্মণাং ।
সংসারাসঙ্গসংত্যাগরসায়নলবেচ্ছয়া । ১১৫ ।
একদা স মুনীশানো বিবেশ গিরিকন্দরং ।
বদ্ধপদ্মাসনঃ স্থিত্বা তত্রোবাচাত্মনাত্মনি । ১১৬ ।
রাগ নীরাগতাং গচ্ছ দ্বেষ বিদ্বেষতাং ব্রজ ।
ভবদ্ভ্যাং সুচিরং কালমিহ প্রক্রীড়িতং ময়া । ১১৭ ।

শৃঙ্গের ন্যায় অবস্থিত হইব । ১১১ । দিনমণি যেরূপ উদিত হইয়া অস্তগত হয় এবং অস্তগত হইয়া উদিত হয়, আমিও সেইরূপ উদয়াস্তকালে সমান রস প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল চিত্তে অবস্থিতি করিব । ১১২ । মহাতপস্বী সিদ্ধ সেই ঋষি, এই প্রকার বুদ্ধি দ্বারা জীবন্মুক্ত হইয়া, বহুকাল বিহার করিতে লাগিলেন । ১১৩ । ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গত্যাগ, ও গ্রহণ-দৃষ্টি ক্ষয় পাইলে পর,মুনির অন্তঃকরণ ইচ্ছা ও অনিচ্ছা-রহিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল । । ১১৪ । তিনি সংসারের সকল সঙ্গ ত্যাগস্বরূপ অমৃতকণা পাইতে ইচ্ছা করিয়া জন্মকর্ম্মের অন্তে বিদেহ মুক্তির বাসনা করত, । ১১৫ । একদা গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন, এবং বদ্ধ-পদ্মাসনে অবস্থিতি করিয়া, আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন । ১১৬ । হে (অন্তরবাসি) বিষয়াভি-লাষ ! তুমি নীরাগতা প্রাপ্ত হও ; হে দ্বেষ ! তুমি বিদ্বেষের আশ্রয়স্থানীয় হও ; (আশ্চর্য্য !) তোমাদিগের সহিত আমি বহুকাল পর্য্যন্ত এই জগতে

ইমামপি পরাং পুণ্যাং নির্বাণপদবীমহং।
যেন সংস্মারিতস্তস্মৈ সুখায়াস্তু নমোনমঃ। ১১৮।
একাকিন্যৈব শুষ্যন্ত্যা প্রশান্তে ময়ি দীনয়া।
ত্বয়া দুঃখং ন কর্ত্তব্যং মাতস্তৃষ্ণে ব্রজাম্যহং। ১১৯।
ত্বদুত্তপ্তেন হে দুঃখ ময়াত্মান্বিষ্ট আদরাৎ।
তস্মাত্ত্বদুপদিষ্টোহং সাজ্ঞো মম নমোস্তু তে। ১২০।
এতে ভবন্তঃ সহজাঃ প্রাক্তনাঃ সুহৃদো ময়া।
ক্রমেণ দ্যোতিতাঃ প্রাণাঃ স্বস্তি বোস্তু ব্রজাম্যহং। ১২১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং কলিতবানন্তঃ প্রশান্তকলনৈষণঃ।
শনৈরুচ্চারয়ংস্তারং প্রণবং প্রাপ্তভূমিকঃ। ১২২।

ক্রীড়া করিয়াছি। ১১৭। যে সুখ আমাকে এই পরম পবিত্র নির্ব্বাণ-পদবী স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, আমি সেই সুখকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ১১৮। হে তৃষ্ণে! হে জননি! আমি শান্তিপথে প্রস্থিত হইলে, তুমি দীনতা প্রাপ্ত হইয়া শীর্ণদেহ ধারণ করিবে; (তোমাকে বলি,) তুমি সে জন্য দুঃখ করিও না, (অনুমতি কর,) আমি (নিত্যধামে) গমন করি। ১১৯। হে দুঃখ! আমি তোমা দ্বারা উত্তাপিত হইয়া পরমাদরে পরমাত্মার অন্বেষণ করিয়াছি; অতএব, তুমি আমার উপদেষ্টা; (অর্থাৎ তুমি আমাকে দুঃখ প্রদান না করিলে ব্রহ্মানুসন্ধান ঘটিত না) এজন্য এই অজ্ঞান ব্যক্তি তোমাকে নমস্কার করিতেছে। ১২০। হে প্রাণসকল! তোমরা আমার সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমরা আমরা পূর্ব্বতন বন্ধু, ক্রমে তোমাদের প্রকাশ ঘটিয়াছে; (প্রার্থনা করি,) তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি (স্বস্থানে) প্রস্থান করি। ১২১। বশিষ্ঠ কহিলেন;—সেই মুনি, এই প্রকারে সকল প্রকার চেষ্টাশূন্য হইয়া জ্ঞানভূমি লাভ করত অল্পে অল্পে প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ

সবাহ্যাভ্যন্তরান্ ভাবান্ স্থূলান্ সূক্ষ্মতরানপি।
ত্রৈলোক্যসম্ভবাং স্ত্যক্ত্বা সঙ্কল্পৈকবিনির্ম্মিতান্। ১২৩।
সহপ্রণবপর্য্যন্ত দীর্ঘনিস্বনতন্তুনা।
জহাবিন্দ্রিয়তন্ত্রান্ত্রজালং গন্ধমিবানিলঃ। ১২৪।
ততোজহৌ তমোমাত্রং প্রতিভানমিবাম্বরে।
উত্তিষ্ঠৎ প্রস্ফুরদ্রূপং প্রাজ্ঞকোপলবং যথা। ১২৫।
প্রতিভাতং ততস্তেজোনিমেষার্দ্ধং বিচার্য্য হ।
জহৌ বভূব চ তদা ন তমো ন প্রকাশনং। ১২৬।
তামবস্থামথাসাদ্য মনসা তন্মনস্তৃণং।
মনাগপি প্রস্ফুরিতং নিমেষার্দ্ধাদশাতয়ৎ। ১২৭।
ততোহঙ্গসম্বিদং স্বচ্ছাং প্রতিভাসমুপাগতাং।
সদ্যোজাতশিশুজ্ঞানসমানকলনামলং। ১২৮।

করিতে লাগিলেন। ১২২। তিনি সঙ্কল্পনির্ম্মিত, জগৎ-প্রকাশিত, বাহ্য ও অন্তরস্থ স্থূল সূক্ষ্ম সকল বিষয় পরিত্যাগ করিলেন। ১২৩। গন্ধবহ যেরূপ গন্ধকে পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় প্রণবাবসানে তিনি দীর্ঘশব্দ তন্তুর সহিত ইন্দ্রিয়াশ্রয় নাড়ী সকলকে পরিত্যাগ করিলেন। ১২৪। তদনন্তর যেরূপ আকাশে প্রতিভা লয় প্রাপ্ত হয়, যেরূপ জ্ঞানীর (অন্তরস্থ) কোপ-কণা উদয় হইয়াই নিবৃত্তি পায়, সেইরূপ তদীয় অজ্ঞানতা লয় প্রাপ্ত হইল। ১২৫। তৎপরে তেজ প্রকাশিত হইল; তিনি উহাকে নিমেষার্দ্ধমধ্যে বিচার করিয়া পরিত্যাগ করিলেন, সুতরাং অন্ধকার ও আলোক উভয়ই অদৃশ্য হইল। ১২৬। তিনি (স্ফুরণ-বিহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া) অর্দ্ধনিমেষমধ্যে মন দ্বারা অল্প-প্রকাশ-বিশিষ্ট মনরূপ তৃণকে ছেদন করিলেন। ১২৭। তদনন্তর সদ্যজাত শিশুর জ্ঞানকল্পনার ন্যায় নির্ম্মল সম্বিৎ। ১২৮। ক্ষণমধ্যে প্রকাশ পাইয়া,

নিমেষার্দ্ধার্দ্ধভাগেন কালেনাকালয়ন্ প্রভুঃ।
জহৌ চিতশ্চেত্যদশাং স্পন্দশক্তিমিবানিলঃ। ১২৯।
পশ্যন্তীপদমাসাদ্য সত্তামাত্রাত্মকং ততঃ।
সুষুপ্তপদমালম্ব্য তস্থৌ মেরুরিবাচলঃ। ১৩০।
সুষুপ্তে স্থৈর্য্যমাসাদ্য তূর্য্যরূপমুপাযযৌ।
নিরানন্দোঽথ সানন্দঃ সচ্চাসচ্চাপি তত্র সঃ। ১৩১।
অচিন্ময়শ্চিন্ময়শ্চ নেতি নেতি যদুচ্যতে।
ততস্তৎ সংবভূবাসৌ যদ্গিরামপ্যগোচরং। ১৩২।
যচ্ছূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং তথা।
বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞানবিদাং যদমলাস্পদং। ১৩৩।

বায়ু যেরূপ (আপনার) স্পন্দশক্তি ত্যাগ করে, তাহার ন্যায় চিৎ-ব্রহ্মের চৈত্য দশা (অর্থাৎ দ্বৈতভাবে প্রকাশিত হওয়া) পরিত্যাগ করিল। ১২৯। তাহার পর (সেই মুনি) দৃষ্টির স্থান সত্তামাত্র শরীর প্রাপ্ত হইয়া, সুষুপ্তি স্থান অবলম্বন পূর্ব্বক সুমেরুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিলেন। ১৩০। সুষুপ্তি অবস্থাতে স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া, তূর্য্যরূপ প্রাপ্ত হইলেন (এবং) তাহাতেই আনন্দময়, আনন্দশূন্য, সৎ ও অসদ্রূপে প্রকাশিত হইলেন। ১৩১। যিনি চিন্ময় ও অচিন্ময় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকেন; (বেদে যাঁহাকে) "নেতি নেতি" বলিয়া বর্ণনা করে, যিনি বাক্যেরও অগোচর, মুনি (ক্রমে) সেই বস্তু হইয়া পড়িলেন। ১৩২। যে পদার্থ শূন্যবাদীর নিকটে শূন্যস্বরূপ, ব্রহ্মবাদীর নিকটে ব্রহ্মস্বরূপ, বিজ্ঞানবাদীর নিকটে বিজ্ঞানস্বরূপ, যে বস্তু বিমলতার আস্পদ,। ১৩৩। যিনি সাংখ্যমতাবলম্বীর পুরুষ, যোগবাদীর

পুরুষঃ সাংখ্যদৃষ্টীনামীশ্বরোযোগবাদিনাং।
শিবঃ শৈবমতস্থানাং কালঃ কালৈকবাদিনাং।
আত্মাত্মকস্তদ্বিদুষাং নৈরাত্ম্যং তাদৃশাত্মনাং। ১৩৪।
মধ্যং মাধ্যমিকানান্তু সর্ব্বঞ্চ সমচেতসাং।
যৎ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তো যৎ সর্ব্বহৃদয়ানুগং। ১৩৫।
যচ্ছুদ্ধং সর্ব্বগং সর্ব্বং যদ্যৎ তত্তদসৌ স্থিতঃ। ১৩৬।
যদনন্তমনিস্পন্দি দীপং যৎ তেজসামপি।
স্বানুভূত্যৈকমানং যৎ যদ্যৎ তত্তদসৌ স্থিতঃ। ১৩৭।
যদেকঞ্চাপ্যনেকঞ্চ সাঞ্জনঞ্চ নিরঞ্জনঃ।
যৎ সমঞ্চাসমঞ্চৈব যদ্যৎ তত্তদসৌ স্থিতঃ। ১৩৮।
অজমজরমনাদ্যমাদ্যমেকং
পদমমলং সকলং নিষ্কলঞ্চ।
স্থিত ইতি স তদা নভঃস্বরূপা
দপি বিমলস্থিতিরীশ্বরঃ ক্ষণেন। ১৩৯।

ঈশ্বর, শৈবমতাবলম্বীর শিব, কালবাদীর কাল, আত্মবাদীর আত্মা, নিরাত্মবাদীর নিরাত্মা,। ১৩৪। যিনি মধ্যস্থ লোকের মধ্যস্থস্বরূপ, সমচিত্তের সর্ব্বস্বরূপ, সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং সকলের হৃদয়গত বস্তু,। ১৩৫। যে বস্তু শুদ্ধ, সর্ব্বগ, ও সর্ব্বস্বরূপ, মুনি, (ক্রমে) তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেন। । ১৩৬। যিনি অনন্ত ও নিস্পন্দস্বরূপ, যিনি অগ্ন্যাদি তেজঃপদার্থের প্রকাশক দীপসদৃশ, অনুভব শক্তি দ্বারা যাঁহার সত্তা প্রমাণিত হয়, মুনি, তৎস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ১৩৭। যে বস্তু স্বয়ং এক হইয়াও অনেক হইয়া থাকেন, যিনি লিপ্ত হইয়াও নির্লিপ্ত, যিনি সমান হইয়াও অসমান, মুনি, (শক্তি-প্রভাবে) তাহাই হইয়া উঠিলেন। ১৩৮। যাঁহার উৎপত্তি নাই, যিনি জীর্ণতা প্রাপ্ত হন না, যাঁহার আদি নাই, যিনি সকলের আদিভূত একস্থানস্বরূপ, যিনি

ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি স স্ফুরিত্বা যথাক্রমং।
বীতহব্যঃ শশামৈবমপুনর্ম্মানসো মুনিঃ। ১৪০।
ইতি উপশমপ্রকরণে বীতহব্যোপাখ্যানং নাম অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ
*। ২৮। *

বিমলাকারে (প্রকাশিত হইলেও) শূন্যময়, কলাশূন্য ও সর্ব্বস্বরূপ হইয়া থাকেন, মুনীন্দ্র, ক্ষণকালমধ্যে আকাশস্বরূপত্ব (পরিত্যাগ করিয়া) বিমল-ভাবে স্থিত হইয়া, পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ১৩৯। বীতহব্য মুনি, এইরূপে ত্রিংশৎ সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত যথাক্রমে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া (মনের বাসনা পরি-হার পূর্ব্বক) আপনার পুন-র্জন্ম-যন্ত্রণার শান্তি করিলেন। ১৪০।

শ্রীরাম উবাচ।

জীবন্মুক্তশরীরীরাণাং কথমাত্মবিদাং বর।
শক্তয়ো নেহ দৃশ্যন্তে আকাশগমনাদিকাঃ। ১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অনাত্মবানমুক্তোপি নভোবিহরণাদিকং।
দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যাপ্নোত্যেব রাঘব। ২।
নাত্মজ্ঞস্যৈব বিষয় আত্মজ্ঞো হ্যাত্মবান্ স্বয়ং।
আত্মনাত্মনি সংতৃপ্তো নাবিদ্যামনুধাবতি। ৩।
যে কেচন জগদ্ভাবাস্তানবিদ্যাময়ান্ বিদুঃ।
কথং তেষু কিলাত্মজ্ঞস্ত্যক্তাবিদ্যো নিমজ্জতি। ৪

শ্রীরাম কহিলেন ;—হে আত্মতত্ত্বাগ্রগণ্য মহামুনে! জীবন্মুক্ত শরীরী-দিগের কি জন্য আকাশাদিগমনশক্তি দেখা যায় না, (আমাকে তাহা জানাইয়া দিউন)। ১। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে রাঘব! যে ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি হয় নাই, এরূপ অমুক্ত ব্যক্তিও, দ্রব্য, মন্ত্র ও ক্রিয়াদির জ্ঞান দ্বারা, গগনবিহার প্রভৃতি কার্য্যে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে। ২। যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার নিকটে (এ সকল অবিদ্যার কার্য্য) প্রকাশ পাইতে পারে না ; (কারণ) ব্রহ্মজ্ঞানী, (মনের অনুগ্রহে) পরমাত্মা লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়া থাকেন, সুতরাং আকাশগমন প্রভৃতি অবিদ্যা-ব্যাপার, তাঁহার মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। ৩। এই জগতে যে সকল পদার্থ আছে, তাহারা অবিদ্যাময় বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, অতএব, (জানিয়া শুনিয়া) মায়াত্যাগী জ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপে তাহাতে নিমগ্ন হইয়া থাকে? বল, । ৪। যে অজ্ঞানী

যস্তু চাভাবিতাত্মাপি সিদ্ধিজালানি বাঞ্ছতি।
স সিদ্ধিসাধকৈর্দ্রব্যৈস্তানি সাধয়তি ক্রমাৎ। ৫।
দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াকালযুক্তয়ঃ সাধুসিদ্ধিদাঃ।
পরমাত্মপদপ্রাপ্তৌ নোপকুর্ব্বন্তি কাশ্চন। ৬।
সর্ব্বেচ্ছাজাল সংশান্তা বাত্মলাভোদয়ো হি যঃ।
স কথং সিদ্ধিবাঞ্ছায়াং মগ্নশ্চিত্তেন লভ্যতে। ৭।

শ্রীরাম উবাচ।

ব্রহ্মন্নতিচিরং কালং কথং জীবন্তি যোগিনঃ।
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি ব্রহ্মন্ যোগবিদাং বর। ৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

প্রাণানাং স্পন্দনাং স্পন্দস্তচ্ছান্তৌ তে দৃশৎসমাঃ।
যতঃ স্থিতা ধারণয়া তন্ন নশ্যন্তি যোগিনঃ। ৯।

ব্যক্তি, পরমাত্মার ভাবনা না করিয়াও আপনার কার্য্যসিদ্ধির কামনা করে, সে ব্যক্তি সিদ্ধিসাধক পদার্থ প্রয়োগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন। ৫। (জানিও) সৎসিদ্ধিদায়ক কার্য্য সকল, দ্রব্য, মন্ত্র, ক্রিয়া, ও কালের সহিত (সংযোজিত হইলেও) ব্রহ্ম-পদ-প্রাপ্তি পক্ষে কোনও উপকার করে না। ৬। সকল প্রকার বাসনা শান্তি পাইলে, আত্মার যে লাভ হইয়া থাকে, কার্য্যসিদ্ধিবাসনায় নিমগ্নমনা ব্যক্তির চিত্তে তাহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? । ৭। শ্রীরাম কহিলেন;—হে যোগীশ্বর ব্রহ্মন্! যোগী ব্যক্তি কিরূপে চিরকাল জীবন ধারণ করিয়া থাকেন? (তাহা বলিয়া দিয়া) আমার সংশয়চ্ছেদ করুন। ৮। বশিষ্ঠ কহিলেন;—(হে রামচন্দ্র!) প্রাণবায়ুর ক্রিয়া দ্বারা গমনাদি ঘটিয়া থাকে, ঐ ক্রিয়া রহিত হইলেই, লোকে

সবাহ্যাভ্যন্তরং স্পন্দশ্চেতসো বাতজোযথা।
ন যস্য বিদ্যতে তস্য দূরস্থৌ বিকৃতিক্ষয়ৌ। ১০।
সবাহ্যাভ্যন্তরং শান্তে স্পন্দে পবনচেতসোঃ।
ধাতবঃ সংস্থিতিং দেহে ন ত্যজন্তি কদাচন। ১১।
যে তে বিজ্ঞানবিষয়া বীতরাগা মহাধিয়ঃ।
বিচ্ছিন্নগ্রন্থয়ঃ সর্ব্বে তে স্বতন্ত্রাস্তনৌ স্থিতাঃ। ১২।

শ্রীরাম উবাচ।

বিবেকাভ্যুদয়াচ্চিত্তস্বরূপেঽন্তর্হিতে মুনে।
মৈত্র্যাদয়োগুণাঃ কুত্র জায়ন্তে যোগিনাং বদ। ১৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

দ্বিবিধশ্চিত্তনাশোঽস্তি স্বরূপোঽরূপএব চ।
জীবন্মুক্তেঃ স্বরূপঃ স্যাদরূপোদেহমুক্তিতঃ। ১৪।

পাষাণ সদৃশ হইয়া থাকে; প্রাণবায়ু ধারণ করিয়া যোগীরা অবস্থিতি করেন, এজন্য তাঁহাদের প্রাণ-বিনাশ ঘটে না, অর্থাৎ চিরকাল তাঁহারা জীবিত থাকেন। ।৯। প্রাণবায়ুর যোগ থাকিলে, বাহিরে ও অন্তরে যাহার চিত্ত স্পন্দন হয় না, তাহার বিকার ও ক্ষয় দূরে অবস্থিতি করে। ১০। যাহার প্রাণবায়ু এবং চিত্তের স্পন্দ, বাহিরে ও অভ্যন্তরে শান্তি-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার শরীরে চর্ম্মমাংসাদি ধাতু পদার্থের স্থিতির বিরাম ঘটে না। ১১। যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানবিষয়ের পার দর্শন করিয়াছেন, যাঁহারা বিষয়ানুরাগবিহীন এবং মহা-বুদ্ধিসম্পন্ন সন্দেহগ্রন্থি ছেদ হইয়া তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বেচ্ছা-শরীরে অবস্থিতি করেন। ১২। শ্রীরাম কহিলেন;—হে মুনে! মৈত্র্যাদি গুণ (মনের ধর্ম্ম,) বিবেকের অভ্যুদয় হইলে যখন চিত্তের স্বরূপতা অন্তর্হিত হয়, (তখন) যোগী-দিগের মৈত্র্যাদি গুণ, কোথায় জন্মিয়া থাকে? বলুন। ১৩। বশিষ্ঠ কহিলেন;—(হে রামচন্দ্র!) চিত্তক্ষয় দুই প্রকার;—স্বরূপ ও অরূপ, জীবন্মুক্ত

চিত্তসত্ত্বেহ দুঃখায় চিত্তনাশঃ সুখায় চ।
প্রাকৃতং গুণসম্ভারং মমেতি বহু মন্যতে। ১৫।
যত্তু চিত্তমতজ্জ্ঞত্বং দুঃখিতং জীব উচ্যতে।
সুখদুঃখাদ্যবষ্টব্ধমস্মীত্যেব বিনিশ্চলং। ১৬।
বিদ্যমানং মনো বিদ্ধি সংসারভ্রমদোহদং।
চেতসঃ কথিতা সত্তা ময়া রঘুকুলোদ্বহ। ১৭।
অস্য নাশমিদানীং ত্বং শৃণু প্রশ্নবিদাং বর।
সুখদুঃখদশা ধীরং শাম্যান্ন প্রোত্তরন্তি যং।
নিশ্বাসা ইব শৈলেন্দ্রং চিত্তং তস্য মৃতং বিদুঃ। ১৮।

ব্যক্তির (অন্তঃকরণে যে বিষয়-বৈমুখ্য উদিত হয়,) তাহাই স্বরূপ, এবং দেহ-ত্যাগ হইয়া (জীবের ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াও মনের যে অভাব) তাহাই অরূপ চিত্তনাশ। ১৪। যাহার চিত্তের বিদ্যমানতা দুঃখের কারণ, এবং চিত্তক্ষয় সুখ-লাভের উপায়। চিত্তবান্ ব্যক্তি "মায়াকৃত গুণ সকল আমার" এইরূপ ভাবিয়া, তাহাকে বহু বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। ১৫। যে অন্তঃকরণ, অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ, তাহাই দুঃখভারাক্রান্ত জীব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; "আমি সুখ দুঃখে বদ্ধ হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছি,"। ১৬। এইরূপ যাহার মনের অভিপ্রায়, তাহাকেই সংসার-ভ্রম-দোহদ বলিয়া থাকে;—অর্থাৎ উহা দ্বারা সংসার-মায়া-বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে। হে রঘুকুলাবতংস! তোমাকে এই চিত্তস্থিতির কথা বলিলাম। । ১৭। হে প্রশ্নকারিপ্রধান রামচন্দ্র! এই চিত্ত যেরূপে ক্ষয় পাইয়া থাকে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি সুখদুঃখের দশায় পতিত হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ না করে, যে রূপ নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা শৈলেন্দ্র চালিত হয় না, তাহার ন্যায় কেহই সেই ধীর ব্যক্তিকে শান্তি-পথ-বিচ্যুত করিতে পারে না;

আপৎকার্পণ্যমুৎসাহো মদোমাদ্যং মহোৎসবঃ।
যং নয়ন্তি ন বৈরূপ্যং তস্য নষ্টং মনোবিদুঃ। ১৯।
মনস্তাং মূঢ়তাং বিদ্ধি যদা নশ্যতি নানঘ।
চিত্তনাশাভিধানং হি তদা সত্বমুদেত্যলং। ২০।
মৈত্র্যাদিভির্গুণৈর্যুক্তং ভবত্যুত্তমবাসনং।
ভূয়োজন্মবিনির্মুক্তং জীবন্মুক্তস্য তন্মনঃ। ২১।
স্বরূপোঽসৌ মনোনাশো জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে। ২২।
অরূপস্তু মনোনাশো যো ময়োক্তো রঘূদ্বহ।
বিদেহমুক্ত এবাসৌ বিদ্যতে নিষ্কলাত্মকঃ। ২৩।
সমগ্রাগ্র্যগুণাধারমপি চিত্তং প্রলীয়তে।
বিদেহমুক্তাবমলে পদে পরমপাবনে। ২৪।

(জানিও) এরূপ ব্যক্তির চিত্তের সজীবতা নাই। ১৮। (রোগ শোকাদি) আপদ, কৃপণতা, উৎসাহ, অহঙ্কার, মত্ততা এবং মহোৎসব এই সকল দ্বারা যাহার চিত্তবিরূপ না হইয়া থাকে,(জানিও) তাহার চিত্ত নষ্ট হইয়াছে। ।১৯। হে অনঘ! চিত্তের বিনাশ প্রাপ্ত না হওয়াই মূঢ়তা বলিয়া জানিবে; যে সময়ে চিত্তের বিনাশ সাধন হয়, সেই সময়েই অসত্তার উদয় হইয়া থাকে। ২০। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ, এই প্রকারে মৈত্র্যাদি গুণ-বিশিষ্ট ও ব্রহ্মবাসনাযুক্ত হইয়া, পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। ২১। স্বরূপ মনোনাশ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরই ঘটিয়া থাকে। ২২। হে রামচন্দ্র! তোমাকে যে অরূপ মনোনাশের কথা বলিয়াছি, তাহা নিষ্কলাত্মা বিদেহমুক্ত ব্যক্তিরই ঘটিয়া থাকে। ২৩। যদি অন্তঃকরণ সকল গুণের আধার হয়, তাহা হইলেও উহা পরম পবিত্র পদ বিদেহ-মুক্তিতে লয় পাইয়া থাকে। ২৪। সৎ এবং অসৎ যাবতীয় বস্তুর বিনাশ দ্বারা স্বরূপ বিরূপ চিত্তনাশ ঘটিলে,

বিদেহমুক্তিবিষয়ে সদসত্ত্বক্ষয়াত্মকে।
চিত্তনাশে বিরূপাখ্যে ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে। ২৫।
ন গুণা নাগুণা স্তত্র ন শ্রীর্নাশ্রীর্ন লোলতা।
নচোদয়ো নাস্তময়ো ন হর্ষামর্ষসংবিদঃ। ২৬।
ন তেজো ন তমঃ কিঞ্চিন্ন সন্ধ্যা দিনরাত্রয়ঃ।
ন সত্তা নাপি চাসত্তা নচ মধ্যং হি তৎ পদং। ২৭।
যে হি পারং গতা বুদ্ধেঃ সংসারাম্ভোনিধেস্তথা।
তেষাং তদাস্পদং স্ফারং পবনানামিবাম্বরং। ২৮।
সংশান্তদুঃখমজড়াত্মকশান্তরূপ
মানন্দমম্বরমপেতরজস্তমো যৎ।
আকাশকোষতনবোঽতনবোমহান্ত
স্তস্মিন্ পদে গলিতচিত্তসমা ভবন্তি। ২৯।

বিদেহ-মুক্ত ব্যক্তির নিকটে কোনও বস্তুর বিদ্যমানতা থাকে না। ২৫। (যে ব্যক্তি বিদেহ-মুক্ত,) তাঁহার নিকটে গুণ, অগুণ, শ্রী, অশ্রী, ও চঞ্চলতা নাই; তাঁহার উদয়, অস্ত এবং হর্ষামর্ষজ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না। ২৬। তেজঃ, অন্ধকার, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, সত্তা, অসত্তা ও মধ্য নাই; (কারণ) উহাই ব্রহ্মপদ। ২৭। যে রূপ আকাশ পবনের আশ্রয়স্থান, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি বুদ্ধির পার দর্শন করিয়া, সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ব্রহ্মপদ তাঁহাদের পক্ষে নিত্যকালই প্রকাশিত রহিয়াছে। ২৮। যিনি দুঃখ-বর্জ্জিত, অজড়, শান্তরূপ, নিবিড়ানন্দময়, রজস্তমশূন্য, অদ্বৈত, এক চৈতন্যমাত্র, আকাশসদৃশ শরীরবিশিষ্ট মহানুভব ব্যক্তিগণ শরীর পরিহার পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ করিয়া গলিতচিত্ত হইয়া থাকেন। ২৯। শ্রীরাম

শ্রীরাম উবাচ।

ব্রহ্মন্ সংসৃতিমৃদ্বীকালতায়া বিততাকৃতেঃ।
কিং বীজমস্য বীজস্য তস্য কিং বীজমুচ্যতে। ৩০।
অথ তস্যাপি কিং বীজং বীজং তস্যাপি কিং ভবেৎ।
সর্ব্বমেতৎ সমাসেন বদ মে বদতাং বর। ৩১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অন্তর্লীনঘনারম্ভশুভাশুভমহাঙ্কুরঃ।
সংসৃতিব্রততের্বীজং শরীরং বিদ্ধি রাঘব। ৩২।
ভাবাভাবদশাকোষং দুঃখবর্গসমুদ্গকং।
বীজমস্য শরীরস্য চিত্তমাশাবশানুগং। ৩৩।
দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য বৃত্তিব্রততিধারিণঃ।
একং প্রাণপরিস্পন্দো দ্বিতীয়ং দৃঢ়ভাবনা। ৩৪।

কহিলেন;—হে ব্রহ্মন্? বিস্তৃতাকৃতি মৃদু সংসারলতিকার বীজ কি? এবং সেই বীজেরই বা বীজ কি?। ৩০। হে বাগ্মিপ্রবর! তাহার বীজ কি? এবং সেই বীজেরই বা বীজ কি? ইহার সারসংগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইয়া দিউন। ৩১। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! শরীরকে সংসার-লতার বীজ বলিয়া জানিও; শুভাশুভ কর্ম্ম সকল ইহার অন্তরে লীন থাকিয়া মহাঙ্কুররূপে প্রকাশিত হয়। ৩২। আশাবশপ্রাপ্ত চিত্তই, এই শরীরের বীজ; ভাবাভাব বস্তু—অর্থাৎ কল্পিত বিষয় সকল ইহার কোষ, এবং দুঃখসমূহ ইহার আধার। ৩৩। বৃত্তিরূপ লতা-বেষ্টিত চিত্ত-বৃক্ষের দুইটী বীজ আছে। একটী প্রাণের স্পন্দন এবং অপরটী দৃঢ় চিন্তা। ৩৪। প্রাণস্পন্দন

সতী সর্ব্বগতা সম্বিৎ প্রাণস্পন্দেন রোধ্যতে।
সম্বিৎসংরোধনং শ্রেয়ঃ পরমং বিদ্ধি রাঘব। ৩৫।
সম্বিৎ সমুদিতৈবাশু যাতি সংবেদ্যমাদরাৎ।
সম্বেদনাদনন্তানি ততোদুঃখানি চেতসঃ। ৩৬।
সুপ্তা পুনরবোধায় সম্বিৎ সংতিষ্ঠতে যদা।
লব্ধং ভবতি লব্ধব্যং তদা তদমলাস্পদং। ৩৭।
তস্মাৎ প্রাণপরিস্পন্দৈর্বাসনাচোদনৈস্তথা।
নো চেৎ সংবিদমুচ্ছূনাং করোষি তদজো ভবান্। ৩৮।
সম্বিদুচ্ছূনতাং বিদ্ধি চিত্তং তেনেদমাততং।
অনর্থজালমালূনবিশীর্ণজনজীবকং। ৩৯।
যোগিনশ্চিত্তশান্ত্যর্থং কুর্ব্বন্তি প্রাণরোধনং।
প্রাণায়ামৈস্তথা ধ্যানৈঃ প্রয়োগৈশ্চিত্তকল্পিতৈঃ। ৪০।

দ্বারা প্রকাশিত সর্ব্বগত চৈতন্য রুদ্ধ হইয়া থাকে; হে রাঘব! চৈতন্যকে সম্যক্ প্রকারে রোধ করিতে পারিলে, পরম কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। ৩৫। (সেই) সম্বিৎ—অর্থাৎ চৈতন্য উদিত হইয়া, অসংরোধ হইলেই জ্ঞেয় বিষয়-গামী হইয়া থাকে, এবং ঐ বিষয়জ্ঞান দ্বারা চিত্তের অনন্ত দুঃখের আবির্ভাব হয়। ৩৬। সেই চৈতন্য বিষয়-বোধ পরিত্যাগ করিয়া, যে কালে সুপ্ত হইয়া থাকে, সেই সময়ে (জীবের) লব্ধব্য বিমল ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। ।৩৭। অতএব, (হে রামচন্দ্র!) যদি প্রাণস্পন্দন এবং দৃঢ় বাসনা দ্বারা চৈতন্যকে বিষয়োন্মুখ না কর, তাহা হইলে তোমার জন্মলাভ হইবে না। ।৩৮। (জানিও,) বিষয়-সংমিশ্রিত হইলেই চৈতন্য চিত্তত্ব পাইয়া থাকে, এবং সেই চিত্ত দ্বারা, যে জগতে অনর্থ-সমূহ প্রকাশিত ও জীবগণ জীর্ণ হইতেছে, সেই অনর্থ-জালপূর্ণ এই জগৎ বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়। ৩৯। যোগিগণ, প্রাণা-য়াম ও চিত্তকল্পিত ধ্যান প্রয়োগাদির দ্বারা চিত্ত-শান্তির উদ্দেশে প্রাণরোধ

চিত্তোপশান্তিফলদং পরমং শাম্যকারণং।
শুভগং সংবিদঃ স্বাস্থ্যং প্রাণসংরোধনং বিদুঃ। ৪১।
জ্ঞাতবদ্ভিঃ প্রকটিতামনুভূতাঞ্চ রাঘব।
চিত্তস্যোৎপত্তিমপরাং বাসনাজনিতাং শৃণু। ৪২।
দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তপূর্ব্বাপরবিচারণং।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা। ৪৩।
ভাবিতং তীব্রসংবেগাদাত্মনা যত্তদেব সঃ।
ভবত্যাশু মহাবাহো বিগতেতরসংস্মৃতঃ। ৪৪।
তাদৃগ্রূপোহি পুরুষো বাসনাবিবশীকৃতঃ।
সংপশ্যতি যদেবাস্তস্তদ্বস্ত্বিতি বিমুহ্যতি। ৪৫।
বাসনাবেশবৈরাগ্যাৎ স্বরূপং বিজহাতি তৎ।
ভ্রান্তং পশ্যতি দুর্দৃষ্টিঃ সর্ব্বং মদবশাদিব। ৪৬।

করিয়া থাকেন। ৪০। (লোকে) প্রাণ-সংরোধনকে চিত্ত-শান্তির ফলদাতা, শান্তির (একমাত্র) কারণ, শুভগতিবিধাতা ও (সর্ব্ব প্রকার) মঙ্গলের হেতুভূত বলিয়া থাকে। ৪১। হে রামচন্দ্র! জ্ঞানিগণ অনুভব দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়াছেন যে, মনের বাসনাজনিত অন্য প্রকার উৎপত্তি হইয়া থাকে; (আমি তোমাকে বলিতেছি) শ্রবণ কর।৪২। দৃঢ় ভাবনা দ্বারা পূর্ব্বাপর বিচার ত্যাগ পূর্ব্বক পদার্থ গ্রহণের নামই বাসনা। ৪৩। হে মহাবাহো! চিন্তা দ্বারাই চিন্তনীয় বিষয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। লোকে দৃঢ়তাবলম্বন পূর্ব্বক যে বস্তুর চিন্তা করে, (সে সময় অন্য চিন্তার আবির্ভাব হইলেই, ঐ চিন্তা —অর্থাৎ পূর্ব্বস্মৃতি ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং) অন্য বিষয় স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। ৪৪। এইরূপে লোকে বাসনা দ্বারা অবিবশান্তঃকরণ হইয়া, অন্তরে যে বস্তু অবলোকন করে, তাহার তত্ত্বজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া থাকে। ৪৫। সে সময়ে বাসনাবেশে (আপনার) স্বরূপত্ব পরিত্যাগ করে এবং সুরাপান

অসম্যগ্‌দর্শনং যৎ স্যাদনাত্মন্যাত্মভাবনং।
যদবস্তুনি বস্তুত্বং তচ্চিত্তং বিদ্ধি রাঘব। ৪৭।
দৃঢ়াভ্যাসপদার্থৈকভাবনাদতিচঞ্চলং।
চিত্তং সংজায়তে জন্মজরামরণকারণং। ৪৮।
যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিদ্ধেয়োপাদেয়রূপি যৎ।
স্থীয়তে সকলং ত্যক্ত্বা তদা চিত্তং ন জায়তে। ৪৯।
অবাসনত্বাৎ সততং যদা ন মনুতে মনঃ।
অমনস্তা তদোদেতি পরমোপশমপ্রদা। ৫০।
যদা ন ভাব্যতে ভাবঃ ক্বচিজ্জাগতবস্তুনি।
তদা হৃদম্বুজে শূন্যে কথং চিত্তং প্রজায়তে। ৫১।
এতাবন্মাত্রকং মন্যে রূপং চিত্তস্য রাঘব।
যদ্ভাবনং বস্তুনোঽন্তর্বস্তুত্বেন রসেন চ। ৫২।

করিলে লোকে যেরূপ ভ্রান্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় (মিথ্যা বাসনারূপ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া) ভ্রান্তিময় সকল পদার্থ অবলোকন করে। ৪৬। হে রাঘব! অসম্যক্ দর্শন দ্বারা অনাত্ম-শরীরাদিতে যে আত্মতুল্য দর্শন ঘটিয়া থাকে এবং অবস্তুতে যে বস্তুর ভাবনা হয়, তাহাকেই চিত্ত বলিয়া জানিও। ।৪৭। এক বস্তুকে দৃঢ়তর অভ্যাস দ্বারা চিন্তা করিলে জরা, জন্ম ও মরণ-কারণ চঞ্চল চিত্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৪৮। ত্যাজ্য ও গ্রাহ্যরূপি সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, যদি কোনও বস্তুর চিন্তা করা না হয়, তাহা হইলেই চিত্তের জন্ম ঘটে না। ৪৯। যে সময়ে বাসনা-বিহীনত্ব প্রযুক্ত মন কোনও বিষয়ে মনন করে না, সেই সময়েই পরম-শান্তি-প্রদ শূন্য মনের উদয় হইয়া থাকে। ৫০। যে কালে জগতের কোনও বস্তুর চিন্তা করা না হয়, সে কালে শূন্য হৃদয়াম্বুজে চিত্তের উৎপত্তি কিরূপে ঘটিতে পারে? ।৫১। হে রামচন্দ্র। যে বস্তুর ভাবনা করিলে অন্তর, রস—অর্থাৎ প্রেম

ন কিঞ্চিৎ কলনাৎ যোগ্যাং ভৃশং ভাবয়তঃ কুতঃ।
আকাশকোষস্বচ্ছস্য কুতশ্চিত্তোদয়োভবেৎ। ৫৩।
যদভাবনমাস্থায় যদভাবস্য ভাবনং।
যদ্‌ যথাবস্তুদর্শিত্বং তদচিত্তত্বমুচ্যতে। ৫৪।
সর্ব্বমন্তঃ পরিত্যজ্য শীতলাশয়বর্ত্তি যৎ।
বৃত্তিস্থমপি তচ্চিত্তমসদ্রূপমুপাহৃতং। ৫৫।
ঘনা ন বাসনা যস্য পুনর্জননকারিণী।
জীবন্মুক্তঃ স সত্ত্বস্থশ্চক্রভ্রমবদাস্থিতঃ। ৫৬।
ভৃষ্টবীজোপমা যেষাং পুনর্জননবর্জ্জিতা।
বাসনারসনির্হীনা জীবন্মুক্তা হি তে স্মৃতাঃ। ৫৭।

দ্বারা পূর্ণ হয়, আমি বলি, তাহাই মনের রূপ। ৫২। (অতএব) যে ব্যক্তি বৃথা বস্তুর উদ্দেশে অতিশয় চিন্তা করিয়া থাকে, তাহার উপযুক্ত কল্পনা কোনও খানে দেখিতে পাওয়া যায় না, (কারণ,) আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ব্যক্তির চিত্তোদয় কিরূপে সম্ভবিতে পারে? (অর্থাৎ চিন্তাই চিত্তের কারণ)। ৫৩।

যে ব্যক্তি, চিত্ত দ্বারা জগতের বস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, মায়াতীত পরম পদার্থের ভাবনা করে, তাহার নিরবলম্বন ভাবনা দ্বারা বস্তু দর্শন ঘটিয়া থাকে; ইহারই নাম চিত্তশূন্যতা। ৫৪। যে চিত্ত অন্তরে সকল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া স্নিগ্ধাশয়ে অবস্থিতি করে, সে চিত্ত বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত হইলে অসদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৫৫। যাহার পুনর্জন্মকারিণী নিবিড় বাসনা নাই, সে ব্যক্তি সত্ত্বস্থ ও জীবন্মুক্ত হইয়া, চক্রভ্রমের ন্যায় অবস্থিতি করে। ৫৬। যে সকল ব্যক্তির বাসনা রস শুষ্ক প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহাদের পুনর্জন্ম নাই, ভৃষ্ট-বীজের সহিত যাহাদের উপমা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহারা জীবন্মুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ৫৭। যাহার চিত্ত, সত্ত্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে,

সত্বরূপপরিপ্রাপ্তচিত্তাস্তে জ্ঞানপারগাঃ।
অচিত্তা ইতি কথ্যন্তে দেহান্তে ব্যোমরূপিণঃ। ৫৮।
দ্বে বীজে রাম চিত্তস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে।
একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ। ৫৯।
বাসনাবশতঃ প্রাণস্পন্দস্তেন চ বাসনা।
জায়তে চিত্তবীজস্য তেন বীজাঙ্কুরক্রমঃ। ৬০।
বাসনাপ্রাণপবনস্পন্দয়োরনয়োর্দ্বয়োঃ।
সম্বেদ্যং বীজমিত্যুক্তং স্ফুরতস্তৌ যতস্ততঃ। ৬১।
সংবেদ্যসংপরিত্যাগাৎ প্রাণস্পন্দনবাসনে।
সমূলং নশ্যতঃ ক্ষিপ্রং মূলচ্ছেদাদিব দ্রুমঃ। ৬২।
সংবিদং বিদ্ধি সংবেদ্যবীজং বীর তয়া বিনা।
ন সম্ভবতি সম্বেদ্যং তৈলহীনস্তিলো যথা। ৬৩।

সেই ব্যক্তি, জ্ঞানের সীমা প্রাপ্ত হইয়া চিত্তশূন্য, ও দেহাবসানে আকাশরূপী হয়। ৫৮। হে রামচন্দ্র! চিত্তের দুইটী বীজ আছে, বাসনা ও প্রাণস্পন্দন; ইহাদের মধ্যে একটীর ক্ষয় হইলে অন্যটীও সত্বর নষ্ট হইয়া থাকে। ৫৯। বাসনা বশতঃ প্রাণের স্পন্দন ঘটিয়া থাকে, (এবং) তাহাতেই বাসনার আবির্ভাব হইয়া থাকে; ঐ বাসনাই চিত্তবীজের বীজাঙ্কুর বৃক্ষ। ৬০। জ্ঞেয় বস্তু, বাসনা এবং প্রাণবায়ু এই উভয়ের বীজ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে; কারণ, বাসনা ও প্রাণস্পন্দ এই দুই পদার্থ জ্ঞেয় বস্তু হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬১। যেরূপ বৃক্ষের মূলচ্ছেদ হইলে উহা সত্বরে নষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জ্ঞেয় বস্তু পরিত্যাগ করিলে প্রাণস্পন্দন ও বাসনা, এই দুইটীই সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ৬২। বিষয়জ্ঞানকে জ্ঞেয় বস্তুর কারণ বলিয়া জানিবে; যেরূপ (তিলেতেই তৈল থাকে) অর্থাৎ তিল, তৈল-হীন হয় না, হে বীর! সেইরূপ জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয় বস্তু থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ৬৩।

ন বহির্নান্তরে কিঞ্চিৎ সংবেদ্যং বিদ্যতে কচিৎ।
সংবিৎ স্ফুরন্তী সংকল্প্য সংবেদ্যং পশ্যতি স্বতঃ। ৬৪।
সংবেদ্যং সংবিদো রাম মার্জনীয়ং প্রযত্নতঃ।
তদমার্জ্জনমাত্রং হি মহাসংসারতাং গতং।
তৎপ্রমার্জ্জনমাত্রন্তু মোক্ষ ইত্যনুভূয়তে। ৬৫।
সংবেদনমনন্তায় দুঃখায় জননাত্মনে।
অসস্থিতিরজাড্যস্থা সুখায় সুমহাত্মনে। ৬৬।
অজড়োগলিতানন্দস্ত্যক্তসংবেদনোভব।
অসংবেদ্যঃ প্রবুদ্ধাত্মা যঃ স সত্যং রঘূদ্বহ। ৬৭।
শ্রীরাম উবাচ।
অজড়শ্চাপ্যসংবিত্তিঃ কীদৃশো ভবতি প্রভো।
অসংবিত্তৌ চ জাড্যং তৎ কথং বা বিনিবার্য্যতে। ৬৮।

কি বাহিরে, কি অন্তরে কোনও স্থানে জ্ঞেয় বস্তু নাই, কেবল সংকল্প বশতঃ শুদ্ধজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইয়া স্বয়ং জ্ঞেয় বস্তু দর্শন করিয়া থাকে। ৬৪। হে রামচন্দ্র! সম্বিদ—অর্থাৎ (বিষয়-জ্ঞানের) জ্ঞেয় বস্তুকে যত্ন পূর্ব্বক মার্জ্জন করিবে; অর্থাৎ ঐপ্রকার জ্ঞেয় বস্তুকে পরিত্যাগ না করিলে, মহা-সংসারাবস্থিতি হইয়া থাকে। (জানিও) উহাকে মার্জ্জন করিলে (জীবের) মোক্ষানুভূত হইয়া থাকে।৬৫। বিষয়-জ্ঞান, অনন্ত-জন্ম-বিধায়ক দুঃখ প্রদানের কারণ; উহাকে পরিত্যাগ করিলে,জড়তাবিহীন জ্ঞানের আবির্ভাব ও পরমাত্মসুখানুভব হইয়া থাকে।৬৬। হে রঘুকুলধুরন্ধর! তুমি অজড় ও নিত্যানন্দময় হইয়া বিষয়-জ্ঞান পরিত্যাগ কর; (কারণ) যে ব্যক্তি বিষয়-জ্ঞান লভ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন, তিনি সত্য—ব্রহ্মস্বরূপ। ৬৭। শ্রীরাম কহিলেন;—হে প্রভো! কিরূপে অজড় ও বিষয়-জ্ঞান-বিহীন হইতে হয়? এবং বিষয়জ্ঞান-শূন্য হইলে কি প্রকার জড়তা হইয়া থাকে? এবং কিরূপেই বা সেই জড়তা নিবা-

বশিষ্ঠ উবাচ।

যঃ সর্ব্বত্রানবস্থাস্থো বিশ্রস্ত্যাস্থা ন কুত্রচিৎ।
জীবো ন বিন্দতে কিঞ্চিদসংবিদজড়োহি সঃ। ৬৯।
সম্বিদন্তর্দশালম্বঃ স যস্যেহ ন বিদ্যতে।
সোহসংবিদজড়ঃ প্রোক্তঃ কুর্ব্বন্ কার্য্যশতান্যপি। ৭০।
সংবিদ্যেন হৃদাকাশো মনাগপি ন লিপ্যতে।
যস্যাসাবজড়োহসংবিজ্জীবন্মুক্তশ্চ কথ্যতে। ৭১।
যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিন্নিবাসনতয়াত্মনি।
বালমূকাদিবিজ্ঞানমিব চ স্থীয়তে স্থিরং। ৭২।
তদা জাড্যবিনির্মুক্তমসংবেদনমাততং।
আশ্রিতং ভবতি প্রাজ্ঞো যস্মাদ্ভূয়ো ন লিপ্যতে। ৭৩।

রিত হয়? (আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিউন)।১৬৮। বশিষ্ঠ কহিলেন;—যে লোক লোক সর্ব্বত্রে বিকারশূন্য হইয়া অবস্থিতি করে, যে ব্যক্তি কোনও বস্তুতে আস্থা না করিয়া চিত্তের বিশ্রান্তি লাভ করে, যে ব্যক্তি (জগতের) কোনও বস্তু অবগত নহে, চিদ্রূপ হওয়াতে সেই ব্যক্তিই অজড়স্বরূপ হইয়া থাকে। ।৬৯। যাহার অন্তরে অজ্ঞানদশা প্রকাশ পায় নাই, সে ব্যক্তি শত শত কার্য্য করিলেও অসম্বিৎ ও অজড় হইয়া থাকে। ৭০। বিষয়-জ্ঞান-সম্ভূত জ্ঞেয় বস্তুর দ্বারা যাহার হৃদয়াকাশ লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তিকেই অজড়, অসং-বিৎ ও জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকে। ৭১। বাসনাহীনতা প্রযুক্ত যেকালে অন্তঃ-করণে কোনও চিন্তা করিতে পারা যায় না, সে কালে জ্ঞান, বালক ও মূকাদির ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। ৭২। সে সময়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির (অন্তঃকরণ) যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার (পাপপুণ্যে) লিপ্ত হইতে হয় না, জড়তা-বর্জ্জিত, অসংবিৎ, বিস্তৃত সেই আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। ৭৩। (জীব,)

সমস্তবাসনাত্যাগান্নির্বিকল্পসমাধিতঃ।
লীনত্বমিব খাৎ স্ফার আনন্দঃ সংপ্রবর্ত্ততে। ৭৪।
যোগিনস্তত্র লীনস্য নিঃসংবেদনসংবিদঃ।
তন্ময়ত্বাদনাদ্যন্তে তদপ্যন্তর্বিলীয়তে। ৭৫।
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নপি তেন স উচ্যতে।
অজড়ো গলিতানন্দস্ত্যক্তসংবেদনঃ সুখী। ৭৬।
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য কষ্টয়া যত্নচেষ্টয়া।
তর দুঃখাম্বুধেঃ পারমপারগুণসাগর। ৭৭।
অথাস্যাঃ সম্বিদো রাম চিন্মাত্রবীজমুচ্যতে।
চিন্মাত্রাদ্ যদুদেত্যেষা প্রকাশ্যমিব তেজসঃ। ৭৮।
দ্বে রূপে তত্র সত্তায়ামেকং নানাকৃতিস্থিতং।
দ্বিতীয়মেকরূপন্তু বিভাগং তু তয়োঃ শৃণু। ৭৯।

সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, নির্বিকল্প সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ব্রহ্মে লীন হইবার ন্যায় আকাশ অপেক্ষা প্রকাশিত বিস্তৃত পরমানন্দস্বরূপ হইয়া থাকেন। ৭৪। তন্ময়ত্বপ্রযুক্ত সমাধিতে লীন, বিষয়-জ্ঞান রহিত যোগিদিগের অন্তঃকরণ, আদ্যন্তরহিত ব্রহ্মে (চিৎস্বরূপ হইয়া) লীন হইয়া থাকে। ৭৫। (জীবন্মুক্ত ব্যক্তি) গমন, অবস্থান, স্পর্শন, ও আঘ্রাণাদি করিলেও (চিন্ময় হওয়াতে) বিষয়ানন্দ পরিহার করিয়া, অজড় ও বিষয়-জ্ঞান-হীন হইয়া সুখ-ভোগ করিয়া থাকেন। ৭৬। হে অপার-গুণ-সাগর রামচন্দ্র ! তুমি এই প্রকারে উক্ত দৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কষ্ট, যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা দুঃখাম্বুধির পারে গমন কর। ৭৭। হে রামচন্দ্র ! যেরূপ তেজ হইতে বিষয়, প্রকাশিত হয়, সেই রূপ বিষয়জ্ঞানের কারণ চিদ্ব্রহ্ম হইতে বিষয়জ্ঞানাদি, প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৭৮। সেই চিৎস্বরূপ সত্তার দুইটী রূপ আছে ; একটী নানা আকারে অবস্থিত, অন্যটীর একমাত্র রূপ, এই দুই রূপের বিভাগ(বলিতেছি।)

ঘটতা পটতাহন্তা তত্তা সত্তেতি কথ্যতে।
সত্তারূপবিভাগেন যত্তন্নানাকৃতিস্থিতং। ৮০।
বিশেষং সংপরিত্যজ্য সন্মাত্রং যদলেপকং।
একং রূপং মহারূপসত্তায়াস্তৎপদং বিদুঃ। ৮১।
কালসত্তা কলাসত্তা বস্তুসত্তেয়মিত্যপি।
বিভাগকলনাং ত্যক্ত্বা সন্মাত্রৈকপরো ভব। ৮২।
কালসত্তা চ সত্তা চ প্রোম্মুক্তকলনা সতী।
যদ্যপ্যুত্তমসদ্রূপা তথাপ্যেষা ন বাস্তবী। ৮৩।
বিভাগকলনা যত্র বিভেদপদদায়িনী।
নানাতা কারণং দুষ্টা তৎ কথং পাবনং ভবেৎ। ৮৪।
সত্তাসামান্যনৈবৈকং ভাবয়ন্ কেবলং বপুঃ।
পরিপূর্ণপরানন্দী তিষ্ঠাভরিতদিগ্ভবঃ। ৮৫।

শ্রবণ কর। ৭৯। ব্রহ্মের ঘট, পট, অহং সেই বস্তু ইত্যাদি, সত্তারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সত্তারূপ বিভাগ দ্বারা ব্রহ্ম নানাকারে অবস্থিতি করেন। ৮০। বিশেষাংশ পরিত্যাগ করিয়া সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মের নির্লেপ,সন্মাত্র যে এক-রূপ, তাহাকেই পরম পদ বলিয়া জানিও। ৮১। (তুমি,) কালসত্তা, কলা-সত্তা, ও বস্তুসত্তা এইরূপ বিভাগ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল একমাত্র ব্রহ্মপরায়ণ হও। ৮২। (যদিও) কালসত্তা ও সত্তার কল্পনা উত্তমতা ধারণ করে,কিন্তু,তাহা হইলেও ঐ কল্পনাকে বাস্তব বলিয়া বিশ্বাস করিও না ৮৩। যে বিভাগ কল্পনায় নানাপ্রকার ভেদজ্ঞান ঘটিয়া থাকে, এবং যে কল্পনা দূষিত এবং নানারূপের কারণ,তাহা কিরূপে পবিত্র হইতে পারে? (বল) ৮৪। (তুমি) সত্তাসামান্যের একমাত্র রূপ ভাবনা করিয়া, পূর্ণানন্দ লাভ করত সর্ব্বব্যাপক হইয়া অবস্থিতি কর। ৮৫। হে জ্ঞানীবর রামচন্দ্র! সত্তাসামান্যের অবধি

সত্তাসামান্যমাত্রস্য যা কোটিঃ কোবিদেশ্বর।
সৈবাস্য বীজতাং যাতা তত এতৎ প্রবর্ত্ততে। ৮৬।
সত্তাসামান্যপর্য্যন্তং যত্তৎ কলনয়োজ্ঝিতং।
পরমাদ্যমনাদ্যন্তং তস্য বীজং ন বিদ্যতে। ৮৭।
সম্বিৎ সংলীয়তে তত্র নির্বিকারঞ্চ তিষ্ঠতি।
ভূয়ো নাবর্ত্ততে দুঃখে তত্র লব্ধপদঃ পদে। ৮৮।
তদ্ধেতুঃ সর্ব্বহেতূনাং তস্য হেতুর্ন বিদ্যতে।
স সারঃ সর্ব্বভূতানাং তস্মাৎ সারো ন বিদ্যতে। ৮৯।
তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটক্রমাঃ। ৯০।
তদমলমজরং তদাত্মতত্ত্বং তদবগতাবুপশান্তিমেতি চেতঃ।
অবগতবিমলৈকতৎস্বরূপো ভব ভবমুক্তপদোঽসি চিচ্চিরায়
। ৯১।

যিনি বর্ত্তমান আছেন, সেই ব্রহ্মই ইহার কারণ, তাঁহা হইতেই এই জগৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৮৬। সত্তাসামান্যের মধ্যস্থ, কল্পনাবর্জ্জিত, আদ্যন্ত-রহিত যে পরম পদার্থ (বর্ত্তমান আছেন,) তাঁহার বীজ নাই। ৮৭। তাঁহাতেই বিষয়জ্ঞান লয় প্রাপ্ত হয়, এবং নির্ব্বিকার সেইখানেই অবস্থিতি করে; যিনি সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আর দুঃখভোগ করিতে হয় না। ।৮৮। তিনি সকলের হেতুভূত (হইলেও কেহ) তাঁহার হেতু নাই; তিনি সকল বস্তুর সার, কিন্তু তদপেক্ষা সার বস্তু আর নাই। ৮৯। যেরূপ তটস্থিত বৃক্ষের প্রতিবিম্ব, সরোবর-সলিলে প্রতিফলিত হয়, তাহার ন্যায় চিৎস্বরূপ দর্পণে এই সকল দৃষ্ট বস্তু প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ৯০। (হে রামচন্দ্র!) অজর, অমল ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে চিত্ত, শান্তিলাভ করে, অতএব, তুমি নির্ম্মল চিৎস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া চিরকালের মত এই সংসার (বন্ধন) হইতে মুক্তিলাভ

শ্রীরাম উবাচ।

এতানি তানি প্রোক্তানি যানি বীজানি মানদ।
কতমস্য প্রয়োগেন শাশ্বতং প্রাপ্যতে পদং। ৯২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতেষাং দুঃখবীজানাং প্রোক্তং যদ্‌যন্ময়োত্তরং।
তস্য তস্য প্রয়োগেন শীঘ্রমাসাদ্যতে পদং। ৯৩।
সত্তাসামান্যকোটিস্থে দ্রাগিত্যেব পদে যদি।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন বলাৎ সংত্যজ্য বাসনাং। ৯৪।
স্থিতং বধ্নাসি তত্ত্বজ্ঞ ক্ষণমপ্যক্ষয়াত্মিকাং।
ক্ষণেঽস্মিন্নেব সাধুঃ সন্ পদমাসাদয়স্যলং। ৯৫।

কর; (অর্থাৎ সংসারের বীজ শরীর, শরীরের বীজ চিত্ত, চিত্তের বীজ প্রাণস্পন্দ ও বাসনা, প্রাণস্পন্দ ও বাসনার বীজ বিষয়-বস্তু, বিষয়বস্তুর বীজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের বীজ বিষয়শূন্য চিৎ, সেই চিৎস্বরূপ সত্তাসামান্য প্রকাশ পাইলে সংসারমুক্ত হওয়া যায়)। ৯১। শ্রীরাম কহিলেন;—হে মানদ! আপনি আমার নিকটে এই যে সকল বীজের কথা বলিলেন, ইহার মধ্যে কোন্ বীজ প্রয়োগ দ্বারা শাশ্বত ব্রহ্মপদ পাওয়া যাইতে পারে?। ৯২। বশিষ্ঠ কহিলেন;—এই সকল দুঃখ-বীজের কথা আমি যাহা বলিলাম, যথাক্রমে (এই সকল বীজের এক একটী ত্যাগ করিয়া অন্য অন্য বীজস্থিতির) অনুষ্ঠান করিলে, সত্বর পরম পদ পাওয়া যাইতে পারে। ৯৩। যদি তুমি সত্তাসামান্যের অগ্রস্থিত ব্রহ্মপদে (অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা কর,) তাহা হইলে, পৌরুষাশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক যত্ন ও বলের সাহায্যে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া,। ৯৪। হে তত্ত্বজ্ঞ! অক্ষয়স্বরূপ স্থিতি করিতে, এবং এইক্ষণেই সাধুস্বরূপে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে

অজমচ্যুতমীশ্বরং প্রপদ্যে।

বিনা মূল্যে

৯ম

যোগবাশিষ্ঠ রাম

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্ত্তৃক
ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY
SUTTYA BADEE GHOSAUL
WITH A BENGALEE TRANSLATION.

কলিকাতা,
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন ১২৯১ সাল।

একৈককশোনিষেব্যন্তে যদ্যেতে চিরমপ্যলং
তন্ন সিদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি মন্ত্রাঃ সংকলিতা ইব ॥১০৭॥
ত্রিভিরেভিশ্চিরাভ্যস্তৈ হৃদয়গ্রন্থয়ো দৃঢ়াঃ।
নিঃশঙ্কমেবক্রুট্যন্তি বিষচ্ছেদে গুণা ইব ॥১০৮॥
জন্মান্তরশতাভ্যস্তা রাম সংস্মরণস্থিতিঃ।
সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে ক্
বাসনাসংপরিত্যাগসমং প্রাণনিরোধনং।
বিদুস্তত্ত্ববিদস্তস্মাৎ তদপ্যেবং সমাহরেৎ ॥
বাসনাসংপরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাং।
প্রাণস্য চ নিরোধাচ্চ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥১১১॥
প্রাণায়ামৈস্তথাভ্যাসৈর্যুক্ত্যা চ গুরুদত্তয়া।
আসনাশনযোগৈর্ন প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে ॥১১২॥

রূপ বারংবার জপ করিলেও দুষ্ট মন্ত্র সিদ্ধি প্রদান করে না, সে য়া অঞ্জন দ্বারা তিনটীর মধ্যে যদি এক একটীকে চিরকাল ধরিয়া সেবা ক ক পরিত্যাগ হইলেও সিদ্ধির মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ১০৭।

যেরূপ মৃণালচ্ছেদে তাহার তন্তুও ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার ন্যায় মৃণাল তন্তু তিনটী বিষয়কে দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যস্ত রাখিতে পারিলে দৃঢ় হৃদয় ক, অত্যু- নিঃসন্দেহরূপে ছিন্ন হইয়া থাকে। ১০৮। হে রামচন্দ্র! জন্ম মি সকল বৎসরের অভ্যস্ত বিষয়বাসনাকে দীর্ঘকালব্যাপক যোগ ব্যতিরেকে ক উদিত- ক্ষয়িত করা যাইতে পারে না। ১০৯। বাসনা-পরিত্যাগ, প্রাণ-রোধেরই ক্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহা বিলক্ষণ অবগত আছেন; অতএব এইরূপ অনুষ্ঠান রে (তোমার) কর্ত্তব্য।১১০। বাসনাকে পরিত্যাগ করিলে চিত্ত অচিত্ত হইয়া থাকে। তে

.রত্বাত্তবভাবনবর্জ্জনাৎ।
-র্শিত্বাদ্বাসনা ন প্রবর্ত্ততে।
নষ্টে ন চিত্তং সংপ্রবর্ত্ততে। ১১৩।
.স্পন্দশ্চিত্তস্পন্দঃ সএব হি।
.য়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যো ধীমতোচ্চকৈঃ।
বশ্যৈকচিত্তকেন মুহুর্মুহুঃ। ১১৪।
.না জেতুং বিনা যুক্তিমনিন্দিতাং।
-া মত্তো যথা দুষ্টমতঙ্গজঃ। ১১৫।
অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এবচ।
বাসনাসংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনং। ১১৬।
এতাস্তা যুক্তয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল। ১১৭।

-তামাকে বলি,) প্রাণ রোধ করিয়া যাহা বাসনা হয়, তাহারই ।১১১। প্রাণায়াম, অভ্যাস, গুরুদত্ত যুক্তি, আসন এবং (উপযুক্ত) াাণস্পন্দন রোধ হইয়া থাকে ।১১২। সঙ্গবিহীন ব্যবহার , সংসার-চিন্তা-পরিত্যাগ, ও শরীরের বিনাশ-দর্শন দ্বারাই পাইয়া থাকে, বাসনা-বিভব বিনষ্ট হইলে, চিত্তের প্রবৃত্তি য না। ১১৩। প্রাণবায়ুস্পন্দনের নামই চিত্তস্পন্দ, অতএব বারংবার .রিয়া একচিত্ত দ্বারা প্রাণস্পন্দজয়পক্ষে বুদ্ধিমান্ লোকের যত্ন কর্ত্তব্য। ১১৪। যেরূপ দুষ্ট মত্ত হস্তীকে অঙ্কুশ ব্যতিরেকে শান্ত .হতে পারে না, সেইরূপ উত্তম যুক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে মন জয় আর কাহারও সাধ্য নহে ।১১৫। ব্রহ্ম-বিদ্যা-লাভ, সাধুসঙ্গ, বাসনা- 'ও প্রাণস্পন্দরোধ, ।১১৬। মনকে জয় করিবার পক্ষে এই কয়েকটী উত্তম যুক্তি। ১১৭। এই সকল যুক্তির (বিদ্যমানতা দেখিয়া) যাহারা অন্তঃ-

সতীষু যুক্তিষ্বেতাসু হঠাৎ নিয়ময়ন্তি যে।
চেতস্তে দীপমুৎসৃজ্য বিনিঘ্নন্তি তমোঽঞ্জনৈঃ।১১৮।
বিমূঢ়াঃ কর্ত্তুমুদ্‌যুক্তা যে হঠাচ্চেতসো জয়ং।
তে নিবধ্নন্তি নাগেন্দ্রমুন্মত্তং বিসতন্তুভিঃ। ১১৯৩০।
সংবেদ্যবর্জিতমনুত্তমমাদ্যমেকং
সংবিৎপদং বিকলনং কলয়ন্ মহাত্মন্।
কৃত্যেঽবতিষ্ঠ কলনারহিতঃ ক্রিয়াং তু
কুর্ব্বন্নকর্ত্তৃপদমেত্য সমোদিতশ্রীঃ। ১২০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মনাগপি বিচারেণ চেতসঃ স্বস্য নিগ্রহঃ।
মনাগপি কৃতোযেন তেনাপ্তং জন্মনঃ ফলং। ১২১।
বিচারকণিকা যৈষা হৃদি স্ফুরতি পেলবা।
এষৈবাভ্যাসযোগেন প্রযাতি শতশাখতাং। ১২২।

করণকে হঠাৎ নিয়মবদ্ধ করে, তাহারা দীপকে পরিত্যাগ করিয়া অঞ্জন দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকে। ১১৮। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি, যুক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে জয় করিবার জন্য উদ্যত হয়, তাহারা উন্মত্ত হস্তীকে মৃণাল তন্তু দ্বারা বদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। ১১৯। (হে রামচন্দ্র!) তুমি বিষয়বর্জ্জিত, অত্যুত্তম, আদিভূত, কল্পনাশূন্য, অদ্বিতীয় চিৎ-ব্রহ্মকে চিন্তা করিয়া, আমি সকল কার্য্যের অকর্ত্তা, এইরূপ নিশ্চয় করত ব্যবহারাদির অনুকরণ পূর্ব্বক উদিত-শ্রী ধারণ কর। ১২০। বশিষ্ঠ কহিলেন;—যে ব্যক্তি অল্প বিচার করিয়া স্বকীয় অন্তঃকরণের কিঞ্চিন্মাত্রও নিগ্রহ করে, তাহার জন্ম সার্থক। ১২১। হৃদয়ে কোমল ব্রহ্ম-বিচার-কণিকা স্ফূর্ত্তি পাইলে, উহা অভ্যাস-যোগ দ্বারা শত শাখা প্রাপ্ত হইয়া (বিস্তৃত হইয়া থাকে)। ১২২। ব্রহ্ম বিচাররূপ কুসুম-বৃক্ষ,

...পীঠং বিচারকুসুমদ্রুমং।
। বিধুন্বন্তি ন স্থিরস্থিতিষু স্থিরং। ১২৩।
ঠতোবাপি জাগ্রতঃ স্বপতোপি বা।
।রপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে। ১২৪।
।ক।নদং স্যাজ্জগৎ কিং স্যামহমিত্যনিশং শনৈঃ।
বিচারবাধ্যাত্মদৃশা স্বয়ং বা সজ্জনৈঃ সহ। ১২৫।
বিচারোঽধ্যাত্মবিদ্যানাং জ্ঞানমঙ্গং বিদুর্বুধাঃ।
জ্ঞেয়ং তস্যান্তরেবাস্তি মাধুর্য্যং পয়সো যথা। ১২৬।
অপবিত্রমপথ্যঞ্চ বিষসংপর্কদূষিতং।
ভুক্তা জরয়তি ক্ষিপ্রং ক্লিষ্টং নষ্টঞ্চ মৃষ্টবৎ। ১২৭।
নিম্বপ্রতিবিষাকল্কক্ষীরেষু সলিলেঽন্ধসি।
অসক্তবুদ্ধিস্তত্ত্বজ্ঞো ভবত্যাস্বাদনে চযঃ। ১২৮।

অবদ্ধমূল হইলেও চিন্তা-সমীরণ উহাকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে না। ১২৩। যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ, গমনকালে, স্থিতিসময়ে, জাগ্রৎ-অবস্থা ও স্বপ্ন সময়ে সতত ব্রহ্ম-বিচার-রত না হয়, তাহাকে মৃত বলিয়া (জানিবে)। ১২৪। এই জগৎ কি প্রকার, আমিই বা কি প্রকার, এই চিন্তা দ্বারা সতত ক্রমে ক্রমে স্বয়ং, অথবা সজ্জনদিগের সহিত বিচার করিতে থাক। ১২৫। ব্রহ্মবিদ্যা বিচারকে পণ্ডিতেরা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলিয়া থাকেন; যেরূপ দুগ্ধে মাধুর্য্য বর্ত্তমান থাকে, তাহার ন্যায় ঐ জ্ঞানের অন্তরে জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিরাজিত আছেন। ১২৬। (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) অপবিত্র, অপথ্য, বিষসম্পর্কদূষিত, নষ্ট, কষ্টকর বস্তুকে মিষ্টান্নের ন্যায় ভোজন করিয়া, উহাকে সত্বরেই জীর্ণ করিয়া থাকেন। ১২৭। যে ব্যক্তির বুদ্ধি আসক্তি-বিহীন, এবং যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তিনি, নিম্ব, প্রতিবিষা—শুষ্ক সিম্বীত্বক্, ক্ষীর, জল ও অন্নকে সমভাবে আস্বাদন করিয়া থাকেন। ১২৮। (তত্ত্বজ্ঞ

জীবিতস্যাপহর্ত্তারং দাতারং চৈকরূপয়া।
দৃষ্ট্যা প্রসাদমাধুর্য্যশালিন্যা পরিপশ্যতি। ১২৯।
ন কস্যচিন্ন কদাচিদক্ষস্য বিষয়স্থিতৌ।
দদাতি প্রসরং সাধু রাধিপ্রোজ্‌ঝিতয়া ধিয়া। ১৩০।
অতত্ত্বজ্ঞমবিশ্রান্তমলব্ধাত্মানমস্থিতং।
নিগৃণন্তীন্দ্রিয়াণ্যাশু করিণা ইব পল্লবং। ১৩১।
সঙ্গঃ কারণমর্থানাং সঙ্গঃ কারণমাপদাং।
সঙ্গত্যাগং বিদুর্মোক্ষং সঙ্গত্যাগাদজন্মতা।১৩২।

শ্রীরাম উবাচ।

সর্ব্বসংশয়নীহারশরন্মারুত হে মুনে।
সঙ্গঃ কিমুচ্যতে ব্রূহি সমাসেন মম প্রভো। ১৩৩।

ব্যক্তি) স্বকীয় প্রসাদ-মাধুর্য্য-বিশিষ্ট একমাত্র দৃষ্টি দ্বারা জীবনাপহারক ব্যক্তি ও দাতাকে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। ১২৯। সাধু ব্যক্তি, বিষয়-বর্জ্জিত-বুদ্ধি হইয়া কোনও কালে কোনও ইন্দ্রিয়-বিষয়-স্থিতিতে অবসর প্রদান করেন না। ১৩০। মৃগগণ যে রূপ বৃক্ষপল্লব ভোজন করে, তাহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানবিহীন, বিশ্রামশূন্য, আত্মলাভবিঘাতক, অজ্ঞানী ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয়গণ আক্রমণ করিয়া থাকে। ১৩১। বিষয়সঙ্গ, অর্থ ও আপদের কারণ। সঙ্গত্যাগকে মোক্ষ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করে; সঙ্গ-পরিত্যাগ করিতে পারিলেই (আর) জন্ম লাভ ঘটে না। ১৩২। শ্রীরাম কহিলেন;—হে মুনে! আপনি সকল প্রকার সংশয়-স্বরূপ নীহারনিবারণ পক্ষে শরৎকালীন সমীরণস্বরূপ; হে প্রভো! শাস্ত্রে কিরূপ সঙ্গের উল্লেখ আছে, আমাকে সংক্ষেপে তাহা জানাইয়া দিউন। ১৩৩। বশিষ্ঠ কহিলেন;—যে বস্তু প্রাপ্ত হইলে হর্ষ, এবং

বশিষ্ঠ উবাচ।

ভাবাভাবে পদার্থানাং হর্ষামর্ষপদার্থতা।
মলিনা বাসনা যৈষা সা সঙ্গ ইতি কথ্যতে। ১৩৪।
জীবন্মুক্তশরীরাণামপুনর্জন্মকারিণীং ।
মুক্তাং হর্ষবিষাদাভ্যামসঙ্গাং বাসনাং বিদুঃ। ১৩৫।
অজীবন্মুক্তরূপাণাং দীনানাং মূর্খচেতসাং।
কথ্যতে সঙ্গশব্দেন বাসনা ভবকারিণী। ১৩৬।
হর্ষামর্ষবিষাদেভ্যো যদি গচ্ছসি নান্যতাং।
বীতরাগভয়ক্রোধস্তদসঙ্গোঽসি রাঘব। ১৩৭।
দুঃখৈর্নো গ্লানিমায়াসি যদি হৃষ্যসি নো সুখৈঃ ।
আশাবৈরাগ্যমুৎসৃজ্য তদসঙ্গোঽসি রাঘব। ১৩৮।

এবং অপ্রাপ্ত হইলে বিমর্ষের আবির্ভাব হয়, যে বাসনা (পুনর্জ্জন্ম-বিধায়িনী সুতরাং) মলিনা, শাস্ত্রে তাহাই সঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ১৩৪। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম-বিনাশক হর্ষবিষাদশূন্য সঙ্গবিহীন বাসনাই অসঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে । ১৩৫। মূর্খ, দীনতা-প্রাপ্ত বদ্ধ ব্যক্তির সংসার-কারিণী যে বাসনা, তাহাই সঙ্গ (বলিয়া জানিও)। ১৩৬। হে রাঘব! তুমি যদি হর্ষ, অমর্ষ, ও বিষাদ প্রভৃতির (হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে) ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ক্রোধ, রাগ ও ভয় পরিত্যাগ করিলেই, নিঃসঙ্গ হইতে পার। ১৩৭। হে রামচন্দ্র! যদি তুমি দুঃখাভিভূত হইয়া ম্লান মূর্ত্তি ধারণ না কর, যদি তুমি সুখভোগে হৃষ্ট না হও, তাহা হইলে আশা-বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিলেই নিঃসঙ্গ হইতে পারে । ১৩৮। যদি সম্পদসময়ে এবং বিপদকালে তোমার চিত্ত সমভাবে অবস্থিতি করে, এবং প্রাপ্ত সুখ দুঃখে হর্ষ, বা কষ্ট বোধ না করে, তাহা হইলে তোমাকে সঙ্গত্যাগী (বলা যাইতে পারে)

সম্পদাপদি চৈবাত্মা যদি তে লক্ষ্যতে সমঃ।
য প্রাপ্তানুবর্ত্তী চ তদসঙ্গোঽসি রাঘব। ১৩৯।
সদা সহগ্রেঽপি হি বস্তুজাতে
সমাশয়ো হ্যন্তরদীনসত্ত্বঃ।
যদেব কিঞ্চিৎ প্রকৃতং তদেব
কুর্ব্বন্নসঙ্গঃ সুখমাস্স্ব রাম। ১৪০।

ইতি মহর্ষি বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে উপশমপ্রকরণে
ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ। *। ২৯। *

। ১৩৯। হে রামচন্দ্র! তুমি সর্ব্বদা অসক্তান্তঃকরণ হইয়া, ভাল মন্দ সকল বস্তুতেই সমানচিত্ত হও, (এবং) সঙ্গত্যাগী হইয়া উপস্থিত ভাল মন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, মনসুখে অবস্থিতি কর। ১৪০।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

উপশমপ্রকরণাদনন্তরমিদং শৃণু।
ত্বং নির্ব্বাণপ্রকরণং জ্ঞাতং নির্ব্বাণদায়ি যৎ। ১।
কথয়ত্যেবমুদ্দামবচনে মুনিনায়কে।
শ্রবণৈকরসে মৌনস্থিতে রাজকুমারকে। ২।
রাজলোকে গতস্পন্দে চিত্রার্পিত ইব স্থিতে। ৩।
বশিষ্ঠবচসামর্থং বিচারয়তি সাদরং।
লসদঙ্গুলিভঙ্গেন মুনিসার্থে স্ফুরদ্ভুবি। ৪।
বিস্ময়ালোকনোল্লাসপ্রোৎফুল্লনয়নালিনি।
পুরন্ধ্রিবর্গে গম্ভীরতরুমঞ্জরিতাং গতে। ৫।
খে বাসর চতুর্ভাগদেশে দিনকরস্থিতে।
কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়াৎ সৌম্যে কিঞ্চিচ্ছুভমুপেয়ুষি। ৬।

(গ্রন্থকর্ত্তা বাল্মীকি বক্তা বশিষ্ঠ দ্বারা কহিলেন ;—(হে রামচন্দ্র!) যাহাকে লোকে নির্ব্বাণ-মুক্তি-বিধায়ক বলিয়া জানে, তুমি উপশম প্রকরণের পরবর্ত্তী সেই নির্ব্বাণ প্রকরণ, (আমার নিকট হইতে) শ্রবণ কর। ১। মুনিবর যে সময়ে এইরূপ উদার বাক্য বলিতে থাকেন, সেই সময়ে রাজকুমার রামচন্দ্র, শ্রোতব্য বিষয়ে দৃঢ়তররূপে মনঃসংযোগ করিয়া, মৌনভাব ধারণ করিলেন। ২। (সভাসীন) সমস্ত নৃপতিগণ, স্পন্দহীন হইয়া আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় অবস্থিতি করিলেন। ৩। (সকলেই) সসম্ভ্রমে বশিষ্ঠ দেবের বাক্যার্থ (মনোমধ্যে) আন্দোলন করিতে লাগিলেন; (উপস্থিত) মুনি সকল, দীপ্তিমান্ অঙ্গুলিভঙ্গ দ্বারা—অর্থাৎ উৎক্ষিপ্ত তর্জ্জনী চেষ্টাভিনয় দ্বারা সভা-প্রদেশ সুশোভিত করিতে লাগিলেন। ৪। অলিকুল যেরূপ বৃক্ষমুকুলে প্রফুল্ল-মনে উপবেশন করে, তাহার ন্যায় পুরবাসিগণের নয়ন-পঁক্তি, বিস্ময়দৃষ্টি দ্বারা আনন্দ-সূচনা করিতে থাকিল। ৫। (তখন) দিনমণি, দিবসের চতুর্ভাগ অর্থাৎ শেষ সময় অবলোকন করিয়া যেন, কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়ের জন্য সৌম্য-

শ্রবণায়েব সংশান্তে বিতানস্পন্দমালিতে।
মৌনং মরুতি মন্দারমধুরামোদদায়িনি। ৭।
পুষ্পদামসুষুপ্তাসু মহাভ্রমরপংক্তিষু।
জ্ঞাতজ্ঞেয়তয়া নূনং সম্যগ্‌ধ্যানবতীষ্বিব। ৮।
মুক্তাজালকলাপান্তর্গতাস্বন্তরভূমিষু।
কচত্যপগতস্পন্দং তোয়ে শ্রোতুমিবাস্থিতে। ৯।
মুক্তাজালপ্রভাজাল ভস্মনোদ্ধূলিতাত্মনি।
শংসতীব শমং শাম্যদ্দিনদেহে দিবাতপে। ১০।
করে লীলাসরোজেষু শেখরেষু চ ভূভৃতাং।
শ্রুত্বা সুরসমামোদাদবৃত্তিষু মনঃস্বিব। ১১।
ভ্রমদ্ভ্রমরপক্ষোত্থবাতধূতরজস্যলম্।
কৌমুদে পরিবিশ্রান্তে চামরেষ্বক্ষিপক্ষ্মসু। ১২।

মূর্ত্তি ধারণ করতঃ আপন তাপের উপশম করিলেন। ৬। সমীরণ, (তৎকালে) কুসুম-বিতান-স্পন্দন দ্বারা আপন সঞ্চালন রহিত করিয়া, কথা-শ্রবণ জন্যই যেন, শান্তভাব ধারণ করতঃ মৌনভাবাবলম্বন করিল; সমীরণ-সহযোগে মন্দারের মনোহর গন্ধ, চতুর্দ্দিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ৭। মধুপ সকল কুসুম-সমূহে সুষুপ্ত থাকিয়া, যাহা জানিবার, তাহা জানিতে পারিয়াছে বলিয়া যেন, ধ্যানধারণা করিল। ৮। জলসকল, মুক্তাময় সরোবরান্তরে অবস্থিতি পূর্ব্বক কথা-শ্রবণ জন্য যেন, আপনার স্পন্দনভাব পরিহার করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ৯। নৃপতিগণ, আপনাদের কর ও শিরস্থিত লীলাসরোজের সুরস আস্বাদন করিয়া, আনন্দাতিশয় লাভ নিবন্ধন নিশ্চল মনোবৃত্তিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন; (অর্থাৎ বশিষ্ঠবচন সাদরে শিরোধার্য্য করতঃ বিস্মিত-ভাবে অবস্থান করিতে থাকিলেন)। ১০। কুমুদ, ভ্রমণশীল ভ্রমরদিগের পক্ষোত্থিত বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্তরজ হইলে ঈষৎ বিকাশভাব ধারণ করিল এবং

আসীদ্দিনচতুর্ভাগস্তাবেদনতৎপরঃ।
ভেরীপটহশংখ্খানাং দিঙ্মুখাপূরকোধ্বনিঃ। ১৩।
এবং প্রক্ষুভিতে তস্মিন্ গৃহে দাশরথে তদা।
প্রাপ্তে বাসরবৃদ্ধত্বে শান্তশঙ্খস্বনে শনৈঃ। ১৪।
সংহরন্ প্রস্তুতং বস্তু বচোমধুরবৃত্তিমৎ।
উবাচ মুনিশার্দ্দূলঃ সভামধ্যে রঘূদ্বহম্। ১৫।
রাঘবানঘ বাগ্জালং ময়ৈতৎ প্রবিসারিতম্।
তেন চিত্তখগং বধ্বা ক্রোড়ীকৃত্বাত্মতাং নয়। ১৬।
কচ্চিদ্গৃহীতো ভবতা মদ্গিরামর্থ ঈদৃশঃ।
ত্যক্ত্বা দুর্ব্বোধমক্ষীণো হংসেনেবাম্ভসঃ পয়ঃ। ১৭।
বিচার্য্যৈতদেশেষেণ স্বধিয়ৈবং পুনঃ পুনঃ।
অনেনৈব পথা সাধো গন্তব্যং ভবতাধুনা। ১৮।

চামর অক্ষিপক্ষ্ম নিবৃত্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করিল। ১২। এমন সময়ে দিনমণির চতুর্ভাগ অর্থাৎ শেষ সময়—অবসানপ্রায় দেখিয়া ভেরী, পটহ এবং শঙ্খসকল দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া বাজিয়া উঠিল।১৩। দিনমণি প্রাচীন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে মধুর শঙ্খনিনাদে নৃপতি দশরথের ভবন সংক্ষোভিত হইল। ১৪। তখন মুনীশ্বর বশিষ্ঠ, আপনার মধুর কথাপ্রসঙ্গ (সে দিনের মত) উপসংহার করিবার জন্য, সভোপবিষ্ট রামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন। ১৫। হে নিষ্কলুষ রামচন্দ্র ! আমি যে বাগ্জাল বিস্তার করিয়াছি, তুমি তদ্দ্বারা আপনার মানস-বিহঙ্গকে বদ্ধ করিয়া, (তাহাকে) ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক আত্মীয়তা প্রদর্শন কর। ১৬। (আমার বোধ হয়, তুমি) হংস যেরূপ জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে সারভাগ গ্রহণ করে, তাহার ন্যায় আমার অক্ষয় বাক্যের দুর্ব্বোধ অংশ পরিত্যাগ করিয়া, কিঞ্চিৎ সারাংশ সংগ্রহ করিয়াছ ? । ১৭। হে সাধো !

অনয়ৈব ধিয়া রাম বিহরন্নেব বুধ্যসে।
অন্যথাধঃ পতস্যাশু বিন্ধ্যখাতে যথা গজঃ। ১৯।
সুগৃহীতধিয়া রাম মদ্বচো ন করোষি চেৎ।
তৎপতস্যবটে ত্যক্তদীপোবান্ধোনিশাস্বিব। ২০।
অসঙ্গেন যথাপ্রাপ্তব্যবহারস্য সিদ্ধয়ে।
ইত্যেবং শাস্ত্রসিদ্ধান্তমাদায়োদারবান্ ভব। ২১।
হে সভ্যা হে মহারাজ হে রাম গুণিনাং বর।
সর্ব্বএব ভবন্তোঽদ্য তাবদ্ব্যাপারমাহ্নিকম্। ২২।
কুর্ব্বন্তু যৎ হি দিবসঃ প্রায়ঃ পরিণতাকৃতিঃ।
শেষং বিচারয়িষ্যামো বিচার্য্যং প্রাতরাগতাঃ। ২৩।

(আমি যাহা বলিয়াছি) তুমি অশেষপ্রকারে বারংবার তাহার বিচার করিয়া, এক্ষণে সেই পথে গমন কর,—অর্থাৎ বাসনাক্ষয়, মনোবিনাশ, প্রাণরোধ এবং জ্ঞানাভ্যাস করিতে থাক। ১৮। হে রামচন্দ্র! যদি তুমি (আমার কথানুযায়ী) সেই বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিহার করিতে থাক, তাহা হইলে যাহা জানিবার, তাহা জানিতে পারিবে; অন্যথা বিন্ধ্যগিরির খাতমধ্যে যেরূপ গজের পতন ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তোমার শীঘ্র অধঃপতন ঘটিবার সম্ভাবনা। ১৯। হে রামচন্দ্র। তুমি যদি আমার বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে রাত্রিকালে আলোকবিহীন হইয়া লোকে অন্ধবৎ যেরূপ অপথে পতিত হয়, তাহার ন্যায় তোমাকে কুপথগামী হইতে হইবে। ২০। (তুমি) যথাগত ব্যবহারাদি ক্রিয়াসিদ্ধির উদ্দেশে সঙ্গবিহীন হইয়া, এই প্রকার শাস্ত্রসিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্ব্বক উদার ভাবে কার্য্য করিতে থাক। ২১। (এই কথা বলিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন,) হে সভ্যগণ! হে মহারাজ! হে গুণিগণাগ্রগণ্য রামচন্দ্র! তোমরা সকলে এক্ষণে আহ্নিক কার্য্য। ২২। সমাধা কর; (দেখ,) দিবা শেষপ্রায় হইয়াছে; প্রাতঃকাল

ইত্যুক্তা মুনিনা তেন সা সর্ব্বৈব তদা সভা।
প্রোত্তস্থৌ পদ্মবদনা সবিকাশেব পদ্মিনী। ২৪।
রাজানঃ স্তুতরাজানঃ কৃতরাঘববন্দনাঃ।
পরিষ্টুতে বশিষ্ঠে তে জগ্মুরাত্মনিবেশনম্। ২৫।
বিশ্বামিত্রেণ সহিতো বশিষ্ঠোগন্তুমাশ্রমম্।
উত্তস্থাবাসনাচ্ছ্রীমান্ নমস্কৃতনভশ্চরঃ। ২৬।
দশরথপ্রভৃতয়ো রাজানো মুনয়স্তথা।
যথানুরূপং বক্তারমনুগম্য মুনিং চিরং। ২৭।
আপৃচ্ছ্য কেচিদ্দ্যাগনং যযুঃ কেচিদ্বনান্তরং।
কেচিৎ রাজগৃহং সন্তো ভৃঙ্গাঃ পদ্মোত্থিতা ইব। ২৮।

উপস্থিত হইলে পর, (সকলে সভাসীন হইয়া) পুনর্ব্বার বিচার্য্য বিষয়ের বিচার করা হইবে। ২৩। মুনীশ্বর এই কথা বলিলে পর, পদ্মিনী প্রফুল্ল হইলে যেরূপ শোভা ধারণ করে, তাহার ন্যায় উপস্থিত সভ্য সকল, অতিশয় শোভা ধারণ করতঃ (সভা হইতে) গাত্রোত্থান করিলেন। ২৪। (সভাসীন) নৃপতিবর্গ, রাজা দশরথকে স্তব ও রামচন্দ্রকে বন্দনা করিয়া, বশিষ্ঠ দেবের (চরণে) প্রণতিপূর্ব্বক সকলে স্বভবনে প্রতিগমন করিলেন। ।২৫। যৎকালে বিশ্বামিত্রের সহিত মুনিবর বশিষ্ঠ, আশ্রম গমনের জন্য গাত্রোত্থান করেন, সেই সময়ে বিমানবাসী দেবতাগণ, তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ২৬। দশরথপ্রমুখ ভূপতিগণ এবং অন্যান্য মুনিসকল, অনেক দূর পর্য্যন্ত বাগ্মিবর বশিষ্ঠের অনুগমন করিলেন। ২৭। তখন এক পদ্ম হইতে নির্গত হইয়া ভৃঙ্গ যেরূপ পদ্মান্তরে গমন করে, তাহার ন্যায় (মুনির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া,) কেহ কেহ নভঃপ্রদেশে, কেহ কেহ বা বনান্তরে, এবং (অন্যান্য) সাধুগণ, রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। ২৮। রাজা

বশিষ্ঠপাদয়োস্ত্যক্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিমনাবিলম্ ।
দারৈরনুগতো রাজা প্রবিবেশ গৃহান্তরং । ২৯ ।
সদনানি সমাসাদ্য শ্রোতারঃ সর্ব্ব এব তে ।
সস্নুরানর্চ্চুরভ্যেয়ুর্দেবান্ বিপ্রান্ পিতৃংস্তথা । ৩০ ।
অস্তংগতে দিনকরে সমং দিবসকর্ম্মভিঃ ।
অভ্যাগতে রাত্রিকরে সমং রজনীকর্ম্মভিঃ । ৩১ ।
স্থিত্বা তল্পেষু কৌশেয়শয়নেস্বাসনেষু চ ।
ভূচরামুনিরাজানো রাজপুত্রা মহর্ষয়ঃ । ৩২ ।
সংসারোত্তরণোপায়ং বশিষ্ঠবদনেরিতম্ ।
যথাবদেকাগ্রধিয়শ্চিন্তয়ামাসুরাদৃতাঃ । ৩৩ ।
প্রহরস্যার্দ্ধমাত্রং তে তত আমুদিতেক্ষণাঃ ।
উৎস্বপ্নমাযযুর্নিদ্রাং ক্ষণাদ্বিদ্রাবিতভ্রমাং । ৩৪ ।

দশরথ, পরিবারসমন্বিত হইয়া, গুরুদেবের পাদমূলে নির্ম্মল পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ পূর্ব্বক গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন । ২৯ । সকল শ্রোতৃবর্গ নিজ ভবনে প্রবেশ করিয়া স্নানকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক দেব ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা এবং অতিথি-দিগের সৎকার করিলেন । ৩০ । (ক্রমে) দিবসের (নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের সহিত) দিবসনাথ অস্তগত, এবং নিশাকার্য্যের সহিত নিশানাথ অদৃশ্য হইলে পর । ৩১ । রাজা, রাজপুত্র, ঋষি, মহর্ষি ও অন্যান্য ভূচর সকল কৌশেয় শয়ন, আসন ও শয্যাতে শয়ন করিয়া, । ৩২ । একাগ্রমনে পরমসমাদরে বশিষ্ঠ-বদন-বিনির্গত সংসার-সমুদ্রোত্তরণোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৩৩ । তদনন্তর তাঁহারা প্রহরার্দ্ধ পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকিয়া, ভ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে স্বপ্ন দর্শন করতঃ আনন্দ দৃষ্টি ধারণ করিলেন । ৩৪ । এইরূপে তাঁহাদের অন্তঃ-

ইতি শুভমনসাং বিবেকভাজামধিগতসারতয়োদিতাশয়ানাম্
অভজত বিরতিং তদা ত্রিযামা মলিননিশাকরবক্রতাং
জগাম। ৩৫।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে দিবস-ব্যবহার-
বর্ণনং নাম ত্রিংশঃ সর্গঃ। * । ৩০। *।

করণে শুভ ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে তাঁহারা বিবেক-প্রাপ্ত হইলেন, এবং অন্তরে সার সামগ্রী প্রকাশিত হওয়াতে তাঁহাদের উৎকৃষ্ট আশয় অভিব্যক্ত হইয়া, নিশা যেরূপ বক্রাকার মলিন নিশাকর দ্বারা শোভিত হয়, তাহার ন্যায় শোভিত হইয়া বিরতি প্রাপ্ত হইলেন। ৩৫।

অথ রামাদয়ঃ সর্ব্বে উত্থায়ানুচরৈঃ সহ।
যযুর্বন্দিতসন্ধ্যাস্তে পুণ্যং বাশিষ্ঠমাশ্রমম্। ১।
তত্র বন্দিতসন্ধ্যস্য নির্গতস্যাপি সদ্মতঃ।
মুনের্বন্দিরে পাদৌ পদোর্দত্বার্ঘ্যসংততিম্। ২।
ক্ষণাৎ তৎসদনং মৌনং মুনিব্রাহ্মণরাজভিঃ।
হস্ত্যশ্বরথযানৈশ্চ শনৈর্নীরন্ধ্রতাং যযৌ। ৩।
অথাসৌ মুনিশার্দ্দূলস্তয়ৈব সহ সেনয়া।
গৃহং দাশরথং কালে রামাদ্যনুগতো যযৌ। ৪।
তত্রৈনং পূর্ব্বসংবন্ধঃ কৃতসন্ধ্যো মহীপতিঃ।
দূরমার্গং বিনির্গত্য পূজয়ামাস সাদরম্। ৫।
পুষ্পমুক্তামণিব্রাতৈর্ভূয়োহত্যধিকভূষিতাং।
সভাং প্রবিশ্য তে সর্ব্বে বিবিশুর্বিষ্টরালিষু। ৬।

অনন্তর রাম প্রভৃতি অন্যান্য সকলে, অনুচরদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া বশিষ্ঠের পুণ্যাশ্রমে গমন করিলেন। ১। (সেখানে গিয়া দেখিলেন,) গুরুদেব সন্ধ্যাকার্য্য সমাধা করিয়া, সদন হইতে বহির্গত হইতেছেন; (দেখিবামাত্র) পাদমূলে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক সকলে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ২। (দেখিতে দেখিতে) মুনির আশ্রম, ক্ষণকালের মধ্যে মুনি, ব্রাহ্মণ এবং নৃপতিবর্গে সমাচ্ছন্ন হইল; রাজাদিগের হস্তী, অশ্ব, রথ এবং অন্যান্য যান সকলের উপস্থিতিতে, সিদ্ধাশ্রম স্থানশূন্য হইয়া উঠিল। ৩। অনন্তর মুনিশার্দ্দূল বশিষ্ঠ, সেই সকল সৈন্যাদির সমভিব্যাহারে (আগমন করিয়া), উপযুক্ত সময়ে দশরথ-ভবনে উপস্থিত হইলেন, রাম প্রভৃতি সকলেই তাঁহার পশ্চাতে আগমন করিলেন। ৪। মহীপতি দশরথ, সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া, উৎসাহান্তঃকরণে দূর হইতে অগ্রসর হইয়া পরম সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন। ৫। পুষ্প, মুক্তা ও মণি প্রভৃতি

অথ তস্মিন্নবসরে দ্যস্তনাঃ সর্ব্ব এব তে।
শ্রোতারঃ সমুপাজগ্মুর্নভশ্চরমহীধরাঃ। ৭।
বিবেশ সা সভা সৌম্যাকৃতান্যোন্যাঙ্‌ঘ্রিবন্দনা।
বভৌ রাজসমাভোগা শান্তবাতেব পদ্মিনী। ৮।
যথাপ্রদেশমেবাশুনিবিষ্টেষু যথাসুখং।
তেষু তদ্দেশযোগেষু বিপ্রর্ষিমুনিরাজসু। ৯।
মৃদুনি স্বাগতরবে শনৈঃ শমমুপাগতে।
সভাকোণোপবিষ্টেষু শান্তশব্দেষু বন্দিষু। ১০।
তরসৈবোদিতেষ্বাশু শ্রোতৃষভ্যাগতেষ্বিব।
গবাক্ষাদিব জালেষু প্রবিষ্টেষ্বর্করশ্মিষু। ১১।
কুমারঃ শঙ্করস্যেব কচোদেবগুরোরিব।
প্রহ্লাদ ইব শুক্রস্য সুপর্ণ ইব শার্ঙ্গিণঃ। ১২।

দ্বারা সভাপ্রদেশ (পূর্ব্ব হইতে) বিশেষরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল, উপস্থিত সকলে (তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক) আসন-শ্রেণীতে উপবেশন করিলেন। ৬। এই সময়ে নভশ্চর ও মহীচর প্রভৃতি পূর্ব্বদিবসীয় শ্রোতৃবর্গ (সেখানে) উপস্থিত হইলেন। ৭। যখন সৌম্যাকৃতি সেই সকল ব্যক্তি, নমস্য ব্যক্তিদিগকে নমস্কার করিয়া সভায় উপবেশন করেন, তখন সেই সভা নৃপতিসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া, মৃদু সমীরণ-সম্পৃক্ত পদ্মিনীর শোভা ধারণ করিল। ৮। বিপ্রর্ষি, ঋষি, এবং নৃপতিগণ যথাসুখে যথাপ্রদেশে উপবিষ্ট হইলে,। ৯। ক্রমে ক্রমে পরস্পর মৃদু স্বাগত সম্ভাষণ শব্দ শান্তিপ্রাপ্ত হইলে, শান্তরব বন্দিগণ সভাকোণে উপবেশন করিলে,। ১০। যেরূপ গবাক্ষজালে সূর্য্যরশ্মি প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় শ্রোতৃবর্গ ব্যস্তভাবে সত্বর সমুপাগত হইলে,। ১১। কুমার যেরূপ শঙ্করের, কচ যেরূপ দেবগুরু বৃহস্পতির, প্রহ্লাদ যেরূপ শুক্রাচার্য্যের, সুপর্ণ যেরূপ নারায়ণের (নিকটে উপদেশ পাইয়াছিলেন,

বশিষ্ঠস্যাননে রামঃ শনৈর্দৃষ্টিং ন্যবেশয়ৎ।
ভ্রমন্তীমম্বরোপান্তে ফুল্ল পদ্ম ইবালিনীং। ১৩।
মুনিস্তস্মুজ্ঝিতেনাথ তেনৈব রঘুনন্দনম্।
ক্রমেণোবাচ বাক্যজ্ঞো বাক্যং বাক্যার্থকোবিদম্। ১৪।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

কচ্চিৎ স্মরসি যৎ প্রোক্তং দ্যো ময়া রঘুনন্দন।
বাক্যমত্যন্তগুর্ব্বর্থং পরমার্থাববোধনং। ১৫।
ইদানীমববোধার্থমন্যচ্চ রিপুমর্দ্দন।
উচ্যমানং ময়েদং চ শৃণু শাশ্বতসিদ্ধয়ে। ১৬।
বৈরাগ্যাভ্যাসবশতস্তথা তত্ত্বাববোধনাৎ।
সংসারস্তীর্য্যতে তেন তেষ্বেবাভ্যাসমাহর। ১৭।

তাহার ন্যায়)। ১২। রামচন্দ্র, বশিষ্ঠের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; উদয়কাল যেরূপ আকাশপথবিহারিণী ভ্রমরীকে পদ্মে অবস্থিতির জন্য ইঙ্গিত করে,(তখন) রামচন্দ্রের দৃষ্টি ও বশিষ্ঠ-বদনের সেইরূপ শোভা হইল। ১৩। বচনমর্ম্মজ্ঞ মুনি, অর্থ-তাৎপর্য্য-পটু রামচন্দ্রকে ক্রমে ক্রমে বর্ণনীয় বিষয় বলিতে লাগিলেন। ১৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রঘুনন্দন! গত কল্য আমি (এই সভায় বসিয়া) তোমাকে অতিশয় অর্থযুক্ত পরমার্থ-তত্ত্বোদ্দীপক যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা তোমার স্মরণ আছে ত?। ১৫। হে পরপীড়ন! আমি এক্ষণে তোমার জ্ঞানলাভের জন্য অন্য কিছু বলিতে চাহি; আমি যাহা বলিব, তাহাতে তোমার শাশ্বত সিদ্ধিলাভ হইবে, অতএব, শ্রবণ কর। ১৬। বৈরাগ্য, অভ্যাস এবং তত্ত্বজ্ঞান এই কয়েকটির সাহায্যে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, অতএব, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। ১৭। তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্‌রূপে উদিত হইলেই দুর্বুদ্ধি ক্ষয় প্রাপ্ত

সম্যক্তত্ত্বাববোধেন দুর্ব্বোধক্ষয়মাগতে।
গলিতে বাসনাবেশে বিশোকং প্রাপ্যতে পদং। ১৮।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নমদৃষ্টোভয়কোটিকম্।
একং ব্রহ্মৈব হি জগৎ স্থিতং দ্বিত্বমুপাগতং। ১৯।
সর্ব্বভাবানবচ্ছিন্নং যত্র ব্রহ্মৈব বিদ্যতে।
শান্তং সম সমাভাসং তত্রান্যত্বং কথং ভবেৎ। ২০।
ইতি মত্বাহমিত্যং তমুক্ত্বামুক্তবপুর্ম্মহান্।
একরূপঃ প্রশান্তাত্মা সাক্ষাদাত্মাসুখোভব। ২১।
নাস্তি চিত্তং ন চাবিদ্যা ন মনোন চ জীবকঃ।
এতাঃ স্বকলনা রাম কৃতা ব্রহ্মণ এব তাঃ। ২২।
যাঃ সম্পদো যাশ্চ দৃশো যাশ্চিতো যাস্তদেষণাঃ।
ব্রহ্মৈব তদনাদ্যন্তমব্ধিবৎ প্রবিজৃম্ভতে। ২৩।

হয়, এবং (সঙ্গে সঙ্গে) বাসনার আবেগ গলিত হইয়া যায়, (সুতরাং) শোকরহিত ব্রহ্ম-পদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১৮। অদ্বিতীয়, অবচ্ছেদ-শূন্য ব্রহ্ম, দিক্ ও কাল এই উভয় পদার্থের পূর্ব্বাপর সীমা দর্শন না করিয়া, দ্বৈতভাব ধারণ পূর্ব্বক জগতে স্থিতি করিয়া থাকে। ১৯। যেখানে সর্ব্বপ্রকার ভাবের অনবচ্ছিন্ন,শান্ত, সমান,আভাসময় ব্রহ্মের আবির্ভাব, সেখানে কিরূপে তদ্ব্যতিরিক্ততা সম্ভবিতে পারে?। ২০। (হে রামচন্দ্র!) তুমি (ব্রহ্মের এই প্রকার স্বভাব) অবধারণ করিয়া, "অহং" এই অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপুল অমুক্ত দেহধারী হইয়া সাক্ষাৎ আনন্দময়,প্রশান্তাত্মা ও একরূপ হওত অবস্থিতি কর। ২১। হে রামচন্দ্র! চিত্ত, অবিদ্যা, মন ও জীব বলিয়া (যে সকল শব্দ শুনিতে পাও, জানিও) উহাদের অস্তিত্ব নাই; ইহারা কেবল ব্রহ্মের কল্পনামাত্র। ২২। (এই যে সকল) ভোগ্য বস্তু, ভোগবৃত্তি

পাতালে ভূতলে স্বর্গে তৃণে প্রাণ্যপরেপি চ।
দৃশ্যতে তৎপরং ব্রহ্ম চিদ্রূপং নান্যদস্তি হি। ২৪।
উপেক্ষ্য হেয়োপাদেয় বন্ধবো বিভবা বপুঃ।
ব্রহ্মৈব বিগতাদ্যন্তমব্ধিবৎ প্রবিজৃম্ভতে। ২৫।
যাবদজ্ঞানকলনা যাবদব্রহ্মভাবনা।
যাবদাস্থা জগজ্জালে তাবচ্চিত্তাদিকল্পনা। ২৬।
দেহে যাবদহংভাবো দৃশ্যেঽস্মিন্ যাবদাত্মনা।
যাবন্মমেদমিত্যাস্থা তাবচ্চিত্তাদিবিভ্রমঃ। ২৭।
যাবন্নোদিতমুচ্চৈস্ত্বং সজ্জনাসঙ্গসঙ্গতঃ।
যাবন্মৌর্খ্যং ন সংক্ষীণং তাবচ্চিত্তাদিনিম্নতা। ২৮।

ভোগস্পৃহা ও চিত্তপদার্থকে (দেখিতে পাও,) আদ্যন্তরহিত ব্রহ্মই তাহাদের মধ্যে থাকিয়া অর্ণবের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন। ২৩। পাতাল, ভূতল, স্বর্গ,, তৃণ এবং অপর প্রাণী (যাহা কিছু দেখিতে পাও,) সকলকেই ব্রহ্মস্বরূপ (বলিয়া জানিবে;) (সংসারে) ব্রহ্ম ভিন্ন, অন্য আর কিছুই নাই। ।২৪। হেয় এবং উপাদেয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বন্ধু বান্ধব, বিভব এবং শরীর (পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ,) সকলের মধ্যে আদ্যন্তবিহীন ব্রহ্ম, সমুদ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন। ২৫। যে কাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান-কল্পনা থাকে, যত কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-ভাবনা (অন্তঃকরণে) প্রকাশিত না হয়, যেকাল পর্য্যন্ত জগতের প্রতি আস্থা থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত চিত্তাদি কল্পনা (যাইবার নহে)। ২৬। যে কাল পর্য্যন্ত দেহের প্রতি "অহং" ভাব বিরাজিত থাকে, যে কাল পর্য্যন্ত দৃশ্য পদার্থে আত্মভাব বলবৎ থাকে, যে কাল পর্য্যন্ত (স্ত্রীপুত্রাদি ধনজনে) মমত্ব প্রকাশ থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত (জীবের) চিত্তাদি ভ্রম ঘটিয়া থাকে। ২৭। যে কাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের পূর্ণতা প্রকাশ না ঘটে,যে কাল পর্য্যন্ত সজ্জনসমাগম না হয়, যে কাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানতা, ক্ষয়-

যাবচ্ছিথিলতাং যাতং নেদং ভুবনভাবনম্।
সম্যগ্দর্শনশক্ত্যান্তস্তাবচ্চিত্তাদয়ঃ স্ফুটাঃ। ২৯।
যাবদজ্ঞত্বমন্ধত্বং বৈবশ্যং বিষয়াশয়া।
মৌর্খ্যাম্মোহসমুচ্ছায়স্তাবচ্চিত্তাদিকল্পনা। ৩০।
ভোগেষ্বনাস্থমনসঃ শীতলামলনির্বৃতেঃ।
ছিন্নাশাপাশজালস্য ক্ষীয়তে চিত্তবিভ্রমঃ। ৩১।
তৃষ্ণামোহপরিত্যাগান্নিত্যশীতলসংবিদঃ।
পুংসঃ প্রশান্তচিত্তস্য প্রবুদ্ধাত্যক্তচিত্তভূঃ। ৩২।
ভাবিতানন্তচিত্তত্বরূপরূপান্তরাত্মনঃ।
স্বান্তাবলীনজগতঃ শান্তো জীবাদিবিভ্রমঃ। ৩৩।
অসম্যগ্দর্শনে শান্তে মিথ্যাভ্রমকরাত্মনি।
উদিতে পরমাদিত্যে পরমার্থৈকদর্শনে। ৩৪।

প্রাপ্ত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত চিত্তাদির নীচতা (যাইবার নহে)। ২৮। যে কাল পর্য্যন্ত সংসার-চিন্তা শিথিলভাব ধারণ না করে, যে কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-দর্শন-শক্তি, সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত চিত্তাদি বিষয় স্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ২৯। যে কাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধ-কারের আবির্ভাব থাকে, যে কাল পর্য্যন্ত (জীব) বিষয়াশয় নিবন্ধন বিবশ হইয়া থাকে, যে কাল পর্য্যন্ত মূর্খতা প্রযুক্ত জীবকে মোহচ্ছায়ায় অবস্থিতি করিতে হয়, সে কাল পর্য্যন্ত চিত্তাদি কল্পনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩০। যাহার অন্তঃকরণ ভোগে অতৃপ্ত, যে ব্যক্তি মনোহর বিমল সুখ ভোগ করি-য়াছে, যে ব্যক্তির আশাপাশ ছিন্ন হইয়াছে, তাহার চিত্তভ্রম ক্ষয় পাইয়া থাকে। ৩১। যে ব্যক্তি, তৃষ্ণা, মোহ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যকাল দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছে, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ প্রশান্ত, সে ব্যক্তি বিষয়ে অনাস্থা প্রযুক্ত চিত্তভূমি পরিত্যাগ করিয়া, প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। ৩২। যাহার অন্তঃকরণ

অপুনর্দর্শনায়ৈব দগ্ধসংশুষ্কপর্ণবৎ।
চিত্তং বিগলিতং বিদ্ধি বহ্নৌ ঘৃতলবং যথা। ৩৫।
জীবন্মুক্তা মহাত্মানো যে পরাবরদর্শিনঃ।
তেষাং যা চিত্তপদবী সা সত্বমিতি কথ্যতে। ৩৬।
জীবন্মুক্তশরীরেষু বাসনা ব্যবহারিণী।
ন চিত্ত নাম্নী ভবতি সা হি সত্বপদংগতা। ৩৭।
নিশ্চেতসোহি তত্ত্বজ্ঞা নিত্যং শমপদে স্থিতাঃ।
বিবেকবিশদং চেতঃ সত্বমিত্যভিধীয়তে। ৩৮।
যাবৎ সত্ববিমূঢ়ান্তং পুনর্জননধর্ম্মিণী।
চিত্তশব্দাভিধানোক্তা বিপর্যস্যতি বোধতঃ। ৩৯।

ভাবনা—অর্থাৎ ব্রহ্মশ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ও সাক্ষাৎকার দ্বারা পরিস্কৃত হইয়াছে, এবং সংসারের প্রসিদ্ধরূপ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য রূপাশ্রয় করিয়াছে; যাহার অন্তরে জগৎ লীন লইয়াছে, তাহার জীবাদি ভ্রম শান্ত হইয়া থাকে। ৩৩। সম্যক্ প্রকার দৃষ্টি-বিঘাতক, মিথ্যা-ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইলে পর, পরমাদিত্যস্বরূপ পরমাত্মার উদয় হইয়া থাকে। ৩৪। তখন দগ্ধ এবং শুষ্কপত্রের ন্যায় জীবকে, আর পুনর্ব্বার সংসার দর্শন করিতে হয় না; ঘৃত যেরূপ বহ্নিতাপে তাপিত হইয়া গলিত হয়, তাহার ন্যায় (ব্রহ্মদর্শন ঘটিলে, জীবের) চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়। ৩৫। যাঁহারা জীবন্মুক্ত এবং পরাবরদর্শী, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণই সত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ৩৬। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ,বাসনা-প্রবণ হয় না,(কারণ,) উহা সত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৭। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি নাই, এবং যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা শান্তিপদে অবস্থিতি করেন; চিত্ত (যখন) বিবেক-প্রভাবে নির্ম্মলতা ধারণ করে, (তখনই) উহা সত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ৩৮। (যদিও) বিমূঢ় ব্যক্তিদিগের অন্তরে ঐ সত্ব প্রাদুর্ভূত ও চিত্ত শব্দে অভিহিত

চিত্তং জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধং ন ভূয়ঃ পরিরোহতি। ৪০।
সংরোহতীষণাবিদ্ধং যথা পরশুনাগ্নিনা।
নতু জ্ঞানাগ্নিনির্দগ্ধং প্রবোধবিশদং মনঃ। ৪১।
বৃহ্মবৃংহৈব হি জগজ্জগচ্চ বৃহ্মবৃংহণং।
বিদ্যতে নানয়োর্ভেদশ্চিদ্ঘনবৃহ্মণোরিব। ৪২।
চিদন্তরস্তিত্রিজগৎ মরিচে তীক্ষ্ণতা যথা।
নাতশ্চিজ্জগতোভিন্নে তস্মাৎ সদসতী মুধা। ৪৩।
শব্দশব্দার্থসংকেতবাসনেহনসংবিদা।
চিদ্ব্যোমত্বাদুভে জাতস্ত্যজাতঃ সদসন্মতী। ৪৪।

হইয়া,তাহাদিগকে পুনর্জন্ম-যন্ত্রণা প্রদান করে, কিন্তু উহা, তত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পুনর্জন্ম নিবৃত্তি করিয়া থাকে। ৩৯। (হে রামচন্দ্র! জানিও) জ্ঞানাগ্নি দ্বারা (যদি) চিত্ত দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে আর উহা প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। ৪০। যেরূপ পরশু দ্বারা ছিন্ন ও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ তৃণাদির পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে,পুত্র কলত্র ও বিষয়াবিদ্ধ চিত্তের উৎপত্তিও সেইরূপ; কিন্তু জ্ঞানাগ্নি-সংযোগে (ঐ) চিত্ত নির্দগ্ধ হইলে, উহা প্রবোধ-প্রভাবে বিশদভাব ধারণ করিয়া থাকে। ৪১। এই জগৎ, (মোহ প্রযুক্ত আরোপিত রূপ দ্বারা) ব্রহ্মের বর্দ্ধিত ভাব প্রকাশ করে, (অর্থাৎ জীবের জ্ঞান প্রকাশ হইলে ব্রহ্মবস্তুর পরিচয় ঘটে); জগৎ হইতেই ব্রহ্ম-বিভা প্রকাশ পাইয়া থাকে; অতএব, ব্রহ্ম এবং জগৎ এই উভয়ের (জ্ঞানকৃত কোনও) ভেদ নাই। ৪২। যেরূপ সূর্য্যকিরণের সহিত তদীয় তীক্ষ্ণতার ভিন্ন ভাব নাই, সেই রূপ এই ত্রিজগৎ চিদ্রূপে অবস্থিতি করিতেছে, ব্রহ্মের সহিত ইহাদের কোনও রূপ বিশ্লিষ্ট ভাব নাই; অতএব, যখন ব্রহ্ম ও জগতের ভিন্নতা (দেখা যাইতেছে না, তখন) নিত্য ও অনিত্যময় বৃথা জ্ঞানের প্রয়োজন কি?। ৪৩। শব্দই অর্থবাচক, শব্দের বস্তু ও অর্থহীনতা হইতে পারে না। উহা, লৌকিকব্যবহার-প্রসিদ্ধ অর্থানুগত হইয়া, শ্রোতৃবর্গের বাসনানুযায়ী ভাব প্রদান

অচিন্ময়ত্বান্নাসি ত্বং স্বাত্মা কিমিব রোদিষি।
অচিন্ময়ত্বে জগতামভাবে কল্পনং কুতঃ। ৪৫।
চিন্ময়ঞ্চেৎ সদা সর্ব্বং তচ্চিত্তং প্রবিচারয়।
শুদ্ধং সত্ত্বমনাদ্যন্তং তত্রাঙ্গকল্পনা কুতঃ। ৪৬।
চিদাত্মাসি নিরংশোসি পারাবারবিবর্জ্জিতঃ।
রূপং স্মর নিজং স্ফারং মাস্মৃত্যা সংমিতোভব। ৪৭।
তাং স্বসত্তাং গতঃ সর্ব্বমসর্ব্বং ভাবয়োদয়ী।
তাদৃগ্রূপোসি শান্তোসি চিদসি ব্রহ্মরূপ্যসি। ৪৮।
চিচ্ছিলোদরমেবাসি নাসি নানাস্যথাপ্যসি।
যোসি সোসি নসোসীব সদস্যসদসি স্বভাঃ। ৪৯।

করে; "ব্রহ্ম শব্দ" বস্তুবাচক, সুতরাং সদসংবাচ্য চিদ্ব্যোমত্ব হইতে বস্তু-বাচকতা ও পরমার্থকতা উভয়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৪৪। (হে রামচন্দ্র!) অচিন্ময়ত্ব প্রযুক্ত সদসৎভাবময় রাম-দেহধারী তোমার শরীর, তোমার নহে; অতএব, কি জন্য (ইহার উদ্দেশে) রোদন করিয়া থাক; (জানিও,) জগতের অচিন্ময়ত্ব—অনিত্যতা অবগত হইলে, দেহাদির কল্পনা কিরূপে স্থান পাইতে পারে? । ৪৫। যদি তুমি (জড়তা পরিত্যাগ নিবন্ধন জগৎকে) চিন্ময় বলিয়া অবধারণ কর, তাহা হইলে তোমার চিত্তকে চিৎ-স্বভাবানুগত করিয়া বিচার করিতে থাক; (দেখিতে পাইবে, অন্তরে ক্রমে) আদ্যন্তবর্জ্জিত, নির্ম্মল-সত্ব ব্রহ্মের (আবির্ভাব হইয়াছে,) তখন শরীরাদির কল্পনা কোথায় থাকিবে? বল,। ৪৬। তুমি পারাবারবিবর্জ্জিত, চিদাত্মা, ও পরিপূর্ণস্বরূপ; অতএব, স্বকীয় স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপের স্মরণ কর, এবং অবচ্ছিন্নভাবে চিৎ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতে থাক। ৪৭। তুমি পূর্ণ চিৎ স্বভাবের অনুগত হইয়া, অতিশয় আনন্দ লাভ করতঃ পরিচ্ছিন্ন জগৎকে পূর্ণ বলিয়া ভাবনা কর; এবং (তুমিই) সেইরূপ শান্ত, চিৎ-ব্রহ্মস্বরূপ হইতে থাক। ৪৮। তুমি চিৎস্বরূপ,

আদ্যন্তবর্জ্জিতবিশালশিলান্তরাল-
সংপীড়চিদ্ঘনবপুর্গগনামলস্তম্।
স্বস্থোভবাজঠরপল্লবকোশলেখা-
লীলাস্থিতাখিলজগজ্জয়তে নমস্তে। ৫০।

ইতি বাল্মীকীয়ে মোক্ষোপায়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে বিশ্রান্তিসুদৃঢ়ী-
করণং নাম একত্রিংশঃ সর্গঃ। *। ৩১। *।

শিলোদরসদৃশ এবং নানাকার না হইলেও নানাকারে প্রকাশিত; তুমি প্রত্য-
ক্ষের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাক, তুমি সৎ এবং অসৎ যে পদার্থ হও না
কেন, আপনার দীপ্তিতে উদ্দীপিত হইয়া থাক। ৪৯। তুমি আদ্যন্তবর্জ্জিত,
বিশাল, স্ফটিক শিলান্তরালের ন্যায় নিবিড় চিদ্ঘন দেহ ধারণ করিয়া, আকা-
শের ন্যায় নির্ম্মল ভাব প্রকাশ করিয়া থাক;—(অর্থাৎ দুঃখাদি বিকার
তোমার মনে স্থান পায় না জানিয়া) তুমি সুস্থভাবে অবস্থিতি কর; তুমি
বিস্তীর্ণ জঠর—অর্থাৎ শিলাদিতে প্রতিবিম্বিত পল্লবকোষের ন্যায় মায়া-রেখা-
সদৃশ তদীয় লীলাস্থিত এই অখিল জগতে বিহার করিয়া থাক; অতএব,
তোমাকে নমস্কার করি। ৫০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ভাবিভূরিতরঙ্গাণাং পয়োবৃন্দমিবাম্বুধৌ।
যাচিদ্বহন্ত্যনন্তানি জগন্ত্যনঘসো ভবান্। ১।
ভবভাবনয়া মুক্তো ভাবাভাববিবর্জ্জিতঃ।
চিদাত্মন্ সংস্থিতাঃ ক্বেব বদতে বাসনাদয়ঃ। ২।
মহাতরঙ্গগম্ভীরভাস্বরাত্মচিদর্ণবঃ।
রামাভিধোর্ম্মিস্তিমিতঃ সম সৌম্যোঽহসি ব্যোমবৎ। ৩।
যথা ন ভিন্নমনলাদৌষ্ণ্যং সৌগন্ধ্যমম্বুজাৎ।
কার্ষ্ণ্যং কজ্জলতঃ শৌক্ল্যং হিমান্মাধুর্য্যমিক্ষুতঃ।
আলোকশ্চ প্রকাশাঙ্গাদনুভূতিস্তথা চিতেঃ। ৪।

যেরূপ সমুদ্রে অনবরত তরঙ্গোৎপত্তি হইয়া পয়োবৃন্দের আবির্ভাব হইয়া থাকে, অর্থাৎ সমুদ্র-তরঙ্গ-ভেদ-কল্পনা যেরূপ জল সামান্যের আস্পদ, সেইরূপ চিৎ—ব্রহ্ম, এই অনন্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; হে অনঘ! তুমি সেই চিৎকে আত্মা বলিয়া জানিও। ১। হে চিদাত্মন্! (জীব যখন) সংসার-চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, যখন সকল প্রকার ভাব এবং অভাবে জীবকে আকুলিত হইতে হয় না, তখন বাসনাদির অবস্থিতি কোথায় হইতে পারে? বল,। ২। আত্মারূপী চিৎসমুদ্র, মহাতরঙ্গ দ্বারা গম্ভীর এবং দীপ্তিশালী, রাম নামক উর্ম্মি উহাতে স্তিমিতভাবে অবস্থিতি করে, (অর্থাৎ নাম ব্যুৎপত্তি লভ্য রামচন্দ্রই ব্রহ্ম,—যোগিগণের আনন্দপ্রদ; অতএব, তোমাকে বলিতেছি; তুমি) আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্রে সমদৃষ্টি ও সৌম্য হইয়া অবস্থিতি কর। ৩। যেরূপ অগ্নি আর অগ্নির উষ্ণতা ভিন্ন নহে, যেরূপ পদ্মের সহিত পদ্মসৌরভের বৈষম্য নাই, যেরূপ কজ্জল হইতে কৃষ্ণবর্ণের উৎপত্তি, যেরূপ হিম হইতে শুক্লতার আবির্ভাব, যেরূপ ইক্ষু হইতে মাধুর্য্য-বিকাশ, যেরূপ তেজ হইতে আলোক-সৃষ্টি, চিতির অনুভবও সেই প্রকার;—অর্থাৎ

জলাদ্বীচির্যথা ভিন্না চিৎস্বভাবাত্তথা জগৎ।
চিতো ন ভিন্নোঽনুভব ভিন্নো নানুভবাদহং। ৫।
ন মত্তো ভিদ্যতে জীবো ন জীবাদ্ভিদ্যতে মনঃ।
মনসোনেন্দ্রিয়ং ভিন্নং পৃথগ্দেহশ্চ নেন্দ্রিয়াৎ। ৬।
ন শরীরাজ্জগদ্ভিন্নং জগতো নান্যদস্তি হি।
এবং প্রবর্ত্তিতমিদং মহচ্চক্রমিদং চিরং। ৭।
ন চ প্রবর্ত্তিতং কিঞ্চিন্ন চ শীঘ্রং চ নোচিরং।
স্ববেদনমনন্তঞ্চ সর্ব্বমেবমখণ্ডিতং। ৮।
বিদ্যতে ব্যোমনি ব্যোম ন কস্মিন্ ভিন্ন কিঞ্চন। ৯।
শূন্যং শূন্যে সমুচ্ছূনঃ ব্রহ্ম ব্রহ্মণি বৃংহিতম্।
সত্যং বিজৃম্ভতে সত্যে পূর্ণে পূর্ণমবস্থিতম্। ১০।

উহা হইতে প্রতিবিম্ব চৈতন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে।৪। জল হইতে তরঙ্গের যেরূপ ভিন্নতা, চিৎ-স্বভাব হইতে সেই প্রকার এই জগতের সৃষ্টি; চিৎ হইতে যেরূপ অনুভব ভিন্ন পদার্থ নহে, সেইরূপ অনুভব হইতে ব্যষ্টিসমষ্টি অহঙ্কারও ভিন্ন নহে। ৫। অহঙ্কার হইতে জীব ভিন্ন নয়, জীব হইতে মনেরও ভিন্নতা নাই, ইন্দ্রিয় ও মনের বিভিন্নতা দেখা যায় না, এবং ইন্দ্রিয় হইতে দেহও ভিন্ন পদার্থ নহে। ৬। শরীর ও জগৎ ভিন্ন নহে, জগৎ ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থ আর কিছুই নাই; এই প্রকারে সকলই (যথাক্রমে) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, পরে মায়াচক্র প্রকাশ পাইয়াছে। ৭। কোনও বিষয় বিলম্বে, কিম্বা সত্বরে প্রকাশ পায় নাই, (সংসারের) সকল অনন্ত ব্যাপারই অখণ্ডিত-ভাবে প্রকাশিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। ৮। (যেরূপ) আকাশে আকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই রূপ কোনও পদার্থে কাহারও বৈষম্য নাই। ৯। শূন্যে শূন্য-প্রকাশ, ব্রহ্মে ব্রহ্মাবির্ভাব, সত্যে সত্যের অবস্থিতি, এবং পূর্ণে পূর্ণ পদার্থ বিরাজ করিতেছে। ১০। হর্ষ, অমর্ষ এবং (শোক মোহাদি)

হর্ষামর্ষবিকারেষু কাষ্ঠলোষ্ট্রসমস্থিতিঃ। ১১।
য এবাতিতরাং শত্রুঃ সত্বরং মারণোদ্যতঃ।
তমেবাকৃত্রিমং মিত্রং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ১২।
সমূলকাষং কষতি নদীতট ইব দ্রুমং।
যঃ সৌহৃদ্যং মৎসরঞ্চ সহর্ষামর্ষদোষহা। ১৩।
রাগদ্বেষবিচারাণাং স্বরূপং চেন্নভাব্যতে।
ততঃ সন্তোপ্যসদ্রূপাঃ সেবিতা অপ্যসেবিতা। ১৪।
যস্য নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে। ১৫।
নিঃস্নেহদীপবচ্ছান্তো যস্যান্তর্বাসনাভরঃ।
তেন চিত্রকৃতেনেব জিতং জ্ঞেনাবিকারিণা। ১৬।

বিকারে যে ব্যক্তি কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের ন্যায় অবস্থিতি করে,। ১১। (এবং) যে ব্যক্তি সত্বর মারণোদ্যত শত্রুকেও অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া দেখিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দৃষ্টিলাভ করিয়াছে। ১২। যেরূপ নদী-তট নিকটস্থ বৃক্ষকে পাতিত করিয়া থাকে,তাহার ন্যায় যে ব্যক্তি সৌহৃদ্য ও মাৎসর্য্যকে সমূলোৎপাটন করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই হর্ষামর্ষ-দোষের হন্তা হইতে পারে। ১৩। রাগদ্বেষ বিচার না করিয়া, যখন সাধুগণ তদ্‌বশীভূত না হইয়াও বিকৃতভাব ধারণ করে, তখন উহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে (যে কি হয়, তাহা আর বলিতে হইবে না)। ১৪। যাহার অন্তরে অহঙ্কারের উন্মেষ নাই, যাহার বুদ্ধি (অনিত্য বিষয়াদিতে) লিপ্ত হয় না, সে ব্যক্তি লোক সকলকে নষ্ট করিয়াও নষ্ট করে না, এবং কেহ তাহাকে নষ্ট করিতে পারে না। ১৫। যে ব্যক্তি তৈল-বিরহিত দীপের ন্যায় শান্তভাব ধারণ করে, যাহার অন্তরের বাসনা সকল বিগলিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি বিকারশূন্য ও তত্ত্বজ্ঞানবিমণ্ডিত হইয়া সকলকে পরাজয় পূর্ব্বক চিত্রলিখিতের ন্যায় অবস্থিতি করে। ১৬। যাহার সম্মুখে

যস্যানুপাদে যমিদং সমস্তং পদার্থজাতং সদসদ্দশাসু।
ন দুঃখদাহায় সুখায় নৈব বিমুক্ত এবেহ সজ্জীব এব। ১৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কার ইন্দ্রিয়াদি তথানঘ।
অচেত্যচিন্ময়ং সর্ব্বং ক্ব তে জীবাদয়ঃ স্থিতাঃ। ১৮।
একেনৈবাত্মনা দত্বা নানাত্বেয়ং মহাত্মনা।
যথৈকেনৈব চন্দ্রেন তিমিরো নশ্যতে দ্রুতং। ১৯।
ভোগতৃষ্ণাবিষাবেশো যদেবোপশমং গতঃ।
তদৈবমস্তমজ্ঞানমান্ধ্যং ধ্বান্তক্ষয়াদিব। ২০।
অধ্যাত্মশাস্ত্রমন্ত্রেণ তৃষ্ণাবিষবিসূচিকা।
ক্ষীয়তে ভাবিতেনান্তঃ শরদা মিহিকা যথা। ২১।
মৌর্খ্যে ক্ষীণে ক্ষতং বিদ্ধি চিত্তং রাম সবান্ধবং।
বিলীনাম্বুধরে ব্যোম্নি জাড্যং শাম্যত্যবিঘ্নতঃ। ২২।

নিখিল ভোগ-পদার্থ সকল, সদসদ্দশাতে আবির্ভূত হইয়া বিয়োগ-সংযোগ-নিবন্ধন দুঃখ প্রদান ও সুখ বিধান করে না, সেই জীবই (প্রকৃত) বিমুক্ত। ।১৭। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে অনঘ! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলকেই চিৎ-বিহীন (একপ্রকার) চিন্ময় বলিয়া জানিবে, জীবাদি কোথায় অবস্থান করে, বল?। ১৮। যেরূপ এক চন্দ্রে সমস্ত অন্ধকার সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ অদ্বিতীয় একমাত্র আত্মাই ঐ প্রকার নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ১৯। যৎকালে ভোগতৃষ্ণা ও বিষের আবেশ উপশম প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে তিমির-ক্ষয়ের ন্যায় অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২০। যেরূপ শরৎ-সমাগমে শিশির সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ অধ্যাত্ম শাস্ত্র বিচার দ্বারা অন্তর পবিত্র হইলে, তৃষ্ণা-বিষ-বিসূচিকা শান্তি পাইয়া থাকে। ২১। হে রামচন্দ্র! যেরূপ মেঘমালা বিলীন হইলে পর, আকাশের জড়তা নির্ব্বিঘ্নে

অচিত্তত্বং গতে চিত্তে ক্ষীয়তে বাসনাভ্রমঃ।
হারমুক্তাসমাবেশশ্ছিন্নে তন্তাবিবানঘ। ২৩।
রঘুনাথ বিঘাতায় শাস্ত্রার্থং ভাবয়ন্তি যে।
কৃমিকীটত্বযোগ্যায় চেতসা সম্মিলন্তি তে। ২৪।
নবতামরসাকার কান্তলোচনলোলতা।
শান্তে মৌর্খ্যে ক্ষতা বাতে চলতা সরসোযথা। ২৫
স্থিরতামুপযাতোসি ভাবাভাববিবর্জ্জিতঃ।
পদে পরমবিস্তারে নভসীব প্রভঞ্জনঃ। ২৬।
মন্যে মদ্বচনৈর্বোধমাগতোসি রঘূদ্বহ।
বিগতাজ্ঞাননিদ্রান্তর্নৃপতিঃ পটহৈরিব। ২৭।

নিবারিত হয়, সেইরূপ অজ্ঞানতা দূরীভুত হইলে, আত্মীয় সম্মিলিত অন্তঃকরণ বিনষ্ট হইয়া থাকে, জানিবে। ২২। হে অনঘ! চিত্ত অচিত্তত্ব প্রাপ্ত হইলে, ছিন্ন তন্তুতে মুক্তাহার-সমাবেশের ন্যায় বাসনাদি ভ্রম, ক্ষয় পাইয়া থাকে। ২৩। হে রাঘব! শাস্ত্রার্থকে উপেক্ষা করিয়া, যাহারা তৎপ্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে ও অন্যপ্রকার ভাবিয়া থাকে, তাহারা আপন-বুদ্ধি-দোষে কৃমি-কীটত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৪। অজ্ঞানতা নিবারিত হইলে, সরোবরের জল, ঈষৎ সমীরণ-সহযোগে যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় নব-জাত কমল-সদৃশ কমনীয় লোচনের ন্যায় (মায়া) চঞ্চলতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২৫। প্রভঞ্জন যেরূপ নভঃপ্রদেশ আশ্রয় করে,তাহার ন্যায় তুমি স্থিরতাবলম্বন করিয়াছ, অতএব, ভাবাভাবশূন্য হইয়া বিস্তৃত পরম পদে অবস্থিতি কর। ২৬। নৃপতিগণ যেরূপ বন্দীদিগের প্রবোধন বাদ্য—পটহ প্রভৃতি দ্বারা নিদ্রোত্থিত হইয়া থাকেন, হে রঘূদ্বহ! আমি অনুমান করি, তুমিও সেইরূপ আমার বচন-শ্রবণে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকিবে। ২৭। সামান্য ব্যক্তিও যখন কুল গুরুর

সামান্যে চ লগন্ত্যেব জনে কুলগুরোর্গিরঃ।
অত্যুদারমতৌ রাম ন লগন্তি কথং ত্বয়ি। ২৮।
যদুপাদেয়বাক্যত্বং ভাবিতং স্বেন চেতসা।
মদ্বচোন্তর্বিশত্যুচ্চৈস্তপ্তে ক্ষেত্রে যথা পয়ঃ। ২৯।
বয়মিহ হি মহানুভাব নিত্যং
কুলগুরবো ভবতাং রঘূদ্বহানাং।
মদুদিতমিদমাশু ধার্য্যমার্য্য
শুভবচনং হৃদি হারবত্ত্বয়েতি। ৩০।

শ্রীরাম উবাচ।

অহো অহংগতশ্চিত্তং ভবদ্বাক্যার্থভাবনাৎ।
শান্তং জগজ্জালমিদমগ্রস্থমপি নাথ মে। ৩১।
পরামন্তঃপ্রযাতোস্মি পরমাত্মনি নির্বৃতিং।
দীর্ঘাবগ্রহসংতপ্তং বৃষ্ট্যেব বসুধাতলং। ৩২।

উপদেশকে ফলোপধায়ী বলিয়া স্বীকার করে, (অর্থাৎ গুরুবাক্য অব্যর্থ বলিয়া মানে,) তখন উদারমতি রামচন্দ্র, সে গুরুবাক্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না কেন? ।২৮। জল যেরূপ প্রখর সূর্য্যকিরণোত্তাপিত ক্ষেত্রে পতিত হইয়া, তদভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় তুমি যে উপাদেয় বচনপরম্পরা অন্তঃকরণে (সর্ব্বদা) ভাবনা করিয়া থাক, মদুক্ত সেই বাক্যাবলী, ত্বদীয় হৃদয়াভ্যন্তরে লব্ধপ্রবেশ হইয়া থাকিবে। ২৯। হে মহানুভব রামচন্দ্র! আমরা নিত্যকালই রঘুবংশীয়দিগের কুলগুরু, হে আর্য্য! (তোমাকে বলি,) তুমি মদুক্ত মঙ্গলকর এই বাক্যগুলিকে হারের ন্যায় ধারণ করিতে থাক। ৩০। শ্রীরাম কহিতে লাগিলেন;—হে নাথ! আপনার বাক্যার্থ ভাবনা দ্বারা আমার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়াছে, আমার সম্মুখস্থিত নিখিল সংসারকে শান্তিময় দেখিতেছি। ৩১। যেরূপ দীর্ঘকালীন অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সন্তপ্ত বসুধাতল,

শাম্যামি শীতলাকারঃ সুখং তিষ্ঠামি কেবলং।
প্রসাদমনুযাতোহহং সরো নির্ব্বারণং যথা। ৩৩।
সম্যক্ প্রসন্নমখিলং দিঙ্মণ্ডলমিদং মুনে।
যথাভূতং প্রপশ্যামি নির্নীহারমিবাধুনা। ৩৪।
জাতোস্মি গতসন্দেহঃ শান্তাশামৃগতৃষ্ণিকঃ।
রাগনীরাগনির্ম্মুক্তো মৃষ্ট জঙ্গলশীতলঃ। ৩৫।
অদ্যাহং প্রকৃতিস্থোস্মি স্বস্থোস্মি মুদিতোস্মি চ।
লোকারামোস্মি রামোস্মি নমোমহ্যং নমোস্তু তে। ৩৬।
তে সংশয়াস্তাঃ কলনাঃ সর্ব্বমস্তং গতং মম।
রাত্রিবেতালসংসারঃ প্রভাত ইব ভাস্করে। ৩৭।

সুবৃষ্টি দ্বারা সুশীতল হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি অন্তরে অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩২। আমি, (এক্ষণে) সরোবর-সলিল হইতে মাতঙ্গ উঠিয়া যাইলে সে যেরূপ স্থিরভাব ধারণ করে, তাহার ন্যায় আপনার প্রসন্নতা লাভ করিয়া, মনোসুখে স্নিগ্ধাকারে অবস্থান করিতেছি। ৩৩। হে মুনে! দিঙ্মণ্ডলে নীহার-চিহ্ন না থাকিলে যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি এক্ষণে নিখিল দিক্ সকলের প্রসন্ন মূর্ত্তি অবলোকন করিতেছি। ৩৪। আমার সন্দেহসমূহ দূরীভূত হইয়াছে, আশামৃগতৃষ্ণিকা শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে; আমি এক্ষণে রাগ ও বৈরাগ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া শরৎকালীন জঙ্গল যেরূপ হিমানী-বিরহে শীতল হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি (স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছি)। ৩৫। আমি অদ্য প্রকৃতিস্থ, স্বভাবস্থ ও সন্তুষ্ট হইলাম; লোকে যাঁহাকে পাইয়া আরাম বোধ করিয়া থাকে, এবং যোগীরা যাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দ অনুভব করে, আমি (এক্ষণে) সেই রামই হইয়াছি, অতএব, আমাকে এবং আমার জ্ঞান-পথপ্রদর্শক আপনাকে নমস্কার। ৩৬। আমার সেই সকল ভ্রম এবং সেই সকল সন্দেহ, ভাস্কর-প্রকাশে নিশাকালীন ভূতাদি বিনাশের ন্যায় সকলই

নির্ম্মলে হৃদিবিস্তীর্ণে সংপন্নে হিমশীতলে।
মনোনির্ব্বৃতিমায়াতং সরসী শরদীব মে। ৩৮।
কলঙ্কং আত্মনঃ কস্মাৎ কথং চেত্যাদিসংশয়ঃ।
নূনং নির্ম্মূলতাং যাতো মৃগাঙ্কাগ্রে যথা তমঃ। ৩৯
সর্ব্বমাত্মৈব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভাবিতাকৃতিঃ।
ইদমন্যদিদং চান্যদিত্যসৎকলনা কুতঃ। ৪০।
কোঽভবং প্রাগহং তাদৃক্ তৃষ্ণানিগড়যন্ত্রিতঃ।
অন্তরাত্মানমেবেতি বিহসামি বিকাশবান্। ৪১।
অহো নু বিততাং ভূমিমধিরূঢ়োস্মি পাবনীং।
ইহস্থএব যত্রার্কো ন পাতালমিব স্থিতঃ। ৪২।

অস্তমিত হইয়াছে। ৩৭। শরৎকালে সরোবর যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় হিমানীতুল্য শীতল, বিস্তীর্ণ নির্ম্মল হৃদয়াভ্যন্তরস্থ মদীয় অন্তঃকরণ সুখী হইয়াছে। ৩৮। (কিন্তু) যেরূপ শশাঙ্ক-সমুদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার অজ্ঞানাদি কলঙ্ক ও চেত্যাদির সন্দেহ নিবারিত হইতেছে না কেন? । ৩৯। "আত্মা সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে স্থিতি করিয়া থাকেন" আমি সর্ব্বদা এই চিন্তা করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা অন্য, ইহা অপর, এই প্রকার মিথ্যা কল্পনা কোথা হইতে আবির্ভূত হয়, (বলিতে পারি না)। ৪০। আমি এক্ষণে অন্তরাত্মাকে জানিতে পারিয়া, বিকাশভাব প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু পূর্ব্বে তৃষ্ণা-নিগড়-নিবদ্ধ আমি কে ছিলাম, (তাহা,বিবেচনা না করিয়া) হাস্য করিতেছি। ৪১। আহা! এক্ষণে যেখানে সূর্য্যের উদয় হয় না, (বরং) পাতালস্থিতির ন্যায় অবস্থিতি ঘটে, আমি এখানে অবস্থিতি করিয়াই বিস্তৃত, অতিপবিত্র সেই ব্রহ্মলোকে আরূঢ় হইলাম। ৪২। আমি ভাবা-

মহত্ত্বং সত্তামুপেতায় ভাবাভাবভবার্ণবাৎ।
নমোনিত্যং নমস্যায় জয়াম্যাত্মাত্মনাত্মনি। ৪৩

অনুভববশতো হৃদব্জকোষে
স্ফুটমলিতাং সমুপাগতেনাথ।
তববরবচসেহ বীতশোকাং
চিরমুদিতাং দশামুপাগতোস্মি। ৪৪।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে রাঘববিশ্রান্তিবর্ণনং নাম
দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ। *। ৩২। *।

ভাবরূপ ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সত্তা-স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং স্বকীয় মহিমানুসারে আমি জয়যুক্ত হইয়াছি, (সুতরাং) আমি (লোকের) নমস্য; অতএব আমাকে নমস্কার। ৪৩। (বশিষ্ঠের প্রতি রামচন্দ্র এই কথা বলিতেছেন) হে নাথ! ভ্রমর যেরূপ পদ্মোদরে স্থিতি করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মদীয় হৃদয়াম্বুজ-কোষ-মধ্যে ভ্রমরসদৃশ স্থিরতাপ্রাপ্ত তোমার উৎকৃষ্ট বচন সকল শ্রবণ করিয়া, আমি শোক-রহিত হইয়া, এক্ষণে জীবমুক্তদশা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ।১।
ভেদমভ্যুপগম্যাপি শৃণু বুদ্ধিবিবৃদ্ধয়ে।
ভবেদল্পপ্রবুদ্ধানামপি নো দুঃখিতা যথা।২।
যস্যাজ্ঞানাত্মনোহজ্ঞস্য দেহএবাত্মভাবনা।
উদিতেতি রুষৈবাক্ষ রিপবোভিভবন্তি তং ।৩।
যস্য জ্ঞানাত্মনোজ্ঞস্য সত্যেবাত্মনি সংস্থিতিঃ।
সন্তুষ্টৈবাক্ষসুহৃদো ন ঘ্নন্তি তমনিন্দিতং ।৪।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে মহাবাহো ! আমার নিকট হইতে পুনর্ব্বার পরমার্থযুক্ত বাক্য সকল শ্রবণ কর ; তুমি আমার অনুগত ও প্রেমাস্পদ বলিয়া, তোমারই হিতের জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি।১। আমার উপদেশ-বাক্য যখন অল্প প্রবুদ্ধদিগের পক্ষে কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় না, অর্থাৎ তাহারা শ্রবণ করিয়া যখন ফললাভ করে, তখন ইহা ভিন্নতা প্রাপ্ত হইলেও তোমার জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিবে, অতএব, তুমি শ্রবণ কর।২। যে অজ্ঞান ব্যক্তি, দেহেতেই আত্মভাবনা করিয়া থাকে, তাহার ইন্দ্রিয় সকল অসদ্ভাবনা নিবন্ধন কুপিত হইয়া শত্রুতা প্রকাশ করতঃ তাহাকে পরাভূত করিয়া থাকে।।৩। যে ব্যক্তি জ্ঞানময় এবং তত্ত্বজ্ঞ হইয়া, সত্যপদার্থ আত্মা—ব্রহ্মে অবস্থিতি করে, তাহার ইন্দ্রিয়গণ সন্তুষ্ট হইয়া, সৌহৃদ্যভাব প্রকাশ করতঃ সর্ব্বজন-প্রশংসিত সেই সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে না ।৪। কর্ম্মাদিব্যব-

পদার্থে স্ফুরতোযস্য ন স্তুতির্নিন্দনাদৃতে।.
স দেহং দুঃখভোগার্থমাদত্তে কেন হেতুনা। ৫।
নাত্মা শরীরসংবন্ধী শরীরমপি নাত্মনি।
মিথোবিলক্ষণাবেতৌ প্রকাশতমসী যথা। ৬।
সর্ব্বৈর্ভাববিকারৈস্তু নিত্যোন্মুক্তস্ত্বলেপকঃ।
নাত্মাস্তমেতি ভগবান্ ন চোদেতি সদোদিতঃ। ৭।
জড়স্যাজ্ঞস্য তুচ্ছস্য কৃতঘ্নস্য বিনাশিনঃ।
শরীরকোপলস্যাস্য যদ্ভবত্যস্তু তত্তথা। ৮।
আদত্তে তৎ কথং নিত্যং চিন্ময়ত্বং সদোদিতং।
যয়োরেকপরিজ্ঞানে জড়তৈবাপরস্থিতা। ৯।

হর্ত্তা যে পুরুষের, ভোগপদার্থে নিন্দা ব্যতিরেকে প্রশংসা নাই অর্থাৎ—যে ব্যক্তি ভোগপদার্থকে কেবল নিন্দা করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি দেহ ধারণ করিয়া কি জন্য দুঃখভোগ করিবে? বল,। ৫। শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই, শরীরও আত্মার সম্বন্ধ রাখে না, (অর্থাৎ উভয়ের আধার আধেয় মাত্র সম্বন্ধ; আলোকের সহিত অন্ধকারের সম্বন্ধের ন্যায় চিৎ ও জড়পদার্থের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়)। ৬। যিনি,সকল প্রকারভাবময় বিকারাদি হইতে নিত্যকাল উন্মুক্ত এবং নির্লিপ্ত আছেন, সেই ভগবান্ পরমাত্মা কখনও অস্তমিত, বা উদিত হন না, সর্ব্বদাই তাঁহার উদয়াবস্থা। ৭। অজ্ঞ, জড়, কৃতঘ্ন ও বিনাশী এই শরীরের পরিণাম যাহা হইতে পারে,তাহাই হউক। ৮। (যখন) দেহ ও আত্মা এই উভয়ের মধ্যে আত্মাকে জানিতে পারিলে অপরটি অর্থাৎ—দেহ, জড়ভাবে অবস্থিতি করে, (তখন) দেহের সর্ব্বদা উদয়প্রাপ্ত চিন্ময়ত্ব কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে? ।৯। (যখন) মানসিক

তয়ো কীদৃগ্বিধাভূতা সমানসুখদুঃখতা।
যৌ সমৌ নমধর্ম্মাণৌ ন কদাচন তৌ কথং। ১০।
যাবপ্যসক্তাবন্যোন্যং মিথঃ সংনমিতৌ কথং।
কথং স্থূলোণুরূপঃ স্যাদণুঃ স্থূলঃ কথং ভবেৎ। ১১।
একোদয়ে দ্বিতীয়স্য ন সত্তাদি ন রাত্রয়োঃ।
জ্ঞানং নাজ্ঞানতামেতি চ্ছায়ানায়াতি তাপতাম্। ১২।
সদ্ব্রহ্ম নাসদ্ভবতি বিচিত্রাস্বপি দৃষ্টিষু।
মনাগপি ন সংশ্লেষঃ সর্ব্বগস্যাপি দেহিনঃ। ১৩।
দেহেন দেহগস্যাপি কমলস্যেব বারিণা।
মনাগপি ন সংশ্লেষো ব্রহ্মণো দেহসত্তয়া। ১৪।

ক্লেশ উপস্থিত হইলে শরীরের কৃশতা অনুভূত হয়, এবং শরীরে প্রহার করিলে আত্মার দুঃখভোগ ঘটিয়া থাকে, তখন শরীর ও আত্মা এই দুইটি কিরূপে সমান ও সমধর্ম্মাবলম্বী নহে, এ কথা বলা যাইতে পারে?। ১০। যদি পূর্ব্বোক্ত দুইটির পরস্পরের আসক্তি না থাকে, তাহা হইলে কি রূপে তাহাদের পরস্পরের সংনমন ঘটে এবং কিরূপেই বা সূক্ষ্ম আত্মা, স্থূলদেহে পরিণত ও স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে?। ১১। এক আত্মার আবির্ভাবে (কখনও) দ্বিতীয়—অর্থাৎ দেহের সত্তা ও রাত্রি প্রভৃতি কালাদির প্রকাশ ঘটে না; (জানিও,) জ্ঞান কখনও অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হয় না, এবং ছায়া কখনও তাপে পরিণত হয় না। (অর্থাৎ দেহ ও আত্মা উভয়ের সংশ্লেষ থাকিলেও উভয়ের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম দেখা যায়)। ১২। সৎ—অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্ম, বিবিধ দৃশ্য পদার্থে ব্যাপ্ত থাকিলেও কখনও অসৎ—অর্থাৎ অনিত্য হন না, তিনি সকল দেহাদিশ্রেণী আশ্রয় করিলেও কখনও সংশ্লিষ্টভাব ধারণ করেন না। ১৩। জলের উপরে বর্ত্তমান থাকা ভিন্ন যেরূপ জলের সহিত কমলের অন্য সম্বন্ধ নাই, সেই রূপ দেহের সহিত আত্মা—ব্রহ্মের কোন ও সংশ্লিষ্টভাব নাই। ১৪।

তদ্গতস্যাপি তদ্বৃত্তেরম্বরস্যেব বায়ুতঃ।
জরামরণমাপচ্চ সুখদুঃখে ভবাভবৌ। ১৫।
মনাগপি ন সন্তীহ তস্মাত্ত্বং নির্বৃতো ভব।
স্থিতোদেহতয়াপ্যুচ্চৈঃ পাতোৎপাতময়োভ্রমঃ। ১৬।
দৃশ্যতে কেবলং ব্রহ্মণ্যপ্সু বীচিচয়ো যথা।
আত্মসত্তোপজীবিত্বাদাত্মানুভবতীহ হি। ১৭।
সূর্য্যাদেঃ প্রতিবিম্বস্য তথা দেহেন দেহিনঃ।
সম্যগ্দৃষ্টে যথাভূতে বস্তুন্যেবাভিজায়তে। ১৮।
অসম্যগ্দর্শিনো দেহস্যাবর্ত্তপরিবর্ত্তনৈঃ।
অন্তঃশূন্যাঃ স্ফুরন্তীহ তে মোহার্জ্জুনপাদপাঃ। ১৯।

যেরূপ আকাশের শোষক পরজ লেপাদি দোষ থাকে না, সেইরূপ আত্মা, দেহীর দেহাশ্রয় ও তদ্বৃত্তি ধারণ করিলেও জরা, মৃত্যু, আপদ, উৎপত্তি ও অনুৎপত্তি। ১৫। প্রভৃতি কিছুই ঘটিতে পারে না, অতএব, তুমি নির্বৃতি প্রাপ্ত হও; (জানিও) দেহ ধারণ করিলেই পতন, এবং উৎপাতময় ভ্রম ভোগ করিতে হয়। ১৬। (দেহাত্মভাবনায় জরামরণাদি সকলই দেখিতে পাওয়া যায়) কিন্তু জলে যেরূপ বীচিবিক্ষোভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ন্যায় (দেখিতে জানিলে) দৃশ্য পদার্থে ব্রহ্মদর্শন ঘটিয়া থাকে; আত্মার সাহায্যে দেহী জীবিত থাকে, (ইহা জানিতে পারিলেই) আত্মানুভব হইয়া থাকে। ১৭। সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থের সহিত তাহার প্রতিবিম্বের যেরূপ সম্বন্ধ,—অর্থাৎ প্রতিবিম্বের সাহায্যে সূর্য্যাদি যেরূপ অনুভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ সম্যক্ প্রকারে দর্শনীয় বস্তু—আত্মদর্শন ঘটিলে, জীবের তদাশ্রয়ে অবস্থিতি হইয়া থাকে। ১৮। অসম্যগ্দর্শী দেহের আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন দ্বারা অন্তঃসারশূন্য মোহস্বরূপ অর্জ্জুন বৃক্ষ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১৯। এই যে সংসারসরণি

ইয়ং সংসারসরণির্বহত্যজ্ঞপ্রমাদতঃ।
অজ্ঞস্যোগ্রাণি দুঃখানি সুখান্যপি দৃঢ়ানি চ।
পুনঃ পুনর্নির্বর্ত্তন্তে যুগং প্রত্যচলা ইব। ২০।
শরীরধনদারাদাবাস্থাং সমনুবধ্নতঃ।
ইদং দুর্দ্দুঃখমজ্ঞস্য ন কদাচন শাম্যতি। ২১।
অনাত্মনি শঠে দেহে আত্মভাবমুপেয়ুষি।
অসদ্বোধময়ী মায়া কথং নামাপি নশ্যতি। ২২।
দুর্ভাবসঙ্কিতধিয়ো বস্তুন্যন্ধস্য দুর্ম্মতেঃ।
অবস্তুনি সনেত্রস্য লুঠতশ্চ পদে পদে। ২৩।
বিষমুৎপদ্যতে চন্দ্রাদামোদঃ কুসুমাদিব।
কণ্টকশ্চৈতি পয়সো দুর্ব্বাঙ্কুর ইব স্থলাৎ। ২৪।

দেখিতেছ, ইহা অজ্ঞানদিগের প্রমাদবশতঃই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সুতরাং উহাদিগকে, যুগোপলক্ষিত রথ যেরূপ অচল দ্বারা নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বারংবার অনুল্লঙ্ঘনীয় উৎকট সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। ২০। শরীর ধন, পরিবার প্রভৃতির প্রতি (আত্মীয়তা ও) আস্থা করিয়া অজ্ঞান লোককে যে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা কখনও শান্তি-প্রাপ্ত হয় না। ২১। (জীব যখন) শঠ এবং শত্রুতাকারি দেহের প্রতি আত্মীয় বলিয়া বিশ্বাস করে, তখন তাহার অসদ্বুদ্ধিদায়িনী মায়া কিরূপে নষ্ট হইবে, বল?। ২২। দুর্ম্মতি ব্যক্তি,প্রকৃত পদার্থ দর্শনে অন্ধ ও অনর্থ চিন্তায় মগ্ন হইয়া অপদার্থের প্রতি বিস্ফারিত নেত্র ধারণ করতঃ পদে পদে দুঃখভোগ করিয়া থাকে। ২৩। (তখন) কুসুম হইতে গন্ধোৎপত্তির ন্যায়,শশধর হইতে বিষের উৎপত্তি, এবং ভূমি হইতে দূর্ব্বাঙ্কুরোদ্ভবের ন্যায় ক্ষীর হইতে কন্টকের উদ্ভব হইয়া থাকে। ২৪। যেরূপ উত্তমরূপে (ভূমি)

দেহশাল্মলিভোগিন্যো মনোমাতঙ্গশৃঙ্খলাঃ।
অজ্ঞস্যাশাঃ প্রসূয়ন্তে সুক্রুষ্টাদিব শালয়ঃ। ২৫।
নরকশ্রীরিহাজ্ঞানং দুষ্কৃতব্যালবেষ্টিতং।
পরিপালয়তি প্রীতা ময়ূরী বারিদং যথা। ২৬।
নেত্রলোলালিনীলোলা স্ফুরিতাধরপল্লবা।
মূর্খার্থমেব বিকশত্যঙ্গনা বিষবল্লরী। ২৭।
অজ্ঞস্যহৃদি সম্ভূমাবেব পেলবপল্লবঃ।
বিদ্যতে পতগচ্ছায়ো রাগবিক্রমদুদ্রুমঃ। ২৮।
জ্বলতি দ্বেষদাবাগ্নির্স্মরৌ ছায়তাপদঃ। ২৯।
অজ্ঞমাৎসর্য্যমনসি পরাপবদনচ্ছদা।
ঈর্ষাকমলিনীচিন্তাষট্পদাবিলসত্যলং। ৩০।

কর্ষণ করিয়া (পারিপাট্য করিলে) শালি ধান্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই রূপ দেহস্বরূপ শাল্মলি বৃক্ষে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের আশা ও মনোরূপ মাতঙ্গদিগের শৃঙ্খলস্বরূপ যে সকল সর্পিণী অবস্থান করে, তাহারা (রাগ,লোভ ও দৈন্যাদি সর্প সকলকে) প্রসব করিয়া থাকে। ২৫। ময়ূরী যেরূপ প্রীতমনে মেঘের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় নরকের সৌন্দর্য্য, দুষ্কর্ম্মস্বরূপ-বিষধর-বেষ্টিত অজ্ঞানের অপেক্ষা করিয়া থাকে ; (অর্থাৎ দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে কর্ম্মফলস্বরূপ নিরয়-ভোগ করিতে হয়)। ২৬। বিষলতা,নেত্র ও পদ্ম সদৃশ চঞ্চল অধরপল্লব ধারণ করিয়া, অজ্ঞানদিগের (আশ্রয়ের জন্য) বিকশিত হইয়া থাকে। ২৭। অজ্ঞানলোকের হৃদয়রূপ উৎকৃষ্ট ভূমিতে কোমল-পল্লব শোভী বিষয়রাগরঞ্জিত বৃক্ষ,শোভা পাইয়া থাকে,ঐ বৃক্ষের ছায়ায় (মোহরূপ) বিহঙ্গ অবস্থিতি করে। ২৮। অজ্ঞদিগের হৃদয়-মরু-প্রদেশে শরীরের সন্তাপদায়ক দ্বেষ-দাবাগ্নি (নিরন্তর) প্রজ্বলিত থাকে।২৯। তাহাদের মাৎসর্য্য রূপ সলিলপূর্ণ অন্তঃকরণে পরনিন্দারূপ পরিচ্ছদ দ্বারা বিভূষিত, ঈর্ষারূপ কমলিনীতে চিন্তামধুকর উপবিষ্ট থাকিয়া, শোভা পাইয়া থাকে। ৩০। যেরূপ

প্রতিজন্মপ্রসৃষ্টোগ্রদুঃখকল্লোলবিভ্রমং।
জড়মেব সমভ্যেতি পুনর্মরণবাড়বঃ। ৩১।
জন্মবাল্যং ব্রজত্যেতদ্যৌবনং যুবতা জরাং।
জরামরণমভ্যেতি মূঢ়স্যৈব পুনঃ পুনঃ। ৩২।
জগজ্জীর্ণারঘট্টেঽস্মিন্ রজ্জ্বা সংসৃতিরূপয়া।
মজ্জনোন্মজ্জনৈরজ্ঞো যন্ত্রে কলসতাং গতঃ। ৩৩।
যদেব গোষ্পদাপূরং জ্ঞধিয়ঃ পেলবং জগৎ।
তদেবাপারপর্য্যন্তমগাধমমহাত্মনঃ। ৩৪।
ধিয়োঽদৃশ ইবাজ্ঞস্য দীর্ঘং জঠরকোটরাৎ।
ন প্রযান্ত্যপরং পারং বিহঙ্গ্যঃ পঞ্জরাদিব। ৩৫।

সমুদ্রে বাড়বাগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ মরণরূপ বাড়বাগ্নি, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণরূপ মহদ্দুঃখকল্লোলভোগী জীবের নিকটে বারংবার অগ্রসর হইয়া থাকে। ৩১। জন্ম, বাল্য, যৌবন, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি মূঢ় ব্যক্তির নিকটে (ক্রমে ক্রমে) আবির্ভূত হইয়া থাকে।৩২। যেরূপ রজ্জুবদ্ধ ঘটি প্রভৃতি জলোত্তোলন যন্ত্র, জলোত্তোলনের জন্য কূপ মধ্যে পাতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি, সংসাররূপ রজ্জুবদ্ধ ও জগৎরূপ জীর্ণারঘট্টে কলসস্বরূপে পরিণত হইয়া, মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া থাকে। ৩৩। বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধি যে জগৎকে গোষ্পদপ্রায় বলিয়া বোধ করে, অজ্ঞানের বুদ্ধি, তাহাকে অপার অগাধ সমুদ্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। ৩৪। যেরূপ পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গিনীগণ (ইচ্ছাক্রমে তদভ্যন্তর হইতে বাহির হইতে পারে না,) সেইরূপ অন্ধের ন্যায় দৃষ্টিবিশিষ্ট অজ্ঞানী ব্যক্তি, আপনার জঠরকোটর হইতে (এই) দীর্ঘ সংসার-সমুদ্র পার হইতে পারে না। ৩৫। অজ্ঞানীরা, পরাবৃত্ত মিথ্যা বিষয়-বাসনাভারে আক্রান্ত

ভাবমাত্রপরাবৃত্তবাসনাভারনাভয়ঃ।
বদ্ধজালঘনাকারাঃ কারার্থমিব রজ্জবঃ। ৩৬।
সন্ততা মোহমিহিকা কার্য্যাসারবিসারিণী।
যমুনা প্রাবৃষীবৈতি তিমিরশ্যামলাচিরং। ৩৭।
কটূকৃতান্তঃকরণো নানাসুখবিশারদঃ।
বর্দ্ধতে হি গতস্নেহং জন্মপ্রতিবিষারসঃ। ৩৮।
ব্যাধূতজর্জরাকীর্ণজনতাপর্ণরাজয়ঃ।
স্বকর্ম্মপবনা বান্তি নানাবকররেণবঃ। ৩৯।
কালঃ কবলিতানন্ত জগৎ পক্কফলোপ্যয়ম্।
ঘস্মরাচারজঠরঃ কল্পেরপৈ ন তৃপ্যতি। ৪০।
মোহমারুতমাপীয় ত্বচা বিষমচারিণঃ।
স্ফুরন্তীহাহয়শ্চিত্রাঃ শীতলাচলদীপ্তয়ঃ। ৪১।

ও নানা প্রকার কামনাতে বদ্ধ হইয়া, নিবিড়াকার ধারণ করতঃ কারাগৃহ রক্ষণার্থ রজ্জুর ন্যায় অবস্থিতি করে; (অর্থাৎ কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া থাকে)। ৩৬। প্রবৃত্তিস্বরূপ আসার দ্বারা বিস্তৃত মোহরূপ শিশির সকল, তিমির তুল্য কৃষ্ণ বর্ণ কালিন্দীর ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে, (অর্থাৎ জীবের মোহ ও বাসনা কলুষিত বলিয়া এরূপ উপমা দেওয়া হইয়াছে)। ৩৭। (জীবের) জন্ম (প্রথমে) বিষয়-পুত্র-পৌত্রাদিলাভরূপ নানাসুখপ্রদ, কিন্তু পরিণামে দ্বেষ-মাৎসর্য্যনিবন্ধন দুঃখদায়ক; সুতরাং বিষবল্লীরসের ন্যায়, ইহা স্নেহবিহীন হইয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৩৮। পবন যেরূপ প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষের জীর্ণ পত্রসকলকে কম্পিত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় জরাভারগ্রস্ত জীর্ণব্যক্তি স্বরূপ ব্যক্তিদিগকে কম্পিত ও তাহাদের বিবেকদৃষ্টি অপহৃত করিয়া (জীবের কর্ম্মপরিণামরূপ) পবন প্রবাহিত হইয়া থাকে। ৩৯। কাল, ঔদরিকের ন্যায় জঠরজ্বালাভিভূত হইয়া, অনন্ত বিশ্বস্বরূপ পক্কফল ভক্ষণ করিয়া কল্পান্ত কালেও তৃপ্তিলাভ করে না। । ৪০। ত্রিবিধ-তাপ-বিরহিত, অচলের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, বিচিত্র সর্পসকল

চিন্তাপিশাচোপহতা বিবেকেন্দুদয়ং বিনা।
তমসেব নিরালোকা যাতি যৌবনযামিনী। ৪২।
জিহ্বা জর্জ্জরতামেতি প্রাকৃতানুনয়জ্বরৈঃ।
পদ্মকোটরকোণস্থমপি সূত্রং হিমৈরিব। ৪৩।
দুঃখশোকমহাষ্ঠীলঃ কষ্টকণ্টকসংকটঃ।
সহস্রশাখতাং যাতি সংসারঃ শাল্মলী তরুঃ। ৪৪।
অন্তঃশূন্যোন্নতিধ্বস্তচিত্তচৈত্যকৃতালয়ঃ।
মায়াবহুলযামিন্যাং লোভোলূকো বিবল্গতি। ৪৫।
পূর্ব্বং গৃহীত্বা কর্ণাভ্যাং স্ফুরন্তী পরিনিশ্চয়ম্।
জরাজর্জরমার্জারী যৌবনাখুং নিকৃন্ততি। ৪৬।

(অর্থাৎ অজ্ঞানী জীবগণ) মোহমারুত পান ও অঙ্গত্বচ (অর্থাৎ মায়ার আশ্রয়ে) কুৎসিতপথে পদার্পণ করিয়া,শোভা পাইয়া থাকে।৪১। যেমন চন্দ্রোদয় ব্যতিরেকে রজনীর অন্ধকার বিনষ্ট হয় না, সেই প্রকার যৌবন-যামিনী, অজ্ঞানান্ধকারে আলোক-বিরহিত ও চিন্তা-পিশাচ-পরিব্যাপ্ত হইয়া,বিবেকরূপ চন্দ্রমার উদয় ব্যতিরেকে হতশ্রী ধারণ করিয়া থাকে।৪২। যেরূপ তুষার-সম্পাতে কমলদলস্থ সূত্রও জর্জ্জর হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রাকৃত ব্যক্তি-দিগকে অনুনয় করিয়া অন্তরে যে সন্তাপ উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা জিহ্বা, জর্জ-রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৪৩। দুঃখশোকস্বরূপ মহাগ্রন্থিল, কষ্টরূপ কণ্টকাকীর্ণ সুতরাং সংকটময় সংসাররূপ শাল্মলীবৃক্ষ সহস্র শাখা ধারণ করিয়া থাকে, (অর্থাৎ মায়ার আশ্রয়ে বিস্তৃত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে)।৪৪। লোভস্বরূপ উলূক ~~অক্ষম~~, অন্তঃসারশূন্য, স্বকীয় উন্নতিভারে ভুগ্ন চিত্তরূপ চৈত্যবৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া, মায়ারূপ কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীতে বিচরণ করিয়া থাকে। ৪৫। জরাজীর্ণ মার্জ্জারী, আক্রমণ-পূর্ব্ব-সময়ে কর্ণসন্নিহিত কপোলদেশ ধারণ পূর্ব্বক বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া, যৌবনরূপ ইন্দুরকে পরাভূত করিয়া

নিঃসারাক্রমশঃক্রান্তধরাধরসমুন্নতিঃ।
ডিণ্ডীরপিণ্ডিকেবেয়ং সৃষ্টিরায়াতি পুষ্টতাং। ৪৭।
আভাসপুষ্পধবলা জগৎপল্লবশালিনী।
সত্তালতা বিকসিতা ধর্ম্মার্থফলধারিণী। ৪৮।
সুরাচলমহাস্থূণং চন্দ্রসূর্য্যগবাক্ষকম্।
গগনাচ্ছাদনং চারু ধ্রিয়তে ত্রিজগদ্‌গৃহম্। ৪৯।
সংসারসরসি স্ফারে চরন্তি প্রাণষট্‌পদাঃ।
শরীরপুষ্করেষন্তশ্চিদ্রূপরসপায়িনঃ। ৫০।
নভোমার্গমহানীলকুট্টিমৈকান্তশালিনী।
ভুবনোদররম্যান্তঃস্ফুরত্যাদিত্যদীপিকা। ৫১।
আশাতন্তুনিবদ্ধাঙ্গী জাগতী জীর্ণপক্ষিণী।
স্ববাসনাশলাকেন্তর্নিবদ্ধেন্দ্রিয়পঞ্জরে। ৫২।

থাকে। ৪৬। (দেখিতে পাও) যে সৃষ্টি, (সামান্য হইতে) আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ ধরাধরের সমুন্নতিতে পর্য্যবসিত হয়, তাহা ফেনপিণ্ডের ন্যায় ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া থাকে। ৪৭। সত্য স্বরূপ লতাসকল, চিদাভাস প্রকাশরূপ পুষ্পদ্বারা ধবল বর্ণ, জগৎরূপ পল্লবে পরিপূর্ণ এবং ধর্ম্ম ও অর্থরূপ ফল দ্বারা সুশোভিত হইয়া থাকে। ৪৮। এই ত্রিজগৎ চমৎকার গৃহরূপে শোভা পাইয়া থাকে, সুরাচল সকল এই গৃহের মহাস্তম্ভ, চন্দ্র সূর্য্য ইহার গবাক্ষ, এবং আকাশ, ইহার ছাদের কার্য্য করিয়া থাকে। ৪৯। বিস্তীর্ণ সংসার-সরোবরে জীব-দেহ, পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া থাকে, প্রাণস্বরূপ ভ্রমর সকল, (এই পদ্মে উপবিষ্ট থাকিয়া) অন্তরস্থিত চিদ্রূপ রস পান করিয়া থাকে। ৫০। আকাশ-পথে মহানীলনির্ম্মিত ভূমিভাগে পৃথিবীতে রমণীয়তর উজ্জ্বল আদিত্য-রূপ দীপ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। ৫১। জগদ্বাসী জীব সকল, জীর্ণ পক্ষিণীর ন্যায় আশা-তন্তু দ্বারা নিবদ্ধ-দেহ হইয়া, আপনাদিগের বাসনারূপ শলাকা-নির্ম্মিত ইন্দ্রিয়-পঞ্জরে অবস্থিতি করে। ৫২। সংসাররূপিণী লতাসকল, প্রাণ-

অনারতপতজ্জালভূতপর্ণপরম্পরা।
স্পন্দতে মরুতামুষ্টা সংসৃতিব্রততিশ্চিরং। ৫৩।
সৃষ্টৈঃ কতিপয়ং কালং প্রহৃষ্টাঃ কুলশালিনঃ।
অধঃকৃতোগ্রনরকপঙ্কাঃ শঙ্কোজ্ঝিতাঃ ক্ষণম্। ৫৪।
ভুক্তেন্দুখণ্ডকণিকা নীলনীরদশৈবলে।
সর্গমার্গসরস্যন্তঃ স্ফুরন্তি সুরসারসাঃ। ৫৫।
নানাফলালিমলিনা বাসনাজালমালিতা।
স্পন্দামোদময়ী স্ফীতা ক্রিয়াবিকসিতাব্জিনী। ৫৬।
বরাকী সৃষ্টিশফরী স্ফুরন্তী ভবপল্বলে।
কৃতান্তবৃদ্ধগৃধ্রেন শঠেন বিনিগৃহ্যতে। ৫৭।
তরঙ্গফেনমালেব সৈবান্যেব চ ভঙ্গুরা।
শ্বঃ শ্বো পরেন্দুলেখেব সমুদেতি বিচিত্রতা। ৫৮।

রূপ বায়ু দ্বারা সতত আন্দোলিত হইয়া জীবরূপ পক্ব পত্র সকলকে পাতিত করিয়া থাকে। ৫৩। এই সংসারে যাঁহারা সাধু, তাঁহারা জন্মগ্রহণের কিছু কাল পরেই যোগাভ্যাসাদি দ্বারা রক্ত-মাংস-মল-মূত্রাদি নরককে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ক্ষণ মধ্যে শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট মনে 'আমরা মহাশয় বলিয়া' অভিমান করিয়া থাকে। ৫৪। সুররূপী সারস সকল, ইন্দুখণ্ডকণিকা ভোগ করিয়া নীল নীরদতুল্য শৈবালব্যাপ্ত সর্গপথস্বরূপ সরোবরে বিহার করিয়া থাকে। ৫৫। নানাবিধ কার্য্য ফলরূপ অলি দ্বারা মলিন, বাসনা-জাল-পূর্ণ, স্পন্দন রূপ আমোদশালী, স্ফীত, ব্যবহার কর্ম্মস্বরূপ পদ্ম সকল বিকসিত হইয়া থাকে। ৫৬। অতিসামান্য সৃষ্টিরূপ শফরী, সংসার পল্বলজলে স্ফূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া, (শেষে) কৃতান্তরূপী শঠ বৃদ্ধ গৃধ্রের হস্তে নিহত হইয়া থাকে। ৫৭। এই সংসার-সৃষ্টি তরঙ্গ-ফেন-মালার ন্যায় ভঙ্গুর হইয়াও প্রতিদিনে ভিন্নপরিমাণ ইন্দুলেখার ন্যায় যে প্রকাশিত হইয়া থাকে, এইটী

ভূরিভূতশরাবাণি ক্ষণভঙ্গানি কুর্ব্বতা।
ইদং কালকুলালেন চক্রং সংপরিবর্ত্ত্যতে। ৫৯।
অসংখ্যাতানি কল্পানি সংজাতান্যচলে পদে।
জগজ্জঙ্গলজালানি দগ্ধানি যুগবহ্নিনা। ৬০।
ভাবাভাবৈরপর্য্যন্তৈঃ সুখদুঃখদশাশতৈঃ।
বৈপরীত্যং প্রযাত্যেবমজস্রং জাগতী স্থিতিঃ।৬১।
ক্ষুব্ধৈর্যুগপরাবর্ত্তৈর্বাসনাশৃঙ্খলোত্থিতা।
মহাশনিনিপাতৈশ্চ ন ভগ্নাবুদ্ধধীরতা। ৬২।
শতশোবিদ্রুতারিধ্রৈর্দনুপুত্রৈরেবভিষ্টুতাং।
ভবভগ্নতয়াম্যৈন্দ্রীং তনুং বহতি বাসনা। ৬৩।

চমৎকার ব্যাপার। ৫৮। কালরূপী কুলাল দ্বারা অসংখ্য প্রাণীস্বরূপ শরাব সকলকে (সৃষ্টি করিয়া) অচিরনশ্বর করতঃ এই সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; (অর্থাৎ কুম্ভকার যেরূপ কুলাল দ্বারা চক্রে মৃণ্ময় শরাবাদি নির্ম্মাণ ও ধ্বংস করে, তাহার ন্যায় সৃষ্টিকর্ত্তার রচিত এই সংসার-চক্রে কালস্বরূপ কুলাল-সাহায্যে শরাব-সদৃশ প্রাণিসকল সৃষ্ট হইয়া থাকে)। ৫৯। অসংখ্য কল্প সকল উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মপদে অবস্থিতি করে; (এই যে) জগৎ স্বরূপ জঙ্গল-জাল (দেখিতে পাইতেছ, ইহা) যুগান্তানলে দগ্ধ হইয়া থাকে। ৬০। (এই যে) (সংসার স্থিতি দেখিতেছ, ইহা) সীমারহিত, ভাব ও অভাবময়, (পরিবর্ত্তনশীল) সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ দশা দ্বারা নিয়ত বিপরীত পথে পদার্পণ করে। ৬১। বাসনা-শৃঙ্খল-বেষ্টিত অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের ধীরতা, (সবিশেষ) আন্দোলিত যুগপরিবর্ত্তন, কিম্বা মহাবজ্রপতন, কিছুতেই ভঙ্গ হয় না; (অর্থাৎ অজ্ঞানীর তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে) ।৬২। যেরূপ দানবেরা যুদ্ধ-কামনায় বারংবার বিপক্ষদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, এবং অবশেষে পরাজিত হইলেও ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে না, সেইরূপ বাসনা, পুনর্জ্জন্ম-জয়োচ্ছুক জীব-

বিশত্যবিরতং ভূতসর্গপাংসুপরম্পরা।
নিত্যং নিয়তিবাত্যেয়ং কালব্যালগতান্তরং। ৬৪।
পদার্থাম্ভাসি সর্ব্বাণি ফলফেনানি সর্ব্বতঃ।
পতন্ত্যবিরতাপাতমভাববড়বামুখে। ৬৫।
স্ফুরন্ত্যাকস্মিকোদ্ধৃতা বিচিত্রদ্রব্যশক্তয়ঃ।
স্বভাবমাত্রসম্পন্নাঃ স্পন্দশ্রিয় ইবাম্ভসাং। ৬৬।
ভূতমৌক্তিকসংপূর্ণান্ বৃহতঃ সুবহূনপি।
জগৎকলভকানত্তি কৃতান্তোদ্রিক্ত কেশরী। ৬৭।
কুলশৈলফলামেঘ পক্ষপুঞ্জাঃ ফলামৃজঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ খিদ্রিয়ন্তে চ জগৎখগাঃ। ৬৮।

শরীরকে অধিকার করিয়া থাকে। ৬৩। প্রাণী-সৃষ্টি-স্বরূপ পাংসু-পরিপূর্ণ নিয়তি বায়ু, কালরূপ সর্পের গলমধ্যে নিয়ত প্রবেশ করিয়া থাকে; (অর্থাৎ সর্পের বায়ু ভোজন যেরূপ প্রসিদ্ধ, নিয়তিও সেইরূপ কালের বশবর্ত্তী) । ৬৪। যেরূপ সমুদ্রজলে ফেণাদি-প্রাদুর্ভাব ও বড়বানল-প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ পদার্থস্বরূপ সমুদ্রজলে বিনাশরূপ বড়বানলমুখে সকল প্রকার ফলস্বরূপ ফেণাসকল সতত সম্যক্‌প্রকারে পতিত হইয়া থাকে। ৬৫। যেরূপ স্পন্দন দ্বারা, সলিলের দিব্যশ্রী প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাব —অর্থাৎ অধিষ্ঠান মাত্রে স্বরূপত্ব লাভ করতঃ অকস্মাৎ মনোমধ্যে বাসনা সকল উত্থিত হইয়া, বিচিত্র দ্রব্য সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে। ৬৬। যেরূপ দুর্দ্দান্ত কেশরী বৃহৎ মত্ত হস্তীর শিরঃস্থিত মুক্তা সকল উৎপাটন করিয়া তাহাকে নিহত করে, তাহার ন্যায় কৃতান্তরূপী দুর্দ্দমনীয় কেশরী, প্রাণীরূপ মুক্তা-পরিপূর্ণ বিস্তৃত জগৎ-হস্তীকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ৬৭। যেরূপ পক্ষি-গণ হিমালয়ের উন্নত শিখরে উপবেশন করিয়া আপনাদের দৃঢ় পক্ষ পুঞ্জ দ্বারা উড্ডীন হইয়া, ভক্ষ্য বস্তু অন্বেষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ কুলশৈল—অর্থাৎ হিমালয় প্রভৃতির ন্যায় উচ্চফলকামী, মেঘসদৃশ পক্ষপুঞ্জবিশিষ্ট ভোগ্য

চিদ্ভিত্তৌ স্পন্দশুভ্রায়াং রঙ্গৈঃ পঞ্চভিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
উন্মীলয়তি সংসারচিত্রাণি বিধিচিত্রকৃৎ। ৬৯।
অজস্রগত্বরীং সর্ব্বপরিবর্ত্তবিধায়িনীং।
নিমেষশতভাগাঙ্গীমসদ্দুঃসাধিতাং ক্রিয়াং। ৭০।
সূক্ষ্মাং কালস্য কলনাং স্বসমুত্থানকারিণীং।
ধ্যানেনৈবান্ববেক্ষ্যৈতাঃ স্থিতাঃ স্থাবরজাতয়ঃ। ৭১।
কালেন কিঞ্চিদালক্ষ্যস্বশরীরাকুলীকৃতাঃ।
শীতবাতাতপপ্রৌঢ়াঃ প্রোল্লসৎপুষ্পদীপ্তয়ঃ। ৭২।
ফলপ্রদাশ্চরন্তীহ শীলিনঃ শ্বভ্রবিগ্রহাঃ।
পয়ঃপটলবিশ্রান্তত্রৈলোক্যাম্ভোজকোটরে। ৭৩।

পদার্থান্বিষ্ জগৎস্বরূপ পক্ষিগণের (এই সংসারে) জন্ম গ্রহণ, অবস্থান ও মরণ ঘটিয়া থাকে। ৬৮। চিত্রকর যেরূপ বিবিধ বিচিত্র বর্ণাবলী দ্বারা আবরণ-রহিত শুভ্রপ্রদেশে চিত্র করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিত্রকর বিধাতা, অনাবরণ শুভ্র-বর্ণ-বিশিষ্ট চিদ্ভিত্তিতে পঞ্চেন্দ্রিয় রূপ চিত্র দ্রব্য দ্বারা এই সংসার-চিত্র রচনা করিয়া থাকেন। ৬৯। (সংসারে যাহারা) স্থাবর জাতি, তাহারা, নিরন্তর গমনশীল, সকল প্রকার পরিবর্ত্ত-বিধায়ক, নিমেষ মাত্রে শত ভাগপ্রাপ্ত, অসদ্দুঃখদায়ক আপনাদিগের সমুত্থানকারক কালের সূক্ষ্ম কার্য্য সকলকে ধ্যানবলে (অন্তরে) দৃষ্টি করিয়া অবস্থিতি করে। ৭০। ৭১। কাল, কিছুকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া কুসুম-বিকাশ-সদৃশ শীত-বাতাতপ-সহিষ্ণু স্বকীয় শরীরকে আকুলিত করিয়া থাকে। ৭২। ভ্রমর যেরূপ সলিল-সম্পাত নিবৃত্ত হইলে অম্ভোজোদরে উপবিষ্ট থাকে, তাহার ন্যায় এই সংসারবাসী জীবগণ, ভূগর্ভে উপবিষ্ট ও ত্রৈলোক্যে অবস্থিত হইয়া, আপনাপন কর্ম্ম-ফল-ভোগপূর্ব্বক শম-দম-তিতিক্ষাদি শীলতা অধিকার করিয়া থাকে। ৭৩।

করোতি ঘুঙ্ঘুমং ভূরিভূতভ্রমরপেটিকা।
ব্রহ্মাণ্ডভৈক্ষ্যভাণ্ডেয়ং কালী ভগবতী ক্রিয়া। ৭৪।
জম্বুদ্বীপমহানাভির্বনশ্রীরোমরাজিকা।
ভূত্বা ভূত্বা বিনশ্যন্তী ত্রিলোকীবৃদ্ধকামিনী। ৭৫।
অসকৃজ্জায়তে নষ্টা ভূরিবিভ্রমকারিণী।
মগ্নমন্যৈরথোন্মগ্নং ভীমে কালমহার্ণবে। ৭৬।
কল্পমাত্রনিমেষেণোড্ডীনাঃ কারণসারসাঃ।
উৎপত্যোৎপত্যনাশিন্যঃ সন্তপ্তাঃ সৃষ্টিবিদ্যুতঃ। ৭৭।
কালমেঘে স্ফুরন্ত্যেতাশ্চিৎপ্রকাশবনোদ্যমাঃ।
প্রপতদ্ভূতবিহগাঃ পতন্ত্যবিরতভ্রমাঃ। ৭৮।

ভ্রমরেরা যেরূপ গুন্ গুন্ রবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অসংখ্য প্রাণীস্বরূপ অলি-পুঞ্জ-পরিপূর্ণ কালপত্নী ভগবতী, ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ ভিক্ষা পাত্র ধারণ পূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। ৭৪। ত্রিসংসার রূপ প্রাচীন রমণী, (সহজেই) বিনষ্ট হইয়া থাকে; জম্বুদ্বীপ ঐ সংসার-রমণীর নাভিদেশ এবং কানন-সৌন্দর্য্য, উহার রোমরাজি। ৭৫। অতিশয় বিভ্রমদায়িনী উক্ত বৃদ্ধ রমণী, নষ্ট হইলেও বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; (যখন) ভীষণ কালরূপী সমুদ্রে পতিত হয়, (তখন অন্য—মায়াদির সাহায্যে) উহাকে বারংবার মগ্ন হইতে হয়। ৭৬। বিনাশ-ধর্ম্ম-শীল, সন্তাপিত, সৃষ্টি-প্রকাশক, কারণ—অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভস্বরূপ সারসগণ, কল্পমাত্রকে নিমেষ মনে করিয়া বারংবার ঊর্দ্ধে উঠিয়া উড়িয়া থাকে। ৭৭। বিহঙ্গম যেরূপ মেঘোদয় দর্শন করিয়া ভ্রমপ্রযুক্ত বনাশ্রয় করিয়াও পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কাল-মেঘের আবির্ভাব হইলে, অবিরত ভ্রান্তিময় প্রাণীরূপ পক্ষি-সকল, চিৎ প্রকাশের আশ্রয় দ্বারা আত্মশক্তি প্রদর্শন করিয়াও করিতে পারে

নিমেষকৃতসংহারাঃ সন্তি কেচন কুত্রচিৎ।
নিমেষোন্মেষসংক্ষীণকল্পজালাঃ সহস্রশঃ। ৭৯।
রুদ্রাঃ কেচন বিদ্যন্তে তস্মিংশ্চিৎ পরমে পুনঃ।
তেপি যস্য নিমেষেণ ভবন্তি ন ভবন্তি চ। ৮০।
তাদৃশোপ্যস্তি দেবেশোহ্যনন্তেয়ং ক্রিয়াস্থিতিঃ।
অনন্তসংকল্পময়ে শূন্যে চ ব্রহ্মণঃ পদে। ৮১।
ন সম্ভবতি কা নাম শক্তয়শ্চিত্রপূরকাঃ।
এবমক্ষীণসংকল্পলব্ধার্থভরভাসুরাঃ।
জাগতী কল্পনা যেয়ং তদজ্ঞানবিজৃম্ভিতং। ৮২।

না। ৭৮। (যদিও বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি) কেহ কেহ নিমেষে কখনও কখনও সৃষ্টি সংহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কল্প সকল, নিমেষোন্মেষ দ্বারা (আপনাপনি) সহস্রবার ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৯। যে পরম পদার্থের ব্যাপ্তিতে নিমেষ-মাত্রে হরি হর বিরিঞ্চি প্রভৃতির সত্তা প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিম্বা প্রকাশ না পাইয়াও থাকে, সেই পরমাত্মার সমুদয়ে রুদ্রাদি কোনও দেবতাই আবির্ভূত হইতে পারেন না। ৮০। সেই দেবতা, (চিরকালই সেই ভাবে) বিরাজিত আছেন; এই সংসার তাঁহার ক্রিয়া স্থিতির অনন্ত অধিকৃত স্থান। ব্রহ্মপদ (চিরকালই) শূন্য ও অনন্ত সংকল্পময়;—(অর্থাৎ সকলেরই কামনীয়) । ৮১। আশ্চর্য্য-পূর্ণ সেই ব্রহ্মশক্তি প্রকাশ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? (অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ সহজ ব্যাপার নহে)। জগতের কল্পনা এইরূপে বিস্তৃত বাসনা-বেগ বশতঃ (অনিত্য) প্রয়োজন-সাধনে উদ্যত হইয়া থাকে; (জানিও,) অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব থাকিলে, এই সকল মিথ্যা কল্পনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৮২। কি সম্পত্তিভোগ, কি চিরবিপদ, কি বাল্য, যৌবন,

যাঃ সম্পদো যদুত সন্তুতমাপদশ্চ
যদ্বালযৌবনজরামরণোপতাপাঃ।
যন্মজ্জনঞ্চ সুখদুঃখপরং পরাভি-
রজ্ঞানতীব্রতিমিরস্য বিভূতয়স্তাঃ। ৮৩।

ইতি শ্রীবাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে অজ্ঞান-
মাহাত্ম্যং নাম ত্রয়োস্ত্রিংশঃ সর্গঃ। * ।৩৩। *।

জরা, মৃত্যু প্রভৃতি তাপসকল, কি অসীম সুখ, বা অশেষ দুঃখভোগ, এ সকলকে, কেবল ঘোর অজ্ঞান-তিমিরের বিভূতি বলিয়া (জানিও)। ৮৩।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

সংসারবনখণ্ডে স্মিংশ্চিৎপর্ব্বততটে স্থিতা।
কীদৃশী সৃষ্ট্যবিদ্যাখ্যা লতা বিকসিতা কদা। ১।
বৃহৎপর্ব্বতপর্ব্বাঢ্যা ব্রহ্মাণ্ডত্বক্‌সমাবৃতা।
দেহযষ্টিরিয়ং যস্যাস্ত্রিলোকী লোকবাসিনী। ২।
সুখং দুঃখং ভবোভাবোজ্ঞানমজ্ঞানমেব চ।
অত্রৈতান্যুরুবৃত্তানি মূলানি চ ফলানি চ। ৩।
সুখাদবিদ্যোদেত্যুচ্চৈস্তদেবান্তে প্রযচ্ছতি।
দুঃখাদবিদ্যোদেত্যুচ্চৈস্তদেবৈষা ফলত্যলং। ৪।
জ্ঞানেনায়াতি সংবিত্তিস্তামেবান্তে প্রযচ্ছতি।
অজ্ঞানাদ্বৃদ্ধিমাপ্নোতি তদেব স্যাৎ ফলং স্ফুটং। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—অবিদ্যা নাম্নী লতিকা, সংসার স্বরূপ বনখণ্ডে চিৎ-স্বরূপ পর্ব্বত-প্রান্তে অবস্থিতি করিয়া থাকে ; ইহার সৃষ্টি কিপ্রকার এবং কোন্ সময়ে ইহা বিকসিত হইয়া থাকে,(তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর)।১। বৃহৎ পর্ব্বত সকল ইহার দেহের সন্ধিস্থান, ব্রহ্মাণ্ড ইহার শরীরের ত্বক্, ইহা লোকসমূহ দ্বারা বিকসিত পত্রাঙ্কুরাদিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ২। সুখ, দুঃখ, জন্ম, স্থিতি, সকলই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অবিদ্যার ফল ও মূলরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৩। সুখ হইতে যে অবিদ্যার জন্ম হইয়া থাকে, তাহা (জ্ঞানাদি ধর্ম্মদ্বারা জীবের) অন্তকালে সুখ প্রদান করে, এবং দারিদ্র্যাদি দুঃখ নিবন্ধন অর্থাগম চেষ্টারূপ যে অবিদ্যার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা-তেই অধিকতর দুঃখ ফলিয়া থাকে। ৪। জ্ঞানের সাহায্যে চৈতন্যলাভ হইয়া থাকে, এবং উহাই (জীবের) অন্তকালে প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ; অজ্ঞান নিবন্ধন অবিদ্যা যে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, ইহা (এক প্রকার) সাক্ষাৎ ফল। ৫।

নানাবিধোল্লাসবতী বাসনামোদশালিনী।
ঘনপ্রবালতরলা তনুরস্যা বিজৃম্ভতে। ৬।
দিবসব্যূহকুসুমা যামিনীলোলষট্পদা।
অজস্রং স্পন্দমানৈষা প্রপতদ্ভূতপল্লবা। ৭।
আগত্যাগত্য পততি বিবেককরিণীং ক্বচিৎ।
বিধূয়তে ধূতরজাঃ প্রসক্তিং পুনরেতি চ। ৮।
জায়মানপ্রবালাঢ্যা সংজাতাঙ্কুরদন্তুরা।
সর্ব্বর্তুকুসুমোপেতা সমগ্ররসশালিনী। ৯।
বিকসন্ত্যঃ প্রতিদিনং চন্দ্রার্কাবলয়োঽভিতঃ।
ব্যোম্নি বাতবিলোলানি পুষ্পাণ্যস্যাঃ কিল গ্রহাঃ। ১০।

যখন অন্তরে অবিদ্যার আবির্ভাব হয়, তখন নানাবিধ উল্লাস ও বহুবিধ বাসনাজনিত আমোদ প্রকাশ পাইয়া থাকে, ঘন প্রবালের ন্যায় অবিদ্যার শরীর, বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে। ৬। যেরূপ কুসুমে ভ্রমর উপবিষ্ট হইলে, উহা স্পন্দিত এবং পল্লব সকল কম্পিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় দিবা-সমূহ রূপ কুসুমবিশিষ্ট, রাত্রিরূপ লোল ষট্পদযুক্ত, প্রাণীরূপ পতনশীল পল্লবশালী অবিদ্যা-লক্ষণ, অনবরত স্পন্দিত হইয়া থাকে। ৭। ভ্রমর যেরূপ বায়ু দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভ্রমিত হইয়াও করিণীর অভিমুখে পতিত হয়, এবং নির্ধূতরজঃ হইয়া করিণীর প্রতি আপনার আনুগত্য জানাইয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যারূপী ভ্রমর কর্ম্মবায়ু দ্বারা বারংবার ভ্রমিত হইয়াও বিবেক-রূপিণী করিণীর অভিমুখে প্রধাবিত হয় এবং ধূতরজঃ হইয়া—অর্থাৎ দুর্ব্বাসনা-পরাগাদি পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়াসক্তি প্রকাশিত করে। ৮। অবিদ্যা, জায়মান প্রবালাদি দ্বারা সুশোভিত, পুত্রপৌত্রাদি অঙ্কুর-দ্বারা হাস্যবিশিষ্ট, সমগ্ররসসম্পন্ন, এবং সকল ঋতুর উপভোগ্য কুসুমে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ৯। (এই যে) প্রতিদিন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল চতুর্দ্দিকে

অস্যাঃ প্রস্ফুরিতাকারাঃ কোরকত্বমুপাগতাঃ।
পূরিতাকাশকোশায়াস্তারকা রঘুনন্দন। ১১।
চন্দ্রার্কদহনালোকা যস্যাস্তৎ কৌসুমং রজঃ।
অনেনেয়ংহি গৌরাঙ্গী স্ত্রীব চেতাংসি কর্ষতি। ১২।
মনোমাতঙ্গবিধুতা সংকল্পকলকোকিলা।
ইন্দ্রিয়ব্যালসংবাধা তৃষ্ণাত্বগুপরঞ্জিতা। ১৩।
নীলাকাশতমালাঙ্গসংশ্রয়েণোন্নতিং গতা।
রোদসী জানুস্থস্তম্ভা ভুবনোদ্যানভূষিতা। ১৪।
অধোব্রহ্মাণ্ডখণ্ডেষু স্বালবালেন জালিতা।
বিধৃতাশেষজলধি জলক্ষীরাদিসেচনা। ১৫।

শোভা করিতেছে এবং আকাশে (এই যে) সমীরণ-সংসর্গ-নিবন্ধন চঞ্চল কুসুমসদৃশ গ্রহ সকল (দেখিতেছ; উহারা অবিদ্যার রূপ)। ১০। হে রঘুনন্দন! (এই যে) প্রস্ফুরিতাকার তারকা সকল (দেখিতেছ, উহারা) আকাশ-কোশ পূর্ণ-কারক অবিদ্যা-কুসুমের কোরকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ।১১। চন্দ্র, সূর্য্য, এবং অনল ও আলোকমণ্ডল সেই অবিদ্যার কুসুমসম্বন্ধীয় রজোরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে; যেরূপ গৌরবর্ণা মনোহারিণী কামিনী লোকের মনোহরণ করে, সেই রূপ উহা দ্বারা লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকে। ১২। উক্ত অবিদ্যা, মনোরূপ মাতঙ্গ দ্বারা পরিচালিত সঙ্কল্পরূপ শব্দায়মান কোকিল-বিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়রূপ ক্রূর সর্প দ্বারা বাধা প্রাপ্ত ও বিষয়-বাসনারূপ ত্বক্ দ্বারা রঞ্জিত হইয়া থাকে। ১৩। উহা, নীলবর্ণ আকাশের ন্যায় তমাল বৃক্ষের অঙ্গা-শ্রয় করিয়া উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং পৃথিবী এবং স্বর্গ এই দুইটি ইহার জানুতা প্রাপ্ত হইয়া, সংসারোদ্যানে শোভা পাইয়া থাকে। ১৪। ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের অধোভাগে স্বকীয় আলবালমধ্যে যে জলসেক দেখিতেছ, উহা সপ্ত সমুদ্রে দ্বারা পরিবেষ্টিত; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের মূল দৃঢ়সন্নিবিষ্ট। ১৫। অবিদ্যা, ত্রয়ী

ত্রয়ী বিলোলভ্রমরা রমণীপুষ্পপুঞ্জিকা।
চিৎস্পন্দবাতচলিতা ক্রিয়াবিমলপুত্তিকা। ১৬।
কুকর্ম্মাজগরব্যাপ্তা স্বর্গশ্রীপুষ্পমণ্ডপা।
জীবজীবননীরন্ধ্রা নানামোদমদপ্রদা। ১৭।
নানোপশমবৈচিত্র্যনানাকুসুমভাসিনী।
নানাফলাবলীব্যাপ্তা নানাবর্ষবিকাসিনী। ১৮।
নানালবালবলয়া নানাবিহগধারিণী।
নানাপরাগপরুষা নানাভূধরজালিকা। ১৯।
নানাকলাকুট্মলিনী নানাবনগণোত্থিতা।
নানাগিরিতটারূঢ়া নানাদলনিরন্তরা। ২০।

—অর্থাৎ কায়া কর্ম্ম-কাণ্ডময় বেদরূপ বিলোল-ভ্রমর-বিশিষ্ট, রমণীরূপ পুষ্প-পুঞ্জশালী, চিৎস্পন্দন রূপ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত, ক্রিয়ারূপ বিমল কীটসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। ১৬। স্বর্গ-সৌন্দর্য্যের পুষ্পমণ্ডপ-সদৃশ—অর্থাৎ সুদৃশ্য, নানাপ্রকার আমোদ ও মদবিধায়িনী অবিদ্যা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যরূপ অজগর-পরিব্যাপ্ত, সুতরাং জীবের জীবোনোপায়পূর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১৭। অবিদ্যা, বহুবিধ উপশমের বিচিত্রতা হেতু নানাপ্রকার কুসুমপূর্ণ, নানাপ্রকার ফলব্যাপ্ত, এবং নানাপ্রকার পুষ্পফলমকরন্দজ বর্ষণ দ্বারা বিকসিত হইয়া থাকে। ১৮। (সে এইরূপে) নানাপ্রকার আলবাল-বেষ্টিত থাকিয়া নানাবিধ বিহঙ্গদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকে এবং নানাপ্রকার পরাগ দ্বারা পরুষভাব ধারণ করিয়া নানাপ্রকার ভূধরসমূহের শোভা সম্পাদন করে। ১৯। (সেই অবিদ্যা) নানাপ্রকার কলা দ্বারা কুট্মলিত, নানা বনে পরিব্যাপ্ত, নানা গিরিতটে সমারূঢ় ও নিরন্তর নানা-দলে অবস্থিত থাকে। ২০। (সে) জাত, জায়মান, ম্রিয়মাণ ও মৃত হইয়া,

দশম খণ্ড।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্ত্তৃক
ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY
SUTTYA BADEE GHOSAUL.

WITH A BENGALEE TRANSLATION.

কলিকাতা,
[illegible] নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—[illegible]

জাতা চ জায়মানাচ ম্রিয়মাণা তথা মৃতা।
অর্দ্ধচ্ছিন্না তথাচ্ছিন্না নিত্যমচ্ছেদিনী তথা। ২১।
অতীতা বর্ত্তমানা চ সত্যেবাসত্যবৎ সদা।
নিত্যমত্যন্ততরুণী নিত্যং শোষমুপেয়ুষী। ২২।
মহাবিষলতৈষা হি সংসারবিষমূর্চ্ছনাং।
দদাতি রভসাশ্লিষ্টা পরামৃষ্টা বিনশ্যতি। ২৩।
স্ফীতেস্তর্গলিতা তস্য অজ্ঞেন্তঃ সংস্থিতান্বিতা।
ইতোজলমিতঃ শৈলা ইতো নাগাঃ সুরা ইতঃ। ২৪।
ইতঃ পৃথ্বীত্বমায়াতা তথেতোদ্যুতয়াস্থিতা।
ইতশ্চন্দ্রার্কতাং প্রাপ্তা তথেতস্তারকাকৃতিঃ। ২৫।

থাকে এবং নিত্যকাল ছিন্ন, অচ্ছিন্ন ও অর্দ্ধচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করে। ২১। (এইরূপে সেই অবিদ্যা,) অতীত ও বর্ত্তমান বিষয় সকলে প্রাদুর্ভূত হইয়া অসত্য হইলেও সর্ব্বদা সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে ; এবং সতত অতিশয় তরুণাবস্থা পরিগ্রহ করে, এবং (সময়ে২) শুষ্কভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২২। যেরূপ বিষলতার আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীবের প্রাণসংহার ঘটে, সেইরূপ মহা-বিষ-লতার ন্যায় সেই অবিদ্যা, যত্নপূর্ব্বক আলিঙ্গিত হইলেও সংসার-বিষ-মূর্চ্ছনা প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু বিচার-দৃষ্টিতে দেখিলে উহা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৩। যখন অজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরস্থ অবিদ্যা স্ফীত হইয়া গলিত হইয়া পড়ে, তখনই এখানে জল, এখানে পর্ব্বত, এখানে নাগ, এখানে সুরসকল এইরূপ কল্পনাপ্রপঞ্চ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ২৪। (তখন) অবিদ্যা, এখানে অবনীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এখানে উন্নতভাবে অবস্থিতি করিতেছে, এখানে চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, এবং এখানে তারকানিকর শোভা পাইতেছে,। ২৫। এখানে তেজ, এখানে অন্ধকার, এখানে আকাশ

ইতস্তম ইতস্তেজ ইতঃ খমিত উর্ব্বরা।
ইতঃ শাস্ত্রমিতোবেদা ইতোদ্বয়বিবর্জ্জিতা। ২৬।
ক্বচিৎ খগতয়োড্ডীনা ক্বচিদ্দেবতয়োত্থিতা।
ক্বচিৎ স্থাণুতয়ারূঢ়া ক্বচিৎ পবনতাং গতা। ২৭।
ক্বচিদ্বিষ্ণুঃ ক্বচিদ্ব্রহ্মা ক্বচিদিন্দ্রঃ ক্বচিদ্রবিঃ।
ক্বচিদগ্নিঃ ক্বচিদ্বায়ু ক্বচিচ্চন্দ্রঃ ক্বচিদ্‌যমঃ। ২৮।
যৎ কিঞ্চনাঙ্গভুবনেষু মহামহিম্না
ব্যাপ্তং জরত্তৃণলবত্বমুপাগতং বা।
দৃশ্যং স্ফুরন্ননু হরাদ্যপি তামবিদ্যাং
বিদ্ধি ক্ষয়ায় তদতীততয়াত্মলাভঃ। ২৯।

এখানে উর্ব্বরা ভূমি, এখানে শাস্ত্র, এখানে বেদ, এখানে (প্রলয়-সুষুপ্তি এই) দ্বৈতবর্জ্জিতত্ব, (এইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে)। ২৬। (তখন অবিদ্যা) কোনও খানে নভশ্চরদিগের ন্যায় উড্ডীন, কোথায় বা দেবগণের ন্যায় উপরে অবস্থিত, কোনও স্থলে শাখাহীন বৃক্ষরূপে প্রকাশিত, এবং কোথায় বা সমীরণ-সমধর্ম্মিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৭। (তখন) কোনও খানে বিষ্ণু, কোথায় বা ব্রহ্মা, কোনও স্থানে ইন্দ্র, কোনও স্থলে সূর্য্য, কোথায় অগ্নি, কোথায় বায়ু, কোনও খানে চন্দ্র, এবং কোথায় বা যম, (এইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে)। ২৮। (হে রামচন্দ্র!) নিখিল ভুবন মধ্যে (ব্রহ্মের) মহান্ মহিমা-প্রভাবে (দশ দিক্-ব্যাপ্ত) হরিহরাদি যে কিছু দৃশ্য পদার্থ জীর্ণ তৃণকণাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে, এ সমস্তই অবিদ্যার কার্য্য; তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে উহার বিনাশ সাধন ঘটে না; জানিও, তদতীত জ্ঞান, প্রকাশ পাইলেই মোক্ষলাভ ঘটিয়া থাকে। ২৯। শ্রীরাম কহিলেন;—হে ব্রহ্মন্!

শ্রীরাম উবাচ।

আকারজাতমুদিতং শুদ্ধং হরিহরাদ্যপি।
অবিদ্যেবেত্যহং শ্রুত্বা ব্রহ্মন্ ভ্রমমিবাগতঃ। ৩০।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

সংবেদ্যেনাপরামৃষ্টং শান্তং সর্ব্বাত্মকঞ্চ যৎ।
তৎ সচ্চিদাভাসময়মস্তীহ কলনোজ্ঝিতম্। ৩১।
সমুদেতি স্বতস্তস্মাৎ কলাকলনরূপিণী।
জলদাবর্ত্তলেখেব স্ফুরজ্জলতয়োদিতা। ৩২।
সূক্ষ্মা মধ্যা তথা স্থূলা চেতি সা কল্প্যতে ত্রিধা।
পশ্চান্মনস্তয়া তেন জ্ঞাতৈব বপুষা পুনঃ। ৩৩।

হরিহর প্রভৃতির আকৃতি অতি পবিত্র বলিয়া আপনি বলিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে আবার সেই পরমাত্মাদিগকে অবিদ্যা বলিয়া বর্ণন করিতেছেন; অতএব, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে ভ্রম-প্রসর দাঁড়াইতেছে; (প্রার্থনা, আমার ভ্রমভঞ্জন করুন)। ৩০। বশিষ্ঠ কহিলেন;—সংসারে সর্ব্বাত্মক, শান্ত, সচ্চিদানন্দময়, তত্ত্বজ্ঞান-গম্য একমাত্র পদার্থ আছেন। ৩১। যেরূপ জলদ জলধারাচ্ছন্ন হইলে, তাহাতে আবর্ত্ত-চিহ্ন প্রকাশ পায়, সেইরূপ সেই পূর্ণ পদার্থ হইতে গুণভেদ দ্বারা পৃথগ্দেহের ন্যায় সংসার-সংস্কারক ভিন্ন ভিন্ন চিদাভাসশরীর, সৃষ্টিকালে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩২। ঐ কলা—অর্থাৎ চিদাভাসপ্রকাশ, সূক্ষ্ম, মধ্য, ও স্থূল এই ত্রিবিধ ভাবে কল্পিত হইয়া থাকে; সূক্ষ্ম কল্পনা হইতে মন, মধ্য কল্পনা হইতে হিরণ্যগর্ভ, এবং স্থূল হইতে বিরাটাকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ৩৩। (অব্যাকৃতোপাধি প্রকৃতির) যেরূপ

তিষ্ঠত্যেতাস্ববস্থাসু ভেদতঃ কল্প্যতে ত্রিধা।
সত্ত্বংরজস্তম ইতি এষৈব প্রকৃতিঃ স্মৃতাঃ। ৩৪।
অবিদ্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি গুণত্রিতয়ধর্ম্মিণীং।
এষৈব সংসৃতির্জন্তোরস্যাঃ পারং পরং পদং। ৩৫।
অত্র তে যে ত্রয়ঃ প্রোক্তা গুণাস্তেপি ত্রিধা স্মৃতাঃ।
সত্ত্বংরজস্তম ইতি প্রত্যেকং ভিদ্যতে গুণঃ। ৩৬।
নবধৈবং বিভক্তেয়মবিদ্যাগুণভেদতঃ।
যাবৎ কিঞ্চিদিদং দৃশ্যমনয়ৈব তদাশ্রিতং। ৩৭।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধা নাগা বিদ্যাধরাঃ সুরাঃ।
ইতি ভাগমবিদ্যায়াঃ সাত্ত্বিকং বিদ্ধি রাঘব। ৩৮।
সাত্ত্বিকস্যাস্য ভাগস্য নাগবিদ্যাধরাস্তমঃ।
রজস্তু মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সত্ত্বং দেবা হরাদয়ঃ। ৩৯।

তিন প্রকার অবস্থা, সেই রূপ সূক্ষ্মাদি অবস্থারও সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিবিধ বিভাগ-কল্পনা হইয়া থাকে। ৩৪। প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলিয়া জানিও; উহা যখন সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই সংসার-পদ-বাচ্য হইয়া, (জীবের নিকটে শোভা পাইয়া থাকে;) পরম পদ উহার পরেই অবস্থিত। ৩৫। (তোমার নিকটে) যে তিনটি গুণের কথা বলিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকে আপনাপন ক্ষমতানুসারে ভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৬। যাবতীয় দৃশ্য পদার্থ যখন অবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই উহার গুণভেদে নয় প্রকার (অবান্তর) বিভাগ হইয়া থাকে। ৩৭। হে রাঘব! ঋষি, মুনি, সিদ্ধ, নাগ, বিদ্যাধর ও সুর, সকলকেই অবিদ্যার (সাধারণতঃ) সাত্ত্বিক ভাগ বলিয়া জানিও। ৩৮। এই সাত্ত্বিক বিভাগের মধ্যে নাগবিদ্যাধরগণ তম-গুণের, মুনি ও সিদ্ধগণ রজগুণের, এবং রুদ্রাদি দেবতাগণ সত্ত্বগুণের অধীন

সত্বজাতৌ দেবযোনাববিদ্যাপ্রাকৃতৈগু´ণৈঃ।
নির্ম্মলং পদমায়াতাঃ সত্বং হরিহরাদয়ঃ। ৪০।
সাত্বিকঃ প্রাকৃতো ভাগো রাম তজ্জোহি যো ভবেৎ।
ন সমুৎপদ্যতে ভূয়স্তেনাসৌ মুক্ত উচ্যতে। ৪১।
তেন রুদ্রাদয়োদ্যেতে সত্বভাগা মহামতে।
তিষ্ঠন্তি মুক্তাঃ পুরুষা যাবদ্দেহং জগৎস্থিতৌ। ৪২।
যাবদ্দেহং মহাত্মানো জীবন্মুক্তা ব্যবস্থিতাঃ।
বিদেহমুক্তা দেহান্তে স্থাস্যন্তি পরমেশ্বরে। ৪৩।
ভাগ এষ ত্ববিদ্যায়া এবং বিদ্যাত্বমাগতঃ।
বীজং ফলত্বমায়াতি ফলমায়াতি বীজতাং। ৪৪।

হইয়া থাকেন; (এই ইহার অবান্তর বিভাগ)। ৫৯। হরিহরাদি দেবতাগণ সত্ব জাতিতে পরিগণিত, কিন্তু যখন ইহাঁরা অবিদ্যার অপ্রাকৃত গুণসংযুক্ত হন, তখনই নির্ম্মল পদ—ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪০। হে রামচন্দ্র! সাত্বিক ভাগ—অর্থাৎ ত্রিমূর্ত্ত্যাত্মকই প্রাকৃত ভাগ, অতএব, যে ব্যক্তি ইহাঁর উপাসক হইয়া থাকে, তাহাকে আর ভব-রোগ ভোগ করিতে হয় না; (বাস্তবিক) এই পুরুষই জীবন্মুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। ৪১। হে মহামতে! এই জন্যই সত্বগুণাধীন রুদ্রাদি দেবতাগণ, যত দিন জগতের স্থিতি, তত দিন আকার ধারণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া বিহার করিতে থাকেন। ৪২। মহাত্মা ব্যক্তিগণ যতকাল দেহ ধারণ ও জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থান করুন না, দেহাবসানে তাঁহারা বিদেহমুক্ত হইয়া, শুদ্ধ পরম ব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ৪৩। অবিদ্যার বিভাগ এই প্রকার, এবং এই প্রকারে ফল বীজত্ব, এবং বীজ, ফলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; (অর্থাৎ অবিদ্যা কখনও কারণ, এবং কখনও কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে)। ৪৪। যে রূপ জল হইতে

উদেত্যবিদ্যা বিদ্যায়াঃ সলিলাদিব বুদ্বুদঃ।
বিদ্যায়াং লীয়তে বিদ্যা পয়সীব হি বুদ্বুদঃ। ৪৫।
পয়স্তরঙ্গয়োর্দ্বিত্বভাবনাদেব ভিন্নতা।
বিদ্যাবিদ্যাদৃশোর্ভেদভাবনাদেব ভিন্নতা। ৪৬।
পয়স্তরঙ্গয়োরৈক্যং যথৈব পরমার্থতঃ।
নাবিদ্যাত্বং ন বিদ্যাত্বমিহ কিঞ্চন বিদ্যতে। ৪৭।
বিদ্যাবিদ্যাদৃশৌ ত্যক্ত্বা যদস্তীহ তদস্তি হি।
প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদবশাদেতদ্রঘূদ্বহ। ৪৮।
বিদ্যাবিদ্যাদৃশৌ ন স্তঃ শেষে বদ্ধপদোভব।
নাবিদ্যাস্তি ন বিদ্যাস্তি কৃতং কল্পনয়ানয়া। ৪৯।

বুদ্বুদের সৃষ্টি, সেইরূপ বিদ্যা হইতে অবিদ্যার আবির্ভাব; বুদ্বুদ যেরূপ জলে জন্মগ্রহণ করিয়া উহাতেই লয় পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বিদ্যাতেই অবিদ্যা, লীন হইয়া থাকে। ৪৫। যেরূপ জল ও তরঙ্গ একই পদার্থ, কেবল ভাবনা দ্বারা ভিন্ন বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদদৃষ্টিতে কেবল ভিন্নতার উপলব্ধি হইয়া থাকে মাত্র। ৪৬। যেরূপ পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে, জল ও তরঙ্গের অভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সংসারে বিদ্যা ও অবিদ্যার কিছুমাত্র ভিন্নতা দেখা যায় না। ৪৭। হে রঘূদ্বহ! বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ-দৃষ্টি পরিত্যাগ করিলে, যে পদার্থ চিরকাল বিরাজিত রহিয়াছেন, তদস্তিত্বের অন্যথা হইবে না; (জানিও অজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা প্রকাশ, এবং জ্ঞান দ্বারা তন্নিবারণ, এই প্রকার প্রতিযোগিতার ব্যবচ্ছেদ নিবন্ধন জীবের ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে)। ৪৮। (হে রামচন্দ্র!) তুমি, বিদ্যা এবং অবিদ্যা দৃষ্টি (দূরে) নিক্ষেপ কর; (জানিও) বিদ্যা ও অবিদ্যা কিছুই নাই; অতএব, বৃথা এরূপ কল্পনার প্রয়োজন কি? । ৪৯। যাঁহা হইতে

কিঞ্চিদস্তি ন কিঞ্চিৎ যৎ চিৎসংবিৎ ইতি তৎস্থিতং
তদেবাবিদিতাভাসং সদবিদ্যেত্যুদাহৃতং। ৫০।
যথাম্ভোধিস্তরঙ্গাণাং যথামলমণিস্ত্বিষাম্‌।
তস্মাত্তথেমা নির্যান্তি স্ফুরন্ত্যাঃ সম্বিদশ্চিতঃ। ৫১।
কোশোনিত্যমনন্তানাং তথা তৎসংবিদাং ত্বিষাম্‌।
সবাহ্যাভ্যন্তরে সর্ব্বং বস্তুন্যস্ত্যেব বস্তু সৎ। ৫২।
সর্ব্বদেবাবিনাশাত্ম কুম্ভানাং গগনং যথা।
যথামণেরয়ঃস্পন্দে অয়স্কান্তস্য কর্ত্তৃতা। ৫৩।
অকর্ত্তুরেব হি তথা কর্ত্তৃতা তস্য কথ্যতে।
মণিসন্নিধিমাত্রেণ যথায়ঃ স্পন্দতে জড়ং।
তৎসত্তয়া তথৈবায়ং দেহশ্চেতত্যচিদ্বপুঃ। ৫৪।

কিছুমাত্র অতিরিক্ত আর নাই, সংসারে কেবল সেই চিৎস্বরূপ জ্ঞানময় এক পদার্থ আছেন. যাহা দ্বারা তাঁহার আভাস বিদিত হওয়া যায়, (জানিও) তাহাই উৎকৃষ্ট অবিদ্যা। ৫০। যেরূপ সমুদ্র হইতে তরঙ্গ প্রকাশ, যেরূপ অমলমণি হইতে তদীয় দীপ্তি বিস্তার, সেইরূপ ব্রহ্মসম্বিদের নিকট হইতে জীবচিত্তের স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে। ৫১। ব্রহ্মজ্যোতিঃ, নিত্যকাল অনন্ত পদার্থে ও অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে আবির্ভূত থাকিয়া, সকল পদার্থের বাহিরে এবং অভ্যন্তরে অবস্থিতি পূর্ব্বক আপন সত্তা জানাইয়া থাকেন। ৫২। সেই পরমাত্মা, সততই অবিনশ্বর; আকাশোদরে কুম্ভনির্গমন এবং লৌহস্পন্দনে অয়স্কান্তমণির কর্ত্তৃত্বের ন্যায়। ৫৩। কর্ত্তৃত্ববিহীন তাঁহার অনর্থক কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, মণির সান্নিধ্যবশতঃ যে প্রকারে জড়দেহ লৌহের স্পন্দন ঘটিয়া থাকে, সেই প্রকার পরমাত্মার সংযোগে জড়দেহের কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে। ৫৪। যেরূপ জলের তরঙ্গ প্রকাশ

তত্র স্থিতং জগদিদং জগদেকবীজে
চিন্মাত্মি সংবিদিতকল্পিতকল্পনেন।
লীলোর্ম্মিজালমিব বারিণি চিত্ররূপং
স্বাদপ্যরূপবতি যত্র ন কিঞ্চিদস্তি। ৫৫।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে বিদ্যানিরাকরণং
নাম চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ। *। ৩৪। *।

দ্বারা উহার বিবিধ বিচিত্রতা প্রকাশ পাইয়া থাকে,'সেইরূপ জগতের একমাত্র কারণস্বরূপ চিদাত্মা ব্রহ্ম পদার্থে এই নিখিল সংসার অবস্থিতি করিতেছে; যখন কল্পিত কল্পনার তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়, তখন শূন্যের ন্যায় মূর্ত্তি-শূন্য, ব্রহ্ম ভিন্ন (জীবের) আর কিছুই অনুভূত হয় না। ৫৫।

———

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

তস্মান্নকিঞ্চিদেবেদং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং।
ন কিঞ্চিদ্ভূততাং প্রাপ্তং যৎ কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে। ১।
যত্র কাচিন্ন কল্পনা ভাবাভাবময়াত্মিকা।
তদিদং রাম জীবাদি সর্ব্বং ব্যর্থং কিমীহসে। ২।
সম্বন্ধোয়মসাবন্তর্হৃদি যো ব্যপদিশ্যতে।
ন তং লভামহে সর্পং রজ্জু সর্পভ্রমাদিব। । ৩ ।
অপরিজ্ঞাত আত্মৈব ভ্রমতাং সমুপাগতঃ।
জ্ঞাত আত্মত্বমায়াতি সীমান্তঃ সর্ব্বসংবিদাম্। ৪।
চিত্তমাত্রংহি পুরুষস্তস্মিন্নষ্টে চ নশ্যতি।
স্থিতে তিষ্ঠতি চাত্মায়ং ঘটে সতি ঘটাম্বরং। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—অতএব, জীব ও ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান ঘটিলে যে কিছু দৃশ্য পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভূততা প্রাপ্ত হয় না, এবং স্থাবর জঙ্গমময় এই জগতেরও কোনও রূপ অস্তিত্ব থাকে না। ১। হে রামচন্দ্র! যে ব্রহ্মের ভাব এবং অভাবময় কল্পনার বিদ্যমানতা নাই, সেই ব্রহ্মে জীবাদি সকলকে ব্যর্থ বলিয়া স্বীকার কেন?। ২। যাহার হৃদয়ে জগতের (অনিত্য) সম্বন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে, রজ্জুদর্শনে যেরূপ সর্পভ্রম, এবং সর্প দর্শনে যেরূপ ভ্রমনিরাশ হয়, তাহার ন্যায় (বিচার করিয়া দেখিলে) আমরা তাহার সহবাস কামনা করি না। ৩। আত্মা যখন অপরিজ্ঞাত থাকে,-অর্থাৎ যখন ইহার অনিত্যতা নিত্যতা ও জীবনের সহিত ইহার সম্বন্ধ জানা যায় না, তখনই (জীবকে) ভ্রমে পতিত হইতে হয়, কিন্তু যখন আত্মাকে জানিতে পারা যায়, তখনই ইহার সহিত আত্মীয়তা ঘটিয়া থাকে, এবং তত্ত্বজ্ঞানের শেষ সীমা উপস্থিত হয়। ৪। চিত্তই পুরুষ, অতএব, ঐ চিত্ত নষ্ট হইলে, আত্মাই নষ্টপ্রায় হইয়া থাকে; চিত্তের স্থিতিতে ঘটাকাশের স্থিতিতে যেরূপ ঘটের স্থিতি,

কোশকারবদাত্মানং বাসনাতন্তুতন্তুভিঃ।
বেষ্টয়চ্চৈব চেতোন্তর্বালত্বান্নাববুধ্যতে। ৬।

শ্রীরাম উবাচ।

মৌর্খ্যমত্যন্তঘনতামাগতং সমবস্থিতং।
স্থাবরাদিতনুপ্রাপ্তং কীদৃশং ভবতি প্রভো। ৭।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

অমনস্ত্বমসংপ্রাপ্তং মনস্ত্বাদপি চ চ্যুতম্।
তটস্থং রূপমাশ্রিত্য স্থিতৈষা স্থাবরেষু চিৎ। ৮।
তত্র দূরস্থিতা মুক্তির্মন্যে বেদ্যবিদাম্বর।
সুপ্তপুর্য্যষ্টকা যত্র চিৎস্থিতা দুঃখদায়িনী।
মূকান্ধজড়বত্তত্র সত্তামাত্রেণ তিষ্ঠতি। ৯।

এবং অভাবে ঘট নষ্ট হইয়া থাকে, তাহার নায় এই আত্মা অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৫। কোশকার যেরূপ স্বকৃত কোশ দ্বারা আপনাকে বদ্ধ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীবের অন্তঃকরণ, বাসনারূপ সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বালত্ব—অর্থাৎ বিবেকশূন্যত্ব প্রযুক্ত (ইহার মর্ম্ম) বুঝিতে পারে না। ৬। শ্রীরাম কহিলেন;—হে প্রভো! নিবিড় অজ্ঞানতা বদ্ধমূল হইয়া, স্থাবরাদির শরীরাশ্রয় করে কেন? (আমাকে তাহা জানাইয়া দিউন)। ৭। বশিষ্ঠ কহিলেন;—এই চিৎ, (সুষুপ্তের ন্যায় সুখ-দুঃখসংবেদন-যোগ্যতাপাদক মনের) লয়স্বরূপ (পুর্ব্বাপর পরামর্শক্ষম মননতা-যোগ্যতা-সদৃশ) মন হইতে চ্যুত, তটস্থ রূপ আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিয়া থাকে। ৮। হে বেদবিদগ্রগণ্য! চিৎ যেখানে দুঃখদায়িনী ও বিবেক-বিষয়ে অক্ষম, এবং পুর্য্যষ্টক—অর্থাৎ তদন্তর্গত বাহ্যান্তঃকরণবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে, সেখানে মুক্তি দূরে অবস্থান করে; এবং সেখানে জীব, মূক—অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য, অন্ধ—অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়বিহীন, এবং জড়—অর্থাৎ মনপ্রসারশূন্য হইয়া, সত্তামাত্রে অবস্থিতি করে। ৯।

শ্রীরাম উবাচ।

সত্তাদ্বৈততয়া যত্র সংস্থিতা স্থাবরেষু চিৎ।
তত্রাদূরস্থিতা মুক্তির্মনো বেদ্যবিদাম্বর। ১০।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

বুদ্ধিপূর্ব্বং বিচার্য্যেদং যথাবস্তুবলোকনাৎ।
সত্তাসামান্যবোধো যঃ সমোক্ষশ্চেদনন্তকঃ। ১১।
পরিজ্ঞায় পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
সত্তাসামান্যরূপত্বং তৎ কৈবল্যপদং বিদুঃ। ১২।
বিচার্য্যার্য্যৈঃ সহালোক্য শাস্ত্রাণ্যধ্যাত্মভাবনাৎ।
সত্তাসামান্যতিষ্ঠত্বং যত্তদ্‌ব্রহ্মপরং বিদুঃ। ১৩।
অন্তঃ সুপ্তা স্থিতা মন্দা যত্র বীজ ইবাঙ্কুরঃ।
বাসনাতৎসুষুপ্তত্বং বিদ্ধি জন্মপ্রদং পুনঃ। ১৪।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে বৈদ্যবিদাম্বর! যেখানে চিৎ,জীবদিগের জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-ব্যাপারশূন্য হইয়া, অবস্থিতি করে, মুক্তি সেখানেই অনতিদূর-বর্ত্তিনী; অর্থাৎ মুক্তি যোগীদিগের বাসনাক্ষয় ও মনের নাশ হেতু করস্থ হইয়া থাকে। ১০। বশিষ্ঠ কহিলেন;—বুদ্ধির সাহায্যে (দৃশ্য পদার্থের) বিচার করিয়া প্রকৃত পদার্থ অবলোকন করিলে যে, সত্তাসামান্য বোধোদ্রেক হইয়া থাকে, তাহাই অনন্তকালস্থায়ী মোক্ষ। ১১। আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বাসনাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহাকে সত্তা-সামান্যরূপি কৈবল্য বলিয়া জানিও। ১২। গুরুজনদিগের সহিত শাস্ত্র প্রসঙ্গের বিচার ও অধ্যাত্ম-ভাবনা দ্বারা যে সত্তাসামান্যনিষ্ঠার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাই ব্রহ্মপর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১৩। যেরূপ বীজমধ্যে অঙ্কুর অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করে, সেইরূপ যে মন্দ বাসনা অন্তরে সুপ্তবৎ

অন্তঃসংলীনমননং পরিতঃ সুপ্তবাসনম্ ।
সুষুপ্তং জড়ধর্ম্মাপি জন্মদুঃখশতপ্রদং । ১৫ ।
স্থাবরাদয় এতে হি সমস্তা জড়ধর্ম্মিণঃ ।
সুষুপ্ত পদমারূঢ়া জন্মযোগ্যাঃ পুনঃ পুনঃ । ১৬ ।
যথা বীজেষু পুষ্পাদি মৃদোরাশৌ ঘটোযথা ।
তথান্তঃসংস্থিতা সাধো স্থাবরেষু স্ববাসনা । ১৭ ।
যত্রাস্তি বাসনাবীজং তৎসুষুপ্তং ন সিদ্ধয়ে ।
নির্ব্বীজা বাসনা যত্র তত্তুর্য্যসিদ্ধিদং স্মৃতং । ১৮ ।
নির্দগ্ধবাসনাবীজসত্তাসামান্যরূপবান্ ।
সদেহো বা বিদেহো বা ন ভূয়োদুঃখভাগ্ ভবেৎ । ১৯

অবস্থিতি করে, তাহাকে পুন-র্জন্ম-বিধায়ক বলিয়া জানিও । ১৪ । যাহার অন্তরে মনন সকল সংলীন হইয়াছে, যাহার অসংখ্য-জন্ম-ভোগ-দায়ক বাসনা সকল সুপ্ত হইয়াছে, যে সম্যক্‌প্রকারে সুষুপ্ত, সেই ব্যক্তিই জড়-ধর্ম্মাবলম্বী । ১৫ । স্থাবরাদি সমস্ত জীবই জড়ধর্ম্মাবলম্বী, ইহারা সুষুপ্তিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । ১৬ । হে সাধো ! যেরূপ বীজাভ্যন্তরে পুষ্পাদির অবস্থিতি, মৃত্তিকাতে যেরূপ ঘটের আবির্ভূততা, সেইরূপ স্থাবর প্রাণীদিগের অন্তঃকরণে তাহাদিগের বাসনা গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে । ১৭ । যেখানে বাসনার বীজমাত্র (দেখিতে পাইবে, সেখানে) সুষুপ্তিতা সিদ্ধিদায়িনী হয় না ; বাসনা, নির্ব্বীজ—অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা নির্ম্মূল হইলে, জীবের তূর্য্য নামক সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে । ১৮ । বাসনাবীজ, নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া, যে ব্যক্তি সত্তাসামান্যরূপে অবস্থিতি করে, শরীরী হউক, বা অশরীরী হউক, তাহাকে পুনর্ব্বার আর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না । ১৯ । বীজে অঙ্কুরজননশক্তি, জড়বস্তুতে জড়তাশক্তি

বীজেষুল্লাসরূপেণ জাড্যেন জড়রূপিষু।
দ্রব্যেষু দ্রব্যভাবেন কাঠিন্যেনেতরেষু চ। ২০।
আত্মাশক্তি পদার্থেষু তথা ঘটপটাদিষু।
সর্ব্বত্র সত্তাসামান্যরূপমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি। ২১।
ইতীয়মখিলাদৃশ্যদশামাপূর্য্যসংস্থিতা।
যথা ঘটপটা প্রাবৃড়ম্বরালম্বিনী তথা। ২২।
স্বরূপমস্যাশ্চৈবৈতৎ কথিতং প্রবিচারিতং।
অসর্ব্বং সর্ব্বতোব্যাপি সদিবাসন্ময়াত্মকং। ২৩।
আত্মদৃষ্টিরদৃষ্টৈষা সংসারভ্রমদায়িনী।
দৃষ্টা সতী সমগ্রাণাং দুঃখানাং ক্ষয়কারিণী। ২৪।
অস্যাস্ত্বদর্শনং যত্তদবিদ্যেত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
অবিদ্যা হি জগদ্ধেতুস্ততঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ২৫।

দ্রব্য—অর্থাৎ ধনরত্নাদিতে দ্রব্যভাব—অর্থাৎ স্পৃহণীয়তা, ইতর—অর্থাৎ শিলাদিতে কঠিনতা। ২০। (এইরূপে) আত্মাশক্তি, ঘটপটাদি সকল পদার্থে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া সত্তাসামান্যরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করে। ২১। যেরূপ বর্ষাকাল,অম্বরকে মেঘজালে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় এই আত্মা-শক্তি অখিল দৃশ্য পদার্থ পূর্ণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।২২। আমি বিচার করিয়া, (তোমার নিকটে,আত্মার) স্বরূপতত্ত্ব বর্ণন করিলাম; ইহা সমষ্টি-ময় না হইয়াও সর্ব্বতোব্যাপী,এবং অসন্ময় না হইয়াও, অস্তিত্বের ন্যায় অব-স্থিতি করে। ২৩। যদি (জীবের) আত্মদর্শন না ঘটে, তাহা হইলে (জীবকে) সংসার-ভূমিতে পতিত হইতে হয়; (কিন্তু যদি কোনও রূপে আত্মদৃষ্টিলাভ ঘটে, তাহা হইলে সমগ্র দুঃখ—সংসারক্লেশ ধ্বংশ হইয়া যায়। ২৪। পণ্ডি-তেরা আত্মার অদর্শনকে অবিদ্যা বলিয়া বর্ণনা করেন; অবিদ্যাই জগতের হেতু, এবং তাহা হইতে সকল প্রকার (সংসারচক্র) প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৫।

অবিদ্যা রূপরহিতা যাবদেবাবলোক্যতে।
তাবদেব গলত্যাশু তুহিনাণুর্যথাতপে। ২৬।
যথা নরো গলন্নিদ্রো যাবৎ কলনয়া মনাক্।
বিমৃশত্যাশয়ং তাবন্নিদ্রা তস্য বিলীয়তে। ২৭।
দীপহস্তো যথাভ্যেতি তমোরূপদিদৃক্ষয়া।
তথা বিলীয়তে সর্ব্বং তমস্তাপৈর্ঘৃতং যথা। ২৮।
ন চ সংলক্ষ্যতে দীপে তমসোরূপনিশ্চয়ঃ।
উদেতি কেবলং ধ্বান্তধ্বংশো বিমলমূর্ত্তিমান্। ২৯।
যাবন্নালোক্যতে তাবন্ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে।
আলোকিতে যথা বিদ্যা তত্তমা প্রতিপদ্যতে। ৩০।

অবিদ্যা, (স্বাভাবিকই) রূপহীন, কিন্তু যেরূপ আতপ-সমাগমে তুহিনের অণু সকল দূরীভূত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় উহাকে দেখিতে পাইলে—অর্থাৎ স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, তৎক্ষণাৎ গলিত হইয়া যায়। ২৬। যে প্রকার যে পর্য্যন্ত কর্ণকুহরে কোন শব্দ প্রবেশ না হয়, সে পর্য্যন্ত নিদ্রা-ভঙ্গ ঘটে না, কিন্তু লোকের শব্দ শুনিতে পাইলে (কাহার স্বর এবং অভি-প্রায় কিরূপ?) ইহা ধারণার্থ লোককে চিন্তিত হইয়া নিদ্রোত্থিত হইতে হয়,। ২৭। অন্ধকারের রূপ দর্শনেচ্ছায় যেরূপ লোককে দীপ হস্তে করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, যেরূপ তাপসংযোগে ঘৃত গলিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞানতা (জ্ঞানোদয়ে) লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৮। দীপকে নিকটে লইয়া গিয়া যেরূপ অন্ধকারের নিশ্চিতরূপ অবধারিত হয় না,(প্রত্যুত) কেবল অন্ধকারবিনাশিনী বিমলমূর্ত্তি প্রকাশ পায়, ।২৯। সেইরূপ, যে কাল পর্য্যন্ত অবিদ্যার মূর্ত্তি-দর্শন না ঘটে, সে কাল পর্য্যন্ত (যাহা দেখি-বার, তাহা) দেখা ঘটে না; অবিদ্যা অবলোকিত হইলে, তাহার স্বরূপত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ৩০।

রক্তমাংসাস্থিযন্ত্রেঽস্মিন্ কঃ স্যামহমিতি স্বয়ং।
যাবদ্বিচার্য্যতে তাবৎ সর্ব্বমাশু বিলীয়তে। ৩১।
আদ্যন্তয়োরসদ্রূপে নূনং পরিহৃতে হৃদা।
সর্ব্বস্মিন্নেব যঃ শেষস্তমবিদ্যাক্ষয়ং বিদুঃ। ৩২।
তন্ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্বা তৎসদ্ব্রহ্মৈব শাশ্বতং।
তদ্বস্তু তদুপাদেয়ং যদবিদ্যা নিবর্ত্ততে। ৩৩।
রূপং স্বনাম্ন এবাস্যা জ্ঞায়তে নিঃস্বভাবকং।
নহি জিহ্বাগতস্বাদ্যস্বাদোন্যস্মাৎ প্রতীয়তে। ৩৪
নাবিদ্যা কৃচিদপ্যস্তি ব্রহ্মৈবেদমখণ্ডিতং।
সদসৎকলনাস্ফারমশেষং যেন মণ্ডিতং। ৩৫।

যে সময়ে রক্ত, মাংস, ও অস্থিবিনির্ম্মিত এই শরীরে "আমি কে" এরূপ বিচার ঘটিয়া থাকে, সে সময়ে (মায়াদি) সকল অবিদ্যা-ব্যাপার, সত্বর নষ্ট হইয়া থাকে। ৩১। মনের সাহায্যে এরূপ বিচার ঘটিলে, নিশ্চয়ই (জগতের আদ্যন্তের অনিত্যতা—অর্থাৎ সকল দৃশ্য পদার্থ পরিহৃত হইয়া, যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই অবিদ্যা-ক্ষয় বলিয়া জানিও। ৩২। যখন অবিদ্যা নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তখনই উপাদেয় শাশ্বত সেই ব্রহ্ম পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ৩৩। যেরূপ আস্বাদনকর্ত্তার রসনা-রস-সংস্পর্শ ভিন্ন বস্তুর রসাস্বাদন ঘটে না, সেই রূপ অবিদ্যার নাম মাত্রেই উহার নিঃস্বভাব রূপের প্রতীতি হইয়া থাকে। ৩৪। যিনি নিত্য ও অনিত্য কল্পনা দ্বারা শোভিত হইয়া থাকেন, (জানিও, সংসার কেবল সেই) অখণ্ডিত ব্রহ্মপদার্থে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন; কোনও থানে তদ্ব্যতিরিক্ত অবিদ্যার অধিকার (দেখা যায় না)। ৩৫। যে ব্যক্তি (সম্পূর্ণরূপে) এই প্রকারে

এতাবদেবাবিদ্যায়া নেদং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ ।
এতদেবক্ষয়োযস্যা ব্রহ্মেদমিতি নিশ্চয়ঃ । ৩৬ ।
ঘটপটশকটাবভাসজালং
ন বিভুরিতীত্যুদিহ সাত্ববিদ্যা ।
ঘটপটশকটাবভাসজালং
বিভুরিতি চেদ্গলিতৈব সাত্ববিদ্যা । ৩৭ ।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে অবিদ্যা-চিকিৎসা-
নাম পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ । ০ । ৩৫ । * ।

অবিদ্যার বশবর্ত্তী হয়, সে "এই ব্রহ্ম ব্যাপ্ত আছেন", এরূপ নিশ্চয় করিতে পারে না; যাহার অবিদ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম তাহার নিকটে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, এইরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে। ৩৬। এই জগতে ঘট, পট ও শকটাদি যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল দৃশ্য পদার্থই অবিদ্যা, যখন অবিদ্যার অধিকার থাকে, তখন ব্রহ্মব্যাপ্তি উপলব্ধি হয় না; যেমন ঘট-পটাদি দৃশ্য পদার্থ সমুদয়ে অবিদ্যার ব্যাপ্তি, সেইরূপ ব্রহ্মের বর্ত্তমানতা উপলব্ধি দ্বারা ঘটপটাদির গলিতভাব প্রকাশ পাওয়াও অবিদ্যার কার্য্য । ৩৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

পুনঃপুনরিদং রাম প্রবোধার্থং ময়োচ্যতে।
অভ্যাসেন বিনা সাধো নাভ্যুদেত্যাত্মভাবনা। ১।
অজ্ঞানমেতদ্বলবদবিদ্যেতরনামকং।
জন্মান্তরসহস্রোত্থং ঘনং স্থিতিমুপাগতম্। ২।
সবাহ্যাভ্যন্তরং সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈরনুভূয়তে।
ভাবাভাবেষু দেহস্থ তেনাতিঘনতাং গতং। ৩।
আত্মজ্ঞানং তু সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণামগোচরং।
সত্তাং কেবলমায়াতি মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়ক্ষয়ে। ৪।
প্রোল্লঙ্ঘ্যেন্দ্রিয়জাং বৃত্তিং যৎস্থিতং তৎকথং কিল।
যাতি প্রত্যক্ষতাং জন্তোঃ প্রত্যক্ষাতীতবৃত্তিমৎ। ৫।

হে রামচন্দ্র! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার জ্ঞানোদয়ের জন্য (অবিদ্যা-বিনাশক) এই জ্ঞানবৃত্তান্ত বলিতেছি; হে সাধো! (জানিও) অভ্যাস-ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান সমুদিত হয় না। ১। এই প্রবল অজ্ঞানের অন্য নাম অবিদ্যা, ইহা সহস্র জন্ম পরিগ্রহ করিলেও (জীব-হৃদয়ে) নিবিড়ভাবে স্থিতি করিতে ক্রুটি করে না। ২। ইহা ভাবাভাববিষয়ে দেহিগণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অন্তর ও বহিঃপ্রদেশে অবস্থিতি করে, এবং (প্রবল বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া) নিবিড়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩। আত্মজ্ঞান সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর,—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রাদুর্ভাব থাকিলে আত্ম-জ্ঞান-বিকাশ ঘটে না; যখন ষষ্ঠেন্দ্রিয় মন, ক্ষীণভাব ধারণ করে, তখন উহা, কেবল সত্তাস্বরূপে প্রাদুর্ভূত—অর্থাৎ উদিত হইয়া থাকে। ৪। ইন্দ্রিয়-জাত বৃত্তি—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সকলকে অতিক্রম করিয়া, যে অবিদ্যাধিকার প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা জীবদিগের জ্ঞানের অগম্য হইলেও কিরূপে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হয়, (তাহা তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ)। ৫। আপনার

ত্বমবিদ্যালতামেতাং প্ররূঢ়াং হৃদয়দ্রুমে।
জ্ঞানাভ্যাসবিলাসাসিপাতৈশ্ছিন্ধি স্বসিদ্ধয়ে। ৬।
যথা বিহরতি জ্ঞাতজ্ঞেয়ো জনকভূপতিঃ।
আত্মজ্ঞানাভ্যাসপরস্তথা বিহর রাঘব। ৭।
নিশ্চয়েন হরির্যেন বিবিধাচারকারিণা।
যোনিষ্বুবতরত্যূর্ব্ব্যাং তত্ত্বজ্ঞত্বমুদাহৃতং। ৮।
যো নিশ্চয়ঃ সুরগুরোর্বাক্‌পতের্ভার্গবস্য চ।
দিবাকরস্য শশিনঃ পবনস্যানলস্য চ। ৯।
নারদস্য পুলস্ত্যস্য মম চাঙ্গিরসস্তথা।
প্রচেতসো ভৃগোশ্চৈব ক্রতোরত্রেঃ শুকস্য চ। ১০।
অন্যেষামেব বিপ্রেন্দ্র রাজর্ষীণাঞ্চ রাঘব।
যো নিশ্চয়ো বিমুক্তানাং জীবতাং তে ভবত্বসৌ। ১১।

হৃদয়-বৃক্ষ অবলম্বনে যে অবিদ্যা-লতার জন্মগ্রহণ হইয়াছে, তুমি নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য জ্ঞান, এবং অভ্যাস-প্রকাশ-স্বরূপ অসি প্রয়োগ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেল ;—অর্থাৎ বারংবার উপদেশলাভ ও অভ্যাস দ্বারা অবিদ্যার মূলোচ্ছেদ কর। ৬। যেরূপ রাজর্ষি জনক, জ্ঞেয়—ব্রহ্ম পদার্থ জানিতে পারিয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমিও তাঁহার ন্যায় আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য অভ্যাসপরায়ণ হইয়া, সংসারে বিহার করিতে থাক। ৭। যে ব্যক্তি বিবিধ প্রকার আচার অনুষ্ঠান ও সমাধি-বিহার দ্বারা (আমার কথানুযায়ী) নিশ্চয়তা লাভ করিয়াছেন, যিনি ভূগর্ভে অবস্থিতি করিয়া গর্ভ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, (জানিও) তাঁহারই তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। ৮। সুরগুরু বাচস্পতি বৃহস্পতি, ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্য, দিবাকর, নিশাকর, পবন, অনল,। ৯। নারদ, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, ভৃগু, ক্রতু, অত্রি, শুকদেব এবং আমার। ১০। যে লক্ষ্য ও নিশ্চয়, হে রাঘব! অন্যান্য রাজর্ষি এবং জীবন্মুক্তদিগের যেটি লক্ষ্য ও নিশ্চয়তার স্থল, তোমার সেই নিশ্চয় লাভ হউক। ১১

শ্রীরাম উবাচ।

যেনৈতে ভগবন্ ধীরা নিশ্চয়েন মহাধিয়ঃ।
বিশোকাঃ সংস্থিতাস্তন্মে ব্রহ্মন্ প্রব্রূহি তত্ত্বতঃ। ১২।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

রাজপুত্র মহাবাহো বিদিতাখিলবেদ্য হে।
স্ফুটং শৃণু যথা পৃষ্টময়মেষাং হি নিশ্চয়ঃ। ১৩।
যদিদং কিঞ্চিদাভোগি জগজ্জালং প্রদৃশ্যতে।
তৎসর্ব্বমমলং ব্রহ্ম ভবত্যেতদ্ব্যবস্থিতং। ১৪।
ব্রহ্মচিদ্ব্রহ্মভুবনং ব্রহ্মভূতপরম্পরাঃ।
ব্রহ্মাহং ব্রহ্মমচ্ছত্রুর্ব্রহ্মসন্মিত্রবান্ধবাঃ। ১৫।
তরঙ্গমালয়াম্ভোধির্যথাত্মনি বিবর্দ্ধতে।
তথা পদার্থলক্ষ্যেত্থমিদং ব্রহ্ম বিবর্দ্ধতে।
গৃহ্যতে ব্রহ্মণা ব্রহ্ম ভুজ্যতে ব্রহ্ম ব্রহ্মণা। ১৬।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে ভগবন্ ব্রহ্মন্! মহাবুদ্ধিসম্পন্ন এই সকল ধৈর্য্যশালী মহাপুরুষেরা যেরূপে নিশ্চয়তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া থাকেন, আমাকে তাহার যাথার্থ্য জানাইয়া দিউন। ১২।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে মহাবাহো রাজপুত্র রামচন্দ্র! (যদিও) তুমি সকল বিষয়ই অবগত আছ, কিন্তু আমাকে যেরূপে প্রশ্ন করিলে, (আমি তদনুরূপ উত্তর দিতেছি; পূর্ব্বোক্ত মহানুভবদিগের) নিশ্চয়ই এই প্রকার। ১৩। ভোগময় এই যে জগজ্জাল দেখিতেছ, ব্রহ্ম তাহাদের সকল বস্তুতেই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ১৪। ব্রহ্ম চিৎ, ব্রহ্মই ভুবন, ব্রহ্মই প্রাণীসকল; আমি, আমার শত্রু, আমার বন্ধুবান্ধব, সকলই ব্রহ্ম। ১৫। যেরূপ আপনার তরঙ্গমালা দ্বারা সমুদ্র-শরীর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; সেইরূপ পদার্থ লক্ষ্য দ্বারা ব্রহ্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; ব্রহ্ম দ্বারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তি এবং ব্রহ্ম দ্বারা

ব্রহ্ম ব্রহ্মণি বৃংহাভির্ব্রহ্মশক্ত্যেব বৃংহতি। ১৭।
রাগাদীনামবস্থানং কল্পিতানাং খবৃক্ষবৎ।
অসংকল্পেন নষ্টানাং কঃ প্রসঙ্গোঽত্র বর্দ্ধতে। ১৮।
ব্রহ্মণেব হি সর্ব্বস্মিংশ্চরণস্পন্দনাদিকং।
স্ফুরতি ব্রহ্ম সকলং সুখিতাদুঃখিতে কুতঃ। ১৯।
ব্রহ্ম ব্রহ্মণি সংতৃপ্তং ব্রহ্ম ব্রহ্মণি সংস্থিতং।
স্ফুরতি ব্রহ্মণি ব্রহ্ম নাহমস্মীতরাত্মকঃ।
ঘটো ব্রহ্ম পটো ব্রহ্ম ব্রহ্মাহমিদমাততং। ২০।
অতোরাগবিরাগাণাং মৃষেব কলনেহকা।
মরণব্রহ্মণি স্বৈরং দেহব্রহ্মণি সংগতে। ২১।
সম্ভোগাদৌ সুখং ব্রহ্মণ্যাস্থিতে দেহব্রহ্মণি। ২২।

ব্রহ্মের ভোজন ঘটিয়া থাকে। ১৬। ব্রহ্মে ব্রহ্মাবির্ভাব এবং ব্রহ্মশক্তি—অর্থাৎ মায়া দ্বারা ব্রহ্ম, বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে। ১৭। যেরূপ আকাশ বৃক্ষ কেবল নাম মাত্র, ব্রহ্মপদার্থে কল্পিত রাগাদির অবস্থিতিও সেইরূপ; বাসনা-হীনতা প্রযুক্ত যাহাদের রাগাদি বিনষ্ট হইয়াছে তাহাদের ব্রহ্মাসক্তি (যে) কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, (তাহা বর্ণনাতীত)। ১৮। পূর্ণ ব্রহ্মে চরণ, স্পন্দন এবং গমন-শক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্ম বিরাজিত আছেন; সুতরাং যাঁহারা ব্রহ্ম দর্শনে উল্লাসিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সুখ দুঃখাদির সম্ভাবনা কোথায়?। ১৯। ব্রহ্ম ব্রহ্মপদার্থেই তৃপ্তি লাভ করেন, এবং ব্রহ্মে ব্রহ্মস্থিতি ও স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া থাকেন; (জানিও) আমি, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহি; ঘট, পট এবং "আমি" এ সকলই বিস্তৃত ব্রহ্মপদার্থ। ২০। অতএব কি বিষয়ানুরাগী পুরুষ, কি রাগবর্জ্জিত মহাত্মা, তাঁহাদের যে কিছু কল্পনা, সে সকলকে মিথ্যাময় বলিয়া জানিও; যদি দেহ ব্রহ্মের সহিত সঙ্গত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া মরণও প্রার্থনীয় হইয়া থাকে; অর্থাৎ এরূপ হইলে, জীবের জননমরণে অভয়প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ২১। যদি জীবের জড়দেহ ব্রহ্মের আশ্রয় লাভ করে, তাহা হইলে (সকল প্রকার) সম্ভোগেই সুখানুভব হইয়া থাকে। ২২। যেরূপ

যথাবর্ত্তমৃতে তোয়ং ন কিঞ্চিৎ ম্রিয়তে ক্বচিৎ।
মৃতি র্ব্রহ্মত্বমায়াতে দেহ ব্রহ্মণি বৈ তথা। ২৩।
যথা চলাচলে তোয়ে ত্বত্তামন্তেন তিষ্ঠতঃ।
তথা জড়াজড়রূপে ন স্থিতে পরমাত্মনি। ২৪।
কটকত্বং যথা হেম্নোযথাবর্ত্তো জলস্য চ।
তদতদ্‌ভাবরূপেয়ং তথা প্রকৃতিরাত্মনঃ। ২৫।
ইদং হি জীবভূতাত্মজড়রূপমিদং ভবেৎ।
ইত্যজ্ঞানাত্মনো মোহো ন চ জ্ঞানাত্মনঃ ক্বচিৎ।
অজ্ঞস্য দুঃখৌঘময়ং জ্ঞস্যানন্দময়ং জগৎ। ২৬।

আবর্ত্ত বিনষ্ট হইলেও জলের ধ্বংশ ঘটে না, সেইরূপ জীবদেহ ব্রহ্মাশ্রয় করিলে (প্রকৃত প্রস্তাবে) ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি নিবন্ধন তাহার মৃত্যু হয় না। ২৩। যেরূপ জল চঞ্চল ভাব ধারণ করিলেও তাহা জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ দেহ জড় ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও পরমাত্মা জড় এবং অজড়ভাব ধারণ করেন না,—অর্থাৎ তাঁহার বিকৃতিভাব নাই। ২৪। যেরূপ কটকাদি অলঙ্কার সুবর্ণের বিকার মাত্র—অর্থাৎ সুবর্ণ হইতে উহাদের গঠন হইয়া থাকে, যেরূপ জল হইতে আবর্ত্তের সৃষ্টি, সেইরূপ আত্মার ভাব এবং অভাবময় এই প্রকার প্রকৃতি-সন্নিবেশ হইয়া থাকে ;—অর্থাৎ আত্মার মায়ার আশ্রয় দ্বারা জড়রূপী জীবের ভেদ-কল্পনা হইয়া থাকে। ২৫।

(জীব) এই সংসারে আত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, জড়ভাবে অবস্থিতি করিতেছে ; অজ্ঞানিদিগের এইরূপ মোহোন্মেষ হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানীরা ইহা স্বীকার করেন না ; অজ্ঞানিদিগের নিকটে এই জগৎ দুঃখভারসমাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানিগণ, ইহাকে আনন্দময় বলিয়া অবধারণ করেন। ২৬। যেরূপ অন্ধ ব্যক্তি জগৎকে অন্ধ বলিয়া বিশ্বাস

অন্ধং ভুবনমন্ধস্য প্রকাশস্তু সচক্ষুষঃ।
জগদেকাত্মকং জ্ঞস্য মূর্খস্যাতীব দুঃখদং। ২৭।
শিশোরিব স্ফুরদ্যক্ষা নিশাপুংসস্তু কেবলা।
অস্মিন্ ব্রহ্মঘটে নিত্যমেকস্মিন্ সর্ব্বতঃ স্থিতে। ২৮।
ন কিঞ্চিৎ ম্রিয়তে নাম ন চ কিঞ্চন জীবতি।
যথোল্লাসবিলাসেষু ন নশ্যতি ন জায়তে।। ২৯।
ব্রহ্মণোব্যতিরিক্তং হি ন শরীরাদি বিদ্যতে।
পয়সোব্যতিরেকেন তরঙ্গাদি মহার্ণবে। ৩০।
যঃ কণোষা চ কণিকা যা বীচির্যস্তরঙ্গকঃ।
যঃ ফেনোযা চ লহরী তদযথা বারিবারিণি। ৩১।

করে, কিন্তু চক্ষুষ্মানের নিকটে উহার দিব্যশ্রী প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানবানের নিকটে এই জগৎ ব্রহ্মময়, এবং অজ্ঞানের নিকটে অতিশয় দুঃখদায়ক বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ২৭। যেরূপ রাত্রিকাল, যুবক ও প্রাচীন ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিতে ভয়দায়ক বলিয়া উপলব্ধি হয় না, প্রত্যুত বালকের নিকটে বিভীষিকার কারণ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহার ন্যায় (অজ্ঞানীদিগের দৃষ্টিভ্রম,) সকলদিক্‌প্রসারি নিত্য-ব্যাপ্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থের অনুভবে ক্ষমবান্ হইতে পারে না। ২৮। এই সংসারে কোনও জীবই মৃত্যুর বশতাপন্ন হয় না এবং কেহই জীবন ধারণ করে না; উল্লাস এবং বিলাসাদিতে কাহারও বিনাশ, বা উৎপত্তি ঘটে না। ২৯। যেরূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গাদি, জলব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, অর্থাৎ যেরূপ জলব্যতিরেকে সমুদ্রের তরঙ্গাদি সৃষ্টি অসম্ভব, সেইরূপ (সংসারে) ব্রহ্মব্যতিরেকে জীবশরীরাদির বিদ্যমানতার সম্ভাবনা নাই; অর্থাৎ শরীর ধ্বংশ হইলেও আত্মা—ব্রহ্মের ধ্বংশ ঘটে না। ৩০। যেরূপ কণ, কণিকা, বীচি, তরঙ্গ, ফেন, লহরী, সকলই জলময়;—অর্থাৎ জল হইতে সকলের উৎপত্তি; এবং সকলই একই পদার্থ, কেবল নামভেদে ভিন্নতা; । ৩১। (সেইরূপ) কি দেহ, কি কল্পনা, কি দৃশ্য

যোদেহোযা চ কলনা যদ্দৃশ্যং যৌক্ষয়াক্ষয়ৌ।
যা ভাবরচনা যোঽর্থস্তয়া তদ্ব্রহ্মব্রহ্মণি। ৩২।
সংস্থানরচনা চিত্রা ব্রহ্মণঃ কনকাদিব।
নান্যরূপা বিমূঢ়ানাং মৃষৈব দ্বিত্বভাবনা। ৩৩।
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারস্তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়ানি চ।
ব্রহ্মৈব সর্ব্বং নানাত্ম সুখদুঃখং ন বিদ্যতে। ৩৪।
অয়ং সোঽহমিদং চিত্তমিত্যাদ্যর্থোত্থয়া গিরা।
শব্দপ্রতিশ্রবেণাদ্রাবিবাত্মাত্মনি জৃম্ভতে। ৩৫।
ব্রহ্মৈবাজ্ঞাতমজ্ঞত্বমভ্যাগতমিব স্থিতম্।
তথাহি দৃশ্যতে স্বপ্নে চেতসা সাত্মনাত্মনঃ। ৩৬।

পদার্থ, কি ক্ষয়াক্ষয়—অর্থাৎ সম্পদ বিপদ, কি হর্ষামর্ষপ্রকাশ, কি পুরুষার্থ-ভোগ, সকলই ব্রহ্মপদার্থ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, (এবং তাহাতেই সংলীন হইবে)। ৩২। যেরূপ সুবর্ণ হইতে বহুবিধ বিচিত্র অলঙ্কারের সংগঠন, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র বিভিন্নরূপাক্রান্ত সংস্থান-রচনা প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং তাহাতেই মূঢ় ব্যক্তিদিগের (জগৎ ও ব্রহ্মে) মিথ্যা দ্বৈত ভাবনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ৩৩। কি মন, কি বুদ্ধি, কি অহঙ্কার, কি পঞ্চতন্মাত্র ইন্দ্রিয় সকল, সকলই আত্মা—ব্রহ্মময়; (অতএব, সংসারে) সুখ দুঃখ কিছুই নাই। ৩৪। যেরূপ পর্ব্বতে শব্দ করিলে তদ্দ্বারা অন্য এক প্রতিশব্দ সমুত্থিত হয়, সেইরূপ এই, সেই, আমি, মন ইত্যাদি শব্দ সমুত্থিত হইয়া, আত্মাতে আত্মার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। ৩৫। ব্রহ্মতত্ত্ব অজ্ঞাত থাকিলেই অজ্ঞতার আবির্ভাব ; যেরূপ স্বপ্ন দ্বারা আপনি আপনার অন্তরের ভাব জানিতে পারে, সেইরূপ আত্মার অবস্থিতি জানিতে পারিলে, অভ্যাগতের ন্যায় উহার প্রতীতি হইয়া থাকে। ৩৬। যেরূপ সৌন্দর্য্য ও লক্ষণাদি না জানিতে পারিলে

অভাবিতং ব্রহ্মতয়া ব্রহ্মাজ্ঞানমলং ভবেৎ।
অভাবিতং হেমতয়া যথা হেম চ মৃদ্ভবেৎ। ৩৭।
স্বয়ং প্রভুর্মহাত্মৈব ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোবিদুঃ।
অপরিজ্ঞাতমজ্ঞানমজ্ঞানামিতি কথ্যতে। ৩৮।
জ্ঞাতং ব্রহ্মতয়া ব্রহ্ম ব্রহ্মৈব ভবতি ক্ষণাৎ।
জ্ঞাতং হেমতয়া হেম হেমৈব ভবতি ক্ষণাৎ। ৩৯।
ব্রহ্মাত্মা সর্ব্বশক্তির্হি তদ্‌যথা ভাবয়ত্যলং।
নির্হেতুকঃ স্বয়ং শক্ত্যা তত্তথাশু প্রপশ্যতি। ৪০।
অকর্ম্মকর্ত্তৃকরণমকারণমনাময়ং।
স্বয়ং প্রভুং মহাত্মানং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোবিদুঃ। ৪১।
অপরিজ্ঞাত মজ্ঞানামজ্ঞানমিতি কথ্যতে।
পরিজ্ঞাতং ভবেজ্‌জ্ঞানমজ্ঞানপরিনাশনাৎ। ৪২।

সুবর্ণ, মৃত্তিকা বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপদার্থ চিনিতে না পারিলে, অজ্ঞানতার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। ৩৭। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিগণ, ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ প্রভু ও মহাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু অজ্ঞানিদিগের নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকাতে অজ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৩৮। ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মময় হওয়া যায়; যে রূপ সুবর্ণকে চিনিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ উহার সমাদর ঘটিয়া থাকে, ব্রহ্মও তদনুরূপ। ।৩৯। যে ব্যক্তি অন্তরে সর্ব্বশক্তিময় ব্রহ্মশক্তি ভাবিতে পারে,—অর্থাৎ জীব ব্রহ্মরূপে জগতে ব্যাপ্ত আছেন, ইহা ধারণা করিতে পারে, সে ব্যক্তি কারণবিহীন হইয়া নিজ-শক্তি-প্রভাবে সত্বর ব্রহ্মদর্শন করিতে পারে। ৪০। ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষেরা ব্রহ্মকে কর্ম্মকর্ত্তৃকরণশূন্য, কারণবিহীন, অনাময়, সাক্ষাৎ প্রভু, এবং মহাত্মা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ৪১। (জানিও) ব্রহ্মের স্বরূপত্ব অনবগত হওয়ার নামই অজ্ঞান, যখন উহাঁর যাথার্থ্য উপলব্ধি হইয়া থাকে, তখনই অজ্ঞান নিবারিত হইয়া জ্ঞানোদ্রেক হইয়া থাকে। ৪২।

বন্ধুরেবাপরিজ্ঞাতোঽপ্যবন্ধুরিতি কথ্যতে।
পরিজ্ঞাতোভবেদ্বন্ধুরবন্ধুভ্রমনাশনাৎ। ৪৩।
ইদং ত্বযুক্তমিত্যন্তর্জ্ঞাতে সোদেতি ভাবনা।
যস্মাদযুক্তাদ্বৈরস্যাদ্‌যয়া কিল বিরজ্যতে। ৪৪।
দ্বৈতং ত্বসত্যমিত্যন্তর্জ্ঞাতে সোদেতি ভাবনা।
তস্মাদ্দ্বৈতাচ্চ বৈরস্যাদ্‌যয়া কিল বিরজ্যতে। ৪৫।
অয়ং নাহমিতি জ্ঞাতে স্ফুটে সোদেতি ভাবনা।
মিথ্যাহঙ্কারতা তস্মাদ্‌যয়া নূনং বিরজ্যতে। ৪৬।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞানে সত্যে সোদেতি ভাবনা।
তস্মিন্ সত্যে নিজে রূপে যথান্তঃ পরিলীয়তে। ৪৭।

বন্ধুকে জানিতে না পারিলে, অবন্ধু—অর্থাৎ শত্রু বলিয়া বিশ্বাস হইয়া থাকে; কিন্তু জানিতে পারিলে, অবন্ধু ভ্রম বিনষ্ট হইয়া বন্ধু বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ৪৩। (যখন ব্রহ্মসম্বন্ধে) অন্তঃকরণ এই অযুক্ত ভাব বুঝিতে পারে, তখনই সেই ব্রহ্ম-ভাবনার আবির্ভাব হইয়া থাকে; (এবং তখনই) অযুক্ত বিপরীত বুদ্ধি দ্বারা লোকে বিরক্ত হইয়া থাকে। ৪৪। (ব্রহ্মের) দ্বৈতভাবনা মিথ্যা, অন্তঃকরণ যখন ইহা জানিতে পারে, তখনই সেই ব্রহ্ম-ভাবনা সমুদিত হইয়া থাকে; এবং তখনই দ্বৈতময় বিরুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা লোকে বিরক্ত হইয়া থাকে। ৪৫। যখন "এই আমি, আমি নহি" এই প্রকার জ্ঞান স্ফুটরূপে প্রকাশ পায়, তখনই সেই ব্রহ্ম-ভাবনার সমুদয় হইয়া থাকে, এবং তখনই মিথ্যা অহঙ্কার (জানিতে পারিয়া) লোকে বিরক্ত হইয়া থাকে। ৪৬। অন্তঃকরণ, সত্য-স্বরূপ, সেই আত্মরূপ—ব্রহ্মে যখন লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখনই আমি ব্রহ্ম, এই সত্য জ্ঞান বিকাশ পাইয়া থাকে; এবং তখনই ব্রহ্ম-ভাবনার উদয় হইয়া থাকে। ৪৭। আমি (যখন) সত্যস্বরূপ সর্ব্বপ্রকার (শক্তি)

সত্যং সর্ব্বপ্রকারাঢ্যং ব্রহ্মেদমিতি বেদ্ম্যহং।
ন মে দুঃখং ন কর্ম্মাণি ন মে মোহো ন বাঞ্ছিতং। ৪৮।
সমঃ স্বস্থো বিশোকোস্মি ব্রহ্মাহমিতি সত্যতা।
কলাকলঙ্কমুক্তোস্মি সর্ব্বমস্মি নিরাময়ঃ। ৪৯।
ন ত্যজামি ন বাঞ্ছামি ব্রহ্মাহমিতি সত্যতা।
অহং রক্তমহং মাংসমহমস্থীন্যহং বপুঃ। ৫০।
চিদহং চেতনং চাহং ব্রহ্মাহমিতি সত্যতা।
দ্যৌরহং খমহং সার্কমহমাশাভুবোপ্যহং। ৫১।
অহং ঘটপটাকারো ব্রহ্মাহমিতি সত্যতা।
অহং তৃণমহং চোর্ব্বী গুল্মোহং কাননাদ্যহং। ৫২।
শৈলসাগরসার্থোহং ব্রহ্মৈকত্বং কিল স্থিতং।
আদানদানসঙ্কোচপূর্ব্বিকাভূতশক্তয়ঃ। ৫৩।

সম্পন্ন এই ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছি, তখন আর আমার (কোনও প্রকার) দুঃখ, কর্ম্ম, মোহ, বা স্পৃহা, কিছুই থাকিতেছে না। ৪৮। আমি শান্তিগুণের আধার, সর্ব্বত্র সমদর্শী, শোকশূন্য, সত্য—ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করিয়াছি,এবং সকল-কলঙ্ক-নির্ম্মুক্ত হইয়া, সকল প্রকারে নিরাময় হইয়াছি। ৪৯। আমি ব্রহ্ম এইটীই সত্য, (এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু আমি পরিত্যাগ, কিম্বা বাঞ্ছা করি না; (অধিক কি বলিব,) রক্ত, মাংস,অস্থি এবং এই শরীরই অহং অর্থাৎ ব্রহ্মময়। ৫০। আমিই চিৎ, আমিই চেতন, আমি স্বর্গ, আমি সসূর্য্য আকাশ, আমি দিক্‌সকল, আমি পৃথিবী (সংক্ষেপতঃ) আমিই যে (সকল প্রকারে) ব্রহ্ম, ইহা প্রকার সত্য। ৫১। আমি ঘট, আমি পট, আমি তৃণ, আমি পৃথিবী আমি গুল্ম, আমিই কাননাদি; ফলতঃ আমিই, সম্যক্‌প্রকারে ব্রহ্ম, ইহা এক প্রকার সত্য। ৫২। শৈল, সাগর এবং প্রাণিসকল, সকলই একত্বের ন্যায় ব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়া থাকে; আদান-দান-সঙ্কোচ প্রভৃতি যে কিছু প্রাণি-

সর্ব্বমেব চিদাত্মাস্মি ব্রহ্মণ্যাততরূপধৃক্।
লতাগুল্মাঙ্কুরাদীনামহং সংভবনৈষিণাং। ৫৪।
চিদাত্মান্তর্গতং শান্তং পরং ব্রহ্মরসাত্মকং।
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যৎ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যৎ। ৫৫।
যোমতঃ সর্ব্ব একাত্মা পরং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ।
চিদাত্মা ব্রহ্ম সৎ সত্যমৃতং জ্ঞ ইতি নামভিঃ। ৫৬।
সর্ব্বত্রাবস্থিতং শান্তং চিদ্ব্রহ্মেত্যনুভূয়তে।
মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ব্রাতসমস্তকলনান্বিতং। ৫৭।
ভেদং ত্যক্ত্বা সমাভাসং চিদ্ব্রহ্মাহমনাময়ং।
শব্দাদীনামশেষাণাং কারণানাং জগৎস্থিতেঃ।
তত্ত্বাবকাশকং স্বচ্ছং চিদ্ব্রহ্মাস্মি ন মে ক্ষয়ঃ। ৫৮।

ধর্ম্ম (দেখিতে পাওয়া যায়) সকলই ব্রহ্মময়। ৫৩। আমি ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিস্তৃত রূপ ধারণ করত প্রাদুর্ভূত হইয়াছি; জনিষ্ণু লতা ও গুল্মাদির অঙ্কুরাদিতে আমি—অর্থাৎ ব্রহ্ম বিরাজিত আছেন। (বাস্তবিক,) সকল পদার্থই চিদাত্মা অহংরূপে প্রকাশিত। ৫৪। চিদাত্মার অন্তরে শান্ত উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম-রস প্রবাহিত আছে; তাঁহাতেই সকল পদার্থ লীন হয়, তাঁহা হইতে সকল পদার্থের অভিব্যাপ্তি হইয়া থাকে, এবং সকল দিকে সকল পদার্থেই তিনিই বিরাজমান আছেন। ৫৫। যাঁহাকে, সকলের একমাত্র আত্মা বলিয়া লোকে মানিয়া থাকে, যিনি পরম ব্রহ্ম বলিয়া লোকের নিশ্চয়, যাঁহাকে চিদাত্মা, ব্রহ্ম, সত্য, সৎ, ও ঋত ইত্যাদি (ত্বদীয়) নাম দ্বারা (লোকে) জানিয়া থাকে। ৫৬। (ব্রহ্মবিদ্ব্যক্তিগণ) মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং সকল প্রকার বৃত্তির অনুগত, সর্ব্বত্রে অবস্থিত, শান্ত, সেই চিদ্ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ৫৭। আমি ভেদ পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্রকাশ, নিরাময়, চিদ্ব্রহ্মরূপী হইয়াছি; যিনি অশেষ শব্দাদি, এবং জগৎস্থিতির কারণসকলের তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়া

আলোকঃ সুমনোমৌনং চিদ্ব্রহ্মাস্ম্যমৃতং পরং।
অনারতগলদ্রূপং নিত্যং চানুভবামৃতং। ৫৯।
যা প্রতীতিরনাশঙ্কা তচ্চিদ্ব্রহ্মাস্মি সর্ব্বগঃ।
ভুবার্য্যনিলবীজানাং সম্বন্ধে স্ফুরকর্ম্মসু।
শক্তিরুদ্গমনীয়ান্তস্তচ্চিদ্ব্রহ্মাহমাততং। ৬০।
লাভালাভবিধৌ তুল্যা চিদ্ব্রহ্মাস্মি নিরাময়ং।
যাবদ্ভূমার্কমেতাবদ্দৃষ্টিসূত্রং যদাততং। ৬১।
তন্মধ্যসদৃশং শান্তং নির্ম্মলং চিদহং ততং।
জাগ্রত্যপি সুষুপ্তেপি তৎস্বপ্নেপি তথোদিতং। ৬২।

থাকেন, আমি সেই নির্ম্মল চিদ্ব্রহ্মময়; আমার বিনাশ নাই। ৫৮। আমি আলোকরূপে প্রকাশিত; সুমনা—অর্থাৎ যোগিগণ যোগবলের সাহায্যে যাঁহার অমৃতময় রূপ-রাশি নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি যোগীদিগকে দিব্যামৃত প্রদান করিয়া, মৌনভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন, আমি সেই চিদ্ব্রহ্ম। ৫৯। যে ব্রহ্মবিশ্বাসের মালিন্য নাই, আমি সেই সর্ব্বত্রগামী, নির্ম্মল চিৎ; বীজান্তর্গত অঙ্কুরোদ্গম-সম্বন্ধে পৃথিবী, বায়ু ও জলাদির যে সহায়তা শক্তি, আমিই সেই শক্তি—অর্থাৎ বিস্তৃত চিদ্ব্রহ্ম। ৬০। যে সময় ভূমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডলে এই বিস্তৃত দৃষ্টিসূত্র সমভাবে প্রতিফলিত হয়, সেই সময়ে লাভ, কি অলাভ এই উভয়ে সমান জ্ঞান করিয়া নিরাময় ব্রহ্মরূপে বিরাজিত থাকি;—(অর্থাৎ অন্তঃকরণ ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে হর্ষামর্ষোদয় হইলে জীব নির্মুক্ত চিত্ত হইয়া, ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করে)। ৬১।

(দৃষ্টি,) তন্মধ্য সদৃশ—অর্থাৎ নেত্র ও সূর্য্য এই উভয়ের অসংলগ্ন তুল্য হইলে, কি জাগ্রদবস্থা কি স্বপ্নাবস্থা, কি সুষুপ্তাবস্থা, সকল অবস্থাতেই যে শান্ত, নির্ম্মল, বিস্তৃত, ব্রহ্মের উদয় হইয়া থাকে; আমি, সেই চিদ্ব্রহ্ম। ৬২।

তুর্য্যরূপমনাদ্যন্তং চিদ্ব্রহ্মাহমনাময়ং।
পুংসাং ক্ষেত্রশতোত্থানামিক্ষূণাং স্বাদুবৎ স্থিতং। ৬৩
সর্ব্বেষামেকরূপং তচ্চিদ্ব্রহ্মাস্মি সমঃ স্থিতঃ।
সর্ব্বগা প্রকৃতাস্বচ্ছরূপা ভানোরিব প্রভা। ৬৪।
আলোককারিণী কান্তা চিদ্ব্রহ্মেদমহং ততং।
সম্ভোগানন্দলববদমৃতাস্বাদশক্তিবৎ। ৬৫।
দুর্লক্ষ্যাণুময়াকারা চিচ্ছক্তিরহমাততা।
অনুভূতিময়ান্তস্য স্নেহমাত্রোপলক্ষিতা। ৬৬।
ক্ষীরাদ্ঘৃতস্য সত্তেব চিদহং ক্ষয়বর্জ্জিতা।
কটকাঙ্গদকেয়ূররচনা তদতন্ময়ী। ৬৭।
হেম্নীব সংস্থিতা দেহে চিদ্ব্রহ্মাত্মাস্মি সর্ব্বগঃ।
পদার্থৌঘস্য শৈলাদেব্হিরন্তশ্চ সর্ব্বদা। ৬৮।

যে তুর্য্যরূপ আদ্যন্তবিরহিত এবং যাহা অনাময়, আমি সেই চিদ্ব্রহ্ম; যে রূপ ইক্ষুদণ্ডের (অভ্যন্তরে) তাহার আস্বাদ অবস্থিতি করে, সেইরূপ পুরুষে শত জন্ম পরিগ্রহ করিলেও তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে ব্রহ্ম পদার্থ বিরাজিত থাকেন। ৬৩। যে রূপ ভানুর প্রভা, সর্ব্বত্রগামিনী, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সম্যক্ স্বচ্ছরূপিণী, সেই রূপ যে ব্রহ্ম এক রূপে সমভাবে সকলের হৃদয়ে স্থিতি করিয়া থাকেন, আমি সেই চিদ্ব্রহ্ম। ৬৪। সম্ভোগানন্দ-কণা এবং অমৃতাস্বাদশক্তি সদৃশ যে আলোককারিণী কমনীয় চিৎ, জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, আমিই সেই বিস্তৃত চিদ্ব্রহ্ম। ৬৫। যে চিৎ-শক্তি দুর্লক্ষ্য, এবং সূক্ষ্ম জীবাদি পরিবেষ্টিত, যাহা অনুভব মাত্রে উপলব্ধি হইয়া থাকে, যিনি স্নেহ—অর্থাৎ পরের প্রতি প্রেম প্রকাশ দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া থাকেন, আমি সেই বিস্তৃত চিৎ-শক্তি। ৬৬। যে রূপ ক্ষীর হইতে ঘৃতের উৎপত্তি, যেরূপ স্বর্ণ হইতে কটক, অঙ্গদ ও কেয়ূরগঠন হইয়া থাকে, তাহার

সত্তাসামান্যরূপেণ যা চিৎ সোঽহমলেপকঃ।
সর্ব্বাসামনুভূতীনামাদর্শো যোঽহ্যকৃত্রিমঃ। ৬৯।
অগম্যোমললেখানাং তচ্চিত্তত্ত্বমহং মহৎ।
সর্ব্বসংকল্পফলদং সর্ব্বতেজঃপ্রকাশকং। ৭০।
সর্ব্বোপাদেয়সীমান্তং চিদাত্মানমুপাস্মহে।
সর্ব্বাবয়ববিশ্রান্তং সমস্তাবয়বাতিগং। ৭১।
ঘটে পটে তটে কূপে স্পন্দমানং সদা তনৌ।
জাগ্রত্যপি সুষুপ্তস্থং চিদাত্মানমুপাস্মহে। ৭২।
উষ্ণমগ্নৌ হিমে শীতং মৃষ্টমন্নে শিতং ক্ষুরে।
কৃষ্ণং ধ্বান্তে সিতং চন্দ্রে চিদাত্মানমুপাস্মহে। ৭৩।

ন্যায় আমিই, অবিনাশী চিৎ। ৬৭। সুবর্ণময় অলঙ্কারে যে রূপ সুবর্ণের অবস্থিতি, তাহার ন্যায় সর্ব্বত্রগামী যে ব্রহ্মাত্মা (দেহীর দেহে) এবং শৈলাদি সকল পদার্থের বাহিরে ও অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, আমি সেই ব্রহ্ম। ৬৮। যে চিৎ, সত্তাসামান্য রূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন এবং যিনি, সকল প্রকার অনুভবাদি বৃত্তির অকৃত্রিম আদর্শ, আমি সেই নির্লিপ্ত ব্রহ্ম। ৬৯। যিনি বেদাদি পবিত্র শাস্ত্রের অগম্য, যিনি মহৎ চিত্তস্বরূপ, সকল প্রকার সংকল্প ফলের বিধাতা, এবং সকল প্রকার তেজঃপদার্থের প্রকাশক আমি, তাহাই। ৭০। যিনি সকল আকৃতিকে অতিক্রম করিয়া, অতিশয় গমন করিয়া থাকেন, (অর্থাৎ দেহী, ব্রহ্মের ন্যায় গতিশীল নহে;) যিনি সকল অবয়বে ব্যাপ্ত থাকিয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন, যিনি সকল প্রকার উপাদেয় পদার্থের সীমান্তে অবস্থিত, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মের উপাসনা করি। ৭১। যিনি ঘটে, পটে, তটে, কূপে এবং চতুর্ব্বিধ দেহে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন, যিনি জাগ্রদবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করেন, আমি চিদাত্মা সেই ব্রহ্মকে বন্দনা করি। ৭২। যিনি অনলে উষ্ণতা, হিমে শীততা, অন্নে মধুরতা, ক্ষুরাদি অস্ত্রে শাণিততা, অন্ধকারে কৃষ্ণতা, চন্দ্রে শুক্লতা-রূপে

আলোকং বহিরন্তস্থং স্থিতঞ্চ স্বাত্মবস্তুনি।
অদূরমপি দূরস্থং চিদাত্মানমুপাস্মহে। ৭৪।
মাধুর্য্যাদিষু মাধুর্য্যং তীক্ষ্ণাদিষু চ তীক্ষ্ণতাং ।
গতং পদার্থজাতেষু চিদাত্মানমুপাস্মহে। ৭৫।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু তুর্য্যাতুর্য্যাতিগে পদে।
সমং সদৈব সর্ব্বত্র চিদাত্মানমুপাস্মহে। ৭৬।
প্রশান্তসর্ব্বসংকল্পং বিগতাখিলকৌতুকং।
বিগতাশেষসংরম্ভং চিদাত্মানমুপাস্মহে। ৭৭।
নিষ্কৌতুকং নিরারম্ভং নিরীহং সর্ব্বমেব চ।
নিরংশং নিরহঙ্কারং চিদাত্মানমুপাস্মহে। ৭৮।
সর্ব্বস্যান্তঃস্থিতং সর্ব্বমপ্যপারৈকরূপিণং।
অপর্য্যন্তচিদারম্ভং চিদাত্মানমুপাগতঃ। ৭৯।

প্রকাশিত আছেন, আমি সেই চিদাত্মাকে নমস্কার করি। ৭৩। যিনি আলোক-স্বরূপে বাহিরে. এবং অন্তরে প্রকাশিত, যিনি অভিমত বস্তুতে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, যিনি (জ্ঞানীদিগের) নিকটে অদূরস্থ, এবং (অজ্ঞানীদিগের নিকটে) দূরস্থ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মকে অভিবাদন করি। ৭৪। যিনি মাধুর্য্যবিশিষ্ট পদার্থে মাধুর্য্য, যিনি তীক্ষ্ণাদিতে তীক্ষ্ণতারূপে প্রকাশিত, যিনি সকল পদার্থে ব্যাপ্ত আছেন, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার করি। ৭৫। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তাবস্থায় অবস্থিতি করেন, যিনি তুর্য্য এবং তুর্য্যাতীত পদে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত আছেন, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে বন্দনা করি। ৭৬। যাঁহার সকল প্রকার সংকল্প শান্তি পাইয়াছে, যিনি সকল প্রকার কাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ নিঃশেষ হইয়াছে, সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার করি। ৭৭। যিনি কৌতুক—অর্থাৎ ভোগোৎকণ্ঠাবিহীন, যিনি যত্নবর্জ্জিত, নিশ্চেষ্ট, অবশেষশূন্য, পূর্ণ, ও অহ-কারবিহীন, আমি সেই চিদাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার করি। ৭৮। যিনি আত্মারূপে সকলের অন্তরে বিরাজিত আছেন, যিনি অশেষ প্রকারে একরূপে অবস্থিতি

ত্রৈলোক্যদেহমুক্তানাং তন্তুমুন্নতমাততং।
প্রসারসংকোচকরং চিদাত্মানমুপাগতঃ। ৮০।
লীনমন্তর্বহিঃ স্বাপ্তান্ ক্রোড়ীকৃত্য জগৎখগান্।
চিত্রং বৃহজ্জালমিব চিদাত্মানমুপাগতঃ। ৮১।
সর্ব্বং যত্রেদমস্ত্যেব নাস্ত্যেব চ মনাগপি।
সদসদ্রূপমেকং তং চিদাত্মানমুপাগতঃ। ৮২।
পরমপ্রত্যয়ং পূর্ণমাস্পদং সর্ব্বসম্পদাং।
সর্ব্বাকারবিহারস্থং চিদাত্মানমুপাগতঃ। ৮৩।
জনতাজীবনোপায়ং চিদাত্মানমুপাগতঃ।
অক্ষীরার্ণবসম্ভূতমশশাঙ্কমুপস্থিতং। ৮৪।

করেন, যাঁহার আরম্ভ অসীমরূপে প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই চিদাত্মার শরণাগত হইলাম। ৭৯। যেরূপ তন্তু অর্থাৎ সূত্রাদি দ্বারা মাল্যাদি গ্রন্থন হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম,সংসার দেহরূপ মুক্তাগ্রন্থনে বিস্তৃত তন্তুস্বরূপ। ইনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, অতএব, ইহাঁতে শরণাপন্ন হইলাম।৮০। যিনি আপ্ত ব্যক্তির ন্যায় জগৎরূপ পক্ষীদিগকে আপনার ক্রোড়দেশে স্থাপন পূর্ব্বক বাহিরে ও অন্তরে তাহাদিগকে লীন রাখিয়াছেন, এবং স্বয়ং বিচিত্র বৃহৎ জালের ন্যায় শোভা পাইতেছেন,আমি সেই চিদাত্মার শরণাগত হইলাম। ৮১। যে ব্রহ্মে সকল দৃশ্য পদার্থ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অথচ (ব্রহ্মের সহিত লিপ্তভাব) নাই, আমি সৎ, এবং অসৎরূপে অবস্থিত, অদ্বিতীয়, সেই চিদাত্মার শরণাগত হইলাম। ৮২। যিনি সকল সম্পত্তির আস্পদ, যিনি পূর্ণ পরম প্রত্যয়, সকল আকারে যাঁহার বিহার ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ—যিনি সর্ব্ব-দেহাশ্রয়, আমি সেই চিদাত্মার শরণাপন্ন হইলাম। ৮৩। চন্দ্র যেরূপ লোকের জীবনোপায়, এবং ক্ষীর সমুদ্র হইতে যেরূপ চন্দ্রের উৎপত্তি প্রসিদ্ধ, ব্রহ্ম, সেরূপ সমুদ্রোৎপন্ন শশাঙ্ক নহেন;—অর্থাৎ তিনি অক্ষীরার্ণব-সমুদ্ভব-অশশাঙ্ক-সদৃশ; অতএব, আমি চিদাত্মা ব্রহ্মের শরণ প্রাপ্ত হইলাম। ৮৪।

অহার্য্যমমৃতং সত্যং চিদাত্মানমুপাস্মহে।
শব্দরূপরসস্পর্শগন্ধৈরাভাসমাগতং। ৮৫।
তৈরেবরহিতং শান্তং চিদাত্মানমুপাগতঃ।
আকাশকোশবিশদং সর্ব্বলোকস্য রঞ্জনং। ৮৬।
মহামহিম্না সহিতং রহিতং সর্ব্বভুতিভিঃ।
কর্তৃত্বে বাপ্যকর্ত্তারং চিদাত্মানমুপাগতঃ। ৮৭।
অখিলমিদমহং মমৈব সর্ব্বং
    ত্বহমপি নাহমথেতরশ্চ নাহং।
ইতি বিদিতবতোজগৎকৃতং মে
    স্থিরমথবাস্তু গতজ্বরোভবামি। ৮৮।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে জীবন্মুক্তনিশ্চয়যোগো-
পদেশোনাম ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ। *। ৩৬। *।

সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম অমৃততুল্য, কিন্তু গরুড়ের এ অমৃতাপহরণের সাধ্য নাই; শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ দ্বারা ইহাঁর (ব্রহ্মের) অভিব্যক্তি—অর্থাৎ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, অতএব আমি চিদাত্মা ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম। ৮৫। (আমি একণে) রূপরসাদিবিহীন আকাশ-কোশের ন্যায় নির্ম্মল, সর্ব্বলোকরঞ্জক, শান্ত, সেই ব্রহ্মের শরণাগত হইলাম। ৮৬। যিনি আপনার মহান্ মহিমাদ্বারা সুশোভিত, যিনি সকল বিভূতি-বিরহিত, যিনি আপনার কর্তৃত্বে কর্তৃশূন্যতা দেখাইয়া থাকেন;—অর্থাৎ স্বয়ং জগৎকর্ত্তা হইয়াও উদাসীনভাবে বিহার করিয়া থাকেন, আমি সেই চিদাত্মার শরণাগত হইলাম। ৮৭। এই অখিল সংসারই আমি, (অথবা) সকলই আমার; এই প্রকার অহঙ্কারাত্মক আমি, বা তদ্ব্যতিরিক্ত আমি; (সাধারণের নিকটে জগতের কৃত্রিম ভাব, অথবা স্থির—অর্থাৎ অকৃত্রিম ভাব (এইরূপে) ঘটিতে থাকুক, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি নাই; কিন্তু আমি যখন ইহার তত্ত্ব অবগত হইয়াছি, তখন আমি জরা-বিহীন হইয়া সংসারে বিহার করিতে থাকিব। ৮৮।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি নিশ্চয়বন্তস্তে মহান্তো বিগতৈনসঃ।
সত্যাঃ সত্যে পদে শান্তে সমে সুখমবস্থিতাঃ। ১।
ইতি পূর্ণধিয়ো ধীরাঃ সমনীরাগচেতসঃ।
ন নিন্দন্তি ন নন্দন্তি জীবিতং মরণং তথা। ২।
ইত্যলক্ষ্যচমৎকারা নারায়ণভুজা ইব।
ঋজবঃ স্খলিতাকারা অপরা ইব মেরবঃ। ৩।
রেমেরি বনখণ্ডেষু দ্বীপেষু নগরেষু চ।
দেবোপবনমালাসু স্বর্গেষু চ সুরা ইব। ৪।
ভ্রেমুঃ কুসুমপূর্ণাসু দোলান্দোলচলাসু চ।
বিচিত্রবনলেখাসু মেরুশৃঙ্গশিখাসু চ। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—সত্যপরায়ণ নিষ্পাপ সেই সকল মহাত্মগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, শান্ত সমতাপন্ন সত্য—অর্থাৎ ব্রহ্মপদ (আশ্রয় করিয়া তাহাতে) সুখে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ১। পূর্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ধীর ব্যক্তিগণ, এই প্রকারে (অন্তরে ও বাহিরে সমান এবং নীরাগ চিত্ত হইয়া, জীবিত কিম্বা মরণ-বিষয়ে নিন্দা, বা আনন্দ প্রকাশ করেন না;—অর্থাৎ তাঁহাদের পক্ষে জীবিত ও মরণাবস্থা উভয়ই সমান। ২। নারায়ণের ভুজ সকল যেরূপ চমৎকার ও (সমশক্তিবিশিষ্ট,) তাঁহারা সেইরূপ অলক্ষ্য —অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্তুতে চমৎকৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং সরলাকৃতি-বিশিষ্ট নম্রস্বভাবশালী তাঁহারা অপর মেরুর ন্যায়,অবস্থিতি করিয়া থাকেন। । ৩। সুরগণ যে রূপ স্বর্গে বিহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেইরূপ বনখণ্ডে, দ্বীপে, নগরে এবং দেবতাগণের বিহারযোগ্য উৎকৃষ্ট উপবনে (মনের ইচ্ছায়) বিহার করিয়া থাকেন। ৪। (কখনও কখনও) সমীরণ সহযোগান্দোলিত কুসুম-পূর্ণ বিচিত্র বনশ্রেণী, এবং গিরিশিখরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৫। (তাঁহারা কখনও) বিপক্ষদলকে বিজিত করিয়া চামরচ্ছত্রবিশিষ্ট রাজত্ব ভোগ করিয়া

চক্রু র্বিজিতশক্রেণি চামরচ্ছত্রবন্তি চ।
বিচিত্রার্থাণি রাজ্যানি চিত্রাচারময়ানি চ। ৬।
অনুজগ্মু রিমান্ সর্ব্বান্ নানাচারবিচেষ্টিতান্।
শ্রুতিস্মৃত্যাদিতারম্ভামিতিকর্ত্তব্যতামিতি। ৭।
ঈদৃশী রমণীয়েষু ললনাহাস্যহারিষু।
বিহারাহাররম্যেষু ভোগাভোগেষু ভূষিতাঃ। ৮।
বিবিশুশ্চারুচূতাসু মন্দারবলিতাসু চ।
অপ্সরোগীতপূর্ণাসু নন্দনোদ্যানভূমিষু। ৯।
সচরাচরভূতেষু বিশ্রান্তাখিলজন্তুষু।
যজ্ঞক্রিয়াকলাপেষু গার্হস্থ্যেষু যথাক্রমং। ১০।
তস্থূঃ পরুষচিত্তাসু হৃতবিত্তোদ্ধতাসু চ।
সংরক্ষক্ষোভরৌদ্রীষু সর্ব্বাসু দ্বন্দ্বরীতিষু। ১১।

থাকেন এবং (অধিকৃত লোকদিগকে) বিবিধ অর্থ—অর্থাৎ ত্রিবর্গ প্রদান করিয়া, তাহাদিগকে সুন্দর আচারপরম্পরায় সুশিক্ষিত করেন। ৬। বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকে, তাঁহারা সদাচার-সম্মত সেই প্রকার নানা প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। ৭। যাহা ললনা-জনের হাস্য হরণ করিয়া থাকে,—অর্থাৎ যাহা স্ত্রীলোকদিগের মন নয়নকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে, এই প্রকার সেই সকল আহার ও বিহারে রমণীয় ভোগাভোগে ভূষিত হইয়া, । ৮। তাঁহারা, মন্দার ও মনোহর চূত বৃক্ষে সুশোভিত, অপ্সরাদিগের গীতসম্মিলিত, নন্দনোদ্যানে বিহার করিয়া থাকেন। । ৯। যেরূপ সকল প্রাণী—(মনুষ্য,) যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া সুখানুভব করে, যেরূপ সাধারণ লোকে গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাঁহারাও সেইরূপ অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। ১০।

যেরূপ সাধারণ ব্যক্তির সম্পত্তি (বলবান্) বিপক্ষে হস্তগত করিলে, তাহা-দের অন্তঃকরণ অসহ্য ক্লেশ অনুভব করে, এবং তাহারা যেরূপ আপনাদের

মনস্তেষাং তু নীরাগমনুপাধি গতভ্রমং।
অসক্তং মুক্তমাশান্তং পরং সত্বপদং গতং। ১২।
ন মমজ্জুঃ কচিদপি সঙ্কটেষু মহৎস্বপি।
মহদপ্যুপযাতেষু কুলশৈলাঃ সরস্বিব। ১৩।
নোল্ললাস বিলাসিন্যা শ্রিয়া পরমকান্তয়া।
পরিপূর্ণেন্দুলক্ষ্যেব জলরাশী রঘূদ্বহ। ১৪।
ন মম্লৌ দুঃখশোকেন গ্রীষ্মেণেব বনস্থলং।
জহর্ষ চ ন ভোগৌঘৈরবশ্যায়ৈরিবৌষধী। ১৫।
তে হি কেবলমব্যগ্রাঃ কুর্ব্বন্তঃ কামমঞ্জরীঃ।
ইষ্টানিষ্টফলং রাম নাভিলেষুর্ন তত্যজুঃ। ১৬।

রক্ষা-বিষয়ে (কোনও উপায় না দেখিয়া) ক্ষোভে ও রোষে আপ্লুত হইয়া (বিষম) বিপদে পতিত হইয়া থাকে, তাঁহারাও সেইরূপ হইয়া থাকেন। ১১। কিন্তু (এরূপ হইলেও) তাঁহাদের অন্তঃকরণ অনুরাগবিহীন, উপাধিভ্রমশূন্য, আসক্তি-বিহীন, সম্যক্‌প্রকারে শান্ত, মুক্ত সত্বপদ,—ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করে না। ১২। যেরূপ হিমালয় সদৃশ সারবান্ পর্ব্বত কখনও সুদীর্ঘ সরোবর-সলিলে মগ্ন হয় না, সেইরূপ তাঁহারা কখনও মহৎ সঙ্কটে পতিত হন না। । ১৩। হে রামচন্দ্র! পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণাবস্থা দর্শনে জলরাশির অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ অতিশয় কমনীয় বিলাসশ্রী দর্শনে তাঁহাদের অন্তঃ-করণ উল্লাসিত হয় না। ১৪। যেরূপ নিদাঘ-তাপে বনস্থল মলিনভাব ধারণ করে না, তাহার ন্যায় দুঃখ শোকে তাঁহাদের অন্তর ম্লান-মূর্ত্তি ধারণ করে না। ওষধি যেরূপ শিশির সম্পাতে প্রফুল্লিত হয় না, সেইরূপ নানাবিধ সুখ সম্ভোগেও তাঁহারা আনন্দিত হন না। ১৫। তাঁহারা কেবল কর্ত্তৃত্বাভি-মান-বিরহিত হইয়া—অর্থাৎ আমরা কোনও কার্য্যের কর্ত্তা নহি, এইরূপ জ্ঞান করিয়া, কামাদি অনুভব করিয়া থাকেন মাত্র; বাস্তবিক, ইষ্ট এবং অনিষ্টজনক ফললাভে তাঁহাদের অভিলাষ হয় না, এবং তাঁহারা তাহা ত্যাগ

নোদগুঃ কার্য্যসংপত্তাবাক্রান্তা নান্তমাযযুঃ।
উৎহৃষুর্ন সুখপ্রাপ্তৌ মগ্ন নৈব চ সংকটে। ১৭।
মুমুহুর্ন বিমোহেষু ন মমজ্জু বিপৎক্রমৈঃ।
ন জহৃষুঃ শুভৈঃ শোকৈরুরুদুর্ন ভবানিব। ১৮।
প্রাকৃতাচারসংপ্রাপ্তে কুর্ব্বন্তঃ কর্ম্ম কেবলং।
স্থিতা বিগতসংরম্ভমপরা ইব মেরবঃ। ১৯।
তাং ত্বং দৃষ্টিমবষ্টভ্য রাঘবাঘবিনাশিনীং।
অনহংকৃত্যহঙ্কারো বিহরস্ব যথাক্রমং। ২০।
যথাভূতামিমামেব পশ্যন্ সর্গপরম্পরাং।
মেরুস্থিতোব্ধিগম্ভীরঃ সম মাস্ব গতভ্রমঃ। ২১।

করেন না। ১৬। তাঁহারা (অনিত্য) সুখভোগে সন্তুষ্ট হন না, এবং সঙ্কটে আক্রান্ত হইলে মলিনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন না; তাঁহারা শত্রুজয়াদি কার্য্যে উৎকর্ষতা প্রার্থনা করেন না, এবং বৈরিদলাক্রান্ত হইলেও তাঁহাদের বিষাদ, প্রকাশ পায় না। ১৭। মোহের অধীন হইয়া তাঁহারা মুগ্ধ, এবং বিপদ-পরম্পরায় পতিত হইয়াও তাহাতে মগ্ন হন না; তাঁহারা তোমার ন্যায় উৎসবাদি শুভ কার্য্যে হর্ষচিহ্ন ধারণ, এবং শোকাচ্ছন্ন হইয়া রোদন করেন না। । ১৮। তাঁহারা কেবল বর্ণাচার ধর্ম্মকে মান্য করিয়া কার্য্য করিতে হয় বলিয়া, যোগ্য সময়ে কার্য্য করিয়া থাকেন এবং অপর সময়ে কর্ম্মবিহীন (সুতরাং স্থির হইয়া) অপর মেরুর ন্যায় অবস্থিতি করেন। ১৯।

হে রাঘব! তুমি যথাক্রমে পাপবিনাশিনী সেই দৃষ্টির অধীন হইয়া শুদ্ধচিন্মাত্র ব্রহ্মে বুদ্ধি সমর্পণ পূর্ব্বক বিহার করিতে থাক। ২০। এই সৃষ্টি-পরম্পরা যেরূপে অবস্থিত, তাহা দেখিয়া মেরুর ন্যায় সারবান্ এবং সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হইয়া আপনার ভ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে থাক। ২১।

চিন্মাত্রং সর্ব্বমেবেদমিত্থমাভাসতাং গতং।
নেহ সত্যমসত্যং বা ক্বচিদস্তি ন কিঞ্চন। ২২।
মহত্তামলমালম্ব্য ত্যক্ত্বেদমবহেলয়া।
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র ভব ভব্য ভবক্ষয়ী। ২৩।
কিং রোদিষি ঘনোদ্বেগং মূঢ়বচ্চানুশোচসি।
ভ্রমস্যুদ্ভ্রান্তচিত্তশ্চ সৌম্যাবর্ত্তে তৃণং যথা। ২৪।

শ্রীরাম উবাচ।

অহো নু ভগবন্ নূনং সম্যগ্জাতমলক্ষয়ঃ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রবুদ্ধোস্মি সূর্য্যসঙ্গাদিবাম্বুজং। ২৫।
ভ্রান্তিরস্তং গতা নূনং মিহিকা শরদীব মে।
সংশান্তাখিলসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব। ২৬।

এই সংসারে অন্য কিছু সত্য, বা অসত্য নাই, (জ্ঞানিও) কেবল চিন্মাত্র ব্রহ্ম সকল পদার্থে আভাসস্বরূপে প্রকাশিত আছেন। ২২। (হে রামচন্দ্র!) তুমি অবলীলাক্রমে এই জগতের অনিত্যতা পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বত্রে পুনর্জ্জন্ম-বিধারিনী আসক্তিবিহীন বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভব্যরূপে বিহার করিতে থাক। ২৩। হে সৌম্য! যেরূপ আবর্ত্তমধ্যে তৃণ নিপতিত হইলে, তাহা অনবরত ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকে, তুমি সেইরূপ উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া, ভ্রমণ করিতেছ কেন? (এবং) মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় নিরন্তর উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়া, তোমার রোদন ও শোক প্রকাশ করিবার কারণ কি?। ২৪। শ্রীরাম কহিলেন;—হে ভগবন্! যেরূপ দিনমণির উদয়ে পদ্মিনী প্রফুল্ল হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার অনুগ্রহবলে আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি; নিশ্চয়ই আমার অন্তঃকরণের মালিন্য সকল সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ২৫। যেরূপ শরৎসমাগমে শিশির সকল নষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমার মনের ভ্রম সকল নিশ্চয়ই অস্তগত হইয়াছে; সমস্ত সন্দেহ আমার অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত

ব্যপগতমদমোহোমান মাৎসর্য্যমুক্ত-
শ্চিরতর মুদিতাত্মা শান্তশোকশ্চিরেণ।
পুনরসুখমগচ্ছম্ স্বচ্ছয়ৈকান্তবুদ্ধ্যা
যদিহ বদসি সাধো তৎ করিষ্যে বিশঙ্কং। ২৭।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে জীবন্মুক্তসংশয়নিরূপণং
নাম সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।*।৩৭।*।

হইয়াছে, আমি (স্বীকার করিতেছি, এখন হইতে) আপনার (উপদেশানু-যায়ী) কার্য্য করিতে থাকিব। ২৬। হে সাধো! (যদিও) আমি দীর্ঘকালের পর মদ, মোহ, অভিমান ও মাৎসর্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া, শোক শান্তিপূর্ব্বক অন্তঃকরণে সন্তোষ লাভ করিয়াছি; (কিন্তু পাছে) আমাকে পুনর্ব্বার অসুখ —(মায়াদির হস্তে) নিপতিত হইতে হয়, (এজন্য বলিতেছি যে, এখন হইতে) আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, আমি শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ম্মল ঐকান্তিক বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৎপ্রতিপালনে যত্নবান্ হইব। ২৭।

শ্রীরাম উবাচ।

সম্যগ্‌জ্ঞানবিলাসেন বাসনাবিলয়োদয়ে।
জীবন্মুক্তপদে ব্রহ্মন্ নূনং বিশ্রান্তবানহং। ১।
প্রাণস্পন্দনিরোধেন বাসনাবিলয়োদয়ে।
জীবন্মুক্তপদে ব্রহ্মন্ বদ বিশ্রম্যতে কথং। ২।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

সংসারোত্তরণে যুক্তির্যোগশব্দেন কথ্যতে।
তাং বিদ্ধি দ্বিপ্রকারাং ত্বং চিত্তোপশমধর্ম্মিণীং। ৩।
আত্মজ্ঞানং প্রকারোস্যা একঃ প্রকটিতো ভুবি।
দ্বিতীয়ঃ প্রাণসংরোধঃ শৃণু যোহয়ং ময়োচ্যতে। ৪।

শ্রীরাম উবাচ।

সুলভত্বাদদুঃখত্বাৎ কতরঃ শোভনোনয়োঃ।
যেনাবগতমাত্রেণ ভূয়ঃ ক্ষোভো ন বাধতে। ৫।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে ব্রহ্মন্! যে জীবন্মুক্তপদে বাসনার লয় ও উদয় ঘটিয়া থাকে, সম্যক্ প্রকারে জ্ঞানোদয় হওয়াতে আমি নিশ্চয়ই তাহাতে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি। ১। হে ব্রহ্মন্! প্রাণের স্পন্দন রোধ দ্বারা যে জীবন্মুক্ত পদে বাসনার উদয় ও লয় ঘটিয়া থাকে, তাহাতে কিরূপে বিশ্রান্তি লাভ করা যায়, (তাহা আমাকে) বলিয়া দিউন। ২। বশিষ্ঠ কহিলেন;—(পণ্ডিতেরা) সংসারোত্তরণের যুক্তিকেই যোগ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন; ঐ যোগ দুই প্রকার, এবং উহা দ্বারা চিত্তের শান্তি ঘটিয়া থাকে। ৩। আত্ম—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, ইহার প্রথম প্রকার। ইহা সংসারে প্রকটিত রহিয়াছে; প্রাণসংরোধ দ্বিতীয় প্রকার; আমি ইহারই বিষয় বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৪। শ্রীরাম কহিলেন;—প্রাণসংরোধ ও আত্মজ্ঞান এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি শোভন, সুলভ, ও সুখকর; (আমাকে জানাইয়া দিউন। কারণ) জানিতে পারিলে, পুনর্ব্বার মনঃক্ষোভে আমাকে আক্রান্ত হইতে হইবে না।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

প্রকারৌ দ্বাবপি প্রোক্তৌ যোগশব্দেন যদ্যপি।
তথাপি রূঢ়িমায়াতঃ প্রাণযুক্তাবসৌ ভৃশং। ৬।
একোযোগস্তথাজ্ঞানং সংসারোত্তরণক্রমে।
সমাবুপায়ৌ দ্বাবেব প্রোক্তাবেকফলপ্রদৌ। ৭।
অসাধ্যঃ কস্যচিদ্যোগঃ কস্যচিজ্ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
মমত্বভিমতঃ সাধো সুসাধ্যোজ্ঞাননিশ্চয়ঃ। ৮।
অজ্ঞানং পুনরজ্ঞাতং স্বপ্নেষ্বপি ন তদ্ভবেৎ।
জ্ঞানং সর্ব্বাস্ববস্থাসু নিত্যমেব প্রবর্ত্ততে। ৯।
ধারণাসনদেশাদিসাধ্যত্বেন সুসাধ্যতাং।
নায়াতি যোগাদ্যথবা বিকল্পোনৈব শোভনঃ। ১০।

।৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—আমি যদিও তোমার নিকটে যোগের কথা লইয়া যে দুই প্রকার বিভাগের কথা বলিয়াছি, (কিন্তু জানিও) ঐ যোগ, রূঢ়তা—অর্থাৎ অর্থপ্রসিদ্ধতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণনিরোধ কার্য্যে সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে;—অর্থাৎ প্রাণরোধ-ব্যতিরেকে যোগ হইতে পারে না। ৬। সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইবার পক্ষে যোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান এই দুইটিই যে তুল্য-ফল-প্রদ এবং সমোপায়, ইহা আমি তোমার নিকটে(পূর্ব্বে) বলিয়াছি। ।৭। কাহারও পক্ষে (এই) যোগ অসাধ্য, এবং কেহ বা ব্রহ্মজ্ঞানকে (সহজ) উপায় বলিয়া অবধারণ করেন; হে সাধো! জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মনিশ্চয় করাকেই আমি সুসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করি, এবং ইহাই আমার অভিমত। ।৮। (কারণ) অজ্ঞতা বারংবারই অজ্ঞাতাবস্থায় থাকে;—অর্থাৎ জ্ঞানোদয় ব্যতিরেকে অজ্ঞান বিধ্বংস হয় না। সুতরাং স্বপ্নাবস্থাতেও উহার ক্ষমতা প্রকাশ পায় না; কিন্তু জ্ঞান, সকল অবস্থাতেই নিত্যকাল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৯। যোগ,ধারণা—(অর্থাৎ কণ্ঠ, তালুমূল,ভ্রূমধ্যাদি স্থিরীকরণ,) আসন—(অর্থাৎ শর্করা, বহ্নি ও বালুকাদি বিবর্জ্জিত স্থানে) উপবেশন, এবং দেশ-কালাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা সুসাধ্যতা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং ইহার অনু-

দ্বাবেব কিল শাস্ত্রোক্তৌ জ্ঞানযোগৌ রঘূদ্বহ।
তত্রোক্তং ভবতে জ্ঞানমন্তস্থং জ্ঞেয়নির্ম্মলং। ১১।
প্রাণাপানতয়া রূঢ়ো দৃঢ়দেহগুহাশয়ঃ।
অনন্তসিদ্ধিদঃ সাধো যোগোয়ং বুদ্ধিদঃ শৃণু। ১২।
মুখানিলস্ফুরণনিরোধসংভব-
স্থিতিং গতোনৃপস্থত চেতসাক্ষয়ে।
সমাহিতস্থিতিরিহ যোগযুক্তিতঃ
পরে পদে পগলিতগীর্নিবৎস্যসি। ১৩।
ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে জ্ঞানবিচারযোগোপদেশো
নাম অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ। * । ৩৮। * ।

ষ্ঠান সহজ ব্যাপার নহে। ১০। হে রঘূদ্বহ! আমি তোমাকে শাস্ত্রোক্ত দুইটি জ্ঞানযোগের কথা বলিয়াছি, (এবং ইহার মধ্যে যে জ্ঞানটি নির্ম্মল) এবং অন্তরস্থ জ্ঞেয় পদার্থের সহিত যাহার সমবায় আছে; তাহাও তোমাকে বলিতে ত্রুটি করি নাই। ১১। (তুমি) শ্রবণ কর, এই যোগ, প্রাণ এবং অপানের সমতা প্রযুক্ত প্রসিদ্ধিতা লাভ করিয়াছে এবং (ইহার অভ্যাস করিতে হইলে) দেহকে দৃঢ়, ও অভিপ্রায়কে গূঢ় করিতে হয়; হে সাধো! (যদি তাহা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে) উহা দ্বারা (সিদ্ধ-কামীদিগের অনন্ত সিদ্ধি লাভ, এবং (জ্ঞানীদিগের) বুদ্ধিশক্তির উন্মেষণ ঘটিয়া থাকে। ১২। হে রাজনন্দন! তুমি মনঃস্থির করিয়া মুখানিল স্ফুরণ—অর্থাৎ প্রাণস্পন্দন নিরোধ পূর্ব্বক যদি অবস্থিতি করিতে পার, তাহা হইলে তুমি নির্বাক্ হইয়া যোগাভ্যাসবলে অক্ষয় পরম পদ আশ্রয় করিতে পারিবে। ১৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্তি তাবদনন্তস্য তস্য কচিদয়ং কিল।
জগদ্রূপঃ পরিস্পন্দো মৃগতৃষ্ণা মরাবিব। ১।
তত্র কারণতাং যাতো ব্রহ্মা কমলসংভবঃ।
স্থিতঃ পিতামহত্বেন সৃষ্টভূতভরভ্রমঃ। ২।
তস্যাহং মানসঃ পুত্রো বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠচেষ্টিতঃ।
ঋক্ষচক্রে ধ্রুবধ্বতে নিবসামি যুগং প্রতি। ৩।
সোহং কদাচিদাস্থানে স্বর্গে তিষ্ঠচ্ছতক্রতোঃ।
শ্রুতবান্নারদাদিভ্যঃ কথাং সুচিরজীবিনাং। ৪।
কথাপ্রসঙ্গে কস্মিংশ্চিদথ তত্রাভ্যুবাচ হ।
শাতাতপো নাম মুনির্ম্মৌনী মানী মহামতিঃ। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—যেরূপ মরু প্রদেশে মৃগতৃষ্ণিকার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে,—অর্থাৎ মরুদেশে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া যেরূপ জল-ভ্রমের সৃষ্টি সঙ্ঘটন করে, তাহার ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মের (প্রাদুর্ভাবে) এই সংসার স্পন্দন প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১। কমলযোনি ব্রহ্মা, পিতামহ-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, সেই সংসার-সৃষ্ট জীব সমূহের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক সংসারের কারণ-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। ২। আমি, তাঁহারই মানসপুত্র; আমার চেষ্টা শ্রেষ্ঠ,—অর্থাৎ অপ্রাকৃত; আমি সপ্তর্ষি লোকে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রতিযুগ—মন্বন্তরাদি অবলোকন করিয়া থাকি। ৩। আমি কোনও সময়ে স্বর্গে শত-ক্রতুর সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া নারদাদি ঋষিদিগের মুখ হইতে অনেকানেক দীর্ঘজীবী মহাপুরুষদিগের কথা শ্রবণ করি। ৪। মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, মাননীয়, মৌনব্রতাবলম্বী শাতাতপ মুনি, কথাপ্রসঙ্গে এই কথা বলিতে থাকেন। ৫। সুমেরুর ঈশান কোণে পদ্মরাগময় শৃঙ্গে চুত নামে

মেরোরীশানকোণস্থে পদ্মরাগময়ে দিবি।
অস্তি কল্পতরুঃ শ্রীমান্ শৃঙ্গে চুত ইতি শ্রুতঃ। ৬।
তস্য কল্পতরোর্মূর্দ্ধ্নি দক্ষিণস্কন্ধকোটরে।
কলধৌতলতাপ্রোতে বিদ্যতে বিহগালয়ঃ। ৭।
তস্মিন্নিবসতি শ্রীমান্ ভুশুণ্ডো নাম বায়সঃ।
বীতরাগো বৃহৎকোশে ব্রহ্মেব নিজপঙ্কজে। ৮।
স যথা জগতাং কোশে জীবতীহ সুরাশ্চিরং।
চিরংজীবী তথা স্বর্গে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। ৯।
স দীর্ঘায়ুঃ স নীরাগঃ স শ্রীমান্ স মহামতিঃ।
স বিশ্রান্তমতিঃ শান্তঃ স কান্তঃ কালকোবিদঃ। ১০।
স যথা জীবতি খগস্তথেহ যদি জীব্যতে।
তদ্ভবেৎ জীবিতং পুণ্যং দীর্ঘং চোদয়মেব চ। ১১।
ইতি তেন ভুশুণ্ডোসৌ ভূয়ঃ পৃষ্টেন বর্ণিতঃ।
যথাবদেব দেবানাং সভায়াং সত্যমুক্তবান্। ১২।

প্রসিদ্ধ কল্পতরু, শূন্য দেশে বিদ্যমান আছে। ৬। তাহার দক্ষিণ স্কন্ধের শীর্ষদেশস্থিত কোটরে পক্ষিগণ কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করে; ঐ সকল কুলায় সুবর্ণময়ী কল্পলতিকা দ্বারা সুরচিত। ৭। কমলযোনি যেরূপ কমলদলে আসীন থাকেন, তাহার ন্যায় শ্রীমান্ ভুশুণ্ডনামা বায়স, সেই সুবৃহৎ কুলায় মধ্যে বাসনাবিহীন হইয়া বাস করিয়া থাকে।৮। এই সংসারে সে যেরূপ দীর্ঘজীবী, সেরূপ দীর্ঘজীবন স্বর্গে কাহারও ঘটে নাই ও ঘটিবে না।৯। সেই বায়স, দীর্ঘজীবী, বিষয়বাসনাবিহীন, শ্রীমান্, মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, স্থিরমতি,শান্ত এবং ত্রিকালদর্শী।১০। ভুশুণ্ড যেরূপ দীর্ঘজীবী, যদি এখানে (থাকিয়া) কেহ এরূপ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার জীবন পবিত্র হইয়া থাকে; অতএব, বিস্তারক্রমে (আমাকে ভুশুণ্ড-বৃত্তান্ত জানাইয়া দেও)।১১। আমি বার বার এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, মুনিবর শাতাতপ দেবতাগণের

কথাবসরসংশান্তাবথ যাতে সুরব্রজে।
ভুশুণ্ডং বিহগং দ্রষ্টুমহং যাতঃ কুতূহলাৎ। ১৩।
ভুশুণ্ডঃ সংস্থিতোযত্র মেরোঃ শৃঙ্গং তদুত্তমং।
সংপ্রাপ্তবান্ ক্ষণেনাহং পদ্মরাগময়ং বৃহৎ। ১৪।
রত্নগৈরিককান্তেন তেজসা বহ্নিবর্চ্চসা।
মধ্বাসবরসেনেব রঞ্জয়ৎ কুকুভাং গণং। ১৫।
কল্পান্তজ্বলনোজ্জ্বালাপিণ্ডাদ্রিমিব সংচিতং।
ইন্দ্রনীলশিখাধূমমালোকারুণিতাম্বরং। ১৬।
সর্ব্বেষামেব রাগাণাং রাশিমদ্রাবিব স্থিতং।
সর্ব্বসন্ধ্যাভ্রজালানাং ঘনমেকমিবাকরং। ১৭।
সুমেরুবনদেব্যেব নবালক্তকরঞ্জিতং।
লীলয়া দাতুমিন্দুং খে নীতং হস্তশিখাঙ্গুলিং। ১৮।

সভাতে সমস্ত সত্য বর্ণনা করিলেন। ১২। দেবগণের উপাখ্যান শ্রবণ নিবৃত্তি পাইলে পর, আমি কৌতূহল প্রযুক্ত ভুশুণ্ড-দর্শনোদ্দেশে গমন করিলাম। ১৩। ক্ষণকালের মধ্যে সুমেরুর পদ্মরাগময় যে মহান্ উৎকৃষ্ট শৃঙ্গে ভুশুণ্ডের অবস্থিতি, সেইখানে উপস্থিত হইলাম। ১৪। দেখিলাম, মেরুশৃঙ্গ, বহ্নিতেজের ন্যায় দীপ্তিমান্ রত্ন ও গৈরিকাদির কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে; বোধ হইল, মধুজাত মদ্যরস দ্বারাই যেন দিঙ্মণ্ডলকে লোহিত বর্ণ করা হইয়াছে। । ১৫। প্রলয়ানল হইতে শিখা সকল উদ্ভূত হইলে তাহার সমবায়কে যেরূপ দেখায়, তখন মেরুকে সেইরূপ শোভাসম্পন্ন দেখিলাম; বোধ হইল যেন, ইন্দ্র-নীল-প্রভা ঊর্দ্ধে প্রসৃত হওয়াতে অন্ধকার দূরীভূত ও অম্বর অরুণিত হইয়াছে। ১৬। মেরুর লোহিত বর্ণ দেখিয়া বোধ হইল যেন, সকল প্রকার রঞ্জিত দ্রব্যরাশির একত্র সমাবেশই তাহার এরূপ হইবার কারণ। ১৭। অথবা সুমেরুরূপ বনদেবী, ক্রীড়াচ্ছলে চন্দ্র ধরিবার জন্য আকাশে কর প্রসারণ করাতে তাঁহার অলক্তকময় অঙ্গুলিবিক্ষেপে এরূপ রক্তবর্ণ দৃষ্টি

জ্বালাভিরিব মালাভিররুণাভিঃ পয়োমুখং।
খং গন্তুমিব সম্পন্দং শৈলস্থমিব বাড়বং। ১৯।
তারাঃ স্প্রষ্টুমিবাকাশমঙ্গুলীভিরিব ত্রিভিঃ।
কচদংশুনখাগ্রাভিঃ পরিচুম্বদিবোন্নতং। ২০।
গর্জ্জজ্জীমূতমুরজং ভূভৃতানাং তু মণ্ডপং।
হসংকুসুমগুচ্ছাঢ্যং ধ্বনৎষট্পদপেটকং। ২১।
দন্ততালদলাবল্ল্যা পরিহাসাদিব স্ফুরৎ।
দোলালোলাপ্সরোবৃন্দমুদারমদমন্মথং। ২২।
শিলাবিশ্রান্তবিবুধমিথুনাশ্রিতকন্দরং।
বরাম্বরাজিনং শুভ্রগঙ্গাযজ্ঞোপবীতিচ। ২৩।

হইয়াছে। ১৮। কিংবা, শৈলস্থ বাড়ব—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় যজ্ঞাগ্নির মালার ন্যায় গ্রথিত অরুণ বর্ণ শিখা সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া, অন্তরীক্ষে গমন করিবার জন্য চঞ্চল হইতেছে। ১৯। নয়ত, গিরি আপনার তিনটি শৃঙ্গরূপ অঙ্গুলির অগ্রভাগ সমূহে রত্ন সকল পরিধান করিয়া, তারাদিগকে সংখ্যা করিবার জন্য যেন আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ২০। মেরুস্থিত মেঘ-গর্জ্জন মুরজ বাদ্যের কার্য্য করে; এ স্থান বনলক্ষ্মীদিগের নৃত্যমণ্ডপ; ভ্রমরেরা সর্ব্বদা এখানে গুঞ্জন করিয়া থাকে, এবং কুসুম স্তবক প্রস্ফুটিত হইয়া সতত সুন্দর হাস্য করিয়া থাকে। ২১। এখানকার তালপত্রদিগকে দেখিলে বোধ হয়. যেন তাহারা দশন বিস্তার করিয়া হাস্য করিতেছে; এখানকার চঞ্চলস্বভাব অপ্সরগণ (সতত) অতিশয় মত্ততা ও মদনোৎসবে মত্ত হইয়া থাকে। ২২। সুরমিথুন সকল এখানকার প্রস্তরে উপবিষ্ট হইয়া, শ্রান্তি লাভ করে, এবং পর্ব্বত-গুহাশ্রয় করিয়া থাকে; এখানে শুভ্র গঙ্গা প্রবাহিত হওয়াতে উহা দিব্য অম্বর-রূপ-অজিনধারী সুরগণের যজ্ঞোপবীতের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। ২৩। এখানে

তাপসং পিঙ্গলমিব বেণুদণ্ডধরং স্থিতং।
গঙ্গানির্ঝরনিহ্রাদিলতাগৃহগতামরং। ২৪।
গন্ধর্ব্বগীতসুভগমামোদমধুরানিলং।
ফুল্লহেমাম্বুজোত্তংসং তারারত্নবিভূষিতং। ২৫।
সিতহরিতপীতপাটলধবলৈ
বনকুসুমরাশি নবরঙ্গৈঃ।
দিবি বিহিতামলচিত্রং
লীলাচলমমরযুবতিবর্গস্য। ২৬।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে ভুশুণ্ডোপাখ্যানে
মেরুশিখরবর্ণনং নাম ঊনচত্বারিংশঃ
সর্গঃ। *। ৩৯। *।

বেণুদণ্ডের আতিশয্য থাকাতে মেরুশৃঙ্গ, বেণুদণ্ডধারী পিঙ্গলবর্ণ তপস্বীর ন্যায় বোধ হইয়া থাকে; অমরগণ, গঙ্গার নির্ঝর দ্বারা সুশোভিত লতাগৃহে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ২৪। গন্ধর্ব্বগণ, এখানে (সতত) ললিত সঙ্গীতামোদ করিয়া থাকে; মধুর বায়ু এখানে সর্ব্বদা প্রবাহিত; স্বর্ণপদ্ম সর্ব্বদা প্রফুল্লিত থাকাতে গিরিশৃঙ্গ উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও তারারূপ রত্ন পরিধানে সুশোভিত হইয়া থাকে। ২৫। এখানকার শ্বেত, পীত, হরিৎ, পাটল প্রভৃতি বনকুসুমদিগের অভিনব বর্ণবিন্যাস দ্বারা আকাশে বিমল বিচিত্রতা উৎপন্ন হইয়া, অমর-নারীদিগের লীলাচল শোভা পাইয়া থাকে। ২৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

কুসুমাপূর্ণকল্পাভ্রকুন্তলে তস্য মূর্দ্ধনি।
কল্পাঙ্গমহমদ্রাক্ষং শাখাচক্রমিব স্থিতং। ১।
পুষ্পরেণ্বভ্রবলিতং রত্নস্তবকদন্তুরং।
উৎসেধনির্জিতাকাশং শৃঙ্গে শৃঙ্গমিবার্পিতং। ২।
স্কন্ধেষু কিন্নরীগীতদ্বিগুণভ্রমরস্বনং।
দোলালোলাপ্সরোলোকদ্বিগুণীকৃতপল্লবং। ৩।
চন্দ্রবিম্বসমাশ্লেষদ্বিগুণাঙ্গবৃহৎ ফলং।
মূলসংলীনকল্পাভ্রদ্বিগুণীকৃতপর্ব্বকং। ৪।
সুরসংবলিতস্কন্ধং পত্রবিশ্রান্তকিন্নরং।
নিকুঞ্জকুঞ্জজীমূতং কচ্ছসুপ্তসুরাদিকং। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—আমি দেখিলাম, পর্ব্বতের শিখরদেশে কল্পতরু শাখা-চক্রের ন্যায় স্থিতি করিতেছে; তাহার কুসুমরাশি বিকসিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, গিরিশৃঙ্গ মেঘের ন্যায় কেশকলাপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ১। ঐ বৃক্ষ, জলদ-সদৃশ পুষ্প-রেণু দ্বারা সুশোভিত এবং রত্ন-সমূহ ধারণ করাতে অতিশয় শোভাবিশিষ্ট, উহার উচ্চতা এত দূর, বোধ হয় যেন, আপনাকে পরাস্ত করিয়া শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংযোজিত রহিয়াছে। ২। স্কন্ধদেশবাসিনী কিন্নরী-দিগের গীতোচ্চারণে বোধ হইতেছে যেন, ভ্রমরগুঞ্জন দ্বিগুণিত হইয়াছে, অস্থিরস্বভাব অপ্সরাদিগের (কর-পদ-পল্লব দ্বারা বোধ হয়) বৃক্ষপল্লব দ্বিগুণীকৃত হইয়াছে। ৩। (অতিশয় ঔন্নত্য প্রযুক্ত) চন্দ্রবিম্বসমাশ্লেষ—অর্থাৎ অমৃতপান হেতু উহার অঙ্গ দ্বিগুণ ও ফল সকল, বৃহৎপরিমাণবিশিষ্ট হইয়াছে, মূল-দেশে কল্পান্তকালের ন্যায় মেঘ সকল সন্নিবেশিত থাকাতে উহার পর্ব্ব, অর্থাৎ গ্রন্থি সকল যেন দ্বিগুণিত হইয়াছে। ৪। দেবগণ স্কন্ধদেশে আশ্রয় লইয়াছেন; পত্রাগ্রে কিন্নর সকল বাস করিতেছে; নিকুঞ্জপ্রদেশ মেঘদিগের আশ্রয়-স্থান হইয়াছে; কচ্ছদেশে সুরগণ প্রসুপ্ত রহিয়াছেন। ৫। (এইরূপে) সুর, কিন্নর,

সুরকিন্নরগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরবরান্বিতং।
জগজ্জালমিবানন্তং দশাশাকাশপূরকং। ৬।
নীরন্ধ্রকলিকাজালং নীরন্ধ্রমৃদুপল্লবং।
নীরন্ধ্রবিকসৎপুষ্পং নীরন্ধ্রবনমালিতং। ৭।
সর্ব্বত্র কুসুমাপূরৈঃ সর্ব্বত্রফলপল্লবৈঃ।
সর্ব্বামোদরজঃপুঞ্জৈঃ পরং বৈচিত্র্যমাগতং। ৮।
তস্য কক্ষেষু কুঞ্জেষু লতাপত্রেষু সর্ব্বসু।
পুষ্পেষ্বালয়সংলীনান্ বিহগান্ দৃষ্টবানহং। ৯।
নিশানাথকলাখণ্ডমৃণালশকলৈর্ধিতান্।
অর্জ্জুনাম্ভোজিনীকন্দকবলান্ ব্রহ্মসারসান্। ১০।
ব্যোম্নৈব জাতনষ্টানাং মহতাং ব্যোমপক্ষিণাং।
বন্ধূনাবদ্ধনিলয়ান্ শরদভ্রসমাকৃতীন্। ১১।

গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ সেই কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন; উহা, দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া থাকাতে বোধ হয় যেন, অনন্ত নিখিল জগৎ (একত্র) বিরাজ করিতেছে। ৬। উহার কলিকাকলাপ এত দূর বিকাশ পাইয়াছে, এত দূর মৃদু পল্লবোদ্গম হইয়াছে, এত দূর কুসুমবিকাশ দাঁড়াইয়াছে, ও এত দূর বনশ্রেণীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে যে, উহার অবশিষ্ট স্থান দৃষ্ট হইতেছে না। ৭। (যে দিকে চাও,) সকল দিকেই বিকসিত কুসুম, সকল দিকেই ফল-পল্লব-বিকাশ, সকল দিকেই সৌরভ-বিস্তার, সুতরাং (দর্শনমাত্রে লোককে) অতিশয় বিস্মিত হইতে হয়। ৮। সেই বৃক্ষের কি কক্ষ—অর্থাৎ স্কন্ধদেশ, কি কুঞ্জ—অর্থাৎ লতাবৃত শাখাগ্র, কি লতা, কি পত্র, কি পুষ্প, সর্ব্বত্রই পক্ষী সকল আবাস রচনা করিয়া বাস করিতেছে, দেখিতে পাইলাম। ৯। প্রথমেই ব্রহ্মার বাহন সারস—অর্থাৎ হংসগণ (আমার নয়নপথে পতিত হইল;) ইহারা চন্দ্রকলাখণ্ডের ন্যায় মৃণালখণ্ড ভোজন দ্বারা বর্দ্ধিত; শ্বেতাম্ভোজের কন্দই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ১৭। যে সকল পক্ষীদিগের আকৃতি শরৎকালীন মেঘ-

বিরিঞ্চিহংসজানন্যানন্যানগ্নিশুকোদ্ভবান্ ।
কৌমারবর্হিজানন্যানন্যানম্বরপক্ষিজান্ । ১২ ।
কলবিঙ্কবলান্ গৃধ্রান্ কোকিলান্ ক্রৌঞ্চকুক্কুটান্ ।
ভাসচাষবলাকাদীন্ বহূনন্যাংশ্চ রাঘব । ১৩ ।
ভূতৌঘং জগতীবাহং দৃষ্টবাংস্তত্র পক্ষিণঃ । ১৪ ।
দক্ষিণস্কন্ধশাখায়াং স্থিতায়াং বৈ দবীয়সি ।
অথাহং দৃষ্টবান্ পুষ্টপত্রায়ামম্বরস্থিতঃ । ১৫ ।
কালে কাকোলবলয়ং মঞ্জরীজালমালিতং ।
লোকালোকাচলে রণ্যে কল্পাভ্রৌঘমিব স্থিতং । ১৬ ।

সদৃশ, যাহারা শূন্যে জন্মগ্রহণ করে ও শূন্যে মরিয়া থাকে,—অর্থাৎ ভূমিতে যাহারা কখনও অবতীর্ণ হয় না, যাহাদের শক্তি অসীম, ব্যোম-পক্ষী বলিয়া যাহারা বিখ্যাত, যাহারা ক্রীড়া করিবার জন্য অনেকে একত্রে অবস্থিতি করে ও পরস্পর সৌহৃদ্যে আবদ্ধ, তাহাদিগকে সেখানে কুলায় করিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিলাম। ১১। এইরূপ ব্রহ্মার বাহন হংস, অগ্নিশুকোদ্ভব, ময়ূর এবং অন্যান্য খেচরদিগেরও সেখানে অবস্থিতি দেখিলাম। ১২। হে রামচন্দ্র! সেখানে কোকিল, ক্রৌঞ্চ, কুক্কুট, গৃধ্র, কলবিঙ্ক, ভাস, নীলকণ্ঠ ও বক প্রভৃতি পক্ষীদিগের অসদ্ভাব নাই। ১৩। (অধিক কি বলিব,) জগতে যেরূপ অসংখ্য জীবের অবস্থিতি দেখিলাম, সেইরূপ সেই কল্পবৃক্ষে অসংখ্য পক্ষিগণ বাস করিয়া থাকে। ১৪। অনন্তর বিপুল-পত্র-বিশিষ্ট দূরস্থিত সেই বৃক্ষের (অন্তরালে) শূন্য প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া, (অনায়াসে সমস্তই) দেখিতে লাগিলাম। ১৫। এইরূপ বৃক্ষের দক্ষিণ শাখা দর্শনানন্তর কাকোল—অর্থাৎ দ্রোণকাকমণ্ডল দেখিতে পাইলাম; দেখিয়াই বোধ হইল যেন, বন-মধ্যে বৃক্ষমঞ্জরী বিকসিত হইয়াছে, অথবা লোকালোক পর্ব্বতে প্রলয়কালীন মেঘমালা সমুত্থিত হইয়াছে। ১৬। আমি, বিচিত্র কুসুমপূর্ণ বিবিধ সৌরভময়

তত্র পশ্যাম্যহং যাবদেকান্তে স্কন্ধকোটরে।
বিচিত্রকুসুমাস্তীর্ণে বিবিধামোদশালিনি। ১৭।
পুণ্যকৃদ্যোষিতাং স্বর্গে প্রিয়স্তবকবাসিতাঃ।
অপরিস্ফুভিতাকারাঃ সভায়াং বায়সাঃ স্থিতাঃ। ১৮।
বিভেদ্য মেঘাবাতেন সমেনেবাপসারিতাঃ।
তেষাং মধ্যে স্থিতঃ শ্রীমান্ ভুশুণ্ডঃ প্রোন্নতা কৃতিঃ। ১৯।
মধ্যে চ কাচখণ্ডানামিন্দুনীল ইবোন্নতঃ।
পরিপূর্ণমনা মানী সমঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ। ২০।
প্রাণস্পন্দাবধানেন নিত্যমন্তর্মুখঃ সুখী।
চিরজীবীতি বিখ্যাতশ্চিরজীবিতয়া তয়া। ২১।
জগদ্বিদিতদীর্ঘায়ুর্ভুশুণ্ড ইতি বিশ্রুতঃ।
যুগাগমাপায়দশাদর্শনপ্রৌঢ়মানসঃ। ২২।

সেই কল্পপাদপের স্কন্ধদেশস্থিত নির্জ্জন কোটরে (ক্রমশঃ) দেখিতে পাইলাম। ।১৭। যেরূপ সুকৃতি সঞ্চয় দ্বারা অপ্সরাদিগের স্বর্গবাস নিবন্ধন সুখভোগ ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই বৃক্ষ-কোটরে আপনাদিগের আত্মীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া (হর্ষবিষাদবিহীন, সুতরাং) স্থিরাকৃতি বায়সসমূহ উপবিষ্ট রহিয়াছে। ১৮। সাম্যভাবাপন্ন পবন, যেরূপ মেঘকে বিভেদ করিয়া অপসারিত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তাহারা যেন কোটরে অবস্থিতি করিতেছে; তাহাদের সকলের মধ্যে শ্রীমান্ ভুশুণ্ড, উন্নতাকারে অবস্থিতি করিতেছে। ১৯। যেরূপ কাচ-খণ্ডের মধ্যে থাকিলে উন্নত ইন্দ্রনীলের শোভা হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পূর্ণান্তঃকরণবিশিষ্ট, সমদর্শী, সর্ব্বজনমাননীয়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভুশুণ্ড শোভা পাইতেছে। ২০। সে, প্রাণ-স্পন্দ-রোধ এবং বাচংযমত্ব প্রযুক্ত নিত্যকাল সুখভোগ করিয়া থাকে, এবং চিরকাল বাঁচিয়া আছে বলিয়া চিরজীবী বলিয়া বিখ্যাত। ২১। ভুশুণ্ডের দীর্ঘ জীবন জগতে বিখ্যাত আছে; তাহার প্রৌঢ় মতি, সকল যুগেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব-

প্রতিকল্পঞ্চ গণয়ন্ খিন্নশ্চক্রপরম্পরাং।
জন্মনাং লোকপালানাং শর্ব্বশক্রমরুত্বতাং। ২৩
সংস্মর্ত্তা সমতীতানাং সুরাসুরমহীভৃতাং।
প্রসন্নগম্ভীরমনাঃ পেশলঃ স্নিগ্ধমুগ্ধবাক্। ২৪।
অব্যক্তবক্তা বিজ্ঞাতা নির্মমোনিরহঙ্কৃতিঃ।
সুহৃদ্বন্ধুস্তথামিত্রং মৃত্যুপুত্রোগুরুপ্রভুঃ।
সর্ব্বদা সর্ব্বথা সত্যং সর্ব্বং সর্ব্বস্য বস্তবে। ২৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ তস্যাহমপতং দীপ্যমানবপুঃ পুরঃ।
কিঞ্চিদ্বিক্ষোভিতসভঃ খান্নক্ষত্রমিবাচলে। ২৬।

দশা (সতত) দর্শন করিয়া থাকে। ২২। সে প্রতিকল্পে মহাদেব, ইন্দ্র ও অন্যান্য লোকপালদিগের জন্ম-পরম্পরা গণনা করিয়া, অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ২৩। দেব, দানব এবং যে সকল নৃপতিবর্গ অতীত হইয়াছে, সে, সে সকলই স্মৃতিপথে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে; তদীয় অন্তঃকরণ প্রসন্নতা ও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ; সে (যেরূপ) চতুর, (তাহার মুখ হইতে তদনুরূপ) মনোহর স্নিগ্ধ বাক্য সকল উচ্চারিত হইয়া থাকে। ২৪। সাধারণ বক্তাতে যে সকল সূক্ষ্মার্থ প্রকাশ করিতে পারে না, ভুশুণ্ড সে সকল অস্ফুটভাব স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারে; সে, সকল বিষয়ই বিদিত আছে; তাহার মনোমধ্যে অহঙ্কার, বা মমতা স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সকলই তাহার সুহৃদ্, বন্ধু ও মিত্রত্বে আবদ্ধ; মৃত্যু তাহার নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রিয়, সে বুদ্ধি-চাতুর্য্যে বৃহস্পতির উপরেও প্রভুত্ব করিয়া থাকে, এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সকলের নিকটে সত্য-প্রসঙ্গ বর্ণনা করে। ২৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—অনন্তর আকাশ হইতে নক্ষত্র যেরূপ অচলে পতিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমি দীপ্তিমান্ দেহ ধারণ করিয়া ভুশুণ্ডের অগ্রে উপস্থিত হইলাম; আমার উপস্থিতিতে বায়স-সভা

চুক্ষোভ বায়সাস্থানং নীলোৎপলসরঃ সমং।
মৎপাতমন্দবাতেন ভূকম্পেনেব সাগরঃ। ২৭।
অশঙ্কিতমপি প্রাপ্তং দর্শনাম্মামনন্তরং।
ভুশুণ্ডস্তু বশিষ্ঠোয়ং প্রাপ্ত ইত্যববুদ্ধবান্। ২৮।
পত্রপুঞ্জাৎ সমুত্তস্থৌ মেঘশাব ইবাচলাৎ।
হে মুনে স্বাগতমিতি প্রোবাচ মধুরাক্ষরং। ২৯।
সংকল্পমাত্রজাতাভ্যাং করাভ্যাং কুসুমাঞ্জলিং।
মহ্যমাশু তদেবাদাৎ মেঘোহৈমমিবোৎকরং। ৩০
ইদমাসনমিত্যুক্ত্বা নবং কল্পতরুচ্ছদম্।
উপানীতবতি ত্যক্ত-ভৃত্যে বায়সনায়কে। ৩১।

বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। ২৬। যেরূপ ভূমিকম্প দ্বারা সাগরের জল আন্দোলিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার মৎপতনরূপ মন্দ-বায়ু-প্রভাবে নীল কমলদলের ন্যায় বায়সদিগের সভাস্থান কাঁপিয়া উঠিল। ২৭। অনন্তর ভুশুণ্ড, আমার অসম্ভাবিত আগমন দেখিয়া, (আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াও আমি) বশিষ্ঠ উপস্থিত হইয়াছি, ইহা জানিতে পারিয়াছিল। ২৮। যেরূপ অচল হইতে সূক্ষ্ম মেঘের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে,তাহার ন্যায় ভুশুণ্ড পত্রপুঞ্জ হইতে উত্থিত হইল, এবং হে মুনে! আপনি নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়াছেন ত, আমার প্রতি এই প্রকারে মধুর বাক্য বলিতে লাগিল। ২৯। মেঘ যেরূপ হিমসম্বন্ধীয় আসার বিস্তার করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মনে করিবামাত্র ভুশুণ্ডের করদ্বয় আবির্ভূত হইল, এবং তদ্দ্বারা কুসুমাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিল। ৩০। বায়সপ্রধান ভুশুণ্ড, ভৃত্য দ্বারা আসন না আনাইয়া আপনি সসম্ভ্রমে তাহা আনয়ন করিল, এবং 'এই আসনে উপবেশন করুন' বলিয়া, নূতন কল্পতরুর ত্বক্ বিছাইয়া দিল। ৩১। পক্ষিবর গাত্রোত্থান করিলে

ভুশুণ্ড উত্থিতে স্বীয় কলাপক্ষেষু পক্ষিষু।
উপবিষ্টং মুনিং দৃষ্ট্বা স্বাসনোন্মুখদৃষ্টিষু। ৩২।
সমন্তাৎ খগবৃন্দেন ভুশুণ্ডেন সমন্ততঃ।
তস্মিন্ কল্পলতাপুঞ্জে হ্যুপবিষ্টোঽহমাসনে। ৩৩।
অর্ঘ্যপাদ্যাদিসংপাদ্য ভুশুণ্ডস্তুষ্টমানসঃ।
মামুবাচ মহাতেজাঃ সৌহৃদ্যান্মধুরাক্ষরং। ৩৪।

ভুশুণ্ড উবাচ।

অহো ভগবতাস্মাকং প্রসাদোদর্শিতশ্চিরাৎ।
দর্শনামৃতসেকেন যৎ সিক্তাঃ সদ্দ্রুমা বয়ং। ৩৫।
মৎপুণ্যচিরসম্ভার-প্রেরিতেন ত্বয়াধুনা।
মুনে মান্যৈকমান্যেন কুতশ্চাগমনং কৃতং। ৩৬।
কচ্চিদস্মিন্ মহামোহে চিরং বিহরতস্তব।
অখণ্ডিতৈব সমতা স্থিতা চেতসি পাবনে। ৩৭।

পর আপনাদিগের আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অন্যান্য পক্ষিগণ স্বকীয় সুন্দর পক্ষ-সমূহ বিস্তার পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। ৩২। তদনন্তর আমি ভুশুণ্ডদত্ত আসনে উপবেশন করিলে, অন্যান্য পক্ষিগণ এবং পক্ষিবর আমার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিল। ৩৩। তখন অমিততেজা ভুশুণ্ড, সন্তোষমনে পাদ্যঅর্ঘ্যাদি প্রদান করিয়া,সৌহৃদ্য নিবন্ধন আমার প্রতি এইরূপ মধুর প্রশ্ন করিল। ৩৪। ভুশুণ্ড কহিল;—হে ভগবন্! আপনার দর্শন-স্বরূপ অমৃত ক্ষরণ দ্বারা পুণ্য বৃক্ষ—কল্পপাদপ সহিত আমরা যে সিক্ত হইয়াছি, এতদ্দ্বারা (দীর্ঘকালের পর আগমন নিবন্ধন) আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ-চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে। ৩৫। হে মুনে! আমি দীর্ঘকালাবধি যে সকল পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তৎ-ফল-প্রভাবে মান্যতম আপনি, কোথা হইতে এইখানে আগমন করিয়াছেন?। ৩৬। (জিজ্ঞাসা করি,) দীর্ঘকাল মহামোহময় এই জগতে বিচরণ করিয়া আপনার পবিত্র অন্তঃকরণে সর্ব্বজীবে সমানত্ব,

কিমর্থমদ্যাগমনক্লেশেনাত্মা কদর্থিতঃ।
বচনশ্রবণোৎকানামাজ্ঞাং নোবক্তুমর্হসি। ৩৮।
ত্বৎপাদদর্শনাদেব সর্ব্বং জ্ঞাতং ময়া মুনে।
ত্বদাগমনপুণ্যেন বয়মাযোজিতাস্ত্বয়া। ৩৯।
চিরং জীবিতচর্চ্চাভির্বয়ং বঃ স্মৃতিমাগতাঃ।
তেনেদমাস্পদং পাদৈস্ত্বং পবিত্রিতবানয়ং। ৪০।
জ্ঞাতস্ত্বদাগমোপ্যেবং ত্বাং পৃচ্ছামীহ যন্মুনে।
ভবদ্বাক্যামৃতাস্বাদবাঞ্ছিতং প্রবিজৃম্ভতে। ৪১।
ইত্যুক্তবানসৌ পক্ষী ভুশুণ্ডিশ্চিরজীবিতঃ।
ত্রিকালামলসংবেদী তত্র প্রোক্তমিদং ময়া। ৪২।

অখণ্ডিতভাবে স্থিতি করিতেছে কি ?। ৩৭। অদ্য এখানে আগমন দ্বারা কি জন্য আত্মার ক্লেশ সাধন করা হইয়াছে,—অর্থাৎ এখানে আগমন নিবন্ধন কষ্ট লইবার কারণ কি ? আমরা আপনার বচনশ্রবণার্থে উৎকন্ঠিত হইয়াছি ; অতএব, আমাদের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিয়া (কৃতার্থ করুন) অর্থাৎ কারণ জানাইয়া দিউন। ৩৮। হে মুনে ! আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়াই সম্যক্-প্রকারে (আগমন-কারণ) অবগত হইয়াছি ; এক্ষণে আপনার আগমন হেতু আমার সুকৃতি,আমাকে আপনার আগমন-কারণ-জিজ্ঞাসা করিতে নিয়োজিত করিতেছে। ৩৯। আমরা চিরজীবী, আপনি এই বিচার করিয়া আমা-দিগকে স্মৃতিপথে আনয়ন করিয়াছেন, এবং সেই কারণে আমাদের এখানে আগমন করিয়া এই স্থান পদার্পণ দ্বারা পবিত্রীকৃত করিয়াছেন। ৪০। হে মুনে ! আমি আপনার আগমন কারণ জানিয়াও যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার বাক্যামৃত আস্বাদন করিবার ইচ্ছা অন্তরে প্রকাশিত হওয়াই, (তাহার কারণ)। ৪১। ভুত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ব্যাপারের অমল জ্ঞানী, চিরজীবী, পক্ষিবর ভুশুণ্ড এই প্রকার উক্তি করিলে, আমি (তদুত্তরে) বলিতে লাগিলাম। ৪২। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে বিহঙ্গমরাজ !

বশিষ্ঠ উবাচ।

বিহঙ্গম মহারাজ সত্যমেতৎ ত্বয়োচ্যতে।
দ্রষ্টুমভ্যাগতোঽস্ম্যদ্য ত্বামেব চিরজীবিতং। ৪৩।
আশীতলান্তঃকরণো দিষ্ট্যা কুশলবানসি।
পতিতোঽসি ন বুদ্ধাত্মা ভীষণাং ভববাগুরাং। ৪৪।
তদেতং সংশয়ং ছিন্ধি ভগবন্ মম সত্যতঃ।
কস্মিন্ কুলে ভবান্ জাতো জ্ঞাতজ্ঞেয়ঃ কথং ভবান্। ৪৫।
কিয়দায়ুশ্চ তে সাধো বৃত্তং স্মরসি কিঞ্চ বা।
কেনায়ং বা নিবাসস্তে নির্দ্দিষ্টো দীর্ঘদর্শিনঃ। ৪৬।

ভুশুণ্ড উবাচ।

যৎ পৃচ্ছসি মুনে সর্ব্বং তদিদং বর্ণয়াম্যহং।
অনুদ্বেগিতয়া যত্নাৎ কথা শ্রাব্যা মহাত্মনা। ৪৭।

তুমি যে কথা বলিলে, ইহা সত্য; চিরজীবী বলিয়া আমি তোমাকে দেখিবার জন্য অদ্য এখানে আগমন করিয়াছি। ৪৩। তোমার অন্তঃকরণ স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ, তুমি সৌভাগ্যক্রমে আপনার ইষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছ; তুমি (যাহা জানিবার, তাহা) জানিতে পারিয়াছ বলিয়া, ভীষণ ভব-বাগুরাতে বদ্ধ হও নাই। ৪৪। হে ভগবন্! তুমি সত্য কথা বলিয়া আমার মনের সন্দেহ ছেদ কর; তুমি কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এবং কিরূপে জ্ঞেয়—ব্রহ্ম পদার্থ জানিতে পারিয়াছ? । ৪৫। হে সাধো! তোমার আয়ুর পরিমাণ কিরূপ? অতীত কল্পান্ত সকল তোমার স্মরণ হয় কি না? কি জন্যই বা দীর্ঘদর্শী তোমার এই বৃক্ষে অবস্থিতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? । ৪৬। ভুশুণ্ড কহিল;—হে মুনে! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি (আপনার নিকটে) সমস্তই বলিতেছি, (শ্রবণ করুন); (জানিবেন,) মহানুভব ব্যক্তি, অনুদ্বেগ-হৃদয়ে শ্রোতব্য বিষয় যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া থাকেন। ৪৭।

যুষ্মদ্বিধাস্ত্রিভুবন প্রভুপূজ্যরূপা
আকর্ণয়ন্তি যমুদারধিয়ো মহান্তঃ।
তেনাশুভং প্রকথিতেন বিনাশমেতি
মেঘাস্পদেন বিভবেন যথার্কতাপঃ। ৪৮।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে বশিষ্ঠভুশুণ্ডসমাযোগো নাম
চত্বারিংশঃ সর্গঃ। *। ৪০। *।

যেরূপ (প্রখর) দিবাকর-কর, মেঘাস্পদ—অর্থাৎ বৃষ্টি, ছায়া বনাদি বিভব দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ত্রিভুবন-বরণীয় ভবৎসদৃশ উদারবুদ্ধিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ যে কথা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাহা সম্যক্‌রূপে কথিত হইলে, (বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই) সমস্ত অশুভ নিবারিত হইয়া থাকে। ৪৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ রাম ভুশুণ্ডোসৌ ন প্রহৃষ্টো ন বক্রধীঃ।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ শ্যামঃ প্রাবৃষীব পয়োধরঃ। ১।
স্নিগ্ধগম্ভীরবচনঃ স্মিতপূর্ব্বাভিভাষণঃ।
করস্থবিল্বফলবৎ প্রোতোলিতজগত্রয়ঃ। ২।
তৃণবদ্দৃষ্টসকলঃ প্রমেয়ীকৃতসংস্থিতিঃ।
লোকাজবং জবীভাবে দৃষ্টজ্ঞানপরাবরঃ। ৩।
ধীরস্থিরমহাকারো বিশ্রান্তিগতমন্দরঃ।
পরিপূর্ণমনাঃ শুদ্ধঃ ক্ষীরার্ণব ইবাগতঃ। ৪।
পরিবিশ্রান্তধীঃ শান্তঃ পরমানন্দঘূর্ণিতঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবঃ তজ্জ্ঞঃ সংসারজন্মনাং। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! অনন্তর (সাধারণ ব্যক্তি যেরূপ ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তি নিবন্ধন হর্ষ প্রাপ্ত ও সরলতাবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়) সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রাবৃট্‌কালের পয়োধর সদৃশ শ্যামবর্ণ ভুশুণ্ড। ১। বাক্যোচ্চারণ সময়ে যেরূপ স্নিগ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিত, সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ মৃদু হাস্যও হাসিত। হস্ত দ্বারা যেরূপ বিল্বফলের ভারত্ব অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই বায়সবর এই ত্রিজগতের ইয়ত্তা অবধারিত করিয়াছিল। ২। সেই পক্ষী, নিখিল ভোগ-সমূহকে তৃণের ন্যায় বোধ করিয়াছিল, (এবং) লোক-দিগের বিষয়-বাসনা বিচার করিয়া তাহাদের জন্মমরণাদির পরিমাণ করিয়াছিল, সুতরাং তাহার পরম পদার্থ ব্রহ্ম দর্শন ঘটিয়াছিল। ৩। মন্দার পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া নির্ম্মল ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিলে সে যেরূপ স্থিরভাব ধারণ করে, তাহার ন্যায় সেই বায়সশ্রেষ্ঠ ধীরতা-প্রাপ্ত, মহাকারবিশিষ্ট ও পরিপূর্ণমনা হইয়াছিল। ৪। তাহার বুদ্ধি বাহ্য বিষয়ে বিশ্রান্ত ছিল; সে (যেরূপ) শান্ত তদনুরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিল; সংসারে যাহাদিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই পক্ষিবর, সে সকলের আবির্ভাব ও তিরোভাব অবগত ছিল। ৫।

সরভসবদনাভিরামরূপঃ
প্রিয়মধুরোচিত গানহৃদ্যবাক্যঃ।
স্বয়মিব নবমাশ্রিতঃ শরীরং
সকলভয়াপহরং প্রহর্ষযুক্তঃ। ৬।
ইদমমলগিরাসমাহশুদ্ধ-
মমৃতমনুজ্‌ঝিত সংভ্রমক্রমেণ।
কথয়তি মখিলং নিজং স্বরূপং
মধুপমিব স্তনিতেন মুগ্ধমেঘঃ। ৭।

ভুশুণ্ড উবাচ।

অস্ত্যস্মিন্ জগতি শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বনাকনিবাসিনাং।
দেবদেবো হরো নাম দেবদেবাভিবন্দিতঃ। ৮।
ষট্‌পদশ্রেণিনয়না যস্যোচ্চস্তবকস্তনী।
বিলাসিনীশরীরার্দ্ধে লতাচূততরোরিব। ৯।

বীণাগীতি যেরূপ মধুর ও লোকানুরঞ্জক, তাহার ন্যায় মধুর-বাক্য-বিশিষ্ট, সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় সকল ভয়াপহারক, নূতন দেহধারী, আনন্দময় সেই পক্ষী মুখে অনুক্ষণ রামরূপ অনুধ্যান করিয়া,। ৬। সুন্দর মেঘ যেরূপ গর্জ্জন দ্বারা মকরন্দ-পান-রসিক মধুপকে আশ্বাসিত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমার প্রতি বিনয়াদি সম্ভ্রম পরিহার পূর্ব্বক বিমল বাক্যোচ্চারণ দ্বারা এই প্রকার অমৃততুল্য নিজের স্বরূপার্থ-পরিচারক নির্ম্মল বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল। ।৭। ভুশুণ্ড কহিল;—সকল বিমানবাসীদিগের পূজ্য, দেবতাদিগের বন্দনীয় দেবদেব মহাদেব এই সংসারে বিরাজিত আছেন।৮। তদীয় শরীরার্দ্ধে বিলাসিনী পার্ব্বতী, চূত বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন; তাঁহার নয়ন ষট্‌পদশ্রেণীর ন্যায়; এবং স্তন, স্তবকসদৃশ শোভাবিশিষ্ট। ৯।

হিমহারসিতা যস্য লহরী স্তবকোজ্জ্বিতা।
আবেষ্টিতজটাজূটগঙ্গাকুসুমমালিকা। ১০।
ক্ষীরসাগরসম্ভূতঃ প্রস্থতামৃতনির্ঝরঃ।
প্রতিবিম্বকরঃ শ্রীমানস্য চূড়ামণিঃ শশী। ১১।
অনারতশিরশ্চন্দ্রপ্রস্রবেণামৃতীকৃতঃ।
যস্যেন্দ্রনীলবৎ কালকূটঃ কণ্ঠে বিভূষণং। ১২।
ধূলিলেখামহাবর্ত্তং স্বচ্ছপাবকসংভবং।
পরমাণুময়ং ভস্ম যস্য জ্ঞান জলং সিতং। ১৩।
নির্ম্মলানি জিতেন্দূনি মৃষ্টানি ঘটিতানি চ।
যস্যাস্থীন্যেব রত্নানি দেহকান্তময়ানি চ। ১৪।

সেই শিবের শিরঃস্থিত জটাজুটমধ্যে গঙ্গা-তরঙ্গ প্রকাশিত আছে, বোধ হয়, যেন হিম এবং হারের ন্যায় শ্বেতবর্ণ লহরীরূপ স্তবক দ্বারা গ্রথিত হইয়া জাহ্নবীরূপ কুসুমমালা শোভা পাইতেছে। ১০। ক্ষীরসমুদ্রোৎপন্ন অমৃত-বর্ষী চন্দ্র, চন্দ্রচূড়ের চূড়ামণিরূপে শোভা পাইয়া থাকে। ১১। শশীর নিরন্তর অমৃত স্রবণ দ্বারা শিবের (শিরঃপ্রদেশের বিষ-শক্তি নিবারিত হইয়া উহা অমৃতময় হইয়াছে; নীলকণ্ঠের কণ্ঠপ্রদেশে ইন্দ্রনীলের ন্যায় কালকূট বিরাজিত আছে। ১২। এই দেবাদিদেবই স্বচ্ছ পাবক-সম্ভব—অর্থাৎ জগৎ প্রলয়ের কারণভূত শুদ্ধ অগ্নিস্বরূপ; ইহা হইতে ধূলিশ্রেণী স্বরূপ প্রলয়-বাত্যার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, ইনি পরমাণুময়—অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম বস্তুতে আবির্ভূত; ইনি শুভ্র জলপূর্ণত্ব প্রযুক্ত মায়াময়;—অর্থাৎ মায়াই ব্রহ্মের ভূষণ। ১৩। এই মহাদেবের শরীর শোধিত মণির ন্যায় উজ্জ্বলিত, অতিশয় নির্ম্মল এবং ইন্দুকিরণ-খর্ব্বকারী; দীপ্তিমান রত্ন সকল, ইহাঁর দেহাস্থি-রূপে প্রকাশিত, এবং কমনীয় কান্তি দ্বারা সমুদ্ভাসিত। ১৪। সুধাকর-কিরণ

সুধাকরসুধাধৌতং নীলনীরদপল্লবং।
তারকাবিন্দুশবলং যস্য চাম্বরমম্বরং। ১৫।
কপালমালাভরণাঃ পীতরক্তবসাসবাঃ।
আন্ত্রস্রগ্দামবলিতা বন্ধবো যস্য মাতরঃ। ১৬।
প্রস্ফুরন্মূর্দ্ধমণয়শ্চরন্তো মসৃণাঙ্গকাঃ।
ভুজগাবলয়া যস্য প্রকচৎকনকত্বিষঃ। ১৭।
দৃক্পাত দগ্ধশৈলেন্দ্রং জগৎকবললালসং।
ভৈরবাচরিতং যস্য লীলাসন্ত্রাসিতাসুরং। ১৮।
ঋক্ষোষ্ট্রাজাহিবক্ত্রাশ্চ প্রমথা যস্য লালকাঃ। ১৯।
তস্য নেত্রত্রয়োদ্ভাসি বদনস্যামলপ্রভাঃ।
যথাগণাস্তথৈবান্যাঃ পরিবারোহি মাতরঃ। ২০।

দ্বারা বিধৌত, নীল-নীরদ-পল্লব-বিশিষ্ট, তারকা-নিকর-শোভিত অম্বর, বিরূপাক্ষের পরিধেয় বস্ত্রের কার্য্য করিয়া থাকে ;—অর্থাৎ বস্ত্র যেরূপ ধৌত, কারুকার্য্যবিশিষ্ট ও চিক্কণ হইলে শোভান্বিত হয়, সেইরূপ নীল মেঘ শিবের বসনদ্যুতি, চন্দ্রকিরণ উহার নির্ম্মলতা, এবং তারাখণ্ড কারুকার্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১৫। মাতৃস্বরূপিণী শিবশক্তি সকল, নরকপালরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, রক্ত, মজ্জা ও মদ্যপানে উন্মত্ত, অন্ত্র সম্বন্ধীয় শোণিত দ্বারা সিক্তশরীর হইয়া ইঁহার ক্রীড়া-সহচরীরূপে (ভ্রমণ করিয়া থাকে)। ১৬। ইঁহাদের মস্তকে মণির দীপ্তি প্রকাশিত ; হস্তে সর্পবলয় পরিধান ; অঙ্গ (অতিশয়) মসৃণ এবং তাহাতে (বিবিধ) সুবর্ণালঙ্কার সন্নদ্ধ। ১৭। সেই শিবের দৃষ্টিপাতমাত্রে শৈলেন্দ্র দগ্ধীভূত হইয়া থাকে, সংসার-গ্রাসোদ্যত তদীয় ভীষণ আচরণ ও লীলাপ্রভাবে অসুরগণের অন্তঃকরণে ত্রাস জন্মিয়া থাকে। ১৮। প্রমথগণ, ভল্লুক, উষ্ট্র, ছাগ এবং সর্পের ন্যায় বিকৃত বদন ধারণ করিয়া, কপালীর ক্রীড়াসহচর হইয়া থাকে। ১৯। সেই ত্রিনেত্রের মুখমণ্ডলে অমল দীপ্তিবিশিষ্ট গণসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ; ইহারা যেরূপ, সেই প্রকার শিবশরীরে নানাকার-

নৃত্যন্তি মাতরস্তস্য পুরোভূতগণানতাঃ।
চতুর্দ্দশবিধানন্তভূতজাতৈকভোজনাঃ। ২১।
খরোষ্ট্রাকারবদনা রক্তমেদোবসাসবাঃ।
দিগন্তরবিহারিণ্যঃ শরীরাবয়বস্রজঃ। ২২।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী চাপরাজিতা।
সিদ্ধারক্তালম্বুসা চ উৎপলা চেতি দেবতাঃ। ২৩।
সর্ব্বাসামেব মাতৃণামষ্টাবেতাস্তু নায়িকাঃ।
আসামনুগতাস্ত্বন্যাস্তাসামনুগতাঃ পরাঃ। ২৪।
তাসাং মধ্যে মহার্হাণাং মাতৃণাং মুনিনায়ক।
অলম্বুসেতি বিখ্যাতা মাতা মানদ বিদ্যতে। ২৫।
বজ্রাস্থিতুণ্ডশ্চণ্ডাখ্য ইন্দ্রনীলাচলোপমঃ।
তস্যাস্তু বাহনং কাকো বৈষ্ণব্যা গরুড়োযথা। ২৬।

ধারিণী তাঁহার পরিবার মাতৃগণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ২০। তদীয় মাতৃগণ, তাঁহারই পুরোভাগে গণদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া নৃত্য করিয়া থাকেন; চতুর্দ্দশ সংখ্যা—অর্থাৎ অনন্ত প্রাণিসকল তাঁহাদের প্রধান খাদ্য বলিয়া (বর্ণিত হইয়া থাকে)। ২১। মাতৃগণের মুখ, গর্দ্দভ এবং উষ্ট্রমুখসদৃশ, তাঁহারা মদ্যপানের ন্যায় রক্ত, মেদ ও মজ্জার আস্বাদে প্রফুল্লচিত্ত; তাঁহাদের হস্তপদাদিতে শব-শরীর বিরাজিত; তাহা হইতে অনর্গল রুধিরধারা নিপতিত হইয়া থাকে; দিগন্ত প্রদেশে তাঁহারা বিহার করিয়া থাকেন। ২২। জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, আরক্তা অলম্বুসা, ও উৎপলা এই কয়টি দেবতা,। ২৩। মাতৃগণমধ্যে অষ্ট নায়িকা বলিয়া কীর্ত্তিত; অন্যান্য সকলে ইঁহাদের অনুগত; এবং তাঁহাদেরও প্রধান প্রধান অনুগত অপর অনেক শক্তি আছেন। ২৪। হে মানদ মুনিশ্রেষ্ঠ! মহামান্যা সেই সকল মাতৃদিগের মধ্যে জননী অলম্বুসা অতিশয় বিখ্যাত। ২৫। যেরূপ গরুড় বৈষ্ণবীর বাহন বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইরূপ ইন্দ্রনীল পর্ব্বতোপম চণ্ডনামা

ইত্যষ্টৈশ্বর্য্যযুক্তাস্তা মাতরোরৌদ্রচেষ্টিতাঃ।
কদাচিম্মিলিতা ব্যোম্নি সর্ব্বাঃ কেনাপি হেতুনা। ২৭।
উৎসবং পরমং চক্রুঃ পরমার্থপ্রকাশকং।
বামস্রোতোগতা এতাস্তুম্বুরুং রুদ্রমাশ্রিতাঃ। ২৮।
পূজয়িত্বা জগৎপূজ্যৌ দেবৌ তুম্বুরুভৈরবৌ।
বিচিত্রার্থাঃ কথাশ্চক্রুর্ম্মদিরামদতোষিতাঃ। ২৯।
অথেয়মাযযৌ তাসাং কথাবসরতঃ কথা।
অস্মানুমাপতির্দেবঃ কিং পশ্যত্যবহেলয়া। ৩০।
প্রভাবং দর্শয়ামোস্য পুনর্নাস্মাংস্তু সৌ যথা।
দৃষ্টমাত্রমহাশক্তিঃ করিষ্যত্যবধীরণং। ৩১।

বায়স তাঁহার (অলম্বুসার) বাহন বলিয়া বিখ্যাত; ঐ কাকের ওষ্ঠাধর, বজ্রাস্থির ন্যায় সারবান্। ২৬। ভীমকর্ম্মা অষ্টৈশ্বর্য্যশালিনী মাতৃগণ, (এক সময়ে) কোনও কারণের বশবর্ত্তী হইয়া সকলে শূন্যপ্রদেশে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ।২৭। তাঁহারা (সেখানে) আপনাদের বামপথস্থিত তুম্বুরু নামক রুদ্রমূর্ত্তির পূজা করিয়া পরমার্থপ্রকাশক পানোৎসবাদি করিতে থাকেন। ২৮। জগদর্চ্চনীয় তুম্বুরু ও তদীয় শক্তির অর্চ্চনাবসানে তাঁহারা মদিরামদে সন্তোষচিত্ত হইয়া, বিচিত্র কথাপ্রসঙ্গের অবতারণা করেন। ২৯। অনন্তর (ক্রমে) কথাচ্ছলে, এই কথা আন্দোলিত হয়; এই দেবতা উমাপতি কেন অগ্রাহ্যভাবে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন? । ৩০। এই দেবতা, দৃষ্টিমাত্রে আমাদিগের প্রতি মহৎশক্তি প্রদান করিয়া যদি পুনর্ব্বার আমাদিগকে অবহেলা করেন, তাহা হইলে যাহাতে ওরূপ না করিতে পারেন, আমরা সেরূপ আত্মপ্রভাবদর্শনে ত্রুটি করিব না। ৩১। তাঁহারা এই প্রকার স্থির করিয়া, বিবর্ণবদনা উমাকে আয়ত্ত করতঃ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রোক্ষণ করিতে

ইতি নিশ্চিত্য তা দেব্যো বিবর্ণবদনাঙ্গিকাং।
উমামেব বশীকৃত্য প্রোক্ষয়ামাসুরাদৃতাঃ। ৩২।
মায়য়াপহৃতাং ভর্ত্তুরঙ্গাদ্রঙ্গমুপাগতাম্।
তামালোলকচাং দেব্যঃ শেপুরোদনতাং গতাং।৩৩।
পার্ব্বতীপ্রোক্ষণদিনে তস্মিংস্তত্র মহোৎসবঃ।
বভূব তাসাং সর্ব্বাসাং নৃত্যগেয়মনোহরঃ। ৩৪।
অত্যানন্দমনুদ্দামরবমেবাম্বরং বভৌ।
দীর্ঘাবয়ববিক্ষেপবিকাশিজঘনোদরাঃ। ৩৫।
অন্যা জহসুরুদ্দামতালক্ষ্বেড়াঘনারবং।
লসদঙ্গবিকারঞ্চ ধ্বনৎসগিরিকাননাঃ। ৩৬।
অন্যা জগুর্ধ্বনচ্ছৈলগৃহমাপানতোষিতাঃ।
বারীবরববদ্রঞ্জজ্জগন্মণ্ডলকোটরে। ৩৭।

লাগিলেন।৩২। দেবীগণ স্বামীর অঙ্গ হইতে মায়াপ্রভাবে অপহৃত, কৌতুকান্বিত, আলুলায়িতকেশা পার্ব্বতীকে ভোজনত্ব প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, (সে সময়ে) শাপ প্রদান করিলেন। ৩৩। সেই শঙ্করীর সংস্কার দিবসে সকল মাতৃগণের নৃত্যগীত মহোৎসবের সীমা রহিল না। ৩৪। (ক্রমে) তাঁহাদের অতিশয় আনন্দ ও অনুদ্দাম-রবে অম্বর পূর্ণ হইয়া উঠিল; দীর্ঘ আকৃতি-বিক্ষেপ এবং জঘন ও উদর বিকাশ করিয়া,।৩৫। দেবশক্তি অপর সকলে উচ্চ করতালি দ্বারা সিংহনাদের ন্যায় রব করতঃ হাস্য করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের সম্যক্‌প্রকারে অঙ্গবিকৃতি প্রকাশ পাইতে থাকিল; গিরি কানন ব্যাপিয়া তুমুল আনন্দ-ধ্বনি সমুত্থিত হইতে থাকিল। ৩৬। অপর রমণীগণ, সুরাপানে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া, শৈল স্বরূপ গৃহকে প্রতিধ্বনিত করিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিল; বোধ হইল যেন, জগন্মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রিকাতে সমুদ্ভাসিত হওয়াতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গর্জ্জন করিতেছে। ৩৭। তাঁহারা (বারংবার) সুরাপান

পপুরুদগুরথোচ্চৈঃ সত্বরাজগ্মুরুচু
জহসুরপুরহোষুঃ পেতুরুচ্চৈর্ব্ববল্গুঃ।
ননৃতুরনিশমাদুঃস্বাদু মাংসঞ্চ দেব্য
স্ত্রিভুবনমপবৃত্তং চক্রুরুন্মত্তবৃত্তাঃ। ৩৮

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে মাতৃব্যবহারবর্ণনং নাম
একচত্বারিংশঃ সর্গঃ। *। ৪১। *।

করিতে লাগিলেন, উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন, উচ্চ হাস্য হাসিতে থাকিলেন; সত্বর (ইতস্ততঃ) গমন করিতে লাগিলেন; পরস্পর পরস্পরকে ধরিতে লাগিলেন; ভূমিতে পতিত হইতে থাকিলেন; নৃত্য করিতে লাগিলেন; সর্ব্বদা বিস্বাদকর মাংস ভোজন করিতে লাগিলেন; এইরূপে সদ্বৃত্ত পরিত্যাগ করিয়া, মাতৃগণ, উন্মত্তব্রত ধারণ পূর্ব্বক বিহার করিতে থাকিলেন। ৩৮।

ভুশুণ্ড উবাচ।

ইত্যুৎসবে বর্ত্তমানে তাসাং বাহাস্ত উত্তমাঃ।
তথৈব মত্তা অহসুর্ন্নৃতুঃ পপুরপ্যসৃক্। ১।
তত্রৈকত্রাসবোন্মত্তাঃ কাশ্চিন্ননৃতুরম্বরে।
রথহংস্যঃ স্থিতা ব্রাহ্ম্যাঃ কাকশ্চালম্বুসারথঃ। ২।
নৃত্যন্তীনাঞ্চ হংসীনাং পিবন্তীনামথাসবং।
তলে চাব্ধিতটানাস্তু রতিঃ সম্যগজায়ত। ৩।
সঞ্জাতরতয়োমত্তাঃ সর্ব্বা হংস্যঃ ক্রমেণ তাঃ।
রেমিরে সহ কাকেনাপ্যথ মত্তাস্তদা কিল। ৪।
সমানাং কুলহংসীনাং দয়িতোবায়সস্ত্বসৌ।
ক্রমেণারমতৈকত্র যাবদন্যোন্যমীপ্সিতম্। ৫।
অথ তা গর্ভধারিণ্যো বভূবুরতিতোষিতাঃ।
দেব্যশ্চ কৃতনৃত্যাস্তাঃ সুপ্রশান্তমথাযযুঃ। ৬।

ভুশুণ্ড কহিতে লাগিল ;—এই প্রকারে বর্ত্তমান সেই উৎসবে মাতৃগণের (চণ্ডাদি) অনিন্দিত বাহনগণও (তাঁহাদিগের ন্যায়) রুধিরপানে উন্মত্ত হইয়া হাস্য ও নৃত্য করিতে লাগিল। ১। ব্রহ্মাণীর বাহন হংসী সকল, এবং অলম্বুসার বাহন চণ্ডনামা বায়স, ইহারা পরস্পর মিলিত ও মদোন্মত্ত হইয়া অম্বর-পথে নৃত্য করিতে লাগিল। ২। (ক্রমে) সমুদ্র-তটে অবস্থিতি করিয়া নৃত্য ও সুরাপান করিতে করিতে হংসীদিগের অন্তরে সম্যক্ প্রকারে কামভাবের আবির্ভাব হইল। ৩। (সুতরাং) কামাসক্ত হইয়া সকল হংসীগণ উন্মত্তভাবে কাকের সহিত কামকেলি করিতে লাগিল। ৪। কপোতবর চণ্ড একাকী হইলেও সকল হংসীদিগের প্রিয় হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে পরস্পরের অভিপ্রায়ানুযায়ী বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৫। তাহারা সুরত-ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইলে, (কাক-সহবাসে) তাহাদের গর্ভসঞ্চার হইল ; (এ দিকে) মাতৃগণ উৎসবে উন্মত্ত হইয়া, নৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক প্রশান্ত-

দত্তুরোদনতাং যাতামীশ্বরায় প্রিয়ামুমাং।
ভোজনায় মহামায়া দেব্যস্তাঃ শূলপাণয়ে। ৭।
প্রিয়া মে ভোজনে দত্তেত্যেবং চ শশিশেখরঃ।
বুধ্বা বভুব রুষিতো যদা মাতৃগণং প্রতি। ৮।
তদা তাস্তাং সমুৎপাদ্য স্বাঙ্গদানেন বৈ পুনঃ।
দদুর্ভূয়োবিবাহেন পার্ব্বতীমিন্দুমৌলয়ে। ৯।
ততো দেব্যোহরশ্চৈব পরিবারস্তথৈতয়োঃ।
সর্ব্বে সন্তুষ্টমনসঃ স্বাং স্বামুপযযুর্দিশম্। ১০।
অন্তর্বত্ন্যোবভূবুস্তা ব্রাহ্ম্যোহংস্যো মুনীশ্বর।
বৃত্তান্তং কথয়ামাসুর্ব্রাহ্ম্যা দেব্যা যথাস্থিতং। ১১।

ব্রাহ্ম্যুবাচ।

হে বৎসাঃ সাম্প্রতং বৎসবত্যো মে রথকর্ম্মণি।
ন সমর্থা ভবন্ত্যোহি স্বৈরং চরত সাম্প্রতং। ১২।

মূর্ত্তি রুদ্রদেবের নিকটে গমন করিলেন। ৬। মহামায়াস্বরূপিণী মাতৃগণ আহারার্থ কল্পিত উমাকে, উমাপতির আহারের জন্য (ভোজ্য সামগ্রী বলিয়া) প্রদান করিলেন। ৭। আমার প্রেয়সীকে আমার ভোজনের জন্য দেওয়া হইয়াছে জানিয়া, পশুপতি মাতৃগণের প্রতি যে সময়ে রোষ-মূর্ত্তি ধারণ করেন,। ৮। সে সময়ে সকল মাতৃগণ, আপনাদের অঙ্গ হইতে শিবানীকে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া শিবের সহিত বিবাহ-ঘটনা ঘটাইলেন। ৯। তদনন্তর দেবীগণ এবং দেবাদিদেব মহাদেব এবং তাঁহাদের পরিবার সকলে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া, আপনাপন অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন। ১০। হে মুনীন্দ্র! ব্রহ্মাণীর হংসীগণ যে গর্ভবতী হইয়াছিল, তাহারা ব্রহ্মাণীর নিকটে (উপস্থিত হইয়া) এ সংবাদ যথাবৎ বর্ণনা করিল। ১১। ব্রহ্মাণী কহিলেন;—হে বৎসগণ! তোমরা এক্ষণে গর্ভবতী হইয়াছ, সুতরাং আমার রথে সংযোজিত হইয়া আমার কার্য্য করা তোমাদের পক্ষে কষ্টকর; অতএব, তোমরা সম্প্রতি

ইতি গর্ভালসা হংসীরুক্ত্বা দেবী দয়াপরা।
নির্ব্বিকল্পসমাধানে ব্রাহ্মী তস্থৌ যথাসুখং। ১৩।
গর্ভালসা বিচেরুস্তা রাজহংস্যো মুনীশ্বর। ১৪।
এবং বিপক্কগর্ভাস্তা নাভিকমলপল্লবে।
সুবতে স্ম মৃদূন্যণ্ডান্যথ বল্ল্য ইবাঙ্কুরান্। ১৫।
তানি কালং সমাসাদ্য ততোণ্ডান্যেকবিংশতিঃ।
গর্ভাক্রান্ত্যা দ্বিধা জগ্মুর্ব্রহ্মাণ্ডানীব সারবৎ। ১৬।
অণ্ডেভ্যস্তেভ্য এবং হি জাতাবয়মিমে মুনে।
ভ্রাতরশ্চণ্ডতনয়া বায়সা একবিংশতিঃ। ১৭।
তে সঞ্জাতা গতা বৃদ্ধিং তস্মিন্ কমলপল্লবে।
সঞ্জাতপক্ষাঃ সম্পন্না গগনোড্ডয়নে ক্ষমাঃ। ১৮।

স্বাধীনভাবে বিহার করিতে থাক। ১২। দীনদয়াবতী ব্রহ্মশক্তি গর্ভালস-শরীরা হংসীদিগকে এই কথা বলিয়া, স্বয়ং যথাসুখে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৩। হে মুনীশ্বর! (এ দিকে) রাজহংসীগণ গর্ভভারাক্রান্তা হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। ১৪। অনন্তর লতা যেরূপ (সময়ে) অঙ্কুর সকল প্রসব করে, তাহার ন্যায় হংসীগণ পূর্ণগর্ভাবস্থায় পতিত হইয়া প্রসবান্তে আপনাদের নাভিকমলপল্লবে কোমল অণ্ড সকল রক্ষা করিল। ১৫। যেরূপে ব্রহ্মাণ্ড, কালে খণ্ডাকারে পরিণত হইয়া সার-বস্তু ধারণ করে, তাহার ন্যায় যোগ্য সময়ে পরিপক্ক গর্ভহেতু পদবিক্ষেপ দ্বারা ঐ একবিংশতি অণ্ড দ্বিধাভাব প্রাপ্ত হইল। ১৬। হে মুনে! সেই অণ্ড হইতে আমরা এই একুশটি বায়স চণ্ডপুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করি-য়াছি। ১৭। সেই কোমল পল্লবস্থিত অণ্ড হইতে পক্ষিগণ উদ্ভূত হইয়া বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল; এবং (ক্রমশঃ) তাহাদের পক্ষোদ্ভেদ হওয়াতে তাহারা শূন্য-দেশে উড়িতে সমর্থ হইল। ১৮। আমরা (উড়িতে সমর্থ হইবামাত্র) গর্ভ-

মাতৃভিঃ সহ হংসীভির্ব্রাহ্মী ভগবতী ততঃ।
চিরমারাধিতা সম্যক্ সমাধিবিরতা সতী। ১৯।
প্রসাদপরয়া কালে ভগবত্যা ততঃ স্বয়ং।
তথাঙ্গানুগৃহীতাঃ স্মো যেন মুক্তা বয়ং স্থিতাঃ। ২০।
সংশান্তমনসঃ শান্তা একান্তে ধ্যানসংস্থিতৌ।
তিষ্ঠাম ইতি নিশ্চিত্য পিতুঃ পার্শ্বে বয়ং গতাঃ। ২১।
আলিঙ্গিতাস্ততঃ পিত্রা পূজিতালম্বুসা বয়ং।
তয়া দৃষ্টাঃ প্রসাদেন সংস্থিতাস্তত্র সংযতাঃ। ২২।

চণ্ড উবাচ।

পুত্রাঃ কচ্চিদপর্য্যন্তবাসনাতন্তুগুণ্ঠিতাৎ।
ভবন্তো নির্গতা নূনমস্মাৎ সংসারজালকাৎ। ২৩।
নোচেদ্বয়ং ভগবতীং তদিমাং ভৃত্যবৎসলাং।
প্রার্থয়ামো যথা যূয়ং ভবথ জ্ঞানপারগাঃ। ২৪।

ধারিণীদিগের সহিত মিলিত হইয়া, ভগবতী ব্রহ্মাণীকে দীর্ঘকাল ধরিয়া সম্যক্ প্রকারে আরাধনা করিলাম; তাহাতে তিনি সমাধি হইতে বিরত হন। ।১৯। (এবংকালে) আমাদিগের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া, আমাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন; তাঁহার কৃপাবলে আমরা জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছি।২০। (সেখান হইতে) আমরা স্থির ও শান্তমনা হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে ধ্যানাবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিয়া আমার জন্মদাতার সমীপে গমন করি।২১। (দেখিবামাত্র) তিনি আমাদিগকে আলিঙ্গন প্রদান করেন; অলম্বুসাও আমাদিগকে সমাদর করিয়াছিলেন; তদীয় অনুগ্রহবলে আমরা সংযতভাবে সেখানে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করি।২২। চণ্ড কহিলেন;—হে পুত্রগণ! তোমরা অসীম বাসনাতন্তুময় এই সংসার-জাল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছ ত?।২৩। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের পার দর্শন করিতে পার, আমি সে জন্য ভৃত্যবৎসলা এই ভগবতীর নিকটে তোমাদিগের জন্য অনুরূপ

কাকা উচুঃ।

তাত জ্ঞাতমলং জ্ঞেয়ং ব্রাহ্ম্যা দেব্যাঃ প্রসাদতঃ।
কিন্তেকান্তস্থিতেঃ স্থানমভিবাঞ্ছাম উত্তমং। ২৫।

চণ্ড উবাচ।

সর্ব্বরত্নগণাধারঃ সমস্তসুরসংশ্রয়ঃ।
অস্তি হ্যেব মহোৎসেধো মেরুর্নাম মহীধরঃ। ২৬।
লসচ্চন্দ্রার্কদীপস্য ভূতবৃন্দকলত্রিণঃ।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপস্যান্তস্তম্ভঃ কনকনির্ম্মিতঃ। ২৭।
বৃতঃ কুলাদ্রিসামন্তৈর্জম্বুদ্বীপাসনে স্থিতঃ।
রাজা চন্দ্রার্কনয়নে ভ্রময়ংশ্চৈলসংসদি। ২৮।

প্রার্থনা করি। ২৪। বায়স সকল বলিতে লাগিল ;—হে পিতঃ! দেবী ব্রহ্মাণীর অনুগ্রহবলে যাঁহাকে জানিতে হয়, আমরা সেই জ্ঞেয়—ব্রহ্মপদার্থকে বিশেষ-রূপে জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু যে স্থান নির্জ্জন এবং আমাদের বাসের উপযুক্ত, আমরা (আপনার নিকটে) এরূপ স্থান প্রার্থনা করি। ২৫। চণ্ড কহিলেন ;—সুমেরু নামে এক অত্যুন্নত মহীধর আছে ; উহাতে সকল রত্ন-সমাবেশ এবং সকল সুরগণের অবস্থিতি (দেখিতে পাওয়া যায়)। ২৬। দীপ্তিমান্ চন্দ্র সূর্য্য উহার প্রদীপরূপে প্রকাশিত ; উহাতে পরিবার-সমন্বিত অনেক প্রাণী অবস্থিতি করে, সুতরাং উহা ব্রহ্মাণ্ডরূপ গৃহের কনকময় স্তম্ভসদৃশ। ২৭। রাজচক্রবর্ত্তী নৃপতি যেরূপ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে অধীন নৃপতিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হয়, সেইরূপ সেই মেরু, জম্বুদ্বীপরূপ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছে ; রাজা যেরূপ মধ্যস্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া, সভাস্থ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা দর্শনীয় বিষয় দেখিয়া থাকে, সেও সেইরূপ চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ দুই চক্ষু ধারণ করিয়া, পর্ব্বতসভায় বিরাজ করিতেছে। ২৮। নক্ষত্রনিকর,মালতীমালার ন্যায়

তারৌঘমালতীমাল্যো দিগ্দশৈকাম্বরাম্বরঃ।
নাগজাতিদ্বয়স্থাত্মা নাকনায়কভূষণঃ। ২৯।
দিগঙ্গনাভিরভিতোরম্যাভিঃ পুরভূষণৈঃ।
এষ নিস্যন্দিভিঃ শীতৈর্ব্বীজিতো ঘনচামরৈঃ। ৩০।
অস্যাস্তি পৃষ্ঠে ভূতৌঘবৃতঃ কল্পতরুর্ম্মহান্।
জগতঃ শিখরাদর্শে প্রতিবিম্বমিব স্থিতঃ। ৩১।
তস্যাস্তি দক্ষিণস্কন্ধে শাখা কনকপল্লবা।
রত্নস্তবকনীরন্ধ্রা চন্দ্রবিম্বোল্লসৎফলা। ৩২।
তত্র পূর্ব্বং ময়া নীড়ং কৃতমাসীৎ স্ফুরন্মণি। ৩৩।
রত্নপুষ্পদলচ্ছন্নং রসায়নফলান্বিতং।
চিন্তামণিশলাকাভির্বিহিতালিন্দসংস্থিতিঃ। ৩৪।

তাহার অঙ্গে শোভা পাইয়া থাকে; দশদিক্-সমন্বিত অম্বর, তাহার বস্ত্রের কার্য্য করিয়া থাকে; সুমেরু, সর্প এবং হস্তী সকলের আধার—অর্থাৎ ওখানে নাগের অসদ্ভাব নাই; চন্দ্র উহার অলঙ্কারের কার্য্য করিয়া থাকে। ২৯। রূপ-লাবণ্যবতী দিগঙ্গনাগণ, মেঘ-সদৃশ শ্বেতাদি চামর দ্বারা সতত উহাকে ব্যজন করিয়া থাকে। ৩০। উহার পৃষ্ঠদেশে নানাবিধ প্রাণি-পরিপূর্ণ বৃহৎ কল্পবৃক্ষ বিদ্যমান আছে; বোধ হয় যেন, মেরুশিখরস্বরূপ আদর্শে জগতের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে। ৩১। তাহার দক্ষিণ স্কন্ধে কনকপল্লবশালী (যে) শাখা আছে, উহার স্তবক সকল রত্নময়, এবং তাহা নীরন্ধ্র—স্থানবিহীন;—অর্থাৎ ইহার স্তবকহীন শাখা পল্লব অতি বিরল; ঐ বৃক্ষের ফল সকল চন্দ্রবিম্বের ন্যায় দীপ্তিমান্। ৩২। যেখানে অদ্যাপি মণি-প্রভা প্রস্ফুরিত আছে, আমি পূর্ব্বে সেইখানে কুলায় রচনা করিয়াছিলাম। ৩৩। (ঐ স্থান) রত্নময় পুষ্পসমূহে (সতত) সমাচ্ছন্ন; সুরস ফলে পরিপূর্ণ; চিন্তামণি-শলাকা-সংযোগে উহার অলিন্দ অর্থাৎ বহির্দ্বার-প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত আছে। ৩৪। (তোমাদের স্বজাতীয়)

বুদ্ধিপূর্ব্বসমাচারৈঃ সংপূর্ণং কাকপুত্রকৈঃ।
শীতলাভ্যন্তরং হৃদ্যং পূরিতং কুসুমোৎকরৈঃ। ৩৫।
তদ্গচ্ছত সুতা নীড়ং দুর্গং নাকবতামপি।
ভোগং মোক্ষঞ্চ তত্রস্থা নির্ব্বিঘ্নমলমাপ্স্যথ। ৩৬।
ইত্যুক্ত্বাস্মান্ পিতা তত্র চুচুম্বাভ্যালিলিঙ্গ চ।
দদৌ দেব্যা যদানীতমস্মভ্যঞ্চ তদামিষং। ৩৭।
তদ্ভুক্ত্বা চরণৌ দেব্যাঃ পিতুশ্চৈবাভিবাদ্য চ।
বিন্ধ্যকচ্ছাদ্বয়ং তস্মাৎ স্থানাদালম্বুসাৎ প্লুতাঃ। ৩৮।
ক্রমেণাকাশমুল্লঙ্ঘ্য নির্গত্যাম্বুদকোটরৈঃ।
পবনস্কন্ধমাসাদ্য বন্দিতব্যোমচারিণঃ। ৩৯।
পরিহৃত্য দিনাধীশং লোকান্তরপুরং গতাঃ।
স্বর্গমুল্লঙ্ঘ্য যাতাঃ স্মো ব্রহ্মলোকং মুনীশ্বর। ৪০।

অনেকানেক বায়সনন্দন (বাসের উপযুক্ত) বিবেচনা করিয়া, সেই স্থানে বাস করিয়া থাকে; উহা কুসুম-সমূহে সতত সমাচ্ছন্ন, (সুতরাং) রমণীয়; উহার অভ্যন্তর ভাগ অতিশয় সুশীতল। ৩৫। হে পুত্রগণ! তোমরা সেখানে গমন করিয়া দেবতাদিগেরও দুর্গম সেই নীড়ে বাস করিতে থাক; সে স্থানে অবস্থিতি করিলে, তোমাদের ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই নির্ব্বিঘ্নে চরিতার্থ হইবে। ৩৬। পিতৃদেব, আমাদিগকে এই কথা বলিয়া, (স্নেহ-প্রযুক্ত) চুম্বন ও আলিঙ্গন করিলেন; (এবং) দেবী আমাদিগের জন্য যে মাংসখণ্ড আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা প্রদান করিলেন। ৩৭। আমরা তাহা ভোজন করিয়া, পিতৃদেব ও জননী অলম্বুসার চরণে অভিবাদন পূর্ব্বক অলম্বুসাধিষ্ঠিত স্থান বিন্ধ্য পর্ব্বতের কচ্ছপ্রদেশ হইতে নির্গত হইলাম। ৩৮। ক্রমে আকাশ উল্লঙ্ঘন ও অম্বুদকোটর হইতে নির্গমন করিয়া, পবনস্কন্ধে ভর প্রদান পূর্ব্বক ব্যোমবিহারী দেবতাগণকে বন্দনা করতঃ, । ৩৯। দিবাকরকে অতিক্রম করিয়া এই লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে উপনীত হই; হে মুনীশ্বর! সে স্থান অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হই। ৪০।

অজমচ্যুতমীশ্বরং প্রপদ্যে ॥

বিনামূল্যে বিতরিত।

একাদশ ৩।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্ত্তৃক
ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY
SUTTYABADEE GHOSAUL,
WITH A BENGALEE TRANSLATION.

কলিকাতা,
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৯২ সাল।

অশরণশরণমেকং হরিং

ত্রিভুবনভুবনাভিরামকোষঃ

আপাতমাত্ররম্যেভ্যো ভোগেভ্যঃ কিমবাপ্যতে।
সৎসঙ্গচিন্তামণিতঃ সর্ব্বসারমবাপ্যতে। ৩৬।
স্নিগ্ধগম্ভীরমসৃণমধুরোদারধীরবাক্।
ত্রৈলোক্যপদ্মকোশেস্মিংস্ত্বমেকঃ ষট্পদায়সে। ৩৭।
যুগক্ষোভেষু ঘোরেষু বাত্যাসু বিষমাসু চ।
সুস্থিরঃ কল্পবৃক্ষোয়ং ন কদাচন কম্পতে। ৩৮।
অগম্যোয়ং সমগ্রাণাং লোকান্তরবিহারিণাং।
ভূতানাং তেন তিষ্ঠাম ইহ সাধো সুখেন বৈ। ৩৯।
হিরণ্যাক্ষোধরাপীঠং দ্বীপসপ্তকবেষ্টিতং।
যদা জহার তরসা নাকম্পত তদা তরুঃ। ৪০।

কি অবশিষ্ট থাকে (বলুন ;) অতএব, আপনি যখন আমার এখানে আগমন করিয়াছেন, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল বলিতে হইবে।৩৫। ভোগ্য পদার্থ আপাততঃ রমণীয় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহা হইতে কি সুখ লব্ধ হইয়া থাকে ? যদি সাধু সঙ্গরূপ চিন্তামণির সমাগম ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সার বস্তু লাভ করা হয়। ৩৬। আপনি স্নিগ্ধ, গম্ভীর, মনোরঞ্জক, উদারার্থবিশিষ্ট, মধুর এবং ধীর-বাক্-প্রয়োগে নিপুণ, যেরূপ পদ্মোদরে মধুপের অবস্থিতি, তাহার ন্যায় ত্রৈলোক্যরূপ কমলকোশে আপনি অদ্বিতীয় ভ্রমরতুল্য। ৩৭। ভীষণ যুগ-পরিবর্ত্তন, বা বিষম বাত্যাদিতেও স্থিরভাবাপন্ন এই কল্পবৃক্ষ কম্পিত হয় না। ৩৮। এই কল্পবৃক্ষ, অন্যলোক বিহারী—অর্থাৎ সুরাসুর প্রভৃতি সমগ্র প্রাণীদিগের অগম্য ; হে সাধো! এই জন্য আমরা ইহাতে মন-সুখে অবস্থিতি করি। ৩৯। যে কালে (দুর্জ্জয় দানব) হিরণ্যাক্ষ, সপ্ত-দ্বীপ-সমন্বিত এই পৃথিবীকে বল পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়াছিল, তখনও এই কল্পবৃক্ষ কম্পিত হয় নাই। ৪০।

যদা লোলায়িতবপুর্ভুবামরপর্ব্বতঃ।
সর্ব্বতোদত্তসাম্যাদ্রিস্তদা নাকম্পত দ্রুমঃ। ৪১।
ভুজাবষ্টম্ভবিনমম্মেরুর্নারায়ণো যদা।
মন্দরং প্রোদ্দধারাদ্রিং তদা নাকম্পত দ্রুমঃ। ৪২।
যদা সুরাসুরক্ষোভপতচ্চন্দ্রার্কমণ্ডলং।
আসীজ্জগদতিক্ষুব্ধং তদা নাকম্পত দ্রুমঃ। ৪৩।
এবংরূপে দ্রুমবরে তিষ্ঠতামাপদঃ কুতঃ।
অস্মাকং মুনিশার্দ্দূল দ্যোস্থিতে ন কিলাপদঃ। ৪৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

কল্পান্তেষু মহাবুদ্ধে বহৎসূৎপাতবায়ুষু।
প্রপতদ্বিন্দুভার্কেষু কথং তিষ্ঠসি বিজ্বরঃ। ৪৫।

যখন অমর পর্ব্বত, লোলায়িত-শরীর হইয়া সকল পর্ব্বতদিগকে সমান ভার প্রদান করিয়াছিল; (অর্থাৎ ভগবান্ বরাহমূর্ত্তিতে যখন অবনীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন,) তখনও এই বৃক্ষ অস্থির হয় নাই।৪১। যখন চতুর্ভুজ নারায়ণ, মেরুকে স্বকীয় দুই ভুজোপরি স্থাপিত করিয়া, অপর দুই ভুজ দ্বারা মন্দর গিরিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখনও এই কল্প-পাদপ কম্পিত হয় নাই। ৪২। যখন সুরাসুরের সংগ্রাম-সংঘটনে চন্দ্রসূর্য্য শূন্য হইতে স্খলিত ও জগৎ অতিশয় ক্ষুভিত হইয়াছিল, তখনও ইহার অস্থিরতা ঘটে নাই। ৪৩। হে মুনিশার্দ্দূল? এই প্রকার সারবান্ কল্পবৃক্ষে অবস্থিতি করিতেছি বলিয়া, আমাদের আপদের সম্ভাবনা নাই; (কারণ) যে বৃক্ষের স্বর্গে অবস্থিতি (চিরপ্রসিদ্ধ), তাহাতে বাস করিলে আমাদের আপদ বিপদের সম্ভাবনা কোথায়? ।৪৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে মহাবুদ্ধে ভুশুণ্ড! (তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,) কল্পান্তকালে যখন উৎপাত-বায়ু প্রবাহিত হয়, যে সময় চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল স্খলিত হইয়া পড়ে, তখন তুমি বিজ্বর হইয়া, কিরূপে অবস্থিতি কর (বল) ।৪৫।

ভুশুণ্ড উবাচ।

যদা পপাত কল্পান্তে ব্যবহারো জগৎস্থিতৌ।
কৃতঘ্ন ইব সন্মিত্রং তদা নীড়ং ত্যজাম্যহং। ৪৬।
আকাশএব তিষ্ঠামি বিগতাখিলকল্পনঃ।
স্তব্ধপ্রকৃতিসর্ব্বাঙ্গো মনো নির্ব্বাসনং যথা। ৪৭।
প্রতিপন্তি যদাদিত্যাঃ শকলীকৃতভূধরাঃ।
বারুণীং ধারণাং বদ্ধা তদা তিষ্ঠামি ধীরধীঃ। ৪৮।
জগদ্গালিতমেরোদি যাত্যেকার্ণবতাং যদা।
বায়বীং ধারণাং বদ্ধা সংপ্লবে চলধীস্তদা। ৪৯।
ব্রহ্মাণ্ডপারমাসাদ্য তত্ত্বান্তে বিমলে পদে।
সুষুপ্তাবস্থয়া তাবত্তিষ্ঠাম্যচলরূপয়া। ৫০।

ভুশুণ্ড কহিল;—কল্পান্ত-কালে যে সময়ে জগৎস্থিতি বিচলিত হইয়া থাকে, সেই সময় কৃতঘ্ন যেরূপ সদ্বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি এই নীড় পরিত্যাগ করি। ৪৬। মনের বাসনা দূর হইলে সে যেরূপ নিশ্চল-স্বভাব হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি সে সময়ে সকল কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চল দেহ অবলম্বনপূর্ব্বক আকাশের আশ্রয় গ্রহণ করি। ৪৭। যে সময়ে আদিত্যগণ স্খলিত হইয়া থাকে, পর্ব্বত সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া নিপতিত হয়, আমি সে সময়ে স্থিরবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক বারুণী শক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে থাকি।৪৮। যখন জগতের গলিতদশার আবির্ভাব হয়, তখন মেরু প্রভৃতি অর্ণবতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ মহাজলরাশিতে পরিণত হয়, আমি সে সময়ে অচলবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক বায়ু-শক্তির সাহায্যে অবস্থান করিতে থাকি। ৪৯। (এবং) অচলরূপিণী সুষুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের পারস্থিত বিমল ব্রহ্মপদে অবস্থিতি করি। ৫০। যখন কমলযোনি প্রজাপতি

যাবৎ পুনঃ কমলজঃ সৃষ্টিকর্ম্মণি তিষ্ঠতি।
তত্র প্রবিশ্য ব্রহ্মাণ্ডং তিষ্ঠামি বিহগালয়ে। ৫১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

যথা তিষ্ঠসি পক্ষীন্দ্র ধারণাভিরখণ্ডিতঃ।
কল্পান্তেষু তথা কস্মান্নান্যে তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ। ৫২।

ভুশুণ্ড উবাচ।

ব্রহ্মন্নিয়তিরেষা হি দুর্লঙ্ঘ্যা পারমেশ্বরী।
ময়েদৃশেন বৈ ভাব্যং ভাব্যমন্যৈস্তু তাদৃশৈঃ। ৫৩।
ন শক্যতে তোলয়িতুমবশ্যং ভবিতব্যতা।
যদ্‌যথা তত্তথৈতদ্ধি স্বভাবস্যৈষ নিশ্চয়ঃ। ৫৪।
মৎসংকল্পবশেনৈব কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ।
অস্মিন্নেব গিরেঃ শৃঙ্গে তরুরিত্থং ভবত্যয়ং। ৫৫।

সৃষ্টিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, আমি তখন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ পূর্ব্বক বিহগালয়—কুলায়ে অবস্থিতি করি। ৫১। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে পক্ষীন্দ্র! তুমি যেরূপ আপনার অখণ্ডনীয় ধারণাশক্তি-প্রভাবে (কল্পান্তকালে) অবস্থিতি কর, অন্য যোগিগণ সেরূপ কল্পান্তকালে অবস্থিতি করেন না কেন?। ৫২। ভুশুণ্ড কহিল;—হে ব্রহ্মন্! এ (সমস্ত ব্যাপার) ঈশ্বরের নিয়তি, তাহা লঙ্ঘন করা মনুষ্যের পক্ষে দুষ্কর; আমি এ বিষয়ে যে প্রকারে চলিয়া থাকি, অন্য যোগিগণও সেই প্রকারে চলিয়া থাকেন। ৫৩। ভবিতব্যতা খণ্ডন করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই; যাহা হইবার, তাহা হইবেই হইবে, স্বভাবের এইটি (স্থির) নিশ্চয়। ৫৪। আমার সঙ্কল্প নিবন্ধন প্রতিকল্পে এই গিরিশৃঙ্গে এই বৃক্ষ—কল্পপাদপ এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৫৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—(হে পক্ষিবর!) তোমার জীবন

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্যন্তমোক্ষদীর্ঘায়ুর্ভবান্নির্দ্দেশনায়কঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানবান্ ধীরো যোগযোগ্যমনোগতিঃ। ৫৬।
দৃষ্টানেকবিধানল্পসর্গসঙ্গমাগমঃ।
কিং কিং স্মরসি কল্যাণ চিত্রমস্মিন্ জগৎক্রমে। ৫৭।

ভুশুণ্ড উবাচ।

কিন্তেন বহুনোক্তেন সারং সংক্ষেপতঃ শৃণু।
অসংখ্যাতান্মনূন্ ব্রহ্মন্ স্মরামি শতশো গতান্।
সর্ব্বান্ সংরম্ভবহুলাংশ্চতুর্যুগশতানি চ। ৫৮।
একমেব স্বয়ং শুদ্ধং পুরুষাসুরবর্জ্জিতং।
আলোকনিচয়ং চৈকং কঞ্চিৎ সর্গং স্মরাম্যহং। ৫৯।

মোক্ষের ন্যায় দীর্ঘ—অর্থাৎ অপরিচ্ছেদ্য, তুমি অতিশয় ধীর এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে তোমার অন্তঃকরণ বিমণ্ডিত; তোমার মনের গতি যোগের উপযুক্ত; তুমি চিরন্তন অর্থনির্দ্দেশ বিষয়ে যোগ্যপাত্র;—অর্থাৎ প্রধান ব্রহ্ম-পথ-প্রদর্শক। ৫৬। তুমি অনেক প্রকার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় দর্শন করিয়াছ; হে কল্যাণ! (তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,) জগতের ক্রম—অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি পরিবর্ত্তনে যাহা দেখিয়াছ, তাহাতে কি কি অদ্ভুত ব্যাপার তোমার স্মরণ হয়?। ৫৭। ভুশুণ্ড কহিল;—হে ব্রহ্মন্? বিস্তৃত ভাবে বলিবার প্রয়োজন কি? আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর; যাঁহাদের কার্য্যকলাপ অতি বিস্তৃত, এরূপ অসংখ্য মনু এবং শত শত চতুর্যুগ আমার দৃষ্টিতে গত হইয়াছে, স্মরণ হয়। ৫৮। যখন অদ্বিতীয় বিমল বিরাট পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে নিজদেহ ব্যাপ্ত করিয়া আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিবার জন্য স্বয়ং কিঞ্চিৎ কাল সমাহিত হইয়াছিলেন, সুরাসুরবর্জ্জিত আলোক-সমষ্টি-স্বরূপ সেই সৃষ্টি (এখনও) আমার স্মরণ হইয়া থাকে। ৫৯। যে সময়ে ব্রাহ্মণেরা সুরা-

সুরাপং ব্রাহ্মণং মত্তং নিষিদ্ধসুরশূদ্রকং।
বহুনাথসতীকঞ্চ কঞ্চিৎ সর্গং স্মরাম্যহং। ৬০।
বৃক্ষনীরন্ধ্রভূপীঠমকল্পিতমহার্ণবং।
স্বয়ং সঞ্জাতপুরুষং কঞ্চিৎ সর্গং স্মরাম্যহং। ৬১।
সর্গপ্রারম্ভকলনাবিভাগো ভুবনত্রয়ে।
কুলপর্ব্বতসংস্থানং জম্বুদ্বীপং পৃথক্ স্থিতং। ৬২।
বর্ণধর্ম্মধিয়াং সৃষ্টিবিভাগোমণ্ডলাবনেঃ।
ঋক্ষচক্রকসংস্থানং ধ্রুবনির্ম্মাণমেব চ। ৬৩।
জন্মেন্দুভাস্করাদীনাং ইন্দ্রোপেন্দ্রব্যবস্থিতিং।
হিরণ্যাক্ষাপহরণং বরাহোদ্ধরণং ক্ষিতেঃ। ৬৪।
কল্পনং পার্থিবানাঞ্চ বেদানয়নমেব চ।
মন্দরোন্মূলনং চাব্ধেরমৃতার্থঞ্চ মন্থনং। ৬৫।

পানে উন্মত্ত হন, শূদ্রেরা দেবদ্বেষী হইয়া অসৎ শূদ্ররূপে গণনীয় হইতে থাকে, যে সময় নারীগণ বহুপুরুষভোগ্যা হইতে থাকে, সে সৃষ্টি (সে যুগাধিকার) আমার স্মরণ হয়। ৬০। যে সময় ভূ-পীঠে বৃক্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, সমুদ্র-সৃষ্টির কল্পনাও ছিল না, যে সময়ে (স্ত্রী-পুরুষ-সহবাস ব্যতিরেকে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার সে সৃষ্টিকালের কথাও স্মরণ হয়। ৬১। সৃষ্টির আরম্ভে প্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্কল্প, তাহার পর বিভাগ দ্বারা ত্রিভুবন-রচনা, তদনন্তর কুলপর্ব্বতদিগের যথাযোগ্য প্রদেশে সংস্থিতি, পরে জম্বুদ্বীপের পৃথক্ স্থানে সমাবেশ, ।৬২। তদনন্তর অবনীমণ্ডলবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির সৃষ্টি ও তাঁহাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনির্দ্দেশ, । ৬৩। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি (জ্যোতিষ্কদিগের) জন্ম, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদির অবস্থিতি, হিরণ্যাক্ষ-সংহার, ভগবানের বরাহ-মূর্ত্তিতে পৃথিবী-সমুদ্ধার, । ৬৪। দেবদানবমানবাদি পার্থিবদিগের সৃষ্টি, ভগবানের মৎস্যাবতারে বেদসংরক্ষণ, অমৃতলাভোদ্দেশে সমুদ্র-মন্থন এবং মন্দরোন্মূলন, । ৬৫। এ সকল ঘটনা, অতি স্বল্প কাল

ইত্যাদিকায়াঃ স্মৃতয়ঃ স্বল্পাতীতজগৎক্রমাঃ।
বালৈরপিহিতস্তাত স্মর্য্যন্তে তাসুকোগ্রহঃ। ৬৬।
গরুড়বাহনং বিহগবাহনং বিহগবাহনং বৃষভবাহনং
বৃষভবাহনং গরুড়বাহনং কলিতবানহং কলিতজীবিতঃ। ৬৭।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে চিরজীবিতবৃত্তান্তকথনং
নাম ত্রয়শ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ। *। ৪৩। *।

হইল, জগৎ-পরিবর্ত্তনে ঘটিয়াছে; সুতরাং হে তাত! আমা অপেক্ষা বয়ঃ-কনিষ্ঠ আপনাদিগেরও তাহা সহজে স্মরণ হইতে পারে। ৬৬। আমি দীর্ঘজীবী বলিয়া, গরুড়বাহন নারায়ণকে মরালবাহন ব্রহ্মা-মূর্ত্তিতে সংসার-সৃষ্টি করিতে, হংসবাহন ব্রহ্মাকে বৃষভবাহন শিবমূর্ত্তিতে সংহার করিতে, এবং বৃষভবাহন রুদ্রকে গরুড়বাহন বিষ্ণু-শরীর ধারণ পূর্ব্বক সৃষ্টি রক্ষা করিতে দেখিয়াছি; অর্থাৎ হরিহরব্রহ্মা নামভেদে তিন, কিন্তু তিনই এক, এবং তাঁহাদের একই কার্য্য, ইহা দর্শন করিয়াছি। ৬৭।

ভুশুণ্ড উবাচ।

ততোজগতিজাতেষু ভগবন্ যুষ্মদাদিষু।
ভরদ্বাজপুলস্ত্যাত্রিনারদেন্দ্রমরীচিষু। ১।
পুলহোদ্দালকাদ্যেষু ক্রতুভৃগ্বঙ্গিরস্সু চ।
সনৎকুমারভৃঙ্গীশস্কন্দেভবদনাদিষু। ২।
গৌরীসরস্বতীলক্ষ্মীগায়ত্র্যাদ্যাসু ভূরিষু।
মেরুমন্দরকৈলাসহিমবদ্দর্দুরাদিষু। ৩।
হয়গ্রীবহিরণ্যাক্ষকালনেমিবলাদিষু।
হিরণ্যকশিপূকাথ বলিপ্রহ্লাদকাদিষু। ৪।
শিবিন্যঙ্কুপৃথ্বাথ্যবৈন্যনাভাগকেলিষু।
নলমান্ধাতৃসগরদিলীপনহুষাদিষু। ৫।
আত্রেয়ব্যাসবাল্মীকিশুকবাৎস্যায়নাদিষু।

ভুশুণ্ড কহিল ;—হে ভগবন্! তদনন্তর জগতের সৃষ্টি হইলে পর, ভরদ্বাজ, পুলস্ত্য, অত্রি, নারদ, ইন্দ্র, মরীচি প্রভৃতি আপনাদিগের, । ১। পুলহ, উদ্দালক, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা, সনৎকুমার প্রভৃতি সিদ্ধর্ষিগণের, এবং কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি শিবপার্ষদগণের, ।২। গৌরী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ও গায়ত্র্যাদি অসংখ্য দেবশক্তিগণের, এবং মেরু, মন্দার, কৈলাস, হিমালয়, দর্দ্দুর প্রভৃতি পর্ব্বত-সমূহের, । ৩। হিরণ্যাক্ষ, কালনেমি, হয়গ্রীব, হিরণ্যকশিপু, বলি ও প্রহ্লাদাদি দানবগণের, । ৪। শিবি, ন্যঙ্কু, পৃথু, বৈন্য, নাভাগ, নল, মান্ধাতা, সগর, দিলীপ, এবং নহুষ প্রভৃতি রাজগণের, । ৫। আত্রেয়, ব্যাস, বাল্মীকি, শুক-দেব, বাৎস্যায়ন, প্রভৃতি ঋষিগণের। ৬। জন্ম, অল্প দিন হইল অতীত হই-

অল্পকাতীতকালেষু কিঞ্চিদ্দূরেষু কেষুচিৎ। ৬।
তথাদ্যতন সর্গেষু স্মরণে গণনৈব কা। ৭।
মুনে তে ব্রহ্মপুত্রস্য জন্মাষ্টকমিদং কিল।
সংস্মরাম্যষ্টমে সর্গে তস্মিংস্ত্বং মম সংগতঃ। ৮।
কদাচিদ্বজ্জায়সে ব্যোম্নঃ কদাচিজ্জায়সে জলাৎ।
কদাচিদ্বায়ুতঃ শৈলাৎ কদাচিজ্জায়সেঽনলাৎ। ৯।
যাদৃশো যাদৃশাচারো যাদৃক্ সংস্থানদিগ্‌গণঃ।
সর্গোয়ং তাদৃশানেব ত্রীন্ সর্গান্ সংস্মরাম্যহং। ১০।
একরূপাখিলাচারসন্নিবেশধরামরান্।
সমকালান্ স্থিরস্থৈর্য্যান্ দশসর্গান্ স্মরাম্যহং। ১১।

য়াছে, যদিও ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জন্ম কিছু দীর্ঘ কাল হইয়াছে,। ৬। কিন্তু তাহা এই সর্গে স্মরণার্থ কে গণনা করে? অর্থাৎ সে সকল বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। ৭। হে মুনে! ব্রহ্মার পুত্র আপনার এই জন্মাষ্টক আমি অষ্টম সর্গে—অর্থাৎ অষ্টম বার সৃষ্টিকালে যে সময়ে আপনি আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া থাকি। ৮। আপনি কোনও সময়ে আকাশ হইতে, কখনও জল হইতে, কখনও বায়ু হইতে, কখনও বা শৈল হইতে, এবং কখনও কখনও বা অনল হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ৯। দিগ্‌গণের যেরূপ আচার ও যেরূপ সংস্থান, সৃষ্টি-ব্যাপারও তদনুরূপ হইয়া থাকে; এইরূপ তিনটি সৃষ্টিব্যাপার আমার স্মরণ হইয়া থাকে। ১০। যে দশ সৃষ্টিব্যাপারে দেবগণ একরূপ ও একাচার ধারণ পূর্ব্বক সমান জীবন লাভ করিয়া, অসুরদিগের দ্বারা অবিচলিত হইয়া স্থির পদে অবস্থিতি করেন, তাহাও আমি বিস্মৃত নহি। ১১।

অন্তর্দ্ধানং গতা ধাত্রী বারপঞ্চকমুদ্ধৃতা।
মুনে পঞ্চসু সর্গেষু কূর্ম্মেণৈব পয়োনিধেঃ। ১২।
মন্দরাকর্ষণাবেগপর্য্যাকুলসুরাসুরম্।
স্মরামি দ্বাদশচ্ছেদমমৃতাম্ভোধিমন্থনং। ১৩।
সর্ব্বৌষধিরসোপেতাং বলিগ্রাহস্তদা দিব।
বারত্রয়ং হিরণ্যাক্ষোনীতবান্ বসুধামধঃ। ১৪।
রেণুকাত্মজতাং গত্বা ষষ্ঠবারমিমং হরিঃ।
বহুসর্গান্তরেণাপি চকার ক্ষত্রিয়ক্ষয়ম্। ১৫।
শতং কলিযুগানাঞ্চ হরের্বুদ্ধদশাশতং।
শৌকরাজতয়ৈবাপ্তং স্মরামি মুনিনায়ক। ১৬।

হে মুনে! বনবরাহ যেরূপ জলধি-জলে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পঞ্চসর্গে পৃথিবী পঞ্চবার উদ্ধৃত হইয়া জলে নিমগ্ন পূর্ব্বক অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (তাহা আমার স্মরণ হয়)। ১২। দ্বাদশ সর্গ ব্যাপারে মন্দরগিরি আকর্ষণ পূর্ব্বক সমুদ্র-মন্থনে যে অমৃতোৎপত্তি ঘটিয়াছিল, এবং যে ব্যাপারে সুরাসুর সমাকুলিত হইয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ হয়। ১৩। (দুর্জ্জয়) দানব হিরণ্যাক্ষ, দেবগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া সর্ব্বৌষধিরসশালিনী অবনীকে (যথাক্রমে) তিন বার পাতালে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন (তাহাও আমার স্মরণ আছে)। ১৪। ভগবান্ হরি, ষষ্ঠ বারে রেণুকা-নন্দনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া (বহুবিধ অবতারের আবির্ভূততায় সর্গ, সম্যক্‌প্রকারে শূন্য হইলেও) ইহার ব্যবধানে ক্ষত্রিয় ক্ষয় করিয়াছিলেন, (ইহাও বিস্মৃত নহি)। ১৫। হে মুনিনায়ক! শত কলিযুগ এবং হরিরূপী বুদ্ধের কীকটদেশের রাজপুত্ররূপে পরিচিতি ও শত দশা প্রাপ্তি আমার স্মরণ আছে। ১৬। আমি, ত্রিংশসংখ্যক ত্রিপুরাসুরের

ত্রিংশত্ত্রিপুরবিক্ষোভান্ দ্বৌ দক্ষাধ্বরসংক্ষয়ৌ।
দশশক্রবিঘাতাংশ্চ চন্দ্রমৌলেঃ স্মরাম্যহং। ১৭।
যুগং প্রতিধিয়াং পুংসাং ন্যূনাধিকতয়া মুনে।
ক্রিয়াঙ্গপাঠবৈচিত্র্যযুক্তান্ বেদান্ স্মরাম্যহং। ১৮
একার্থানি সমগ্রানি বহুপাঠানি মেনঘ।
পুরাণানি প্রবর্ত্তন্তে প্রসৃতানি যুগং প্রতি। ১৯।
পুনস্তানেব তানেবমন্যানপি যুগে যুগে।
বেদাদিবিৎপ্ররচিতানিতিহাসান্ স্মরাম্যহং। ২০।
ইতিহাসং মহাশ্চর্য্যমন্যং রামায়ণাভিধং।
গ্রন্থলক্ষ্যপ্রমাণঞ্চ জ্ঞানশাস্ত্রং স্মরাম্যহং। ২১।

হনন, দুই দক্ষ-যজ্ঞ নির্ম্মূলন, এবং শিবের নিকটে অপরাধী দশ সংখ্যক ইন্দ্রের প্রতি দণ্ডাদেশ স্মরণ করিয়া থাকি। ১৭। আমি প্রতিযুগে পুরুষদিগের বুদ্ধির ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত ব্রহ্মচর্য্য গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি ক্রিয়ার অঙ্গস্বরূপ বেদের উচ্চারণ বিষয়ের তারতম্য-নিবন্ধন বিবিধ বৈচিত্র্য ও ফলের বৈষম্য দর্শন করিয়াছি। ১৮। হে অনঘ! সমগ্র পুরাণ শাস্ত্র একার্থ-প্রতিপাদক হইলেও প্রতিযুগে বহু-পাঠ-দোষে দূষিত হইয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আমি দেখিয়াছি। ১৯। প্রতিযুগে বেদাদি শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ ব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিগণের রচিত সেই সকল ভারত রামায়ণাদি ইতিহাস, এবং অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রচলন আমার স্মরণ আছে। ২০। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের উপদেশপূর্ণ রামায়ণ নামক এই ইতিহাস অতিশয় আশ্চর্য্যময়; (বিশেষতঃ বশিষ্ঠ-রামসংবাদ রূপ মহারামায়ণ) প্রকৃত জ্ঞানশাস্ত্র; প্রমাণ-স্বরূপে এই গ্রন্থ (সাধারণে) প্রচলিত রহিয়াছে। ২১। রামের অনুরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য,

রামবদ্ব্যবহর্ত্তব্যং ন রাবণবিলাসবৎ।
ইতি যত্র ধিয়াং জ্ঞানং হস্তে ফলমিবার্পিতং। ২২।
কৃতং বাল্মীকিনা চৈতদধুনা যৎ করিষ্যতি।
অন্যচ্চ প্রকটং লোকে স্থিতং জ্ঞাস্যসি কালতঃ।২৩।
বাল্মীকিনাম্না জীবেন তেনৈবান্যেন বা কৃতং।
এতচ্চ দ্বাদশং বারং ক্রিয়তে বিস্মৃতিং গতং। ২৪।
দ্বিতীয়মেতস্য সমং ভারতন্নামনামতঃ।
স্মরামি প্রাক্তনব্যাসকৃতং জগতি বিস্মৃতং। ২৫।
ব্যাসাভিধেন জীবেন তেনৈবান্যেন বা কৃতং।
এতত্তু সপ্তমং বারং ক্রিয়তে বিস্মৃতিং গতং। ২৬।
আখ্যানকানি শাস্ত্রাণি নিবৃত্তানি যুগং প্রতি।
বিচিত্রসন্নিবেশানি সংস্মরামি মুনীশ্বর। ২৭।

রাবণের বিলাসাদি অনুকরণীয় নহে, যাহাদের বুদ্ধিতে এরূপ বিবেচনা দাঁড়াইয়াছে, তাহারা করস্থ ফলের ন্যায় জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে শিখিয়াছে। ।২২। বাল্মীকি এই জ্ঞানশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, এখন ইহা লোক-সমাজে প্রকটিত রহিয়াছে; কিন্তু ইহা যে (জীবকে) কিরূপ ফল প্রদান করিবে, তাহা আপনি উপযুক্ত সময়ে বুঝিতে পারিবেন। ২৩। বাল্মীকিনামা কোনও ব্যক্তি, বা অন্য কোন লোকে লোপপ্রাপ্ত এই গ্রন্থের এক্ষণে দ্বাদশ বার প্রকাশ করিয়াছেন, ।২৪। দ্বিতীয় গ্রন্থ ভারত, রামায়ণের সমতুল এবং স্বকীয় নামানুসারে জগতে বিস্তৃত; ইহা পূর্ব্বতন ব্যাসের কীর্ত্তি হইলেও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ২৫। এই গ্রন্থখানি ব্যাস নামক কোনও ব্যক্তি, বা অপর কোন লোক, কালক্রমে লোপপ্রাপ্ত এই গ্রন্থকে (সম্প্রতি) সপ্তম বার প্রচার করিয়াছেন। ২৬। হে মুনীশ্বর! বিচিত্র-রচনা-পুর্ণ আখ্যানকাদি শাস্ত্র সকল যে, যুগে যুগে নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহা আমার স্মরণ আছে। ২৭।

ভূয়স্তান্যেব তান্যেব তথান্যানি যুগে যুগে।
সাধো পদার্থজালানি প্রপশ্যামি স্মরামি বৈ। ২৮।
রাক্ষসক্ষতয়ে বিষ্ণোর্মহীমবতরিষ্যতঃ।
অধুনৈকাদশং জন্ম রাম নাম্নো ভবিষ্যতি। ২৯।
নারসিংহেন বপুষা হিরণ্যকশিপুং হরিঃ।
জঘান বারত্রিতয়ং মৃগেন্দ্র ইব বারণং। ৩০।
বসুদেবগৃহে বিষ্ণোর্ভূয়োভারনিবৃত্তয়ে।
অধুনা ষোড়শং জন্ম ভবিষ্যতি মুনীশ্বর। ৩১।
জগন্ময়ী ভ্রান্তিরিয়ং ন কদাচন বিদ্যতে।
বিদ্যতে তু কদাচিচ্চ জলবুদ্বুদবৎ স্থিতা। ৩২।
দৃশ্যভ্রান্তিরনিত্যেয়মন্তস্থা সংবিদাত্মনি।
জায়তে লীয়তে চাশু লোলাবীচিরিবাম্ভসি। ৩৩।

হে সাধো! আমি এক্ষণে সেই সকল শাস্ত্রাদি এবং অন্যান্য পদার্থ সকল যুগে যুগে দর্শন ও স্মরণ করিতেছি। ২৮। রাক্ষসকুল নির্ম্মূলের জন্য অবনীতে অবতার রূপে অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণ, ত্রেতাযুগে একাদশ জন্ম গ্রহণ করিয়া রাম নামে পরিচিত হইবেন। ২৯। মৃগেন্দ্র যেরূপ মাতঙ্গের প্রতি ধাবিত হইয়া তাহাকে ধ্বংস করে, সেই রূপ হরি, নৃসিংহ মূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে তিন বার সংহার করিয়াছিলেন।৩০। হে মুনীশ্বর! ভূমিভার-হরণ জন্য বসুদেব-গৃহে দ্বাপরান্তে বিষ্ণু ষোড়শ বার জন্মগ্রহণ করিবেন।৩১। এই ভ্রান্তি (যদিও) জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, (কিন্তু) ইহা কখনও বিদ্যমান থাকে না; যাহা হউক, যখনই ইহার বিদ্যমানতা অনুভূত হয়, তখনই উহা জলবুদ্বুদের ন্যায় অবস্থিতি করে।৩২। তরঙ্গ যেরূপ জলে সমুদ্ভূত হইয়া তাহাতে সত্বর লয় পাইয়া থাকে,সেইরূপ অনিত্য দৃশ্য পদার্থ-ভ্রম সমুদ্ভূত হইবামাত্র তত্ত্বজ্ঞানীর অন্তরে উহা লীন হইয়া থাকে।৩৩। আমার স্মরণ

সমৈকসন্নিবেশানি বহূনি বিষমাণি চ।
তথার্দ্ধসমরূপাণি ত্রিজগন্তি স্মরাম্যহং। ৩৪।
তান্যেব তাদৃক্‌কর্ম্মানি তথান্যাচরণানি চ।
তৎকর্ম্মাণি তথান্যানি ভূতানীহ স্মরাম্যহং। ৩৫।
প্রতিমন্বন্তরে ব্রহ্মন্ বিপর্য্যস্তে জগৎক্রমে।
সন্নিবেশেঽন্যথা জাতে প্রযাতে সংশ্রুতে জনে। ৩৬।
মমান্যান্যেব মিত্রাণি অন্য এব চ বন্ধবঃ।
অন্য এব নবা ভৃত্যাস্ত্বন্য এব সমাশ্রয়াঃ। ৩৭।
কদাচিদহমেকান্তে বিন্ধ্যকচ্ছকৃতালয়ঃ।
কদাচিৎ সদ্যনিলয়ঃ কদাচিদ্দর্দুরালয়ঃ। ৩৮।
কদাচিদ্ধিমবদ্বাসী কদাচিন্মলয়াচলঃ।
কদাচিৎ প্রাক্তনেনৈব সন্নিবেশেন ভূধরং। ৩৯।

আছে, এই ত্রিজগৎ যদিও একরূপে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু কখনও উহা বহুবিধ বিষমাবস্থা ধারণ করে, কখনও বা অর্দ্ধসমানভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে।৩৪। জগতের সেই সকল ব্যাপার এবং আচরণ সকল যেরূপ স্মরণ করি, সেইরূপ প্রাণীদিগের কর্ম্ম সকলও স্মরণ করিয়া থাকি।৩৫। হে ব্রহ্মন্! প্রতি মন্বন্তরে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের বিপর্য্যস্ত ঘটিলে, অথবা অন্য প্রকার অবস্থিতি হইলে, কিম্বা খ্যাতাপন্ন ব্যক্তিগণ প্রস্থান করিলে, ।৩৬। আমার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবগণ, এবং নূতন ভৃত্যবর্গ অন্য স্থানে বসতি করিয়া থাকে। ৩৭। আমি কখনও নির্জ্জন প্রদেশ বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিতি করি, কখনও বা আমার সদ্য আবাস রচনা ঘটে, এবং কখনও কখনও পর্ব্বতে অবস্থিতি হয়। ৩৮। আমি কখনও কখনও হিমালয়ে অবস্থিতি করি, কখনও বা মলয়াচলে বাস করিয়া থাকি ; সময়ে জন্মান্তরীণ সন্নিবেশ দ্বারা সুমেরু গিরির আশ্রয় গ্রহণ করি। ৩৯। (এবং) চূত বৃক্ষের

চূতবৃক্ষে চ শাখায়াং প্রাপ্য নীড়ং করোম্যহং।
অনাদ্যন্তেষু যাতেষু যুগেষু মুনিনায়ক। ৪০।
প্রাক্তনেনৈব জাতোয়ং সন্নিবেশেন পাদপঃ।
দেহং ত্যক্ত্বা সুখং সাধো নাতঃ পরিণতিং গতঃ। ৪১।
নসন্নাসজ্জগন্মন্যে ভ্রময়ন্ কেবলং ধিয়ঃ। ৪২।
আত্মস্পন্দচমৎকারবিভবোয়ং বিজৃম্ভতে।
পুত্রঃ পিতৃত্বমায়াতি মিত্রং যাত্যরিতাং যথা। ৪৩।
স্ত্রীত্বঞ্চ শতশো যাতান্ পুংসশ্চৈব স্মরাম্যহং।
কলৌ কৃতযুগাচারান্ কৃতে কলিযুগস্থিতিং। ৪৪।
ত্রেতায়াং দ্বাপরে চৈব সংস্মরামি মুনীশ্বর।
অদৃষ্টবেদবেদার্থান্ স্বসংকেতবিহারিণঃ। ৪৫।

শাখা প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে নীড় নির্ম্মাণ করি; হে মুনীশ্বর! এইরূপে আদ্যন্তবিহীন অসংখ্য যুগ অতিক্রান্ত হইয়া থাকে। ৪০। হে সাধো! এই বৃক্ষ আমাদিগের প্রাক্তন সন্নিবেশ নিবন্ধন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং ইহা দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিণতির মুখ দর্শন করে না;—অর্থাৎ চিরকালই ইহার নিত্যত্ব রহিয়াছে। ৪১। এই জগৎ সৎ,—অর্থাৎ নিত্যস্থায়ী, অথবা অসৎ অর্থাৎ অস্থায়ী, ইহা কেবল বুদ্ধির ভ্রম প্রযুক্ত ঘটিয়া থাকে। ৪২। আপনার উপরে মায়াশক্তি কত দূর প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, (বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহা দ্বারাই) পুত্র, পিতৃত্ব প্রাপ্ত এবং মিত্র শত্রুতে পরিণত হইয়া থাকে। ৪৩। আমার স্মরণ হয়, (ইহার প্রভাবে) অসংখ্য মনুষ্য সকল, নারীভাবে পরিণত হইয়া থাকে; এবং দ্বাপরের কার্য্য সকল কলিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।৪৪। হে মুনিবর! আমার স্মরণ হয় (এই মায়া হইতে) ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগের কার্য্য সকল, কলি-কাল-তুল্য বোধ হইয়া থাকে; (ইহারই প্রভাবে) বেদার্থ সকল ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া যায়, এবং (লোকে আপনার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য) নানাপ্রকার সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া

চতুর্যুগ সহস্রান্তে জগচ্ছূন্যং স্মরাম্যহং।
মনোমননির্ম্মাণান্ পার্থিবাকারবর্জ্জিতান্।
ব্যাপ্তান্ বায়ুময়ৈভূর্তৈর্দশসর্গান্ স্মরাম্যহং। ৪৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথাসৌ বায়সশ্রেষ্ঠো জিজ্ঞাসার্থমিদং ময়া।
ভূয়ঃ পৃষ্টো মহাবাহো কল্পবৃক্ষলতাগ্রকে। ৪৭।
চরতাং জগতঃ কোশে ব্যবহারবতামপি।
কথং বিহগরাজেন্দ্র দেহং মৃত্যুর্ন বাধতে। ৪৮।

ভুশুণ্ড উবাচ।

জানন্নপি হি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মন্ জিজ্ঞাসয়েব মাং।
পৃচ্ছসি প্রভবো নিত্যং ভৃত্যং বাচালয়ন্তি হি। ৪৯।

থাকে। ৪৫। আমার স্মরণ হয় এই রূপে চতুর্যুগ সহস্র অবসান হইলে পর, বিধাতার মনের ইচ্ছা-প্রসূত, পার্থিবাকার-বিহীন, বায়ুময় প্রাণিশরীরে পরিপূর্ণ দশ সর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৪৬। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে মহাবাহো! অনন্তর আমি কল্পবৃক্ষ-শাখায় উপবিষ্ট বায়স-শ্রেষ্ঠ ভুশুণ্ডকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ৪৭। হে পক্ষিরাজ! সংসার মধ্যে অসংখ্য জীব স্বভাবের অনুগত হইয়া অবস্থিতি করে, কিন্তু (কালে) তাহাদের শরীর পতন ঘটিয়া থাকে; (জিজ্ঞাসা করি,) মৃত্যু তোমার দেহকে আক্রমণ করে না কেন? । ৪৮। ভুশুণ্ড কহিল ;—হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি জানিয়া শুনিয়া যে, আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, (ইহাতে) প্রভুগণ যে প্রশ্ন দ্বারা ভৃত্যগণকে মুখর করিয়া থাকেন, তাহা (প্রতিপন্ন হইল)। ৪৯।

তথাপি যৎ পৃচ্ছসি মাং তত্তে প্রকথয়াম্যহং।
আজ্ঞাচরণমেবাহুর্মুখ্যমারাধনং সতাং। ৫০।
দোষমুক্তাফলপ্রোতা বাসনাতন্তুসন্ততিঃ।
হৃদি ন গ্রথিতা যস্য মৃত্যুস্তং ন জিঘাংসতি। ৫১।
নিঃশ্বাসবৃক্ষক্রকচাঃ সর্ব্বদেহলতাঘুণাঃ।
আধয়ো যং ন ভিন্দন্তি মৃত্যুস্তং ন জিঘাংসতি। ৫২।
শরীরতরুসর্পোঘাশ্চিন্তার্পিতশিরঃ ফণাঃ।
আশা যং ন দহন্ত্যন্তর্মৃত্যুস্তং ন জিঘাংসতি। ৫৩।

যাহা হউক, তথাপি আপনি যখন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তখন আপনাকে সে সম্বন্ধে উত্তর প্রদান করিব; (জানিবেন,) সজ্জনদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া প্রধান আরাধনা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৫০। যেরূপ গাত্রালঙ্কার বর্জ্জিত হইলে, চোর কখনও সেই লোককে হত্যা করে না, তাহার ন্যায় দোষ—অর্থাৎ কু-অভিপ্রায়স্বরূপ মুক্তা-ফলকে বাসনা-তন্তু সমূহ দ্বারা গ্রন্থন না করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করিতে পারে না।৫১। মনোব্যথা, নিঃশ্বাসস্বরূপ বৃক্ষচ্ছেদন পক্ষে করাত তুল্য—অর্থাৎ যেরূপ করাত দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ মনোবেদনায় দীর্ঘ শ্বাস সঞ্চারিত হইয়া থাকে; মনের কষ্ট উপস্থিত হইলে, সকল দেহ-লতা—অর্থাৎ হস্তপদাদিতে ঘুণ ধরিয়া থাকে; তাৎপর্য্য,—সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়; এরূপ মনোব্যথাতে যাহার হৃদয়-ভেদ না ঘটে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করিতে পারে না। ৫২। সর্প যেরূপ বৃক্ষের শরীর বেষ্টন করিয়া, উৰ্দ্ধ-ফণা ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় শরীররূপ বৃক্ষাশ্রয়ী সর্প তুল্য, চিন্তারূপ উৰ্দ্ধফণাধারী আশা, যাহার অন্তর দগ্ধ করিতে না পারে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করিতে পারে না। ৫৩। যেরূপ কৃষ্ণসর্প গর্ত্তে অবস্থান

রাগদ্বেষবিষাপূরঃ স্বমনোবিলমন্দিরঃ।
লোভব্যালো ন ভুঙ্‌ক্তে যং মৃত্যুস্তং ন জিঘাংসতি। ৫৪।
পীতাশেষবিবেকাম্বুঃ শরীরাম্ভোধিবাড়বঃ।
ন নির্দহতি যং কোপস্তং মৃত্যুর্ন জিঘাংসতি। ৫৫।
একস্মিন্ নির্ম্মলে যেন পদে পরমপাবনে।
সংশ্রিতাচিত্তবিভ্রান্তিস্তং মৃত্যুর্ন জিঘাংসতি। ৫৬।
বপুঃ খণ্ডাভিপতিতং শাখামৃগমিবোদিতং।
ন চঞ্চলং মনোযস্য তং মৃত্যুর্ন জিঘাংসতি। ৫৭।
এতে ব্রহ্মন্ মহাদোষাঃ সংসারব্যাধিহেতবঃ।
মনাগপি ন লুম্পন্তি চিত্তমেকং সমাহিতং। ৫৮।

পূর্ব্বক আপনার বিষপ্রভাবে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহার ন্যায় রাগ দ্বেষ তুল্য বিষ দ্বারা পরিপূর্ণ, আপনার মনরূপ বিবরে অবস্থিত, লোভরূপ কৃষ্ণ সর্প, যাহাকে দংশন করে না, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করিতে পারে না;—অর্থাৎ কৃষ্ণসর্প-দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী। ৫৪। যেরূপ সমুদ্রস্থিত বাড়-বাগ্নি অশেষ জলপানেও আপনার প্রভাব খর্ব্ব করে না, সেইরূপ শরীররূপ সমুদ্রোৎপন্ন বাড়বাগ্নিসদৃশ ক্রোধ, বারংবার বিবেকরূপ প্রচুর সলিল সিঞ্চনে শান্ত না হইয়া, যাহাকে দগ্ধ করে না, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করিতে পারে না। ৫৫। অদ্বিতীয় বিমল পরম পদে অবস্থিতি পূর্ব্বক যাহার চিত্ত-ভ্রম শান্তি লাভ করিয়াছে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না। ৫৬। বানর যেরূপ সর্ব্বদা এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে গমন করে, তাহার ন্যায় শরীররূপ বনখণ্ডে পতিত, শাখামৃগের ন্যায় যাহার অন্তঃকরণ চঞ্চলিত নহে, মৃত্যু তাহাকে হিংসা করে না। ৫৭। হে ব্রহ্মন্! যদি কেবল এক চিত্ত সমাহিত—অর্থাৎ ব্রহ্ম-ধ্যান-নিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সংসার-ব্যাধির হেতুভূত এই সকল মহদ্দোষ, লোকের অন্তঃকরণকে এক বারও আক্রমণ করিতে পারে না। ৫৮।

আধিব্যাধিসমুত্থানি চলিতানি মহাভ্রমৈঃ।
ন বিলুম্পন্তি দুঃখানি চিত্তমেকং সমাহিতং। ৫৯।
নাস্তমেতি ন চোদেতি ন সংস্মৃতির্ন বিস্মৃতিঃ।
ন সুপ্তং ন চ জাগ্রৎ স্যাচ্চিত্তং যস্য সমাহিতং। ৬০।
অন্ধীকৃতহৃদাকাশাঃ কামকোপবিকারজাঃ।
চিন্তা ন পরিহিংসন্তি চিত্তং যস্য সমাহিতং। ৬১।
ন দদাতি ন চাদত্তে ন জহাতি ন যাচতে।
কুর্ব্বদেব চ কার্য্যাণি চিত্তং যস্য সমাহিতং। ৬২।
আভান্তি বিপুলার্থানি মহান্তি গুণবন্তি চ।
সর্ব্বাণ্যেবানুধাবন্তি চিত্তং যস্য সমাহিতং। ৬৩।

যদি কেবল এক চিত্ত সমাহিত হয়, তাহা হইলে আধি-ব্যাধি-সমুত্থিত, মহাভ্রম-সঙ্ঘটিত দুঃখ সকল, উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৫৯। যাহার অন্তঃকরণ ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, সে ব্যক্তি অদৃশ্য, উদিত, সংস্মৃত, বিস্মৃত, সুপ্ত, অথবা জাগ্রত থাকে না;—অর্থাৎ সদানন্দভাবে বিরাজ করিতে থাকে। ৬০। যে চিন্তা হৃদয়াকাশকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, কাম-কোপের বিকার হইতে যাহার জন্মলাভ, অন্তঃকরণ ব্রহ্ম-ধ্যান-পরায়ণ থাকিলে সেই চিন্তা, উহার অনিষ্ট করিতে পারে না। ৬১। যাহার অন্তঃকরণ ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকে, সে ব্যক্তি কোনও বস্তু প্রদান, গ্রহণ, ত্যাগ, বা যাচ্ঞা করে না; প্রত্যুত (কর্ম্মিকে) কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া, সে কর্ম্ম করিয়া থাকে। ৬২। যাহার মন ব্রহ্মপরায়ণ হয়, কি বিপুল লাভজনক সম্পত্তি, কি প্রকাশমান মহৎ গুণ সকল, সকলই তদীয় অন্তঃকরণের আনুগত্য লাভ করিয়া থাকে। ৬৩। আপনার অন্তঃকরণকে

যত্নুদর্কহিতং সত্যমনপায়ি গতভ্রমং।
তুরীহিতদৃশোন্মুক্তং তৎপরং কারয়েন্মনঃ। ৬৪।
যদদৃষ্টমশুদ্ধেন চিত্তবৈধুর্য্যদায়িনা।
অনেকত্বপিশাচেন তৎপরং কারয়েন্মনঃ। ৬৫।
আদৌ মধ্যে তথান্তে চ চিরায় পরমোচিতং।
যচ্চারু মধুরং পথ্যং তৎপরং কারয়েন্মনঃ। ৬৬।
যদনন্তং মনঃ পথ্যং তথ্যমাদ্যন্তমধ্যগং।
সমস্ত সাধুভির্জুষ্টং তৎপরং কারয়েন্মনঃ। ৬৭।
যদ্‌বুদ্ধেঃ পরমালোকমাদ্যং যদমৃতং পরং।
যদনুত্তমসৌভাগ্যং তৎপরং কারয়েন্মনঃ। ৬৮।

উত্তরকালীন সুখের পথে প্রস্থিত, সত্যময়, বিনাশবিহীন, ভ্রমবর্জ্জিত, ভোগ-দৃষ্টিবিরহিত ও ব্রহ্মময় করা কর্ত্তব্য। ৬৪। যাহাতে আপনার অন্তঃকরণ অবিশুদ্ধ কঠোৎদায়ক ভেদদৃষ্টিরূপ পিশাচের সহিত বন্ধুত্বে আবদ্ধ না হয়, এরূপ করিয়া উহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করা কর্ত্তব্য। ৬৫। কি আদি, কি অন্ত, কি মধ্য, সকল অবস্থা এবং সকল কালই মধুর, সুন্দর ও হিতকর (জানিয়া) মনকে এরূপভাবে সঙ্গঠিত করিয়া ব্রহ্মপথে প্রধাবিত করা কর্ত্তব্য। ৬৬। মন,যাহাতে অনন্তকাল সুখের মুখ দেখিতে পায়, যাহা মনের অনুসন্ধানের বিষয়, আদ্যন্ত সকল অবস্থাতেই যাহা সুখপ্রদ, যে পথে সকল সাধুলোকে পদার্পণ করিয়া থাকে, মনকে সেরূপ করিয়া ব্রহ্মপর করা কর্ত্তব্য। ৬৭। যে পথ বুদ্ধির পারে অবস্থিত,যাহা আলোকস্বরূপ, আদিভূত, এবং উৎকৃষ্ট অমৃততুল্য,যে পথ অতিশয় আনন্দবিধায়ী, মনকে সেই পথে প্রস্থিত করিয়া ব্রহ্মপর করা কর্ত্তব্য। ।৬৮। কি অমরলোক, কি অসুরলোক, কি গন্ধর্ব্বলোক, কি বিদ্যাধরলোক,

সামরাসুরগন্ধর্ব্বে সবিদ্যাধরকিন্নরে।
সসুরস্ত্রীগণে স্বর্গে ন কিঞ্চিৎ সুস্থিরং শুভং। ৬৯।
সতরৌ সনরাধীশে সপর্ব্বতপুরব্রজে।
সাম্বুধৌ ভূতলে তাত ন কিঞ্চিৎ শোভনং স্থিরং। ৭০।
সনাগে সাসুরব্যূহে সাসুরস্ত্রীগণে তথা।
সমস্ত এব পাতালে ন কিঞ্চিৎ শোভনং স্থিরং। ৭১।
আধিব্যাধিবিলোলাসু দুঃখৌঘবলিতাসু চ।
ক্রিয়াসু নিত্যতুচ্ছাসু ন কিঞ্চিৎ সুস্থিরং শুভং। ৭২।
তরলীকৃতচিত্তাসু হৃদয়ানন্দিনীষু চ।
চিন্তাসু ধীবিকারাসু ন কিঞ্চিৎ সুস্থিরং শুভং। ৭৩।

কি কিন্নরলোক, কি সুরনারী-সুশোভিত স্বর্গ, কোথাও মঙ্গলের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না;—অর্থাৎ কোথাও জীবের মঙ্গল নাই।৬৯। হে তাত! যেখানে বৃক্ষশ্রেণী বর্ত্তমান, রাজার রাজত্ব বিদ্যমান, পর্ব্বতসমূহ শোভাপন্ন, সমুদ্র সীমা-স্বরূপে বেষ্টিত, সেই পৃথিবীতেও কল্যাণের কিছুমাত্র প্রত্যাশা নাই। ৭০। যেখানে সর্প সকলের বসতি, যেখানে অসুরদিগের আধিপত্য, যেখান অসুর-নারীদিগের বিহার-স্থান, সেই পাতালের কোনও খানে মঙ্গলের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। ৭১। আধিব্যাধিময় দুঃখ-ভার-সমাচ্ছন্ন নিত্যকাল অতি ঘৃণাজনক (জীবের) সকল কার্য্যসমূহের মধ্যে কোনও খানে মঙ্গলের চিহ্ন দেখা যায় না। ৭২। যে (কাল্পনিক সুখ) চিন্তা দ্বারা, মনের আনন্দ উদ্বেলিত হয়, যাহার প্রভাবে বুদ্ধিমানের বুদ্ধি-ভ্রংশ এবং চিত্ত তরলীকৃত হইয়া থাকে, সেই চিন্তার মধ্যেও সুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ৭৩। যেরূপ সমুদ্র-মন্থনে মন্দরগিরি ক্ষুভিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় মনরূপ ক্ষীর সমুদ্রের ক্ষোভণ

হৃৎক্ষীরোদকসংস্পন্দমন্দরেষু চলেম্বপি।
স্বসংকল্পবিকল্পেষু ন কিঞ্চিৎ সুস্থিরং শিবং। ৭৪।

ন বরমেকমহীতলরাজতা
ন চ বরং বিবুধামররূপতা!
ন চ বরং ধরণীতলনাগতা
স্থিতিমুপৈতি হি যত্র সতাং মনঃ। ৭৫।

ন বরমাকুলশাস্ত্রবিচারণং
ন চ বরং পরকার্য্যবিবেচনং।
ন বরমগ্র্যকথাক্রমবর্ণনং
স্থিতিমুপৈতি হি যত্র সতাং মনঃ। ৭৬।

দ্বারা মন্দর গিরিসদৃশ সংকল্প বিকল্প সকল, চঞ্চলিত হইলে কল্যাণ কোনও রূপে স্থায়ী হইতে পারে না। ৭৪। কি পৃথিবীর একাধিপত্যতা, কি পরমজ্ঞানী সুরলোকসেবিত স্বর্গপ্রাপ্তি, কি পাতালের এককর্তৃতা লাভ, সাধুদিগেরঅন্তঃকরণ যাহাতে স্থিরতা লাভ করিতে পারে (এ সকলে তাহার কোনও রূপ বৈচিত্র্য নাই)। ৭৫। বিস্তৃত শাস্ত্রচর্চ্চায় মনের সেরূপ শান্তি ঘটে না; পরকীয় কার্য্যবিচার, বা ভারতাদি পুণ্য কথার আন্দোলনে, অন্তঃকরণ সেরূপ বিশ্রান্তি লাভ করে না; সাধুদিগের অন্তঃকরণে যেরূপ স্থৈর্য্যভাব সমুদিত হইয়া থাকে। ৭৬। যদি আধিব্যাধিময় শরীর ধারণ করিয়া চিরজীবী হইতে হয়, তবে সে চিরজীবনে প্রয়োজন কি? জীবন ধারণ করিলে, যথন মরণ অবশ্যম্ভাবী, তখন তাহাতেই বা উপকার কি? (এবং) সে সর্ব্বদুঃখনিদান দৃঢ় মূঢ় বুদ্ধির (অমু-

ন বরমাধিময়ং চিরজীবিতং
ন চ বরং মরণং দৃঢ়মূঢ়তা।
ন চ বরং নরকো ন চ বিষ্টপং।
স্থিতিমুপৈতি হি ন ক্বচিদাশয়ঃ। ৭৭।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে সমাধানসংকল্পনিরাকরণং নাম চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ। * । ৪৪। * ।

মরণ করিবারই) বা প্রয়োজন কি? যখন নরকে অবস্থিতি করিয়াও সকল দুঃখের অবসান হয় না, তখন তাহাতেই বা কি প্রয়োজন? এবং স্বর্গসুখ ভোগেই বা কি সুখোদয় হইয়া থাকে?—অর্থাৎ বিবেকী ব্যক্তির নিকটে কোন প্রকার ভোগই রমণীয় নহে; (আপনি জানিবেন,) মনের বাসনা কখনও স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। ৭৭।

ভুশুণ্ড উবাচ।

এ্কৈব কেবলা দৃষ্টির্নিরপায়া গতভ্রমা।
বিদ্যতে সর্ব্ববিত্তেষু সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সমুন্নতা। ১।
আত্মচিন্তা সমস্তানাং দুঃখানামন্তকারিণী।
চিরসম্ভ তদুঃস্বপ্নসংসারভ্রমহারিণী। ২।
নিষ্কলঙ্কমনোমার্গবিপুলাঙ্গনচারিণী।
তথা সমস্তদুঃখানাং চিন্তানর্থবিনাশিনী। ৩।
জ্যোৎস্নেয়বান্ধকারাণামলমন্তঃ প্রজায়তে।
সা সাত্মচিন্তা ভগবন্ সর্ব্বসংকল্পবর্জ্জিতা। ৪।
যুষ্মদাদিষু সুপ্রাপা দুষ্প্রাপৈবাস্মদাদিষু।
সমস্তকলনাতীতং পরাং কোটিমুপাগতং। ৫।

ভুশুণ্ড কহিল;—কেবল ভ্রমবিহীন দৃষ্টিই সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে উন্নত ও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ; ইহার বিনাশ-সম্ভাবনা নাই। ১। (জানিবেন) আত্মচিন্তা, সকল দুঃখের অন্তকারিণী,—অর্থাৎ উহা দ্বারা সকল দুঃখ বিদূরিত হয় এবং চিরসঞ্চিত দুঃস্বপ্নময় সংসারভ্রম বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২। উহা মনরূপ নিষ্কলঙ্ক পথের অঙ্গনরূপে প্রাদুর্ভূত হয়,—অর্থাৎ আত্মচিন্তা সমুদিত হইলে মায়াদি ধ্বংশ হইয়া থাকে; এবং সমস্ত অনর্থ-চিন্তাকে বিনাশ করিয়া থাকে। ৩। হে ভগবন্! যেরূপ জ্যোৎস্নাসমাগমে অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ সকল সংকল্পবিহীন আত্মচিন্তার সমুদয়ে অন্তরের মালিন্য সকল বিদূরিত হইয়া থাকে। ৪। ঐ আত্মচিন্তা,—অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভাবনা, আপনাদিগের ন্যায় মুনিদিগের পক্ষে সুলভ, কিন্তু উহা ধারণা করা আমাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার; (কারণ) সমস্ত-কল্পনা-বিরহিত, শেষ-সীমা প্রাপ্ত,। ৫।

পদমাসাদয়স্তে তৎ কথং সামান্যবুদ্ধয়ঃ।
আত্মচিন্তা বিলাসিন্যাস্তস্যাঃ সখ্যো মহামুনে। ৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্তবন্তং বিহগং ভুশুণ্ডং পুনরপ্যহং।
জানন্নদীপমব্যগ্রঃ পৃষ্টবান্ ক্রীড়য়া মুনিং। ৭।
সর্ব্বসংশয়বিচ্ছেদিন্ অত্যন্তচিরজীবিত।
যথার্থং ব্রূহি মে সাধো প্রাণচিন্তা কিমুচ্যতে। ৮।

ভুশুণ্ড উবাচ।

সর্ব্ববেদান্তবেত্তাসি সর্ব্বসংশয়নাশকঃ।
মামেতৎপরিহাসার্থং মুনে পৃচ্ছসি বায়সং। ৯।

ব্রহ্মপদকে সামান্য বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগণ কিরূপে লাভ করিতে পারে, (বল); হে মহামুনে! (জানিবেন,) ঐ আত্মচিন্তা, বিলাসশালিনী বুদ্ধির পক্ষে সখী-স্বরূপ;—অর্থাৎ উহার আশ্রয়ে লোকে সাধনার পথ চিনিতে পারে। ৬। বশিষ্ঠ কহিলেন;—বিহগরাজ আমাকে এই কথা বলিলে, আমি জানিয়া শুনিয়া ও কৌতুক প্রযুক্ত তাঁহাকে পুনর্ব্বার এই কথা অব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম। ৭। হে সাধো! তোমা হইতে আমার সকল সংশয় নিবারিত হইয়াছে, তুমি এক জন চিরজীবী; প্রাণ-চিন্তা কাহাকে বলে, তুমি তাহা যথার্থরূপে আমাকে জানাইয়া দাও। ৮। ভুশুণ্ড কহিল;—হে মুনে! আপনি সকল বেদান্তের তাৎপর্য্য অবগত আছেন, আপনার দ্বারা সকল প্রকার সংশয়ই নিবারিত হইয়া থাকে; আপনি কি পরিহাস করিবার উদ্দেশে বায়স আমার প্রতি এরূপ প্রশ্ন করিতেছেন? । ৯। অথবা হে ভগবন্! আপনাদের ন্যায়

অথবা ভবতামেব ভগবন্ পরিশিক্ষিতুং।
পুনঃ প্রত্যুত্তরাণীদং কা মে ক্ষতিরুপস্থিতা। ১০।
শৃণু প্রাণসমাধানং বক্ষ্যমাণমিদং ময়া। ১১।
পশ্যেদং ভগবন্ সর্ব্বং দেহগেহং মনোরমং।
ত্রিপ্রকারমহাস্থূণং নবদ্বারসমাবৃতং। ১২।
পুর্য্যষ্টককলত্রেণ তন্মাত্রস্বজনেন চ।
অহঙ্কারগৃহস্থেন সর্ব্বতঃ পরিপালিতং। ১৩।
অন্তঃ পশ্যসি সৎকর্ণশষ্কুলীচন্দ্রশালিকং।
শিরোরুহাচ্ছাদনবদ্বিপুলাক্ষিগবাক্ষকং। ১৪।
আস্যপ্রধানসুদ্বারং ভুজপার্শ্বোপমন্দিরং।
দন্তালিকেশরস্রগ্ভির্ভূষিতদ্বারকোটরং। ১৫।

পূজ্য ব্যক্তিদিগের নিকটে কিরূপে এ বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতে হয়, তাহা আমার নিকট হইতে শুনিবার উদ্দেশে এরূপ অভিপ্রায় করিতেছেন ?। ১০। (যাহা হউক) হে ভগবন্! (আপনার নিকটে) আমি প্রাণ-সমাধান-বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ১১। আপনি দেখুন, এই যে মনোরম দেহ, ইহা গৃহতুল্য; (বাত, পিত্ত ও কফ) এই তিনটি গৃহের মহৎ স্তম্ভস্বরূপ; গৃহটি নব দ্বারে সুশোভিত। ১২। অহঙ্কার গৃহস্থ, আপনার বন্ধু, বান্ধব, পরিবার প্রভৃতি আত্মীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, সম্যক্প্রকারে এই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করে। ১৩। তুমি স্বয়ং দেহ-গৃহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেছ; (অধিক কি বলিব,) এই দেহে কর্ণচ্ছিদ্র প্রকাশ থাকাতে, উহা উচ্চতম গৃহের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে; বিস্তৃত চক্ষুদ্বয় গৃহের গবাক্ষ; কেশসমূহাচ্ছাদিতের ন্যায় ইহা শোভাসম্পন্ন। ১৪। মুখ, এই গৃহের দ্বাররূপে প্রকাশিত; দুই ভুজ উপমন্দিরের ন্যায় শোভা-বিশিষ্ট; দন্তসমূহ, কেশরমালা দ্বারা বিভুষিত দ্বারবিলের ন্যায় প্রতীয়মান

অনারতং রূপরসস্পর্শনদ্বারপালবৎ।
সংকুলালোকবলিতং তারালিন্দকৃতস্থিতি। ১৬।
রক্তমাংসবসাদিগ্ধং স্নায়ুসন্ততিবেষ্টিতং।
স্থূলাস্থিকাষ্ঠসংবদ্ধং সুকুড্যং সুসমাহিতং। ১৭।
ইড়া চ পিঙ্গলা চাস্য দেহস্য মুনিনায়ক।
সুস্থিতে কোমলে মধ্যে পার্শ্বকোষ্ঠে নিমীলিতে। ১৮।
পদ্মযুগ্মত্রয়ং যন্ত্রমস্থিমাংসময়ং মৃদু।
ঊর্দ্ধাধোনালমন্যোন্যমিলৎকোমলসদ্দলং। ১৯।
সেকেন বিকসৎপত্রং সকলাকাশচারিণা।
চলন্তি তস্য পত্রাণি মৃদুব্যাপ্তানি বায়ুনা। ২০।

হইয়া থাকে। ১৫। ইন্দ্রিয় সকল, আপনাদের কার্য্য—রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা এই গৃহের দ্বারপালরূপে অবস্থিতি করে; ইহা সর্ব্বত্র স্থূলদেহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; চক্ষুর তারাদ্বয় এই গৃহের অলিন্দের ন্যায় বিরাজিত। ১৬। যেরূপ জল, মৃত্তিকা, গোময় প্রভৃতি দ্বারা গৃহের বিলেপন হইয়া থাকে, সেই রূপ এই গৃহ, রক্ত, মাংস ও বসা দ্বারা লিপ্ত; স্নায়ুসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও স্থূল অস্থিস্বরূপ কাষ্ঠ দ্বারা সংরচিত; সুতরাং উত্তমরূপ লেপবিশিষ্ট। ১৭। হে মুনিবর! এই দেহস্থিত ইড়া ও পিঙ্গলা এই দুইটি কোমল সূক্ষ্ম নাড়ী দেহের বাম দক্ষিণ পার্শ্বে অপ্রকাশিতভাবে অবস্থিত। ১৮। দেহাভ্যন্তরে (প্রাণশক্তির আশ্রয়ভূত) অস্থিমাংসময় মৃদু হৃৎপদ্মত্রয় বিরাজিত আছে; উহার মৃণাল, ঊর্দ্ধাধোভাবে মিলিত রহিয়াছে; তাহাতে কমলদল শোভা পাইয়া থাকে। ১৯। সকলাকাশবিহারী বায়ুর সংসর্গে উহার পত্রবিকাশ দাঁড়াইয়া থাকে, এবং উহার আন্দোলনে পত্র সকল আন্দোলিত হয়। ২০।

চলৎসু তেষু পত্রেষু সমরুৎ পরিবর্দ্ধতে।
বাতাহতে লতাপত্রজালে বহিরিবাভিতঃ। ২১।
বৃদ্ধিং নীতঃ সনাড়ীষু কৃত্বা স্থানমনেকধা।
উর্দ্ধ্বাধোবর্ত্তমানাসু দেহেঽস্মিন্ প্রসরত্যথ। ২২।
প্রাণাপানসমানাদ্যৈস্ততঃ সদ্‌হৃদয়ানিলঃ।
সঙ্কেতৈঃ প্রোচ্যতে তজ্জ্ঞৈর্বিচিত্রাচারচেষ্টিতৈঃ। ২৩।
হৃৎপদ্মযন্ত্রত্রিতয়ে সমস্তাঃ প্রাণশক্তয়ঃ।
উর্দ্ধ্বাধঃ প্রসৃতা দেহে চন্দ্রবিম্বাদিবাংশবঃ। ২৪।
যান্ত্যায়ান্তি বিকর্ষন্তি হরন্তি বিহরন্তি চ।
উৎপতন্তি পতন্ত্যাশু তা এতাঃ প্রাণশক্তয়ঃ। ২৫।

যেরূপ বিপিনাশ্রয়ী লতাপত্রসমূহের সমীরণ-সহযোগে আন্দোলিত হওয়াতে বায়ুর গতি প্রসারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পত্র সকলের সঞ্চালন দ্বারা বায়ুর বেগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ;—অর্থাৎ সকল নাড়ী-ছিদ্রে বায়ু প্রবেশ করিয়া উহা বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২১। সেই বায়ু, উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিত নাড়ীমণ্ডলে প্রবেশ করিবামাত্র, উহা স্ফীত হইয়া আপনার স্থিতি—নাভি-কণ্ঠ প্রভৃতি অনেক স্থান অনেক প্রকারে বৃদ্ধি করিয়া থাকে ; (তদনন্তর) উহা সমস্ত দেহমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। ২২। বিচিত্র আচারপরায়ণ তত্ত্বজ্ঞেরা প্রাণ, অপান ও সমান প্রভৃতি প্রাণবায়ুকে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ উত্তম বায়ু বলিয়া সঙ্কেতে বর্ণন করিয়া থাকেন। ২৩। যেরূপ চন্দ্রবিম্ব হইতে তদীয় অংশ-সমূহের অবতারণা, সেইরূপ তিনটি হৃৎপদ্মযন্ত্রে সমস্ত প্রাণশক্তি সকল উর্দ্ধাধোভাবে প্রসৃত হইয়া দেহাভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকে। ২৪। এই সকল প্রাণশক্তির (সর্ব্বদা) সত্বর গমন, আগমন, বিকর্ষণ, হরণ, বিহরণ, উৎপতন ও পতন ঘটিয়া থাকে। ২৫। যখন প্রাণশক্তি হৃৎপদ্মে মিলিত হয়, তখন পণ্ডি-

স এষ হৃৎপদ্মগতঃ প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
অস্য কাচিন্মুনে শক্তিঃ প্রস্পন্দয়তি লোচনে। ২৬।
কাচিৎ স্পর্শমুপাদত্তে কাচিদ্বহতি নাসয়া।
কাচিদন্নং জরয়তি কাচিদ্বক্তি বচাংসি চ। ২৭।
বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্ব্বমেব শরীরকে।
করোতি ভগবান্ বায়ুর্যন্ত্রেহামিব যান্ত্রিকঃ। ২৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্থং স কথয়ন্ পক্ষী পৃষ্টস্তত্র পুনর্ময়া।
কীদৃশী প্রাণবাতস্য গতিরিত্যেব রাঘব। ২৯।

ভুশুণ্ড উবাচ।

জানন্নপি মুনে সর্ব্বং কিং মাং পৃচ্ছসি লীলয়া।
যথাপৃষ্টমহং বচ্মি শৃণু তত্রাপি মদ্বচঃ। ৩০।

তেরা উহাকে প্রাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ; হে মুনে ! এই প্রাণের কোনও শক্তি দ্বারা চক্ষু-স্পন্দন ঘটিয়া থাকে। ২৬। কোনও শক্তি দ্বারা স্পর্শসুখ অনুভূত হইয়া থাকে ; কোনও শক্তি নাসিকার কার্য্য করে ; কেহ খাদ্য-অন্ন জীর্ণ করিয়া থাকে, কেহ বা বাগিন্দ্রিয়স্বরূপে বাক্যোচ্চারণ করিয়া থাকে। ২৭। এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন কি ? এই বায়ু, সূত্রধার যেরূপ অভিনয়াদি নৃত্যগীতের প্রস্তাবনা করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীবের সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ২৮। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে রাঘব ! পক্ষিবর এই প্রকার বলিলে, প্রাণবায়ুর গতি কি প্রকার, এই কথা আমি পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ২৯। ভুশুণ্ড কহিল ;—হে মুনে ! আপনি সকল বিষয় অবগত হইয়াও কৌতুকক্রমে আমাকে (এ কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? (যাহা হউক,) যেরূপ প্রশ্ন করিলেন, আমি তদনুরূপ

প্রাণোয়মনিশং ব্রহ্মন্ স্পন্দশক্তিঃ সদাগতিঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরে দেহে হ্যপানোয়মবাক্‌স্থিতঃ। ৩১।
জাগ্রতঃ স্বপতশ্চৈব প্রাণায়ামোয়মুত্তমঃ।
প্রবর্ত্ততে যতস্তজ্জ্ঞ তত্তাবৎ শ্রেয়সে শৃণু। ৩২।
বাহ্যোন্মুখত্বং প্রাণানাং যদ্‌হৃদম্বুজকোটরাৎ।
স্বরসেনাস্তযত্নানাং তং ধীরা রেচকং বিদুঃ। ৩৩।
দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তং বাহ্যক্রমামতামধঃ।
প্রাণানামঙ্গসংস্পর্শোযঃ স পূরক উচ্যতে। ৩৪।
অপানেঽস্তংগতে প্রাণো যাবন্নাভ্যুদিতো হৃদি।
তাবৎ সা কুম্ভকাবস্থা যোগিভির্যানুভূয়তে। ৩৫।

উত্তর প্রদান করিতেছি; আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ৩০। হে ব্রহ্মন্! এই প্রাণ সর্ব্বদা স্পন্দশক্তিবিশিষ্ট এবং গতিসম্পন্ন; অপান বায়ু জীবদেহের বাহিরে এবং অভ্যন্তরপ্রদেশে নির্ব্বাক্‌ভাবে অবস্থিতি করে। ।৩১। হে তত্বজ্ঞ! যদ্দ্বারা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতেও জীবের এই উৎকৃষ্ট প্রাণায়াম প্রবর্ত্তিত থাকে, আপনি (নিজের) মঙ্গলের জন্য তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। ৩২। হৃৎপদ্মকোটর হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত প্রশ্বাসগতি দ্বারা সঞ্চালিত প্রাণবায়ুর যে বাহিরে আবিভূর্ততা, এবং যাহাকে অতি যত্নে রক্ষা করিতে হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই রেচক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ৩৩। প্রাণ, (যখন) বাহিরে অধোদিকে দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া অঙ্গ স্পর্শ করে, (তখনই উহা) পূরক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৩৪। অপান অস্তগত হইলে যে অবস্থায় হৃদয়ে প্রাণবায়ু প্রবাহিত না হয়, তাহাকেই কুম্ভক বলিয়া থাকে; (এবং ঐ অবস্থাই) কেবল যোগীরাই অনুভব করিয়া থাকেন।

রেচকঃ কুম্ভকশ্চৈব পূরকশ্চ ত্রিধা স্থিতঃ।
অপানস্যোদয়স্থানে দ্বাদশান্তাদধো বহিঃ। ৩৬।
স্বভাবাঃ সর্ব্বকালস্থাঃ সম্যগ্‌যত্নবিবর্জ্জিতাঃ।
যে প্রোক্তাঃ স্ফারমতিভিস্তৎ শৃণু ত্বং মহামতে। ৩৭।
দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তাদ্‌বাহ্যাদভ্যুদিতঃ প্রভো।
যোবাতস্তস্য তত্রৈব স্বভাবাৎ পূরকাদয়ঃ। ৩৮।
মৃদন্তরস্থা নিষ্পন্নঘটবদ্‌যা স্থিতির্বহিঃ।
দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তে নাসাগ্রসমসংমুখে।
ব্যোম্নি নিত্যমপানস্য তং বিদুঃ কুম্ভকং বুধাঃ। ৩৯।
বাহ্যোন্মুখস্য বায়োর্যা নাসিকাগ্রাবধির্গতিঃ।
তং বাহ্যপূরকং ত্বাদ্যং বিদুর্যোগবিদোজনাঃ। ৪০।

।৩৫। অপানের উদয়স্থান—অর্থাৎ নাসাগ্রের বাহিরে দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত স্থানের অধোদিকে বাহিরে রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামক ত্রিবিধ প্রাণশক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৩৬। হে মহামতে! পরিষ্কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, সর্ব্বকাল-স্থায়ী, সম্যক্‌প্রকার-যত্নবর্জ্জিত, প্রাণশক্তির যে সকল স্বভাবের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। ৩৭। হে প্রভো! যে বায়ু দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত বহিঃপ্রদেশ হইতে উদিত হইয়া থাকে, তাহাতেই স্বভাবনিবন্ধন পূরকাদির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ৩৮। মৃণ্ময় ঘটের বহিরাকার যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় নাসাগ্রের সমান সম্মুখ-বিশিষ্ট, দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত অপানের আকাশতুল্য যে নিত্য গতি, পণ্ডিতেরা তাহারই নাম কুম্ভক বলিয়া থাকেন। ৩৯। বাহ্যোন্মুখ বায়ুর হৃদয়ারম্ভ করিয়া নাসিকাগ্র পর্য্যন্ত যে গতি, যোগিগণ তাহাকেই আদিভূত বাহ্য পূরক বলিয়া থাকেন। ৪০। নাসাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশাঙ্গুল

নাসাগ্রাদপি নির্গত্য দ্বাদশান্তাবধির্গতিঃ।
যা বায়োস্তং বিদুর্ধীরা অপরং বাহ্যপূরকং। ৪১।
বহিরস্তংগতে প্রাণে যাবন্নাপান উদ্গতঃ।
তাবৎ পূর্ণং সমাবস্থং বহিষ্ঠং কুম্ভকং বিদুঃ। ৪২।
যত্তদন্তর্মুখত্বং স্যাদপানস্যোদয়ং বিনা।
তং বাহ্যরেচকং বিদ্যাৎ চিন্ত্যমানং বিমুক্তিদং। ৪৩।
প্রাণাপানস্বভাবাংস্তান্ বুধ্বা ভূয়ো ন জায়তে। ৪৪।
স্বভাবা দেহবায়ূনাং কথিতা মুক্তিদা ময়া।
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোপি বা। ৪৫।
এতে নিরোধমায়ান্তি প্রকৃত্যাতিচলানিলাঃ।
যং করোতি যদশ্নাতি বুদ্ধৈবালমনুস্মরন্। ৪৬।

পর্য্যন্ত বায়ুর যে গতি, পণ্ডিতেরা তাহাকে অন্য বাহ্য-পূরক বলিয়া থাকেন। ।৪১। প্রাণ, বহিঃপ্রদেশে প্রশান্তভাব ধারণ করিলে যে কাল পর্য্যন্ত অপান উদ্গত না হয়, পণ্ডিতেরা সেই কালকে সমান অবস্থাবিশিষ্ট বহিঃস্থ কুম্ভকের পূর্ণাবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ৪২। অপানের উদয় ব্যতিরেকে অন্তরে যে বায়ুর আবির্ভূতভা, তাহাকে বাহ্য-রেচক বলিয়া থাকে; (বলিতে কি, উহাকে,) চিন্তা করিলেও মুক্তি বিধান করিয়া থাকে। ৪৩। যে ব্যক্তি প্রাণ, এবং অপান বায়ুব উপাসনা করে, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৪৪। আমি, দেহ ও প্রাণ বায়ুর মুক্তিবিধায়ক স্বভাব তোমার নিকটে বলিলাম; জীব অতিশয় চঞ্চলস্বভাব এই প্রাণবায়ুকে গমনই করুক, বা স্থিতি করিতে থাকুক, জাগ্রদবস্থাতে কালক্ষেপ করুক, বা স্বপ্নাবস্থায় কালাতিপাত করুক, অভ্যাসানুসারে নিরোধ করিতে পারে। ৪৫। ৪৬। রেচক, পূরক ও কুম্ভকাদির সাধনা দ্বারা লোকে আপনার প্রতি কর্ত্তৃত্বা-

কুম্ভকাদীন্ নরঃ স্বান্তস্তত্র কর্ত্তা ন কিঞ্চন।
অব্যগ্রমস্মিন্ ব্যাপারে বাহ্যং পরিজহন্মনঃ।
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব পদমাপ্নোতি কেবলং। ৪৭।
এতদভ্যসতঃ পুংসো বাহ্যে বিষয়বৃত্তিষু।
ন বধ্নাতি রতিং চেতঃ শ্বদৃতৌ ব্রাহ্মণোযথা। ৪৮।
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য যে স্থিতাঃ কৃতবুদ্ধয়ঃ।
প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যমখিলং তৈরখিন্নাস্ত এব হি। ৪৯।
তিষ্ঠতা গচ্ছতা নিত্যং স্বপতা জাগ্রতা তথা। •
এষা চ প্রেক্ষ্যতে দৃষ্টিস্তস্ম বন্ধনমাপ্যতে। ৫০।
প্রাণাপানানুসরণপ্রাপ্তবোধবতামলং।
সংশান্তমলমোহেন স্বস্থেনান্তরিহোষ্যতে। ৫১।

ভিমান পরিত্যাগ করে, এবং একমনে এই প্রাণ-চিন্তন-ব্যাপারে রত থাকিয়া ক্রমশঃ বহির্বাসনাকে দূরীভূত করিয়া থাকে; (সুতরাং) কতিপয় দিনের মধ্যেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৭। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া থাকে, তাহার অন্তঃকরণ, চর্ম্মপাত্রস্থ ক্ষীরাদি গ্রহণে ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ যেরূপ স্পৃহা করে না, তাহার ন্যায় বাহ্য বিষয়ে সন্তোষ লাভ করে না। ৪৮। যে সকল বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা এ সম্বন্ধে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া সংসারে যাহা পাইবার সামগ্রী,—সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা কখন খিন্ন হন না। ৪৯। স্থিতিই করুন, বা গমন করুন, নিত্যকাল স্বপ্নাবস্থায় অবস্থিতি করুন, বা জাগ্রদবস্থায় কালক্ষেপ করিতে থাকুন, তাঁহারা ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না। ৫০। প্রাণ এবং অপানের অনুসরণ দ্বারা যাঁহাদের বোধোদ্রেক ঘটিয়াছে, যাঁহাদের মালিন্য ও মোহ সকল শান্ত হইয়াছে, তাঁহারা (সম্যক্ প্রকারে)

সর্ব্বারম্ভান্ সদা স্বচ্ছঃ কুর্ব্বন্ বাপি বুধোজনঃ।
প্রাণাপানগতিং প্রাপ্য সুখস্থঃ সুখমেধতে। ৫২।
প্রাণস্যাভ্যুদয়ো ব্রহ্মন্ পদ্মপত্রাদ্ধৃদি স্থিতাৎ।
দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তে প্রাণোঽস্তং যাত্যয়ং বহিঃ। ৫৩
বাহ্যাকাশোন্মুখঃ প্রাণো বহত্যগ্নিশিখা যথা।
হৃদাকাশোন্মুখোপানো নিম্নে বহতি বারিবৎ। ৫৪।
অপানশ্চন্দ্রমাদেহমাপ্যায়য়তি বাহ্যতঃ।
প্রাণঃ সূর্য্যোগ্নিরথবা পচত্যন্তরিদং বপুঃ। ৫৫।
প্রাণোহি হৃদয়াকাশং তাপয়িত্বা প্রতিক্ষণং।
মুখাগ্রগগনং পশ্চাত্তাপয়ত্যুত্তমোরবিঃ। ৫৬।

সুখী, তাঁহাদের অন্তরের কৃতকার্য্যতা দাঁড়াইয়াছে। ৫১। নির্ম্মলমতি পণ্ডিত ব্যক্তি,যে কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রাণ এবং অপানগতি লাভ করিয়া তাঁহারা সুখে অবস্থিতি করেন, ও (নির্ব্বিশেষ) সুখানুভব করিয়া থাকেন। ৫২। হে ব্রহ্মন্! হৃদয়স্থিত পদ্মপত্র হইতে প্রাণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, এবং বাহিরে দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত সীমায় উহার অস্ত হইয়া থাকে। ৫৩। অগ্নিশিখার তেজ যেরূপ ঊর্দ্ধ দিকে প্রসৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রাণ বহিরাকাশে উন্মুখ হইয়া থাকে, যেরূপ নিম্নদিকে বারিধারা নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় অপানবায়ু হৃদাকাশে প্রকাশ পাইয়া নিম্নভাগে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ৫৪। অপান স্বরূপ চন্দ্র, বাহিরে থাকিয়া হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়া থাকে; প্রাণ, সূর্য্য কিম্বা অগ্নিতুল্য তেজ ধারণ করিয়া, এই দেহ দগ্ধ করিয়া থাকে। ৫৫। প্রাণরূপ উত্তম আদিত্য, প্রতিক্ষণে হৃদয়াকাশকে পরিতাপিত করিয়া, তদনন্তর মুখাগ্ররূপ আকাশকে সন্তাপিত করিয়া থাকে। ৫৬।

অপানেন্দুমুখাগ্রন্তু প্লাবয়িত্বা হৃদম্বরং।
পশ্চাদাপ্যায়য়ত্যেষ নিমেষসমনন্তরং। ৫৭।
অপানশশিনোন্তস্থা কলাপ্রাণবিবস্বতা।
যত্র গ্রস্তা তদাসাদ্য পদং ভূয়ো ন শোচ্যতে। ৫৮।
প্রাণার্কস্য তথান্তস্থা যত্রাপানসিতাংশুনা।
গ্রস্তা তৎপদমাসাদ্য ন ভূয়ো জন্মভাগ্ নরঃ। ৫৯।
প্রাণ এবার্কতাং যাতি সবাহ্যাভ্যন্তরেঽম্বরে।
আপ্যায়নকরীং পশ্চাচ্ছশিতামধিতিষ্ঠতি। ৬০।
প্রাণ এবেন্দুতাং ত্যক্ত্বা শরীরাপ্যায়কারিণীং।
ক্ষণাদায়াতি সূর্য্যত্বং সংশোষণকরং পদং। ৬১।

অপানস্বরূপ ইন্দুমুখাগ্রভাগ, হৃদয়াম্বরকে প্লাবিত করিয়া নিমেষমধ্যে (জীবদেহকে) আপ্যায়িত করিয়া থাকে। ৫৭। যে সময়ে অপানরূপী চন্দ্রের চরম ভাগ প্রাণরূপ সূর্য্যের গ্রাসে গ্রস্ত হইয়া থাকে, সে সময়ে ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; সুতরাং (জীবকে আর) পুনর্ব্বার শোক করিতে হয় না। ৫৮। যখন অপানরূপী সিতাংশু, প্রাণরূপী তিগ্মাংশুর অন্তরস্থিত কলাকে গ্রাস করিয়া থাকে, তখনই ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং জীবকে আর পুনর্জ্জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ৫৯। প্রাণ, (প্রথমে) জীবদেহের বাহিরে, এবং অভ্যন্তরাম্বরে অর্করূপে সমুদিত হইয়া থাকে, এবং পশ্চাৎ আনন্দদায়িনী চন্দ্রশক্তিতে পরিণত হয়। ৬০। (এই) প্রাণই, শরীরসন্তোষদায়িনী চন্দ্রশক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সংসার-শুষ্ক-কর সূর্য্যপদ অধিকার করে। ৬১। সূর্য্যতা পরিত্যাগ করিয়া এই প্রাণ, যৎকাল পর্য্যন্ত চন্দ্রতা

অর্কতাং সংপরিত্যজ্য ন যাবচ্চন্দ্রতাং গতঃ।
প্রাণস্তাবদ্বিচার্য্যন্তে দেশকালে ন শোচ্যতে। ৬২।
হৃদি চন্দ্রার্ক যোজ্ঞাত্বা নিত্যমস্তময়োদয়ং।
আত্মনোনিজমাধারং ন ভূয়োজায়তে মনঃ। ৬৩।
হৃদয়ে ভাস্করং দেবং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।
ন ক্ষীণং নাপরিক্ষীণং বহিষ্ঠং সিদ্ধয়ে তমঃ। ৬৪।
হার্দ্দন্তু ক্ষপয়েদ্ধান্তং যৎক্ষয়ে সিদ্ধিরুত্তমা।
বাহ্যে তমসি সংক্ষীণে লোকালোকঃ প্রজায়তে। ৬৫
হার্দ্দে তু তমসি ক্ষীণে স্বালোকোজায়তে মুনে।
হার্দ্দান্ধকারক্ষয়দং পরিজ্ঞাতং বিমুক্তিদং। ৬৬।

প্রাপ্ত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রাণশক্তির বিচার ঘটিয়া থাকে; (প্রাণকে জানিতে পারিলে) দেশকালানুযায়ী শোক করিতে হয় না। ৬২। যিনি স্বকীয় হৃদয়ে নিত্যকাল অস্তোদয়শীল আত্মার আধারভূত চন্দ্র-সূর্য্য-স্বরূপ —মনকে জানিতে পারেন, তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। । ৬৩। যিনি আপন হৃদয়ে ভাস্করদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারেন, তিনিই (যাহা দেখিবার, তাহা) দেখিয়া থাকেন। ৬৪। হৃদয়বিহারী আত্মা, মনের অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকেন; (উক্ত) অন্ধকার ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে; বাহিরের অন্ধকার দূরীভূত হইলে, জগৎস্বরূপ আলোক প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৬৫। হে মুনে! হৃদয়স্থ অন্ধকার লয়প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মালোক স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে; আমি হৃদয়ান্ধকারবিনাশি মুক্তি- বিধায়ি ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছি। ৬৬। উদয়াস্তশালি প্রাণরূপি সূর্য্যকে

সোদয়াস্তময়ং যত্নাৎ প্রাণার্কমবলোকয়েৎ।
অপানেন্দুঃ প্রযাত্যস্তং যত্র হৃৎপদ্মকোটরে। ৬৭।
অপানেঽস্তংগতে প্রাণঃ সমুদেতি হৃদম্বুজাৎ। ৬৮।
ছায়ায়াং গলিতাঙ্গায়াং তত্রৈবাশু যথাতপঃ।
প্রাণে ত্বস্তংগতে বাহ্যাদপানঃ প্রোদিতঃ ক্ষণাৎ। ৬৯
আতপে পরিতোনষ্টে ছায়েবানুপদং তথা।
প্রাণজন্মাবনৌনষ্টমপানং বিদ্ধি সন্মতে। ৭০।
বহিঃকুম্ভকমালম্ব্য চিরং ভূয়ো ন শোচ্যতে।
অপানেঽস্তংগতে প্রাণে কিঞ্চিদভ্যুদয়োন্মুখে। ৭১।
অন্তঃ কুম্ভকমালম্ব্য চিরং ভূয়ো ন শোচ্যতে।
প্রাণরেচকমালম্ব্য অপানাদ্দূরকোটিগম্। ৭২।

অবলোকন করা লোকের কর্ত্তব্য; অপানস্বরূপ চন্দ্র যে হৃৎপদ্মকোটরে অস্তমিত হইয়া থাকেন, (তাহাও অবগত হওয়া বিধেয়)। ৬৭। অপান অস্তগত হইলে, হৃদয়াম্বুজ হইতে প্রাণের উদয় ঘটিয়া থাকে। ৬৮। ছায়ার শরীর বিগলিত হইলে, আতপতাপ যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রাণ অস্তগত হইলে, বহিঃপ্রদেশ হইতে অপান, ক্ষণকালের মধ্যে সমুদিত হইয়া থাকে। ৬৯। হে সদ্বুদ্ধিশালিন্! আতপ, সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইলে ছায়া যেরূপ তাহার সঙ্গে অদৃশ্য হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জানিও, সংসারে প্রাণের উৎপত্তি, ধ্বংসভাব প্রাপ্ত হইলে অপানেরও বিনাশ ঘটিয়া থাকে। । ৭০। অপান অস্তগত, এবং প্রাণ কথঞ্চিৎ বিকাশোন্মুখ হইলে (যে ব্যক্তি) বাহিরে কুম্ভক অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাকে দীর্ঘকাল আর শোক করিতে হয় না। ৭১। অপানের দূরসীমাবস্থিত প্রাণের রেচকানুষ্ঠান করিলে, অন্তরে কুম্ভকের অবলম্বন ঘটিয়া থাকে; (সুতরাং; সে সময়ে জীবকে) আর শোক

প্রাণাপানাবুভাবন্তর্যত্রৈতৌ বিলয়ং গতৌ।
তদা লব্ধপদং শান্তমাত্মানং নানুতপ্যতে। ৭৩।
অযত্নসিদ্ধবাহ্যস্থং কুম্ভকং তৎ পদং বিদুঃ।
অযত্নসিদ্ধোহন্তস্থ কুম্ভকঃ পরমং পদং। ৭৪।
মনসোমননং সত্যং বুদ্ধেরেকাববোধনং।
অহঙ্কৃতেরহঙ্কারং চিদাত্মানমুপাস্মহে। ৭৫।
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যৎ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যৎ।
যচ্চ সর্ব্বময়ং নিত্যং তচ্চিত্তত্বমুপাস্মহে। ৭৬।
আলোকালোকনং পুণ্যং সর্ব্বপাবনপাবনং।
ন চ ভাবনমম্নূনং তচ্চিত্তত্বমুপাস্মহে। ৭৭।

করিতে হয় না। ৭২। যেখানে প্রাণ এবং অপান এই উভয় পদার্থের অন্তরে বিলীনভাব দেখিবে, (জানিবে সেইখানে) শান্ত পদ—ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; (সুতরাং তখন জীবকে আর) অনুতাপ করিতে হয় না। ৭৩। অযত্নসিদ্ধ বহিঃস্থ কুম্ভকের অনুষ্ঠানকে ব্রহ্মপদ বলিয়া পণ্ডিতেরা বর্ণন করিয়া থাকেন; (কিন্তু, যদি ঐ) কুম্ভক অযত্নসিদ্ধ হইয়া অন্তরে বিরাজিত হয়, তাহা হইলে উহাকে পণ্ডিতেরা পরম পদ বলিয়া থাকেন। ৭৪। যে চিদাত্মা, মনের বাসনার সামগ্রী, সত্যস্বরূপ, বুদ্ধির অদ্বিতীয় বোধদায়ক, অহঙ্কৃতির অহঙ্কার, আমি সেই চিদাত্মাকে, উপাসনা করি। ৭৫। যাঁহাতে সমস্ত জগৎ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যাঁহা হইতে সমস্ত সংসার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, যিনি সর্ব্বময়, সকল দিকে যিনি বিরাজিত, সকল পদার্থে নিত্যকাল যাঁহার আবির্ভূতত্তা, আমি সেই চিত্তভাবাপন্ন ব্রহ্মের উপাসনা করি। ৭৬। যে চিত্তত্ব আলোককে আলোকিত করিয়া থাকেন, যিনি সকল পবিত্র পদার্থের পবিত্রতা সাধন করেন, যে চিত্ত (কেবল) ভাবের দ্বারা অবনত হয় না, আমি তাঁহার উপাসনা

হৃৎপ্রাণকুম্ভকং দেবং বহিশ্চাপানকুম্ভকং।
পূরকাংশবিসৃষ্টং যৎ তচ্চিত্তত্বমুপাস্মহে। ৭৮।
যৎপ্রাণপবনাস্পন্দো যৎস্পন্দানন্দকারকং।
কারণং কারণানাং যৎ তচ্চিত্তত্বমুপাস্মহে। ৭৯।

যদখিলকলনাকলঙ্কহীনং
পরিবলিতঞ্চ সদা কলাগণেন।
স্বমনুবিভবং পদং তদগ্র্যং
সকলসুরপ্রণতং পরং প্রপদ্যে। ৮০।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে সমাধিবর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ। *। ৪৫। *।

করি। ৭৭। যে চিত্তত্ব হৃদয়স্থ প্রাণের কুম্ভক, বাহিরে অপান, যিনি পূরকাংশ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, আমি সেই চিত্তদেবের উপাসনা করি। ৭৮। যে চিত্তত্ব প্রাণপবনকে স্পন্দিত করিয়া থাকে, যাঁহার স্পন্দনে (নির্ম্মল) আনন্দ-সন্দোহ প্রবাহিত হয়, যিনি (জগতের) কারণ সমূহেরও কারণ, আমি তাঁহার উপাসনা করি। ৭৯। যিনি, সমস্ত কল্পনার কলঙ্ক হইতে উন্মুক্ত, যিনি,জীবোপাধিস্বরূপ প্রাণাদি ষোড়শ কলাসমূহ দ্বারা সংবেষ্টিত, যিনি,সম্যক্ প্রকারে (নিজ শক্তিপ্রভাবে) অনুভূত হইয়া থাকেন, সকল সুরসমূহ যাহার (চরণে সতত) প্রণত রহিয়াছেন, আমি সকলের আদিভূত সেই ব্রহ্মপদের আরাধনা করি। ৮০।

ভুশুণ্ড উবাচ।

এষা হি চিত্তবিশ্রান্তির্ময়া প্রাণসমাধিনা।
ক্রমেণানেন সংপ্রাপ্তা স্বয়মাত্মনি নির্ম্মলে। ১।
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য সংস্থিতোস্মি মহামুনে।
ন চলামি নিমেষাংশমপি মেরুবিচালতঃ। ২।
গচ্ছতস্তিষ্ঠতোবাপি জাগ্রতঃ স্বপতোপি বা।
স্বপ্নেপি ন চলত্যেষ সুসমাধির্মমাত্মনি। ৩।
নিত্যানিত্যাসু লোলাসু জগৎস্থিতিষু সুস্থিতঃ।
অন্তর্মুখোস্মি তিষ্ঠামি স্বকামে নাত্মনাত্মনি। ৪।
প্রাণাপানানুসরণাৎ পরমাত্মাবলোকনাৎ।
অশোকমনুজাতোস্মি পদমাদ্যং মহাতপঃ। ৫।

ভুশুণ্ড কহিল;—আমি পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রাণসমাধি দ্বারা ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল ব্রহ্মপদে চিত্তের বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি;—অর্থাৎ ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক মনসুখে অবস্থিত আছি। ১। হে মহামুনে! এই প্রকার দৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমি অবস্থান করিয়া থাকি; (সুতরাং) মেরু বিচলিত হইলেও, নিমেষ-মধ্যে আমি বিচলিত হই না। ২। আমি গমন করি, বা স্থিতি করি, জাগ্রদবস্থায় অবস্থিতি করি, বা স্বপ্নাবেশে মগ্ন হই, আমার ব্রহ্মসমাধি চালিত হয় না। ৩। নিত্যানিত্যময় চঞ্চল জগৎস্থিতিতে অবস্থিতি করিয়া, আমি ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছি বটে, কিন্তু (কোনও রূপে) কামনার বশবর্ত্তী হই না। ৪। হে বিপুল তপস্বিন্! আমি প্রাণ, এবং অপানের অনুসরণ এবং পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া, তাহা লাভ করত অশোকভাবে অবস্থিতি করি। ৫। হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রলয় আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত (সকল

আমহাপ্রলয়াদ্ব্রহ্মন্ উন্মজ্জননিমজ্জনং।
অহমদ্যাপি ভূতানাং পশ্যন্ জীবামি ধীরধীঃ। ৬।
ন ভূতং ন ভবিষ্যঞ্চ চিন্তয়ামি কদাচন।
দৃষ্টিমালম্ব্য তিষ্ঠামি বর্ত্তমানামিহাত্মনা। ৭।
যথাপ্রাপ্তেষু কার্য্যেষু পরিত্যক্তফলৈষণঃ।
সুষুপ্তসময়া বুদ্ধ্যা পরিতিষ্ঠামি কেবলং। ৮।
ভাবাভাবময়ীং চিন্তামীহিতানীহিতান্বিতাং।
বিমৃশ্যাত্মনি তিষ্ঠামি চিরং জীবাম্যনাময়ঃ। ৯।
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যামি সুন্দরং।
ইতি চিন্তা ন মে তেন চিরং জীবাম্যনাময়ঃ। ১০।
ন স্তৌমি ন চ নিন্দামি ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচন।
আত্মনোন্যস্য বা সাধো তেনাহং শুভমাগতঃ। ১১।

সময়ে) জীবদিগের উন্মজ্জন ও নিমজ্জন দেখিয়া থাকি বটে, (কিন্তু, তাহাতে) আমার ধৈর্য্য বিনষ্ট হয় না। ৬। আমি যাহা গত হইয়াছে, এবং পরে যাহা ঘটিবে, কখনও সে বিষয় চিন্তা করি না, (সুতরাং, কেবল) মনের সাহায্যে নির্ম্মল দৃষ্টি লাভ করিয়া সকলই বর্ত্তমানের ন্যায় দেখিয়া থাকি। ৭। যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয়, যদিও আমি তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার ফল-ভোগের আশা করি না; (সুতরাং) সুষুপ্তি-সদৃশ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অবস্থিতি করি। ৮। আমি আত্মার চেষ্টাময় ও চেষ্টাশূন্য, সত্য-মিথ্যা-বিমিশ্রিত চিন্তার বিষয় বিবেচনা করিয়া, অনাময়ভাবে চিরকালই জীবন ধারণ করিয়া থাকি। ৯। অদ্য ইহা লাভ করিলাম, বা (পরে কোনও) সুন্দর সামগ্রী লাভ করিব, এরূপ চিন্তা আমার মনে হয় না; সুতরাং নীরোগী হইয়া চিরকালই কাল যাপন করিয়া থাকি। ১০। হে সাধো! আপনার কিম্বা অপরের কোনও স্থানে কখনও নিন্দা, বা স্তুতি করি না; সুতরাং আমি কুশলে অবস্থিতি করি। ১১। সমতাভাবাপন্ন আমার অন্তঃকরণ,

ন তুষ্যতি শুভপ্রাপ্তৌ নাশুভেষ্বপি খিদ্যতে।
মনোমম সমং নিত্যং তেনাহং শুভমাগতঃ। ১২।
পরমং ত্যাগমালম্ব্য সর্ব্বমেব সদৈব হি।
জীবিতাদি ময়া ত্যক্তং তেনাহং শুভমাগতঃ। ১৩।
প্রশান্তচাপলং বীতশোকং স্বস্থং সমাহিতং।
মনোমম মুনে শান্তং তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ১৪।
কাষ্ঠং বিলাসিনীং শৈলং তৃণমগ্নিং হিমং নভঃ।
সমং সর্ব্বত্র পশ্যামি তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ১৫।
কিমদ্য মম সম্পন্নং প্রাতর্বা ভবিতা পুনঃ।
ইতিচিন্তাজ্বরোনাস্তি তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ১৬।
আহরন্ বিহরংস্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠন্নুচ্ছসন্ স্বপন্।
দেহোঽহমিতি নো বেদ্মি তেনাস্মি চিরজীবিতঃ। ১৭।

আনন্দকর বিষয় প্রাপ্তিতে আনন্দিত, কিম্বা বিষাদজনক বস্তু সঙ্ঘটনে খেদিত হয় না, সুতরাং আমি নিত্য কালই কুশলে অবস্থিতি করি। ১২। আমি সর্ব্বদা সকল প্রকার প্রধান প্রধান বস্তু ত্যাগ করিয়া জীবিতাদি প্রিয় পদার্থকেও পরিত্যাগ করিয়াছি; সুতরাং আমি কুশলে অবস্থিতি করি। ১৩। হে মুনে! আমার মনের চপলতা নিবারিত, এবং শোক মোহ বিদূরিত হইয়াছে; উহা (যখন) শান্তিপ্রাপ্ত ও সমাধি-নিমগ্ন হইয়াছে, (তখন) আমি নিরাপদে অবস্থিতি (করিব না কেন?)। ১৪। কাষ্ঠরাশি, সুন্দরী স্ত্রী, পর্ব্বত, তৃণ, অগ্নি, হিম ও আকাশ এই সকল পদার্থকেই সর্ব্বত্রে আমি সমান বলিয়া দেখিয়া থাকি, সুতরাং আমি নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিয়া থাকি। ১৫। অদ্য আমি কি করিলাম, বা কল্য প্রাতে কি করিব, আমি এরূপ চিন্তাতে অভি-ভূত হই না; সুতরাং বিজ্বর হইয়া জীবন ধারণ করিয়া আছি। ১৬। আমি (দ্রব্যাদি) আহরণ, বিহার, স্থিতি, নিশ্বাস-পরিত্যাগ, স্বপ্ন-দর্শন করিয়া এই দেহই আমি, এরূপ বোধ করি না; সুতরাং আমি চিরজীবী হইয়া

ইমং সাংসারমারম্ভঃ সুষুপ্তপদবৎ স্থিতঃ।
অসন্তমিব জানামি তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ১৮।
যথাকালমুপাযাতাবর্থানর্থৌ সমৌ মম।
হস্তাবিব শরীরস্থৌ তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ১৯।
অপরিচলয়া শক্ত্যা সুদৃশা স্নিগ্ধমুগ্ধয়া।
ঋজু পশ্যামি সর্ব্বত্র তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ২০।
আপাদমস্তকান্তেঽস্মিন্ ন দেহে মমতা মম।
ত্যক্তাহঙ্কারপঙ্কস্য তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ২১।
যৎ করোমি যদশ্নামি তত্ত্যক্ত্বা তদ্বতোপি মে।
মনোনৈষ্কর্ম্ম্যমাদত্তে তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ২২।

অবস্থিতি করি। ১৭। এই যে সংসারের আরম্ভ, (যদিও) ইহা সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থিতি করে, কিন্তু উহার নিত্যত্ব নাই, ইহা আমি অবগত আছি; সুতরাং বিজ্বর হইয়া অবস্থিতি করি। ১৮। আমি যথাকালোপস্থিত অর্থ এবং অনর্থকে শরীরস্থ হস্তযুগলের ন্যায় সমান বলিয়া জানি, সুতরাং অনাময় ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকি। ১৯। আমি অবিচলিত, স্নিগ্ধ, অথচ মুগ্ধকর দৃষ্টি-শক্তি দ্বারা সর্ব্বত্রে সরলভাবে দর্শন করিয়া থাকি, সুতরাং সেই জন্য আমি বিজ্বর হইয়া অবস্থান করি। ২০। আমি অহঙ্কার-পঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, সুতরাং চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত আমার এই (নশ্বর) দেহে আমার বলিয়া অভিমান নাই; অতএব, আমি বিজ্বরভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকি। ২১। আমি আপনার নিকটে বলিতেছি যে, আমি যাহা করি, বা যাহা ভোজন করিয়া থাকি, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া, আমার (অন্তঃকরণ) কর্ম্ম-শূন্যভাব ধারণ করিয়াছে; সুতরাং আমি বিজ্বর হইয়া অবস্থিতি করি। ২২।

যদা যদা মুনে কিঞ্চিৎ বিজানামি তদা তদা।
মতিরায়াতি নৌদ্ধত্যং তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ২৩।
করোমীশোপি নাক্রান্তিং পরিতাপে ন খেদবান্।
দরিদ্রোপি ন বাঞ্ছামি তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ২৪।
আশাপাশবিনুম্নায়াশ্চিত্তবৃত্তেঃ সমাহিতঃ।
সংস্পর্শং ন দদাম্যন্তস্তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ২৫।
অসত্তাং জগতঃ সত্তামাত্মনঃ করবিল্ববৎ।
সুপ্তঃ প্রবুদ্ধঃ পশ্যামি তেনাস্মি চিরজীবিতঃ। ২৬।
জীর্ণং ভিন্নং শ্লথং ক্ষীণং ক্ষুব্ধং ক্ষুণ্ণং ক্ষয়ং গতং।
পশ্যামি নববৎ সর্ব্বং তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ২৭।

হে মুনে! যে যে সময়ে আমি (ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব) কিঞ্চিৎ জানিতে পারি, সেই সেই সময়ে আমার বুদ্ধি, ঔদ্ধত্যের বশীভূত হয় না; সুতরাং আমি অনাময়-ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকি। ২৩। আমি ক্ষমতাপন্ন হইয়াও পরপীড়ন করি না, এবং পর-পীড়িত হইলেও খিদ্যমান হইও না; (অধিক কি) অকিঞ্চন হইলেও (অর্থ প্রার্থনাদি) আমার কোনও বাঞ্ছা নাই; সুতরাং আমি অনাময়-ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকি। ২৪। আমি, আশাপাশাভি-ভূত চিত্তবৃত্তির সংস্পর্শ পর্য্যন্ত করি না, সুতরাং আমি অনাময়ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকি। ২৫। আমি বাহ্য দৃষ্টি বিষয়ে সুপ্ত থাকিয়া জগ-তের অনিত্যতাকে দেখিয়া থাকি, এবং অন্তরে প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মার সত্তাকে করস্থিত বিল্বফলের ন্যায় অবলোকন করি; সুতরাং আমি চিরজীবী হইয়া অবস্থান করিতেছি। ২৬। আমি (অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান) সকল পদার্থকেই জীর্ণ, ভেদবিশিষ্ট, শিথিলাবয়বযুক্ত, কৃশাঙ্গ, বিস্তৃতাবয়বশালী, সংচূর্ণিত, এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দেখিয়া থাকি; সুতরাং আমি অনাময় হইয়া অব-স্থিতি করি।২৭। (প্রকৃত) সুখের আবির্ভাবে আমি সুখী, এবং লোকের দুঃখে

সুখিতোঽস্মি সুখাপন্নে দুঃখিতোদুঃখিতে জনে।
সর্ব্বস্য প্রিয়মিত্রঞ্চ তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ২৮।
আপদ্যচলধীরোস্মি জগন্মিত্রঞ্চ সংপদি।
ভাবাভাবেষু নৈবাস্মি তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ২৯।
অহং জগদহং ব্যোম দেশকালক্রমাবহং।
অহং ক্রিয়েতি মে বুদ্ধিস্তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ৩০।
ঘটশ্চিচ্চিৎ পটশ্চিৎ খং চিদ্ঘনং শকটঞ্চ চিৎ।
চিৎ সর্ব্বমিতি মে ভাবস্তেন জীবাম্যনাময়ঃ। ৩১।
ইত্যহং মুনিশার্দ্দূল ত্রিলোককমলালিকঃ।
ভুশুণ্ডো নাম কাকোলঃ কথিতশ্চিরজীবিতঃ। ৩২।

দুঃখী হইয়া থাকি; আমি সকলের প্রেমাস্পদ মিত্র, সুতরাং আমি বিজ্বর-ভাবে অবস্থান করিয়া থাকি। ২৮। আমি বিপদুপস্থিতিতে অচলের ন্যায় ধীরভাবে অবস্থিতি করি, এবং সম্পদের অবস্থায় জগতের মিত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হই; আমি ভাবাভাব—অর্থাৎ সত্যমিথ্যাময় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করি না, সুতরাং অনাময় হইয়া অবস্থিতি করি। ২৯। আমি জগৎ, আমি আকাশ, আমিই দেশকাল ক্রমাদি, আমিই (জীবের) কর্ম্ম, আমার এই প্রকার বিবেচনা; সুতরাং আমি বিজ্বর হইয়া অবস্থিতি করি। ৩০। কি ঘট, কি পট, কি শকট, কি নিবিড় অন্তরীক্ষ, সকলই চিৎস্বরূপ, এই প্রকার আমার মনের ধারণা; সুতরাং আমি অনাময়ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকি। ৩১। হে মুনি-শার্দ্দূল! কমলোদরে যেরূপ মধুপের অবস্থিতি, সেইরূপ ত্রৈলোক্যরূপ কমল-দলে ভ্রমরতুল্য কাকজাতীয় ভুশুণ্ড—আমি, (অবস্থিতি করিয়া) চিরজীবী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। ৩২। ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে আশ্রিত, ত্রিজগৎ-

ব্রহ্মার্ণবে বিলুলিতং ত্রিজগত্তরঙ্গ-
মুৎপাদনাদ্যভিভবেন বিভিন্নরূপং।
আলীনমুন্নমিতমাকুলদৃশ্যদৃশ্য-
মালোকয়ন্ প্রকলয়ংশ্চ চিরং স্থিতোস্মি। ৩৩।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে চিরজীবিতহেতুকথনং
নাম ষষ্ঠচত্বারিংশঃ সর্গঃ। *। ৪৬। *।

রূপ তরঙ্গবিশিষ্ট, সৃষ্টি, পরিণাম, ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রভৃতি পরস্পরের প্রতিঘাত দ্বারা বিভিন্নরূপধারি, এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ উন্নমিত, আলীন এবং ভ্রমণ-যুক্ত দৃশ্য বুদ্ধি—অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দর্শনীয় জগতের উত্থান ও সমাধিকালে দর্শন ও বিলাপ করিয়া, আমি চিরকাল অবস্থিতি করিতেছি; —অর্থাৎ সমুদ্রে যেরূপ তরঙ্গ-প্রকাশ ও তাহার ক্ষয় বৃদ্ধি দ্বারা বিভিন্ন রূপের আবির্ভাব, সেই প্রকার ব্রহ্মসমুদ্রে জগতের এই প্রকার তরঙ্গাদি সৃষ্টি সংঘ-টন হইয়া থাকে, আমি ইহা, দিব্যচক্ষে চিরকালই দর্শন করিতেছি। ৩৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অহো নু চিত্রং ভগবন্ ভবতা ভূষণং শ্রুতেঃ।
আত্মোদন্তঃ প্রকথিতঃ পরং বিস্ময়কারণং। ১।
ধন্যাস্তে যে মহাত্মানমত্যন্তচিরজীবিনম্।
ভবন্তং পরিপশ্যন্তি দ্বিতীয়মিব পদ্মজং। ২।
যাবদদ্য দৃশো ধন্যাঃ স্বাত্মোদন্তমখণ্ডিতং।
যথাবৎ পাবনং বুদ্ধেঃ সর্ব্বং কথিতবানসি। ৩
প্রভ্রান্তং দিক্ষু সর্ব্বাসু দৃষ্টাবিবুধভূতয়ঃ।
ভবানিব জগত্যস্মিন্ ন মহানবলোকিতঃ। ৪।
কথঞ্চিৎ প্রাপ্যতে কশ্চিদ্ভ্রান্ত্যেহ হি মহাজনঃ।
ন ভবানিব ভব্যাত্মা সুলভো জগতি ক্বচিৎ। ৫।
বংশখণ্ডে হি কস্মিংশ্চিৎ জায়তে মৌক্তিকং যথা।
জগৎখণ্ডে হি কস্মিংশ্চিৎ দৃশ্যতে ত্বাদৃশস্তথা। ৬

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে ভগবন্! তুমি অতিবিচিত্র শাস্ত্র-ভূষণ-ভূষিত বিস্ময়কারক আত্মবৃত্তান্ত (আমার নিকটে) বলিয়াছ। ১। যে সকল মহানুভব ব্যক্তিগণ, দ্বিতীয় কমলযোনির ন্যায় চিরজীবী তোমাকে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদের দর্শনকে ধন্য (বলিয়া মানিতে হয়)। ২। (যাহা হউক) তুমি যখন আমার নিকটে বুদ্ধির পবিত্রতাদায়ক অখণ্ডিত নিজ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তখন (জানিলাম যে,) দেবতাদিগেরও জ্ঞানৈশ্বর্য্য-দর্শক তোমার ন্যায় মহদ্ব্যক্তি জগন্মণ্ডলে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ৩। ৪। যদিও বহুতর অন্বেষণ দ্বারা (কখনও না কখনও) মহদ্ব্যক্তির সমাগম ঘটিতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া তোমার ন্যায় ভব্য ব্যক্তির সংঘটন, জগতের কোনও খানে সুলভ নহে। ৫। যেরূপ সকল বংশে মুক্তার জন্ম না হইয়া, কোনও কোনও বংশের মুক্তা-প্রসব দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ এই জগন্মধ্যে তোমার ন্যায়

ময়া তু সুমহৎ কার্য্যমদ্য সম্পাদিতং শুভং।
পুণ্যদেহবিমুক্তাত্মা যত্ত্বমবলোকিতঃ। ৭।
তদস্তু তব কল্যাণং প্রবিশাত্মগুহাং শুভাং।
মধ্যাহ্নসময়ো যন্মে ব্রজামি সুরমন্দিরং। ৮।
ইত্যাকর্ণ্য ভুশুণ্ডোসৌ জগ্রাহোত্থায় পাদপাৎ।
সংকল্পিতাভ্যাং হস্তাভ্যামুপাত্তং হেমপল্লবং। ৯।
কল্পবৃক্ষলতাপুষ্পকেসরেণ হিমত্বিষা।
তৎপাত্রং মৌক্তিকার্ঘ্যেণ পূরয়ামাস পূর্ণধীঃ। ১০।
তেনার্ঘ্যপাদ্যপুষ্পেণ ত্রিনেত্রমিব মামসৌ।
আপাদমস্তকং ভক্ত্যা পূজয়ামাস পূর্ব্বজঃ। ১১।
অনুব্রজ্যাকদর্থেন খগেন্দ্রালমিতি ব্রুবন্।
বিষ্টরাদহমুত্থায় ততঃ খগবদাপ্লুতঃ। ১২।

ব্যক্তির সমাগম অতি বিরল। ৬। (যাহা হউক,) আমি যখন পুণ্যদেহধারী বিমুক্তাত্মা তোমাকে দর্শন করিলাম, তখন (জানিলাম যে,) আমি অদ্য শুভকর একটি মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। ৭। (তোমাকে অধিক কি বলিব, প্রার্থনা) তোমার কল্যাণ হউক, তুমি আপনার সুন্দর গৃহ-কুলায় মধ্যে প্রবেশ কর; মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত প্রায়, অতএব, আমি এ সময় সুর-মন্দির—স্বগৃহে গমন করি। ৮। এই কথা শ্রবণমাত্র ভুশুণ্ড বৃক্ষ হইতে গাত্রো-ত্থান করিয়া, আপনার ইচ্ছা-প্রসূত দুই হস্ত দ্বারা হেমময় পল্লব ধারণ করিল। ।৯। পূর্ণবুদ্ধি ভুশুণ্ড, হিমতুল্য দীপ্তিমান্ কল্পবৃক্ষের লতা, পুষ্প ও তদীয় কেশর-বিশিষ্ট মুক্তাসদৃশ অর্ঘ্য রচনা করিয়া, তদ্দ্বারা একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ।১০। ভক্তে যেরূপ ভক্তিভাবানত হইয়া ভবানীপতির অর্চ্চনা করে, চিরজীবী পক্ষিবর, সেইরূপ ভক্তিভাবে অর্ঘ্য, পুষ্প ও পাদ্য দ্বারা মুনিবরের চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পূজা করিল। ১১। তদনন্তর আমি, হে খগেন্দ্র! আমার পশ্চাৎ গমন করিয়া অকারণ কষ্ট লইবার প্রয়োজন কি? এই কথা বলিয়া, স্বকীয় আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পক্ষীর ন্যায় শূন্যে গমন করিলাম ।১২।

ময়ি যাতে ক্ষণেনৈব গগনাধন্যদৃশ্যতাং।
নিবৃত্তোসৌ বিহঙ্গেন্দ্রো দুস্ত্যজা সংগতিঃ সতাং। ১৩।
অন্যোন্যমপি কস্মিংশ্চিত্তরঙ্গক ইবাম্বুধৌ।
ব্যোমন্যদৃশ্যতাং যাতো খগস্মৃত্যা মুনীনহং।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং প্রাপ্য জায়য়া পরিপূজিতঃ। ১৪।
যাতে কৃতযুগস্যাদৌ পুরাবর্ষশতদ্বয়ে।
সঙ্গতোঽহং ভুশুণ্ডেন মেরোঃ শৃঙ্গক্রমেঽভবং। ১৫।
অদ্য রাম কৃতে ক্ষীণে ত্রেতা সংপরিবর্ত্ততে।
মধ্যে ত্রেতাযুগস্যাস্য জাতস্ত্বং রিপুমর্দ্দন। ১৬।
পুনরদ্যাষ্টমে বর্ষে তত্রৈবোপরিভূভৃতঃ।
মিলিতোভুভুশুণ্ডোমে তত্রৈবাজররূপবান্। ১৭।

আমি গমন করিলে পর, বিহগরাজ ক্ষণকাল পর্য্যন্ত আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া শেষে (অতিকষ্টে) দর্শন ব্যাপারে নিবৃত্ত হইল ;(কারণ,) সজ্জনসম্মিলন পরিত্যাগ করা, সহজ ব্যাপার নহে। ১৩। যেরূপ সমুদ্রে তরঙ্গের উৎপত্তি ও তাহাতে লয় হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ক্রমে ক্রমে আমি ভুশুণ্ডকে স্মরণ করিয়া পরস্পরের কথোপকথন চিন্তা করিতে করিতে অন্তরীক্ষে অদৃশ্য হইলাম ; এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলে উপস্থিত ও পত্নী অরুন্ধতী কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া, সেখানে কতকগুলি ঋষিদিগকে দেখিতে পাইলাম। ১৪। পূর্ব্বকালে দ্বাপরের অগ্রে দুই শত বৎসর পূর্ণ হইলে পর,আমি ভুশুণ্ডের সহিত মেরুশৃঙ্গে কল্পবৃক্ষে মিলিত হইয়াছিলাম। ১৫। হে রামচন্দ্র ! এক্ষণে দ্বাপরের অবসান ও ত্রেতার অধিকার দাঁড়াইয়াছে ; হে অরিন্দম ! এই ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে তোমার জন্ম হইয়াছে। ১৬। অজররূপী ভুশুণ্ড আমার সহিত সেই মেরু-শৃঙ্গে যে মিলিত হইয়াছিল, তাহা (গণনায়, যথাক্রমে) অদ্য এই অষ্টম বর্ষ দাঁড়াইয়াছে। ১৭। আমি তোমার নিকটে বিচিত্র, উপাদেয়, ভুশুণ্ড-বৃত্তান্ত

ইতি সংকথিতং চিত্রং ভুশুণ্ডোদন্তমুত্তমং।
শ্রুত্বা বিচার্য্য চৈবান্তর্যদযুক্তং তৎ সমাচর। ১৮।
এবং ভুশুণ্ডবৃত্তান্তঃ কথিতস্তে ময়ানঘ।
অনয়া প্রজ্ঞয়া তীর্ণো ভুশুণ্ডো মোহসঙ্কটাৎ। ১৯।
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য স্বপ্রাণাভ্যাসপূর্ব্বিকাং।
ভুশুণ্ডবন্মহাবাহো ভব তীর্ণমহার্ণবঃ। ২০।
যথাজ্ঞানেন যোগেন সন্ততাভ্যাসজন্মনা।
ভুশুণ্ডঃ প্রাপ্তবান্ প্রাপ্তং তথাসাদয় তৎপদং। ২১।
অসক্তবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বে ভুশুণ্ডবদবস্থিতিং।
প্রাপ্নুবন্তি পরে তত্ত্বে প্রাণাপানাবলোকিনঃ। ২২।
এতা বিচিত্রা ভবতা শ্রুতা বিজ্ঞানদৃষ্টয়ঃ।
ইদানীং ধিয়মালম্ব্য যথেচ্ছসি তথা কুরু। ২৩।

বর্ণন করিলাম; তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া অন্তরে বিচার পূর্ব্বক যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর। ১৮। হে অনঘ! আমি তোমার নিকটে এই প্রকার ভুশুণ্ড-বিবরণ জ্ঞাপন করিলাম; এই জ্ঞানের সাহায্যে ভুশুণ্ডের মোহ-সঙ্কট হইতে উদ্ধার ঘটিয়াছিল। ১৯। হে মহাবাহো! তুমি ভুশুণ্ডের ন্যায় আপনার প্রাণ-নিরোধ অভ্যাস পূর্ব্বক এই প্রকারে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হও। ২০। ভুশুণ্ড যে প্রকার নিরন্তর অভ্যাস নিবন্ধন জ্ঞান ও যোগের আশ্রয়ে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তুমিও সেই প্রকারে সেই অব্যয় পদ লাভ কর। ২১। যাহাদের বুদ্ধি মায়াদিতে আসক্ত নহে, তাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রাণ, এবং অপানের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া ভুশুণ্ডের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া থাকে। ২২। এই প্রকার ব্রহ্ম-জ্ঞান-দৃষ্টি সম্বন্ধে তুমি আমার নিকটে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে স্থির-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, কর। ২৩। শ্রীরাম কহিলেন;—

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ ভবতা ভূমি-ভাস্বতা জ্ঞানরশ্মিভিঃ।
হার্দ্দমুদ্দামদৌরাত্ম্যং প্রমৃষ্টমখিলং তমঃ। ২৪।
প্রবুদ্ধাঃ স্ম প্রহৃষ্টাঃ স্ম প্রবিষ্টাঃ স্ম স্বমাস্পদং।
স্থিতাঃ স্ম জ্ঞাতবিজ্ঞেয়া ভবন্তোহপরা ইব। ২৫।
অহো ভুশুণ্ডচরিতং পরং বিস্ময়কারকং।
ভগবন্ ভবতা প্রোক্তমুত্তমার্থবিবোধনম্। ২৬।
ভুশুণ্ডচরিতে ব্রহ্মন্ এতস্মিন্ কথিতে ত্বয়া।
যচ্ছরীরগৃহং মাংসচর্ম্মাস্থিনির্ম্মিতং। ২৭।
তৎ কেন নাম চরিতং কুতো বা তৎ সমুত্থিতং।
কথং বা স্থিতিমায়াতং কোবা তত্রাবতিষ্ঠতে। ২৮।

হে ভগবন্! অবনীতে অবতীর্ণ সূর্য্যের ন্যায় আপনার জ্ঞান-রশ্মির দ্বারা আমার হৃদয়স্থিত মহদ্দুশ্চেষ্টিত স্বরূপ অন্ধকার সকল বিনষ্ট হইয়াছে। ২৪। আমি প্রবুদ্ধ ও প্রহৃষ্ট হইয়া, স্বকীয় আস্পদ—ব্রহ্মপথে উপনীত হইয়াছি; আপনি যেমন জ্ঞেয় পদার্থ জানিতে পারিয়াছেন, আমিও সেইরূপ দ্বিতীয় আপনার ন্যায় ব্রহ্ম পদার্থ অবগত হইয়া অবস্থান করিতেছি। ২৫। আহা! ভুশুণ্ড-চরিত কি অশেষ বিস্ময়কারক! হে ভগবন্! আপনি উত্তমার্থ-ব্যঞ্জক কি চরিত্রই বর্ণন করিয়াছেন। ২৬। হে ব্রহ্মন্! ভুশুণ্ড-চরিত-বর্ণন-প্রসঙ্গে আপনি মাংস, চর্ম্ম ও অস্থি-বিনির্ম্মিত যে দেহ-গেহের (কথা বলিয়াছেন,)। ২৭। তাহা কাহার রচনা? কোথা হইতে বা তাহার সমুত্থান হয়, কিরূপেই বা স্থিতি পাইয়া থাকে এবং তাহাতে কে বা অধিষ্ঠিত থাকেন?। ২৮। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! বিবিধ দোষ-প্রশমন,

বশিষ্ঠ উবাচ।

পরমার্থাববোধায় দোষাপকরণায় চ।
শৃণু রাঘব তত্ত্বেন বক্ষ্যমাণমিদং ময়া। ২৯।
অস্থিস্থূণং নবদ্বারং রক্তমাংসাবলেপনং।
শরীরসদনং রাম ন কেনচিদিদং কৃতং। ৩০।
আভাসমাত্রমেবেদমিত্থমেবাবভাসতে।
দ্বিচন্দ্রবিভ্রমাকারং সদসচ্চ ব্যবস্থিতং। ৩১।
দ্বিচন্দ্রদর্শনবিধৌ চন্দ্রদ্বিত্বং সদৈব হি।
বস্তুতশ্চৈক এবেন্দুঃ স্থিতো দেহস্তথৈব হি। ৩২।
দেহপ্রত্যয়কালে হি দেহোঽয়ং সমবস্থিতঃ।
অসন্নেব চ সত্তস্মাৎ প্রোক্তঃ সদসদাত্মকঃ। ৩৩।

এবং পরমার্থ তত্ত্ব অবগতির জন্য আমি তাহা (তোমার নিকটে বলিতেছি) শ্রবণ কর। ২৯। হে রাম! শরীররূপ ভবনের অস্থিই স্থূণ—অর্থাৎ গৃহ-স্তম্ভ সদৃশ, ইহাতে নব দ্বার বিরাজিত আছে; রক্তমাংসাদি লেপন দ্বারা উহা সংরচিত; এই শরীর কাহারও কর্তৃক সংগঠিত হয় নাই। ৩০। এই দেহ নির্ম্মাণ-কর্ত্তা-ব্যতিরেকে প্রতিবিম্ব মাত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে; (যেরূপ জলে চন্দ্র-প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইলে আকাশের চন্দ্র ও জলস্থ চন্দ্র দুই বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে,) সেইরূপ দ্বিচন্দ্র-ভ্রমের ন্যায় উহা সদসদ্‌ভাবে অবস্থিতি করে। ৩১। দ্বিচন্দ্র দর্শনের প্রয়োজনীয় স্থলে অর্থাৎ—কেবল জলে সর্ব্বদাই দুইটি চন্দ্রের আবির্ভাব দেখা যায় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ চন্দ্র এক ভিন্ন দুই নহে, দেহও তদ্রূপে স্থিতি করিয়া থাকে। ৩২। যে সময়ে দেহের প্রতি আস্থা হয়, সে সময়ে ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে; যখন ইহাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকে, তখন ইহা সৎ, এবং তাহার অভাবে অসৎ বলিয়া সদসৎময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।৩৩। যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নের প্রতীতি

স্বপ্নে স্বপ্নাববোধঃ সংস্তুন্যদা সমুৎৈব হি।
বুদ্বুদোবুদ্বুদবিধৌ সত্যমিথ্যৈব চান্যদা। ৩৪।
দেহদেহবিধৌ সত্যোহসত্য ইতরদ্বিধৌ।
প্রতিভাসবিধৌ তাবজ্জলং সদসদন্যদা। ৩৫।
অয়ং নামাহমিত্যন্তগৃহীতমননং স্থিতং।
মাংসাস্থিময়নির্ম্মাণদেহোহমিতিবিভ্রমং। ৩৬।
ত্যজ সংকল্পনির্ম্মাণদেহাঃ সন্তি সহস্রশঃ।
সুখতল্পগতোযেন স্বপ্নদেহেন দিক্‌তটান্। ৩৭।
পরিভ্রমসি হে রাম স দেহস্তে ক সংস্থিতঃ।
জাগরায়াং মনোরাজ্যে যেন স্বর্গপুরান্তরং। ৩৮।
পরিভ্রমসি মেরুং বা স দেহস্তে ক সংস্থিতঃ।
স্বপ্নেষ্বপি চ যঃ স্বপ্নস্তত্র যেন মহীতটান্। ৩৯।

এবং বুদ্বুদের স্থষ্টি সময়ে যেরূপ উহার সত্যতা অনুভূত হয়, অন্য সময়ে উহার কাল্পনিকতা বোধ হইয়া থাকে। ৩৪। সেইরূপ দেহব্যাপারে দেহের বিদ্যমানতা সত্য বলিয়া অনুভূত হয় বটে, কিন্তু অন্য সময় ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয় না; যেরূপ প্রতিবিম্ব-প্রকাশে জলের আবির্ভাব, অন্যথা কল্পনা-বলে মিথ্যা মৃগতৃষ্ণিকা প্রকাশ পাইয়া থাকে, দেহের সত্যতা পক্ষেও তদ্রূপ। ।৩৫। মাংসাস্থি-বিনির্ম্মিত অন্তরে বাসনা-বিশিষ্ট দেহ এই নামধারী আমি, এই প্রকার ভ্রমকে। ৩৬। বিসর্জ্জন দাও; (জানিও) ইচ্ছা-নির্ম্মিত দেহবিশিষ্ট অনেকেই বর্ত্তমান আছেন; যেরূপ সুখ-শয্যায় শয়িত হইয়া লোকে স্বপ্নদর্শন দ্বারা নানা দিক্ ভ্রমণ করিয়া থাকে,। ৩৭। হে রামচন্দ্র! তুমি তাহার ন্যায় ভ্রমণ করিতেছ কেন? যে দেহের এরূপ ঘটনা, তাহার অবস্থিতি কোথায়? (বিবেচনা করিয়া দেখ;) তুমি জাগ্রদবস্থায় মনোরাজ্যের রাজত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গপুরে,। ৩৮। কিম্বা মেরুশিখরে যেখানেই ভ্রমণ কর না কেন, তোমার সেই দেহের সংস্থিতি কোথায়? (দেখ); স্বপ্নকালে স্বপ্নরূপে যে দেহের

পরিভ্রমসি যত্নেন স দেহস্তে ক্ব সংস্থিতঃ।
গতৈর্দেহৈর্মনোরাজ্যে যা বিচিত্রা জগৎক্রিয়াঃ। ৪০।
প্রকরোষি মহাবাহো তে দেহাস্তে ক্ব সংস্থিতাঃ।
বিলাসিন্যানুরাগিণ্যা যেন সংকল্পকান্তয়া। ৪১।
নির্বৃতিং যাসি হে রাম স দেহস্তে ক্ব সংস্থিতঃ।
এতে রাম তথা দেহা মনসঃ সদসন্ময়াঃ। ৪২।
তথৈব তাদৃশাচারো দেহোয়ং মনসঃ স্মৃতঃ।
ইদং ধনময়ং দেহো দেশোয়মিতিবিভ্রমঃ। ৪৩।
তৎ সর্ব্বং চিত্তবীর্য্যস্য সংকল্পস্য বিজৃম্ভিতং।
দীর্ঘস্বপ্নমিমং বিদ্ধি দীর্ঘং বা চিত্তবিভ্রমং। ৪৪।
দীর্ঘং বাপি মনোরাজ্যং সংসারং রঘুনন্দন।
প্রবোধমেষ্যসি যদা পরমাত্মেচ্ছয়া স্বয়া। ৪৫।

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী-প্রান্ত পর্য্যন্ত। ৩৯। যত্নপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাক, তোমার সে দেহের অবস্থিতি কোথায়? দেহ-কল্পনার লয় ঘটিলে তুমি মনোরাজ্যে যে বিচিত্র জগৎ-ক্রিয়ার। ৪০। সজ্ঘটন করিয়া থাক, হে মহাবাহো! তোমার সে দেহের সংস্থিতি কোথায়? বাসনা-সম্ভূত মনোহর-বিলাস-বিশিষ্ট অনুরাগ বৃত্তি দ্বারা যে দেহ আশ্রয় করিয়া, । ৪১। তুমি নির্বৃতির মুখ দেখিয়া থাক, হে রামচন্দ্র! তোমার সে দেহস্থিতি কিরূপ? (বিবেচনা করিয়া দেখ) হে রাঘব! সদসন্ময় দেহই মনের স্বরূপার্থ-প্রকাশক। ৪২। দেহ যেরূপ, মনও সেইরূপ আচারপরায়ণ হইয়া থাকে। এই ধন, এই দেহ, এই দেশ, এই সকল (মায়ার কার্য্য)—ভ্রম মাত্র। ৪৩। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার সকল আপনার সংকল্পিত চিত্ত হইতে প্রসূত হইয়া থাকে; অতএব, ইহাকে দীর্ঘ স্বপ্ন, বা দীর্ঘ চিত্তভ্রম বলিয়া জানিও। ৪৪। হে রঘুনন্দন! যখন সুদীর্ঘ এই মনোরাজ্য, বা সংসারকে স্বকীয় পরমাত্মার ইচ্ছার সহিত সংযোজিত করিবে,—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারিবে, । ৪৫।

দ্রক্ষ্যসি ত্বং তদা সম্যগিদমর্কোদয়ে যথা।
স্বপ্নসংকল্পজালেন যথান্যৈব জগৎস্থিতিঃ।
তথৈবেয়ং হি সংকল্পকলনা কাচিদেব হি। ৪৬।
যথাপূর্ব্বং ময়োৎপত্তিঃ প্রোক্তা কমলজন্মনঃ।
মনসঃ স্বয়মেবান্তঃ সংকল্পকলনোদ্ভবা। ৪৭।
বিচিত্ররচনোপেতং মনস্তত্রাত্তবিভ্রমং। ৪৮।
সংকল্পকলনামাত্রং তথেদমবভাসনং।
যথা কল্পিত আভাসো মনসোজ্জতাং গতঃ। ৪৯।
দেহাদ্বিচিন্তিতো দেহঃ স্থিতোন্যস্তদ্বদেব হি।
প্রাক্প্রবাহচিরাভ্যস্তো বাসনাতিশয়েন যঃ। ৫০।

তখনই তুমি সূর্য্যোদয়ে জীব যেরূপ জাগরিত হইয়া নিশাস্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারে, তাহার ন্যায় পরম পদকে জানিতে পারিবে ; যেরূপ আপনার সংকল্প সমূহ দ্বারা অন্য জগৎ-স্থিতি প্রতীতি হইয়া থাকে, সেই প্রকারে অনির্ব্বচনীয় সংকল্প কল্পনা—অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। ৪৬। কমলযোনি ব্রহ্মা হইতে আমার জন্ম-বিবরণ আমি পূর্ব্বকালে যে প্রকারে বর্ণন করিয়াছি, তাহা মনের বাসনা নিবন্ধন ঘটিয়াছিল, (জানিবে)। ।৪৭। সংকল্প কল্পনা হেতু বিচিত্র রচনাপূর্ণ অন্তঃকরণ, বিবিধ বিভ্রম উৎপাদন করিয়া, প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; মনের কল্পিত প্রতিবিম্ব অজ্ঞতা —অর্থাৎ পদ্মযোনিতে আবির্ভূততার কারণ। ৪৮। ৪৯। পূর্ব্ব দেহ অতি-ক্রম করিয়া কালে যে দেহের চিন্তা করা যায়, চিন্তাসহযোগে সেই দেহই ঘটিয়া থাকে ; অন্যথা উহা পরিবর্ত্তিত না হইয়া, স্বাভাবিক অবস্থায় অব-স্থাপিত করে ; যে দেহ পূর্ব্বতন সংস্কারাদি কার্য্য-বিষয়ে চিরাভ্যস্ত, অর্থাৎ জড়ভাবে অবস্থিত, যে দেহ বাসনাতিশয্যের বশবর্ত্তী, । ৫০। সেই দেহ,

তথৈব দৃশ্যতে দেহস্তথাকৃত্যুদয়েন সঃ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন সংকল্পোহ্যয়মেব চিৎ। ৫১।
অন্যথা ভাব্যতে রাম ভূয়তে তদিহান্যথা।
অয়ং সোহহং মমায়ঞ্চ সংসার ইতি ভাবিতে। ৫২।
সত্যোযো ভাব্যতে রাম ভাবনাদার্ঢ্যসম্ভবঃ।
ভাবিতং তীব্রবেগেন যদেবাশু তদেব হি। ৫৩।
সর্ব্বত্র দৃশ্যতে রাম কান্তেবাত্যন্তবল্লভা।
অহর্ব্যাবৃত্তিরভ্যস্তা যথা স্বপ্নেষু দৃশ্যতে। ৫৪।
তথায়ং ভাবনাভ্যস্তঃ সংসারোপ্যবলোক্যতে। ৫৫।
ব্যোমন্যেব যথাতাপতপ্তে সংদৃশ্যতে সরিৎ।
ধরাপ্যবিদ্যমানাপি সংকল্পাদ্দৃশ্যতে তথা। ৫৬।

সেই প্রকারেই শোভা পাইয়া থাকে এবং সেই ভাবেই সেই দেহের উদয় ঘটিয়া থাকে (বটে, কিন্তু) স্বকীয় পৌরুষ ও প্রযত্ন সহযোগে ঐ বাসনাই, চিৎস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৫১। এই আমি, সেই আমি, আমার এই সংসার, এইরূপ চিন্তা করিলে অজ্ঞানতার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে ; হে রামচন্দ্র ! অন্য প্রকার চিন্তা করিলে অন্য প্রকারেরই অবতারণা হইয়া থাকে। ৫২। হে রামচন্দ্র ! যে ব্যক্তি সত্যপদার্থ ব্রহ্ম দ্বারা মনে দৃঢ়তা স্থাপন করিতে পারে, তাহার ভাবনার সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে, এবং সত্বরই তাহার শুভ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৫৩। হে রাঘব ! সুন্দরী-রমণী যেরূপ লোকের নয়ন ও মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, যেরূপ নয়ন নিমীলিত করিয়া স্বপ্ন-সুখ অনুভব করা লোকের চিরকালের অভ্যাস, তাহার ন্যায় (এই সংসারের) সকল পদার্থ নয়নগোচর হইয়া থাকে। ৫৪। এই প্রকারে চির-চিন্তা-সমাচ্ছন্ন এই সংসার সংলক্ষিত হইয়া থাকে। ৫৫। যেরূপ প্রখর সৌরকিরণে মরু-প্রদেশে মৃগতৃষ্ণার উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই প্রকার অবনীর অবিদ্য-মানতা থাকিলেও উহা মনের বাসনা-নিবন্ধন প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৫৬।

দৃশ্যতে দৃষ্টিবৈরূপ্যাদযথা ব্যোমনি পিচ্ছিকা।
তথৈবেয়ং জগল্লক্ষ্মীর্জ্ঞানাদবভাসতে। ৫৭।
স্বসংকল্পে হি সংসারে ন তথেতি ভয়ং সুধীঃ।
স্বএব হি স্বভাবোয়মিত্থং সম্প্রতিভাসতে। ৫৮।
সংসারসরণিস্থিত্যাং কস্মাৎ কোহত্র বিভেতি কিং।
স এব কিঞ্চিৎ সংশোধ্য শুদ্ধ্যা বিমলতাং গতে। ৫৯।
তস্মিন্ন দৃশ্যতে রাম মোহোহয়ং জগতি স্থিতঃ।
সম্যগালোকমাত্রেণ স্বভাবঃ শুদ্ধিমৃচ্ছতি। ৬০।
ন গৃহ্লাতি মলং ভূয়স্তাম্রতামিব কাঞ্চনং।
আভাসমাত্রমেবেদং নসন্নাসজ্জগত্রয়ং। ৬১।

যেরূপ (লোকের) দৃষ্টি-দোষ ঘটিলে আকাশে পিচ্ছিকা দর্শন ঘটিয়া থাকে, সেই প্রকার অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত এই সংসার-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। ।৫৭। পণ্ডিতেরা সংসারকে সংকল্প-সমুদ্ভব জানিয়া অন্তরে ভীত হন না; (কারণ,) সংকল্পরূপী এই আত্মাই সংসাররূপে এই প্রকারে বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহারা অবগত আছেন। ৫৮। যে ব্যক্তি সংসার-সরণিতে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার কাহার দ্বারা ভয় পাইবার কারণ কি? বল; (যদি একান্তই মোহাদির পীড়নে ভীত হইতে হয়,) তবে পবিত্র বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহা সংশোধিত হইতে এবং ক্রমশঃ বিমল পথে তাহার (দিব্য) গতি সংসাধিত হইতে পারে। ৫৯। হে রামচন্দ্র! জগদ্ব্যাপী এই মোহ সেই অদ্বয় পদার্থে অবস্থিতি করিতে পারে না; (জানিও,) আত্মাকে সম্যক্ দর্শন করিতে পারিলে, তাহার পবিত্রতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬০। যেরূপ ভ্রান্তি প্রযুক্ত সুবর্ণকে তাম্র জ্ঞান করিয়া অগ্ন্যাদি দ্বারা পরীক্ষা করিলে, সে কখনও সুবর্ণ ভিন্ন তাম্র বলিয়া আদর পায় না, তাহার ন্যায় এই ত্রিজগৎ সত্যব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে, সুতরাং, তাহার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব নাই। ৬১। সম্যক্ দর্শন করিতে পারিলে,

ইত্যন্যকলনাত্যাগঃ সম্যগালোকনং বিদুঃ।
মরণং জীবিতং স্বর্গো জ্ঞানমজ্ঞানমেবচ। ৬২।
নিষ্কামং শান্তিমভ্যেতি সম্যগালোকনাত্মনঃ।
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি ন হৃষ্যতি ন শোচতি। ৬৩।
শীতলাং সত্যতামেতি সম্যগালোকনাত্মনঃ।
অবশ্যমেব মর্ত্তব্যং সর্ব্বৈরেব হি বন্ধুভিঃ। ৬৪।
ইতি বন্ধুবিয়োগেষু কিং বৃথা পরিতপ্যসে।
অবশ্যমেব চ ময়া মর্ত্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ। ৬৫।
ইত্যাত্মমরণপ্রাপ্তৌ কিং মুধা পরিতপ্যসে।
অবশ্যমেব জাতেন কিঞ্চিৎ সুবিভবাদিকং।
প্রাপ্তব্যং পুরুষেণেতি হর্ষস্যাবসরো হি কঃ। ৬৬।

জীবের জীবিতাবস্থা, মৃত্যু, স্বর্গ, জ্ঞান ও অজ্ঞান এ সকল কল্পিত ভাব নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। ৬২। যদি সুন্দররূপে ব্রহ্মদর্শন ঘটে, তাহা হইলে অন্তঃকরণ নিষ্কাম শান্তির মুখ দর্শন করিতে পারে; (তখন জীব কাহারও) কুৎসা, বা স্তব করে না; এবং (প্রিয় পদার্থ-সংযোগে) সন্তোষ প্রকাশ বা (ইষ্টবিয়োগে) শোক করে না। ৬৩। সম্যক্ প্রকারে ব্রহ্ম পদার্থকে অবলোকন করিতে পারিলে, অন্তঃকরণ স্নিগ্ধময় সত্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তখন সকল স্বজনকে অবশ্যই মরিতে হইবে, এইরূপ জ্ঞানোদ্রেক হইয়া থাকে। ৬৪। যখন মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে, তখন বন্ধুবিয়োগে অকারণ পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? (সময়ে) আমাকেও যে মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, তাহাও স্থির রহিয়াছে। ৬৫। যখন মৃত্যু-হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার উপায় নাই, তখন তুমি অকারণ পরিতাপিত হইতেছ কেন? পুরুষকে জন্মগ্রহণ করিলে অবশ্যই নানা প্রকার বৈভব ভোগ করিতে হয়, কিন্তু তা বলিয়া ইহাতে আনন্দিত হইবার কারণ কি আছে, বল? ৬৬। যে সকল ব্যক্তি সংসারে জন্মগ্রহণ ও কর্ম্মাদির অনুসরণ

সর্ব্বস্যৈব হি সংসারে নরস্য ব্যবহারিণঃ।
অর্থায়াতা ভবত্যাপচ্ছোকস্যাবসরো হি কঃ। ৬৭।
বৃংহত্যুদেতি স্ফুরতি বুদ্বুদৌঘ ইবার্ণবে।
ইদং হি জগতাং জালং কিমত্র পরিদেবনা। ৬৮।
ক্রিয়াবৈচিত্র্যমাত্রে তু কিমন্যৎ পরিদেব্যতে।
নাহমস্মিন্ ন চাভূবং ভবিষ্যামি ন মেঽধুনা। ৬৯।
দেহোয়ং চিত্রদোষোন্যঃ কিমন্যৎ পরিদেব্যতে।
দেহাচ্ছেদন্য এবাহং চিদাভাসস্তদঙ্গকে। ৭০।
আদত্তে তিত্তিরীমৃদ্বীং তৃণকোটিমিবামলং।
এতদর্থমসত্যেঽস্মিন্ নাস্থা কার্য্যা মনাগপি। ৭১।

করে, তাহাদের অর্থ দ্বারা অনর্থ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, অতএব সে অর্থের অভাবে শোক করার তাৎপর্য্য কি (বলিতে পারি না)। ৬৭। যেরূপ সমুদ্রে তরঙ্গের উদ্ভব, বুদ্বুদের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় এই জগজ্জাল-সমুদিত, বর্দ্ধিত ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব, ইহাতে পরিদেবনার বিষয় কি আছে, বল ?। ৬৮। নিত্যকালই জগতের ক্রিয়া-বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং তাহার কার্য্য দেখিয়া পরিদেবনার প্রয়োজন কি ? এই সংসারে অহং—অর্থাৎ অহঙ্কারাত্মা আমি, কেহই নহি; আমি এক্ষণে নাই, পূর্ব্বে ছিলাম না, এবং পরে হইব না। ৬৯। এই দেহ, বাসনাদি দোষ হইতে সমুৎপন্ন, (অতএব যখন দেহ সম্বন্ধে এই দেখা যাইতেছে, তখন) অন্য কাহার জন্য পরিদেবনা হইতে পারে, বল ? ; হে রামচন্দ্র ! দেহ হইতে চিৎ স্বতন্ত্র পদার্থ, আমি সেই চিতের আভাস-স্বরূপ। ।৭০। তিত্তিরী পক্ষী যেরূপ বাস-রচনা করিবার জন্য ভূপৃষ্ঠ হইতে কঠিন তৃণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার কোমল ভাগ সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমরা সার ভাগ ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া কল্পিত বস্তু দ্বারা সংসার রচনা করিয়া থাকি, সুতরাং তাহার প্রতি কোনও রূপে আস্থা করা উচিত নহে। ৭১।

সুরজ্জ্বেব বলীবর্দ্দো বধ্যতে জন্তুরাস্থয়া।
অতস্ত্বয়া দৃঢ়মিদমিতি নির্ণীয় বুদ্ধিতঃ। ৭২।
আস্থারহিতয়া বুদ্ধ্যা বিহর্ত্তব্যমিহানঘ।
কর্ত্তব্যমেব কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যমুপেক্ষতে। ৭৩।
আস্থানাস্থে পরিত্যজ্য লীলয়ৈব মহাধিয়া।
আভাসমাত্রমেবেদং যস্য চ প্রতিভাসতে। ৭৪।
সোঽন্তঃশীতলতামেতি দিনান্তে ভুবনং যথা।
প্রতিভাসং পরিত্যজ্য পদার্থপটলব্রজে। ৭৫।
আভাসমাত্রসামান্যমিদমালোকয়ানঘ।
আভাসমাত্রকং রাম চিত্তামর্শকলঙ্কিতং। ৭৬।

যেরূপ ছিন্ন করিতে পারিবে না বলিয়া দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বলীবর্দ্দকে বদ্ধ করা হইয়া থাকে, সেই প্রকার স্থির বুদ্ধির দ্বারা অবধারণ করিয়া ব্রহ্মকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিতে থাক। ৭২। হে অনঘ! তুমি সকল প্রকারে আস্থাশূন্য বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সংসারে বিহার করিতে থাক, এবং যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহাই সম্পাদন ও যাহা অকর্ত্তব্য, তাহা অসম্পাদন কর। ৭৩। তুমি সংসার-সম্বন্ধে আস্থা ও অনাস্থা পরিত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে মহাবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, যাঁহার প্রতিবিম্ব ক্রমে এই জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, (তাঁহাকে জানিতে পারিবে)। ৭৪। (তখন) গ্রীষ্মাবসানের দিবাবসান যেরূপ রমণীয় হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় (তোমার) অন্তঃকরণ শীতলতা প্রাপ্ত হইবে, এবং সকল পদার্থ সমূহের প্রতিবিম্ব লীন হইয়া যাইবে। । ৭৫। হে অনঘ! তুমি প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত এই জগৎকে অবলোকন কর; হে রামচন্দ্র! তুমি (জানিবে, এই) সামান্য প্রতিবিম্ব দ্বারাই মনে নানাবিধ কল্পনার কলঙ্ক সমুত্থিত হইয়া থাকে। ৭৬। হে অশেষ গুণনিধে!

ততস্তদপি সংত্যজ্য নিরাভাসো ভবোত্তম।
চিদাকাশময়ো নিত্যং সর্ব্বগঃ সর্ব্ববর্জ্জিতঃ। ৭৭।
আভাসস্য পরিত্যাগে ভবস্যেকান্তনির্ম্মলঃ।
নাহমস্মিন্ ন মে ভোগাঃ সত্য ইত্যভিভাবিতে। ৭৮।
নেদমাড়ম্বরং ব্যর্থমনর্থায়াবভাসতে।
অহমেব হি বা সর্ব্বং চিদিত্যেবং বিভাবিতে। ৭৯।
নেদমাড়ম্বরং ব্যর্থমনর্থায়াবভাসতে।
দর্শনদ্বয়মপ্যেতৎ সত্যমত্যন্তসিদ্ধিদং। ৮০।
যদেকমেতয়োর্বেৎসি রম্যং তদ্রাম সংশ্রয়।
দ্বাভ্যামেবাথবৈ তাভ্যাং দর্শনাভ্যামিহানঘ। ৮১।

তুমি ঐ প্রতিবিম্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিবিম্ব-বিহীনভাবে (আত্মব্যতিরেক বুদ্ধির আশ্রয়ে) অবস্থিতি করিতে থাক, এবং নিত্যকাল চিদাকাশ-স্বরূপ, সর্ব্বত্রে গতিবিশিষ্ট, এবং সকল কল্পনা-বর্জ্জিত হইয়া অবস্থিতি কর। ।৭৭। প্রতিবিম্বকে পরিত্যাগ করিলে তুমি একান্ত নির্ম্মল ব্রহ্মপথাশ্রয় করিতে পারিবে; (জানিও) সত্য—ব্রহ্মচিন্তা করিলে,এই দেহে অহংবুদ্ধি বা ভোগাদি সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৭৮। আমি, চিৎ, বা সকল পদার্থই চিৎ এই প্রকার চিন্তা করিলে, আড়ম্বরময় অনিত্য সংসার,অনর্থকর বলিয়া উপলব্ধি হয় না।৭৯। যদি ব্রহ্মপদার্থকে চিন্ময় বলিয়া জানা যায়, এবং চিৎ সর্ব্ব-বাধা-বিনির্ম্মুক্ত সত্য বলিয়া দৃষ্টিগম্য হয়, তাহা হইলে জীবের যত দূর সিদ্ধি ঘটিবার, ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তখন আড়ম্বরময় এই ব্যর্থ জগৎকে অনর্থকর বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ৮০। হে রামচন্দ্র! পূর্ব্বোক্ত দুইটি দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে যাহাকে রম্য বলিয়া বোধ হয়, তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর; অথবা হে অনঘ! এই দুইটি দৃষ্টিরই অনুবর্ত্তী হও। ৮১। হে কল্যাণভাজন। তুমি

বিহরন্ কুরু কল্যাণ রাগদ্বেষপরিক্ষয়ম্ ।
যৎ কিঞ্চিদুদিতং লোকে যন্নভস্যথবা দিবি ।
তৎ সর্ব্বং প্রাপ্যতে রাম রাগদ্বেষপরিক্ষয়াৎ । ৮২ ।
রাগাদিহতয়া বুদ্ধ্যা যাদৃগ্রাম বিচেষ্টিতং ।
তত্তদেব প্রযাত্যাশু মূঢ়ানাং বিপরীততাং । ৮৩ ।
দ্বেষদোষোর্ম্মিরুদ্ধাসু ন গুণাশ্চিত্তবৃত্তিষু ।
পদং কুর্ব্বন্তি দগ্ধাসু স্থলীষু হরিণা ইব । ৮৪ ।
রাগদ্বেষশ্চ সর্পৌ দ্বৌ ন বিলীনৌ মনোবিলে ।
যস্য কল্পতরোস্তস্মাৎ কিং নামাঙ্গ ন লভ্যতে । ৮৫ ।

সংসারে অবস্থিতি করিয়া রাগ দ্বেষের উন্মূলন কর ; হে রামচন্দ্র ! (জানিও) রাগদ্বেষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সংসারে যে কিছু পদার্থ দেখিতে পাও, আকাশে যে কোনও বস্তুর বিদ্যমানতা আছে, (এমন কি) স্বর্গেও যে সকল সামগ্রী সুলভ, সে সকলকে অনায়াসে করস্থ করা যাইতে পারে। ৮২। হে রামচন্দ্র ! মূঢ় ব্যক্তিগণ, রাগদ্বেষের অধীন হইয়া, যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, উহা দ্বারা তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হইয়া থাকে ; (সুতরাং) তাহারা সত্বর বিপরীত পথে নীত হইয়া থাকে। ৮৩। নদীর তরঙ্গ দূষিত জলসংযোগে যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ যাহাদের মনোবৃত্তি দ্বেষরূপ দূষিত কার্য্যানুষ্ঠানে আবিল হইয়াছে, মৃগগণ যেরূপ দগ্ধ বনস্থলীতে বিচরণ করে না, তাহার ন্যায় দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণসকল, তাহাদের অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় না। ৮৪। রাগ ও দ্বেষ নামক এই দুইটি কৃষ্ণসর্প, যাহার মনরূপ বিলমধ্যে লীন হইয়াছে, সে ব্যক্তি কল্পতরুর নিকট হইতেও কি দুঃখ না পাইয়া থাকে ? অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-বিহীন না হইলে কল্পতরুরও সুফল প্রদানের অধিকার নাই। ৮৫। যে সকল ব্যক্তি

যে হি প্রাজ্ঞাঃ স্বনিয়তা বিদগ্ধাঃ শাস্ত্রশালিনঃ।
রাগদ্বেষময়াস্তে বৈ জম্বুকাস্তে ধিগস্তু তান্। ৮৬।
মদ্ধনং ভুক্তমন্যেন ধনং ত্যক্তং ময়ান্যতঃ।
ইতি সংব্যবহারেহাঃ কে রাগদ্বেষয়োঃ ক্রমাঃ। ৮৭।
ধনানি বন্ধবো মিত্রং পুনরায়ান্তি যান্তি চ।
কিমেতেষু নরঃ প্রাজ্ঞো রজ্যতে বা বিরজ্যতে। ৮৮।
ভাবাভাবভবাভোগা মায়েয়ং পারমেশ্বরী।
সংসাররচনা সর্ব্বা সংসক্তং পাতয়ত্যলং। ৮৯।
ন ধনং ন জনো নাত্মা সত্যং রাঘব বস্তুতঃ।
মিথ্যৈব মিথ্যাবাসিতমিতীদং পরিলক্ষ্যতে। ৯০।

প্রজ্ঞাসম্পন্ন, কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-পালন-পরায়ণ, পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট, এবং সর্ব্ব শাস্ত্রের পারদর্শী, যদি তাঁহারা রাগদ্বেষের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ না হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অরণ্যচারী জম্বুক বলিয়া ধিক্কার প্রদান ভিন্ন আর কি দেওয়া যাইতে পারে ? । ৮৬। আমার অর্থ অন্যে উপভোগ করিল, অথবা, আমি অন্যের ধন উপভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিলাম, এই প্রকার উপার্জ্জিত ও নষ্ট ধনোদ্ধারের উপায়ীভূত রাগ দ্বেষের চেষ্টা কতদূর তুচ্ছকরী। ৮৭। কি অর্থ, কি বন্ধু, কি স্বজন, সকলই এক বার যাইয়া থাকে, এবং পুনর্ব্বার আসিয়া থাকে ; অতএব, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, (জানিয়া শুনিয়া) এ সকলের প্রতি বিরক্ত, বা অনুরক্ত হইবেন কেন ? । ৮৮। যে মায়া দ্বারা লোকের অন্তঃকরণে ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তি এবং অনিষ্টের অপ্রাপ্তিতে হর্ষবিকাশ ঘটিয়া থাকে, যে মায়া সংসারের অশেষরূপ ভোগ্য বিষয়, সংসার-ব্যাপিনী সে সকলই পরমেশ্বরের শক্তি—মায়া ; ইহা দ্বারা লোকে সংসার-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া থাকে।৮৯। হে রামচন্দ্র। কি ধন,কি জন,কি আত্মা, সকলই বস্তুতঃ সত্য নহে; (কারণ) মিথ্যা-ময় মিথ্যাস্বরূপে উহারা সংলক্ষিত হইয়া থাকে। ৯০। (অধিক কি বলিব)

আদ্যন্তয়োঃ সর্ব্বমসম্মধ্যেহপ্যস্থিরমাধিমৎ।
ক্ক বধ্নাতি রতিং প্রাজ্ঞো হ্যন্যকল্পিতখদ্রুমে। ৯১।
একেন কল্পিতা খে স্ত্রী ভুঙ্ক্তে তাং দূরগোপরঃ।
ইতীয়মঙ্গসংসাররচনা তেন মা ভ্রম। ৯২।
গন্ধর্ব্বপুরনির্ম্মাণবিলাসেন সমং বিদুঃ।
স্বপ্নসংকল্পপুরবদসদেবেদমুত্থিতং। ৯৩।
অজ্ঞাননিদ্রালুঠনস্বভাবাত্মক রাঘব।
সংসারস্বপ্নসংভ্রান্তো ভবানয়মিহ স্থিতঃ। ৯৪।
তদেনাং বিততাং নিদ্রাং ঘনাজ্ঞানময়াত্মিকাং।
ত্যজালক্ষ্মীমিবাবাপ্তনিধানঃ পুরুষোত্তমঃ। ৯৫।

আদ্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোত্তর কালে যে পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, যাহা মধ্য কালেও বিপন্ময় এবং অস্থির; প্রাজ্ঞ লোকে অপর আকাশবৃক্ষের ন্যায় এই তুচ্ছ সংসারে কিরূপে মনঃস্থির করিবে, বল? ।৯১। এক ব্যক্তির আকাশে একটি সুন্দরী ললনা লাভ হয়, (কিন্তু সহবাসাদি তাহার ভাগ্যে না ঘটিয়া) দূরস্থ অপর লোকের উহা উপভোগ হয়, ইহা যেমন কল্পিত, এই সংসার রচনাও সেইরূপ; অর্থাৎ আমার বর্ত্তমানে আমার বিষয় বৈভব, কিন্তু অবর্ত্তমানে উহা অপরের ভোগ্য; অতএব, তুমি জানিয়া শুনিয়া সংসারে অবস্থিতি পূর্ব্বক ভ্রম-মুগ্ধ হইও না। ৯২। পণ্ডিতেরা সংসারকে গন্ধর্ব্বপুরী সৌন্দর্য্যের ন্যায় বোধ করিয়া থাকেন, এবং স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ মনের বাসনা নিবন্ধন পুরীরচনা ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তাঁহারা মিথ্যাময় এই সংসারের স্বরূপত্ব অবগত আছেন। ৯৩। হে রামচন্দ্র! তদীয় অন্তঃকরণ অজ্ঞান নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিয়া লুণ্ঠিত রহিয়াছ, সুতরাং তুমি সংসারে অবস্থিত থাকিয়া স্বপ্নের ন্যায় উহার ভ্রমে ভ্রাম্যমাণ হইতেছ। ৯৪। যখন তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ, এবং ব্রহ্ম রূপ উৎকৃষ্ট নিধি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ, অতএব কৃতী লোকে যেরূপ অলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় নিবিড় অজ্ঞানময় বিস্তৃত নিদ্রাকে পরিত্যাগ কর। ৯৫। তুমি অন্তরে প্রবোধিত হও, এবং সৌরকরসংস্পর্শে প্রভাত-

প্রবোধমেহি পশ্য স্বমাত্মানমুদিতং সদা।
নির্বিকল্পং চিদাভাসং প্রাতঃ পদ্মং রবিং যথা। ৯৬।
প্রবুদ্ধস্ব প্রবুদ্ধস্ব পুনঃ পুনরয়ং ময়া।
প্রবোধ্যসে মহাবাহো পশ্যাত্মার্কমনাময়ং। ৯৭।
ময়ৈতেনাভিবৃষ্টেন শীতেন জ্ঞানবারিণা।
সুশব্দশালিনা রাম ঘনেনৈবাসি বোধিতঃ। ৯৮।
বোধমাসাদয় পরমদ্যৈব রঘুনন্দন।
সত্যমালোকয়ালীকং ত্যক্তে মাং জাগতং ভ্রমং। ৯৯।
ন তে জন্ম ন তে দুঃখ ন দোষাস্তে ন তে ভ্রমাঃ।
সর্ব্বং সংকল্পমুৎসৃজ্য তিষ্ঠাত্মনি সুসংস্থিতঃ। ১০০।

কালীন কমল যেরূপ প্রফুল্ল হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বিকল্প-বিরহিত চিৎপ্রকাশক স্বকীয় অন্তরাত্মার সমুদিত অবস্থার প্রতি অবলোকন কর। ৯৬। হে মহাবাহো! আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তুমি প্রবুদ্ধ হও এবং অন্তরে আময়শূন্য আত্মারূপ আদিত্যের সমুদয় অবলোকন কর। ৯৭। হে রামচন্দ্র! মেঘস্বরূপ মদীয় গর্জ্জনশালী শীতল এই জ্ঞান-বারি বর্ষণ-দ্বারা তুমি প্রবোধিত হইয়াছ। ৯৮। হে রাঘব! তুমি অদ্যই পরম জ্ঞান লাভ কর, এবং সংসারের মিথ্যা ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া সত্য পদার্থ অবলোকন কর। ৯৯। (এরূপে অবস্থিত হইলে) তোমাকে (পুনর্ব্বার) জন্ম গ্রহণ করিতে, কোনও প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে, মায়াদি দোষ-আক্রান্ত, বা ভ্রমে পতিত হইতে হইবে না; (তোমাকে বলি,) তুমি মনের সকল প্রকার বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, ব্রহ্মের আশ্রয়ে স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতে থাক। ।১০০। হে মহাত্মন্! তোমার অন্তঃকরণ হইতে বিবিধ বিকল্প-ভাবনারূপ

পরিগলিতবিকল্পদোষজালস্ত্ব-
মসি সুসারসুষুপ্তসৌম্যদৃষ্টিঃ।
অতিবিততমিদং সুশুদ্ধয়ে ত্বং
সমুপশমাত্মনি তিষ্ঠেহ মহাত্মন্। ১০১।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে পরমার্থযোগোপ-
দেশোনাম সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ। * । ৪৭ । * ।

দোষরাশি পরিগলিত হইয়াছে, তোমার দৃষ্টি অতি সৌম্য এবং সুষুপ্তি সদৃশ সারবান্; অতএব, তোমাকে বলি, তুমি আপনার পবিত্রতার জন্য অতি বিস্তৃত ব্রহ্মপদ আশ্রয় করিয়া আত্মার শান্তি-বিধান পূর্ব্বক সংসারে বিহার করিতে থাক। ১০১।

বাল্মীকিরুবাচ।

ইত্যাকর্ণয়তি স্বস্থ-সম-চেতসি রাঘবে।
বিশ্রান্তে স্বাত্মনি স্বৈরং পরমানন্দমাগতে। ১।
তত্রস্থেষু চ সর্ব্বেষু তেষুপশমশালিষু।
রাঘবস্যান্তবিশ্রান্তেঃ স্থিত্যর্থং বচনামৃতং। ২।
বিররাম মুনের্ব্বারি শস্যেষ্বম্বুধরাদিব।
অথ যাতে মুহূর্ত্তার্দ্ধে রাঘবে প্রতিবোধিতে। ৩।
পুনরাহ তমেবার্থং বশিষ্ঠোবদতাং বরঃ। ৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাম সম্যক্ প্রবুদ্ধোসি স্বাত্মানমসি লব্ধবান্।
এবমেধাবলম্ব্যার্থং তিষ্ঠং নেহ পদং কৃথাঃ। ৫।

বাল্মীকি বর্ণনা করিতেছেন;—সমাহিতচিত্ত রাঘব, (বশিষ্ঠ-মুখে) এবম্প্রকার শ্রবণ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে অন্তরে পরমানন্দ প্রাপ্ত ও বিশ্রান্ত, ।১। (এবং সেখানে উপস্থিত সভাস্থ সকলে) শান্তি প্রাপ্ত হইলে, রামচন্দ্রের অন্তরের শান্তিবিধানার্থ মুনিবর বশিষ্ঠদেব যে বচনামৃত বর্ষণ করিতেছিলেন, তাহা (বীজ' হইতে) শস্যের বিকাশ ঘটিলে যেরূপ জলধারা নিবৃত্তি পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় (কিছু ক্ষণের জন্য) বিরাম প্রাপ্ত হইল; তদনন্তর রামচন্দ্র মুহূর্ত্তার্দ্ধ কাল মধ্যে প্রতিবোধিত হইলেন। ২। ৩। তখন বাগ্মিবর বশিষ্ঠ, পুনর্ব্বার রামচন্দ্রকে পূর্ব্বার্থপ্রতিপাদক বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। ৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রাঘব! তুমি (এক্ষণে) সম্যক্ প্রকারে প্রবুদ্ধ হইয়াছ, এবং আত্মা—ব্রহ্ম পদার্থ লাভ করিয়াছ; (তোমাকে বলি, তুমি) পরমার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে থাক, ইহ-সংসারে পদক্ষেপ করিও না। ৫।

ইদং সংসারচক্রং হি নাভৌ সংকল্পমাত্রকে।
সংরোধিতায়াং বহনাদ্রঘুনন্দন রুদ্ধ্যতে। ৬।
ক্ষোভিতায়াং মনোন্যাভ্যামিদং সংসারচক্রকং।
প্রযত্নাদ্রোধিতমপি প্রবহত্যেব বেগতঃ। ৭।
পরং পৌরুষমাস্থায় বলং প্রজ্ঞাঞ্চ যুক্তিতঃ।
নাভিং সংসারচক্রস্য চিত্তমেব নিরোধয়েৎ। ৮।
প্রজ্ঞাসৌজন্যযুক্তেন শাস্ত্রসংবলিতেন চ।
পৌরুষেণ ন যৎ প্রাপ্তং তৎ ক্বচন লভ্যতে। ৯।
দৈবৈকপরতাং ত্যক্ত্বা বালবোধোপকল্পিতাং।
নিজং প্রযত্নমাশ্রিত্য চিত্তমাদৌ নিরোধয়েৎ। ১০।
অসদেব সদাভাসমিদমালক্ষ্যতেঽনঘ। ১১।

হে রঘুনন্দন! এই যে সংসারচক্র (দেখিতেছ,) বাসনাই উহার নাভি,—অর্থাৎ মধ্যস্থান; যদি উহাকে সংরুদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে উহার গতিশক্তি রোধ হইয়া থাকে। ৬। যদি উহা ক্ষোভিত,—অর্থাৎ শিথিল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এই সংসারচক্রকে যত্ন পূর্ব্বক রোধ করিলেও বেগে উহার গতি হইয়া থাকে। ৭। অত্যন্ত পৌরুষ অবলম্বন, এবং যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শক্তি ও বিচক্ষণতার সাহায্যে সংসারচক্রের নাভিস্বরূপ চিত্তকে রোধ করা লোকের কর্ত্তব্য। ৮। (জানিও) সৌজন্য, প্রজ্ঞা, এবং শাস্ত্রসঙ্গত পৌরুষপ্রভাবে যাহা লাভ করা না যায়, তাহা কোনও স্থানেও পাওয়া যায় না। ৯। দৈবপরতন্ত্রতা বালক-বুদ্ধির কল্পনা মাত্র; অতএব, নিজের যত্ন-সহকারে সর্ব্বাগ্রে চিত্তসংরোধ করা (জীবের) কর্ত্তব্য। ১০। হে অনঘ! এই চিত্তের বিদ্যমানতা—অস্তিত্ব না থাকিলেও উহা সর্ব্বদা অস্তিত্বের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। ১১। (তুমি জানিও) অজ্ঞানতানিবন্ধন যে সকল ভ্রম-

অজ্ঞানভ্রমবিস্তারমাত্রকাকৃতয়োঽনঘ।
ইমে দেহা ভ্রমন্তীহ সর্ব্বধর্ম্মাৎ সমুত্থিতাঃ।
সংকল্পঃ পুনরস্ত্যেব দেহস্যার্থে কদাচন। ১২।
আধিব্যাধিপরিম্লানে স্বয়ং ক্লেদিনিনাশিনি।
ন জাতু স্থিরতা দেহে চিত্রপুংসো যথা কিল। ১৩।
বিনাশিতোহি চিত্রস্থো দেহো নশ্যতি নান্যথা।
অবশ্যনাশো মাংসাত্মা স্বয়ং দেহো বিনশ্যতি। ১৪।
পালিতঃ সুস্থিরাং শোভামাদত্তে চিত্রমানবঃ।
দেহস্তু পালিতোপ্যুচ্চৈর্নশ্যত্যেব ন বর্দ্ধতে। ১৫।
তেন শ্রেষ্ঠশ্চিত্র দেহো নায়ং সংকল্পদেহকঃ।
যে গুণাশ্চিত্রদেহে হি ন তে সংকল্পদেহকে। ১৬।

বিস্তার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারাই দৃশ্য জগতের আকার পরিগ্রহ করে, এবং তাহা হইতেই সংসারে সর্ব্বধর্ম্ম (সংকল্পাদি) সমুদ্ভব এই সকল শরীরাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে; যদিও দেহের ধ্বংস ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সংকল্পের বিনাশ নাই;—অর্থাৎ উহা পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ১২। এই যে দেহ (দেখিতেছ, উহা) আধিব্যাধির আক্রমণে সতত মলিনভাব ধারণ করিলেও উহা আপনার ক্লেদ—অর্থাৎ বাহ্য মালিন্য দূর করিয়া থাকে, যেরূপ চিত্রস্থ পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি আপাততঃ রমণীয় বটে, কিন্তু উহার স্থায়িত্ব সম্ভবে না, সেইরূপ এই দেহের কখনও স্থিরতা নাই;—অর্থাৎ ইহার মরণ অবশ্যম্ভাবী। ১৩। যেরূপ চিত্রস্থ পুরুষের অবয়ব, কালে নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ মাংসবিনির্ম্মিত এই শরীরের অবশ্যই ধ্বংস ঘটিয়া থাকে। । ১৪। চিত্রাঙ্কিত মনুষ্যকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলে উহার লাবণ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কিন্তু দেহ বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক লালিত হইলেও উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া নষ্ট হইয়া থাকে। ১৫। পূর্ব্বোক্ত কারণে চিত্র দেহ, সঙ্কল্পিত দেহের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; (বাস্তবিক) চিত্রাঙ্কিত শরীরে যে সকল

চিত্রদেহাদপি জড়াদেবায়ং তুচ্ছতরঃ কিল।
তস্মিন্ মাংসময়ে দেহে কৈবাস্থা ভাবতোঽনঘ। ১৭।
দীর্ঘসংকল্পদেহোঽয়ং তস্মিন্নাস্থা মহামতে।
স্বপ্নসংকল্পজাদ্দেহাদপি তুচ্ছতরোহ্যয়ং। ১৮।
দেহোহি সংকল্পময়ো নায়মস্তি ন বাস্তি নঃ।
কিং ব্যর্থমেতদর্থং হি মূঢ়োঽয়ং ক্লেশভাজনং। ১৯।
যথা চিত্রময়ে পুংসি ক্ষতে ক্ষীণে ন তৎক্ষতিঃ।
তথা সংকল্পপুরুষে ক্ষতে ক্ষীণে ন তৎক্ষতিঃ। ২০।
যথা মনোরাজ্যময়ে ক্ষতে ক্ষীণে ন তৎক্ষতিঃ।
তথা শরীরযন্ত্রেঽস্মিন ক্ষতে ক্ষীণে ন তৎক্ষতিঃ। ২১।

গুণসন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সংকল্প শরীরে, তাহার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৬। (যথার্থ বলিতে হইলে) চিত্রময় দেহ অপেক্ষা জড়ময় দেহ অতিশয় তুচ্ছতর; অতএব হে অনঘ! মাংসবিনির্ম্মিত এই দেহে কিরূপে আস্থা করা যাইতে পারে, বল? । ১৭। হে মহামতে! দীর্ঘকালীন সংকল্প-নিবন্ধন এই দেহের উৎপত্তি; ইহা স্বপ্ন-সংকল্প-সম্ভূত দেহাপেক্ষা অতি তুচ্ছতর; অতএব, ইহার প্রতি আস্থা করা কত দূর যুক্তিসঙ্গত, বিবেচনা করিয়া দেখ। ১৮। সংকল্পময় মূঢ় এই দেহের অস্তিত্ব অথবা আমাদের আশ্রয়ে উহার বিদ্যমানতা না থাকুক, কিজন্য উহা অকারণ ক্লেশের আস্পদ হয়, (বলিতে পারি না)। ১৯। যেরূপ চিত্রময় পুরুষ ক্ষত ও বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইলে চিত্রের ভিন্ন, চিত্রস্থ পুরুষের কোনও ক্ষতি হয় না, সেইরূপ সংকল্পিত পুরুষ, ক্ষীণ বা মর্ম্মাহত হইলে সংকল্পের কি ক্ষতি বৃদ্ধি আছে? (বল)। ২০। যেরূপ মনোরাজ্য বিশৃঙ্খল ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, মনের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই, সেইরূপ এই শরীর-যন্ত্র, ক্ষীণ বা দূষিত হইলে (বাস্তবিক) তাহাতে তাহার ক্ষতি কি? (অর্থাৎ এজন্য শোকাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নহে)।২১।

দীর্ঘস্বপ্নময়ে হ্যস্মিংশ্চিত্তসংকল্পবর্জ্জিতে।
ভূষিতে দূষিতে দেহে ন হি কিঞ্চিৎ চিতঃ ক্ষতং।২২।
ন চিদন্তমুপায়াতি নাত্মা চলতি রাঘব।
ন ব্রহ্ম বিকৃতিং যাতি কিম্বা দেহক্ষয়ে ক্ষতং।২৩।
ধীরতামলমালম্ব্য ঘনভ্রমমিমং ত্যজেৎ।২৪।
সংকল্পেন কৃতো দেহো মিথ্যাজ্ঞানেন সন্নসন্।
অসত্যেন কৃতং যস্মান্ন তৎ সত্যং কদাচন।২৫।
জড়েন রাম ক্রিয়তে যন্ন তৎকৃতমুচ্যতে।
কুর্ব্বন্নপি তদা দেহো ন কর্ত্তা ক্বচিদেব হি।২৬।
নিরীহো হি জড়োদেহো নাত্মনোঽস্যাভিবাঞ্ছিতং।
কর্ত্তা ন কশ্চিদেবাতো দ্রষ্টা কেবলমস্য সঃ।২৭।

মনের সংকল্প দ্বারা কল্পিত, দীর্ঘস্বপ্নভারাক্রান্ত, বেশভূষা-সমাচ্ছাদিত এই দেহ, দূষিত হইলেও চিৎপদার্থের কিঞ্চিন্মাত্র বিনাশ ঘটে না।২২। হে রাঘব! চিত্তের কখনও অবসান ঘটে না এবং আত্মাও কখন চলিয়া যান না; ব্রহ্মের বিকৃতি নাই, এবং দেহ বিনষ্ট হইলেও উঁহার বিনাশ নাই।২৩। (যাহা হউক) ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সংসারের নিবিড় অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করা (জ্ঞানবানের পক্ষে) কর্ত্তব্য।২৪। (জানিও) এই দেহ বাসনা দ্বারা সমুদ্ভূত ও মিথ্যা জ্ঞান-সমাচ্ছন্ন হইয়া, নিজে অনিত্য হইলেও নিত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে—অর্থাৎ লোকে দেহকে অবিনাশি মনে করিয়া থাকে; (জানিবে) অসত্য হইতে যাহার উৎপত্তি, সে সত্য বলিয়া কখনও অবধারিত হইতে পারে না।২৫।হে রামচন্দ্র! জড় বস্তু যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা কার্য্য বলিয়া গণ্য হয় না; এই দেহ কোনও কার্য্য করিলেও কোনও খানে কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতে পারে না।২৬। জড় দেহ, স্বাভাবিক নিশ্চেষ্ট; ইহা দ্বারা আত্মার অভীপ্সিত কার্য্য সাধিত হয় না; সুতরাং কোনও কার্য্যের কর্ত্তা হইতে পারে না; (এই কারণে) ইহা, আত্মাকে সাক্ষীস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে

যথা দীপো নিবাতস্থঃ স্বাত্মনোবাবতিষ্ঠতে।
সাক্ষিবৎ সর্ব্বভাবেষু তথা তিষ্ঠৈজ্জগৎস্থিতৌ। ২৮।
যথা দিবসকর্ম্মাণি ভাস্করঃ স্বস্থ এব সন্।
করোত্যেবমিমাং রাম কুরু পার্থিবসংস্থিতিং। ২৯।
অস্মিন্ নসন্ময়ে দেহ-গৃহে শূন্যে সমুত্থিতে।
সত্তামুপগতে মিথ্যা-বাল-কল্পিত-যক্ষবৎ। ৩০।
কুতোপ্যাগত্য নিঃসারঃ সর্ব্বসজ্জনবর্জ্জিতঃ।
অহঙ্কারঃ কুবেতালঃ প্রবিষ্টশ্চিত্তনামকঃ। ৩১।
অস্য মা ভৃত্যতাং গচ্ছ ত্বমহঙ্কারদুর্ম্মতেঃ।
অস্য ভৃত্যতয়া রাম নিরয়ঃ প্রাপ্যতে ফলং। ৩২।
স্বসংকল্পবিলাসেন দেহগেহে তুরাকৃতিঃ।
উন্মত্তচিত্তবেতালঃ পরিবল্গতি লীলয়া। ৩৩।

মাত্র। ২৭। দীপ যেরূপ নির্বাত প্রদেশে কেবল স্থিরভাবে আপনি অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় এই জগতে সকল বিষয়ে সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। ২৮। দিবাকর যেরূপ শান্তভাবে দিবস-কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকে, হে রামচন্দ্র! তুমিও সংসারে সেই প্রকারে অবস্থিতি করিতে থাক। ২৯। বালকদিগের অন্তঃকরণে ভূতাদির কল্পনা যেরূপ মিথ্যা, সেইরূপ অনিত্য শূন্য এই দেহরূপ গৃহ, স্থিতিমাত্রে কল্পিত হইয়া থাকে। ৩০। সারত্ব-বিহীন, সকল প্রকার সাধুসঙ্গ-বিবর্জ্জিত, কুৎসিত বেতালস্বরূপ অহঙ্কার—দেহাভিমান কোথা হইতে আসিয়া চিত্ত নাম ধারণ পূর্ব্বক অন্তরে প্রবেশ করে, (তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে)। ৩১। হে রামচন্দ্র! তুমি অহঙ্কার দুর্ম্মতির বশীভূত হইয়া তাহার ভৃত্য হইও না, (জানিও) ইহার আজ্ঞাধীন হইলে, নরক-ফল লাভ ঘটিয়া থাকে। ৩২। আপনার অন্তঃকরণে যে সকল বাসনার উদয় হইয়া থাকে, তাহাতেই কদাকার উন্মত্তবেশধারী চিত্তরূপী বেতালের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং দেহরূপ গৃহে অবস্থিতি করিয়া স্বেচ্ছাচারবিহার করিয়া থাকে।

শূন্যং দেহগৃহং প্রাপ্য চিত্তযক্ষেণ তৎকৃতং।
ভীতা যেন মহান্তোপি সমাধিনিয়তাঃ স্থিতাঃ। ৩৪।
চিত্তভূতাভিভূতেঽস্মিন্ যে শরীরগৃহে রতাঃ।
চিত্রমদ্যাপি তে কস্মাদঘটিতা আত্মবৎস্থিতাঃ। ৩৫।
গ্রস্তে চিত্তপিশাচেন দেহসদ্মনি যে মৃতাঃ।
পিশাচস্তেব যা বুদ্ধির্ন পিশাচস্য রাঘব। ৩৬।
অহঙ্কারবৃহদযক্ষগৃহে দগ্ধশরীরকে।
বিহরমাস্থয়া সাধো নত্বৈবেতৎ কিল স্থিরং। ৩৭।
অহঙ্কারানুচরতাং ত্যক্ত্বা বিততয়া ধিয়া।
অহঙ্কারাস্মৃতিং প্রাপ্য স্বাত্মৈবাশ্চবলম্ব্যতাং। ৩৮।

।৩৩। চিত্তরূপ যক্ষ যে সময়ে দেহ-গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তখনই উহাকে শূন্য করিয়া ফেলে; (অন্য কথা কি বলিব,) সমাধি-নিষ্ঠ মহাপুরুষেরাও ইহাকে ভয় করিয়া থাকেন। ৩৪। যাহাদের দেহ-গেহ, চিত্তভূতের আক্রমণে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের (অনন্ত দেহ বিনষ্ট হইলেও) ইহাকে যে আত্মীয়জ্ঞানে বিশ্বাস করিয়া থাকে, এইটি আশ্চর্য্যের বিষয়। ৩৫। চিত্ত-পিশাচ, দেহ গ্রাস করাতে যাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, হে রামচন্দ্র! তাহাদের বুদ্ধি যেরূপ পিশাচতুল্য, পিশাচদিগেরও সেরূপ বুদ্ধি দেখা যায় না। ৩৬। অহঙ্কাররূপী মহা যক্ষ যে শরীর-সমাশ্রয় করে, উহা সর্ব্বদা ত্রিতাপ-বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া থাকে; হে সাধো! শরীরের এরূপ অবস্থা জানিয়া সংসারে স্থিরভাবে অবস্থিতি করা যুক্তিযুক্ত নহে। ৩৭। (হে রামচন্দ্র!) তুমি বিস্তৃত বুদ্ধির সাহায্যে অহঙ্কারের আনুচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া (যোগাবলম্বন পূর্ব্বক) অহঙ্কারকে বিস্মৃত হইয়া, ব্রহ্মপদ অবলম্বন কর।

অহঙ্কারপিশাচেন গ্রস্তা যে নিরয়ৈষিণঃ।
তেষাং মোহমদান্ধানাং ন মিত্রাণি ন বান্ধবাঃ। ৩৯।
অহঙ্কারোপহতয়া বুদ্ধ্যা যা ক্রিয়তে ক্রিয়া।
বিষবল্ল্যা ইব ফলং তস্যাঃ স্যান্মরণাত্মকং। ৪০।
বিবেকধৈর্য্যহীনেন স্বাহঙ্কারমহোৎসবঃ।
মূর্খেণালম্বিতো যেন নষ্টমেবাশু বিদ্ধি তং। ৪১।
অহঙ্কারোরগো যস্য পরিস্ফূর্জতি কোটরে।
স্বদেহপাদপোঽধীরৈরচিরেণ নিপাত্যতে। ৪২।
অহঙ্কারপিশাচোঽস্মিন্ দেহে তিষ্ঠতু যাতু বা।
ত্বমেনমালোকয় মা মনসা মহতাং বর। ৪৩।
অবধূতোঽবজ্ঞাতশ্চেতসৈব তিরস্কৃতঃ।
অহঙ্কারপিশাচস্তে নেহ কিঞ্চিৎ করিষ্যতি। ৪৪।

। ৩৮। নরক গমনে যাহাদের অভিপ্রায়, অহঙ্কার-পিশাচ যাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, মোহমদে অন্ধতুল্য সেই সকল ব্যক্তিদিগের বন্ধুবান্ধব ও মিত্রাদি কেহই থাকে না। ৩৯। যাহাদের বুদ্ধি অহঙ্কারের অনুগত, তাহারা কোনও কার্য্য করিলে, বিষবল্লী যেরূপ ফল প্রসব করে, তাহার ন্যায় কার্য্যকারী ব্যক্তিকে (কলহ, বৈরিতা প্রভৃতি) মরণাত্মক ফল ভোগ করিতে হয়। ৪০। যাহার বিবেক ও ধৈর্য্য লোপ পাইয়াছে, যদি সেই অজ্ঞান ব্যক্তি, অহঙ্কার-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করে, (জানিও) তাহাতেই তাহার সত্বর মৃত্যু হইয়া থাকে। ৪১। যাহার শরীর-বৃক্ষ-কোটরে অবস্থিতি করিয়া অহঙ্কার-রূপী সর্প, শব্দ করিতে থাকে, অধীর ব্যক্তি তাহার দেহবৃক্ষকে সত্বর বিনাশ করিয়া থাকে। ৪২। হে মহদ্ব্যক্তিদিগের অগ্রগণ্য রামচন্দ্র! অহঙ্কার-পিশাচ এই দেহে অবস্থিতি করুক, বা চলিয়া যাউক, তুমি মনে মনেও ইহার প্রতি লক্ষ্য করিও না। ৪৩। অন্তঃকরণ, অহঙ্কার-পিশাচকে ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ও তিরস্কার করিলে, সে কি করিতে পারে, বল? । ৪৪। যে সকল

চিত্তযক্ষাভিভূতানাং যাঃ পুংসাং বিততাপদঃ।
শক্যন্তে পরিসংখ্যাতুং ন তা বর্ষশতৈরপি। ৪৫।
হাহা মৃতোঽস্মি দগ্ধোঽস্মীত্যেতা বৈ দুঃখদায়িকাঃ।
অহঙ্কারপিশাচস্য শক্তয়ো বিদ্ধি রাঘব। ৪৬।
সর্ব্বগোঽপি যথাকাশঃ সম্বন্ধো নেহ কেনচিৎ।
সর্ব্বগোঽপি তথৈবাত্মা নাহঙ্কারেণ সংগতঃ। ৪৭।
যৎ করোতি যদাদত্তে দেহযন্ত্রমিদং চলং।
বাতরজ্জুযুতং রাম তদহঙ্কারচেষ্টিতং। ৪৮।
বৃক্ষোৎপত্তৌ যথা হেতুরকর্ত্রাপি কিলাম্বরং।
আত্মসংস্থস্তথেহাত্মা চিত্তচেষ্টাসু কারণং। ৪৯।
আত্মসন্নিধিমাত্রেণ স্ফুরত্যাত্তবপুর্মনঃ।
দীপসন্নিধিমাত্রেণ কুড্যরূপমিবামলং। ৫০।

ব্যক্তিদিগের অন্তরে চিত্তযক্ষের আক্রমণ দাঁড়াইয়াছে, শতবর্ষ ধরিয়া তাহাদের বিস্তৃত বিপদ সমূহের সংখ্যা হয় না।৪৫। হে রাঘব! অহঙ্কার-পিশাচের "হায়! হত হইলাম, দগ্ধ হইলাম!" এই প্রকার দুঃখদায়ক শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, জানিও।৪৬। সর্ব্বত্রব্যাপী আকাশের সহিত যেরূপ কাহারও সংশ্লিষ্টভাব নাই, সেইরূপ আত্মা, সর্ব্বত্র-গতি-শক্তি-সম্পন্ন; অহঙ্কারের সহিত ইহাঁর সম্বন্ধ নাই। ৪৭। হে রামচন্দ্র! বাতরজ্জু—অর্থাৎ প্রাণের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই চঞ্চল দেহযন্ত্র যাহা করিয়া থাকে, বা যাহা গ্রহণ করে, সে সমুদায় অহঙ্কারের চেষ্টামাত্র। ৪৮। বৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে আকাশের কর্তৃত্ব না থাকিলেও সে যেরূপ উহার উৎপত্তির হেতু, সেই প্রকার নিজ মহিমা-প্রতিষ্ঠিত দেহাশ্রয়ী আত্মা, চিত্তের কার্য্যাদির কারণ। ৪৯। যেরূপ দীপের সান্নিধ্যনিবন্ধন নির্ম্মল রূপরাশি প্রতীত হইয়া থাকে, সেই প্রকার, মন, আত্মার সান্নিধ্য লাভ করিয়া স্থূল দেহ ধারণ করিয়া থাকে। ৫০।

অপি বিশ্লিষ্টয়ো রাম নিত্যমেবাত্মচিত্তয়োঃ।
দ্যাবাপৃথিব্যোরিব কঃ সম্বন্ধঃ প্রকটান্ধয়োঃ।৫১।
চপলস্পন্দনেরাভিরাত্মশক্তিভিরাবৃতং।
চিত্তমাত্মেতি মৌর্খ্যেণ দৃশ্যতে রঘুনন্দন। ৫২।
আত্মা প্রকাশরূপো হি নিত্যঃ সর্ব্বগতো বিভুঃ।
চিত্তং শঠমহঙ্কারং বিদ্ধি হার্দ্দ্যং বৃহত্তমঃ। ৫৩।
পিশাচোহপি মনো রাম শূন্যদেহগৃহে স্থিতঃ।
ভাবয়ত্যেষ দুষ্টাত্মা মৌনমুত্তম সংস্পশন্। ৫৪।
ভবপ্রদমকল্যাণং ধৈর্য্যসর্ব্বস্বহারিণং।
মনঃপিশাচমুৎসৃজ্য যোহসি স ত্বং স্থিরোভব। ৫৫।
চিত্তযক্ষদৃঢ়াক্রান্তং ন শাস্ত্রাণি ন বান্ধবাঃ।
শক্নুবন্তি পরিত্রাতুং গুরবো ন চ মানবং। ৫৬।

অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর যেরূপ সম্বন্ধ, সেইরূপ বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী চিৎ, জড়-রূপী আত্মা ও চিত্তের কিরূপ সম্বন্ধ (বিবেচনা করিয়া দেখ)। ৫১। হে রঘুনন্দন! চিত্ত, চপলতা এবং স্পন্দন প্রভৃতি প্রাণশক্তি দ্বারা বশীকৃত হইলেও অজ্ঞান লোকে উহাকে আত্মা-স্বরূপে দর্শন করে।৫২। আত্মা, নিত্যকালই স্থায়ী, সর্ব্বত্র-বিরাজিত এবং প্রকাশরূপে অবস্থিত; কিন্তু অন্তঃকরণকে বঞ্চক, অহঙ্কারস্বরূপ, ও হৃদয়াভ্যন্তরস্থ বৃহত্তম বলিয়া জানিও। ৫৩। হে রামচন্দ্র! মনরূপ পিশাচ শূন্যদেহগেহে অবস্থিতি করে; হে কল্যাণভাজন! এই দুষ্টাত্মাই আত্মাকে মৌনভাবে অবস্থাপিত করিয়া, আপনার কৃতকার্য্যতা প্রকাশ করিয়া থাকে।৫৪। যে মনপিশাচ সংসারে ক্লেশ-দায়ক, যে অমঙ্গল বিধান করিয়া থাকে, লোকের সর্ব্বস্ব-ধন—ধৈর্য্য-হরণে যাহার সম্যক্ প্রয়াস, সেই মনপিশাচকে পরিত্যাগ করিয়া, তুমি যাহাই হও না কেন, স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে থাক। ৫৫। যে মনুষ্য, চিত্তযক্ষের প্রভাবে দৃঢ়রূপে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাকে কি শাস্ত্রসমূহ, কি বন্ধুবান্ধব,

সংশান্তচিত্তবেতালং গুরুশাস্ত্রার্থবান্ধবাঃ।
শক্নুবন্তি সমুদ্ধর্ত্তুং স্বল্পপঙ্কান্ মৃগং যথা। ৫৭।
অস্মিঞ্জগচ্ছূন্যপুরে সর্ব্বমেব প্রদূষিতং।
দেহগেহং প্রমত্তেন চিত্তযক্ষেণ বল্গতা। ৫৮।
অস্যাং জগদরণ্যান্যামুদাস্তং মুগ্ধবালবৎ।
স্বয়মারাধ্য ধৈর্য্যাংশমাত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ। ৫৯।
জগজ্জরদরণ্যেঽস্মিংশ্চরন্তূ তমৃগব্রজে।
ধৃতিং তৃণরসৈ রাম মা গচ্ছ মৃগপোতবৎ। ৬০।
অস্মিন্ মহীতলারণ্যে চরন্তি মৃগপোতকাঃ।
ত্বমজ্ঞানগজং ভুক্ত্বা সৈংহীং বৃত্তিমুপাশ্রয়। ৬১।

কি উপদেষ্টা গুরু, কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। ৫৬। যাহার মনরূপী বেতালাক্রমণ শান্তি পাইয়াছে, যেরূপ স্বল্প পঙ্কে পতিত হইলে মৃগপোত অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার ন্যায় গুরুবাক্য, শাস্ত্রচর্চ্চা ও বন্ধুবান্ধবদিগের কথাক্রমে সে ব্যক্তি উদ্ধার পাইতে পারে। ৫৭। শূন্যময় এই জগৎপুরীমধ্যে (যে কিছু পদার্থ দেখিতে পাও,) প্রমত্ত চিত্তরূপী যক্ষ ধাবিত হইয়া, দেহগেহকে আক্রমণ করাতে সকলই দূষিত হইয়া থাকে। ।৫৮। মুগ্ধস্বভাব বালকের ন্যায় এই সংসাররূপ অরণ্যে বিহার করিতে করিতে (স্বয়ং) প্রকাশমান ধৈর্য্যের আরাধনা করিয়া, আত্মার সাহায্যে আপনাকে উদ্ধার সাধন করা আপনার কর্ত্তব্য। ৫৯। মৃগপোত সকল যেরূপ বনজাত তৃণাদির রসাস্বাদন করিয়া সন্তোষ-মনে বনবিহার করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় জগৎস্বরূপ জীর্ণ অরণ্যমধ্যে মৃগের ন্যায় জীবসকল বিচরণ করিয়া থাকে ; (তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি) মৃগপোতদিগের ন্যায় সংসার-সুখে মুগ্ধ হইও না। ৬০। যেরূপ হরিণশিশু সকল অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় অজ্ঞানী লোকে বিষয়-তৃণ উপভোগ করিয়া, সংসারে পরিতৃপ্ত থাকে ; (তোমাকে বলিতেছি, তুমি) অজ্ঞানরূপ হস্তীকে সংহার

অন্যে নরমৃগা মুগ্ধা জম্বুদ্বীপে স্বজঙ্গলে।
বিহরন্তি যথা রাম তথা মা বিহরানঘ। ৬২।
অত্যল্পকালশিশিরে কর্দ্দমালেপদায়িনি।
ন মংক্তব্যং বন্ধুরূপে মহিষেণেব পল্বলে। ৬৩।
ভোগাভোগা বহিষ্কার্য্যা আর্য্যস্যানুসরেৎ পদং।
প্রবিচার্য্য মহার্থং স্বমেকমাত্মানমাশ্রয়েৎ। ৬৪।
অপবিত্রস্য তুচ্ছস্য দুর্ভগস্য দুরাকৃতেঃ।
দেহস্যার্থে ন মংক্তব্যং চিন্তা চণ্ডী সুদারুণা। ৬৫।
অন্যেন রচিতো দেহো যক্ষেণান্যেন সংশ্রিতঃ।
দুঃখমন্যস্য ভোক্তান্যশ্চিত্রেয়ং মৌর্খ্যচক্রিকা। ৬৬।

করিয়া সিংহবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ কর;—অর্থাৎ সিংহ যেরূপ হস্তীকে হত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রভাবে অজ্ঞানকে নির্ম্মূল করিয়া ফেল। ৬১। যেরূপ মৃগগণ আপনাদের অধিকৃত অরণ্যে বাস করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় মৃগসদৃশ ব্যক্তি—অর্থাৎ অজ্ঞান লোকে, জঙ্গলতুল্য জম্বুদ্বীপে মুগ্ধভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে; হে রামচন্দ্র! তুমি তাহাদিগের ন্যায় বিহার করিও না। ৬২। মহিষেরা যেরূপ অল্পকালস্থায়ী শিশিরময় কর্দ্দম-লেপপূর্ণ পল্বলে মগ্ন হইয়া থাকে, তুমি তাহার ন্যায় (অনিত্য) বন্ধুবান্ধব-প্রণয়ে মুগ্ধ হইও না। ৬৩। সংসারের ভোগাভোগকে বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্য-গণ যে পথে পদার্পণ করিয়া থাকেন, তদনুসরণ (এবং) আত্মার মহত্ত্ব অব-ধারণ করিয়া, তাহার আশ্রয় অবলম্বন করা লোকের কর্ত্তব্য। ৬৪। অপবিত্র, হেয়, শ্রীবিহীন, দুর্ভাগ্য, দেহের প্রতি মমতা করিয়া (সংসারে) মগ্ন হওরা উচিত নহে; (কারণ) দেহই নিদারুণ চিন্তা-রাক্ষসীর খাদ্য। ৬৫। কর্ম্ম দ্বারা দেহরচনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যক্ষরূপী অহঙ্কার, ইহাতে আশ্রয় লইয়া থাকে, মন ইহার জন্য দুঃখভোগ করে; জীব, ফলভোগ করিয়া থাকে, অতএব, ইহা মূর্খতার চক্রস্বরূপ;—অর্থাৎ পরিবর্ত্তন দ্বারা ইহা আশ্চর্য্য ক্রিয়া

যথৈকরূপা ঘনতা দৃষদোহস্যাত্মনস্তথা।
সত্তামাত্রৈকসামান্যাদিতরস্যাপ্যসম্ভবাৎ। ৬৭।
যথোপলস্যোপলতা ঘটস্য ঘটতা যথা।
সত্তামাত্রাদভিন্নৈব মানসাদি তথাত্মনঃ। ৬৮।
অত্রেমামপরাং দৃষ্টিং মহামোহবিনাশিনীং।
শৃণু যা কথিতা পূর্ব্বং মম কৈলাসকন্দরে। ৬৯।
সংসারদুঃখশান্ত্যর্থং দেবেনার্দ্ধেন্দুমৌলিনা।
অস্তীন্দুকরসম্ভারভাস্বরঃ পারগো দিবঃ। ৭০।
কৈলাসোনাম শৈলেন্দ্রো গৌরীরমণমন্দিরং।
তত্রাস্তে ভগবান্ দেবো হরশ্চন্দ্রকলাধরঃ। ৭১।
তং পূজয়ন্ মহাদেবং তস্মিন্নেব গিরৌ পুরা।
কদাচিদবসং গঙ্গা-তটে বিরচিতাশ্রমঃ। ৭২।

প্রদর্শন করে। ৬৬। যেরূপ প্রস্তরের ঘনতাই, একমাত্র রূপস্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, আত্মাও সেইরূপ সত্তারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন; অন্য পদার্থের সেরূপ সত্তার সম্ভাবনা নাই। ৬৭। যেরূপ উপল-খণ্ড, তাহার গুণ ঘনত্ব ও কঠিনত্ব প্রভৃতি হইতে ভিন্ন নহে, মৃত্তিকাদি অবয়ব রচনা, যেরূপ ঘট হইতে বৈষম্য নহে, সেইরূপ সমষ্টি-ব্যষ্টি-সমূহ মনও আত্মার স্থূল প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন নহে। ৬৮। কৈলাস-গিরি-শিখরে কৈলাসেশ্বর আমাকে এতদুপলক্ষে মহামোহবিনাশক যে দৃষ্টির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, (তাহা বলিতেছি,) শ্রবণ কর। ৬৯। স্বর্গপুরের পারবর্ত্তী চন্দ্রকিরণসমূহের ন্যায় দীপ্তিমান্, সেই শশাঙ্কশেখর আমাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে সংসার-সন্তাপ দূরীভূত হইয়া থাকে। ৭০। কৈলাস নামে এক শৈলেন্দ্র আছে; ভগবান্ গৌরীনাথ সেখানে অবস্থিতি করিয়া গৌরীর সহিত বিহার করিয়া থাকেন। ৭১। পূর্ব্বকালে আমি কিছু দিন সেই শৈলশিখরে গমন করিয়া পার্ব্বতীনাথের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম; গঙ্গাতীরে আমার আশ্রম

তপোঽর্থং তাপসাচারে চিরায় রচিতস্থিতিঃ।
সিদ্ধসঙ্ঘাতবলিতঃ কৃতশাস্ত্রার্থসংগ্রহঃ। ৭৩।
তপঃ প্রচরতো রাম মম কালোঽত্যবর্ত্তত।
অথৈকদা কদাচিত্তু বহুলস্যাষ্টমে দিনে। ৭৪।
খড়্গচ্ছেদ্যান্ধকারেষু কুঞ্জেষু গহনেষু চ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র যামার্দ্ধে প্রথমে গতে। ৭৫।
সমাধিং তনুতাং নীত্বা স্থিতোঽহং বাহ্যমগ্নদৃক্।
অপশ্যং কাননে তেজোঽহ্নটিত্যেব সমুত্থিতং। ৭৬।
শুভ্রাভ্রশতসঙ্কাশং চন্দ্রবিম্বগণোপমং।
প্রকটীকৃতদিক্‌কুঞ্জং তদালোক্য ময়া স্ময়াৎ। ৭৭।
অন্তঃপ্রকাশশালিন্যা বুদ্ধিদৃষ্ট্যাবলোকিতং।
যাবৎ পশ্যামি তং সানুং প্রাপ্তশ্চন্দ্রকলাধরঃ। ৭৮।

নির্দ্দিষ্ট ছিল। ৭২। আমি তপস্যানুষ্ঠান করিবার জন্য দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থিতি করি; তাহাতে অনেকানেক সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের সঙ্গলাভ ঘটে, এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রার্থ সংগৃহীত হয়। ৭৩। এই প্রকারে তপশ্চরণ করিতে করিতে অনেক সময় অতীত হইয়া যায়; অনন্তর এক সময়ে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টম দিবসে,। ৭৪। যে সময় লতাকুঞ্জ ও গহনমধ্যে খড়্গচ্ছেদ্য—অর্থাৎ নিবিড় অন্ধকারের সঞ্চার হয়, সেই সময়ে রাত্রিকালের প্রথম প্রহরার্দ্ধ গত হইলে পর। ৭৫। আমি সমাধি খর্ব্ব করিয়া, যে সময়ে বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি-নিমগ্ন হই; সে সময়ে বন-মধ্যে অকস্মাৎ তেজোরাশি সমুত্থিত হইতে দেখিলাম। ৭৬। সেই তেজ, শ্বেতবর্ণ শত শত মেঘের ন্যায় দৃশ্যমান, চন্দ্রবিম্বের সহিত তাহার উপমা অসঙ্গত নহে; (দেখিতে দেখিতে) নিখিল দিঙ্মণ্ডল প্রকটীকৃত হইল; আমি বিস্ময়পূর্ব্বক দেখিতে থাকিলাম। ৭৭। আমি যেই অন্তরস্থ নির্ম্মল বুদ্ধির সাহায্যে সেই শৈলের সানুদেশ দর্শন করি, সেই সময়ে স্বয়ং সেইস্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৭৮। (দেখিলাম) গৌরীর করে তদীয় কর

একাদশ খণ্ডের বিজ্ঞাপন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ কি সংসারী, কি সংসার-বিরাগী—হিন্দু মাত্রেরই উপজীব্য ও আলোচ্য গ্রন্থ ; সুতরাং সাধারণ হিন্দু-সমাজে ইহার গৌরব ও সমাদরের অসম্ভাবনা নাই দেখিয়া, আমি গ্রন্থখানি সরল অনুবাদ করাইয়া ইহাকে সম্পূর্ণাকারে জনসমাজে প্রকাশিত ও বিতরিত করিতে ইচ্ছা করি। যৎকালে কার্য্যারম্ভ করা হয়, মনে করিয়াছিলাম, ১০০০ কাপি করিয়া প্রত্যেক খণ্ড মুদ্রিত করিয়া নিয়মমত বিতরণ করিতে থাকিব। অকারণ অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়া অধিক পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু ৭ম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইলে, উত্তরোত্তর গ্রাহক-সংখ্যা এত দূর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং দূরদেশস্থ শিক্ষিতমণ্ডলী যোগবাশিষ্ঠ পাইবার জন্য নিরন্তর এত পত্র লিখিতে থাকেন যে, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে নিরাশ হইতে হইলে,আমার মনস্তাপের সীমা থাকে না। বিশেষতঃ আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ যত দূর প্রচারিত ও সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মমহিমা পুনরুজ্জীবিত হয়, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা। আমি সেই কারণে এখন হইতে পুস্তকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রিত করিতেছি। যাঁহাদের হস্তে এই পুস্তক নিপতিত হইলে, তাঁহাদের উপকার ও পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি পায়, তাঁহাদিগকে যোগ্যপাত্র বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে "যোগ্যপাত্র বলিয়া" যে উল্লেখ আছে, উহা ভিন্ন তাহার আর কোনও তাৎপর্য্য নাই। এখনও জানাইতেছি যে, উপযুক্ত লোকের আবেদন, বা গ্রাহকদিগের পরিচিত ব্যক্তিদিগের প্রার্থনা সহ ডাকমাসুল দিং ব্যয় ৩ৎ তিন টাকা অগ্রিম পাইলে, তাঁহাদিগকে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ দেওয়া যাইতে পারে।

পুরাতন গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকে কখনও কখনও প্রতি মাসে এক এক খণ্ড পুস্তক না পাইয়া বিরক্ত হইয়া থাকেন, এবং ঘটনায় আমরা তাঁহাদিগের নিকটে দোষী হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কারণ জানিতে পারিলে তাঁহাদের অসন্তোষ, বা রোষ অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। প্রথমতঃ অনুবাদকদিগের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যথাসময়ে অনুবাদ ঘটে না। বিশেষতঃ যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ-প্রকরণ, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ ও জটিল বলিয়া, মধ্যে মধ্যে এক একটি কবিতার অভিপ্রায় সামঞ্জস্য করিবার জন্য আমাদিগের পুস্তকালয়ের হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত বোম্বাই প্রদেশ ও বারাণসীর পুস্তকের সহিত মিলাইতে হয় ; সুতরাং তাহাতে অনুবাদকদিগের বিস্তর সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে ;—পরে মুদ্রাঙ্কন! যাহা হউক, তা বলিয়া আমরা যে সাধ্যমত নিয়ম-পালনে বিমুখ আছি, এ কথা যেন বিজ্ঞ গ্রাহকমণ্ডলী বিবেচনা না করেন।

অনুরোধ। স্থান-পরিবর্ত্তন, বা বিশেষ কারণ বশতঃ যে সকল গ্রাহক আমাদিগকে পত্র লিখিবেন, কেবলমাত্র নাম না লিখিয়া নম্বর ধরিয়া লিখিলে আমাদের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইতে পারে। আমরা এ জন্য প্রতিবারের পুস্তকে গ্রাহকদিগের নম্বর ধরিয়া লিখিয়া দিয়া থাকি। ইতি

ভূকৈলাস, খিদিরপুর,
কলিকাতা।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল,
যোগবাশিষ্ঠ-প্রকাশক।

অজমচ্যুতমীশ্বরং প্রপদ্যে ॥

বিনামূল্যে বিতরিত।

দ্বাদশ খণ্ড।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্ত্তৃক
ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY
SUTTYABADEE GHOSAUL,
WITH A BENGALEE TRANSLATION.

কলিকাতা,
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৯২ সাল।

গৌরীকরার্পিতকরো নন্দিপ্রোৎসারিতাগ্রগঃ।
শিষ্যান্ সংবোধ্য তত্রস্থান্ গৃহীত্বার্ঘ্যং সুসংযুতঃ। ৭৯।
অগমং সুমনাস্তস্য দৃষ্টিপূতমহং পুরঃ।
তত্র পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা দূরাদেব ত্রিলোচনঃ। ৮০।
দত্তার্ঘ্যেণ ময়া দেবঃ সংপ্রণম্যাভিবন্দিতঃ।
ততশ্চন্দ্রপ্রভাসখ্যা ঋজ্বা শীতলয়া তয়া। ৮১।
দৃশা সর্ব্বার্ত্তিহারিণ্যা চিরমস্ম্যাস্পদীকৃতঃ।
পুষ্পসানূপবিষ্টায় তস্মৈ ত্রৈলোক্যসাক্ষিণে।
অর্ঘ্যং পুষ্পং তথা পাদ্যমভ্যুপেত্যার্পিতং ময়া। ৮২।
ততো ভগবতী গৌরী তাদৃশৈব সপর্য্যয়া।
সংপূজিতা সখীযুক্তা গণমণ্ডলিকা তথা। ৮৩।
পূজান্তে পূর্ণশীতাংশুরশ্মিশীতলয়া গিরা।
তত্রোপবিষ্টং প্রোবাচ মামর্দ্ধেন্দুকলাধরঃ। ৮৪।

সংন্যস্ত রহিয়াছে; নন্দী, উৎসাহমনে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে; (আমা দেখিবামাত্র) তৎস্থানবাসী শিষ্যদিগকে প্রবোধিত করিয়া সাবধানে অর্ঘ্যগ্রহণপূর্ব্বক। ৭৯। সন্তুষ্টমনে পশুপতির পুরোভাগে অগ্রসর হইলাম; দূর হইতে দেবাদিদেব ত্রিলোচনের দৃষ্টিমাত্রে পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার (পাদমূলে) সমর্পণ করিয়া,। ৮০। তদীয় পাদপদ্মে প্রণাম ও অভিবাদন করিলাম; তদনন্তর স্নিগ্ধ, সরল, শশিসন্নিভ, সর্ব্বার্ত্তিনিবারক তদীয় দৃষ্টিপাত দ্বারা আমি অনুগৃহীত হইলাম, (তখন) পুষ্পসমাকীর্ণ-সানুদেশোপবিষ্ট জগৎসাক্ষীস্বরূপ সেই জগৎপতির সম্মুখীন হইয়া অর্ঘ্য, পুষ্প ও পাদ্যাদি সমস্ত তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিলাম। ৮১। ৮২। তদনন্তর গণ এবং সখীসংবেষ্টিত দেবী ভগবতীকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূজা করিলাম। ৮৩। তাঁহাদের পূজা সমাধা পাইলে পর, পশুপতি সেখানে সমাসীন হইয়া, আমার প্রতি পূর্ণচন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ৮৪।

ব্রহ্মন্ প্রশমশালিন্যঃ প্রাপ্তবিশ্রান্তয়ঃ পরে।
কচ্চিৎ কল্যাণকারিণ্যঃ সংবিদস্তে স্থিতাঃ পদে। ৮৫।
কচ্চিত্তপস্তে নির্ব্বিঘ্নং কল্যাণমনুবর্ত্ততে।
কচ্চিৎ প্রাপ্যমনুপ্রাপ্তং কচ্চিচ্ছাম্যন্তি ভীতয়ঃ। ৮৬।
এবং বাদিনি দেবেশে সর্ব্বলোকৈককারিণি।
গিরানুনয়শালিন্যা ময়োক্তং রঘুনন্দন। ৮৭।
ন কিঞ্চিদপি দুষ্প্রাপং ন চ কাশ্চন ভীতয়ঃ।
ত্বদনুস্মরণানন্দপরিঘূর্ণিতচেতসাং। ৮৮।
ন তে সন্তি জগৎকোশে প্রণমন্তি ন যে পুনঃ।
তে দেশাস্তে জনপদাস্তা দিশস্তে চ পর্ব্বতাঃ। ৮৯।
ত্বদনুস্মরণৈকান্তধিয়োযত্র স্থিতা জনাঃ।
ফলং ভূতস্য পুণ্যস্য বর্ত্তমানস্য সেচনং। ৯০।

হে ব্রহ্মন্! তোমার চিত্তবৃত্তি কল্যাণপথে গত ও শান্তিধর্ম্ম-প্রাপ্ত হইয়া, পরম পদে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে ত?। ৮৫। তোমার তপস্যার ত কোন বিঘ্ন ঘটে নাই? তাহাতে তোমার মঙ্গল লাভ হইতেছে ত? যাহা প্রাপ্তব্য, তুমি ত সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছ? তোমার (মায়াদি) ভয়-সমূহ উপশমিত হইয়াছে ত?। ৮৬। হে রঘুনন্দন! সর্ব্বলোকৈককারণ সর্ব্ব-দেব-শ্রেষ্ঠ এই কথা বলিলে পর, আমি তাঁহাকে অনুনয়বাক্যে বলিতে লাগিলাম। ৮৭। হে বিভো! যাহাদের চিত্ত আপনাকে স্মরণ করিয়া আনন্দ-বিভ্রান্ত হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে কোনও বিষয়ই দুর্লভ, বা কোনিও ভয়ে তাহারা ভীত হয় না। ৮৮। (বলিতে কি,) সংসার-মধ্যে এমন প্রশস্ত দেশ, এমন জনপদ, বা এমন পর্ব্বত দেখা যায় না, যাহারা আপনার চরণতলে বারংবার প্রণত না হয়। ৮৯। আপনার নাম জপ করিয়া, যেখানকার লোক অবস্থিতি করে, তাহাদের অতীত জন্মের পুণ্যবৃক্ষে ফল ধরিয়া থাকে; এবং বর্ত্তমান দেহধারণে অমৃত সেক হইয়া থাকে। ৯০। হে প্রভো! যে বীজের (সলিলাদি

তনোতি চৈষ্যতো বীজং ত্বদনুস্মরণং প্রভো।
জ্ঞানামৃতৈককলসো ধৃতিজ্যোৎস্নানিশাকরঃ। ৯১।
অপবর্গপুরদ্বারং ত্বদনুস্মরণং প্রভো।
ত্বদনুস্মরণোদারচিন্তামণিমতা ময়া। ৯২।
সর্ব্বাসামাপদাং মূর্দ্ধ্নি দত্তং ভূতপতে পদং।
ইত্যুক্ত্বা সুপ্রসন্নং তং ভগবন্তং মহেশ্বরং। ৯৩।
অবোচং প্রণতো ভূত্বা যদ্রাম তদিদং শৃণু।
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন পূর্ণা মে সকলা দিশঃ। ৯৪।
কিন্তু পৃচ্ছামি দেবেশ সন্দেহে তত্র নির্ণয়ং।
ব্রূহি প্রসন্নয়া বুদ্ধ্যা ত্যক্ত্বোদ্বেগমনাময়ং। ৯৫।
সর্ব্বপাপক্ষয়করং সর্ব্বকল্যাণবর্দ্ধনং।
দেবার্চ্চনবিধানং তৎ কীদৃশং ভবতি প্রভো। ৯৬।

সংযোগে) অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে, আপনাকে স্মরণ করিলেই (তখনই) সেই বীজ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; (বলিতে কি,) আপনি জ্ঞানরূপ অমৃতপূর্ণ কলসতুল্য; যেরূপ চন্দ্রে জ্যোৎস্না জাজ্বল্যমান, সেইরূপ আপনি ধৃতিরূপ জ্যোৎস্নাপূর্ণ শশধর সদৃশ।৯১। হে প্রভো! আপনাকে স্মরণ করিলে, অপবর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া থাকে, এবং মহৎ চিন্তামণিও করতলস্থ হইয়া থাকে।৯২। হে ভূতপতে! আমি সকল আপদের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি,—অর্থাৎ সমস্ত আপদ অতিক্রম করিয়াছি; এই কথা বলিয়া, প্রসন্নাত্মা ভগবান্ মহেশ্বরের নিকটে। ৯৩। প্রণত হইয়া আমি যাহা বলিয়াছিলাম, হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকটে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; (আমি বলিয়াছিলাম) হে ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে আমার সকল দিক্ পূর্ণ হইয়াছে।৯৪। কিন্তু হে দেবেশ প্রভো! যে সন্দেহ আমি ভঞ্জন করিতে পারিতেছি না, আমি আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি প্রসন্ন-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উদ্বেগশূন্য, অনাময়-বিহীন, ।৯৫। সকল-পাপ-বিনাশক, সকল-কল্যাণ-বর্দ্ধক, দেবার্চ্চনবিধি

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ দেবার্চ্চনমনুত্তমং।
বদামি মুচ্যতে যেন কৃতেন সকৃদেব হি। ৯৭।
কশ্চিদ্দেবোঽসি মহাবাহো দেবঃ কঃ স্যাদিতি দ্বিজ।
ন দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ন চ দেবস্ত্রিলোচনঃ। ৯৮।
ন দেবঃ কমলোদ্ভূতো ন দেবস্ত্রিদশেশ্বরঃ।
ন দেবঃ পবনো নার্কো নানলো ন নিশাকরঃ। ৯৯
ন ব্রহ্মণো নাবনিপো নাহং ন ত্বং দ্বিজোত্তম।
ন দেবো দেহরূপোহি ন দেবশ্চিত্তরূপধৃক্। ১০০।
ন দেবঃ কমলারূপী নাপি দেবোভবেন্মতিঃ।
অকৃত্রিমমনাদ্যন্তং দেবনং দেব উচ্যতে। ১০১।

কি প্রকার, (তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন)। ৯৬। ঈশ্বর কহিলেন;—হে ব্রহ্মবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, যে পূজা একবার মাত্র করিলে ভববন্ধন হইতে লোকে মুক্ত হইয়া থাকে, আমি তোমার নিকটে সেই উৎকৃষ্ট দেবার্চ্চনপ্রণালী বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৯৭। হে মহাবাহো দ্বিজ! তুমি জানিও, (সংসারে জীবের উপাস্য) কোনও দেবতা আছেন; সেই দেবতা পুণ্ডরীকাক্ষ, কিম্বা ত্রিলোচন নহেন। ৯৮। কমলযোনি, বা ত্রিদশেশ্বর সে দেবতা নহেন; পবন, অনল, সূর্য্য, বা চন্দ্রও সে দেবতা নহেন। ৯৯। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ,রাজা, তুমি, বা আমিও সেই দেবপদবাচ্য নহি; (সেই) দেবতা দেহরূপী বা চিত্তরূপধারীও নহেন। ১০০। (সে) দেবতা, কমলারূপী বা অন্য কেহ নহেন, ইহা আমার স্থির মত; যিনি কৃত্রিমতাশূন্য, আদ্যন্তবিরহিত, পরমার্থবিধাতা, তাঁহাকেই দেবতা বলিয়া থাকে। ১০১। আকা-

আকারাদিপরিচ্ছিন্নে মিতে বস্তুনি তৎ কুতঃ।
অকৃত্রিমমনাদ্যন্তং দেবনং চিচ্ছিবং বিদুঃ। ১০২।
তদেব দেবশব্দেন কথ্যতে তৎ প্রপূজয়েৎ।
তদেবাস্তি যতঃ সর্ব্বং সত্তাসত্তাত্মরূপধৃক্। ১০৩।
ইয়ত্তাদিপরিচ্ছিন্নং রুদ্রাদেঃ প্রাপ্যতে ফলং।
অকৃত্রিমমনাদ্যন্তং ফলমানন্দমাত্মনঃ। ১০৪।
অকৃত্রিমফলং ত্যক্ত্বা যঃ কৃত্রিমফলং ব্রজেৎ।
ত্যক্ত্বা স মন্দারবনং কারঞ্জং যাতি কাননং। ১০৫।
বোধঃ সাম্যং শম ইতি পুষ্পাণ্যগ্রাণি তত্র চ।
শিবং চিন্মাত্রমমলং পূজ্যং পূজ্যবিদোবিদুঃ। ১০৬।

যাদি সীমাবিশিষ্ট পরিমিত পদার্থে পরম দেবতার সম্ভাবনা কোথায়? আদ্যন্ত-বর্জ্জিত, অকৃত্রিম, চিৎপ্রকাশক দেবতাই মঙ্গলময় দেবতা বলিয়া গণ্য। ১০২। (লোকে) তাঁহাকেই দেবতা শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া পূজা করিয়া থাকে; (জ্বলদঙ্গারকে যেরূপ অগ্নি বলিতে আপত্তি নাই, সেরূপ তাঁহাতে পুণ্ডরীকাক্ষাদি দেবতার সত্তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে;) কারণ, চিৎপ্রকাশক দেবতাতেই সকল পদার্থের সত্তা অবস্থিতি করে, এবং ঐ চিৎ সকলের আত্মারূপে প্রকাশিত। ১০৩। রুদ্রাদি দেবতাগণের নিকট হইতে আকারাদি-পরিচ্ছিন্ন ফলপ্রাপ্তি ঘটে সত্য, কিন্তু (নির্গুণ) ব্রহ্মোপাসনায় অকৃত্রিম, আদ্যন্তবিহীন, আনন্দময় ফল লাভ হইয়া থাকে। ১০৪। যে ব্যক্তি অকৃত্রিম ফল পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম ফলের অনুসরণ করে, সে মন্দার-কানন পরিত্যাগ করিয়া, করঞ্জ-কাননে গমন করিয়া থাকে। ১০৫। যাহারা প্রকৃতি পূজা করিতে জানে, তাহারা বোধ, শান্তি ও সাম্যস্বরূপ প্রধান প্রধান পুষ্প দ্বারা চিন্ময় অমল ব্রহ্মকে পূজ্যবোধে পূজা করিয়া থাকে। ২০৬। শান্তি ও তত্ত্বজ্ঞান

শমবোধাদিভিঃ পুষ্পৈর্দেব আত্মা যদুচ্যতে।
তত্ত্ দেবার্চ্চনং বিদ্ধি নাকারার্চ্চনমর্চ্চনং। ১০৭।
জ্ঞাতজ্ঞেয়া হি যে সন্তো বালক্রীড়োপমঞ্চ তে।
আত্মধ্যানাদৃতে ব্রহ্মন্ কুর্ব্বন্তো দেবপূজনং। ১০৮।
আত্মৈব দেবো ভগবান্ শিবঃ পরমকারণং।
জ্ঞানার্চ্চনেনাবিরতং পূজনীয়ঃ স সর্ব্বদা। ১০৯।
ত্বমেতচ্চেতনাকাশমাত্মানং জীবমব্যয়ং।
স্বভাবং বিদ্ধি ন ত্বন্যঃ পূজ্য-পূজাত্ম-পূজনং। ১১০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

চেতনাকাশমাত্রাত্ম যথা জগদিদং প্রভো।
যথা তচ্চেতনস্যৈব জীবাদিত্বং তদুচ্যতাং। ১১১।

প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা যে ব্যক্তি আত্মা—ব্রহ্মের অর্চ্চনা করে, তাহারই (প্রকৃত) দেবার্চ্চনা হইয়া থাকে; আকার স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের অর্চ্চনা, অর্চ্চনা বলিয়া (গণ্য হয় না)। ১০৭। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম-ধ্যান-ব্যতিরেকে যাহারা দেব-পূজা করিয়া থাকে, তাহারা (কৃত্রিম-ভোগাশয়-নিবন্ধন) বালকদিগের ক্রীড়ার ন্যায় জ্ঞেয় পদার্থকে জানিয়া থাকে; অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞেয় বস্তু জানিতে পারে না। ।১০৮। পরম মঙ্গলালয় ভগবান্ আত্মাই দেবতা; (অতএব) তাঁহাকে সর্ব্বদা জ্ঞানার্চ্চন দ্বারা অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য।১০৯। তুমি,(এই) জীবকে অব্যয় অকৃত্রিম-স্বভাব চিদাকাশ ব্রহ্ম বলিয়া জানিও; তিনি ব্যতিরেকে পূজ্য আর কেহই নাই; (জানিও) ব্রহ্মার্চ্চনাই প্রকৃত অর্চ্চনা। ১১০। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে প্রভো! এই জগৎ যেরূপ সেই চৈতন্যময় ব্রহ্মের ব্যাপ্তিতে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রকার সেই চেতন পদার্থ হইতে যেরূপে জীবাদি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন। ১১১। ঈশ্বর কহিলেন;—

ঈশ্বর উবাচ।

চিদ্ব্যোমৈব কিলাস্তীহ পারাবারবিবর্জ্জিতং।
সর্ব্বত্রাসংভবচ্চেত্যং যৎ কল্পান্তেঽবশিষ্যতে। ১১২।
যং যং স্বয়ং প্রকচতি তস্য স্ব কচনস্থ তু।
স্বয়ং যৎ স্পন্দিতং নাম তেনেদং জগদিত্যলং। ১১৩।
অত্যন্তাসংভবাচ্চেত্যং দৃশ্যং চিদ্ব্যোমমাত্রকং।
চিত্তাৎ কচতি সর্গাদৌ যত্তজ্জগদিতি স্মৃতং। ১১৪।
আকাশং পরমাকাশং ব্রহ্মাকাশং জগচ্চিতিঃ।
ইতি পর্য্যায়নামানি তত্র পাদপরূক্ষবৎ। ১১৫।
এবং দ্বৌ স্বপ্নসংকল্পমায়াভিঃ স্বনুভূয়তে।
তদা কিল চিদাকাশমেব ভাতি জগত্তয়া। ১১৬।

চিদাকাশ ব্রহ্মই সংসারে পারাবার-বর্জ্জিত হইয়া অবস্থিতি করেন বটে, কিন্তু তদীয় চৈতন্য অংশ জন্মগ্রহণ না করিলেও কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে;—অর্থাৎ তাঁহার ধ্বংস নাই। ১১২। ব্রহ্মের সময়ে সময়ে যে প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে, মায়িক বাসনা-প্রেরণা দ্বারা তাহা তাঁহার নিজের ইচ্ছা বশতঃই ঘটে; তাঁহার বহিঃস্থ প্রভাময় আকৃতি দ্বারা যে স্পন্দন ঘটিয়া থাকে, তাহাতেই (নীলপীতাদি বিষয়রূপ এই) জগৎ, প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১১৩। জন্মবিহীনতা প্রযুক্ত চিদ্ব্যোমাত্মা দৃশ্য চৈতন্য, চিত্ত হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়; সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে যাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাই জগৎ বলিয়া কথিত। ১১৪। যেরূপ বৃক্ষের, পাদপ বৃক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন নাম-কল্পনা, সেইরূপ সংসারে চিৎস্বভাব ব্রহ্মের আকাশ, পরমাকাশ ও ব্রহ্মাকাশ প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন নামের পরিচয় দেখা গিয়া থাকে। ১১৫। যখন ব্রহ্মের দ্বৈতভাব,—স্বপ্ন, সংকল্প ও মায়াদি দ্বারা অনুভূত হয়, তখনই এই জগতে অবস্থিতি করিয়া, ব্রহ্মের চিদাকাশ প্রতীত হইয়া থাকে। ১১৬। যাহাতে স্বপ্নাবস্থায় শুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু-জ্ঞান না

শুদ্ধসংবিত্তিমাত্রত্বাদৃতেঽন্যৎ স্বপ্নপত্তনে।
যথা ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তথাস্মিন্ ভুবনত্রয়ে। ১১৭।
যঃ কাশ্চন দৃশো যে যে ভাবাভাবাস্ত্রিকালগাঃ।
সদেশকালচিত্তাস্তৎ সর্ব্বং চিদ্ব্যোমমাত্রকং। ১১৮।
স এষ দেবঃ কথিতো যঃ পরঃ পরমার্থতঃ।
পূজনীয়োযথা ভক্ত্যা যতো হি শুভদঃ শিবঃ। ১১৯।
সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য জগতোঽন্যস্য তে মম।
দেহো হি চেতনাকাশং পরমাত্মৈব নেতরৎ। ১২০।

সংকল্পনে স্বপ্নপুরে শরীরং
চিদ্ব্যোমতোঽন্যন্ন যথাস্তি কিঞ্চিৎ।
তথেহ সর্গে প্রথমৈকসর্গাৎ
মুনে প্রভৃত্যস্তি ন রূপমন্যৎ। ১২১।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে জগতঃ পরমাত্মময়ত্ববর্ণনং নাম অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ। *। ৪৮। *।

ঘটে, তুমি সেইরূপে এই ত্রিভুবনে অবস্থিতি করিতে থাক। ১১৭। যে কিছু দৃষ্টি, যে কিছু ত্রিকালব্যাপক ভাবাভাব, এবং যে কিছু দেশকাল ও চিত্তাদি (দেখা যায়) সকলই চিদ্ব্যোমাত্মা ব্রহ্মময়। ১১৮। (আমি যে দেবতার কথা বলিয়াছি,) তিনি পরমাত্মা হইতেও প্রধান; তাঁহাকে যথাভক্তি পূজা করা কর্ত্তব্য; (কারণ,) তিনিই শুভদাতা শিব। ১১৯। কি জগৎ, বা জগতের বস্তু-সমূহ, কি অন্য পদার্থ সকল, কি তুমি, কি আমি, সকল পদার্থেই পরমাত্মার অভিব্যাপ্তি রহিয়াছে; তিনি জীবদেহে চেতনাকাশস্বরূপে প্রকাশিত আছেন; তিনি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের সত্তাই নাই। ১২০। হে মুনে! স্বপ্নকালে সংকল্পময় শরীর গ্রহণের ন্যায়, যেরূপ এক হিরণ্যগর্ভের সর্গারম্ভ হইতে সমস্ত সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেইরূপ চিদ্ব্যোম ভিন্ন অন্য কোনও রূপ (দৃশ্য) দেখা যায় না। ১২১।

ঈশ্বর উবাচ।

এবং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মৈব কেবলং।
ব্রহ্মৈব পরমাকাশমেষ দেবঃ পরঃ স্মৃতঃ। ১।
তদেতৎ পূজনং শ্রেয়স্তস্মাৎ সর্ব্বমবাপ্যতে।
তদেতৎ সর্গভূঃ সর্ব্বমিদং তস্মিন্ ব্যবস্থিতং। ২।
অকৃত্রিমমনাদ্যন্তমদ্বিতীয়মখণ্ডিতং।
অবহিঃসাধনাসাধ্যং সুখং তস্মাদবাপ্যতে। ৩।
প্রবুদ্ধস্ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ তেনেদং তব কথ্যতে।
নাতিদেবার্চ্চনে যোগ্যঃ পুষ্পধূপচয়ো মহান্। ৪।
অব্যুৎপন্নধিয়ো যে হি বালপেলবচেতসঃ।
কৃত্রিমার্চ্চাময়ং তেষাং দেবার্চ্চনমুদাহৃতং। ৫।

ঈশ্বর কহিলেন;—কেবল পরমাত্মাই এই নিখিল সংসার ব্যাপিয়া আছেন; তিনিই পরমাকাশ ও প্রধান দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ।১। তাঁহার অর্চ্চনায় সকল প্রকার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে; (অন্য দেবতার অর্চ্চনাতে পরিচ্ছিন্ন ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু) ব্রহ্মোপাসনায় সকল প্রকার কামনা সিদ্ধি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। ২। ব্রহ্মের আরাধনায় যে সুখ লাভ হইয়া থাকে, তাহা অকৃত্রিম, আদ্যন্তবিরহিত, অদ্বিতীয় ও অখণ্ডিত; উহা অন্তরের সাধনা দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে। ।৩। হে মুনিপুঙ্গব! তুমি তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ে সুপণ্ডিত, সেই কারণে তোমাকে এই প্রকার অর্চ্চনার কথা বলিলাম; (জানিও) (এরূপ) দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইলে, উৎকৃষ্ট পুষ্প সংগ্রহ, বা সুগন্ধ ধূপাদি সঞ্চয়ের প্রয়োজন নাই। ৪। যাহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত নহে,—অর্থাৎ বালকদিগের বুদ্ধির ন্যায় যাহাদের মতি কোমল, তাহারাই দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, সেই কৃত্রিম দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ৫। শান্তি এবং প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে

শমবোধাদ্যভাবে হি পুষ্পাদ্যৈরর্চ্চয়ন্তি যে।
মিথ্যৈব কল্পিতৈরেবমাকারে কল্পিতাত্মকে। ৬।
স্বসংকল্পকৃতৈঃ কৃত্বা ক্রমৈরর্চ্চনমাদৃতাঃ।
বালাঃ সন্তোষমায়ান্তি পুষ্পধূপলবার্চ্চনৈঃ। ৭।
যস্মাদ্ভবাদৃশাং যোগ্যমর্চ্চনং তদ্বদাম্যহং। ৮।
অস্মদাদিস্ত্বসৌ কশ্চিদ্দেবো মতিমতাং বর।
দেবস্ত্রিভুবনাধারঃ পরমাত্মৈব নেতরৎ। ৯।
শিবঃ সর্ব্বপদাতীতঃ সর্ব্বসংকল্পনাতিগঃ।
সর্ব্বসংকল্পবলিতো ন সর্ব্বো ন চ সর্ব্বকঃ। ১০
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নঃ সর্ব্বারম্ভপ্রকাশকৃৎ।
চিন্মাত্রমূর্ত্তিরমলো দেব ইত্যুচ্যতে মুনে। ১১।

যাহারা পুষ্পাদি দ্বারা দেবার্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহারা সত্য দেবের কল্পিত আকার অবধারণ করিয়া ভ্রম-বুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া থাকে। ৬। আপনার বাসনানুযায়ি পুষ্প ও ধূপাদি সংগ্রহ করিয়া, পর্য্যায়ক্রমে উপাসনা দ্বারা বালকেরা সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭। তোমাদের ন্যায় পণ্ডিতদিগের পক্ষে যে অর্চ্চনা প্রশস্ত, আমি তাহা তোমার নিকটে বলিতেছি। ৮। হে বুদ্ধিজীবিপ্রধান মুনিবর! যাহা হইতে আমাদের উৎপত্তি হইয়াছে, ত্রিভুবনাধার সেই পরমাত্মাকেই আমরা অর্চ্চনা করিয়া থাকি, অন্য কাহারও অর্চ্চনা করি না। ৯। তিনি রুদ্রাদি দেবতাদিগের অতীত, সকল প্রকার সংকল্পবর্জ্জিত, সকল প্রকার বিষয়-ভোগ-বেষ্টিত; তাঁহাতে সকল প্রকার ভোগ বিরাজিত নাই, কিম্বা তিনি সকলের সাধনার সামগ্রী নহেন, এরূপ নন। ১০। হে মুনে! যে চিন্ময়, অমল ব্রহ্মমূর্ত্তি, দিক্-কালাদির অবচ্ছেদ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বারম্ভে প্রকাশিত আছেন, তিনিই দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ১১। যেরূপ লতাভ্যন্তরে রস প্রবাহিত থাকে,

স্থিতং সর্ব্বত্র সর্ব্বস্তু লতাস্বন্তর্যথা রসঃ।
সত্তাসামান্যরূপেণ মহাসত্তাত্মনাপি চ। ১২।
যচ্চিত্তত্ত্বমরুন্ধত্যা যচ্চিত্তত্ত্বং তবানঘ।
যচ্চিত্তত্ত্বঞ্চ পার্ব্বত্যা যচ্চিত্তত্ত্বং গণেষু চ। ১৩।
চিত্তত্ত্বং যন্মমেদঞ্চ চিত্তত্ত্বং যজ্জগত্রয়ে।
তদ্দেব ইতি তত্ত্বজ্ঞা বিদুরুত্তমবুদ্ধয়ঃ। ১৪।
চিন্মাত্রমেব সংসারসারঃ সকলসারতাং।
গতঃ স দেবঃ সর্ব্বোঽহহং তস্মাৎ সর্ব্বমবাপ্যতে। ১৫।
ন স দূরে স্থিতো ব্রহ্মন্ ন দুষ্প্রাপঃ স কস্যচিৎ।
সংস্থিতঃ স সদা দেহে সর্ব্বত্রৈব চ খে তথা। ১৬।
স করোতি স চাশ্নাতি স বিভর্ত্তি প্রয়াতি চ।
স নিঃশ্বসিতি সংবেত্তা সোঽঙ্গান্যঙ্গানি বেত্তি চ। ১৭।

সেইরূপ সেই মহাসত্ত ব্রহ্ম, সামান্য সত্তার ন্যায় সকল পদার্থ-মধ্যে ব্যাপ্ত আছেন। ১২। হে অনঘ! অরুন্ধতীর যে চিত্তত্ব, তোমার যে চিত্তত্ত্ব, পার্ব্বতীর যে চিত্তত্ব, প্রমথাদিগণের যে চিত্তত্ব,। ১৩। আমার যে চিত্তত্ত্ব, এবং ত্রিজগতের লোকের যে চিত্তত্ব, উত্তম-বুদ্ধি-সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানীরা, তাহা-কেই দেবতা বলিয়া জানিয়া থাকেন। ১৪। চিন্ময় পদার্থ সকল পদার্থের সার, এবং তাহাতে সকল সারবত্তা বর্ত্তমান আছে; আমিই সেই সর্ব্বদেবা-ত্মক ব্রহ্ম, সুতরাং আমা হইতে সকল ফল লাভ হইয়া থাকে। ১৫। তিনি (সেই ব্রহ্ম) দূরপ্রদেশে অবস্থিতি করেন না, এবং কাহারও দুর্লভ নহেন; তিনি জীব-দেহে, আকাশে এবং সর্ব্বত্রে অবস্থিতি করেন। ১৬। তিনি সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, সকল বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন, সকল সংসার ধারণ করিয়া থাকেন, সকল দিকে গমন করিয়া থাকেন, সকল সময়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকেন; তিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই অবগত আছেন।১৭। তাঁহার

শরীরাবসথায়াঞ্চ চলায়াং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
সোঽস্যাং গহনকোশায়াং হৃদ্গুহায়াং গুহেশ্বরঃ। ১৮।
স এষ চিন্ময়ঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ।
ইদং ভাস্বরমাভাসং করোতি স্বেচ্ছয়া সদা। ১৯।
সা চিদত্যন্তবিমলা জগদর্থং জগৎক্রিয়াং।
ইমাং রঞ্জয়তি প্রাজ্জরসেনেব মধুর্লতাং। ২০।
নিরিচ্ছ স্বস্বভাবেন বসন্তেন যথাঙ্কুরঃ।
তন্যতে তদ্বদেবেয়ং জগল্লক্ষ্মীশ্চিদাত্মনা। ২১।
সসুরাসুরগন্ধর্ব্বং সশৈলার্ণবকং জগৎ।
চিতিস্থিতং প্রবহতি জলাবর্ত্তে জলং যথা। ২২।
বন্ধচিত্তময়াচারচারুচঞ্চুরচক্রিকং।
সংসারচক্রং চিচ্চক্রে ভ্রাম্যতি ভ্রমভাজনং। ২৩।

প্রসাদে শরীররূপ মহাগৃহ চালিত হইয়া থাকে; তিনি আনন্দময় কোশ ও হৃদয় বুদ্ধিরূপ গুহার ঈশ্বর হইয়া অবস্থিতি করেন। ১৮। চিন্ময়, সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী সেই নিরঞ্জন, সতত স্বকীয় ইচ্ছানুসারে (গুণাশ্রয় করিয়া) দীপ্তিময় প্রতিবিম্বস্বরূপ জগতের সৃষ্টি বিধান করিয়া থাকেন। ১৯। অতিশয় নির্ম্মল সেই ব্রহ্মশক্তি, বসন্তকাল যেরূপ মধুর রসসংযোগে লতাদিগকে রঞ্জিত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় জগতের (উপকারের) জন্য জগৎক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকে। ২০। বসন্ত যেরূপ বৃক্ষাঙ্কুরকে শোভিত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় ইচ্ছাবর্জ্জিত স্বভাব, চিদাত্মা ব্রহ্ম হইতে এই সংসার-সৌন্দর্য্য সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ২১। জল যেরূপ জলের আবর্ত্তে স্থিতি করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব ও শৈলসমুদ্রসহিত এই বিশ্বসংসার ব্রহ্মপদার্থে অবস্থিত রহিয়াছে। ২২। ব্রহ্মশক্তিচক্রে এই সংসারচক্র নিয়তই ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে; বন্ধনযুক্ত (জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি) আচার দ্বারা এই সংসার-চক্র নিরত চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়া থাকে। ২৩। বর্ষাকাল যেরূপ বজ্-

চিচ্চতুর্ভুজরূপেণ জঘানাসুরমণ্ডলং।
কালোজ্জলদদণ্ডেন সায়ুধেন যথাতপং। ২৪।
চিত্ত্রিনেত্রতয়া ব্রহ্মন্ বৃষশীতাংশুচিহ্নয়া।
গৌরীকমলিনীবক্তৃ পদ্মষট্‌পদতাং গতা। ২৫।
বিষ্ণোঃ পদ্মালিতামেত্য চিদ্ধ্যানাধীনমানসা।
ত্রয়ী নলিন্যাঃ সরসিং ধত্তে পৈতামহীং স্থিতিং। ২৬।
চিতোব্রহ্মন্ বিচিত্রাণি শরীরাণীহ ভূরিশঃ।
পত্রাণীব তরোহেম্নি কেয়ূরাদিক্রিয়েব চ। ২৭।
চিৎসমস্তসুরানীকপরিবন্দিতপাদয়া।
ত্রৈলোক্যচূড়ামণিতাং ধত্তে বাসবলীলয়া। ২৮।
চিচ্চন্দ্রিকা চতুর্দ্দিক্ষু অবভাসং বিতন্বতী।
বিকাশয়তি নিঃশেষভূতসত্তাকুমুদ্বতীং। ২৯।

সহিত জলদদণ্ড ধারণ দ্বারা আতপ-প্রতাপ সংহার করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিৎ, চতুর্ভুজরূপ ধারণ করিয়া, অসুরমণ্ডলকে ক্ষয় করিয়া থাকেন। ২৪। হে ব্রহ্মন্! সেই চিৎ, বৃষ এবং শীতাংশু-চিহ্ন-শোভি ত্রিনেত্র ধারণ করিয়া যেরূপ পদ্মোদরে ষট্‌পদ উপবিষ্ট থাকে, তাহার ন্যায় গৌরীরূপ কমলিনী-মুখ-কমলের আশ্রয় গ্রহণ করে। ২৫। সেই চিৎ, ধ্যানপরায়ণ হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অলিস্বরূপত্বের ন্যায় ত্রয়ী—অর্থাৎ বেদ স্বরূপ নলিনীদিগকে মহাসরোবরে অবস্থাপিত করিয়াই যেন পিতামহ—অর্থাৎ ব্রহ্মার স্থিতি সাধন করিয়া থাকে। ২৬। হে ব্রহ্মন্! যেরূপ বৃক্ষ হইতে বিচিত্র পত্রাদির জন্ম হইয়া থাকে, যেরূপ সুবর্ণ হইতে কেয়ূরাদি অলঙ্কারের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই চিৎ হইতে বিচিত্র অনন্ত শরীরাদি সমুত্থিত হইয়া থাকে। ২৭। যেরূপ দেবসৈন্য সকল দেবেন্দ্রের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার নিকটে প্রণত থাকে, তাহার ন্যায় সেই চিৎ, বাসবলীলা-ব্যপদেশে ত্রৈলোক্যের বন্দনীয় হইয়া থাকে। ২৮। চিৎস্বরূপা চন্দ্রিকা, চতুর্দ্দিকে আপনার নির্ম্মল দীপ্তি বিস্তার করিয়া, নিঃশেষরূপে জীবস্বরূপ কুমুদ্বতীকে বিকাশিত করিয়া থাকে। ২৯। গর্ভবতী নারী যেরূপ আপনার গর্ভকে রক্ষা

চিদ্দর্পণমহালক্ষ্মীস্ত্রিজগৎপ্রতিবিম্বিতং।
গৃহ্লাত্যনুগ্রহেণান্তঃ স্বগর্ভমিব গর্ভিণী। ৩০।
চিচ্চতুর্দ্দশভূতানাং মণ্ডলানি মহান্তি চ।
ভূতীকরোতি বারিশ্রীঃ সমুদ্রস্বমিবাম্বুধিঃ। ৩১।
বিচিত্রালোককুসুমা ঘনসংকল্পপল্লবা।
ব্যোমকেদারিকারূঢ়া সত্তৌঘফলশালিনী। ৩২।
জীবজালরজঃপুঞ্জবাসনারসরঞ্জিতা।
সংবেদনত্বগ্বলিতা চিত্তেহাকলিকাকুলা। ৩৩।
অতীতাসংখ্যত্রিজগৎকেশরোজ্জ্বলরূপিণী।
অনারতস্পন্দমহাবিলাসোল্লাসহাসিনী। ৩৪।
সর্ব্বর্তুপর্ব্বপরুষা জড়শৈলাদিগুল্মকা।
বিগ্রহগ্রন্থিবলিতা মূলাগ্রপরিবর্ত্তিতা। ৩৫।

করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিৎস্বরূপ দর্পণ-লক্ষ্মী, প্রতিবিম্বভাবে প্রকাশিত এই ত্রিজগৎকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্তরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৩০। রসশক্তি যেরূপ জলরূপ ধারণ করিয়া, সমুদ্রের নিজস্বরূপত্বকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই চিৎ, চতুর্দ্দশ ভুবনবাসিদিগের স্থিতি সম্পাদন করিয়া থাকে। ৩১। এই চিৎস্বরূপিণী লতা, ব্যোম—অর্থাৎ মায়াকাশস্বরূপ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হয়, সর্ব্ব পদার্থের স্থিতিরূপ ফলদ্বারা শোভিত হইয়া থাকে; বিচিত্র আলোকই ইহার কুসুমের কার্য্য করে, এবং নিরন্তর সংকল্প-সকলই পল্লবরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।৩২। জীবসমূহের বাসনারস দ্বারা উহা নিরন্তর রঞ্জিত হয়,সবিকল্প জ্ঞানই ত্বকরূপে ইহাকে আবেষ্টন করিয়া থাকে; চিত্তবৃত্তি সকল পুষ্পকলিকাস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩৩। অতীত অসংখ্য জগৎ ইহার পুষ্পকেশররূপে উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে; ইহা নিরন্তর স্পন্দন দ্বারা অতিশয় বিলাস নিবন্ধন উল্লাসে হাস্য করিয়া থাকে। ৩৪। ঋতুসমূহ এই লতার কঠিন পর্ব্বরূপে প্রকাশিত; জড়পদার্থ সকল এবং শৈলাদি ইহার মূল; চতুর্ব্বিধ শরীররূপী গ্রন্থি দ্বারা ইহা সুশোভিত; ইহা মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি-প্রতান দ্বারা পরিবেষ্টিত। ৩৫। চিৎস্বরূপিণী লতা, বিচিত্র-

চিল্লতেয়ং বিকসিতা বিচিত্ররূপধারিণী।
বিচিত্রং দৃশ্যকুসুমং পরামর্শসহং বহু।
অনয়েহ হি সর্ব্বত্র চ্ছায়াচ্ছমিব জন্যতে। ৩৬।
মহাচিতানয়া নিত্যং ভাসন্তে ভাস্করাদয়ঃ। ৩৭।
চিৎ সর্ব্বং জগদারম্ভমিমং প্রকটয়ত্যলং।
ত্রৈলোক্যদীপকশিখা দীপো বর্ণাশ্রয়ং যথা। ৩৮।
চিচ্চন্দ্রবিম্বে বিমলে শশবৎ প্রাপ্য সংগমং।
সর্ব্বত্র লক্ষ্যতামেতি পদার্থশ্রীর্জগদ্গতা। ৩৯।
চিদ্রসায়নসেকেন পদার্থপটলাবলী।
রূপমেতি ফলঞ্চৈব প্রাবৃট্‌সিক্তেব সল্লতা। ৪০।
চিচ্ছায়য়ৈব সর্ব্বস্য জাড্যং সম্যক্‌ উদেতি চ।
সর্ব্বস্যাস্য শরীরস্য গৃহস্যেব তমস্ত্বিহ। ৪১।

রূপ ধারণ করিয়া বিকসিত হইয়া থাকে; এই লতা নিরন্তর স্পর্শসহ বিচিত্র দৃশ্যকুসুম সকল প্রসব করিয়া থাকে; ঐ সকল পুষ্প, চন্দ্রাদির কান্তির ন্যায় দেখিতে রমণীয়। ৩৬। এই মহতী চিৎশক্তি দ্বারা ভাস্করাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল নিরত সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ৩৭। দীপ যেরূপ প্রজ্বলিত হইলে উহা বর্ণাশ্রয় করিয়া থাকে,—অর্থাৎ দীপের দীপ্তিতে যেরূপ বর্ণ-সঞ্চার, সেই প্রকার ত্রৈলোক্য-প্রকাশের দীপশিখা সদৃশ এই চিৎ হইতে সমস্ত সংসার প্রকটিত হইয়া থাকে। ৩৮। যেরূপ বিমল চন্দ্রবিম্বে শশলাঞ্ছন সম্মিলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পদার্থসমূহের সৌন্দর্য্য, জগতে প্রতিফলিত হইয়া উহা সর্ব্বত্র লক্ষ্যের বিষয় হইয়া থাকে। ৩৯। যেরূপ বর্ষাসলিলে সুন্দর লতা-সমূহ সিক্ত হইয়া ফল প্রসব করে, সেইরূপ চিৎস্বরূপ অমৃতসেক দ্বারা নিখিল পদার্থের রূপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। ৪০। যেরূপ গৃহ সম্যক্ আবদ্ধ থাকিলে, বহিঃস্থ সূর্য্যকিরণ প্রভৃতি তেজঃপদার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ ও তদন্তর্গত তমো-বিনাশ করিতে পারে না, সেইরূপ সেই চিতের ছায়া দ্বারা সকল জীবের

চিচ্চমৎকৃতয়ো দেহে ন ভবেয়ুরিমা যদি।
ত্রৈলোক্যদেহাস্ত্যক্তেতে ন স্পৃশেয়ুঃ কিলাকৃতিং। ৪২।
চিদাকাশপ্রকাশেঽস্মিন্ সংকল্পশিশুধারিণী।
ক্রিয়াকুলবধূর্দেহগৃহে স্ফুরতি চঞ্চলা। ৪৩।
বর্দ্ধতে বিলুঠত্যত্তি চিচ্চরাচরকারিণী।
চিদেবাস্তীতরন্নাস্তি চিন্মাত্রমিদমুত্থিতং। ৪৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্তবাংস্তদা ত্র্যক্ষঃ সুধাংশুঃ স্বচ্ছয়া গিরা।
পুনঃ পৃষ্টো ময়া রাম সুধাংশুস্বচ্ছয়া গিরা। ৪৫।

অন্তর্গত জড়ভাব দূরীভূত হয় না। ৪১। যদি দেহে চিতের এই চমৎকারিত্ব প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে ত্রৈলোক্যান্তর্গত সাকার পদার্থ সকল চিতের ছায়ার অভাবে আকার মাত্র ধারণ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। ৪২। চিৎ, দেহরূপ গৃহে কুলবধূর ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে; তদীয় ক্রোড়দেশে সংকল্প সকল শিশুর ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে; শাস্ত্র-বিহিত এবং শাস্ত্র-নিষিদ্ধ-বিষয়িণী প্রবৃত্তিই উহার দেহাবয়ব; ঐ বধূ চঞ্চলভাবে গৃহকার্য্য করিয়া থাকে। ৪৩। এই চিৎ, চরাচরের সৃষ্টি করিয়া থাকে, ইহা নিত্যকাল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, নিত্যই লুণ্ঠন করে, এবং নিত্যকালই জগৎকে ভক্ষণ করিয়া থাকে; সংসারে কেবল এক চিৎই বিদ্যমান আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য পদার্থের বিদ্যমানতা নাই; চিৎ হইতে এই জগতের উদয় হইয়া থাকে। ৪৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! সুধার ন্যায় দিব্য-কান্তিধারী ত্রিলোচন আমাকে বিমল বাক্য দ্বারা এই কথা বলিলে, আমি চন্দ্রকিরণের ন্যায় নির্ম্মল বাক্প্রয়োগে তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম। ৪৫। হে দেব! (আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,) যদি কেবল এক

যদি সর্ব্বগতা দেব চিদন্ত্যেকা তদাত্মকঃ।
তদয়ং চাবনিস্ফারময়ান্ধেব ন চেততি। ৪৬।
অয়ং চিত্বান্ পুরা ভূত্বা চিদ্ধীনঃ সম্প্রতি স্থিতঃ।
ইতীয়ং কল্পনালোকে প্রত্যক্ষানুভবা কথং। ৪৭।

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণ্বেতদখিলং ব্রহ্মন্ যদাপৃষ্টং বদামি তে।
মহানয়ং ত্বয়া প্রশ্নঃ কৃতো ব্রহ্মবিদাম্বর। ৪৮।
চিদস্তি হি শরীরেহ সর্ব্বভুতময়াত্মিকা।
চলোন্মুখাত্মিকৈকা তু নির্ব্বিকল্পাপরা স্মৃতা। ৪৯।

চিৎই একাত্মারূপে সকল পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে,—অর্থাৎ যদি চিতের সাহায্যে সকলের চৈতন্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে অন্ধ ব্যক্তির যেরূপ দর্শন-জ্ঞান ঘটে না, তাহার ন্যায় (দেহের নিদ্রা, মূর্চ্ছা ও নিরন্তর মরণাদি বিকারজ্ঞান) ঘটে না কেন?—অর্থাৎ দেহের এ সকল জানিতে না পারিবার কারণ কি? । ৪৬। এই দেহ, পূর্ব্ব জন্মদশাতে চেতনাবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে চৈতন্যহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, লোকে প্রত্যক্ষানুভবের ন্যায় এরূপ কল্পনা করিয়া থাকে কেন?। ৪৭।

ঈশ্বর কহিলেন;—হে ব্রহ্মবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য মুনে! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার সমস্ত তত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর; তুমি আমার প্রতি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা (অতি) দুরূহ বিষয়। ৪৮। চিৎ, সংসারে জীবশরীরে বিরাজিত আছে; তন্মধ্যে ইহার এক অংশ সর্ব্বভূতে আবির্ভূত হইয়া (ব্যষ্টি সমষ্টি বুদ্ধিতে স্বকীয়) আসক্ত-স্বভাব প্রকাশ করে, এবং অপরটি নির্ব্বিকল্পরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৪৯। যে চিৎ (আসক্ত-স্বভাব প্রকাশ করে, সে) সুশীলা রমণী যেরূপ স্বপ্নাবেশে বাসনাবিরোধি বরের সহিত সম্মিলিত হইয়া দুঃশীলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সংকল্প দ্বারা আত্মাকেই জীবাত্মা বলিয়া বিবেচনা করিয়া অপরের ন্যায় অবস্থিতি করে। ৫০। লোকে যেরূপ কোপাধীন হইলে ক্ষণকালের মধ্যে অন্য

সংকল্পবুদ্ধা সৈবান্তঃ স্বয়মন্যেব সংস্থিতা।
সংকল্পিতেতরবরা দৌঃশীল্যং স্ত্রী যথা গতা। ৫০।
স এব হি পুমান্ কোপাৎ যথেহান্য ইব ক্ষণাৎ।
ভবত্যেবং বিকল্পাং কাচিৎ স্বরূপান্যতাং গতা। ৫১।
বিকল্পকল্পিতা ব্রহ্মন্ চিৎস্বরূপপরিচ্যুতা।
জাড্যং ক্রমাদ্ভাবয়ন্তী প্রয়াতি কলনাপদং। ৫২।
চিৎ স্বয়ং চেত্যতামেতি সাকাশপরমাণুতাং।
শব্দবীজাত্মিকাং পশ্চাদ্বাততন্মাত্রগামিনী। ৫৩।
দেশকালবিভাগান্তা তন্মাত্রবলিতা ক্রমাৎ।
জীবো ভূত্বা ভবত্যাশু বুদ্ধিঃ পশ্চাদহং মনঃ। ৫৪।
মনশ্চিৎ সমুপায়াতা সংসারমবলম্বতে।
চণ্ডালোঽস্মীতি মননাচ্চণ্ডালত্বমিব দ্বিজঃ। ৫৫।

—অর্থাৎ রাক্ষসসদৃশ ক্রূর হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই চিৎ, আপনার স্বরূপত্ব পরিত্যাগ করিয়া, বিকল্প ভাব ধারণ করিয়া থাকে। ৫১। হে ব্রহ্মন্! চিৎ, এই প্রকারে আপনার স্বরূপত্ব হইতে পরিচ্যুত ও বিকল্প-কল্পিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে জড়-ভাব চিন্তা করিয়া থাকে এবং অবশেষে সবিকল্প বুদ্ধির আস্পদ হইয়া থাকে। ৫২। এই চিৎ, আকাশ সহিত (এই যে সকল) সূক্ষ্ম পরমাণু (দেখিতেছ, উহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির) ভোগ্য, বীজস্বরূপ চেত্যতা—অর্থাৎ মায়াসংযুক্ত চিদ্বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পশ্চাৎ প্রাণসমষ্টির অনুগমন করে। ৫৩। (তদনন্তর) পঞ্চ তন্মাত্র মিলিত হইয়া, সপ্তদ্বীপ ও চতুর্দ্দশ লোকাত্মক দেশ, এবং নিমেষাদি দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত কাল-ভাগে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; পরে জীবরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বুদ্ধি,অহঙ্কার ও মনরূপে যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। ৫৪। যেরূপ ব্রাহ্মণ, "চণ্ডাল হইলাম" এই প্রকার মনন-নিবন্ধন চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিৎ, মনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া সংসারের অনুসরণ করে। ৫৫।

সংকল্পিতা প্রবোধেন জাড্যাবিশ্বপ্রবোধিনী।
শবলং রূপমাসাদ্য সংকল্পাৎ যাত্যনারতং। ৫৬।
অনন্তসংকল্পময়ী জাড্যসংকল্পপীবরা।
চিজ্জাড্যাম্মোহমায়াতি পয়ঃ পাষাণতামিব। ৫৭।
ততশ্চিত্তং মনো মোহো মায়েতি বিহিতাভিধা।
জাড্যং নিপুণমাশ্রিত্য সংসারে জায়তে মুনে। ৫৮।
মোহমাদ্যমুপায়াতা তৃষ্ণানিগড়পীড়িতা।
কামক্রোধভয়োপেতা ভাবাভাবাতিপাতিনী। ৫৯।
ত্যক্তানন্তনিজাভোগা ব্যবচ্ছেদবিকারিণী।
দুঃখদাবানলাতপ্তা শোকাশিবকৃশাশয়া। ৬০।
ইয়মস্মীতিভাবেন শূন্যেন বিকলীকৃতা।
দেহমাত্রগৃহীতাস্থা পরং দৈন্যমুপাগতা। ৬১।

সংকল্পময়ী চিৎ, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত বিবিধ রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, জড়তা দ্বারা সকল তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া, বারংবার সংকল্পের অনুসরণ করিয়া থাকে। ৫৬। জল যেরূপ করকাতে পরিণত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিৎ, নানাপ্রকার স্থূল বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া,জড়বুদ্ধিপ্রযুক্ত মোহ—অর্থাৎ জীবতা ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৭। হে মুনে! তদনন্তর চিত্ত, মন, মোহ ও প্রকৃত-নাম্নী মায়া; ইহারা জড়তাকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া সংসারে সমুদিত হইয়া থাকে।৫৮। এই চিৎ, সকলের আদিভূত মোহের অধীন হইয়া থাকে; পরে তৃষ্ণারূপ নিগড়াবদ্ধ হইয়া পীড়িত, এবং কাম, ক্রোধ ও ভয়ের হস্তে নিপতিত হইয়া, ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্যে পাতিত করিয়া থাকে।৫৯। (ক্রমে) স্বকীয় অনন্ত ভোগ-বাসনাকে দূরীভূত করে, এবং (স্ত্রীপুত্রাদি) বিয়োগে অভিভূত, দুঃখ-দাবানল-দগ্ধ, ও শোক এবং অমঙ্গলে কাতর হইয়া থাকে। ৬০। "এই আমি দুঃখমোহাদি স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করিতেছি," এই প্রকার বৃথা-ভ্রমে আক্রান্ত হইয়া, কাতর হইয়া থাকে, এবং দেহের প্রতি আস্থা সংস্থাপন করিয়া, অতিশয় দৈন্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬১। সেরূপ

মগ্না মোহমহাপঙ্কে জীর্ণেব বনদন্তিনী।
ভাবাভাবলতাদোলাপরিলোলশরীরকা। ৬২।
অসারাপারসংসারবিকারব্যবহারিণী।
তাপোপতপ্তহৃদয়া রাগতেজোঽনুরঞ্জিতা। ৬৩।
নিজযূথপরিভ্রষ্টা মৃগীবাবশতাং গতা।
আবির্ভাবোদিতাকারা তিরোভাবেঽস্তমাগতা। ৬৪।
স্বসংকল্পোপযাতাধীরা সম্ভ্রমদৃষ্টিষু।
পলায়তে বাপ্যন্যাসু বেতালেষ্বিব বালিকা। ৬৫।
উষ্ট্রীব মধুরং বিন্দুং বাঞ্ছতে ভাবিতং সুখং।
অবান্তরপরিভ্রষ্টা দোষাদ্দোষং পতত্যধঃ। ৬৬।
পরং বৈষম্যমায়াতি সঙ্কটাৎ সঙ্কটং গতা।
দুঃখাদ্দুঃখং নিপতিতা বিপদাৎ বিপদি স্থিতা। ৬৭।

বর্ষীয়সী বনহস্তিনী অজ্ঞানতা প্রযুক্ত পঙ্কমগ্ন হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ভাবাভাবরূপ লতার স্পন্দনে লোলাঙ্গী সেই চিৎ মোহরূপ মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ৬২। এই চিৎ, সংসারতাপে তাপিত এবং তেজ ও ক্রোধ দ্বারা রঞ্জিত হইয়া, সারত্ববিহীন অপার সংসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। । ৬৩। মৃগী যেরূপ যূথভ্রষ্ট হইলে অবশ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিৎ, (বিভবসমাগমে) আবির্ভূত এবং তদভাবে অদৃশ্য হইয়া থাকে। ৬৪। যেরূপ মুগ্ধস্বভাবা বালিকা বেতালভয়ে অন্যত্র পলায়ন করে, সেইরূপ চিৎ, সংকল্পের অনুবর্ত্তী হইলে, শঙ্কিত ও সম্ভ্রম দর্শনে অধীর হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে। । ৬৫। উষ্ট্রী যেরূপ কণ্টক ও নিম্বপত্রাদি চর্ব্বণ করিয়া,ইচ্ছাক্রমে সুখকর মধুর রসবিন্দু কামনা করে—অর্থাৎ বহুতর দুঃখমগ্ন হইয়াও সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার ন্যায় চিৎ, অবান্তর,—অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, অধিকতর দোষে লিপ্ত হইয়া থাকে। ৬৬। (ক্রমে) সঙ্কট হইতে অধিকতর সঙ্কটে নিপতিত হইয়া, অতিশয় বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং (বর্ত্তমানে) যে দুঃখ-ভোগ ও যে বিপদে পতিত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর

নানানর্থগণোপেতা চেষ্টাপরবশাশয়া।
কষ্টাৎ কষ্টমনুপ্রাপ্তা পরিতাপানুতাপিনী। ৬৮।
ক্রমাদাবদ্ধবৈদগ্ধ্যাদ্বৈদগ্ধ্যাঙ্গমুপাগতা।
বিচিত্রবন্ধনির্ম্মাণপরাক্রমপদং গতা। ৬৯।
সর্ব্বতঃ শঙ্কতে ভীতা প্রাণাত্যয়মুপাগতা।
ক্ষীণতোয়েব শফরী বিবর্ত্তনপরায়ণা। ৭০।
বাল্যে বিবশসর্ব্বার্থা যৌবনে চিন্তয়াবৃতা।
বার্দ্ধকেঽপ্যতিদুঃখার্ত্তা মৃতা কর্ম্মবশীকৃতা। ৭১।
জায়তে স্বর্গনগরে নাগী পাতালকোটরে।
আসুরী দৈত্যবিবরে নরস্ত্রী বসুধাতলে। ৭২।

দুঃখ ও বিপদে অবস্থিতি করে। ৬৭। ক্রমে নানা প্রকার চেষ্টার অধীন ও নানা অনর্থ-পরিপূর্ণ হইয়া, অধিকতর কষ্ট—অর্থাৎ নিরয়-ক্লেশ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকে, এবং অবশেষে পরিতাপ ও অনুতাপে কাল কাটাইয়া থাকে। ।৬৮। ক্রমে মনুষ্যদেহ লাভানন্তর বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকার কৌশলে আবদ্ধ, এবং যৌবনে কাব্যনাটকাদির অনুশীলনে আসক্ত হইয়া, আপনার বন্ধনের উপায়ীভূত ধনগৃহাদি-নির্ম্মাণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে;—অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করে না। ৬৯। স্বল্পসলিলস্থায়ী শফরী যেরূপ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সকল প্রকারে শঙ্কিত হইয়া, অবশেষে প্রাণ পরিত্যাগ করে। ৭০। (বিবেচনা করিয়া দেখ, এই চিৎ যখন মনুষ্যদেহ লাভ করে, তখন) বাল্যকালে নিজের ভোগাদি সকলই পরায়ত্ত, যৌবনকালে বিষয়াদি নানা প্রকার চিন্তায় অভিভূত, বৃদ্ধাবস্থায় বিবিধ দুঃখভারে আক্রান্ত হইয়া, স্বকীয় কর্ম্মানুসারে মৃত হইয়া থাকে। ৭১। (তদনন্তর, কর্ম্মানুগত হইয়া) দেবকন্যারূপে স্বর্গে, নাগীরূপে পাতালকোটরে, অসুরনারীরূপে দৈত্যবিবরে, এবং নারীরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ৭২। (এইরূপে) রাক্ষস-বাসভূমিতে

রাক্ষসী রাক্ষসাধারে বানরী বনকোটরে।
সিংহী গিরীন্দ্রশিখরে কিন্নরী কুলপর্ব্বতে। ৭৩।
বিদ্যাধরী দেবগিরৌ ব্যালী চ বনগর্ত্তকে।
লতাতরৌ খগী নীড়ে বীরুৎসানৌ বনে মৃগী। ৭৪।
শেতে নারায়ণোঽম্ভোধৌ ধ্যানী ব্রহ্মপুরেঽব্জজঃ।
কান্তাগতঃ হরঃ শৈলে স্বর্গে সুরবরো হরিঃ। ৭৫।
দিনং করোতি তীক্ষ্ণাংশুর্বর্ষত্যম্বুধরো জলং।
করোতি শ্বসনং সম্বিৎ সপর্ব্বতমহোদধিং। ৭৬।
ঋতুচক্রং প্রবহতি সহসা কালমণ্ডলং।
দিনরাত্রিতয়োপৈতি তেজস্তিমিরতাং ক্রমাৎ। ৭৭।
ক্বচিদ্বীজরসোল্লাসাৎ ক্বচিৎ পাষাণমৌনিনী।
ক্বচিন্নদী রসবতী ক্বচিৎ কুমুদবিস্তৃতিঃ। ৭৮।

রাক্ষসী, বনকোটরে বানরী, গিরিশিখরে সিংহী, এবং কুলপর্ব্বতে কিন্নরী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৭৩। দেবগিরিতে বিদ্যাধরী, বনগহ্বরে ব্যালী, লতা, তরু, এবং গুল্মাদি-আবাসে খগী, এবং বনপ্রদেশে মৃগী অবস্থিতি করে। ।৭৪। (অন্যের কথা কি বলিব, কর্ম্মানুগত হইয়া) নারায়ণও সমুদ্র-শয়ন করিয়া থাকেন; অব্জযোনি ব্রহ্মাও ব্রহ্মপুরে ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া থাকেন; গৌরীনাথ গৌরীর সহিত সম্মিলিত হইয়া কৈলাসবিহার করিয়া থাকেন; স্বর্গে সুর-সমূহ-সেবনীয় হরি অবস্থিতি করেন। ৭৫। দিনমণি দিবসে উদিত হইয়া থাকে, জলধর জলবর্ষণ করিয়া থাকে, এইরূপে চিৎ, পর্ব্বত ও মহাসমুদ্র প্রভৃতির শ্বাস-ক্রিয়া সমাধা করে। ৭৬। ঋতু সকল ও যুগমন্বন্তরাদি আবির্ভূত হইয়া থাকে; দিবা-সমাগমে ও নিশা-সমুদয়ে যথাক্রমে আলোক ও অন্ধকারের আবির্ভাব হয়। ৭৭। কোনও খানে বীজমধ্যে রসসঞ্চার হইয়া থাকে, কোনও খানে উহা পাষাণের ন্যায় মৌন—অর্থাৎ নিশ্চল হইয়া থাকে, কোনও খানে নদী রসবতী, কোথাও বা কুমুদ-বিস্তার প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৭৮।

ক্বচিৎ ফলাবলী পাকৈঃ ক্বচিৎ কাষ্ঠানলাদিভিঃ।
ক্বচিচ্ছৈত্যহিমদ্বারিঃ ক্বচিৎ স্বাদি ন কিঞ্চন। ৭৯
ক্বচিদুজ্জ্বলিতাকারা ক্বচিৎ কষ্টা শিলা ক্বচিৎ।
ক্বচিন্নীলাথ হরিতা ক্বচিদগ্নিঃ ক্বচিন্মহী। ৮০।
সর্ব্বাত্মত্বাৎ সর্ব্বগত্বা সর্ব্বশক্তিত্বযোগতঃ।
সর্ব্বত্বাদেবং রূপৈব খাদপ্যচ্ছৈব সা পরা। ৮১।
চিচ্চিনোতি যথাত্মানং যেন যত্র যদা যদা।
তত্তথানুভবত্যম্বুস্পান্দাদ্বীচ্যাদিতাং যথা। ৮২।
হংসী ক্রৌঞ্চী বকী কাকী সারসী তুরগী বৃকী।
বকী বলাকা হরিণী বানরী কিন্নরী শুনী। ৮৩।

কোনও স্থানে সূর্য্যাতপ-পাকে ফল সকল পক্ক হয়, কোথায় বা অনলাদি সংযোগে পক্ক হইয়া থাকে; কোনও স্থানের জল, হিমের ন্যায় শৈত্যভাবাপন্ন; কোথায় বা আস্বাদকর সলিল পাওয়া যায় না। ৭৯। কোথায় বা শিলাসকল উজ্জ্বলাকারে প্রকাশিত, কোনও স্থানে বা উহা দুর্লভ; কোনও স্থানের শিলা-সকল নীল, কোথাও বা হরিদ্বর্ণ; কোনও স্থানে অগ্নিতেজ প্রকাশিত, কোথায় বা কেবল মৃন্ময়রূপ আবির্ভূত। ৮০। সেই চিৎ, সকল শক্তিসংযোগে এবং সকল শরীরে আবির্ভূত ও সর্ব্বত্রগামী হওয়াতে জগতের এইরূপ বিবিধ রূপের সৃষ্টি হইয়াছে; (যাহা হউক,) পরমার্থভাবে গ্রহণ করিলে ঐ চিৎ, আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ। ৮১। যেরূপ অম্বুনিধি হইতে বীচি ফেন প্রভৃতির উৎপত্তি, সেইরূপ সেই চিৎ যে সময়ে যে যে ভাবে যেখানে আত্মাকে বিবর্ত্তিত করে, সেই সময়ে উহার সেই ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। ৮২। হংসী, ক্রৌঞ্চী, বকী, কাকী, সারসী, তুরগী, বৃকী, বলাকা, হরিণী, বানরী, কিন্নরী, কুক্কুরী,। ৮৩। জলের আবর্ত্তে পতিত হইলে তৃণের যে অবস্থা হইয়া

এতাস্বন্যাসু চান্যাসু পরিভ্রমতি যোনিষু।
বিবর্ত্তমানসংসারে জলাবর্ত্তে তৃণং যথা। ৮৪।
বিভেত্যথ স্বসংকল্পাৎ স্বশব্দাদিব গর্দ্দভী। ৮৫।
এষা সা কথিতা তুভ্যং জীবশক্তির্মহামুনে।
প্রাকৃতাচারবিবশা বরাকী পশুধর্ম্মিণী। ৮৬।
কর্ম্মাত্মেত্যভিধাং প্রাপ্তাশোচ্যস্য পরমাত্মনঃ।
অনন্তং দুঃখবহুলং স্বয়ং বিভ্রমমাশ্রিতা। ৮৭।
অসদেবানয়াক্রান্তং বিনাশি সহজং মলং।
তণ্ডুলেনেব কঞ্চুকমনন্যয়া ব্যবস্থিতং। ৮৮।
অনন্তবিভ্রমভ্রষ্টা দৌর্ভাগ্যপরিতাপিনী।
শোচন্তী প্রাপ্য জীবত্বং ভর্ত্তৃহীনেব নায়িকা। ৮৯।

থাকে, তাহার ন্যায় সেই চিৎ বিবর্ত্তমান এই সংসারে পূর্ব্বোক্ত রূপ এবং অন্য রূপ দেহ ধারণ করিয়া,ভ্রমণ করিয়া থাকে।৮৪। গর্দ্দভী যেরূপ আপন রব শ্রবণে আপনি শঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়, চিৎ, আপনার বাসনা দ্বারা ভীত হইয়া থাকে। ৮৫। হে মহামুনে! অসদাচার-নিবন্ধন যে প্রকার নিকৃষ্ট পশুধর্ম্মে জীবশক্তির গতি হইয়া থাকে,তাহা আমি তোমার নিকটে বলিলাম। ।৮৬। পরমাত্মা ব্রহ্ম, যখন কর্ম্মাত্মা নাম ধারণ করে,—অর্থাৎ কর্ম্মের অনুসরণ করে, তখনই শোকপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ;—অর্থাৎ ব্রহ্ম জীবরূপে কর্ম্মানুসরণ দ্বারা শোকাস্পদ হইয়া থাকে ; সুতরাং অনন্ত দুঃখ-বিধায়ক ভ্রমের হস্তে নিপতিত হয়। ৮৭। তণ্ডুল যেরূপ তদীয় আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে, তাহার ন্যায় বিনাশশীল স্বাভাবিক মনোমালিন্য, অবিদ্যাপ্রভাবে আক্রান্ত হইয়া অবস্থিতি করে। ৮৮। ভর্তৃহীন রমণী যেরূপ অনাথভাবে অবস্থিতি করিয়া শোক করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিৎ, অনন্ত ভ্রম দ্বারা ভ্রষ্ট, এবং দুর্ভাগ্য দ্বারা পরিতাপিত হইয়া, জীবত্ব লাভপূর্ব্বক শোকপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮৯।

জড়গতেরবলোকয় শক্তিতাং
নিজপদস্মরণেন বিনেহ চিৎ।
ব্রজতি কষ্টমধঃপতনায় যা
যদরঘট্টঘটীঘনপীঠবৎ। ৯০।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে শিবপূজোপাখ্যানে চেত্যো-
ন্মুখচিদ্বিচারো নাম ঊনপঞ্চাশৎ সর্গঃ। *। ৪৯। *।

(হে রামচন্দ্র!) অবিদ্যার কত দূর সামর্থ্য, তাহা (এক বার) অবলোকন কর; যদি নিজপদ ব্রহ্মকে স্মরণ করা না হয়, তাহা হইলে এই চিৎ, ঘটিকা যেরূপ অরঘট্ট অবলম্বন করিয়া তাহাতে অধঃপতিত হয়, তাহার ন্যায় সংসারে স্থিতি করিতে না পারিয়া অতিকষ্টে অধঃপতিত হইয়া থাকে। ৯০।

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

চিনোত্যলীকমেবৈবং সদুঃখাস্মীতি ভাবনাৎ।
চিৎস্বপ্নক্ষীবতামোহপতিতা সম্ভ্রমে যথা। ১।
অমৃতাপি মৃতাস্মীতি বিপর্য্যস্তমতির্বধূঃ।
যথা রোদিত্যনষ্টৈব নষ্টাস্মীতি তথৈব চিৎ। ২।
অকারণং বিপর্য্যস্তং মতিভ্রান্তমপি স্থিরং।
যথা জগৎ পশ্যতীদং তথাহংতা ভ্রমাচ্চিতি। ৩।
চিত্তং হি কারণং ত্বস্যাঃ সংসারানুভবে চিতেঃ।
ন চ তৎ কারণং কিঞ্চিৎ ত্বান্যত্বাত্যসংভবাৎ। ৪।
এবং হি কারণাভাবাৎ চেত্যস্যাসংভবাদিতি।
নাসৌ চিত্তং ততশ্চেত্যং যত্নতশ্চেত্যতে যয়া। ৫

ঈশ্বর কহিলেন ;—যেরূপ মদিরামদ নিবন্ধন লোকে স্বপ্নাবস্থাতে মোহে নিপতিতহয়, তাহার ন্যায় চিৎ, "আমি দুঃখে পতিত হইলাম" এই চিন্তা হেতু এই প্রকার (জীব ও জগৎ-সম্বন্ধীয়) অলীক বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ১। মুগ্ধ লোকে যেরূপ বুদ্ধিভ্রংশতা প্রযুক্ত মৃত না হইলেও আপনাকে মৃত বলিয়া অবধারণ করে, এবং মরিলাম বলিয়া রোদন করিয়া থাকে, বুদ্ধির বিপর্য্যস্ততা নিবন্ধন চিৎ পদার্থেরও সেই দশা ঘটিয়া থাকে। ২। বিপর্য্যস্ত বুদ্ধি ব্যক্তি, যেরূপ অকারণে ঘূর্ণ্যমান কুলাল চক্রাদিকে স্থিরজ্ঞানে দর্শন করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিৎ, ভ্রমপ্রযুক্ত এই জগৎ এবং তুমি আমি প্রভৃতি অনিত্য পদার্থকে দর্শন করিয়া থাকে। ৩। এই চিৎ যে সংসারানুভবে সমর্থ হয়, চিত্তই তাহার কারণ ; অত্যন্ত অসম্ভবত্ব হেতু অন্য কেহ উহার কারণ নহে। ৪। যে চিৎ, যত্নপূর্ব্বক চিত্তকে তদ্ধর্ম্মাবলম্বী করিয়া রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত চিত্ত ; কিন্তু চিত্তের অধীন চেত্যপদার্থ পবিত্র নহে ; এই প্রকার কারণের অভাব নিবন্ধন এবং চেত্য পদার্থের অসম্ভবত্ব প্রযুক্ত চিৎ, চিত্ত বলিয়া গণ্য হয় না। ৫। উপল খণ্ডে তৈল পতনের ন্যায় দৃশ্য,

ন দৃশ্যদর্শনদ্রষ্টৃরূপং তৈলমিবোপলে।
ন কর্ত্তৃকর্ম্মকরণং দৃশীন্দাবিব কৃষ্ণতা। ৬।
ন মাতৃমেয়মানানি নভসীব বনাঙ্কুরঃ।
ন চিচ্চেতনচেত্যাদি নন্দনে খদিরো যথা। ৭।
নানানানা নচাপ্যন্তরণাবিব সুমেরবঃ।
ন চ শব্দার্থশব্দশ্রীর্মহোষরলতা যথা। ৮।
নেতি নেতি নচৈবার্কমণ্ডলে রজনী যথা।
ন বস্তুতাবস্তুতে চ তুষারেষু যথোষ্ণতা। ৯।
কেবলং কেবলীভাব স্বচ্ছতৈবাবশিষ্যতে।
ন চিত্তাৎ কস্যচিদ্দোষাজ্জাতয়ৈতদবাপ্যতে। ১০।

দর্শন ও দ্রষ্টার ভিন্নতা নাই;—অর্থাৎ প্রস্তর খণ্ডে তৈল পতিত হইলে যেমন তৈল ও প্রস্তর ভিন্ন পদার্থ বলিয়া অনুভূত হয় না, সেইরূপ দৃশ্য, দর্শন ও দর্শন কর্ত্তার বৈষম্য নাই; যেরূপ দৃষ্টিতে তিমিরাপহারী চন্দ্রেরও তিমির বর্ণ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় (জানিতে পারিলে) কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণের ভিন্নতা নাই। ৬। আকাশে যেরূপ বনাঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে পারে না, সেইরূপ বুদ্ধি, বোদ্ধৃ, ও বোদ্ধব্য বিষয়ের ভিন্নতা অসম্ভব; যেরূপ নন্দনবনে খদির বৃক্ষ সম্ভূত হয় না, সেইরূপ চিৎ, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি, চেতন—অর্থাৎ তাহার আশ্রয়, এবং চেত্য অর্থাৎ তদ্বিষয়ের ভিন্নতা নাই। ৭। যেরূপ সূক্ষ্ম পদার্থে সুমেরু সদৃশ স্থূল পদার্থের বিদ্যমানতা নাই, সেইপ্রকার জীব ও আত্মার ভিন্নভাব নাই; যেরূপ মহৎ ক্ষারস্থানে লতাসৃষ্টি সম্ভবে না, সেইরূপ নাম এবং অর্থরূপসূচিকা কথার অস্তিত্ব নাই। ৮। যেরূপ দিবাকর মণ্ডলে রজনীর সমুদয় হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ "নেতি নেতি" (এইপ্রকার সন্দেহাত্মক জ্ঞান) সম্ভাবিত নহে; তুষারে যেরূপ উষ্ণতার আশা করা যায় না, সেইরূপ সর্ব্ব বস্তুর অতিরিক্ত পদার্থে বস্তুতা, কিম্বা অবস্তুতা অসম্ভাবিত। ৯। চিৎ-শক্তি, কেবল কেবলী ভাব নিবন্ধন স্বচ্ছতা মাত্রে অবশিষ্ট থাকে; ইহা দোষকর চিত্ত হইতে উৎপন্ন হই-

তৎসর্ব্বভাবনামাত্রেণানর্থঃ প্রকৃতঃ স্থিতঃ।
তজ্জ্ঞেঽপ্যভাবনামাত্রেণানর্থ উপশাম্যতি। ১১।
নির্ব্বিকল্পা দ্বিতীয়া চিৎ যাসৌ সকলগা সতী।
পরমৈকাপরা সাচ্ছা দীপিকা তেজসামপি। ১২।
সৈষাবভাসনকরী সর্ব্বগা নিত্যনির্ম্মলা।
নিত্যোদিতা নির্মনস্কা নির্ব্বিকারা নিরঞ্জনা। ১৩।
ঘটে পটে বটে কুড্যে শকটে বানরে খরে।
অসুরে সাগরে ভূতে নরে নাগে চ সংস্থিতা। ১৪।
সাক্ষিবত্তিষ্ঠতি সতী স্পন্দতে ন চ কুত্রচিৎ।
দীপঃ প্রকাশনায়েব করোতি ন পুনঃ ক্রিয়াং। ১৫।

য়াই যে জীবকে দুঃখ প্রদান করে, তাহা নহে। ১০। কিন্তু স্থূষ্ট ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে তুমি, আমি আমার বস্তু প্রভৃতি বিবিধ ভাবনা দ্বারা প্রকৃত সংসাররূপ অনর্থকে উৎপাদন করিয়া থাকে; যখন তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অভাবনার উদ্রেক হয়, অর্থাৎ উহাতে মন মগ্ন হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনর্থ উপশমিত হইয়া থাকে। ১১। অপর যে চিৎ, তাহা নির্ব্বিকল্প, (সুতরাং) সকল পদার্থে ব্যাপ্ত থাকিয়া তেজঃ পদার্থের তেজ এবং নির্ম্মল প্রধান শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১২। সেই চিৎ দীপ্তিমতী হইয়া, সকল পদার্থে প্রতিফলিত হয় এবং নিত্যকাল নির্ম্মল, নিত্য-উদয়-প্রাপ্ত, মনঃ-শূন্য, বিকারবিহীন ও নিরঞ্জন হওয়াতে। ১৩। ঘট, পট, বর্ত্তুলাকার বস্তু, ভিত্তি, শকট, বানর, গর্দ্দভ, অসুর, নর, নাগ, সাগর এবং সর্ব্ব প্রাণীতে স্থিতি করিয়া থাকে। ১৪। দীপ যেরূপ পদার্থ প্রকাশের জন্য নিজস্বরূপে অবস্থিতি করে, অন্য কিছুই করে না, সেইরূপ চিৎ, সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে, কোনও খানে স্পন্দিত হয় না। ১৫। যেরূপ দীর্ঘ অতিসূক্ষ্ম কৌশেয় সূত্রকে বেষ্টন দ্বারা

নির্ব্বিকল্পা পরা সূক্ষ্মা চিচ্চিনোতি স্বসংবিদং।
বাতাবাতাঙ্গমর্ম্মাদি যথা যন্ত্রাদিবেষ্টনে। ১৬।
রূপালোকমনস্কারা বলিতা চিদবোধতঃ।
বোধতশ্চৈব ভবতি নিদ্রাং সদসতী যতঃ। ১৭।
সা পরৈব চিদত্যচ্ছা চিন্তা মায়াতি চেতনাৎ।
সাধুরেব যথাসাধুর্ভাবিতে দুর্জ্জনৈষণাঃ। ১৮।
মলেন স্বর্ণমায়াতি তাম্রতাং মলমার্জ্জনাৎ।
পুনঃ কনকতামেতি যথা চিৎ পরমা তথা। ১৯।
স্বারোপশান্ত্যা স্বাদর্শো যথৈতি প্রতিমাস্থিতিং।
তথা সর্গমিবাগম্য বোধাৎ সংযাতি তৎপদং।২০।

গোলাকারে স্থাপিত করে, তাহার ন্যায় নির্ব্বিকল্প সর্ব্বগত সূক্ষ্ম চিৎ পদার্থ, প্রাণ—অর্থাৎ স্থূল দেহে আবির্ভূত হইয়া, প্রতিবিম্বভাবে হস্ত পদাদি হৃদয় স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া তাহাতে আপনার সম্বিদ আকর্ষণ করিয়া অবস্থিতি করে। ১৬। সেই চিৎ, রূপালোক এবং মনের কার্য্য প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া, জাগ্রৎ ব্যক্তির বোধ-গম্য এবং স্বপ্নে বাসনাময় রূপালোক এবং মনোবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হওয়াতে নিদ্রিত ব্যক্তিরও জ্ঞানের অগম্য হইয়া থাকে; এই চিৎ নিত্য হইলেও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের নিকটে অনিত্য বলিয়া (সতত) অনুভূত হইয়া থাকে। ১৭। সাধু ব্যক্তি যেরূপ অসাধু সংসর্গ চিন্তা করিয়া, (ক্রমশঃ) অসাধু হইয়া উঠে, তাহার ন্যায় সর্ব্বগত সূক্ষ্ম চিৎ পদার্থ, চেতনার সঙ্গ হেতু (বিষয়াদি) চিন্তার অধীন হইয়া থাকে। ১৮। যেরূপ মলিনাবস্থায় পতিত থাকিয়া সুবর্ণ তাম্রত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সুবর্ণকে তাম্র বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু মার্জ্জিত করিলে উহার মালিন্য দূর হইয়া নিজ স্বর্ণ-প্রভা বিস্তার করে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মাত্মার ভাবনা করিলে, জীব, ব্রহ্ম হইয়া থাকে। ১৯। যেরূপ স্বারোপিত মালিন্য নিবারিত হইলে সুন্দর দর্পণে দিব্য প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিৎ, অজ্ঞানতা নিবন্ধন জড়ভাবাপন্ন জীবদেহে স্বর্গ বোধে অবস্থিতি করিলেও

অভাববেদনাদস্যাঃ সংসারঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
স্বভাববেদনাদেষ ত্বসদেবোপশাম্যতি। ২১।
বাতাৎ কনীনিকাস্পন্দস্তদ্দীপ্তির্দৃষ্টিরুচ্যতে।
তদ্বাহ্যবতি তদ্রূপ রূপবোধস্তু চিৎ পরা। ২২।
ত্বঙ্‌মারুতৌ জড়ৌ তুচ্ছৌ তৎসঙ্গ স্পর্শ উচ্যতে।
মননং স্পন্দসংবিত্তিস্তৎসংবিত্তিস্তু চিৎ পরা। ২৩।
গন্ধতন্মাত্রপবনসম্বন্ধো গন্ধসংবিদঃ।
আসাস্তু মনসা হীনং বেদনং পরমৈব চিৎ। ২৪।
শব্দতন্মাত্রশ্রবণ বাতসঙ্গান্মনো বিনা।
সুষুপ্তসদৃশী সংবিৎ পরমা চিদুদাহৃতা। ২৫।

তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাবে কৈবল্য পদ লাভ করিয়া থাকে। ২০। অভাব বেদন—অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান সমুদিত হইলে, সংসারের আবির্ভাব হইয়া থাকে; স্বভাব—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে, মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২১। বায়ুর গতিতে চক্ষুর স্পন্দন ঘটিয়া থাকে; উহাতে যে দীপ্তি সঞ্চার প্রকাশ পায়, তাহারই নাম দৃষ্টি; ইহার বাহিরে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই রূপ নামে গণ্য; (যেরূপ কুল্যা দ্বারা জলানয়ন ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায়) বহিঃস্থ সমানাকার বিশিষ্ট নীল পীত প্রভৃতি বর্ণধারি ঘটাদি জ্ঞানই চিত্তের কার্য্য। ২২। ত্বক্ এবং বায়ু, এই দুই পদার্থ জড় ও অতিশয় তুচ্ছ, কিন্তু ইহার সঙ্গ লাভ ঘটিলে, তাহা স্পর্শ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; যদি তৎসংযুক্ত শীতোষ্ণাদি পদার্থে মনের বৃত্তি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে উহাকে স্পর্শ সংবিত্তি বলিয়া থাকে; যখন উহা তাহা হইতে অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিষয়-শূন্য হয়, তখনই ঐ চিৎ সাক্ষীরূপে অবস্থিতি করে। ২৩। সমীরণ-সংযোগে নাসিকারন্ধ্রে যে সৌরভ প্রবিষ্ট হইয়া সম্বিদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, উহা মননহীন হইয়া বিবিক্ত জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইলে পরম চিৎ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। ২৪। মন ব্যতিরেকে কেবল বায়ুর সংসর্গ নিবন্ধন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুষুপ্ত সদৃশ যে জ্ঞানের উদয়, তাহাই পরম চিৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৫। স্ফটিকশিলা যেরূপ স্বকীয় অন্তর্গত

চিৎপ্রকাশাত্মিকা নিত্যা সাত্মন্যেবাবসংস্থিতা।
ইদমন্তর্জগদ্ধত্তে সন্নিবেশং যথা শিলা। ২৬।
অদ্বিতীয়াদধানেদং বিকারাদিবিবর্জ্জিতং।
নাস্তমেতি ন চোদেতি স্পন্দতে নো ন বর্দ্ধতে। ২৭।
সংকল্পাজ্জীবতামেত্য নিঃসংকল্পাত্মনাত্মনা।
চিজ্জড়ং নোঽজড়ং ভাবং ভাবয়ন্তী স্বসংস্থিতা। ২৮।
রথস্তস্যাশ্চিতের্জীবো জীবস্যাহঙ্কৃতিরথঃ।
অহঙ্কতেরথোবুদ্ধিস্ততোবুদ্ধের্মনোরথঃ। ২৯।
মনসস্তু রথঃ প্রাণঃ প্রাণস্যাক্ষগণো রথঃ।
অক্ষৌঘস্য রথো দেহো দেহস্য স্পন্দনো রথঃ। ৩০।
স্পন্দনং কর্ম্মসংসারে জরামরণপঞ্জরং।
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রমিদমাদি বিভূতিজং। ৩১।

বন, গিরি ও নদ্যাদির প্রতিবিম্ব ধারণ করে, তাহার ন্যায় প্রকাশস্বরূপিণী নিত্যবিরাজিনী চিৎ, আপনার আত্মাতে অবস্থিতি করিয়া, এই অন্তর্জগৎ ধারণ করিয়া থাকে। ২৬। অদ্বিতীয় সেই চিৎশক্তি, বিকারাদি বর্জ্জিত হইয়া এই সংসার রক্ষা করিয়া থাকে; (সুতরাং) কখনও অস্তগত, উদিত, স্পন্দিত, বা বর্দ্ধিত, হয় না। ২৭। যখন সংকল্পের অধীন হয়, তখনই উহা জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং যখন সংকল্প পরিহার করে, তখনই আত্মা-রূপ ধারণ করিয়া থাকে, চিৎ, জড় জগৎ এবং অজড় ভাবের ভাবনা করিয়া, আত্মাতেই অবস্থিতি করে। ২৮। জীব সেই চিতের রথস্বরূপ, জীবের রথ অহঙ্কার, অহঙ্কারের রথ বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির রথ মন। ২৯। মনের রথ প্রাণ, প্রাণের রথ ইন্দ্রিয়গণ; ইন্দ্রিয়গণের রথ দেহ, দেহের রথ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ। ৩০। জরামরণ প্রভৃতি দ্বারা কষ্টকর এই কর্ম্মক্ষেত্র-সংসারে সকল রথদিগের এই প্রকার ভ্রমণ, এবং ভগবৎমায়াকল্পিত সংসারচক্রের এইরূপে প্রবর্ত্তনা হইয়া

রথস্তত্র স্মৃতঃ প্রাণঃ কল্পনায়ৈ মুনীশ্বর।
যত্র প্রাণ মরুত্তত্র মননং পরিতিষ্ঠতি। ৩২।
আলোকশ্রীঃ স্থিতা যত্র রূপং তত্রৈব রাজতে।
প্রাণো বলী স্থিতো যত্র তদেব পরিবেপতি। ৩৩।
যৎ প্রয়াতি বনং বাত্যা তদেব পরিঘূর্ণ্যতে।
মনস্যাকাশসংলীনে ন প্রাণঃ পরিবেপতি। ৩৪।
বাত্যায়ামুপশান্তায়াং রজো ন পরিকম্পতে।
যত্র প্রাণ মরুদযাতি মনস্তত্রৈব তিষ্ঠতি। ৩৫।
যত্র যত্রানুসরতি রথস্তত্রৈব সারথিঃ।
প্রাণসংপ্রেরিতং চিত্তং যাতি দেশান্তরে ক্ষণাৎ। ৩৬

থাকে। ৩১। হে মুনীশ্বর! আমি পূর্ব্বে প্রাণকে যে রথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা কেবল কল্পনা মাত্র; (কারণ) যেখানে প্রাণবায়ু বর্ত্তমান, সেইখানেই মনের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। ৩২। যেখানে আলোক-সৌন্দর্য্য অবস্থিতি করে, সেই খানেই রূপের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে প্রাণ, সূত্ররূপে সর্ব্বসাধারণকে চালিত করিতে থাকে, সেখানেই কম্পন হইয়া থাকে। ৩৩। প্রবল বায়ু, যখন বন-প্রবেশ করে, তখন পর্য্যস্ত বনস্থলী ঘূর্ণিত হইতে থাকে; কিন্তু মন, শূন্যে সংলীন—অর্থাৎ বাসনা বিরহিত হইলে, প্রাণ কখনও কম্পিত হয় না। ৩৪। যেরূপ বায়ু স্থির ভাব অবলম্বন করিলে, ধূলিপটল সঞ্চালিত হয় না, সেই রূপ প্রাণবায়ু যেখানে প্রবহমান, মনও সেই খানে অবস্থিতি করে। ৩৫। রথ যে যে খানে গমন করে, সারথিও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ রথের গতি বিষয়ে উভয়ের অপৃথক্ সম্বন্ধ; যদি প্রাণ, মনের সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে ক্ষণকালের মধ্যে দেশান্তরে গমন করিতে পারে। ৩৬।

যত্র পুষ্পং তত্র গন্ধো যত্রাগ্নিস্তত্র সোষ্ণতা।
যত্র প্রাণোমনস্তত্র যত্রেন্দুস্তত্র তচ্ছবিঃ। ৩৭।
পুর্য্যষ্টকে চিৎ পরমা স্বে মুনে প্রতিবিম্বতি।
আদর্শ এব প্রতিমা দৃশ্যতে নোপলাদিষু। ৩৮।
মনঃ পুর্য্যষ্টকং বিদ্ধি সর্ব্বকার্য্যৈককারণং।
তদেব ভেদং কথিতমন্যৈঃ স্বাশয়কল্পিতৈঃ। ৩৯।
যস্মাদুদেতি কলনাকুলদৃশ্যজালং
যত্তত্র চ স্থিতবদিত্যনুভূতমুচ্চৈঃ।
যস্মান্মনো বিপরিবর্ত্ততি দেহদৃষ্ট্যা
সর্ব্বস্তু তৎ পরমবস্থিতি বিদ্ধি বিশ্বং। ৪০।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে প্রাণৈক্যপ্রতি-
পাদনং নাম পঞ্চাশৎ সর্গঃ। *। ৫০। *।

যেখানে কুসুমবিকাশ, সেই খানেই সৌরভ-সঞ্চার, যেখানে অগ্নি, সেই খানেই উষ্ণতা; যেখানে প্রাণ, সেই খানেই মন, যেখানে চন্দ্র, সেই খানে তাহার প্রতিবিম্ব—চন্দ্রিকা। ৩৭। হে মুনে! যেরূপ দর্পণে দ্রব্যাদির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, কিন্তু শিলাদিতে কোনও পদার্থ-শ্রী দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ স্বকীয় পুর্য্যষ্টকে স্থূলশরীরে সূক্ষ্ম চিৎ-পদার্থ-প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ৩৮। তুমি (মনকে) সকল কার্য্যের কারণ পুর্য্যষ্টক বলিয়া জানিও; শিষ্যদিগের বোধের জন্য অন্যান্য আচার্য্যেরা ইহার বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩৯। যাঁহা হইতে নিখিল কল্পনা সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে, যিনি যেখানে সেখানে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ইহা বিশেষরূপে অনুভূত হইয়া থাকে; দেহ-দৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাঁহা হইতে মন ভ্রমিত হইয়া থাকে, সেই নিখিল বিশ্ব-পদার্থ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। ৪০।

ঈশ্বর উবাচ।

মুনে শৃণ কথং কার্য্যকারিণী স্পন্দশালিনী।
চরন্তী চ তনুং পুংসামুপৈতি পরমাভিধাং। ১।
প্রাক্তনৈস্তৈর্নিহত্যেব স্বমনো মননেহিতৈঃ।
কর্ম্মব্রাতৈ র্বিচিত্রেহৈঃ পরিপীবরতাং গতৈঃ। ২।
মনস্তয়াগতা শক্তিঃ সজ্জড়েবাগতা চিতেঃ।
সা স্ফুরত্যনয়া ব্রহ্মন্ উচিতা শক্তিভূতয়া। ৩।
অস্যাঃ প্রসাদাদিহ সা চিৎ কলঙ্কবতী মুনে।
জগদ্গন্ধর্ব্বনগরং করোতি ন করোতি চ। ৪।
যথা স্ফুরত্যতিজড়ময়োঽয়স্কান্তসন্নিধৌ।
তথা স্ফুরতি জীবোঽয়ং সতি সর্ব্বগতে পরে। ৫।

ঈশ্বর কহিলেন;—হে মুনে! পরমা চিৎ, কিরূপে লোকদিগের শরীরে আশ্রয় করিয়া, তাহাদের ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম্মসকল সম্পন্ন করে? কিরূপেই বা দেহাদিকে স্পন্দিত করিয়া বিশেষ শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে? (আমার নিকট হইতে তাহা) শ্রবণ কর। ১। হে ব্রহ্মন্! মায়ারূপিণী ব্রহ্মশক্তি, স্বকীয় আবরণ-শক্তি দ্বারা আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থকে হনন করিয়াই যেন অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পুষ্টতা-প্রাপ্ত, বহুবিধ বাসনাবিশিষ্ট, কায়, বাক্, ও চেষ্টাস্বরূপ বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ দ্বারা মনকে ব্রহ্মভাবে পরিনয়ন পূর্ব্বক চিৎকে স্বকীয় স্বভাবানুসারে জড়ের ন্যায় মিশ্রভাব প্রাপ্ত করিয়া সংসাররূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ২। ৩। হে মুনে! এই মায়াশক্তির প্রসাদনিবন্ধন সেই চিৎ, সংসারে কলঙ্ক ধারণ করিয়া থাকেন, এবং জগৎকে (কখনও) গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় সুশোভন করিয়া থাকেন এবং কখনও তাহা করেন না। ৪। যেরূপ অয়স্কান্ত মণির সন্নিধানে জড়ময় লৌহ, স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পরম পদার্থ ব্রহ্ম সকল পদার্থে আবির্ভূত থাকাতে এই জীব, স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ৫। যেরূপ

সর্ব্বস্থয়াত্মশক্ত্যেব জীব এষ স্ফুরত্যলং।
মুকুরোবিম্বমাদত্তে দ্রব্যাত্মন্যস্থিতাদপি। ৬।
প্রবিস্মৃতস্বভাবত্বাজ্জীবোঽয়ং জড়তাং গতঃ।
মোহাদ্বিস্মৃতভাবত্বাচ্ছূদ্রতামিব সদ্দ্বিজঃ। ৭।
প্রবিস্মৃতস্বভাবা হি চিচ্চিত্তত্বমুপাগতা।
মোহোপহতচিত্তত্বাৎ সুমহানিব দীনতাং। ৮।
জড়য়াবশয়া দেহো বাতশক্তিসমানয়া।
সঞ্চাল্যতে তদনয়া বারীব বীচিমালয়া। ৯।
কর্ম্মাত্মনা বরাকেণ জীবেন মনসামুনা।
চাল্যন্তে দেহযন্ত্রাণি পাষাণা ইব বায়ুনা। ১০।

মুকুরে কোনও দ্রব্য স্থিতি না করিলেও গুণক্রিয়াদি দ্বারা উহাতে ঐ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বত্র-স্থিতি-কারিণী মায়াশক্তি-প্রভাবে জীবের স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে। ৬। এই জীব যখন আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া যায়, তখনই জড়তা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যেরূপ অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত আত্মশক্তি বিস্মৃত হইয়া শুক্রাচারী সুব্রাহ্মণ শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়, জীবের জড় ধর্ম্মাবলম্বী হইবার কারণও সেইরূপ। ৭। যেরূপ গাধি, লবণ ও হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণেরও চিত্ত মোহপ্রাপ্ত হওয়াতে দৈন্যভাব ধারণ করিয়াছিল, সেইরূপ আপনার স্বভাব বিস্মৃত হইলে চিৎও চিত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে;—অর্থাৎ চৈতন্যেরও মালিন্য জন্মে। ৮। তরঙ্গমালা যেরূপ জলকে সঞ্চালিত করিয়া থাকে, সেইরূপ জড়, অবশ এবং বায়ুশক্তি-সদৃশ এই চিৎ, দেহকে সঞ্চালিত করিয়া থাকে। ৯। বায়ু যেরূপ নৌকা সহিত তদন্তর্স্থ পাষাণকে চালিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ম্ম-স্বভাব নিকৃষ্ট জীব, মনের শক্তির সাহায্যে এই দেহ-যন্ত্রকে অভিমত দেশে সঞ্চালিত করে। ১০। হে ব্রহ্মন্! পরমাত্মা,

শরীরশকটানাং হি কর্ষণে পরমাত্মনা।
মনঃপ্রাণোদয়ৌ ব্রহ্মন্ কৃতৌ কর্ম্মকৃতৌ দৃঢ়ৌ। ১১।
চিজ্জড়ং তুররীকৃত্য রূপং জীবত্বমেত্য চ।
মনোরথমুপারুহ্য বহৎপ্রাণতুরঙ্গমং। ১২।
ক্বচিজ্জাতপদার্থত্বং ক্বচিন্নষ্টপদার্থতাং।
ক্বচিদ্বহুপদার্থত্বং ক্বচিদেকপদার্থতাং। ১৩।
উপজীব্যাত্মনোরূপং পরং স্ফুরতি বৃত্তিষু।
আলোকমুপজীব্যেমং রূপশ্রীর্দৃশ্যগা যথা। ১৪।
পরমাত্মনি চিত্তস্থে স্থিতে সতি নিরাময়ে।
জীবো জীবতি সলোকং দীপে সতি গৃহং যথা। ১৫।
আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব প্রযান্ত্যস্য প্রপীনতাং।
অপামিব তরঙ্গত্বং বীচিত্বস্যেব ফেনতা। ১৬।

শরীররূপী শকটকে সঞ্চালিত করিবার জন্য বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দস্বরূপ মন এবং প্রাণশক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। ১১। চিৎ,জড়কে বিস্তার করিয়া পশ্চাৎ রূপ এবং জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রাণস্বরূপ তুরঙ্গমবিশিষ্ট মনোরথে আরোহণ করে। ১২। এই চিৎ, কোনও থানে পদার্থরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, কোথাও বা নষ্ট পদার্থরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে; কোনও স্থানে বহু পদার্থ এবং কোথায় বা একমাত্র পদার্থ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১৩। দৃষ্টিবিহারিণী রূপ-শ্রী যেরূপ আলোকসাহায্যে প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ চিৎ, আত্মরূপ অবলম্বন করিয়া, মনোবৃত্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪। দীপ বিরাজিত থাকিলে গৃহ যেরূপ আলোকিত হয়, সেইরূপ নিরাময় পরমাত্মা চিত্তে অবস্থান করিলে জীব, জীবন ধারণ করিয়া থাকে;—অর্থাৎ তখন জীব, জীব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ১৫। যেরূপ জল হইতে তরঙ্গের উৎপত্তি, যেরূপ বীচি হইতে ফেন সমূহের সৃষ্টি,সেইরূপ চিত্ত হইতে আধিব্যাধি সমস্ত উৎপন্ন হইয়া পীবরতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৬। জল হইতে যেরূপ তরঙ্গের উদ্ভব,

আধিব্যাধিভিরাকীর্ণশরীরাম্ভোজষট্‌পদঃ।
জীবো বৈষম্যমায়াতি তরঙ্গত্বে যথা পয়ঃ। ১৭।
চিচ্ছক্তিঃ সর্ব্বশক্তিত্বান্নাহং চিদিতি ভাবনাৎ।
অত্র সৈবেতি বৈবশ্যং সূর্য্যো দীপ্তৈরিবাম্বুদৈঃ। ১৮।
বৈবশ্যাচ্চরতী যৌঢ্যান্ন বিন্দত্যাত্মসংবিদং।
ঘনজাড্যপরাভূতঃ স্বাঙ্গাবদলনং যথা। ১৯।
প্রাপ্য চাপ্যনুসন্ধানমস্যামোহো বিনশ্যতি।
ঘনমোহরতো জন্তুঃ স্বকার্য্যস্মরণং যথা। ২০।
যদাঙ্গসংবিদাং বাতস্পন্দশক্তিঃ প্রমোষতঃ।
ন করোত্যনুসন্ধানং কুষ্ঠী স্পন্দৈষণং যথা। ২১।

সেইরূপ আধিব্যাধিময় শরীর-পদ্মের ষট্‌পদতুল্য জীব, বৈষম্য প্রাপ্ত—অর্থাৎ বিপদে পতিত হইয়া থাকে। ১৭। দিবাকর যেরূপ তদীয় দীপ্তিপ্রভাবে প্রকাশিত মেঘবৃন্দ দ্বারা গ্লানিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ চিৎ-শক্তি, সর্ব্বশক্তিত্ব-প্রযুক্ত "আমি চিৎ নহি" এই ভাবনাতেই বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮। যেরূপ মদিরোন্মত্ত পুরুষ, জড়তাভিভূত হইয়া, খড়্গাদি দ্বারা আত্মশরীরে আঘাত করিলে তদ্বেদনা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ চিৎ, বিবশতা-প্রযুক্ত জ্ঞানবিহীন হইয়া বিবিধ যোনি ধারণ করিলেও আত্মজ্ঞানানুভবে সমর্থ হয় না। ১৯। যেরূপ মদোন্মত্ত ব্যক্তি সময়ে স্বকৃত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিৎ, অনুসন্ধান দ্বারা অবধারণ করিয়া আপনার মোহ বিনষ্ট করিয়া থাকে। ২০। যেরূপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি গলিত অঙ্গাদি সঞ্চালনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ প্রাণস্পন্দ-শক্তি, নখ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত স্থূলদেহধারী জীবের অন্তরে যে সূক্ষ্ম দেহ ব্যাপ্ত আছে, তাহার অনুসন্ধান করে না। ২১। যেরূপ যজ্ঞস্থলে যাজ্ঞিকেরা

অসম্বিৎ স্পন্দতো দেহে পদ্মপত্রং হৃদি স্থিতং।
ন স্ফুরত্যপরামৃষ্টং দারুপাত্রং যথা বহিঃ। ২২।
নিঃস্পন্দে পদ্মপত্রেঽন্তঃ প্রাণাঃ শান্তিং প্রযান্ত্যমী।
তালবৃন্তে যথা স্পন্দে বহিঃ পবনশক্তয়ঃ। ২৩।
প্রাণে শান্তে তরস্পর্শে জীবো নিষ্পূর্ণমূকতাং।
যাতি শান্তে নভোবায়ৌ ন দৃশ্যত্বং যথা রজঃ। ২৪।
বিরজং বিগতাধারং মনো হি শিষ্যতে মুনে।
তিষ্ঠত্যাত্মপদং লব্ধা জলাদিতরুবীজবৎ। ২৫।
ইতি বৈকল্যমায়াতৈঃ কারণৌঘৈঃ সমং ততঃ।
পুর্য্যষ্টকে শমং যাতে দেহঃ পততি নিশ্চলঃ। ২৬।

স্পর্শ না করিলে দারুপাত্র স্পন্দিত হয় না, তাহার ন্যায় অজ্ঞান-স্পন্দন-নিবন্ধন হৃদয়স্থিত পদ্মপত্র স্ফূর্ত্তি পায় না;—অর্থাৎ প্রাণ-সঞ্চারের অনুকূলত্ব প্রযুক্ত স্পন্দিত হয় না। ২২। যেরূপ বহিঃস্থ পবনশক্তি তালবৃন্তের স্পন্দনে প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্তরস্থিত পদ্মপত্র নিঃস্পন্দ থাকিলে প্রাণশক্তি, শান্ত—অর্থাৎ তেজঃপদার্থে লয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৩। যেরূপ আকাশসঞ্চারী বায়ু-প্রবহন বন্ধ হইলে, রজঃপদার্থ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেইরূপ প্রাণ, অন্য পদার্থকে স্পর্শ করিয়া শান্তিলাভ করিলে জীব, নাম ও উপাধি-লয়-নিবন্ধন কারণাত্মা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৪। হে মুনে! জলাদিতে যেরূপ বৃক্ষবীজ সকল অবস্থিতি করিলে তাহাতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ মন তখন মালিন্যরহিত, আধারশূন্য হইয়া অবশিষ্ট থাকে, এবং আত্মপদ লাভ করিয়া স্থিতি করে;—তাৎপর্য্য, পুনর্ব্বার দেহে আবির্ভূত হয়। ২৫। তদনন্তর এই প্রকার বৈকল্য-প্রাপ্ত কারণসমূহ দ্বারা পুর্য্যষ্টক শান্তিপ্রাপ্ত হইলে, দেহ নিশ্চল হইয়া পড়ে। ২৬। (তখন) চিৎ, চেত্য ও চেতনস্বরূপ মোহপ্রযুক্ত বাসনাসমূহ স্পন্দিত হইয়া

চিচ্চেত্যচেতনাম্মোহাৎ স্পন্দমায়ান্তি বাসনাঃ।
তদীরিতা স্মরত্যন্তরন্যদ্বিস্মরতি স্বয়ং। ২৭।
দেহে পুর্য্যষ্টকং যাবদস্তি তাবৎ স জীবতি।
শান্তে পুর্য্যষ্টকে দেহো মৃত ইত্যুচ্যতে দ্বিজ। ২৮।
বিরুদ্ধমলসংরোধাচ্ছেদভেদদশাবশাৎ।
ন প্রস্ফুরতি হৃৎপদ্মযন্ত্রগর্ভ্যন্তরে যদা। ২৯।
তদা পুর্য্যষ্টকং শান্তিমুপৈতি গগনে শনৈঃ।
সংরোধিতে বাতযন্ত্রে যথা পবনসন্ততিঃ। ৩০।
বাসনাবিমলা যেষাং হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
স্থিরৈকরূপজীবাস্তে জীবন্মুক্তাশ্চিরায়ুষঃ। ৩১।
সুচিরাভ্যস্তভাবন্তু বাসনাখচিতং মনঃ।
যত্র যত্র ভ্রমৎ-স্বর্গ-নরকাদি প্রপশ্যতি। ৩২।

থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত মোহের অধীন হইয়া, আত্মবিস্মরণ পূর্ব্বক অপর বিষয় স্মরণ করিয়া থাকে। ২৭। দেহে যত কাল পুর্য্যষ্টকের বিদ্যমানতা, তত কাল দেহের বিনাশ নাই; (কিন্তু) হে দ্বিজ! পুর্য্যষ্টক শান্তি-প্রাপ্ত হইলে দেহ মৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৮। রাগদ্বেষাদি বাসনার কোপ, এবং শরীরে শস্ত্র প্রয়োগাদি হেতু উহার ছেদ ও ভেদ-দশা-প্রযুক্ত যে সময়ে দেহ-মধ্যে হৃদয়-পদ্ম-যন্ত্র স্ফুর্ত্তি না পায়,। ২৯। যেরূপ ব্যজন বিনিবারিত হইলে পবনসঞ্চার অনুভূত হয় না, সেইরূপ সেই সময়ে ক্রমে ক্রমে পুর্য্যষ্টক শান্তি-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩০। যাহাদের নির্ম্মল বাসনা হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়, তাহারাই চিরকাল দীর্ঘায়ু হইয়া, জীবন্মুক্তভাবে একরূপে অবস্থিতি করে। ৩১। অন্তঃকরণ, (কেবল যে) অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ ভোগযোগ্য শরীরাদি আশ্রয় করিয়া থাকে, এরূপ নহে; ইহা বাসনাপূর্ণ হইয়া ভ্রমপ্রযুক্ত স্বর্গনরকাদি দর্শন করিয়া থাকে। ৩২। যেরূপ সংসারস্থ

শরীরং শবতামেতি মনোমারুতবর্জ্জিতং।
গতে গৃহজনে দূরং গৃহং সংশূন্যতামিব। ৩৩।
সর্ব্বগা চিচ্চেতনতো জীবীভূয় মনঃ স্থিতা।
পুর্য্যষ্টকবপুর্ভূত্বা সাতিবাহিকদেহিনী। ৩৪।
তন্মাত্রপঞ্চকং চিত্তং ক্রোড়ীকৃত্য ব্যবস্থিতা।
স্বপ্নভ্রমবদাকারং ভাবাৎ স্থূলং প্রপশ্যতি। ৩৫।
দৃঢ়ভাবনয়া পশ্চাত্তত্রৈব রসশালিনী।
আতিবাহিকদেহত্বং বিস্মরত্যখিলং ক্ষণাৎ। ৩৬।
অসত্যেব শরীরেঽস্মিন্ কৃতকৃত্রিমভাবনা।
নয়ত্যসত্যং সত্যত্বং সত্যং চাসত্যতামপি। ৩৭।
সর্ব্বগা হি চিদংশেন জীবীভূয়াভবন্মনঃ।
মনঃ পুর্য্যষ্টকরথমাক্রামতি ততোজগৎ। ৩৮।

আত্মীয় ব্যক্তি দূরদেশে গমন করিলে, তাহার বাসগৃহ শূন্য বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ এই শরীর, মনরূপ মারুতবিহীন হইলে শবতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৩। সর্ব্বগামিনী চিৎ, চেতন হইতে জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মনরূপে অবস্থিতি করে; তদনন্তর পুর্য্যষ্টক শরীর ধারণ করিয়া, স্থূল দেহকে অতিক্রম করে। ৩৪। (পশ্চাৎ) পঞ্চতন্মাত্রময় চিত্তকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থিতি করে, এবং স্বপ্ন-ভ্রমের ন্যায় সংকল্প-নিবন্ধন স্থূল পদার্থ সকল দর্শন করিয়া থাকে। । ৩৫। পশ্চাৎ দৃঢ়চিন্তা দ্বারা অহংভাব প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত অতিবাহিক দেহব্যাপার বিস্মৃত হইয়া যায়। ৩৬। (তখন) এই স্থূল দেহ অনিত্য হইলেও উহার প্রতি কৃত্রিম ভাবনার আবির্ভাব হয়; এই প্রকার সত্য পদার্থকে অসত্যে এবং অসত্যকে সত্যে আনয়ন করে। ৩৭। সর্ব্বগামিনী চিৎ, অংশরূপে (অগ্রে) জীব, পরে মনরূপে প্রকাশিত হয়; ঐ মন, পুর্য্যষ্টক-রথে আরোহণ করে; তদনন্তর জগতের আবির্ভূতা। ৩৮।

পুর্য্যষ্টকং বাতময়ং দেহমুত্থাপয়ত্যলং।
হৃৎস্পন্দি বেতাল ইব জীবতীত্যুচ্যতে তদা। ৩৯।
ক্ষীণে পুর্য্যষ্টকে চিত্তং যদা ব্যোমনি লীয়তে।
তদা স্ফুরতি দেহোঽয়ং মৃত ইত্যুচ্যতেঽপি চ। ৪০।
স্বভাববশতো জীবো বিস্মৃত্যাশক্তিমৃচ্ছতি।
বৈবশ্যাৎ কালবশতঃ পর্ণং জর্জরতামিব। ৪১।
জীবশক্ত্যা পরামৃষ্টে নিরুদ্ধে পদ্মযন্ত্রকে।
প্রাণে সংরোধমায়াতে ম্রিয়তে মানবোমুনে। ৪২।
যথা জাতানি জাতানি চান্যান্যান্যানি কালতঃ।
বৃক্ষাৎ পত্রাণি শীর্য্যন্তে শরীরাণি তথা নৃণাং। ৪৩।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ শরীরাণি শরীরিণাং।
পাদপানাঞ্চ পর্ণানি কা তত্র পরিদেবনা। ৪৪।

বেতাল যেরূপ শবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, উহা জীবিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সেই প্রকারে সেই সময়ে ঐ চিৎ বাতময় পুর্য্যষ্টক দেহকে উত্থাপিত করিয়া থাকে। ৩৯। পুর্য্যষ্টক ক্ষীণ হইলে যে সময়ে চিত্ত শূন্যে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি অচেতনের ন্যায় ঐ দেহকে মৃত বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৪০। বৃক্ষপত্র যেরূপ কালবশে জর্জ্জরতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জীবও সেইরূপ স্বভাববশতঃ অজর ও অমর—ব্রহ্মরূপ বিস্মৃত হইয়া, জীর্ণদেহগত শক্তিহীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪১। হে মুনে! জীবশক্তি স্পর্শ না করিলে পদ্মযন্ত্র রুদ্ধ হইয়া থাকে; প্রাণসংরোধ ঘটিলেই মানব, মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে। ৪২। যেরূপ বৃক্ষপত্র সকল কালে উদ্ভূত ও কালে শীর্ণ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীব-শরীর ও অন্যান্য অনিত্য পদার্থের কালে সৃষ্টি ও কালে লয় ঘটিয়া থাকে। ৪৩। শরীরীদিগের শরীর এবং বৃক্ষদিগের পত্র সকল জন্ম গ্রহণ করে এবং মরিয়া থাকে, অতএব ইহাতে পরিবেদনা কি? । ৪৪। চিৎস্বরূপ সমুদ্রে এই প্রকার দেহ বুদ্বুদ প্রকাশ

চিদম্বুধৌ স্ফুরন্ত্যেতা দেহবুদ্বুদপঙ্ক্তয়ঃ।
ইতশ্চান্যা ইতশ্চান্যা এতা স্বাস্থা ন ধীমতঃ। ৪৫।
সর্ব্বগাপি চিদেতস্মিংশ্চেতসি প্রতিবিম্বতি।
পাদার্থমন্তরাদন্তে ন্যান্যো হি মুকুরাদৃতে। ৪৬।
চিদমলনভসি প্রযত্নরূপাঃ
পরিবিততে তদন্ময়াঃ স্ফুরন্তি।
কলকলমুখরাঃ স্ফুটাভিরামা
বিবিধশরীর বিমোহতাপনায়। ৪৭।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে দেহপাতবিচারো
নাম একপঞ্চাশৎ সর্গঃ। *। ৫১। *।

পাইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির, "ইহা হইতে উহা অন্য, উহা হইতে ইহা অন্য'' এ প্রকার আস্থা করা কর্ত্তব্য নহে; অর্থাৎ এ বিষয়ে সন্দেহ-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অনিশ্চিত অনিষ্টকর বিষয়ে আস্থা করা উচিত নহে। ৪৫। যেরূপ কেবল এক দর্পণেই দ্রব্যাদির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, অন্য পদার্থে হয় না, সেইরূপ চিৎ, সর্ব্বপদার্থগামিনী হইলেও কেবল অন্তঃকরণে ইহার প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয়। ৪৬। পূর্ণ চিৎস্বরূপ নির্ম্মল নভঃপ্রদেশে স্বকীয় শুভাশুভের পরিণতিস্বরূপ, অতএব, সুখ-দুঃখ-নিবন্ধন কোলাহলদ্বারা মুখর, আপাতরমণীয় জীবজগদ্রূপ কল্পনাসমূহ, বিবিধ শরীরধারী (জীবের) মোহসন্তাপ প্রদান করিয়া, প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৪৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ততো মুহূর্ত্তেন হরোগৌরীকমলিনীসরঃ।
মদ্বিকাশোন্মুখঃ স্বৈরং বিকাশং বহিরাদদে। ১।

ঈশ্বর উবাচ।

মুনে মননমাহুয় স্বসত্তৈবাশু নীয়তাং।
ত্বমর্থমাহরানর্থং পবনঃ স্পন্দতামিব। ২।
দ্রষ্টব্যমিহ যৎকিঞ্চিত্তদ্দৃষ্টং কিং সসম্ভ্রমৈঃ।
নহি হেয়মুপাদেয়ঞ্চেহ পশ্যামি তদ্বিদঃ। ৩।
শান্ত্যশান্তিময়ানেতান্ বিকল্পান্ দলয়ন্নসিঃ।
ধীরোঽসি নান্যথা স্থিত্বা ত্বমেব ভব চাত্মদৃক্। ৪।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—তদনন্তর গৌরীস্বরূপ কমলিনীর সরোবর তুল্য শঙ্কর, আমার জ্ঞানোদয়ের জন্য উন্মুখ হইয়া, মুহূর্ত্তকালের জন্য স্বেচ্ছাক্রমে নয়ন উন্মীলন করিলেন। ১। ঈশ্বর কহিলেন;—হে মুনে! তুমি প্রথমে আপনার মননকে আহ্বান করিয়া, পবন যেরূপ স্পন্দভাব অবলম্বন করে, তাহার ন্যায় পশ্চাৎ সত্বর আপনার সত্তাকে পারমার্থিক পথে আনয়ন কর; তুমি সকল অনর্থের মূলস্বরূপ (তোমাদিগের বিশ্বাসভূমি চিদংশবিহীনতাকে কখনও মনে) স্থান দিও না। ২। যদি সংসারে অবস্থিতি করিয়া দ্রষ্টব্য বিষয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সসম্ভ্রমে কোন্ বস্তু দর্শন না ঘটিল? আমি যখন তত্ত্ব-জ্ঞান-বিমণ্ডিত হইয়াছি, তখন আমি কোন্ বস্তু উপাদেয় এবং কোন্ বস্তু হেয়, তাহার প্রতি কিছুতেই লক্ষ্য করি না। ৩। তুমি যখন শান্তি এবং অশান্তিময় এই সমস্ত কল্পনাকে দলন করিয়া অন্য প্রকারে অবস্থিত না হইয়া, ধীরভাব গ্রহণ করিয়াছ, তখন আত্মদৃষ্টিপরায়ণ হওয়া তোমার কর্ত্তব্য। ৪। তুমি বাহ্য জ্ঞানো-

ইমাং দৃশ্যদশামাশু বাহ্যবোধায় বা পুনঃ।
সমাশ্রিত্য মদুক্তং ত্বং শৃণু তূষ্ণীং স্থিতেন কিং। ৫।
ইত্যুক্ত্বা বাহ্যবোধস্ত্বং মাভবেতি ত্রিশূলধৃক্।
প্রাণেনেদং দেহগেহং পরিস্ফুরতি যন্ত্রবৎ। ৬।
প্রাণহীনং পরিস্পন্দং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি মূকবৎ।
চালনী পাবনী শক্তিঃ শক্তিঃ সংবেদনী চিতিঃ। ৭।
সা মূর্ত্তা খাদপি স্বচ্ছা সসত্তৈবাত্র কারণং।
বিনশ্যতঃ প্রাণদেহৌ বিয়োগাম্মরুদেব চ। ৮।
চিদাত্মা খাদপি স্বচ্ছো ন বিনশ্যতি কিং ভ্রমৈঃ।
মনঃপ্রাণময়ে দেহে চিত্তত্বং পরিজায়তে। ৯।

লয়ের জন্য সত্বর এই দৃশ্য-দশার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর; আত্মলাভপ্রযত্ন ব্যতিরেকে অবস্থিতি করিবার প্রয়োজন কি? । ৫ । ত্রিশূলধারী ত্রিলোচন এই কথা বলিয়া, "তুমি কেবল বাহ্যজ্ঞানপরায়ণ হইও না," আমাকে পুনর্ব্বার এই কথা বলিলেন, (এবং কহিলেন) এই (যে) দেহগৃহ দেখিতেছ, উহা প্রাণের সাহায্যে যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া থাকে। ৬। যখন শরীরসঞ্চালনের অনুকূল শক্তি, স্পন্দন পরিত্যাগ করিয়া প্রাণহীনতার আশ্রয় গ্রহণ করে,—অর্থাৎ যখন দেহে প্রাণ থাকে না, তখন উহা মূকের ন্যায় অবস্থিতি করে,—অর্থাৎ নিশ্চল থাকে, কিন্তু (এরূপ হইলেও) আত্মচৈতন্যই ইহার সংবেদন-শক্তি। ৭। আকাশ হইতেও নির্ম্মল সেই চিৎ, এই প্রকার ক্রিয়াশক্তির মূল; বায়ুর বিহীনতা, কিম্বা প্রাণ এবং দেহের অবিদ্যমানতা হইলেও চিত্তের ধ্বংস ঘটে না।৮। আকাশাপেক্ষা স্বচ্ছ চিদাত্মার বিনাশ না হইবার কারণ এই যে, উহা (জীবের) সকল দেহ আশ্রয় করিয়া, চিত্তস্বরূপে সমুদিত,—অর্থাৎ আবরণশূন্য হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৯। যেরূপ নির্ম্মল মুকুরে বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিভাত

মুকুরে হ্যমলাভাসে প্রতিবিম্বং প্রবর্ত্ততে।
সদপ্যগ্রগতং বস্তু প্রতিবিম্বক্রিয়াং বিনা। ১০।
যথা নাস্তি মলোপেতে মুকুরে মুনিনায়ক।
তথা নাস্তি গতপ্রাণে বিদ্যমানেঽপি দেহকে। ১১।
সর্ব্বগাপি চিদুচ্ছূন বোধাৎ স্পন্দাদিকং প্রতি।
বোধাৎ কলঙ্ক বিমলা চিদেব পরমং শিবং। ১২।
বিদুর্দ্দেবং তদাভাসং সর্ব্বসত্ত্বার্থদং তথা।
স হরিঃ স শিবঃ সোঽজঃ স ব্রহ্মা স সুরেশ্বরঃ। ১৩।
অনিলানলচন্দ্রার্কবপুঃ স পরমেশ্বরঃ।
স এষ সর্ব্বগো হ্যাত্মা চিৎখনিশ্চেতনঃ স্মৃতঃ। ১৪।

হয়, সেইরূপ প্রতিবিম্ব-ক্রিয়া ব্যতিরেকে সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী সেই সৎ—ব্রহ্ম-পদার্থের স্ফুরণ হইয়া থাকে। ১০। হে মুনিনায়ক! যেরূপ মলময় মুকুরে প্রতিবিম্ব নিপতিত হয় না, প্রাণ, বিনির্গত হইলে দেহের বিদ্যমানত্বও সেইরূপ; অর্থাৎ উহাতে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পায় না। ১১। সর্ব্বত্র-গতি এই চিৎ, বুদ্ধিত্ব এবং অজ্ঞানত্ব প্রযুক্ত "দেহ ঘট প্রভৃতি" প্রকাশে সমর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সংমিশ্রিত হয়, তখন উহার মায়া-কলঙ্ক নিবারিত, সুতরাং বিমলভাব দূরীভূত হওয়াতে পরম মঙ্গলকর শিব নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। ১২। তখন তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা চিতের অভিব্যক্তস্বরূপ সেই পরম দেবতাকেই সকল প্রকার সত্ত্বা ও অর্থবিধাতা হরি, শিব, ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র প্রভৃতি নামে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৩। তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই অনল, অনিল, চন্দ্র ও সূর্য্যদেহে আবির্ভূত; তিনিই সর্ব্বগতি আত্মা, চিৎস্বরূপ আকর হইতে এই প্রকার চৈতন্যস্বরূপ মহামণি উদ্ধৃত হইয়া থাকে। ১৪। তিনিই দেবগণের অধীশ্বর, তিনিই দেবতাগণের

দেবেশো দেবভৃদ্ধাতা দেবদেবো দিবঃ পতিঃ।
মহাচিতঃ সমুল্লাসং মুহ্যন্তীব ন কেচন। ১৫।
যে নাম তে জগত্যেতে ব্রহ্মাবিষ্ণুহরাদয়ঃ।
পরস্মাৎ পরিনির্যাতা ব্রহ্মাবিষ্ণুহরাদয়ঃ। ১৬।
কণাস্তপ্তায়স ইব বারিধেরিব বিন্দবঃ।
তেষ্বিব ভ্রমভূতেষু জাতেষ্বিব পরাৎ পদাৎ। ১৭।
স্থিতেষু ভ্রমবীজেষু কল্পনাজালকর্ত্তৃষু।
সহস্রশতশাখেয়মবিদ্যোদেতি পীবরী। ১৮।
বেদবেদার্থবেদাদিজীবজালজটাবলী।
অতস্তস্যা অনন্তায়াঃ প্রসৃতায়াঃ পুনঃ পুনঃ। ১৯।
সম্পন্নদেশকালায়াঃ ক্রমঃ স্যাদ্বর্ণনাত্মকঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুহরাদীনামেতোঽয়ং পরমঃ পিতা। ২০।

ধাতা, তিনিই দেবদেব, তিনিই স্বর্গ-রাজ্যের অধিপতি; এই সংসারে যাঁহারা চিত্তের অতিশয় বিকাশভাব দর্শনে মোহপরবশ না হন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি নামধারী সেই সকল মহাপুরুষেরা পরম দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাঁহারা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদের প্রাধান্য গোপন করিয়া বিরাজিত আছেন। ১৫। ১৬। যেরূপ উত্তপ্ত লৌহ, কণাকে ধারণ করে, যেরূপ জলনিধি জলবিন্দুকে ধারণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় পরম পদ —ব্রহ্ম সকলের উৎপত্তির কারণ হইলেও শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মাদি দ্বারা সৃষ্টিস্থিতি-পালন প্রভৃতি অবিদ্যা-কৃত ভ্রমসমূহই বাস্তব বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। ১৭। কল্পনাসমূহদ্বারা ভ্রম-বীজ সকল উৎপন্ন হইয়া স্থিতি করিলে পর, স্থূল ভাবাপন্ন এই প্রকার শত সহস্র অবিদ্যা, শাখারূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৮। ঐ অবিদ্যা, বেদ এবং বেদার্থসমূহের অধিকারী জীবদিগের (কর্ম্ম, বাসনা, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির) সমূহ অনর্থকরী; অতএব, পুনঃপুনঃ এইরূপে আগত, অনন্ত, ।১৯। দেশকাল-বিবেচনায় আবির্ভূত, অবিদ্যাবিকার বর্ণন করিতে কোন্ পুরুষে সমর্থ হইতে পারে? বল; এই কারণেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই

মূলবীজং মহাদেবঃ পল্লবানামিব দ্রুমঃ।
সর্ব্বসত্বাভিধঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বসংবেদনৈককৃৎ। ২১।
সর্ব্বসত্ত্বাপ্রদো ভাস্বান্ বন্দ্যোঽভ্যর্চ্চ্যশ্চ তদ্বিদঃ।
প্রত্যক্ষবস্তুবিষয়ঃ সর্ব্বত্রৈব সদোদিতঃ। ২২।
সংবেদনাত্মকতয়া গতয়া সর্ব্বগোচরং।
ন তস্যাহ্বানমন্ত্রাদি কিঞ্চিদেবোপযুজ্যতে। ২৩।
নিত্যাহূতঃ স সর্ব্বস্থো লভ্যতে সর্ব্বতঃ স্ব চিৎ।
যাং যাং বস্তুদশাং যাতি তত এব মুনে শিবং। ২৪।

অবিদ্যার অধীন, যেহেতু উহাঁরা শরীরোপাধিতে বঞ্চিত নহেন, অতএব চিদাত্মা মহাদেব উহাঁদের পরম পিতা;—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ২০। বৃক্ষ যেরূপ শাখা পল্লব প্রভৃতির কারণ,—অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে যেরূপ শাখাপল্লবাদির উৎপত্তি, সেই প্রকার মহাদেব, (আত্ম-জ্ঞানযোগৈশ্বর্য্য দ্বারা সকলের পূজ্য হইয়া) মূলস্বরূপে অবস্থিতি করেন; ইহাঁ হইতে সকল প্রাণী শক্তিলাভ করে; ইনি সকল সুখ ও সকল প্রকার চৈতন্য প্রদান করিয়া থাকেন। ২১। ইনি সকল প্রকার স্থিতিবিধান করিয়া থাকেন; যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা ইহাঁকে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া থাকেন; ইনি তাঁহাদের দৃষ্টির সমক্ষে দীপ্তিমান্, সুতরাং সকল প্রকারে বন্দনীয় এবং অর্চ্চনীয়; (অধিক কথা কি বলিব,) ইনি সর্ব্বত্রে সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন। ২২। সকলের দৃষ্টিগোচরে আবির্ভূত এবং সকল বিষয় অবগত বলিয়া, তাঁহার (আবির্ভাব জন্য) আহ্বান ও কোন প্রকার মন্ত্রাদি উচ্চারণের প্রয়োজন নাই। ২৩। স্বচৈতন্যময় সেই পূর্ণ পদার্থ নিত্যকালই আহূত হইয়া, সকলের নিকটে আবির্ভূত রহিয়াছেন; হে মুনে! তিনি যখন কোনও পদার্থবিশেষে আবির্ভূত হন, তখনই তাঁহা হইতে (জীবের) মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ২৪। তিনি, আপনি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বাহিরে, মনে

স্বরূপং সমবাপ্নোতি রূপালোকমনোদৃশাং।
আদ্যং পূজ্যং নমস্কার্য্যং স্তুত্যমর্ঘ্যং সুরেশ্বরং। ২৫।
এনং তং বিদ্ধি বেদ্যানাং সীমান্তং মহতামপি।
এতমাত্মানমালোক্য জরাশোকভয়াপহং।
সংভৃষ্টবীজবজ্জন্তুর্ন ভূয়ঃ পরিরোহতি। ২৬।
অতশ্চিদ্রূপমেবৈকং সর্ব্বসত্ত্বান্তরাস্থিতিং।
স্বানুভূতিময়ং শুদ্ধং দেবং রুদ্রেশ্বরং বিদুঃ। ২৭।
বীজং সমস্তজীবানাং সারং সংসারসংস্থতেঃ।
কর্ম্মণাং পরমং কর্ম্ম চিদ্ধাতুং বিদ্ধি নির্ম্মলং। ২৮।
কারণং কারণৌঘানামকারণমনাবিলং।
ভাবনং ভাবনৌঘানামভাব্যমভবাত্মকং। ২৯।

এবং দৃষ্টিগোচরে আবির্ভূত হইয়া থাকেন; (অতএব,) সকলের আদিভূত স্তবনীয় সেই সুরেশ্বরের উদ্দেশে পূজা, অর্ঘ্যদান ও নমস্কার করা সকলের কর্ত্তব্য। ২৫। (অধিক কি বলিব,) তুমি এই দেবতাকে সকল জ্ঞেয় বিষয়ের পরাকাষ্ঠা বলিয়া জানিও; যেরূপ ভৃষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ জরা, শোক ও ভয়-বিনাশক এই ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন করিলে, জীবকে আর পুনর্ব্বার জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ২৬। এই কারণে পণ্ডিতেরা দৃষ্টিমাত্রে সংসাররোগ বিদ্রাবিত হয় বলিয়া, দেব রুদ্রেশ্বরকে একমাত্র চৈতন্যময় পবিত্র দেবতা বলিয়া থাকেন; ইনি সকল জীবের অন্তরে অবস্থিতি করেন, এবং স্বকীয় অনুভব দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। ২৭। ইনি নিখিল জীবের বীজ, সংসারের সার, কর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম, ইহাঁকে নির্ম্মল সার চৈতন্য বলিয়া জানিও। ২৮। ইনি সমস্ত কারণের কারণ, এবং সর্ব্বভাবনার ভাবন হইলেও পরমার্থতঃ অকারণ, অভাব্য ও অভবাত্মক। ২৯।

চেতনং চেতনৌঘানাং চেতনাত্মনি চেতনং।
সংচেত্য চেতনং চেত্য পরমং ভূরিভাবনং। ৩০।
আলোকালোকমমলমনালোক্যমলোকজং।
আলোকং বীজবীজৌঘং চিদ্ঘনং বিমলং বিদুঃ। ৩১।
অসত্যং সন্ময়ং শান্তং সত্যাসত্যবিবর্জ্জিতং।
মহাসত্তাদিসত্তান্তে চিন্মাত্রং বিদ্ধি নেতরং। ৩২।
অকুর্ব্বন্নেব সংসাররচনাং কর্ত্তৃতাং গতঃ।
কুর্ব্বন্নেব মহাকর্ম্ম ন করোত্যেব কিঞ্চন। ৩৩।
দ্রব্যমপ্যেষ নিদ্র্ব্যো নিদ্র্ব্যোঽপি হি দ্রব্যবান্।
অকায়োঽপি মহাকায়ো মহাকায়োঽপ্যকায়বান্। ৩৪।

ইনি সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির চৈতন্যসম্পাদক, কিন্তু জীবের অন্তরে সারভূত চৈতন্য-ময়; ইনি স্বকীয় প্রত্যগ্‌ভূত বাহ্য জ্ঞানের চেতন, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অভিব্যক্তি-কারক চৈতন্যের পরমাধিষ্ঠান; এবং মায়া-প্রভাবে অনেকরূপে প্রকাশমান। ।৩০। ইনি চক্ষুরাদি জ্যোতিঃ পদার্থের প্রকাশক, এবং অমল হইলেও উহাদের দ্বারা লক্ষ্য হন না; ইনি লোকাতীত, স্বপ্রকাশ, এক মাত্র উৎপত্তির কারণ, বিমল ও চিদ্‌ঘনস্বরূপ; ইহাঁকে বীজময় আত্মা বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ৩১। ইনি শান্ত এবং সন্ময়; পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত দ্বারা ইহাঁর শরীর সংরচিত নহে; ইনি কখনও সত্য কখনও বা অসত্য রূপ-বিবর্জ্জিত;—অর্থাৎ মায়ার আবরণে মিথ্যা ও তদভাবে সত্যতার উপলব্ধি হইয়া থাকে; মহাসত্তা এবং কারণ-সত্তার অন্তভাগে সাক্ষীস্বরূপে যে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, ইহাঁকে তাঁহাই বলিয়া জানিও; অন্য বলিয়া অবধারণ করিও না ।৩২। তিনি (স্বহস্তে) সংসার সৃষ্টি না করিয়াও তাহার কর্ত্তৃত্ব-পদ অধিকার করিয়া-ছেন; এবং মহৎ কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না;—অর্থাৎ কর্ম্ম তাঁহার আয়ত্তাধীন বটে, কিন্তু তিনি কর্ম্মবশ নহেন। ৩৩। তিনি বস্তু হইয়াও অবস্তু, এবং অবস্তু হইয়াও বস্তুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; তিনি অশরীর,—অর্থাৎ

অদ্যাপ্যেষ সদা প্রাতঃ প্রাতরপ্যদ্যতাং গতঃ।
নবাদ্যমদ্য ন প্রাতস্ত্বদ্য প্রাতশ্চ বা সদা। ৩৫।
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ। ৩৬।
ইত্যাদিকানাং শব্দানামর্থশ্রীঃ সত্যরূপিণী।
তস্মিন্ সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বসত্তামণিসমুদ্গকে। ৩৭।
কা নাম বিমলাভাসাস্তস্মিন্ পরমচিন্মণৌ।
ন কচন্তি বিচিন্বন্তি বিচিত্রাণি জগন্তি যাঃ। ৩৮।
এষা বীজকণাং তস্যা চিৎসত্তা স্ববপুর্ময়ং।
লব্ধা মৃৎকালবার্য্যাদি করোত্যঙ্কুরমোদনং। ৩৯।

আকারবিহীন হইয়াও মহাকায়—অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, এবং মহাকায় হইয়াও কায়বিহীন হইয়া থাকেন। ৩৪। তিনি অদ্য—অর্থাৎ শব্দ-বাচ্য ষষ্টিঘটিকাত্মক হইয়াও প্রাতঃকাল, এবং প্রাতঃকাল হইয়াও অদ্য,—অর্থাৎ সমস্ত দিবারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন; ফলতঃ পরমার্থ দৃষ্টিতে তাঁহার আদ্য—তিন মুহূর্ত্ত, বা প্রাতঃকাল নাই। ৩৫। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সকল পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে, যাঁহা হইতে সকলের উৎপত্তি, যিনি সকল পদার্থের প্রকাশক, যিনি সকল দিকে প্রকাশিত, যিনি নিত্যকাল সর্ব্বময় সর্ব্বাত্মা, সেই দেবতার চরণে নমস্কার। ৩৬। যেরূপ আধারমধ্যে মণি সংরক্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সকল জীবের স্থিতিস্থানস্বরূপ ঈশ্বরে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার শব্দসমূহের অর্থ সকল সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ৩৭। পরম চিৎ-স্বরূপ মণি হইতে যে বিমল-প্রভাশালিনী শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা কত দূর অদ্বিতীয় বিবেচনা করিয়া দেখ,) উহা দ্বারা যদিও বিচিত্র জগৎ আরোপিত হইয়া থাকে, কিন্তু জগতে উহার সুস্পষ্ট স্ফুটতা প্রকাশিত হয় না। ৩৮। এই যে ধান্যাদি বীজের কণা (দেখিতেছ,) চিৎ-শক্তি, উহাদের অন্তরে আবির্ভূত থাকিয়া সময়ে সুন্দর মৃত্তিকার সহিত বায়ু প্রভৃতির সমাগম হওয়াতে, অঙ্কুরাকারে

ফেনাবর্ত্তবিবর্ত্তান্তে বর্ত্তিনী রসরূপিণী।
কঠিনেন্দ্রিয়সম্বন্ধে করোতি স্পন্দমম্ভসাং ॥ ৪০ ॥
এষা কুসুমগুচ্ছেষু রসরূপেণ সংস্থিতা।
কচতি ঘ্রাণরন্ধ্রেষু করোতি পরিফুল্লতাং। ৪১ ॥
পবনস্পন্দকোশাত্মরূপিণীব ত্বগিন্দ্রিয়ং।
সংসাধয়ত্যাত্মসুতং পিতেবাত্মতয়া তয়া। ৪২।
স্বসত্তাপ্রতিবিম্বাভমাকাশমুকুরোদরে।
ধত্তে কল্পনিমেষাঙ্কং কালাখ্যমমলং বপুঃ। ৪৩।
আমহা পঞ্চমেশানং পরিণামময়া ইমে।
ইদমিত্থমিদং নেতি নিয়তির্ভবতি স্বয়ং। ৪৪।

প্রকাশিত হয়, এবং (ক্রমশঃ তণ্ডুলাকারে পরিণত হইয়া) লোকের ভোজন-বিধি সমাধা করিয়া থাকে। ৩৯। এই চিৎ, সমুদ্রের ফেন, আবর্ত্ত, বিবর্ত্ত প্রভৃতি আকার ধারণ করিয়া, জলের স্পন্দন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, এবং রসরূপে জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়সংযোগে উদর-প্রবেশ করিয়া থাকে। ৪০। এই চিৎ, কুসুমসমূহের মকরন্দ-সংবলিত সৌরভরূপে অবস্থিতি করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্তোষ সাধন করে। ৪১। জন্মদাতা পিতা যেরূপ আত্মজের সন্তোষের আস্পদ হয়, সেইরূপ এই চিৎ, পবনসঞ্চালন-নিবন্ধন ত্বগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। ৪২। যেরূপ মুকুরোদরে পদার্থ-প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ চিৎ-শক্তির প্রতিবিম্ব-স্বরূপ আকাশমুকুরে কল্প ও নিমেষাদি নির্ম্মলদেহ কালের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ৪৩। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহাদেব এই পঞ্চ দেবতাকে অধিকার করিয়া পরিণামময়ী নিয়তি, "ইহা এই প্রকার, বা ইহা এই প্রকার নহে," এইরূপ জ্ঞান জন্মাইয়া আবির্ভূত হয়; অর্থাৎ—চিৎ, সকল কার্য্যের ব্যবস্থাকারিণী মূল শক্তি, সুতরাং তদ্ভিন্ন কোনও কার্য্য সম্পন্ন পারিতে পারে

সাক্ষিণি স্ফার আভাসে গৃহে দীপ ইব ক্রিয়াঃ।
সত্যে তস্মিন্ প্রকাশন্তে জগচ্চিত্রপরম্পরাঃ। ৪৫।
পরমাকাশনগরনাট্যমণ্ডপভূমিষু।
স্বশক্তিবৃত্তং সংসারং পশ্যন্তী সাক্ষিবৎ স্থিতা। ৪৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

শিবস্যাস্য জগন্নাথ শক্তয়ঃ কাঃ কথং স্থিতাঃ।
সাক্ষিতা কা চ কিং তাসাং বৃতং স্যাৎ কিয়দেব তৎ। ৪৭।

ঈশ্বর উবাচ।

অপ্রমেয়স্য শান্তস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
সৌম্যচিন্মাত্ররূপস্য সর্ব্বস্য নাকৃতেরপি। ৪৮।

না। ৪৪। গৃহে যেরূপ দীপের কার্য্য—আলোক প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পরিচ্ছিন্ন জ্যোতিঃ-পদার্থ সাক্ষীস্বরূপ সেই সত্য—ব্রহ্মের সমুদয়ে চিত্র-স্বরূপ জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৪৫। যেরূপ নগরের সুন্দর প্রদেশে নাট্যভূমি রচনা করিয়া নটেরা যথাশক্তি আপনাদের নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিৎ, পরমাকাশস্বরূপ নগরে নাট্যভূমি সংরচন করিয়া, আপনার শক্তিমত অনুষ্ঠিত সংসারসৃষ্টি সন্দর্শন করিয়া, সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিতি করে। ৪৬। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে জগন্নাথ! এই মঙ্গলবিধাতা মহাদেবের শক্তি কি প্রকার? এবং তাহাই বা কিরূপে স্থিতি করিয়া থাকে? ঐ শক্তিসমূহের সাক্ষীই বা কে? এবং তাহাদের কার্য্য ও পরিমাণই বা কি? । ৪৭। ঈশ্বর কহিলেন;—অপ্রমেয়, শান্ত, সৌম্য, চিন্ময়, সর্ব্বফলবিধাতা, আকৃতিহীন, পরমাত্মা মহাদেবের,। ৪৮। হে সুব্রত! ইচ্ছামাত্রে প্রকাশমান,

ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা তথৈব চ।
তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সুব্রত। ৪৯।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্ত্তৃতাকর্ত্তৃতাপি চ।
ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাত্মনঃ। ৫০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

শক্তয়ঃ কুত এবৈতা দৃশ্যন্তে বিস্তরং কথং।
উদয়শ্চ কথং দেব ভেদাভেদশ্চ কীদৃশঃ। ৫১।

ঈশ্বর উবাচ।

শিবস্যানন্তরূপস্য এষা চিন্মাত্রতাত্মনঃ।
এষা হি শক্তিরিত্যুক্তা তস্মাদ্ভিন্না মনাগপি। ৫২।

আকাশে অভিব্যক্ত, কালরূপে, নিয়তিরূপে, এবং মহাসত্তারূপে প্রকাশিত, ।৪৯। জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি, কর্ত্তৃত্ব, এবং কর্ত্তৃত্বশূন্যত্ব ইত্যাদি শিব-শক্তির সীমা নাই। ৫০। বশিষ্ঠ কহিলেন;—কোথা হইতে শিবাত্মা ব্রহ্মের এই সকল শক্তি সমূদ্ভূত হয়, এবং কিরূপেই বা উহা বিস্তৃতি পাইয়া থাকে? কিরূপে ঐ শক্তি সমূহের উদয় ঘটে? এবং তাহার ভেদাভেদই বা কি প্রকার?। ৫১। ঈশ্বর কহিলেন;—চিন্ময়, অনন্তরূপী শিবের যে সকল শক্তির কথা আমি বলিয়াছি, তাহাদের কার্য্যতঃ, গুণতঃ ও শক্তিতঃ কোনওরূপেই বৈভিন্ন্য নাই;—অর্থাৎ বস্তুতঃ সে সমুদায় একমাত্র। ৫২। যেরূপ তরঙ্গাদি-ভেদের আবির্ভাব ঘটিলেও বারিধি প্রভৃত

জ্ঞত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসাক্ষিত্বাদিবিভাবনাৎ।
শক্তয়ো বিবিধং রূপং ধারয়ন্তি বহূদকং। ৫৩।
এবং নৃত্যন্তি নিয়তং ব্রহ্মাণ্ডে নৃত্যমণ্ডপে।
কালেন নর্ত্তকেনেব ক্রমেণ পরিশিক্ষিতাঃ। ৫৪।
আমহারুদ্রপর্য্যন্তমিদমিত্থমিতি স্থিতেঃ।
আতৃণাপদ্মজস্পন্দং নিয়মান্নিয়তিঃ স্মৃতা। ৫৫।
নিয়তির্নিত্যমুদ্বেগবর্জ্জিতা পরিমার্জ্জিতা।
এষা নৃত্যতি বৈ নৃত্যং জগজ্জালকনাটকং। ৫৬।
নানারসবিলাসাঢ্যং বিবর্ত্তাভিনয়ান্বিতং।
কল্পক্ষণহতানেকপুষ্করাবর্ত্তঘর্ঘরং। ৫৭।

বারি ধারণ করিতে ক্রটী করে না, সেইরূপ শিবশক্তির জ্ঞত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, ও সাক্ষিত্বাদি বিবিধ বিকল্পন ঘটিলেও, উহা বিবিধ আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৫৩। যেরূপ নর্ত্তকের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া, তদীয় শিষ্যগণ আপনাদের নৃত্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করে, সেইরূপ কালরূপী নর্ত্তকের নিকট হইতে শিক্ষিত হইয়া, শিবশক্তি সকল ব্রহ্মাণ্ডরূপ নৃত্যমণ্ডপে নৃত্য করিয়া থাকে। ৫৪। তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্মজ ও রুদ্র পর্য্যন্ত সকল পদার্থই এই প্রকারে যে নিয়মের অধীন হইয়া স্পন্দিত হয়, তাহার নাম নিয়তি। ৫৫। যে কাল পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে নিয়তির মালিন্য দূর, এবং উদ্বেগ-পরিহার না ঘটে, সে কাল পর্য্যন্ত সে, এই জগৎ-স্বরূপ নাটকাভিনয়ে নৃত্য করিয়া থাকে। ৫৬। ঐ নাটক নানাবিধ রসমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ; বারংবার গমন-প্রত্যাগমনরূপ অভিনয় হেতু সুদৃশ্য; প্রতিকল্পে পুষ্করাবর্ত্তকাদি যে সমস্ত মেঘগর্জ্জন হইয়া থাকে, তাহাই নাটকাভিনয়স্থলে বাদ্যের কার্য্য করিয়া থাকে। ৫৭।

সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণং ধারাগোলকমন্দিরং ।
ভূয়োভূয়ঃ পতদ্বর্ষভূরিস্বেদজলোৎকরং । ৫৮
পয়োদপল্লবালোলনীলাম্বরকৃতভ্রমং ।
পূর্ণসংশুদ্ধসপ্তাব্ধিরত্নৌঘবলয়াকুলং । ৫৯ ।
ভ্রমচ্ছশিমণিপ্রোতগঙ্গামুক্তাফলত্রয়ং ।
সংদৃষ্টাদৃষ্টসন্ধ্যাভ্রবিলোলকরপল্লবং । ৬০ ।
মগ্নোন্মগ্নমহানেকতারাঘর্ম্মকণোৎকরং ।
চন্দ্রার্ককুণ্ডলস্পন্দস্মিতস্ফুটনভোমুখং । ৬১ ।
কল্পিতানেকব্রহ্মাণ্ডকপাটকবিতানকং ।
লুঠল্লোকান্তরব্যূহধ্বনৎমুক্তাঙ্কপল্লবং । ৬২ ।

সকল ঋতুতে যে সমস্ত কুসুমবিকাশ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহারাই নাট্যশালায় সজ্জিত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে ; বর্ষাকালে পৃথিবীতে যে অনর্গল বারি-ধারা নিপতিত হয়, তাহাই নাট্যমন্দির । ৫৮ । চঞ্চল মেঘমালা প্রকাশিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, নাট্যমন্দির নীলবসনে আবৃত ; পৃথিবী সপ্ত সমুদ্রে সংবেষ্টিত বলিয়া বোধ হয় যেন, (অভিনেত্রী), উজ্জ্বল বিশুদ্ধ বলয়পরিধানে পরিহিত । ৫৯ । পৃথিবীতে দিবানিশি চন্দ্র সূর্য্যের উদয় ও জাহ্নবীধারা পতিত হওয়াতে বোধ হয়, (অভিনেত্রী), হারত্রয়-পরিধানে সুশোভিত ; যে সন্ধ্যা-সময় লোকের নিকটে কখনও পরিস্ফুট, কখনও অস্ফুট বলিয়া পরিচিত, সেই সান্ধ্য সময়ই (অভিনেত্রীর) বিলোল করপল্লবরূপে প্রকাশিত । ৬০ । দৃশ্য ও অদৃশ্য উজ্জ্বল তারকানিকর, (অভিনেত্রীর) ঘর্ম্মকণার ন্যায় প্রকাশিত ; আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হওয়াতে তাহারা (অভিনেত্রীর) কুণ্ডলরূপে পরিচিত । ৬১ । কল্পনাময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসকল, এই নাট্যশালার তিরস্করিণী-

অস্মিন্ বিকারবলিতেনির্য়তের্বিলাসে
সংসারনাম্নি চিরনাটকনাট্যসারে।
সাক্ষী সদোদিতবপুঃ পরমেশ্বরোঽয়-
মেকঃ স্থিতো নচ তয়া ন চ তেন ভিন্নঃ। ৬৩

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে নিয়তিনৃত্যং
নাম দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গঃ। ✱। ৫২। ✱।

রূপে প্রকাশিত; অন্যান্য লোক সকল, ব্যাকুলভাবে লুণ্ঠিত হওয়াতে ইহার মুক্তাময় কারুকার্য্যরূপে সমুদ্ভাসিত। ৬২। বিকারসংবলিত নিয়তির বিলাস-ক্ষেত্র, উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয়পক্ষে অনুকূল, এই সংসারে সাক্ষাৎ প্রভুস্বরূপ, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর নিত্যকাল সমুদিত রহিয়াছেন; পরমার্থভাবে দেখিলে, তিনি নটী ও নাট্য হইতে ভিন্ন নহেন;—অর্থাৎ সংসার-নাট্যশালার নটী ঐশীশক্তি, এবং নট ইচ্ছাময় ব্রহ্ম। ৬৩।

ঈশ্বর উবাচ ।

এষ দেবঃ স পরমঃ পূজ্য এষ সদা সতাং ।
চিন্মাত্রমনুভূত্যাত্মা সর্ব্বগঃ সর্ব্বসংশ্রয়ঃ । ১ ।
ঘটে পটে বটে কুড্যে শকটে বানরে স্থিতঃ ।
শিবোহরো হরির্ব্রহ্মা শক্রোবৈশ্রবণোযমঃ । ২ ।
বহিরন্তশ্চ সর্ব্বাত্মা সদা সাত্মা সুবুদ্ধিভিঃ ।
বিবিধেন ক্রমেণৈষ ভগবান্ পরিপূজ্যতে । ৩ ।
বহিস্তাবন্মহাবুদ্ধে ক্রমেণ পরিপূজ্যতে ।
যেন তৎ শৃণু তত্ত্বজ্ঞ শ্রোষ্যস্যন্তঃ ক্রমং ততঃ । ৪ ।
পূজাক্রমেষু সর্ব্বেষু দেহগেহং পবিত্রকং ।
ত্যাজ্যং দেহাববোধাত্মা পরং যত্নাৎ পবিত্রকং । ৫ ।

ঈশ্বর কহিলেন ;—সংসার-নাটকের সাক্ষীস্বরূপ সেই চিদাত্মা পরমেশ্বরই প্রধান দেবতা। সাধুগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন ; তিনি চৈতন্ত-শক্তিদ্বারা অনুভূত হইয়া থাকেন, এবং সকল স্থানে তাঁহার গতি, ও সকল পদার্থে তাঁহার অবস্থিতির বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়।১। (তিনি) ঘটে, পটে, বটবৃক্ষে, ভিত্তিতে, শকটে এবং বানরদেহে আবির্ভূত আছেন ; হরি, হর, ব্রহ্মা, শক্র, কুবের এবং যম। ২। ইহাঁদের দেহে তাঁহার আত্মার আবির্ভূততা দেখিতে পাওয়া যায় ; তিনি সকল পদার্থের বাহিরে এবং অন্তর মধ্যে প্রকাশিত আছেন ; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ আত্মাবিশিষ্ট দেবতা সেই ভগবান্‌কেই, (বাহ্যাভ্যন্তর-ভেদে) বিবিধ পূজাপদ্ধতির অনুসরণ করতঃ সতত পূজা করিয়া থাকেন। ৩। হে মহাবুদ্ধিশালিন্ তত্ত্বজ্ঞ মুনে! যে প্রকার বহিরর্চ্চনায় তাঁহার পূজা হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ; তদনন্তর যথাক্রমে যে প্রকারে অন্তরে তাঁহার অর্চ্চনা হইয়া থাকে, তাহাও শুনিতে পাইবে। ৪। সকল প্রকার পূজা-পদ্ধতিতেই যথাক্রমে (শাস্ত্রোক্ত সংস্কার এবং স্নানাচমনাদি দ্বারা) পবিত্রভাবাপন্ন এই দেহগৃহকে পরিত্যাগ করা

পূজনং ধ্যানমেবাস্তনান্যদস্ত্যস্য পূজনং।
তস্মাত্রিভুবনাধারং নিত্যং ধ্যানেন পূজয়েৎ। ৬।
চিদ্রূপং সূর্য্যলক্ষাভং সমস্তাভাসভাসনং।
অন্তস্থচিৎপ্রকাশং ত্বমহন্তা সারমাশ্রয়েৎ। ৭।
অপারপরমাকাশবিপুলাভোগকন্ধরং।
অনন্তাধস্তনাকাশকোশপাদসরোরুহং। ৮।
অনন্তদিক্তটাভোগভুজমণ্ডলমণ্ডিতং।
নানাবিধমহালোকগৃহীতপরমায়ুধং। ৯।
হৃৎকোশকোণবিশ্রান্তব্রহ্মাণ্ডৌঘপরম্পরং।
প্রকাশপরমাকাশপারগাপারবিগ্রহং। ১০।

বিধেয়, কিন্তু দেহজ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপ চিদাত্মাকে পরম পবিত্র জ্ঞান করিয়া যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ৫। অন্তরে পরমাত্মার ধ্যানধারণাই প্রকৃত পূজা, এতদ্ব্যতীত তাঁহার সাধনার অন্য উপায় নাই; অতএব, ত্রিভুবনের আধার সেই পরমাত্মাকে নিত্যকালই ধ্যানযোগে পূজা করা কর্ত্তব্য। ৬। চৈতন্যরূপ, লক্ষসূর্য্যের আভাসদৃশ; সকল আভাস,—অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, ঐ রূপের সাহায্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে; এইরূপ অন্তরের চৈতন্যকে সমুৎপাদিত করে, এবং ইহা অহং প্রভৃতি জ্ঞানের সারভূত; অতএব, ইহাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ৭। অসীম পরমাকাশ ইহাঁর বিপুল ভোগশালী কন্ধর, অর্থাৎ কণ্ঠদেশের ঊর্দ্ধভাগ; অনন্ত অধস্তন আকাশকোশ, ইহাঁর পদ-সরোরুহের ন্যায় অবস্থিত। ৮। অনন্ত দিঙ্‌মণ্ডল সকল ইহাঁর ভুজাবলীরূপে প্রকাশিত; সত্যাদি নানাবিধ লোক সকল ঐ ভুজসকলের পরমায়ুধরূপে শোভাবিশিষ্ট। । ৯। তাঁহার হৃদয়কোশের কোণদেশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সকল শোভা পাই-তেছে; তিনি প্রকাশস্বরূপে পরমাকাশের পারগত হইয়া, অপার বিগ্রহ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ১০। তিনি অধ, ঊর্দ্ধ, দিক্, বিদিক্ প্রভৃতি সকল স্থানে

অধঊর্দ্ধশ্চতুর্দ্দিক্ষু বিদিক্ষু চ নিরন্তরং।
ব্রহ্মেন্দ্রহরিরুদ্রেশপ্রমুখামরমণ্ডিতং। ১১।
ইমাং ভূতশ্রিয়ং তস্য রোমালিং প্রবিচিন্তয়েৎ। ১২।
ইচ্ছাদ্যাঃ শক্তয়স্তস্য চিন্তনীয়াঃ শরীরগাঃ।
এষ দেবঃ স পরমঃ পূজ্যো ধ্যেয়শ্চ সর্ব্বদা। ১৩।
চিন্মাত্রমনুভূত্যাত্মা সর্ব্বগঃ সর্ব্বসংশ্রয়ঃ। ১৪।
শিবোহরোহরির্ব্রহ্মাশক্রোবৈশ্রবণোযমঃ।
অনন্তৈকপদাধারসত্তামাত্রৈকবিগ্রহঃ। ১৫।
বিবর্ত্তিতজগজ্জালঃ কালোহস্য দ্বারপালকঃ।
সশৈলভুবনাভোগমিদং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলং। ১৬।

সতত প্রকাশিত আছেন; ব্রহ্মা, ইন্দ্র, হরি, রুদ্র এবং ঈশ্বর প্রভৃতি অমরবৃন্দ তাঁহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছেন। ১১। নিখিল প্রাণিসমূহ তদীয় শরীরের রোমরাজিরূপে প্রকাশিত, ইহা চিন্তা করা সাধকের কর্ত্তব্য। ১২। তদীয় দেহাশ্রয়িণী ইচ্ছা প্রভৃতি শক্তি সকলকে ভাবনা করা, (লোকের) কর্ত্তব্য; (অধিক কি বলিব,) এই দেবতাই প্রধান দেবতা, অতএব সর্ব্বদা ইহাঁর পূজা ও ধ্যান করা বিধেয়। ১৩। চৈতন্যসহায়তায় (জীব) ইহাঁকে অনুভব করিয়া থাকে; ইনি সকলের আশ্রয়স্বরূপ এবং সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট। ।১৪। শিব, হরি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের এবং যম তাঁহার রূপভেদে ইহাঁদের ভিন্ন নাম ধারণ মাত্র; যখন ভিন্নতার পরিহার ঘটে, তখনই সেই এক ব্রহ্ম-পদের অনন্ত মূর্ত্তির অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং অনেক মূর্ত্তি, একত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। ১৫। যে কাল, এই জগজ্জালকে বিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, সশৈল এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিলেও সেই কালই, ইহাঁর দ্বারপালরূপে

দেহকোণোঽস্য কস্মিংশ্চিৎ স্বাঙ্গাবয়বতাং গতং।
বিচিন্তয়েন্মহাদেবং সহস্রশ্রবণেক্ষণং। ১৭।
সহস্রশিরসং শান্তং সহস্রভুজভূষণং।
সর্ব্বত্রেক্ষণশক্ত্যাঢ্যং সর্ব্বতোঘ্রাণশক্তিকং। ১৮।
সর্ব্বতঃ স্পর্শনময়ং সর্ব্বতোরসনান্বিতং।
সর্ব্বতঃ শ্রবণাকীর্ণং সর্ব্বত্র মননান্বিতং। ১৯।
সর্ব্বতো মননাতীতং সর্ব্বতঃ পরমং শিবং।
সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ত্তারং সর্ব্বসংকল্পিতার্থদং। ২০।
সর্ব্বভূতান্তরাবস্থং সর্ব্বং সর্ব্বৈকসাধনং।
ইতি সঞ্চিন্ত্য দেবেশমর্চ্চয়েদ্বিধিপূর্ব্বকং। ২১।

নিয়োজিত থাকে। ১৬। ইহাঁর দেহকোণের কোনও প্রদেশে মহাদেব মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শরীর ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন; সকল প্রাণী-দিগের শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতি অবয়বই তদীয় বিশ্বরূপের প্রতিকৃতি; (অতএব তাঁহার ধ্যান করা কর্ত্তব্য)। ১৭। তাঁহার সহস্র শির থাকাতে তিনি (সহস্রশীর্ষা নামে পরিচিত); তিনি শান্ত, সহস্রভুজসম্পন্ন; তিনি সর্ব্বত্র দর্শন করিতে পারেন, সকলদিকেই তাঁহার ঘ্রাণশক্তি সুপ্রকাশিত। ১৮। তিনি সম্যক্ প্রকারে স্পর্শনময়, সকলদিকে রসনাবিশিষ্ট, শ্রবণশক্তিসম্পন্ন, এবং মনন-বিশিষ্ট। ১৯। তিনি সকল প্রকারে ইচ্ছার অতীত, সর্ব্বদা সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, সকল প্রকার সংকল্পিত ফল প্রদান করেন; তিনি অশেষ প্রকারে শুভ-ফল-বিধাতা। ২০। "সেই অন্তর্যামী সকল প্রাণীর অন্তরে অবস্থিতি করেন, তিনি সকলের সাধনার সামগ্রী, সর্ব্বময়, এবং দেবগণেরও দেবতা," এই প্রকার ভাবনা করিয়া, যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ২১।

বিধানমর্চ্চনস্যেদং শৃণু ব্রহ্মবিদাম্বর।
স্বসংবিদাত্মা দেবোহয়ং নোপহারেণ পূজ্যতে। ২২।
ন দীপেন ন ধূপেন ন পুষ্পবিভবার্পণৈঃ।
ন চ কুঙ্কুমকর্পূরভোগৈশ্চিত্রৈর্ন চেতরৈঃ। ২৩।
নিত্যমক্লেশলভ্যেন শীতলেনাবিনাশিনা।
একেনৈবামৃতেনৈষ বোধেন স্বেন পূজ্যতে। ২৪।
এতদেব পরং ধ্যানং পূজৈষৈব পরা স্মৃতা। ২৫।
যদনারতমন্তস্থশুদ্ধচিন্মাত্রবেদনং।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্
স্বপন্ শ্বসন্। ২৬।

হে ব্রহ্মবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য! এই দেবতার অর্চ্চনা-প্রণালী এই প্রকার, (তুমি ইহা আমার নিকট হইতে) শ্রবণ কর; (জানিও) আপনার চৈতন্য-প্রভাবে প্রকাশিত এই পরমাত্মাকে কেবল উপহার প্রদান করিলে তাঁহার পূজা করা হয় না। ২২। দীপদান, ধূপদান, সুগন্ধ-পুষ্প-সমর্পণ, অন্ন প্রভৃতি দান, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য বিলেপন দ্বারা (তাঁহার সেরূপ পূজা হয় না) এবং কুঙ্কুম, কর্পূর প্রভৃতি ভোগ্য পদার্থ, ও ছত্র, চামর এবং দর্পণাদি পদার্থ প্রদানে (তাঁহার সেরূপ প্রীতিসাধন হয় না)। ২৩। কেবল নিত্যকালাবধি অক্লেশলভ্য, অবিনাশী, স্নিগ্ধ, একমাত্র স্বকীয় আত্মা-সাক্ষাৎকাররূপ বোধামৃত দ্বারা ইহাঁর যেরূপ অর্চ্চনা সমাহিত হইয়া থাকে। ২৪। ইহাই উৎকৃষ্ট ধ্যান, এবং প্রধান পূজা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৫। যখন সতত অন্তরস্থিত শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে, যখন উহাঁকে দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা (উহাঁর গুণকথা শ্রবণ,) স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উহাঁকে স্পর্শ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা (উহাঁর সৌরভ) আঘ্রাণ, উহাঁকে ভোগ, উহাঁর উদ্দেশে গমন, উহাঁকে স্বপ্নকালে সন্দর্শন, উহাঁর উদ্দেশে শ্বাস পরি-

প্রলপন্বিসৃজন্ গৃহ্নন্ শুদ্ধসংচিন্ময়ো ভবেৎ ।
ধ্যানামৃতেন সংপূজ্য স্বয়মাত্মানমীশ্বরং । ২৭ ।
ধ্যানমর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ শুদ্ধসংবেদনাত্মকং ।
ধ্যানসংবেদনং পুষ্পং সর্ব্বং ধ্যানপরং বিদুঃ । ২৮ ।
বিনা তেনেতরেণায়মাত্মা লভ্যত এব নো ।
ধ্যানাৎ প্রসাদমায়াতি সর্ব্বভোগসুখশ্রিয়ঃ । ২৯ ।
দিবসং পূজয়িত্বেবং পরে ধাম্নি বসেন্নরঃ ।
এষোঽসৌ পরমোযোগ এষা সা পরমা ক্রিয়া । ৩০ ।
পাবনং পাবনানাং যৎ যৎ সর্ব্বতমসাং ক্ষয়ঃ ।
তদিদানীং প্রবক্ষ্যেঽহমন্তঃপূজনমাত্মনঃ । ৩১ ।

ত্যাগ । ২৬ । উহাঁর প্রসঙ্গ আলাপ, অন্তরে তাঁহার সৃষ্টি, ও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায়, তখন জীব, ধ্যানরূপ অমৃত বর্ষণ দ্বারা আত্মারূপী ঈশ্বরের অর্চ্চনা করে, এবং শুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রহ্ম হইয়া থাকে । ২৭ । শুদ্ধ চৈতন্যময় ব্রহ্মের ধ্যানই অর্ঘ্য, এবং ধ্যানই পাদ্য ; ধ্যানের সহিত চৈতন্য সম্মিলিত হইলে উহা পুষ্পসদৃশ হইয়া থাকে ; অতএব, তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা ধ্যানকেই সকলের প্রধান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । ২৮ । সেই ধ্যান-সমাশ্রয়-ব্যতিরেকে পরমাত্মা-প্রাপ্তি ঘটে না ; ধ্যান-প্রভাবে তাঁহার প্রসন্নতা—অর্থাৎ স্বরূপত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এবং মনুষ্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভাদি পর্য্যন্ত সকলের প্রার্থনীয় ভোগসুখ লাভ হইয়া থাকে । ২৯ । এই প্রকার পূজা (অন্ততঃ) এক দিবসও করিতে পারিলে, লোকে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহারই নাম প্রধান যোগ, এবং পরম ক্রিয়া । ২৯ । যে পূজায় পবিত্র দ্রব্যেরও পবিত্রতা ঘটে, এবং যাহা সকল প্রকার অজ্ঞানবিনাশের হেতু, (আমি তোমার নিকটে) পরমাত্মাকে কিরূপে অন্তরে অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহার বিষয় এক্ষণে বলিতেছি, (শ্রবণ কর) । ৩১ । জীব

গচ্ছতস্তিষ্ঠতশ্চৈব জাগ্রতঃ স্বপ্নতোঽপি চ।
সর্ব্বাচারগতা পূজা নিত্যং ধ্যানাত্মিকা ত্বিয়ং। ৩২।
নিত্যমেব শরীরস্থমিমং ধ্যায়েৎ পরং শিবং।
সর্ব্বপ্রত্যয়কর্ত্তারং স্বয়মাত্মানমাত্মনা। ৩৩।
শয়ানমুত্থিতঞ্চৈব ব্রজন্তমথবা স্থিতং।
স্পৃশন্তমভিতঃ স্পৃশ্যং ত্যজন্তমথবাভিতঃ। ৩৪।
ভুঞ্জানং সংত্যজন্তঞ্চ ভোগানাভোগপীবরান্।
বাহ্যার্থপরিকর্ত্তারং সর্ব্বকার্য্যস্বরূপদং। ৩৫।
দেহলিঙ্গেষু শান্তস্থং ত্যক্তলিঙ্গান্তরাদিকং।
যথা প্রাপ্তার্থসংবিত্ত্যা বোধলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। ৩৬।

গমন করুক, বা স্থিতি করিতে থাকুক, জাগ্রত থাকুক, বা স্বপ্নাবেশে অভিভূত হউক, সকল আচারের বশবর্ত্তিনী ধ্যানময়ী পূর্ব্বোক্ত প্রকার পূজা নিত্য করাই বিধেয়। ৩১। মঙ্গল-বিধাতা যে মহাদেব জীবশরীরে আবির্ভূত আছেন, যিনি সম্যক্ প্রকারে সকলের নিকটে আপনার আবির্ভূততার পরিচয় আত্মারূপে বিধান করিয়া থাকেন, সেই পরম দেবতাকে নিত্যকাল অর্চ্চনা করা উচিত। ৩৩। তিনি শয়িত থাকুন, বা উত্থিত হউন, গমন করুন, বা এক স্থানে অবস্থিত থাকুন, স্পর্শাদি বিষয়কে স্পর্শ করুন, বা ভোগসকলকে পরিত্যাগ করুন, জাগ্রদাদি বিষয়সকলকে সৃষ্টি করুন, বা সকল কার্য্যের স্বরূপত্ব প্রদান করুন,। ৩৪। ৩৫। তিনি স্থূলদেহে-মৃত্তিকা, শিলা প্রভৃতি প্রতিমাতে শান্তভাবে অবস্থিতি করুন, বা স্থূলদেহ-সমাশ্রয় পরিত্যাগ করুন, যেরূপ জ্ঞান-বিকাশ ঘটিবে, সেইরূপে সেই চৈতন্যরূপী শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ৩৬। যাহাদের অর্থ—অর্থাৎ প্রয়োজনীয়

প্রবাহপতিতার্থস্থঃ স্ববোধস্নানশুদ্ধিমান্।
নিত্যাববোধার্হণয়া বোধলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। ৩৭।
জ্ঞাতারং জ্ঞেয়দৃষ্টীনাং কর্ত্তারং সর্ব্বকর্ম্মণাং।
ভোক্তারং সর্ব্বভোজ্যানাং স্মর্ত্তারং সর্ব্বসংবিদাং। ৩৮।
সম্যক্ সংবিদিতাঙ্গৌঘং ভাবাভাবনভাবিতং।
আভাসভাস্বরং ভূরি সর্ব্বগং চিন্তয়েচ্ছিবং। ৩৯।
নিষ্কলং সকলঞ্চৈব দেহস্থং ব্যোমচারিণং।
অরঞ্জিতং রঞ্জিতঞ্চ নিত্যমঙ্গাঙ্গসংবিদং। ৪০।
মনোমননশক্তিস্থং প্রাণাপানান্তরোদিতং।
হৃৎকণ্ঠতালুমধ্যস্থং ভ্রূনাসাপুটপীঠগং। ৪১।

বিষয় সকল প্রারব্ধপ্রবাহে পতিত—অর্থাৎ ভোগে লিপ্ত হইয়াছে, আত্ম-জ্ঞান রূপ অবগাহন দ্বারা শুদ্ধিতা প্রাপ্ত হইয়া, জ্ঞানের উপযুক্ত অর্চ্চনা দ্বারা জ্ঞানময় শিবের অর্চ্চনা করা তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। ৩৭। তিনি জ্ঞেয় দৃষ্টির মর্ম্ম অবগত আছেন, তিনি সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, সকল প্রকার ভোজ্যদ্রব্যের ভোক্তা, এবং সকল প্রকার জ্ঞানের সংস্মর্ত্তা, । ৩৮। তিনি সম্যক্ প্রকারে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংবিদিত আছেন, বিষয়ভাবনা এবং তদ্বিহীনতা দ্বারা তিনি সংলক্ষিত; তিনি সকল প্রকার তেজঃ-পদার্থ হইতে দীপ্তিমান্, তিনি সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট, অতএব, সেই শিবের পূজা করা কর্ত্তব্য। ৩৯। তিনি অংশবিবর্জ্জিত, অথচ অংশময়, তিনি দেহে অবস্থিত থাকিয়াও আকাশে বিহার করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং অরঞ্জিত অথচ লোকরঞ্জন, তিনি নিত্যকাল আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবগত আছেন;—অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-ব্যাপী বোধরূপী। ৪০। তিনি মনের বাসনা-শক্তিতে অবস্থিতি করেন, প্রাণ এবং অপানের অন্তরে তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে; তিনি হৃদয়, কণ্ঠ, এবং তালুমধ্যে অবস্থিতি করেন ও ভ্রূযুগল এবং নাসাপুট অতিক্রম করিয়া গমন করিয়া থাকেন। ৪১। তিনি অন্তর-

ষট্‌ত্রিংশৎপদকোটিস্থমুন্মনান্তদশাতিগং।
কুর্ব্বন্তমন্তঃ শব্দাদীংশ্চোদয়ন্তং মনঃখগং। ৪২।
বিকল্পিন্যবিকল্পে চ দ্বিবিধে বাক্‌পথে স্থিতে।
তিলে তৈলমিবাঙ্গেষু সর্ব্বেষ্বেবান্তরং স্থিতং। ৪৩।
কলাকলঙ্করহিতং কঠিনঞ্চ কলাগণৈঃ।
একদেশে সুহৃৎপদ্মে সর্ব্বদেহে চ সংস্থিতং। ৪৪।
চিন্মাত্রমমলাভাসং কলাকলনকল্পনং।
প্রত্যক্ষদৃশ্যং সর্ব্বত্র স্বানুভূতিময়াত্মকং। ৪৫।
প্রত্যক্‌চেতনমাত্মীয়মর্থিত্বেন পুনঃ স্থিতং।
পদার্থানামুপেত্যাশু ক্ষণাদ্দ্বিত্বমিবাগতং। ৪৬।

স্থিত শব্দাদি বিষয় সকলকে শৈবশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের চরম স্থানে অবস্থিত করাইয়া থাকেন, এবং কালী, রৌদ্রী প্রভৃতি শক্তিবিভাগের অন্তদশা অতিক্রমপূর্ব্বক মনরূপ পক্ষীকেও পূর্ব্বোক্ত পথে প্রেরিত করিয়া থাকেন। ৪২। যেরূপ তিলতৈল শরীরে মর্দ্দন করিলে, উহাতে তিলের অস্তিত্ব নাই, এরূপ মনে করিতে পারা যায় না, সেইরূপ বিকল্প এবং নির্ব্বিকল্প যে দুইটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সকলের অন্তরে ব্রহ্মের অভিব্যাপ্তি আছে। ৪৩। তাঁহাতে কলা-কলঙ্ক-সন্নিবেশ সম্ভবে না; কিন্তু তিনি যখন স্থূল-দেহাশ্রয় করেন, তখনই কঠিনতার আশ্রয়—অর্থাৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন; তিনি সর্ব্বদেহে—বিশেষতঃ সাধুদিগের হৃদয়পদ্মের একদেশে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ৪৪। তিনি লোকের নিকটে প্রত্যক্ষের ন্যায় দৃশ্য হইয়া থাকেন,—অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীরা তাঁহাকে সকল সময়ে দেখিতে পান; তিনি অমল প্রতিবিম্বরূপে প্রতিফলিত, কলাকল্পনার অধিষ্ঠানস্বরূপ, এবং সর্ব্বত্র স্বকীয় অনুভব দ্বারা আত্মারূপে প্রকাশিত। ৪৫। সেই পূর্ণ পদার্থ এক হইলেও ক্ষণকালের মধ্যে আপনার স্বরূপতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, জীবের প্রার্থনানুসারে

সহস্তপাদাবয়বঃ সকেশনখদন্তকঃ।
স্বদেহসম্বিদাভাসো দেবোঽহয়মিতি ভাবয়েৎ। ৪৭।
বিচিত্রাঃ শক্তয়ো বহ্বো নানাচারা মনোদৃশাং।
উপাসতে মামনিশং পত্ন্যঃ কান্তমিবোত্তমং। ৪৮।
মনো মে দ্বারপালোঽয়ং নিবেদিতজগত্রয়ঃ।
চিন্তেয়ং মে প্রতীহারী দ্বারস্থা শুদ্ধরূপিণী। ৪৯।
শক্তির্ম্মাত্মিকা বুদ্ধিঃ ক্রিয়া চৈব বরাঙ্গনা।
জ্ঞানানি চ বিচিত্রাণি ভূষণান্যঙ্গগানি মে। ৫০।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি দ্বারাণি বুদ্ধীন্দ্রিয়গণৈঃ সহ।
অয়ং সোঽহমনন্তাত্মা ব্যবচ্ছেদোজ্ঝিতাকৃতিঃ। ৫১।

তদীয় দেহাভ্যন্তরে আত্মীয়তা-প্রাপ্ত হইয়া স্থিতি করিয়া থাকেন; আত্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্থ-সমূহে প্রাদুর্ভূত থাকিয়া, সঙ্কেতপ্রযুক্তই যেন ক্ষণকালের জন্য দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪৬। এই দেবতার, হস্ত, পাদ, কেশ, নখ ও দন্তাদি অবয়ব বর্ত্তমান আছে; ইহাঁর স্বকীয় শরীরসম্বিদই প্রতিবিম্বের পরিচয় প্রদান করে, এইরূপ চিন্তা করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে ধ্যানধারণা করা কর্ত্তব্য। ৪৭। নারীগণ যেরূপ কমনীয় কান্তের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় মন এবং দৃষ্টির বিবিধ বিচিত্র শক্তি সকল নানাপ্রকার কার্য্যের অনুগত হইয়া, সর্ব্বদা আমারই উপাসনা করিয়া থাকে। ৪৮। আমার অন্তঃকরণ ত্রিজগতত্ত্ব অবগত হইয়া দ্বারপালরূপে অবস্থিতি করে; আমার চিন্তা, শুদ্ধরূপ ধারণ—অর্থাৎ মালিন্য পরিহার করিয়া, দ্বারে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রতীহারীর কার্য্য করিয়া থাকে। ৪৯। আত্মসম্বন্ধিনী বুদ্ধিই আমার শক্তি; মদীয় প্রাণশক্তি সুন্দর ললনাতুল্য; বিচিত্র জ্ঞানসকল আমার শরীর-শোভন ভূষণ সমুদায়। ৫০। বুদ্ধীন্দ্রিয়ের সহিত সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারস্বরূপে বিরাজিত; আমি সেই অনন্তাত্মা, মদীয় আকারে তাঁহার

তিষ্ঠামি ভরিতৈকাত্মা পূর্ণঃ সর্ব্বাবপূরকঃ।
ইতি দৈবীমুপাশ্রিত্য স্বচ্ছামাত্মচমৎকৃতিং। ৫২।
দেবত্বপরিপূর্ণোঽন্তরদীনাত্মাবতিষ্ঠতে।
নাস্তমেতি ন চোদেতি ন তুষ্যতি ন কুপ্যতি। ৫৩।
ন তৃপ্তিং ন ক্ষুধং যাতি নাভিবাঞ্ছতি নোজ্ঝতি।
সমঃ সমসমাচারঃ সমাভাসঃ সমাকৃতিঃ। ৫৪।
দেবার্চ্চনং করোত্যেবং দীর্ঘদীর্ঘমহর্নিশং।
চিত্তত্বচলিতো দেহো দেবোঽস্য সমুদাহৃতঃ। ৫৫।
যথা প্রাপ্তেন সর্ব্বেণ তমর্চ্চয়তি বস্তুনা।
সময়া সর্ব্বয়া বুদ্ধ্যা চিন্মাত্রং দেব চিৎপরং। ৫৬।

আকারের ব্যবচ্ছেদ নাই;—অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণাকারে আমাতে বিরাজিত। ।৫১। আমি সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণভাবাপন্ন এবং একমাত্র আত্মা—ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া, এই প্রকারে দেবানুগত নির্ম্মল আত্মা মৎকৃতিত্বের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছি।৫২। যাহার অন্তঃকরণ দেবভাবে পরিপূর্ণ, সে মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া অবস্থিতি করে; তাহার অদর্শন, উদয়, সন্তোষ, বা কোপ কিছুই থাকে না। ৫৩। তাহার তৃপ্তি বা ক্ষুধা থাকে না; সে কোনও বিষয় কামনা করে না, বা (হেয় জানিয়া, উহা) পরিত্যাগ করে না; তাহার অন্তঃকরণ সাম্যভাবাপন্ন এবং আচার জীবন্মুক্তের আচারসদৃশ; সে, সমান প্রতিবিম্ব এবং সমান-আকার-বিশিষ্ট। ৫৪। যখন দিবারাত্র সতত এই প্রকার দেবাদিদেব অর্চ্চনা হয়, সে সময়ে দেহ হইতে চিত্তত্ব চলিয়া যায়; তখন মনবিহীন দেহই দেবতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৫৫। যখন যে সকল বস্তু আমাদের হস্তগত হইয়া থাকে, তখন উহা দ্বারা সাম্যভাবাপন্ন সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধির সাহায্যে চিন্ময়প্রধান সেই দেবতাকে লোকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ৫৬। ক্রমে ক্রমে কি বাহিরে, কি অভ্যন্তরে, যে কোনও বস্তু

যথাপ্রাপ্তক্রমোখেন সর্ব্বার্থেণ সমর্চ্চয়েৎ।
মনাগপি ন কর্ত্তব্যোহযত্নোহত্রাপূর্ব্ববস্তুনি। ৫৭।
প্রাপ্তদেহতয়া নিত্যং তথার্থক্রিয়য়ানয়া।
কামসংসেবনেনাথ পূজয়েচ্ছোভনং বিভুং। ৫৮।
ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানেন নানাবিভবশালিনা।
শয়নাসনযানেন যথাপ্তেনার্চ্চয়েচ্ছিবং। ৫৯।
কান্তান্নপানসম্ভোগসম্ভারাদিবিলাসিনা।
সুখেন সর্ব্বরূপেণ সংবুদ্ধ্যাত্মানমর্চ্চয়েৎ। ৬০।
অধিব্যাধিপরীতেন মোহসংরম্ভশালিনা।
সর্ব্বোপদ্রবদুঃখেন প্রাপ্তেনাত্মানমর্চ্চয়েৎ। ৬১।
সমস্তৈশ্চ সমস্তানাং চেষ্টানাং জগতঃ স্থিতেঃ।
মৃতিজীবিতস্বপ্নাদ্যৈঃ প্রাপ্তৈরাত্মানমর্চ্চয়েৎ। ৬২।

আমাদের করস্থ হয়, তদ্দ্বারা এই পরম দেবতার অর্চ্চনা করা উচিত; এরূপ অপূর্ব্ব বস্তুর প্রতি অনাদর প্রকাশ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। ৫৭। দেহধারণ দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি প্রাপ্ত হইয়া, যথোপযুক্ত শাস্ত্রীয় ব্যবহারানুসরণ করতঃ অন্নপানাদি কামনার সামগ্রী সমস্ত এই ঈশ্বরে সমর্পণ করা (লোকের) কর্ত্তব্য। ৫৮। নানাবিধ সুস্বাদু ভক্ষ্য, ভোজ্য,অন্ন,পান, এবং বিবিধ বিভশালি শয়ন, আসন এবং যান প্রদান দ্বারা আপ্ত ব্যবহার—অর্থাৎ স্বয়ং যেরূপ ভোজ্য, ভক্ষ্য প্রভৃতি ভোগ করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া যায়, সেইরূপে শিবের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ৫৯। কমনীয় অন্ন, পান এবং সকল প্রকার সুখজনক সামগ্রী সমর্পণ পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, আত্মা—ব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত। ৬০। আধিব্যাধির আক্রমণে আক্রান্ত, এবং মোহসম্ভূত নানাপ্রকার উপদ্রবে উপদ্রুত হইলেও ব্রহ্মার্চ্চনা পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে। ৬১। জগতের স্থিতি-সম্বন্ধে যে সকল চেষ্টা (দেখিতে পাওয়া যায়,) তত্তাবতের ফল, এবং

নানাকলহকল্লোলললনোল্লাসশালিনা।
রাগদ্বেষবিলাসেন সৌম্যমাত্মানমৰ্চ্চয়েৎ। ৬৩।
সতাং হৃদয়গামিন্যা রূঢ়য়া শশিশীতয়া।
মৈত্র্যা মাধুর্য্যধর্ম্মিণ্যা হৃৎস্থমাত্মানমর্চ্চয়েৎ ৬৪।
উপেক্ষয়া করুণয়া সদা মুদিতয়া হৃদি।
শুদ্ধয়া শক্তিপদ্ধত্যা বোধেনাত্মানমর্চ্চয়েৎ। ৬৫।
আকস্মিকোপযাতেন স্থিতেনানিয়তেন চ।
ভোগাভোগৈকভোগেন প্রাপ্তেনাত্মানমর্চ্চয়েৎ। ৬৬।
ভোগানামনিষিদ্ধানাং নিষিদ্ধানাঞ্চ সর্ব্বদা।
ত্যাগেন বাতিরাগেণ স্বাত্মানং শুদ্ধমর্চ্চয়েৎ। ৬৭।

জীবন, মরণ ও স্বপ্নাবস্থা প্রভৃতি (যাহা জীবকে ভোগ করিতে হয়,) তদ্দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করা কর্ত্তব্য। ৬২। বহুবিধ কলহকল্লোলে ভাসমান, এবং ললনা-লাভ বাসনায় অন্তরে রাগ-দ্বেষাদি আবির্ভূত হইলেও সৌম্যমূর্ত্তি পরমাত্মার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ৬২। সজ্জনগণের অন্তঃকরণে মাধুর্য্যধর্ম্ম-বিশিষ্ট শশিকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ যে মিত্রভাবের উদয় হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা হৃদয়বিহারি ব্রহ্মের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। ৬৪। যে বোধের উদয় হইলে, অন্তর হইতে অন্য ভাব অপসারিত হয়, সর্ব্বদা সন্তোষপ্রাপ্ত, কারুণ্যবিশিষ্ট, নির্ম্মল সেই শক্তি পদ্ধতিতে পদার্পণ—অর্থাৎ কামক্রোধাদি নিগ্রহ পূর্ব্বক আত্মারূপি ব্রহ্মের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ৬৫। অকস্মাৎ উপস্থিত ভোগাভোগে আকৃষ্ট হইলেও আত্মারূপি ব্রহ্মের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ৬৫। অনিষিদ্ধ এবং নিষিদ্ধ ভোগ সকলের প্রতি হেয় ভাব ও অনুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বকীয় নির্ম্মল আত্মাকে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ৬৭। নষ্ট বস্তুকে নষ্ট

নষ্টং নষ্টমুপেক্ষেত প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাহরেৎ।
নির্ব্বিকারতয়ৈতদ্ধি পরমার্চ্চনমাত্মনঃ। ৬৮।
সর্ব্বদৈব সমগ্রাস্থ চেষ্টানিষ্টাস্থ দৃষ্টিষু।
পরমং সাম্যমাধায় নিত্যাত্মার্চ্চাব্রতং চরেৎ। ৬৯।
সর্ব্বং বিন্দেত স্থশুভং সর্ব্বং বিদ্যাচ্ছুভাশুভং।
সর্ব্বমাত্মময়ং কুর্য্যান্নিত্যাত্মার্চ্চাব্রতং চরেৎ। ৭০।
আপাতরমণীয়ং যৎ যচ্চাপাতস্থদুঃসহং।
তৎসর্ব্বং স্থসমং বুধ্বা নিত্যাত্মার্চ্চাব্রতং চরেৎ। ৭১।
অয়ং সোহহময়ং নাহং বিভাগমিতি সংত্যজেৎ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য নিত্যাত্মার্চ্চাব্রতং চরেৎ। ৭২।

জানিয়া উপেক্ষা, এবং উপস্থিত বিষয়কে প্রাপ্ত বলিয়া তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য;—অর্থাৎ নষ্ট সামগ্রীর উদ্দেশে শোক, বা প্রাপ্ত বস্তুতে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত নহে;—পরমাত্মার অর্চ্চনা করিতে হইলে, নির্বিকারভাবে অর্চ্চনা করাই বিধেয়। ৬৮। যদিও সংসারে সর্ব্বদা অনিষ্টকর চেষ্টা দ্বারা জীবকে দূষিত দৃষ্টির অধীন হইতে হয়, কিন্তু তাহা হইলেও অন্তরে অনুত্তম সাম্যভাব গ্রহণ পূর্ব্বক নিত্যকাল পূজা ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ৬৯। “ব্রহ্ম জগতে আবিভূর্ত আছেন” এই দৃষ্টি দ্বারা সকল পদার্থকে শুভময় বলিয়া জানা কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিখিল পদার্থ শুভ এবং অশুভ এই প্রকার মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাও অবগত থাকা উচিত; অতএব, ব্রহ্ম আত্মারূপে সকল পদার্থে আবিভূর্ত আছেন, এরূপ দর্শন করা কর্ত্তব্য; এবং নিত্যকাল তদীয় উপাসনা করা বিধেয়। ৭০। যে বিষয় আপাততঃ ভোগসুখকর এবং যাহা আপাতদুঃখদায়ক, এ সকলকে সমান জ্ঞান করিয়া, নিত্যকাল ব্রহ্মারাধনা করা কর্ত্তব্য। ৭১। “আমি সেই ব্রহ্ম, কিম্বা সেই আমি তাহা নহি” এই প্রকার বিকল্পনা পরি-

সর্ব্বদা সর্ব্বরূপেণ সর্ব্বাকারবিকারিণা।
সর্ব্বং সর্ব্বপ্রকারেণ প্রাপ্তেনাত্মানমর্চ্চয়েৎ। ৭৩।
অনীহিতং পরিত্যজ্য পরিত্যজ্য তথেহিতং।
উভয়াশ্রয়ণেনাপি নিত্যমাত্মানমর্চ্চয়েৎ। ৭৪।
ন বাঞ্ছতা ন ত্যজতা দৈবপ্রাপ্তাঃ স্বভাবতঃ।
সরিতঃ সাগরেণেব ভোক্তব্যা ভোগভূময়ঃ। ৭৫।
উদ্বেগো নানুগন্তব্যস্তুচ্ছাতুচ্ছাসু দৃষ্টিষু।
ব্যোম্না চিত্রপদার্থেষু পরিতোহ্যাততেষ্বিব। ৭৬।
দেশকালক্রিয়াযোগাৎ যদুপৈতি শুভাশুভং।
অবিকারং গৃহীতেন তেনৈবাত্মানমর্চ্চয়েৎ। ৭৭।

হার করা উচিত; "জগতের সকল পদার্থই ব্রহ্ম" ইহা নিশ্চয় করিয়া নিত্য-কাল ব্রহ্ম-পূজা-ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ৭২। সর্ব্বদা বিভিন্নরূপ ধারণ এবং সর্ব্বপ্রকার আকার গ্রহণ করিলেও অসংখ্যনামধারী সর্ব্বময় ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকারে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ৭৩। চেষ্টা ও চেষ্টাশূন্যতা পরিত্যাগ করিয়া, অথবা চেষ্টা ও চেষ্টা-হীনতার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিত্যকাল তত্রাপি ব্রহ্মের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। ৭৪। যেরূপ স্রোতস্বতী সকল নানা পথবিহারী হইলেও সমুদ্রে সংমিশ্রিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়ের প্রতি লোভ, কিম্বা বিষয়বর্জ্জন না করিলেও (জীবকে) স্বভাবের অধীন হইয়া দৈবায়ত্ত ভোগরাশিতে নিপতিত হইতে হয়। ৭৫। অপমানাদি ঘৃণা-জনক এবং বধবন্ধনাদি সর্ব্বনাশবিষয়ক তুচ্ছ এবং অতুচ্ছ দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নহে; চিরকাল-প্রচলিত ঋজু, বক্র, শীত, দাহ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পদার্থের, আকাশ যেরূপ স্বয়ং নির্ম্মল হইলেও বিবিধ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় বিভিন্ন ক্রিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। ৭৬। দেশ, কাল ও ক্রিয়াযোগে যে শুভাশুভ ব্যাপার সম্ঘটিত

আত্মার্চ্চনবিধানেঽস্মিন্ প্রোক্তা দ্রব্যশ্রিয়স্তু যাঃ।
একেনৈব সমেনৈতা রসেন পরিভাবিতাঃ। ৭৮।
নাম্লা ন কট্বো নো তিক্তা ন কষায়াশ্চ কাশ্চন।
চিত্রৈরপিরসৈর্দ্দিগ্ধা মধুরা এব তাঃ কিল। ৭৯।
সমতামৃতরূপেণ যদ্যন্নাম বিভাব্যতে।
তত্তদায়াতি মাধুর্য্যং পরমিন্দোরিব চ্যুতং। ৮০।
সমতাকাশবদ্ভূত্বা যত্তু স্যাল্লীনমানসং।
অবিকারমনায়াসং তদেবার্চ্চনমুচ্যতে। ৮১।
পূর্ণেন্দুনেব পূর্ণেন ভাব্যং সম সমত্বিষা।
স্বচ্ছেন চিদ্ঘনৈকেন জ্ঞেনাপ্যুপলরূপিণা। ৮২।

হইয়া থাকে, তাহা নির্ব্বিকারভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মারূপি ব্রহ্মের অর্চ্চনা করা উচিত। ৭৭। এইপ্রকার ব্রহ্মার্চ্চনপ্রণালীসম্বন্ধে আমি যে সকল কটু, তিক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন রসাশ্রয়ী ভোগদ্রব্যের কথা বলিলাম, রসের বৈষম্য থাকিলেও এক রসের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সকল রসের সমবায় হইয়া থাকে। ৭৮। (সুতরাং) অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি রসক্রিয়ার কোনও সামর্থ্য না থাকাতে, বিচিত্র রসমিশ্রিত হইয়া, উহা মধুরতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ৭৯। সমতা—অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ-ভাব রূপ অমৃত রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, যে যে নাম গৃহীত হইয়া থাকে, যেরূপ সুধাকর হইতে সুধা ক্ষরিত হয়, তাহার ন্যায় সেই সেই নাম হইতে মাধুর্য্য বিগলিত হইয়া থাকে। ৮০। আকাশের ন্যায় সমানত্ব প্রাপ্ত হইয়া যখন অন্তঃকরণ অবিকার ও আয়াসশূন্য হইয়া লীন হইয়া থাকে, সেই অবস্থাই প্রকৃত দেবার্চ্চনা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ৮১। (যে ব্যক্তি আমার যথার্থ উপাসক) সে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, স্ফটিকশিলাসদৃশ কঠিন, স্বচ্ছ, চিদ্ঘন পূর্ণ-ব্রহ্মকে অন্তরে ভাবনা করিয়া থাকে। ৮২।

অনন্তরাকাশবিশদো বহিঃ প্রকৃতকার্য্যকৃৎ।
রঞ্জনামিহিকামুক্তঃ সম্পূর্ণোহস্ত উপাসকঃ। ৮৩।
স্বপ্নেহপ্যদৃষ্টহৃল্লেখমজ্ঞানাভ্রপরিক্ষয়ে।
শান্তাহন্তাদিমিহিকং জ্ঞঃ শরদ্ব্যোম রাজতে। ৮৪।
সোমার্কমস্তমিতমানসমাতৃমেয়ং
সদ্যঃপ্রসূতশিশুবেদনবদ্বিতানং।
পশ্যন্ প্রশান্তমতিচেতনচিত্তবীজং
জীবন্মনুত্তমপদস্থিত এব তিষ্ঠ। ৮৫।

যে ব্যক্তির অন্তর অনন্ত আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, যে ব্যক্তি বাহিরে প্রকৃত ব্যবহারাদি ক্রিয়ার অনুসরণ করে, যে ব্যক্তি বিষয়রাগবিমুক্ত, সেই ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে আমার উপাসনা করিতে জানে। ৮৩। যেরূপ মেঘনির্ম্মুক্ত এবং তুষারবর্জ্জিত হইলে, শরদাকাশ নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, তাহার ন্যায় অজ্ঞান-মেঘাবসানে হৃদয়স্থিত কামাদি বিলুপ্ত, এবং স্বপ্নাবস্থাতেও আমি তুমি ইত্যাদি তুষার-সম্পাত বিনিবৃত্ত হইলে, শরদাকাশের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী সমুদিত হইয়া থাকে। ৮৪। চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার আনন্দামৃত-পরিপূর্ণ স্বপ্রকাশাতিশয় ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে, যাঁহাকে দর্শন করিলে মনোবৃত্তি সকল, পরিমাণকর্ত্তা এবং পরিমেয় ভাব সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়, যিনি সদ্যঃপ্রসূত শিশুসন্তানের বেদনার ন্যায় জগতে বিস্তারপ্রাপ্ত, যিনি চেতন এবং চিত্তের বীজস্বরূপ, সেই প্রশান্ত ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, দেহধারণ করত তুমি অত্যুৎকৃষ্ট জীবন্মুক্ত-পদে অবস্থিতি

দেশকালকরণক্রমোদিতৈঃ
সর্ব্ববস্তুসুখদুঃখবিভ্রমৈঃ।
নিত্যমর্চ্চয় শরীরনায়কং
তিষ্ঠ শান্তসকলেহয়া ধিয়া। ৮৬।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে দেবার্চ্চনবিধির্নাম
ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ সর্গঃ। *। ৫৩। *।

করিতে থাক। ৮৫। যে দেশকালক্রিয়াতে সকলের সুখ-দুঃখ-বিভ্রম ঘটিয়া থাকে, তুমি তদনুবর্ত্তী হইয়া, যথাক্রমে মনের বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া স্থিতি করিতে থাক, এবং দিবারাত্র দেহের অধিষ্ঠাতৃ দেব— ব্রহ্মকে অর্চ্চনা করিতে থাক। ৮৬।

ঈশ্বর উবাচ।

যথাকালং যথারম্ভং ন করোষি করোষি যৎ।
চিন্মাত্রস্য শিবস্যান্তস্তদেবার্চ্চনমাত্মনঃ। ১।
তেনৈবাহ্লাদমায়াতি যাতি প্রকটতাং তথা।
তথাস্থিতেন রূপেণ স্বেনৈব স্বয়মীশ্বরঃ। ২।
রাগদ্বেষাদিশব্দার্থা নাত্মন্যন্যতয়া মলে।
সম্ভবন্তি পৃথগ্‌রূপা বহ্নৌ বহ্নিকণা ইব। ৩।
যদযদ্রাজত্বদীনত্বসুখদুঃখাদিবেদনং।
আত্মীয়ং পরকীয়ঞ্চ তত্তদর্চ্চনমাত্মনঃ। ৪।
বিশ্বসংবিত্তিরেবার্চ্চা নিত্যস্যাত্মন এব চ।
ঘটাদ্যাত্মতয়া ব্রহ্ম স্বয়মাত্মা তথৈবচ। ৫।
শিবং শান্তমনাভাসমেকং ভাস্বরমাগতং।
জগৎপ্রত্যয়বৎ সর্ব্বমাত্মরূপমিদং স্থিতং। ৬।

ঈশ্বর কহিলেন;—(আত্মতত্ত্ববেদী ব্যক্তি,) যথাকালে যথাশক্তি অন্য কিছু করুন, আর নাই করুন, অন্তরে চিন্ময় আত্মারূপী শিবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ১। (বাস্তবিক,) ঈশ্বরকে এরূপ ভাবে অর্চ্চনা করিলে নিরতিশয় আনন্দোদয় হইয়া থাকে, এবং পারমার্থিক স্বরূপে ঈশ্বরের প্রকট ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। ২। যেরূপ বহ্নিতে বহ্নিকণার শক্তি সম্মিলিত থাকে, তাহার ন্যায় অনন্যত্ব প্রযুক্ত রাগদ্বেষাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপ সকল, অমল আত্মা—ব্রহ্মে অবস্থিতি করা সম্ভাবিত নহে। ৩। কি রাজত্ব, কি দরিদ্রত্ব, কি সুখদুঃখাদি আরোপণ, কি আত্মীয়, কি পরকীয় ভাব, সকলই ব্রহ্মের অর্চ্চনার ফলস্বরূপ। ৪। নিত্য-কাল-স্থায়ী ব্রহ্মের বিশ্বসংসারের সমস্ত ব্যাপারই অর্চ্চনা বলিয়া গণ্য; আত্মারূপী ব্রহ্মই ঘটাদি আকার ধারণ করিয়া প্রাদুর্ভূত আছেন। ৫। এই প্রকারে এক শিবরূপী ব্রহ্ম, প্রত্য-গাত্মা রূপ জগতের প্রত্যয় জন্মাইয়া দিয়া যেন আত্মারূপে সকল পদার্থে

অহো নু চিত্রমাত্মৈব ঘটাদ্যন্যদ্ব্যবস্থিতং।
জীবাদিস্বস্বভাবোঽন্তর্নূনং বিস্মৃতিমানিব। ৭।
সর্ব্বাত্মকস্যানন্তস্য শিবস্যান্তঃ কিলাত্মনঃ।
পূজ্যপূজকপূজাখ্যো বিভ্রমঃ প্রোদিতঃ কুতঃ। ৮।
নিয়তাকারতা শান্তে ন চ সম্ভবতীশ্বরে।
যত্র সংকল্পতে ব্রহ্মন্ পূজ্যপূজাময়ঃ ক্রমঃ। ৯।
পূজ্যপূজাদ্যবচ্ছিন্নো দেবো নিত্যামলাত্মনঃ।
সর্ব্বশক্তেরনন্তস্য নেশ্বরত্বস্য ভাজনং। ১০।
দেশকালপরিচ্ছিন্নো যেষাং স্যাৎ পরমেশ্বরঃ।
অস্মাকমুপদেশ্যাস্তে ন বিপশ্চিদ্বিপশ্চিতাং। ১১।
তদীয়াং দৃষ্টিমুৎসৃজ্য তথেমামবলম্ব্য চ।
সমঃ স্বচ্ছমনাঃ শান্তো বীতরাগো নিরাময়ঃ। ১২।

ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ৬। (সুতরাং) প্রত্যেক আত্মা, অন্তরে নিজতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াই যেন জীবস্বভাব গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য পদার্থ—ঘটাদি জগদ্রূপে অবস্থিতি করে, এইটি বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ৭। যিনি সর্ব্বাত্মক, অনন্ত, শিব ও ব্রহ্ম, তাঁহাতে পূজ্য, পূজক ও পূজার ভাবময় ভ্রম-সন্নিবেশ কিরূপে হইতে পারে?। ৮। হে ব্রহ্মন্! সীমাবিশিষ্ট পদার্থে পূজ্যপূজাদি ক্রমের সঙ্কল্প হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু তা বলিয়া নিরাকার, শান্তস্বভাব, অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরে ওরূপ পূজাক্রমাদির সম্ভাবনা নাই। ৯। নিত্যকালাবধি অমল আত্মা, পূজ্যপূজাদি ভাবের অবচ্ছিন্ন, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, অনন্ত, ব্রহ্ম, ঈশ্বর নামক দেবতা-পদ-বাচ্য হইতে পারেন না। ১০। হে বিপশ্চিৎ! যাঁহারা পরমেশ্বরকে দেশকালাদি ক্রমে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া গ্রহণ করে, সেই সকল পণ্ডিতদিগের উপদেশ আমরা গ্রহণ করি না;—অর্থাৎ সাধারণ লোকে তাঁহাদের কথায় ভক্তি করিয়া থাকে। ১১। (তোমাকে বলিতেছি, তুমি) তোমার (অজ্ঞান) দৃষ্টি পরিহার এবং আমার (অপরিচ্ছিন্ন) দৃষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ম্মল মনে নীরাগ ও নিরাময় হইয়া, শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে

কামোপহারৈরভিতো যথাপ্রাপ্তৈরখিন্নধীঃ।
আত্মানমর্চ্চয়ংস্তিষ্ঠ সুখদুঃখশুভাশুভৈঃ। ১৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

শিবঃ কিমুচ্যতে দেব পরং ব্রহ্ম কিমুচ্যতে।
আত্মা কিমুচ্যতে নাথ পরমাত্মা কিমুচ্যতে। ১৪।
তৎসৎ কিঞ্চিন্ন কিঞ্চিচ্চ শূন্যং বিজ্ঞানমেব চ।
ইত্যাদিভেদো ভগবংস্ত্রিলোকেশ কিমুচ্যতে। ১৫।

ঈশ্বর উবাচ।

অনাদ্যন্তমনাভাসং সৎ কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে।
ইন্দ্রিয়াণামগম্যত্বাদ্ যন্ন কিঞ্চিদিব স্থিতং। ১৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

যদিন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধ্যাদিযুক্তানামপ্যদৃশ্যতাং।
গতং তৎ কথমীশানত্বশঙ্কেনোপগম্যতে। ১৭।

থাক। ১২। তুমি অক্ষুন্ন অন্তঃকরণে যথোপস্থিত সুখ দুঃখ এবং শুভাশুভ বিধায়ি কামোপহার দ্বারা আত্মাকে অর্চ্চনা করত অবস্থিতি কর। ১৩। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে দেব! শিব কাহাকে বলে? পরম ব্রহ্ম কাহার নাম? হে নাথ! আত্মা বা পরমাত্মা কাহাকে বলিয়া থাকে? । ১৪। সেই ব্রহ্মই নিত্যস্থায়ী, অথবা নানা বিজ্ঞান মাত্র, কিম্বা তিনি কোনওরূপে সৎ নহেন, এই প্রকারে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মের ব্যাবর্ত্তক প্রবৃত্তিনিমিত্তক বিশেষ কি ভিন্নতা আছে, হে ত্রিলোকেশ ভগবন্! আমাকে তাহা জানাইয়া দিউন। ১৫। ঈশ্বর কহিলেন;—(হে মুনে!) এই সংসারে আদ্যন্তবিরহিত আভাসশূন্য সৎ কোনও পদার্থের বিদ্যমানতা আছে; ইন্দ্রিয়ের অগম্য বলিয়া সেই পদার্থ যেন কিছুই নহে এইরূপে অবস্থিতি করে। ১৬। বশিষ্ঠ কহিলেন;—ব্রহ্ম যদি বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের দৃশ্য বিষয় না হন, তবে শঙ্কারহিত হইয়া, তাঁহাকে লোকে ঈশান বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করিয়া

ঈশ্বর উবাচ।

যো মুমুক্ষুরবিদ্যাংশঃ কেবলো নাম সাত্বিকঃ।
সাত্বিকৈরেব সোঽবিদ্যা ভাগৈঃ শাস্ত্রাদিনামভিঃ। ১৮
অবিদ্যাং শ্রেষ্ঠয়া শ্রেষ্ঠাং ক্ষালয়ন্নিহ তিষ্ঠতি।
মলং মলেনাপহরন্ যুক্তিজ্ঞো রজকো যথা ১৯।
কাকতালীয়বৎ পশ্চাদবিদ্যাক্ষয় আগতে।
প্রপশ্যত্যাত্মনৈবাত্মা স্বভাবস্যৈষ নিশ্চয়ঃ। ২০।
যথা কথঞ্চিদঙ্গারে নিঘৃষ্য ক্ষালয়ন্ শিশুঃ।
করনৈর্ম্ম ল্যমাপ্নোতি কার্ষ্যাঙ্গারক্ষয়ে যথা। ২১।
যথা কথঞ্চিচ্ছাস্ত্রাদ্যৈর্ভাগৈর্ভাগং বিচারয়েৎ।
সাত্বিকস্তামসো ভাগো দ্বয়োরাত্মোদয়স্তথা। ২২।

থাকে ?। ১৭। অবিদ্যার যে অংশ মুক্তিকে কামনা করে, তাহাই সাত্বিক বলিয়া গণ্য; সত্বগুণাশ্রয়ী অবিদ্যাংশ শাস্ত্রাদি এবং নামাদি দ্বারা বিভাজিত হইয়া থাকে। ১৮। যেরূপ যুক্তিজ্ঞানপরায়ণ রজক মল-সংযোগে মলিন বস্ত্রের মালিন্য দূর করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রধান শক্তি অবিদ্যার সাহায্যে, প্রধানা অবিদ্যাকে ক্ষালন করিয়া অবস্থিতি করে। ১৯। কাকতালীয়বৎ—অর্থাৎ ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মদর্শন ঘটিলে অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া যায়; তখন আত্মাই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, এইটি স্বভাবের নিশ্চয়। ২০। অজ্ঞান শিশু যেরূপ ক্রীড়াসক্ত হইয়া, দুইখানি অঙ্গার হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা হস্তের মলিনতা অনুভব করে, কিন্তু অঙ্গারক্ষয়ে কর ধৌত করিলে আর সেরূপ বোধ করে না,। ২১। সেই প্রকার শাস্ত্রাদি চর্চ্চা ও গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি সাত্বিক ও তামসিক অবিদ্যা-বিভাগ দ্বারা আত্মবিচার করা কর্ত্তব্য; এইরূপে পূর্ব্বোক্ত দুইটি বিভাগ বিনষ্ট হইলে, নির্ম্মল আত্মার উদয় হইয়া থাকে। ২২। আত্মাই আত্ম-

পশ্যত্যাত্মানমাত্মৈব বিচারয়তি চাত্মনা।
আত্মৈবেহাস্তি নাবিদ্যা ইত্যবিদ্যাক্ষয়ং বিদুঃ। ২৩।
যাবৎ কিঞ্চিদিদং বস্তু নানানাত্মাবগম্যতাং।
ক্রমা গুরূপদেশাদ্যা নাত্মজ্ঞানস্য কারণং। ২৪।
গুরুর্হীন্দ্রিয়বৃত্তাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়ক্ষয়াৎ।
যদ্বস্তু যৎক্ষয়ে প্রাপ্যং তত্তস্মিন্ সতি নাপ্যতে। ২৫।
অকারণান্যপি প্রাপ্তা ভৃশং কারণতাং দ্বিজ।
ক্রমা গুরূপদেশাদ্যা আত্মজ্ঞানস্য সিদ্ধয়ে। ২৬।
ক্রমে গুরূপদেশানাং প্রবৃত্তে শিষ্যবোধতঃ।
অনির্দ্দেশ্যোঽপ্যদৃশ্যোঽপি স্বয়মাত্মা প্রসীদতি। ২৭।

বিচার পূর্ব্বক কার্য্য দ্বারা আত্মদর্শন করিয়া থাকে; সংসারে আত্মাই বর্ত্তমান আছেন, অবিদ্যার বিদ্যমানতা নাই, এই প্রকার জ্ঞানের নামই অবিদ্যা। ২৩। যে কাল পর্য্যন্ত এই দৃশ্যমান সংসারকে বস্তু বলিয়া বোধ করা যাইবে, সে কাল পর্য্যন্ত আত্মার নানা আকার কল্পনা; (জানিও,) ক্রমাগত গুরূপদেশ প্রভৃতি, কথনও ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির কারণ হইতে পারে না। ২৪। কারণ গুরুক্ত আত্মা, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-সম্পন্ন; কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয় ক্ষয় না হইলে, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে না; যাহা ক্ষয় হইলে পাওয়া গিয়া থাকে, এবং যাহার বর্ত্তমানতায় অপ্রাপ্তি ঘটে না, তাহাই বস্তু বলিয়া গণ্য। ২৫। হে দ্বিজ! যে সকল বাক্যের, বা কার্য্যের কোনও কারণ নাই, সেই সকল গুরূপদেশ অত্যন্ত কারণত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে আত্ম-জ্ঞান-সিদ্ধির সহায়তা করে। ২৬। অবোধ শিষ্যদিগের বোধের জন্য গুরূপদেশ সকল ক্রমে ক্রমে কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু অনির্দ্দেশ্য অদৃশ্য বিষয়ে আত্মাই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ২৭। শাস্ত্রার্থের তাৎপর্য্যে আত্মার উপলব্ধি হয় না;

শাস্ত্রার্থৈর্বুধ্যতে নাত্মা গুরোর্বচনতো ন চ।
বুধ্যতে স্বয়মেবৈষ স্ববোধবশতস্ততঃ। ২৮।
কর্ম্মবুদ্ধীন্দ্রিয়াদ্যন্তসুখদুঃখাদিসংক্ষয়ে।
শিব আত্মেতি কথিতস্তৎসদিত্যাদি নামভিঃ। ২৯।
যত্রেদমখিলং নাস্তি তদ্রূপেণৈব চাস্তি বা।
তদাকাশাদচ্ছতরমনন্তং সদিবাস্তি হি। ৩০।
অবিশ্রান্ততয়া যত্র তনুবিদ্যৈর্মুমুক্ষুভিঃ।
বিচিত্রশুদ্ধমননকলঙ্ককলিতাত্মভিঃ। ৩১।
অদূর এব তিষ্ঠদ্ভির্জীবন্মুক্তস্য দৃক্পথে।
মোক্ষোপাসকবোধায় শাস্ত্রার্থরচনায় চ। ৩২।
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রপ্রমুখৈর্লোকপালৈঃ সুপণ্ডিতৈঃ।
পুরাণবেদসিদ্ধান্তসিদ্ধয়ে ভাবিতাত্মভিঃ। ৩৩।

বা গুরুবাক্যক্রমে আত্মতাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় না; অন্তরে তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ ঘটিলে, সহজেই ইহার সমুদয় ঘটিয়া থাকে। ২৮। কর্ম্ম, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা আদ্যন্তে যে কিছু সুখ দুঃখ ঘটিয়া থাকে, তাহার ক্ষয় করিবার জন্য শিব আত্মার তৎসৎ ইত্যাদি নাম কল্পনা হইয়া থাকে। ২৯। যে ব্রহ্মের আশ্রয়ে এই অখিল সংসার অবস্থিতি করে, বা করে না, সেই ব্রহ্ম-পদার্থকে অতিশয় নির্ম্মল, অনন্ত ও নিত্যকালস্থায়ী বলিয়া জানিও। ৩০। সেই ব্রহ্মে অবিশ্রান্ত অবস্থিতি পূর্ব্বক অল্পবিদ্যাসম্পন্ন মুমুক্ষুগণ বিচিত্র জগতের শুদ্ধ তত্ত্বের মনন-নিবন্ধন নিষ্কলঙ্ক আত্মা হইয়া, । ৩১। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিপথের অদূরে অবস্থিতি করিয়া, স্বকীয় ভক্তদিগের বোধোদ্রেকের জন্য এবং শাস্ত্র-মহিমা রচনা ও প্রচার করিবার উদ্দেশে, । ৩২। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র ইত্যাদি লোকপালসমূহের নাম কীর্ত্তন করত পুরাণ, বেদ ও সিদ্ধান্তসমূহের সার্থকতার জন্য পবিত্রান্তঃকরণ হইয়া, । ৩৩।

দ্বাদশ খণ্ডের বিজ্ঞাপন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ কি সংসারী, কি সংসার-বিরাগী—হিন্দু মাত্রেরই উপলব্ধ্য ও আলোচ্য গ্রন্থ; সুতরাং সাধারণ হিন্দু-সমাজে ইহার গৌরব ও আদরের অসম্ভাবনা নাই দেখিয়া, আমি গ্রন্থখানি সমূল অনুবাদ করাইয়া ইহাকে সম্পূর্ণাকারে জনসমাজে প্রকাশিত ও বিতরিত করিতে ইচ্ছা করি। যৎকালে কার্য্যারম্ভ করা হয়, মনে করিয়াছিলাম, ১০০০ কাপি করিয়া প্রত্যেক খণ্ড মুদ্রিত করিয়া নিয়মমত বিতরণ করিতে থাকিব। অকারণ অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়া অধিক পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন নাই; কিন্তু ৭ম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইলে, উত্তরোত্তর গ্রাহক-সংখ্যা এত দূর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং দূরদেশস্থ শিক্ষিতমণ্ডলী যোগবাশিষ্ঠ পাইবার জন্য নিরন্তর এত পত্র লিখিতে থাকেন যে, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে নিরাশ হইতে হইলে, আমার মনস্তাপের সীমা থাকে না। বিশেষতঃ আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ যত দূর প্রচারিত ও সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মমহিমা পুনরুজ্জীবিত হয়, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা। আমি সেই কারণে এখন হইতে পুস্তকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রিত করিতেছি। যাঁহাদের হস্তে এই পুস্তক নিপতিত হইলে, তাঁহাদের উপকার ও পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি পায়, তাঁহাদিগকে যোগ্যপাত্র বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে "যোগ্যপাত্র বলিয়া" যে উল্লেখ আছে, উহা ভিন্ন তাহার আর কোনও তাৎপর্য্য নাই। এখনও জানাইতেছি যে, উপযুক্ত লোকের আবেদন, বা গ্রাহকদিগের পরিচিত ব্যক্তিদিগের প্রার্থনা সহ ডাকমাসুল দিং ব্যয় ৩৲ তিন টাকা অগ্রিম পাইলে, তাঁহাদিগকে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ দেওয়া যাইতে পারে।

পুরাতন গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকে কখনও কখনও প্রতি মাসে এক এক খণ্ড পুস্তক না পাইয়া বিরক্ত হইয়া থাকেন, এবং ঘটনায় আমরা তাঁহাদিগের নিকটে দোষী হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কারণ জানিতে পারিলে তাঁহাদের অসন্তোষ, বা রোষ অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। প্রথমতঃ অনুবাদকদিগের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যথাসময়ে অনুবাদ ঘটে না। বিশেষতঃ যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ-প্রকরণ, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ ও জটিল বলিয়া, মধ্যে মধ্যে এক একটি কবিতার অভিপ্রায় সামঞ্জস্য করিবার জন্য আমাদিগের পুস্তকালয়ের হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত বোম্বাই প্রদেশ ও বারাণসীর পুস্তকের সহিত মিলাইতে হয়; সুতরাং তাহাতে অনুবাদকদিগের বিস্তর সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে;—পরে মুদ্রাঙ্কন। যাহা হউক, তা বলিয়া আমরা যে সাধ্যমত নিয়ম-পালনে বিমুখ আছি, এ কথা যেন বিজ্ঞ গ্রাহকমণ্ডলী বিবেচনা না করেন।

অনুরোধ। স্থান-পরিবর্ত্তন, বা বিশেষ কারণ বশতঃ যে সকল গ্রাহক আমাদিগকে পত্র লিখিবেন, কেবলমাত্র নাম না লিখিয়া নম্বর ধরিয়া লিখিলে আমাদের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইতে পারে। আমরা এ জন্য প্রতিবারের পুস্তকে গ্রাহকদিগের নম্বর ধরিয়া লিখিয়া দিয়া থাকি, ইতি।

ভূকৈলাস, খিদিরপুর, কলিকাতা।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল,
যোগবাশিষ্ঠ-প্রকাশক।

অজ্ঞানচ্যুতজীবনং প্রপদ্যে ॥

বিনামূল্যে বিতরিত।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্তৃক

ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY

SUTTYABADEE GHOSAUL,

WITH A BENGALEE TRANSLATION.

কলিকাতা,

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—বীণাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

চিদ্ব্রহ্ম শিব আত্মেশ পরমাত্মেশ্বরাদিকা।
এতস্মিন্ কল্পিতা সংজ্ঞা নিঃসংজ্ঞে পৃথগীশ্বরে। ৩৪।
এবমেতজ্জগত্তত্ত্বং স্বং তত্ত্বং শিবনামকং।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্ব সর্ব্বং যৎ সুখমাস্ব ভো। ৩৫।
শিব আত্মা পরং ব্রহ্মেত্যাদিশব্দৈস্তু ভিন্নতা।
পুরাতনৈর্ব্বিরচিতা তস্য ভেদো ন বস্তুতঃ। ৩৬।
এবং দেবার্চ্চনং নিত্যং জ্ঞঃ কুর্ব্বন্ মুনিনায়ক।
যত্রাস্মদাদয়ো ভৃত্যাস্তং প্রযান্তি পরং পদং। ৩৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অবিদ্যমানমেবেদং বিদ্যমানমিব স্থিতং।
যথা তন্মে সমাসেন ভগবন্ বক্তুমর্হসি। ৩৮।

চিৎ, ব্রহ্ম, শিব, আত্মা, ঈশ, পরমাত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি কল্পিত নাম সকল নামবিহীন পৃথক্ ঈশ্বরে প্রদান করিয়াছেন। ৩৪। জগতের তত্ত্ব এই প্রকার, নিজের মঙ্গলবিধায়ি শিবতত্ত্বও এইরূপ; যাহাতে সম্যক্ প্রকারে সর্ব্বদা আত্মার সুখোদয় হয়, হে মুনে! তুমি সেই প্রকারে সুখভোগ করিতে থাক। ৩৫। শিব, আত্মা ও পরম ব্রহ্ম, ইহাঁরা কেবল শব্দ মাত্রে ভিন্নতা প্রকাশ করে, যদিও পুরাতনী কথা-ক্রমে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন শব্দ-সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও বস্তুতঃ ইহাঁদের সহিত ব্রহ্মের ভিন্নতা নাই। ৩৬। হে মুনিনায়ক! যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানী, সে ব্যক্তি এই প্রকার প্রণালী-অনুসারে নিত্যকাল দেবার্চ্চনা করিয়া থাকে; আমরা সেই তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে ভৃত্যস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া,—অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে পদক্ষেপ পূর্ব্বক পরম পদ লাভে অগ্রসর হই। ৩৭। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে ভগবন্! যে ব্রহ্মপদের বিদ্যমানতার উপলব্ধি না হইলেও উহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, আপনি বিস্তার পূর্ব্বক সেই ব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে জানাইয়া দিউন। ৩৮। ঈশ্বর

ঈশ্বর উবাচ।

যোঽহসৌ ব্রহ্মাদিশব্দার্থঃ সংবিদং বিদ্ধি কেবলং।
সা বেদ্যম্নিহ গচ্ছন্তী যাতি চিন্মামযোগ্যতাং। ৩৯।
অপ্যবেদ্যবতী নূনমুন্মন্যন্তপদস্থিতা।
ক্ষণাদ্ভাবিতবেদ্যত্বাদহংতামনুগচ্ছতি।
পুরুষত্বাং পুমান্ স্বপ্নে বনবারণতামিব। ৪০।
অস্যাহন্তাদিরূপায়া দেশতাং কালতাং গতাঃ।
সংপদ্যন্তে ততঃ শূন্যরূপিণ্যঃ সখ্য এব তাঃ। ৪১।
তাভিঃ সংবলিতা সৈব সত্তা জীবাভিধানিকা।
ভবতি স্পন্দবিজ্ঞানা পবনস্যেব লেখিকা। ৪২।
জীবশক্তিস্তথা ভূতা নিশ্চয়ৈকবিলাসিনী।
বুদ্ধিতামনুযাতা সা ভবত্যজ্ঞপদে স্থিতা। ৪৩।

কহিলেন ;—যে ব্রহ্মাদি শব্দের নাম শুনিতে পাও, তাহাকে কেবল চৈতন্য বলিয়া জানিও ; যখন উহা চিন্মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তখনই বেদ্যতা প্রাপ্ত—অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। ৩৯। যখন চিৎ-শক্তি, অবেদ্যবতী হইয়া থাকে, তখন নির্বিকল্প সমাধি-প্রসিদ্ধ চিদানন্দ-রস-স্বভাবে অবস্থিতি করে ; সে সময়ে ক্ষণকাল চিন্তা করিলে,পুরুষ যেরূপ পুরুষত্ব প্রযুক্ত স্বপ্নাবেশে বন-বারণ-দেহ ধারণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি তুমি ইত্যাদি ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ৪০। যখন সেই "আমি তুমি ইত্যাদি" রূপ দেশ-কালাদির অধীন হইয়া থাকে, তখন উহারা সখীর ন্যায় শূন্যরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪১। উহারা দেশকাল ও কল্পনাদির সহিত সম্মিলিত ও স্পন্দ-বিজ্ঞান হইয়া অন্তরে প্রাণরূপে পরিণত হয় ; (পশ্চাৎ) জীব নাম ধারণ করিয়া থাকে। ৪২। এই প্রকারে জীবশক্তি বুদ্ধিতা প্রাপ্ত হইয়া, অবধারিত সংস্কারের বশংবর্ত্তী হয় এবং অজ্ঞ পদে স্থিতি লাভ করে। ৪৩। ক্রমে ক্রমে শব্দশক্তি,

শব্দশক্ত্যা ক্রিয়াশক্ত্যা জ্ঞানশক্ত্যানুগম্যতে।
প্রত্যেকং প্রস্ফুরত্যন্তরপ্রদর্শিতিরূপয়া। ৪৪।
মিলিত্বৈষগণঃ ক্ষিপ্রং স্মৃতিং সমনুকূলয়ন্।
মনো ভবতি ভূতাত্মবীজং সংকল্পশাখিনঃ। ৪৫।
আতিবাহিকদেহোক্তিভাজনং তদ্বিদুর্বুধাঃ।
অন্তস্থয়া ব্রহ্মশক্ত্যা জ্ঞরূপং স্বাত্মনাত্মদৃক্। ৪৬।
সম্পাদ্যমানা এবাস্মিংশ্চেতসীমা হি শক্তয়ঃ।
পশ্চাদিহ বহিষ্ঠা স্তা উদ্যন্ত্যনুদিতা অপি। ৪৭।
বাতসত্তা স্পন্দসত্তা স্পর্শসত্তা তথৈব চ।
ত্বক্‌সত্তা তেজসাং সত্তা তথা সত্তাপ্রকাশিনী। ৪৮।
সর্ব্বসত্তাগণশ্চৈতৎ ক্রোড়ীকৃত্য স্বরূপবৎ।
স্ফুরত্যাশ্রিত্য পত্রাদি বীজং বীজাদিতাং গতং। ৪৯।

ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি দ্বারা অহংভাব প্রকাশিত হয়, এবং ঐ সকল শক্তি আপনাপন রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যেকে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ৪৪। ইহারা সম্মিলিত হইয়া সত্বর স্মৃতিকে অনুকূল পথে সমানয়ন পূর্ব্বক মনরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই মনই, সকল প্রাণী এবং নিখিল বাসনার বীজ-স্বরূপ।৪৫। পণ্ডিতেরা ইহাকেই আতিবাহিক দেহ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন; (জীব) অন্তরস্থিত (অনাবৃত সাক্ষীস্বরূপ) ব্রহ্মশক্তি দ্বারা আত্মদৃষ্টিপরায়ণ হইয়া জ্ঞেয় রূপ দর্শন করিয়া থাকে। ৪৬। (ক্রমে) অন্তঃকরণ-মধ্যে নিম্নলিখিত শক্তি সকল প্রাদুর্ভূত হয়; তদনন্তর তাহারা অনুদিত হইলেও বাহিরে উদিত হইয়া থাকে। ৪৭। বাতসত্তা, স্পন্দসত্তা, স্পর্শসত্তা, ত্বক্‌সত্তা এবং চক্ষুরাদির স্থিতিপ্রকাশিনী সত্তা সকল (ক্রমে ক্রমে) প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৪৮। বীজ যেরূপ বীজাদি—অর্থাৎ অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা ও পত্রাদিতে পরিণত হয়,তাহার ন্যায় (অবিদ্যা,) স্বরূপের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সত্তাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া প্রাদুর্ভূত

পরস্পরে প্রস্ফুরিতং কেবলং কেবলাত্ম সৎ ।
জলপীঠস্য জঠরে জলদ্রববিলাসবৎ । ৫০ ।
সংবেদনাৎ পরিজ্ঞানাচ্ছিবতামেব গচ্ছতি ।
অজ্ঞাতমেব বা যত্তৎ কথং গচ্ছতি বস্তুতাং । ৫১ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

গন্ধর্ব্বনগরাকারমপি স্বপ্ননরোপমং ।
জগদ্দুঃখায় দুঃখস্য কাত্র যুক্তিঃ পরিক্ষয়ে । ৫২ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

বাসনাবশতো দুঃখমজ্ঞানাৎ জায়তে সদা ।
অবিদ্যমানঞ্চ জগন্মৃগতৃষ্ণাম্বুভঙ্গবৎ । ৫৩ ।

হইয়া থাকে । ৪৯ । যেরূপ জলাধারের জঠরে জলবিলাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ কেবল নিত্য বিরাজমান আত্মা, পরম্পরাসম্বন্ধে সকল পদার্থে প্রকাশিত রহিয়াছে । ৫০ । (জীব যখন) ব্রহ্ম পদার্থ চিনিতে পারে, তখনই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যখন জ্ঞেয় পদার্থ জানিতে পারে না, তখন উহা কিরূপে বস্তু বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে? । ৫১ । বশিষ্ঠ কহিলেন;—লোকে যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় গন্ধর্ব্ব নগর লাভ করে, তাহার ন্যায় এই জগৎ দুঃখভোগের জন্য কল্পিত হইয়াছে; অতএব এই দুঃখ-নিবারণ-পক্ষে কি যুক্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে? । ৫২ । ঈশ্বর কহি-লেন;—তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেরূপ মরীচিকা-দর্শনে জলভ্রমে ধাবিত হইয়া, হতাশ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জগতের বিদ্যমানতা অসম্ভব; (তুমি জানিও,) বাসনার বশবর্ত্তী হওয়াতেই অজ্ঞানিগণ সর্ব্বদা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ।৫৩

অতঃ কিম্বাস্যতে কেন কস্য বা বাসনা কুতঃ।
কথং স্বপ্ননরেণাঙ্গ মৃগতৃষ্ণাম্বু পীয়তে। ৫৪।
স দ্রষ্টরি তু সাহংতে সমনোমননাদিকে।
অবিদ্যমানে জগতি যৎ সৎ তৎ পরিদৃশ্যতে। ৫৫।
যস্য সত্যোপ্যসত্যো বা শূন্য এব হি যক্ষকঃ।
বিলীনস্তস্যকৈবল্যাৎ কিমন্যদবশিষ্যতে। ৫৬।
শূন্য এব হি বেতাল ইবেত্থং চিত্তবাসনা।
উদিতেয়ং জগন্নাম্নী তচ্ছান্তৌ শান্তিরক্ষতা। ৫৭।

অতএব, লোকে কি কারণে বাসনার বশবর্ত্তী হয়, এবং কিজন্যই বা উহা বিসর্জ্জন দিয়া থাকে, (তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ;) মরীচিকা-ভ্রমে মৃগ যেরূপ জলপান করে, তাহার ন্যায় অজ্ঞান লোকে কি জন্য যে বাসনার বশ্যতা স্বীকার করে, (বলিতে পারি না)। ৫৪। যে ব্যক্তি অবিদ্যমান এই জগতে অবস্থিতি করিয়া, আমি তুমি ইত্যাদি মিথ্যা বস্তু ও কল্পিত মননাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক দর্শনকর্ত্তার সহিত জগতের অবিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে পারে, সে, যাহা নিত্যকাল বিরাজমান, সেই ব্রহ্ম পদার্থই অবলোকন করিয়া থাকে। ৫৫। যে বিচক্ষণ ব্যক্তির দৃষ্টি, সত্য বা অসত্য বস্তুতে প্রতিফলিত না হইয়া নিত্য-বিলীন হইয়াছে, তাহার কৈবল্য পদ পাইবার আর কি অবশিষ্ট আছে ? ।৫৬। বেতাল যেরূপ শূন্যমাত্র,—অর্থাৎ কল্পনাময়, চিত্তবাসনাও সেইরূপ ; ইহাই সংসার নামে সমুদিত হইয়া থাকে। যখন উহা শান্তিপ্রাপ্ত হয়, তখন (জীবের) শান্তি অক্ষতভাবে বিরাজিত থাকে। ৫৭। যাঁহারা, তত্ত্ব-

জ্ঞাবং বিবেকিনমিহোপদিশন্তি তজ্জ্ঞা
নো বালমুদ্‌ভ্রমমসম্ময়মার্য্যমুক্তম্ ।
অজ্ঞং প্রশাস্তি কিল যঃ কনকাবদাতাং
সম্বপ্নদৃষ্টপুরুষায় সুতাং দদাতি । ৫৮ ।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে জগন্মিথ্যাপ্রতিপাদনং
নাম চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গঃ । * । ৫৪ । * ।

জ্ঞানবিষয়ে পরম পণ্ডিত, তাঁহারাই বিবেকী ব্যক্তিদিগকেই উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু যাহারা ভ্রম-বুদ্ধির অধীন, মিথ্যা দেহাদির অভিমানী, এবং আর্য্যদিগের উপেক্ষিত, সেই সকল বালকদিগকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেন না ; (কারণ) যে ব্যক্তি অজ্ঞকে এ বিষয়ের উপদেশ প্রদান করে, সে কনক সদৃশ কমনীয় কন্যা-রত্নকে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের সহিত বিবাহ দিয়া থাকে ;—অর্থাৎ এরূপ বিবাহ যেরূপ নিষ্ফল, অজ্ঞানীকে উপদেশ প্রদানও তদ্রূপ । ৫৮ ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ততঃ স জীবো ভগবন্ দৃষ্টবান্ দেহসংভ্রমং।
আদি সর্গে নভঃসংস্থঃ কামবস্থামুপৈতি হি। ১।

ঈশ্বর উবাচ।

পরস্মাৎ পরমে ব্যোম্নি পূর্ব্বোক্তক্রমতোবপুঃ।
জীবঃ পশ্যতি সম্পন্নং স চ স্বপ্ননরো যথা। ২।
সর্ব্বগত্বাচ্চিদ্ঘনস্য কার্য্যং স্বপ্ননরোঽপি হি।
যথা করোত্যাশু তথা জীবোঽদ্যাপি শরীরধৃক্। ৩।
সনাতনোঽহমব্যক্তঃ পুমানিত্যভিধাং ততঃ।
করোত্যাত্মনি তেনাশু প্রথমঃ প্রথিতঃ পুমান্। ৪।
এবং স সর্গে কস্মিংশ্চিৎ প্রথমোঽথ সদা শিবঃ।
কস্মিংশ্চিদ্বিষ্ণুরিত্যুক্তো নাভ্যুৎপন্নো পিতামহঃ। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে ভগবন্! জীব-দেহাদি সম্বন্ধে এই প্রকার মিথ্যা ভ্রম দর্শন করিয়াও আদিসর্গব্যাপারে আকাশে অবস্থিতি করত কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে? ।১। ঈশ্বর কহিলেন;—লোকে যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় বিবিধ বস্তু সন্দর্শন করে, তাহার ন্যায় জীব, পূর্ব্বোক্ত দেহ যথাক্রমে ধারণ করিয়া ক্রমশঃ পরমাকাশে অবস্থিত হইয়া, দর্শনীয় বিষয় দেখিয়া থাকে। ২। স্বপ্নাবস্থায় লোকে যেরূপ বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় চিদ্ঘন—ব্রহ্মের সর্ব্বত্র গতি প্রযুক্ত জীব, সত্বর তদীয় কার্য্য সমাধা করে এবং তাহার প্রভাবে অদ্যাপিও দেহ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।৩। সেই সনাতন আত্মা প্রথমে অব্যক্ত থাকিয়া, পরে পুরুষ-পদ-বাচ্য হইয়া থাকেন; ইনি আত্মারূপে প্রকাশিত হইয়া প্রথম পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ৪। এই প্রকারে কোনও কোনও সৃষ্টিব্যাপারে সেই পুরুষ, (সত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রভৃতি গুণ-ভেদে) বিষ্ণু, সদাশিব ও ব্রহ্মারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন; পিতামহ ব্রহ্মা, আকাশপ্রভব হেতু তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই বলিয়া, রামায়ণে বর্ণিত

পিতামহঃ স কস্মিংশ্চিৎ কস্মিংশ্চিদপি চেতরঃ।
স চ সংকল্পপুরুষঃ সংকল্পাম্মূর্ত্তিমাস্থিতঃ। ৬।
পুষ্টঃ প্রথমসংকল্পস্তামনো মূর্ত্তিমাস্থিতঃ।
যদ্‌যথা কল্পয়ত্যাশু তত্তথানুভবত্যলং। ৭।
তত্ত্বসদ্রূপমখিলং শূন্যবেতালকো যথা।
ভ্রমদৃষ্ট্যা তু সদ্রূপমিত্যহংতা জগদ্গতিঃ। ৮।
দ্রষ্টাদিপুরুষস্ত্বেবং স্বয়ং সংপদ্যতে হি যঃ।
স নিমেষং প্রতিব্যোম সমুদেত্যথ নীয়তে। ৯।
নিমেষ এব কল্পো যো মহাকল্পপরম্পরাং।
প্রতিভাসবিপর্য্যাসমাত্রেণানুভবত্যলং। ১০।

হইয়াছে। ৫। সেই সনাতন পুরুষ, কোনও সর্গে পিতামহ, এবং কখনও কখনও ইতর—(অর্থাৎ দুর্গা, ভৈরব ও বিনায়কাদিরূপে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; তিনি ইচ্ছার অধীন হইলে, গুণসংযোগে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এবং ইচ্ছাধীনত্ব প্রযুক্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ৬। তাঁহার প্রথম সঙ্কল্প, সূক্ষ্ম সৃষ্টি দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া, সমষ্টিব্যষ্টিরূপে মনের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং হিরণ্যগর্ভাদিরূপ ধারণ করিয়া যেরূপে প্রজাসৃষ্টি-কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপে তাহার ব্যবহারও বুঝিয়া থাকে। ৭। যেরূপ শূন্য বেতাল—অর্থাৎ ভূতাদি কেবল কল্পনামাত্র, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইলে, যে সমস্ত মিথ্যা বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে, ভ্রমদৃষ্টিতে দেখিলে ঐ সকলই সৎ, ও সত্য বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে; তুমি, আমি ও জগৎ প্রভৃতি এই যে সকল জ্ঞানের কার্য্য, ইহা (এক প্রকার) জগতের গতি (বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছে)। ৮। এই প্রকারে যে আদিপুরুষ, আপনার সৃষ্ট পদার্থের দ্রষ্টা হইতে পারেন, তিনি নিমেষমধ্যে আপনার স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া, চিদাকাশে সমুদিত হইয়া থাকেন; যিনি স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তিনি (অনন্ত অপার সংসারে) নীত হইয়া থাকেন। ৯। যিনি নিমেষকালকে কল্পনা করিতে পারেন, তিনি স্বকীয় তেজের ব্যতিক্রম-নিবন্ধন মহাকল্পপরম্পরা অনুভব করিতে পারেন। ১০।

পরমাণৌ পরমাণৌ ব্যোম্নি ব্যোম্নি ক্ষণে ক্ষণে।
সর্গকল্পমহাকল্পভাবাভাবা ভবন্তি তে। ১১।
দৃশ্যন্তে কেচিদন্যোন্যং সাধর্ম্ম্যাদ্বাসনাগতেঃ।
মিথঃ কেচিন্নদৃশ্যন্তে দৃষ্টেনাথ সদাত্মনা। ১২।
সর্গাঃ সর্গেণ সর্ব্বত্র সম্ভবন্তি ন তে শিবে।
ভবন্তি পরমে ব্যোম্নি ব্যোমরূপা ইতি স্বয়ং। ১৩।
স্বয়ঞ্চ সদসদ্রূপা লীয়ন্তে স্বপ্নশৈলবৎ।
সর্গৈর্ন দেশ আক্রান্তো ন চ কালো ন কর্ত্তৃতা। ১৪।
যথোচ্চৈর্দেশকালাদি তথৈব জগতা সতা।
সম্পাদ্যতে যথা যোঽসৌ পুরুষঃ সর্ব্বকারকঃ। ১৫।

প্রত্যেক পরমাণু ও প্রত্যেক আকাশে ক্ষণে ক্ষণে সর্গ, কল্প ও মহাকল্পাদি ভাবাভাব সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। ১১। বাসনাগতির ধর্ম্মানুসারে কল্পিত রূপাদিতে কাহার কাহারও কতকাংশে ব্রহ্ম দর্শন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা আত্মদর্শনে পটু, তাহারা কল্পিত রূপাদি ও মিথ্যা বিষয় সকল সন্দর্শন করে না। ১২। প্রত্যেক সৃষ্টি ব্যাপারে জীবগণ সৃষ্ট হইয়া স্বভাবাধীন সৃষ্টি কার্য্যেই আসক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং পরমার্থ স্বভাব পরমাকাশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, নিজের মঙ্গল বিধান করে না; (যাহা হউক, যদিও তাহাদের গতি এই প্রকার অবধারিত, কিন্তু) চরমে যে তাহারা ব্যোমরূপ ধারণ করিবে, (এটী স্থির কথা)। ১৩। স্বপ্নকালে শৈলাদি দর্শন করিলে তাহারা যেরূপ আপনআপনি ঐ সময়ে লয় পাইয়া থাকে, স্বপ্নভঙ্গে আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মের সৎ এবং অসৎ রূপ সকল স্বয়ংই লয় পাইয়া থাকে; সৃষ্টি ব্যাপার-সমূহ, দেশ কালাদিকে আক্রমণ করিতে পারে না, এবং কাহারও উপর উহাদের কর্তৃত্ব প্রকাশিত হইতে পারে না। ১৪। উন্নত দেশ কালাদি যেরূপে অবস্থিতি করে, পুরুষ যেরূপ (ক্ষমতা-প্রভাবে) ইহ ও পরকালের সকল প্রকার কার্য্য

অনেনৈব ক্রমেণেহ কীটঃ সংপদ্যতে ক্ষণাৎ।
তস্থ্যামেবমেবেহ জাতয়ো হি চতুর্ব্বিধাঃ। ১৬।
রুদ্রাদ্যাস্তৃণপর্য্যন্তাঃ সংপদ্যন্তে ক্ষণং প্রতি।
পরমাণূপমাঃ সন্তি তথা কেচিদণূপমাঃ। ১৭।
এষ এব ক্রমস্তেষাং সতি বাসতি সর্গকে।
অস্যাঃ সংসারমায়ায়া এবং ভূতার্থভাবনাৎ। ১৮।
ভেদোপশান্তাবভ্যাসাদ্ভবত্যুপগতঃ শিবঃ।
নিমেষশতভাগার্দ্ধমাত্রমেব পরা চিতিঃ। ১৯।
তদনাদ্যবভাসাত্মা ব্রহ্মশব্দেন গীয়তে।
অস্মিন্ প্রৌঢ়িং গতে সর্গে মহাচিদ্দ্যোতনং ন চ। ২০।

সম্পাদন করিতে পারে, সংকল্প-প্রভাবে এই জগতেরও সেই প্রকার স্থিতি ঘটিয়া থাকে। ১৫। এই সংকল্পানুসারে পুরুষ, ক্ষণকালের মধ্যে যথাক্রমে কীটযোনি ধারণ করে, এবং স্থাবরাদির চতুর্ব্বিধ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ।১৬। এই পুরুষই ক্ষণকালের মধ্যে রুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য তৃণরূপে পরিণত হয়; কখনও কখনও পরমাণু এবং কখনও বা অণুর উপমা ধারণ করিয়া থাকে। ১৭। রুদ্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সকল পদার্থই এইরূপে বর্ত্তমান সর্গের ন্যায় অতীত এবং অনাগত সৃষ্টি ব্যাপারে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, পরমার্থ-তত্ত্ব-চিন্তা-নিবন্ধন এই সংসার-মায়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। ১৮। যখন অন্তঃকরণ হইতে ভেদ জ্ঞান তিরোভূত হয়, তখন অভ্যাসানুসারে জীব, শিব হইয়া থাকে; নিমেষ-শত-ভাগকে অর্দ্ধাংশে বিভক্ত করিলে, (প্রকৃত সাধক ব্যক্তির পক্ষে) ঐ অল্প সময়ে প্রধান চৈতন্য লাভ হইয়া থাকে। ১৯। যাহা অনাদ্য ও দীপ্তিময়, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন; এই সৃষ্টি-ব্যাপার প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত,—অর্থাৎ মায়াধিকার বদ্ধমূল হইলে মহা-চৈতন্য-দ্যুতি প্রকাশিত হয় না। ২০। যখন মিথ্যাময় দিক্, দেশ, কালাদি ও

সংগতাসত্যদিগ্‌দেশকালাংশপরমাণুতা।
জীবতামাগতা ভূততন্মাত্রবলনাক্রমাৎ। ২১।
ভবত্যঙ্গ মৃগীবীরুৎকীটদেবাসুরাদিকং।
যস্মিন্‌ নিত্যে ততেহনন্তে দৃঢ়ে স্রগিব তিষ্ঠতি। ২২।
সদসদ্গ্রথিতং বিশ্বং বিশ্বগে বিশ্বকর্ম্মণি।
ন তদ্দূরে ন নিকটে নোর্দ্ধে নাধো ন তে ন মে।
ন পূর্ব্বং নাদ্য ন প্রাতর্নসন্নাসন্নমধ্যমং। ২৩।

ঈশ্বর উবাচ।

যথা পৃষ্টং মুনে প্রোক্তং ত্বয়ি কল্যাণমস্তু তে।
দিশং প্রযামোহভিমতামাগচ্ছোত্তিষ্ঠ পার্ব্বতি। ২৪।

পরমাণু সকল সঙ্গত হয়, তখন উহা আত্মার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং ক্রমশঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয় গ্রহণ নিবন্ধন প্রাণী-রূপে পরিণত হয়। ২১। যেরূপ পুষ্প-মাল্যে নানাজাতীয় বহুতর পুষ্প সমাবেশ থাকে, সেইরূপ নিত্যস্থায়ী, বিশ্বব্যাপী, সারবান্‌, অনন্ত পদার্থে মৃগী, লতা, কীট, অসুর, (এমন কি,) দেবতা পর্য্যন্ত আশ্রয় লাভ করিয়া অবস্থিতি করে। ২২। সেই ব্রহ্ম এই সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রে তাঁহার গতি অব্যাহত; সংসারের সৎ, অসৎ প্রভৃতি সকল বস্তু তাঁহার আশ্রয়ে গ্রথিত রহিয়াছে, তিনি দূরে, নিকটে, উর্দ্ধ প্রদেশে, বা অধঃস্থানে বিরাজিত নাই; তিনি আমার, বা তোমার অধিকৃত সামগ্রী নহেন; তিনি কালরূপে দিবসের পূর্ব্বভাগে, প্রাতঃকালে, বা অদ্য বলিয়া পরিচিত হন না; সৎ, অসৎ বা এতদুভয়ের মধ্যস্থ বলিয়া তিনি অবধারিত নহেন;—অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে তিনি আবির্ভূত আছেন। ২৩। ঈশ্বর কহিলেন;—হে মুনে! তুমি আমাকে যেরূপ প্রসন্ন করিয়াছিলে, আমি তদনুরূপ উত্তর প্রদান করিলাম; তোমার মঙ্গল হউক, আমি এই প্রার্থনা

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা নীলকণ্ঠোঽসৌ ত্যক্তপুষ্পাঞ্জলৌ ময়ি।
ততার পরিবারেণ সমমম্বরকোটরং। ২৫।
তস্মিন্ গতে ত্রিভুবনাধিপতাবুমেশে
স্থিত্বা ক্ষণং তদনুসংস্মৃতিপূর্ব্বমেব।
অঙ্গীকৃতং নবপবিত্রধিয়া ময়াত্ম-
দেবার্চ্চনং সমবতৈব জিহাসিতং তৎ। ২৬।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে পরমাত্মাভিধানং
নাম পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গঃ। *। ৫৫। ।

করি; আমি এক্ষণে অভিমত প্রদেশে গমন করি; হে পার্ব্বতি! গাত্রো-খান করিয়া আমার সহিত আগমন কর। ২৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—নীলকণ্ঠ এইরূপ বলিলে পর, আমি তদীয় পাদমূলে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিলাম; (দেখিতে দেখিতে) তিনি সপরিবারে আকাশ-পথে প্রস্থান করিলেন। ২৫। ত্রিভুবনাধিপতি পশুপতি প্রস্থিত হইলে পর, আমি ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া উমেশের উপদিষ্ট বিষয় সকল স্মরণ করিতে লাগিলাম; যদিও আমি পূর্ব্বাবধি শান্তিপথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ (পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) জড়োপাসনা পরিত্যাগ করে নাই; আমি এক্ষণে পবিত্র ভাবাপন্ন নূতন বুদ্ধির সাহায্যে অন্তরস্থিত দেবতার অর্চ্চনা করিতে স্বীকৃত হইলাম। ২৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতদুক্তং পরং তেন স্বয়মেব চ বেদ্‌ম্যহং।
রাম ত্বমপি জানীষে যথেদং সমবস্থিতং। ১।
যত্রালীকমলীকেন কিলালীকে বিলোক্যতে।
তস্যাং সংসারমায়ায়াং কিং সত্যং কিমসন্ময়ং। ২
যথা দ্রবত্বং পয়সি যথা স্পন্দো নভস্বতি।
যথা নভসি শূন্যত্বং তথা সর্গত্বমাত্মনি। ৩।
ততঃ প্রভৃতি তেনৈব ক্রমেণার্চ্চনমাত্মনঃ।
অদ্য যাবদগতব্যগ্রঃ কুর্ব্বন্নহমবস্থিতঃ। ৪।
অনেনার্চ্চাবিধানেন ময়েমে রাম বাসরাঃ।
অখিন্নেনাতিবাহ্যন্তে ব্যবহারপরা অপি। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—যদিও এই পরম তত্ত্ব আমি অবগত ছিলাম, তথাপি উমাপতির উপদেশে (আমার অন্তঃকরণ দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছে ;) হে রামচন্দ্র! যেরূপে এই জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, তুমিও তাহা অবগত আছ। ১। যে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভ্রমপ্রযুক্ত জড়বুদ্ধি সম্পন্ন জীব, মিথ্যাময় জগৎকে (সত্য বোধে) অবলোকন করিয়া থাকে, সেই সংসার-মায়া-মধ্য হইতে কোন্ পদার্থ সত্য, এবং কোন্ বস্তু অসত্য বলিয়া (অব-ধারিত হইবে, বল ?)। ২। জলের দ্রবত্ব যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ, বায়ুর চঞ্চলতা যেরূপ স্বাভাবিক, শূন্যের শূন্যতা যেরূপ চিরপ্রসিদ্ধ আত্মার সৃষ্টি ব্যাপারও তদনুরূপ। ৩। (বলিতে কি,) আমি মহাদেবের উপদেশ শ্রবণ পর্য্যন্ত অব্যগ্রভাবে যথাক্রমে আত্মারূপি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া সংসারে অবস্থিতি করিতেছি। ৪। হে রামচন্দ্র! এই প্রকার অর্চ্চনা প্রণালীর অধীন হইয়া ব্যবহারানুসারে আমি যে কয় দিন দেবার্চ্চনা করিতেছি, তাহা অখিন্নভাবে অতিবাহিত হইতেছে। ৫। গ্রহণীয় বস্তু এবং গৃহীতা এই উভয়ের সম্বন্ধে,—

গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধে সামান্যে সর্ব্বদেহিনাং।
যোগিনঃ সাবধানত্বং যত্তদর্চ্চনমাত্মনঃ। ৬।
দৃষ্ট্যানয়া রঘুপতে সঙ্গমুক্তেন চেতসা।
সংসারবিরলারণ্যে বিহরাস্মিন্ন খিদ্যসে। ৭।
দুঃখে মহতি সংপ্রাপ্তে ধনবন্ধুবিয়োগজে।
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য বিচারং কুরু সুব্রত। ৮।
সুখদুঃখে ন কর্ত্তব্যে ধনবন্ধূদয়ক্ষয়ে।
এবং প্রায়া এব সর্ব্বা নিত্যং সংসারদৃষ্টয়ঃ। ৯।
জানাস্যেব গতিং চিত্রাং বিষয়াণাং প্রমাথিনীং।
যথায়ান্তি যথা যান্তি যথা পরিভবন্তি চ। ১০।

সামান্যতঃ সকল শরীরীদিগের,—বিশেষতঃ যোগাবলম্বীদিগেরও সাবধান পূর্ব্বক যে অর্চ্চনা-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ব্রহ্মার্চ্চন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৬। হে রঘুপতে! যদি তুমি নিঃসঙ্গ অন্তঃকরণে সংসার স্বরূপ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিহার করিতে পার, তাহা হইলে আর তোমাকে খিদ্যমান হইতে হইবে না। ৭। হে সুব্রত! অর্থ-নাশ, বা বন্ধুবিয়োগ জন্য নিদারুণ দুঃখে নিপতিত হইলেও তুমি এই প্রকার জ্ঞান-দৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের বিচার করিতে থাক। ৮। অর্থ-লাভ এবং সুহৃদ্ সম্মিলনে সুখ বোধ, অথবা অর্থনাশ এবং বন্ধুবিনাশে দুঃখ জ্ঞান করা উচিত নহে; (জানিও) প্রায় নিত্যকালই এই প্রকার (নশ্বর) সংসার-কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ৯। জানিও; অনিষ্টকারিণী বিচিত্র ক্রিয়া সকল বিষয় হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে; ইহা যেমন আসিয়া থাকে, তেমনই চলিয়া যায়, এবং তেমনই বিষয়াসক্তি ঘটাইয়া মূঢ় বিষয়ী-দিগকে কাতর করিয়া ফেলে। ১০। এই প্রকারে প্রেম এবং ধন-সমূহ

এবমেব প্রবর্ত্তন্তে প্রেমাণি চ ধনানি চ।
এবমেবাবহীয়ন্তে নিমিত্তৈরবিচারিতৈঃ। ১১।
ইদং নেত্থং জগৎ কিঞ্চিৎ কথং ত্বং পরিতপ্যসে। ১২।
ত্বমিহাসি জগদ্রূপং চিন্মাত্রবিততাকৃতে।
নিজাবয়বকাবৃত্তৌ কঃ ক্রমো হর্ষশোকয়োঃ। ১৩।
তাত চিন্মাত্ররূপোঽসি ন তে ভিন্নমিদং জগৎ।
অতস্তব কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা। ১৪।
ইতি চিচ্চক্রচাঞ্চল্যে চিন্ময়ে জগদম্বুধৌ।
তরঙ্গজালে চাম্ভোধৌ কঃ ক্রমো হর্ষশোকয়োঃ। ১৫।
চিদেকতানতামেত্য সৌষুপ্তীমাগতঃ স্থিতিং।
অদ্য প্রভৃতি রাম ত্বং তুর্য্যাবস্থাত্মকো ভব।
তিষ্ঠাত্মাচ্চারতো নিত্যং পরিপূর্ণ ইবার্ণবঃ। ১৬।

প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; এবং এইরূপে অতর্কিত নিমিত্ত পরম্পরার সঙ্ঘটন হইয়া, অজ্ঞান লোকদিগকে অশ্রদ্ধেয় ও দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া থাকে। ১১। এই জগৎ কিছুই নহে, অতএব ইহার জন্য তোমার পরিতাপিত হইবার কারণ কি?। ১২। হে চিন্ময় দিব্য পুরুষ! তুমি জগদ্রূপে এই সংসারে অবস্থিতি করিতেছ; অতএব তোমাকে বলি, স্বকীয় শরীরের জন্য হর্ষবিষাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য কি?। ১৩। হে তাত! তুমি চিন্ময়রূপে অবস্থিতি করিতেছ, তোমার সহিত এই জগতের ভিন্ন ভাব নাই; অতএব "এ বস্তু হেয় এবং এ বস্তু উপাদেয়" এরূপ কল্পনা করা কেন?। ১৪। যেরূপ অম্ভোনিধিতে তরঙ্গমালা সঙ্ঘটন, নানাবিধ হিংস্র জলজন্তুর অবস্থিতি, এবং অগাধ-সলিল-সমবায় থাকে, সেইরূপ চিৎরূপ চক্রপ্রভাবে চঞ্চলিত, জগৎস্বরূপ অম্বুধিতে হর্ষশোকের অবস্থিতি সম্ভাবিত নহে। ১৫। হে রামচন্দ্র! তুমি অদ্যাবধি একমাত্র চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সুষুপ্তি স্থিতি অবলম্বন পূর্ব্বক তুর্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাক; এবং অর্ণবের ন্যায় পূর্ণভাব

এতত্ত্বং শ্রুতবান্ সর্ব্বং স্থিতস্ত্বং পরিপূর্ণধীঃ।
যদিচ্ছসীতরৎ প্রষ্টুং তৎ পৃচ্ছ রঘুনন্দন। ১৭।

শ্রীরাম উবাচ।

ইদানীং সংশয়ো ব্রহ্মন্ বিনিবৃত্তো বিশেষতঃ।
জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমখিলং জাতা তৃপ্তিরকৃত্রিমা।
ন মুনেঽস্তি মলং দ্বিত্বং ন চেত্যং ন চ কল্পনং। ১৮।
কলঙ্ক আত্মনোঽস্তীতি তদজ্ঞানবশেন যা।
ভ্রান্তিরাসীদিদানীং সা নিবৃত্তা ত্বৎপ্রসাদতঃ। ১৯।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন চৈবাত্মা কলঙ্কিতঃ।
সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্মময়মিত্যাদিতোঽস্ম্যলং। ২০।

ধারণ করিয়া, নিত্যকাল ব্রহ্মার্চ্চনায় নিযুক্ত থাক। ১৬। হে রঘুনন্দন! তোমার বুদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তুমি এ সকল নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিলে; (ইহা জানিয়া শুনিয়াও) যদি তোমার অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা কর। ১৭। শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন;—হে ব্রহ্মন্! বিশেষরূপে আমার সন্দেহ সকল মোচিত হইয়াছে; যাহা জানিবার, আমি সে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছি; (আমার অন্তঃকরণ পরম তত্ত্ব-রস-পানে) অকৃত্রিম তৃপ্তি লাভ করিয়াছে; হে মুনে! আমার মনে এক্ষণে মালিন্য, কি দ্বৈত-ভাব—অর্থাৎ জীবব্রহ্ম ভেদ, মনন, বা কল্পনাধিকার প্রভৃতি কিছুই নাই। ১৮। পূর্ব্ব হইতে অজ্ঞতানিবন্ধন আমার আত্মা কলঙ্ক-কালিমা ধারণ করিয়াছিল বলিয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে ভবদীয় প্রসাদে সে ভ্রান্তি অপনোদিত হইয়াছে। ১৯। আত্মার জন্ম, মৃত্যু, বা কলঙ্ক সম্ভাবিত নহে; জগতের সকল পদার্থই ব্রহ্মময়, আমি এক্ষণে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। ২০।

প্রশ্নেভ্যঃ সংশয়েভ্যশ্চ বাঞ্ছিতেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ।
শুদ্ধং মে নির্ম্মলং চেতস্ত্বষ্টা যন্ত্রভ্রমাদিব। ২১।
সর্ব্বাচারোপদেশেষু প্রাপ্তপ্রোক্তেষু সাধুভিঃ।
নিরাকাঙ্ক্ষী স্থিতোঽস্ম্যন্তঃ সুমেরুঃ কনকেষ্বিব। ২২।
ন তদাস্তি যদাদেয়ং হেয়ং মধ্যঞ্চরাচরে।
ইদং হেয়মুপাদেয়মিদং সদিদমপ্যসৎ। ২৩।
ইতি চিন্তাভ্রমঃ শান্তো নিপুণং পরমো মুনে।
ন স্বর্গমভিবাঞ্ছামি দ্বেষ্মি বাপি ন রৌরবম্। ২৪।
ত্বৎপ্রসাদেন ভগবংস্তীর্ণাঃ স্মো ভবসাগরাৎ।
সম্পদামবধির্জ্জাতো দৃষ্টঃ সীমান্ত আপদাং। ২৫।

বিশ্বকর্ম্মার যন্ত্র ভ্রমণের ন্যায় আমার অন্তঃকরণ এক্ষণে কি প্রশ্ন, কি সংশয়, কি স্পৃহা,সকল প্রকার বিষয়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে;—অর্থাৎ এক্ষণে আমার কোনও বাঞ্ছা, কোনও প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়, বা কোনও প্রকার সংশয় নাই।২১। যেরূপ সুমেরুগিরি কনকাদি বিচিত্র ধাতু সকল নিজগর্ভে রক্ষা করিলেও কনকাদির সহিত উহার সংস্রব থাকে না, সেইরূপ সাধু ব্যক্তিগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তদীয় শিষ্যগণ যে সকল উপদেশ লাভ করিয়া থাকেন, আমি তদুক্ত সকল প্রকার আচারপরম্পরা সম্বন্ধীয় উপদেশ-বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থিতি করিতেছি;—অর্থাৎ আমি ব্রহ্মময় বলিয়া সাধুজন-প্রোক্ত বাক্য সকল আমার অন্তরে অধিকার পায় না। ২২। এই চরাচরমধ্যে যাহা গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার উপযুক্ত, এমন বিষয় কিছুই নাই; এবং ইহা হেয়, বা ইহা উপাদেয়, ইহা সৎ, এবং ইহা অসৎ, এই প্রকার ঘোরতর চিন্তাভ্রম বিশেষরূপে শান্তি পাইয়াছে; হে মুনে! আমি স্বর্গ-বাস-কামনা এবং রৌরব নামক ঘোর নরকের প্রতি দ্বেষভাব প্রদর্শন করি না। ২৩। ২৪। হে ভগবন্! ভবদীয় অনুগ্রহবলে আমি সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, এবং সম্পদের সীমা ও বিপদের পরাকাষ্ঠা দর্শন

বশিষ্ঠ উবাচ।

কেবলেনেন্দ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং বর্ত্তমানার্থবর্ত্তিনা।
অসঙ্গমেন মনসা যৎ করোষি ন তৎ কৃতং। ২৬।
যথা প্রাপ্তিক্ষণে বস্তু প্রথমে তুষ্টয়ে তথা।
ন প্রাপ্ত্যেকক্ষণাদূর্দ্ধমিতি কোনানুভূতবান্। ২৭।
বাঞ্ছাকালে যথা বস্তু তুষ্টয়ে নান্যদা তথা।
তস্মাৎ ক্ষণসুখে সক্তিং কালো বধ্নাতি নেতরঃ। ২৮।
বাঞ্ছাকালে তুষ্টয়ে যৎ তত্র বাঞ্ছেব কারণং।
তুষ্টিস্ত্বতুষ্টিপর্য্যন্তা তস্মাদ্বাঞ্ছাং পরিত্যজ। ২৯।
যদি তৎপদমাপ্তোঽসি কদাচিৎ কালপর্য্যয়াৎ।
তদহংভাবনারূপে ন মংক্তব্যং ত্বয়া পুনঃ। ৩০।

করিয়াছি। ২৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—কেবল রাগাদিবিরহিত ইন্দ্রিয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া বর্ত্তমান প্রয়োজনসাধক কর্ত্তৃত্বাভিমানবর্জ্জিত মনের সাহায্যে যাহা করিয়া থাক, তাহা কার্য্য বলিয়া গণ্যই নহে। ২৬। কোনও অভীপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইবার প্রথম সময়ে যেরূপ মনস্তুষ্টি ঘটিয়া থাকে, ক্ষণকাল পরে যে সেরূপ সন্তোষ হয় না, ইহা কে না অনুভব করিয়াছেন? । ২৭। অভিলষণীয় বস্তুর অভিলাষ সময়ে যেরূপ তুষ্টি ঘটিয়া থাকে, অন্য সময়ে সেরূপ হয় না; (জানিও) বালকদিগের অন্তঃকরণ যেরূপ ক্ষণিক সুখলাভে আসক্তি প্রকাশ করে, অন্যের সেরূপ হয় না। ২৮। লোভ সময়ে যে বিষয় তুষ্টিবিধান করিয়া থাকে, বাঞ্ছাই সে বিষয়ের কারণ; অতুষ্টি যখন তুষ্টির পরিণাম—অর্থাৎ শেষ ফল, তখন তুমি বাঞ্ছাকে পরিত্যাগ কর। ২৯। যদি কালক্রমে তুমি কখনও ব্রহ্মপদ পাইতে পার, তাহা হইলে অহংভাবনার—অর্থাৎ অবিদ্যার রূপসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, তুমি তাহাতে পুনর্ব্বার মুগ্ধ হইও

আত্মজ্ঞানাচলস্যাগ্রে রাম বিশ্রান্তবানসি।
অহংভাব মহাশ্বভ্রে ন পুনঃ পাতমর্হসি। ৩১।
দৃশ্যতে তে স্বভাবোঽয়ং সমতা সত্যতাময়ঃ।
মন্যে ক্ষীণবিকল্পোঽসি জাতোঽসি হৃতকালিকঃ।
স্বভাবে সংস্থিতো রাম ইত্যাবেদয়তীব মে। ৩২।
আশা যাতু নিরাশত্বমভাবং যাতু ভাবনং।
অমনস্ত্বং মনো যাতু তবাসঙ্গেন জীবতঃ। ৩৩।
যাং যাং বস্তুদৃশং যাসি তস্যাং তস্যামবস্থিতং।
সত্তাসামান্যরূপেণ ব্রহ্মবৃংহিতচিদ্ঘনং। ৩৪।
অজ্ঞাতাত্মানিবদ্ধোঽসি বিজ্ঞাতাত্মা ন বধ্যসে।
রাম ত্বং স্বাত্মনাত্মানং বোধয়স্ব বলাদতঃ। ৩৫।

না। ৩০। হে রামচন্দ্র! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অচলশিখরে উত্থিত হইয়া বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছ,অতএব তুমি অহংভাবরূপ মহাগর্তে পুনর্ব্বার পতিত হইও না। ।৩১। তোমার স্বভাব, সমতা ও সত্যতাময় বলিয়া দেখা যাইতেছে; আমার বোধ হয়, তোমার অন্তঃকরণ হইতে বিকল্পনা ও অবিদ্যাধিকার দূরীভূত হইয়াছে; তুমি শুদ্ধ স্বভাবে অবস্থিতি করিতেছ বলিয়া, আমি যেন জানিতে পারিতেছি। ৩২। তোমার আশা নৈরাশ্য অবলম্বন করুক, তদীয় অভাব, ভাবে পর্য্যবসিত হউক, তোমার মন, মনহীনতার আশ্রয় গ্রহণ করুক, তুমি সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাক। ৩৩। তুমি দৃষ্টির সাহায্যে যে সকল বস্তু দৃষ্টি করিতেছ, সেই সেই বস্তুতে চিদ্ঘন ব্রহ্মপদার্থ সামান্য সত্তারূপে অবস্থিত রহিয়াছে (জানিও) ।৩৪। তদীয় অন্তরে আত্মা অজ্ঞাতভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তুমি তদ্দ্বারা নিবদ্ধ আছ বলিয়া জানিতে পারিতেছ না; যখন আত্মাকে জানিতে পারিবে,তখন আর তোমাকে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না; হে রামচন্দ্র! তখন হইতে তুমি মনের দৃঢ়তা প্রযুক্ত আপনি আপনার

যত্র ন স্বদতে বস্তু স্বদতে চ যথাগতং।
অবাসনত্বং তদ্বিদ্ধি সাম্যমাকাশকোমলং। ৩৬।
বাসনারহিতৈরন্তরিন্দ্রিয়ৈরাহর ক্রিয়াঃ।
ন বিক্রিয়ামবাপ্নোষি খবৎ ক্ষোভশতৈরপি। ৩৭।
জ্ঞাতাজ্ঞানং তথা জ্ঞেয়ং ত্রয়মেকতয়াত্মনি।
শান্তাত্মানুভবাভব্যং ন ভূয়ো ভবভাগসি। ৩৮।
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধঃ স্পন্দাভাবেন জায়তে।
বেদনাভবদাভাসা চিত্রপুংসামিবাশয়ে। ৩৯।
চিত্তস্পন্দোত্থিতা মায়া তদভাবে বিলীয়তে।
পয়ঃস্পন্দোত্থিতা বীচিস্তদভাবে বিনশ্যতি। ৪০।

আত্মাকে প্রবোধিত কর। ৩৫। যেখানে (উপভোগের জন্য) কোনও বস্তুকে আস্বাদ করা হয় না, তবে বস্তু কোনওরূপে হস্তগত হইলে, তাহার আস্বাদ-গ্রহণ করা হইয়া থাকে, আকাশ-সদৃশ কোমল-ভাবাপন্ন সমান-ধর্ম্মাবলম্বি সেই অবস্থাকেই বাসনা-বিহীনতা বলিয়া জানিও। ৩৬। তুমি অন্তরে বাসনা-বর্জ্জিত ইন্দ্রিয়াদির অনুগত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুসরণ কর, তাহা হইলে শত সহস্র বিষাদে নিপতিত হইলেও, আকাশ যেরূপ কখনও বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না, তাহার ন্যায় তোমাকে বিকৃতিভাব ধারণ করিতে হইবে না। ৩৭। যদি তুমি জ্ঞান, জ্ঞেয় পদার্থ এবং জ্ঞাত বিষয়, এই তিনটিকে একত্র করিয়া আত্মার সহিত সংযোজিত করিতে পার, তাহা হইলে দুঃখাদির কঠোরতা অনুভব করিতে পারিবে; তোমার অন্তঃকরণ যখন শান্তির মুখ দেখিয়াছে,তখন আর তোমাকে পুনর্ব্বার জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। ৩৮। যেরূপ চিত্রলিখিত পুরুষের হৃদয়ে জগৎসম্বন্ধীয় আভাস, স্থান প্রাপ্ত হয় না, তাহার ন্যায় স্পন্দের অভাবে দর্শন ও দৃশ্যের সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। ৩৯। যেরূপ জলের স্পন্দনে তরঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে, জলের অভাব হইলে তরঙ্গ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ চিত্তের স্পন্দনে মায়ার উৎপত্তি, এবং চিত্তের

ত্যাগেন বাসনাংশস্য বোধাদ্বা প্রাণরোধনাৎ।
চিত্তে নিস্পন্দতাং যাতে কুতঃ স্পন্দস্য সম্ভবঃ। ৪১।
দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধে যৎ সুখং পারমার্থিকং।
তদদ্বৈতৈকান্তসংবিত্ত্যা ব্রহ্মদৃষ্ট্যা মনঃক্ষয়ঃ। ৪২।
যত্র নাভ্যুদিতং চিত্তং তত্তৎ সুখমকৃত্রিমং।
ন স্বর্গাদৌ সম্ভবন্তি মরৌ হিমগৃহং যথা। ৪৩।
বোধাদ্ভবতি চিত্তান্তো দুর্ব্বোধাচ্চিত্তবেদিতা।
বালবেতালবত্তেন মোহশ্রীর্ঘনতাং গতা। ৪৪।
জ্ঞস্য চিত্তং ন চিত্তাখ্যং জ্ঞচিত্তং সত্ত্বমুচ্যতে।
নামার্থান্যত্বভাক্ চিত্তং বোধাত্তাম্রসুবর্ণবৎ। ৪৫।

অভাবে মায়া লয় পাইয়া থাকে। ৪০। মনের বাসনাত্যাগ, বা তত্ত্বজ্ঞান-সমুদয়, অথবা প্রাণসংরোধ নিবন্ধন চিত্ত নিস্পন্দতা অবলম্বন করিলে, স্পন্দনের সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে ?। ৪১। দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধে যাহা সুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পারমার্থিক,—অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ; একান্তভাবে তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মদর্শন ঘটিলে, মন ক্ষয় পাইয়া থাকে। ৪২। মরুস্থল-স্থিত স্নিগ্ধ সরোবর যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় যেখানে মন সমুদিত না হইবে, সেইখানে অকৃত্রিম সুখ প্রকাশিত হইবে; স্বর্গাদিতে এই সুখ লাভ করা সম্ভাবিত নহে। ৪৩। তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইলে চিত্তের বিনাশ ঘটিয়া থাকে, দুর্ব্বোধের উদয় ঘটিলে চিত্তজ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে; অতএব, (জানিও) বালক যেরূপ কল্পিত ভূতাদিভয়ে অধীর হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় মোহ, ক্রমশঃ ঘনতা প্রাপ্ত—অর্থাৎ বদ্ধমূল হইয়া থাকে। ৪৪। যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানী, তাহার চিত্ত চিত্তনামের অধিকারী নহে; যে চিত্ত তত্ত্বজ্ঞান-বিমণ্ডিত,তাহা সত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; যেরূপ তাম্রকে সুবর্ণ বলিয়া সহজে বোধ হয়, পরে পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিলে সে যেরূপ সমাদৃত হয় না, সেইরূপ চিত্ত, নাম ও অর্থপ্রভাবে অন্য পদার্থকে আশ্রয়

ব্রহ্মৈব ভূরিভুবনভ্রমবিভ্রমৌঘৈ-
রিত্থং স্থিতং সমমনেকতয়ৈকমেব।
সর্ব্বাত্ম সংভবতি নেতরদঙ্গ কিঞ্চিৎ
চিত্তাদিকঞ্চ ন হৃদীব হি সন্নিবেশঃ। ৪৬।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে চিত্তসত্তাসূচনং
নাম ষট্পঞ্চাশৎ সর্গঃ। *। ৫৬। *।

করিয়া থাকে। ৪৫। যেরূপ অন্তঃকরণে মনোরথ-কল্পিত প্রাসাদ, উপবন প্রভৃতির সন্নিবেশ ঘটিয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাদের সম্মিলন ঘটে না, সেইরূপ সংসার-ভ্রম সমূহে পরিপূর্ণ থাকিলেও সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম এক হইয়াও অনেক-রূপে প্রকাশিত আছেন; চিত্তাদি যে কিছু (পদার্থ দেখিতে পাও, জানিও) তাহারা কিছুই নহে। ৪৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্রেমামববোধায় বিস্ময়োল্লাসকারিণীং।
অপূর্ব্বাঞ্চৈব সংক্ষেপাদ্রাম রম্যাং কথাং শৃণু। ১।
যোজনানাং সহস্রাণি বিপুলং বিমলং স্ফুটং।
যুগৈরপ্যরজদ্রূপমস্তি বিল্বফলং মহৎ। ২।
অবিনাশরসাধারং সুধামধুরসারবৎ।
পুরাণমপি বালেন্দুদলমার্দ্দবসুন্দরং। ৩।
ব্যূহমধ্যমহামেরুং মন্দরাদ্রিরিবাচলং।
মহাকল্পান্তবাত্যায়া অপি বেগৈরচালিতং। ৪।
ন কদাচন পাকেন পাতন্তে ন সমেতি যৎ।
সদৈব পক্বমপ্যঙ্গ জরসা যন্ন বাধ্যতে। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকটে তদীয় জ্ঞানোদয়ের জন্য এ সম্বন্ধে বিস্ময় ও উল্লাসবর্দ্ধিনী অপূর্ব্ব রম্য কথা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১। সহস্র-যোজনব্যাপী বিপুলাকার একটি বিল্বফল আছে; উহা দেখিতে যেরূপ নির্ম্মল ও বৃহৎ, সেরূপ যুগান্ত-স্থায়ী; উহার মূর্ত্তি চিরকালই এক প্রকার—অর্থাৎ নবীনতায় পরিপূর্ণ। ।২। উহার রস নষ্ট হয় না, এবং সারভাগ সুধার ন্যায় মাধুর্য্যসম্পন্ন; যদিও উহা অতি প্রাচীন, কিন্তু বালেন্দু যেরূপ দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ উহা মৃদুভাবাপন্ন এবং নয়নরঞ্জন। ৩। এই বৃক্ষ ভুবন-ব্যূহমধ্যগত মহামেরুর ন্যায় সুশোভিত ও মন্দরগিরির ন্যায় দৃঢ়ভাবাপন্ন; মহাকল্পান্তকালীন ভীষণ-প্রভঞ্জন-প্রভাবে ইহা চালিত হয় না। ৪। ইহার ফল কখনও পরিপক্ক হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় না, কখনও সমানাবস্থায় থাকে না; ইহা সর্ব্বদা পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; জরা—অর্থাৎ শুষ্কতা কখনও ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। ৫। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও রুদ্রাদি দেবতা-

ব্রহ্মবিষ্ণিন্দ্ররুদ্রাদ্যা জরঠাঃ কেচিদেব ন।
যস্যোৎপত্তিং বিজানন্তি মূলং বা বৃন্তমেব চ। ৬।
অদৃষ্টাঙ্কুরবৃক্ষস্য ত্বদৃষ্টকুসুমাকৃতেঃ।
অস্তম্ভমূলশাখস্য ফলস্যাস্য মহাকৃতেঃ। ৭।
একপিণ্ডঘনাকারবিততস্থৌল্যশালিনঃ।
যস্যোৎপত্তিবিকারাদি পরিণামো ন দৃশ্যতে। ৮।
ন মজ্জা নাষ্টি বিততো নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনঃ।
শিলান্তরিব নীরন্ধ্রঃ স্পন্দমানেন্দুবিম্ববৎ। ৯।
তস্মাৎ পরম মজ্জা তু যাসৌ স্বাত্মচমৎকৃতিঃ।
অনন্তরক্ষিতো নিত্যমনন্যঃ শ্রীফলং গতঃ। ১০।
ইয়মস্মীতি কলনাদসদপ্যন্যতামলং।
ভেদাদ্যসম্ভবদিদং স্বয়মুৎপাদ্য ভাবিতং। ১১।

গণ, কেহই এই বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘায়ু নহেন; কেহ ইহার উৎপত্তি, মূল ও বৃন্ত অবগত নহেন। ৬। কেহ এই বৃক্ষের অঙ্কুর দর্শন করেন নাই; ইহার পুষ্প কাহারও নয়নপথে পতিত হয় নাই; ইহার মূল ও শাখা আশ্রয়বিহীন; ইহার ফল দেখিতে যেরূপ বৃহৎ, সেইরূপ গোলাকার, বিস্তৃত ও স্থূলতাসম্পন্ন, ইহার উৎপত্তি, বিকার, বা পরিণাম কখনও দৃশ্য হয় নাই। ৭। ৮। ইহার মজ্জা, বা অষ্টি—আঁটি নাই; ইহা বিস্তৃত, বিকারশূন্য ও মালিন্যরহিত; চন্দ্রবিম্ব চঞ্চলভাব ধারণ করিলে যেরূপ দেখায়, ইহা দেখিতে সেইরূপ; ইহার মধ্যভাগ পাষাণের ন্যায় রন্ধ্রবিহীন। ৯। হিরণ্যগর্ভাদির আনন্দবিধায়ি সেই ফল হইতে আত্মচিত্তচমৎকারক যে সারভাগ সমুৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহা বিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য স্বভাব দ্বারা নিত্যকাল রক্ষিত হইয়া দ্বৈতবর্জ্জিত শ্রীফলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০। অবিদ্যার সত্তা না থাকিলেও "এই আমি বর্ত্তমান আছি" এ প্রকার কল্পনা নিবন্ধন অসদ্বস্তু অন্যত্র প্রাপ্ত—অর্থাৎ সদ্রূপে প্রতিভাত হয়; (চিত্তের) ভেদাদির সম্ভাবনা না থাকাতে উহা স্বয়ং উৎপন্ন হয় এরূপ মনে হইয়া থাকে। ১১।

অয়ং পুরঃ পার্শ্বতোঽয়ং পশ্চাদারাদ্দরীয়সী।
ইদং ভূতং বর্ত্তমানং ভবিষ্যত্ত্বিদমিত্যপি। ১২।
ইদমন্তঃ স্থিতানল্পকল্পনাম্ভোরুহালয়ং।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপাপীড়ক্রীড়ামণ্ডপমণ্ডলং। ১৩।
ইয়ং কীর্ণমহারুদ্রগণাপূরিতকোটরা।
দীর্ঘাভ্রসরণির্ভ্রান্তিধ্বংসনেভ্যঃ প্রভাবিনী। ১৪।
ইয়মুদ্দামসৌগন্ধ্যস্বর্গশ্রীপুষ্পমঞ্জরী।
জগজ্জরঠবৃক্ষস্য রজোনরকমূলিনঃ। ১৫।
ইয়ঞ্চ তারাকিঞ্জল্কা ব্রহ্মার্ণবতটস্থিতা।
অপারাপারপর্য্যন্তা ব্যোমলীলাসরোজিনী। ১৬।
ইমা ভাববিকারাঢ্যা জরামৃতিবিসূচিকা।
বিদ্যাবিদ্যাবিলাসাঢ্যা ইমাঃ শাস্ত্রার্থদৃষ্টয়ঃ। ১৭।

ইহা পুরোভাগে, ইহা পার্শ্বে, ইহা পশ্চাতে, ইহা সম্মুখে, ইহা দূরে, ইহা নিকটে, ইহা ভূত, ইহা বর্ত্তমান, এবং ইহা ভবিষ্যৎ। ১২। ইহা অন্তরস্থিত অনন্ত কল্পনা-কমলালয় জীবস্বরূপ; ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ জীবের ক্রীড়া-ভূমি। ১৩। এই সকল কোটরে মহারুদ্রগণ সম্যক্‌প্রকারে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন; উহা দীর্ঘ আকাশ-পথের ন্যায় শোভা পাইতেছে; এবং বিষয়-লম্পটদিগকে অধঃপাতিত করিবার জন্য প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৪। রজোগুণ প্রভৃতি নরক-ব্যাপার এই বৃক্ষের মূল, এই বৃক্ষ অতি প্রাচীন; অতিশয় সৌগন্ধ দ্বারা স্বর্গশ্রীস্বরূপ ইহার পুষ্পমঞ্জরী প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১৫। এই সকল তারা-কিঞ্জল্ক, ব্রহ্মরূপ সমুদ্রের তট প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধ ও চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত থাকিয়া যেন ব্যোমাকার লীলাসরোজিনীর ন্যায় দেখাইয়া থাকে। ১৬। এই সকল ভাব ও বিকার-পূর্ণ জরা, মৃত্যু ও বিসূচিকা এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার বিলাসিতাপূর্ণ এই সকল শাস্ত্র দর্শন। ১৭। এই প্রকারে পূর্ব্ববর্ণিত বিষয় সকল

ইতি সা তস্য বিল্বস্য নিজমজ্জাচমৎকৃতিঃ।
সংকল্পসন্নিবেশান্তরেবৈব কৃতসংস্থিতিঃ। ১৮।

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বসারজ্ঞ ত্বয়ৈষা বিল্বরূপিণী।
মহাচিদ্ঘনসত্ত্বেহ কথিতেতি মতির্ম্মম। ১৯।
চিন্মজ্জারূপমখিলমহন্তাদীদমাততং।
ন মনাগপি ভেদোহস্তি দ্বৈতৈক্যকলনাত্মকঃ। ২০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

সৃষ্টিচিদ্বিলমজ্জা স্যাৎ স্বাধারান্যত্বসম্ভবে।
বিনাশঃ সর্ব্বগস্যাস্য ন চৈতৎ সম্ভবত্যলং। ২১।
চিতের্ম্মরীচবীজস্য জগদাখ্যা চমৎকৃতিঃ।
স্থিতা সৌষুপ্তসৌম্যান্তঃ শিলান্তঃসন্নিবেশবৎ। ২২।

সেই বিল্বফলের স্বকীয় সারের চমৎকৃতি মাত্র; এইরূপে অন্তরে ব্যষ্টি-সমষ্টি সংকল্প-সমূহের সন্নিবেশ থাকাতে তাহার স্থিতি প্রকাশমান আছে। ।১৮। শ্রীরাম কহিলেন;—হে ভগবন্! আপনি সকল সার পদার্থের মর্ম্ম-গ্রাহী, আপনি যে বিল্বরূপের কথা বর্ণন করিলেন, উহা চিদ্ঘন ব্রহ্মের সত্তা সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছেন, এরূপ আমার বোধ হয়। ১৯। আমি, তুমি ইত্যাদি বিস্তৃত পদার্থ চিন্মজ্জারূপে অবস্থিতি করে; অতএব, সেই একমাত্র পদার্থকে দ্বৈত বোধ করিয়া ভিন্ন মনে করা, কখনও উচিত হয় না। ২০। বশিষ্ঠ কহিলেন;—বিল্ববৃক্ষের সার ভাগের যেরূপ আধার আছে, সেই প্রকার সৃষ্টিস্বরূপ মজ্জার স্বকীয় আধারভূত অন্য পদার্থের সম্ভাবনা না থাকাতে সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট এই চিদাত্মা ব্রহ্মের কোনও প্রকারে বিনাশ, বা পরিণাম সম্ভবে না। ২১। শিলার মধ্যভাগে যেরূপ সারাংশের সন্নিবেশ আছে, তাহার ন্যায় মরীচবীজ সদৃশ জগন্মায়ী চমৎকৃতি, সুষুপ্তির ন্যায় সৌম্যভাব প্রাপ্ত অন্তরে অবস্থিতি করিয়া থাকে;—অর্থাৎ মরীচের আবরণ যেরূপ কঠিন, কিন্তু তদন্তর্গত বীজের কাঠিন্য সেরূপ নহে, জগতের সার-

অত্রেমামিন্দুবদনচিত্রাং বিস্ময়কারিণীং।
বর্ণ্যমানাং ময়া রম্যামন্যামাখ্যায়িকাং শৃণু। ২৩।
স্নিগ্ধা স্পষ্টা মৃদুস্পর্শা মহাবিস্তারশালিনী।
নিবিড়া নিত্যমক্ষুব্ধা কচিদস্তি মহাশিলা। ২৪।
তস্যামন্তঃপ্রফুল্লানি পদ্মানি সুবহূন্যপি।
সরস্যামিব রম্যানি তান্যনন্তানি সন্তি বৈ। ২৫।
তেষাঞ্চ নিকটে সন্তি শঙ্খাঃ শতসহস্রশঃ।
চক্রৌঘাশ্চ মহাকারাঃ পদ্মবৎসংনিবেশিনঃ। ২৬।

শ্রীরাম উবাচ।

সত্যমেতন্ময়া দৃষ্টা তাদৃশী সা মহাশিলা।
শালগ্রামে হরের্ধাম্নি বিদ্যতে পরিবারিণী। ২৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমেতদ্বিজানাসি দৃষ্টবানসি তাং শিলাং।
যোযশ্চ তত্র বৈ প্রাণঃ সমস্তাদৃগনন্তরঃ। ২৮।

ভূত ব্রহ্ম পদার্থও সেইরূপ। ২২। আমি এ সম্বন্ধে (তোমার নিকটে) চন্দ্র-বদন-সদৃশ স্নিগ্ধকর, বিস্ময়জনক এক রমণীয় উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৩। স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, সুখস্পর্শ, মহাবিস্তৃত, নিবিড়, সারবান্ এক মহাশিলা আছে। ২৪। যেরূপ সরসিমধ্যে সরসিজ-সমূহ প্রফুল্লিত হইয়া শোভা বিস্তার করে, তাহার ন্যায় তাহার অন্তরে অসংখ্য প্রফুল্ল কমলদল শোভা পাইয়া থাকে। ২৫। তাহাদিগের নিকটে পদ্মের ন্যায় সন্নিবেশ-সম্পন্ন, মহাকৃতিবিশিষ্ট, শত সহস্র শঙ্খ ও চক্র সকল অবস্থিতি করে। ২৬। শ্রীরাম কহিলেন ;—আমি যথার্থই সেই শিলা সন্দর্শন করিয়াছি, ভগবান্ শ্রীহরি উহাতে অবস্থিতি করেন, উহা কমলদলকে লাঞ্ছিত করিয়া পরিবেষ্টিত থাকে। ২৭। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—তুমি সেই শিলাকে এই প্রকার জানিয়াছ, এবং তাহা সন্দর্শন করিয়াছ ; (কিন্তু জানিও,) চিদাত্মা সেরূপ

ময়া ত্বিয়মপূর্ব্বৈব শিলেহ কথিতা তব।
যস্যামন্তর্মহাকুক্ষৌ সর্ব্বমস্তি চ নাস্তি চ। ২৯।
চিচ্ছিলৈষা ময়োক্তা তে যস্যামন্তর্জগন্তি বৈ।
ঘনত্বৈকাত্মকত্বাদিবশাদেষা শিলৈব চিৎ। ৩০।
অপ্যত্যন্তঘনাঙ্গায়াঃ সুনীরন্ধ্রাকৃতেরপি।
বিদ্যতেঽন্তর্জগদ্বৃন্দং ব্যোম্নীব বিপুলানিলঃ। ৩১।
অস্যামেব ঘনাঙ্গাত্ম জগৎপদ্মং বিজৃম্ভতে।
এতস্মাদ্বস্তুতো নান্যদন্যচ্ছুদ্ধাত্মকঞ্চ বা। ৩২।
শঙ্খপদ্মাদিকং লোকং পাষাণে লিখ্যতে যথা।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ শিলায়াং শালভঞ্জিকা। ৩৩।
তথাস্তি তত্র তৎ সর্ব্বং সংস্থানং বস্তুতো যথা।
উপলান্তঃ সন্নিবেশো নানাত্মাঽপ্যেকপিণ্ডতাং। ৩৪।

দৃষ্টান্তভূত ও যেরূপ স্বভাবের অনুগত হইয়া থাকেন, অন্তরে তাহার বৈপরীত্য থাকে না। ২৮। আমি যে শিলার কথা তোমাকে বলিয়াছি, উহাকে চিৎ বলিয়া (জানিও;) উহার অন্তরে নিখিল জগৎ অবস্থিতি করিয়া থাকে; ঘনত্ব ও একাত্মকত্ব প্রযুক্ত ঐ শিলাই চিৎ বলিয়া পরিচিত। ।৩০। যেরূপ অন্তরীক্ষে মহানিল সঞ্চরিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অত্যন্ত নিবিড়াঙ্গবিশিষ্ট নিরবকাশ-শরীর-সম্পন্ন ঐ শিলার অন্তরে অসংখ্য জগৎ বিরাজিত আছে। ৩১। ইহাতে নিবিড়দেহ জগৎস্বরূপ পদ্ম, বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে; বাস্তবিক, ইহা হইতে শুদ্ধাত্মক অন্য কোনও বস্তু নাই। ৩২। যেরূপ পাষাণে শঙ্খপদ্মাদি বিবিধ বস্তুর চিত্র চিত্রিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শিল্পী মন, (কল্পনা দ্বারা) ভূত, ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের পরিচায়ক সর্ব্বপ্রকার সংসার চিত্রিত করিয়া থাকে।৩৩। যেরূপ শিলাতে শালভঞ্জিকা—অর্থাৎ ক্ষোদিত প্রতিমূর্ত্তি সকল বাস্তবের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ সংসারে সকল প্রকার পদার্থের সন্নিবেশ হইয়া থাকে; উপলখণ্ডের মধ্যভাগ যেরূপ নানাত্ম হইলেও একমাত্র ঘনাকার ধারণ করে,। ৩৪। সেইরূপ

যথাদন্তে তথৈষা চিৎ পিণ্ডাকারৈকিকাং ঘনাং।
যথা পদ্মঃ শিলাকোষাদভিন্নস্তদ্বপুর্ময়ঃ। ৩৫।
সুষুপ্তাবস্থয়া চক্রপদ্মলেখাঃ শিলোদরে।
যথা স্থিতাশ্চিতেরন্তস্তথেয়ং জগদাবলী। ৩৬।
শিলান্তঃ পদ্মলেখালী মরিচান্তশ্চমৎকৃতিঃ।
নোদেতি নাস্তমায়াতি যথা সর্গস্তথা চিতৌ। ৩৭।
ব্রহ্মৈবেদং বিকারাদি বিকারাদ্যর্থবর্জ্জিতং।
বর্জ্জনাবর্জ্জনেঽর্থস্য ব্রহ্মৈবানন্ততাবশাৎ। ৩৮।
অত্রান্যার্থমিদং বিদ্ধি মৃগতৃষ্ণাম্ভসা সমং।
বীজং পুষ্পফলান্তস্থং বীজান্তর্নান্যদাত্মকং। ৩৯।
যাদৃশী বীজসত্তা সা ভবতী যাত্যথোত্তরং।
চিদ্ঘনে চিদ্ঘনত্বং যৎ স এব ত্রিজগৎক্রমঃ। ৪০।

চিৎ,একমাত্র পিণ্ডাকার এই জগৎকে ধারণ করিয়া থাকে; পদ্ম যেরূপ শিলার অভ্যন্তর হইতে অভিন্ন দেহ—অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন আকারের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে, ।৩৫। সুষুপ্তাবস্থা নিবন্ধন যেরূপ শিলাগর্ভে পদ্মচক্রাদির অবস্থিতি,সেইরূপ চিৎ-শক্তির অন্তরে এই জগৎ-সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে।৩৬। মরীচের মধ্যভাগ যেরূপ চমৎকারময়—অর্থাৎ বহিঃপ্রদেশ কঠিন আবরণে আবৃত এবং অন্তঃপ্রদেশ তদ্বিপরীত, সেইরূপ শিলোদরে পদ্মাদির সন্নিবেশ; ইহা উদিত, বা অস্তগত হয় না, যেরূপ সর্গাদি ব্যাপারে, সেইরূপ চিৎশক্তিতে ।৩৭। বিকারাদিবর্জ্জিত এবং বিকারাদি অর্থশূন্য ব্রহ্মের অবস্থিতি; অনন্ত রূপত্ব প্রযুক্ত বর্জ্জন ও অবর্জ্জন বিষয়ে ব্রহ্মের অভিব্যাপ্তির বৈষম্য নাই।৩৮। যেরূপ পুষ্প, ফল প্রভৃতি বীজের অন্তর্গত থাকিলেও বীজ হইতে উহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপ মৃগতৃষ্ণিকা-নিবন্ধন জলের ন্যায় এ বিষয়ে ব্রহ্মকে অন্যার্থ-প্রতিপাদক—অর্থাৎ সকলই চিৎ বলিয়া জানিও। ৩৯। বীজ যেরূপ উত্তরকালে কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ও পল্লবাদিতে পরিণত হয়, তাহার ন্যায় চিদ্ঘন ব্রহ্মে যে চিদ্ঘনত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে,

একত্বমেতয়োর্দ্বিত্বমেকাভাবে দ্বয়োঃ ক্ষতিঃ।
জগদন্যভবোদ্ভূতির্ন কদাচিত্তদীদৃশং। ৪১।
যথা শিলান্তর্লেখাদি ভিদ্যতে ন শিলান্তরাৎ।
তৎসারত্বাজ্জগৎকর্তৃকর্তৃত্বাদিজগচ্চিতিঃ। ৪২।
যথা শিলান্তরাজ্ঞানাৎ স্পন্দাস্পন্দভবাভবাঃ।
বিষয়ত্বং ন গচ্ছন্তি কর্ত্তারো জগতস্তথা। ৪৩।
ব্রহ্মসত্ত্বাত্মকং সর্ব্বং সুষুপ্তস্থমিব স্থিতং।
ভূরিভাববিকারাঢ্যো যোঽয়ং জগদ্গুরুভ্রমঃ। ৪৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

যত্রানুদিতরূপাত্ম সর্ব্বমস্তীদমাততং।
ময়ূর ইব বীজেঽন্তস্তদহন্তা দিগাদি চ। ৪৫।

তাহাই ত্রিজগতের ক্রম। ৪০। এই দুইটির—অর্থাৎ বীজ ও তাহার কার্য্যের একত্বকেই (দ্বিত্ব বলিয়া জানিও ;) একের অভাবে উভয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এই জগৎ, চিদ্ব্যতিরিক্ত জাড্য কল্পনার অধীন, সুতরাং চিদ্রূপ কখনও এরূপ জড়ভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। ৪১। যেরূপ শিলা-স্থিত চিত্র-সন্নিবেশাদি শিলা হইতে ভিন্নতা প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেইরূপ জগৎকর্ত্তার কর্তৃত্বাধীন এই জগৎও চিতির কার্য্য করিয়া থাকে। ৪২। যেরূপ শিলালিখিত পদ্মাদির স্পন্দনাস্পন্দন ঘটে না, জগতের কর্ত্তাও সেই-রূপ বিষয়াধীন হইয়া অবস্থিতি করেন না। ৪৩। বিবিধ ভাববিকারপূর্ণ এই জগৎ-সম্বন্ধে (জীবের) যে ভয়ানক ভ্রম ঘটিয়া থাকে, (জানিও, সে সকল অলীক মাত্র ;) সকলের অন্তঃকরণে ব্রহ্মের আবির্ভাব আছে, এবং উহা সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৪৪। বশিষ্ঠ কহিলেন ;— যেরূপ অণ্ডমধ্যে ময়ূর-শাবক অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় এই যে বিস্তৃত সকল পদার্থের বিদ্যমানতা (দেখিতেছ ;) ইহাদের মধ্যে আত্মা অনুদিত ভাবে আবির্ভূত আছে ; তুমি, আমি, এবং দিক্ সকল প্রভৃতি সকল পদার্থই

যত্র নাভ্যুদিতং কিঞ্চিৎ তত্র সর্ব্বঞ্চ বিদ্যতে।
তদত্রাপ্যঙ্গিরাঃ স্বর্গসুখসারেণ বিষ্মতি। ৪৬।
তথা চ মুনয়ো দেবা গণাঃ সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ।
আস্বাদয়ন্তঃ স্বরূপং সদা তুর্য্যপদে স্থিতাঃ। ৪৭।
এতে যে স্তব্ধনয়নদৃষ্টয়ো নির্নিমেষিণঃ।
তে দৃশ্যদর্শনাসঙ্গস্পান্দত্যাগে ব্যবস্থিতাঃ। ৪৮।
নাস্তিতা ভাবনা যেষাং স্থিতানামপি কর্ম্মসু।
সংবিৎসংবেদ্যসম্বন্ধস্পান্দত্যাগে চ যে স্থিতাঃ। ৪৯
প্রাণো ন স্পন্দতে যেষাং চিত্রস্থবপুষামিব।
মনো ন স্পন্দতে যেষাং চিত্রস্থবপুষামিব।
চিত্তচেত্যসমাসঙ্গত্যাগে তে স্বপদে স্থিতাঃ। ৫০।

ইহার অন্তর্ভূত। ৪৫। যেখানে পরমার্থস্বরূপ কোনও বস্তু সমুদিত হয় না, সেখানে সকল পদার্থের বিদ্যমানতা—অর্থাৎ অবিদ্যার অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়; যেরূপ মুকুরাদিতে চন্দ্রবিম্ব নিপতিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রাণ (অঙ্গের রসস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া চিত্তবৃত্তিভেদে) বিচিত্র ভোগাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ৪৬। মুনিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ ইহাঁরা ব্রহ্মের স্বরূপত্ব আস্বাদন করিয়া সতত তুর্য্যপদে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ৪৭। যাহাদের দৃষ্টি স্তম্ভিত হইয়া নির্নিমেষ হইয়াছে, তাহারা, দৃশ্য পদার্থের সহিত দর্শনের সংসর্গ-নিবন্ধন প্রাণস্পন্দন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৪৮। যাহারা সংসারে কোনও বস্তুর সত্তা স্বীকার করে না, যাহারা কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত থাকিয়াও সংবিৎ ও সংবেদ্য—অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাধিতে অবস্থিত আছে। ৪৯। চিত্রস্থ পুরুষের শরীরের ন্যায় যাহাদের মন ও প্রাণের স্পন্দন ঘটে না, তাহারা চিত্ত ও চিত্তের আশ্রয়ণীয় বিষয় পরিত্যাগ

যথাহ্লাদয়তি স্বচ্ছঃ পল্লবং রশ্মিরৈন্দবঃ।
তথাত্মাহ্লাদয়ত্যন্তর্দৃশ্যদর্শনসঙ্গমে। ৫১।
বিম্বাদ্দূরং প্রয়াতস্য চিত্তাবপতিতস্য চ।
যদিন্দোস্তেজসোরূপং তদ্রূপং শুদ্ধসংবিদঃ। ৫২
ইহ চামুত্র সদ্রূপাদন্যথা ভবতি ক্বচিৎ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ দেহকুম্ভাঃ সহস্রশঃ। ৫৩।
সবাহ্যাভ্যন্তরস্যাস্য নাত্মাকাশস্য খণ্ডনা।
তচ্চ দেহাদিসকলমাত্মৈবাত্মবিদাম্বর। ৫৪।
কেবলং বোধবৈরূপ্যাদীষৎ পৃথগিব স্থিতং।
বিদ্ধিগাত্মময়ং বিশ্বং জ্ঞাতং বুদ্ধ্যা সুসিদ্ধয়া। ৫৫।

পূর্ব্বক, স্ব—অর্থাৎ ব্রহ্মপদে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৫০। যেরূপ নির্ম্মল চন্দ্ররশ্মি বৃক্ষ-পল্লবের আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় দৃশ্য পদার্থের সহিত দর্শনের সম্মিলন ঘটিলে আত্মাও পুলকিত হইয়া থাকে। ৫১। চন্দ্রের যে তেজোময় রূপ প্রতিবিম্ব পরিত্যাগ করিয়া, চিত্তে প্রতিফলিত হয়, তাহাই পরমাত্মার বিশুদ্ধ আনন্দময় রূপ (বলিয়া জানিও)। ৫২। দেহকুম্ভের সহস্র বার উৎপত্তি ও মৃত্যু সঙ্ঘটন হইলেও ইহ ও পরকালে (শোষণ, দহন, ক্লেদন, ভেদনাদি বিকার ভাব দ্বারা) সেই সদ্রূপের কখনও অন্যথা ঘটে না। । ৫৩। যেরূপ বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত আকাশরূপী এই আত্মার খণ্ডন নাই—অর্থাৎ আত্মাব্যতিরিক্ত পদার্থ থাকিতে পারে না, হে আত্মবিদ্দিগের অগ্রগণ্য রামচন্দ্র! সেইরূপ দেহাদি সকলকেই আত্মা বলিয়া জানিও। ৫৪। যখন বোধের বিকৃতি ঘটে, তখনই আত্মাকে পৃথক্ অবস্থিত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধিকারিণী বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বিশ্বসংসার যে আত্মময়, তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। ৫৫।

প্রজ্বলন্নপি কার্য্যেষু নির্ব্বাণো নির্ম্মমো ভব ॥
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ জগৎ স্থাবরজঙ্গমং।
তৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম জানীহি নির্গুণং নির্ম্মলাত্মকং। ৫৬ ॥

কালক্রিয়াকরণকর্ত্তৃনিদানকার্য্য-
জন্মস্থিতিপ্রলয়সংস্মরণাদি সর্ব্বং।
ব্রহ্মেতি দৃষ্টবত এব তবাত্মদৃষ্ট্যা
ভূয়োঽপি কিং ভ্রমণমঙ্গ সমঙ্গ এব। ৫৭।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে ব্রহ্মৈকাত্মপ্রতিপাদনং
নাম সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গঃ। *। ৫৭। *।

(হে রামচন্দ্র !) তুমি ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানকালে এই দীপ্যমান দেহ ধারণ করিয়া ভোগাদিতে নির্ব্বাণভাব ও নির্ম্মমতা প্রদর্শন কর ; এই যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ (দেখিতেছ ;) এ সকলকে নির্ম্মলাত্ম নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। ৫৬।
(হে রামচন্দ্র !) তুমি যখন কাল, ক্রিয়া, করণ, কর্তৃত্ব এবং জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যকে স্মরণ করিয়া, তত্তাবৎকে ব্রহ্মময় বলিয়া আত্ম-দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারিয়াছ, তখন তোমার পুনর্ব্বার আর সংসার-ভ্রমণ-ক্লেশ ভোগ হইবার সম্ভাবনা কি ?। ৫৭।

শ্রীরাম উবাচ।

যদি নাস্তি বিকারাদি ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণি বৃংহিতে।
তদিদং কথমাভাতি ভাবাভাবময়ং জগৎ। ১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অপুনঃ প্রাগবস্থানং যৎ স্বরূপবিপর্য্যয়ঃ।
তদ্বিকারাদিকং তাত যৎ ক্ষীরাদিষু বর্ত্ততে। ২।
পয়স্তাং পুনরভ্যেতি দধিত্বান্ন পুনঃ পয়ঃ।
বুদ্ধমাদ্যন্তমধ্যেষু ব্রহ্ম ব্রহ্মৈব নির্ম্মলং। ৩।
ন সংবেদ্যং ন সংবিত্তিস্তত্র ব্রহ্মণি বিদ্যতে।
তদ্ব্রহ্ম শব্দ কথিতং নিঃসম্বন্ধচিদাত্মবৎ। ৪।

শ্রীরাম উবাচ।

বিদ্যমানে সদৈকস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেকান্তনির্ম্মলে।
সংবিদ্ভ্রমস্বরূপায়া অবিদ্যায়াঃ ক আগমঃ। ৫।

শ্রীরাম কহিলেন ;—হে ব্রহ্মন্! ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ-শূন্য অতিশয় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত ব্রহ্মপদার্থের যখন বিকৃতি ঘটে না, তখন ভাবাভাবময় এই জগৎ কিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে?। ১। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে তাত! যে বস্তু পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, যেমন ক্ষীরাদি বিকৃত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রকৃতির বিপর্য্যয়ের নাম বিকার। ২। যেরূপ দুগ্ধ বিকৃত হইলে দধির সৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু তা বলিয়া ঐ দধি কখনও দুগ্ধরূপ ধারণ করে না, সেই প্রকার নির্ম্মল ব্রহ্ম সমস্ত অবগত হইয়া (জগতের) আদি, অন্ত ও মধ্যভাগে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ৩। ব্রহ্মপদার্থে জ্ঞান কিম্বা জ্ঞেয় বস্তু অবস্থিতি করে না, ইহা কেবল সম্বন্ধহীন চিদাত্মার ন্যায় শব্দমাত্রে সূচিত হইয়া থাকে। ৪। শ্রীরাম কহিলেন ;—একান্ত নির্ম্মল একমাত্র ব্রহ্মের বিদ্যমানতায় ভ্রমরূপিণী অবিদ্যা কিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে?। ৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ব্রহ্মতত্ত্বমিদং সর্ব্বমাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
নির্বিকারমনাদ্যন্তং নাবিদ্যাস্তীতি নিশ্চয়ঃ। ৬।
যস্ত্ব ব্রহ্মেতি শব্দেন বাচ্যবাচকয়োঃ ক্রমঃ।
তত্রাপি নান্যতাভাবমুপদেষ্টুং ক্রমোহ্যসৌ। ৭।
ত্বমহং জগদাশাশ্চ দ্যৌর্ভূশ্চাপ্যনলাদি বা।
ব্রহ্মমাত্রমনাদ্যন্তং নাবিদ্যাস্তি মনাগপি। ৮।
নাম্নৈবেদমবিদ্যেতি ভ্রমমাত্রমসৎ বিদুঃ।
ন বিদ্যতে যা সা সত্যা কীদৃগ্রাম ভবেৎ কিল। ৯।

শ্রীরাম উবাচ।

উপশমপ্রকরণে যত্ত্বয়া কথিতং মম।
অবিদ্যেয়ং তথেত্থঞ্চ বিচার্য্যত ইতি প্রভো। ১০।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—এই প্রকার বিকারবিহীন আদ্যন্ত-বর্জ্জিত ব্রহ্মতত্ত্ব চিরকাল রহিয়াছে, চিরকাল ছিল, এবং চিরকালই থাকিবে; অবিদ্যার বিদ্যমানতা নাই, ইহা স্থিরনিশ্চয়। ৬। "ব্রহ্ম" এই শব্দমাত্রে বাচ্যবাচকের যে ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত পদার্থের উপদেশ দিবার জন্য ঐ ক্রমের সৃষ্টি হয় নাই। ৭। তুমি, আমি, জগৎ, দিক্-সকল, স্বর্গ, পৃথিবী, অগ্ন্যাদি এ সকলই, আদ্যন্তবিহীন ব্রহ্ম মাত্র; (বাস্তবিক,) কোনওখানে অবিদ্যার বিদ্যমানতা নাই। ৮। অবিদ্যা কেবল নাম মাত্র, (তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা) ইহাকে ভ্রান্তিময় ও অসৎ বলিয়া জানিয়া থাকেন; হে রামচন্দ্র! যাহার বিদ্যমানতা নাই, সেই অবিদ্যা কিরূপে সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে? ৷ ৯। শ্রীরাম কহিলেন;—হে প্রভো! আপনি উপশম-প্রকরণে অবিদ্যাকে এই বলিয়া অবধারণ করিও বলিয়া, যে কথা বলিয়াছেন, (তাহা কি প্রকার?। ১০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতাবন্তমবুদ্ধস্ত্বমভূঃ কালং রঘূদ্বহ।
কল্পিতাভিঃ কিলৈতাভির্বোধিতোঽসি স্বযুক্তিভিঃ। ১১।
অবিদ্যেয়ময়ং জীব ইত্যাদিকলনাক্রমঃ।
অপ্রবুদ্ধপ্রবোধায় কল্পিতো বাগ্বিদাম্বরৈঃ। ১২।
অপ্রবুদ্ধং মনো যাবত্তাবদেব ভ্রমং বিনা।
ন প্রবোধমুপায়াতি তদা ক্রোশশতৈরপি। ১৩।
যুক্ত্যৈব বোধয়িত্বৈষ জীব আত্মনি যোজ্যতে।
যদ্যুক্ত্যাসাদ্যতে কার্য্যং ন তৎ যত্নশতৈরপি। ১৪।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো ব্রূয়াদপ্রবুদ্ধস্য দুর্মতেঃ।
স করোতি সুহৃদ্বৃত্ত্যা স্থাণোর্দুঃখনিবেদনং। ১৫।
যুক্ত্যা প্রবোধ্যতে মূঢ়ঃ প্রাজ্ঞস্তত্ত্বেন বোধ্যতে।
মূঢ়ঃ প্রাজ্ঞত্বমায়াতি ন যুক্ত্যা বোধনং বিনা। ১৬।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রঘূদ্বহ! তুমি এতকাল অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলে, কিন্তু আপনার জ্ঞানানুসারিণী যুক্তি দ্বারা এক্ষণে কাল্পনিক বিষয় সকল বুঝিতে পারিয়াছ। ১১। এই অবিদ্যা, এই জীব, এই প্রকার কল্পনাক্রম অজ্ঞানীদিগের জ্ঞানোদয়ের জন্য বাক্‌বিদ্‌দিগের অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহা কল্পনা করিছেন। । ১২। ভ্রম—অর্থাৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন অন্তঃকরণ যে কাল পর্য্যন্ত অপ্রবুদ্ধ থাকে, (জীব) সে কাল পর্য্যন্ত শতক্রোশ ভ্রমণ করিলেও প্রবোধিত হয় না। ১৩। যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বোধ প্রাপ্ত হইলে, জীব, আত্মাতে সম্মিলিত হইয়া থাকে; যুক্তি দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, শত সহস্রবার যত্ন করিলেও তাহা সম্পাদিত হয় না। ১৪। (সংসারের) "সকলই ব্রহ্মময়" এই কথা যে ব্যক্তি অজ্ঞানী দুর্ম্মতিকে বুঝাইয়া থাকে, সে শাখাপত্রবিহীন বৃক্ষের নিকটে দুঃখ বিজ্ঞাপন করে;—অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি উপদেশের অধিকারী নহে। ১৫। মূঢ় ব্যক্তি যুক্তিবলে প্রবোধিত হয়, কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্ব-জ্ঞান-সাহায্যে

এতাবন্তমবুদ্ধস্ত্বং কালং যুক্ত্যা প্রবোধিতঃ।
ইদানীং সংপ্রবুদ্ধস্ত্বং ময়া যেনাববোধ্যসে। ১৭।
ব্রহ্মাহং ত্রিজগদ্ব্রহ্ম ত্বং ব্রহ্ম ইতি নিশ্চিতং।
দ্বিতীয়া কলনা নাস্তি যথেচ্ছসি তথা কুরু। ১৮।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো বুদ্ধিমানসি সাধু চেৎ।
তদ্ব্রহ্মাবেদনং শান্তং সর্ব্বভূতস্থিতং ভব। ১৯।
নাত্মনঃ প্রকৃতির্ভিন্না ঘটান্মৃণ্ময়তা যথা।
সন্মৃণ্মাত্রং যথা চান্তরাত্মৈবং প্রকৃতিঃ স্থিতা। ২০।
আবর্ত্তঃ সলিলস্যেব যঃ স্পন্দস্ত্বয়মাত্মনঃ।
প্রোক্তঃ প্রকৃতিশব্দেন তেনৈবেহ স এব হি। ২১।
অবোধাদেতয়োর্ভেদো বোধেনৈব বিলীয়তে।
অবোধাৎ সম্ময়ো যাতি রজ্জ্বাং সর্পভ্রমোযথা। ২২।

প্রবোধিত হইয়া থাকে; (জানিও) বোধ ব্যতিরেকে কেবল যুক্তিবলপ্রভাবে মুক্ত লোকে প্রাজ্ঞ হয় না। ১৬। তুমি কেবল যুক্তির সাহায্যে প্রবোধিত হইয়া এতাবৎ কাল অবুদ্ধ ছিলে, এক্ষণে আমার উপদেশ দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রবোধিত হইয়াছ। ১৭। আমি ব্রহ্ম, ত্রিজগৎ ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম এই কথা স্থিরনিশ্চয়, ব্রহ্মের দ্বিতীয় কল্পনা নাই; অতএব, (জানিয়া শুনিয়া) যাহা ইচ্ছা হয়, কর। ১৮। যদি তুমি মমতাশূন্য, অহঙ্কারশূন্য, এবং সাধু ও বুদ্ধিমান্ হও, তাহা হইলে শান্ত, সর্ব্বজীবে বিরাজিত ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পার। ১৯। যেরূপ ঘট হইতে মৃত্তিকা ভিন্ন নহে,—অর্থাৎ ঘটের মৃণ্ময়তা যেরূপ বাস্তবিক, সেইরূপ আত্মা হইতে প্রকৃতি পৃথক্ নহে;—অর্থাৎ অন্তরাত্মা ও প্রকৃতির সংশ্লিষ্ট সম্বন্ধ। ২০। সলিলের আবর্ত্তের ন্যায় আত্মার যে স্পন্দন ঘটে, তাহাই প্রকৃতি শব্দে কথিত হইয়া থাকে, এবং আত্মার স্পন্দনে তাঁহার আবির্ভাব হয়।২১। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ঐ উভয়—অর্থাৎ আত্মা ও প্রকৃতির ভেদ ঘটিয়া থাকে; বোধের উদয় হইলে লয় প্রাপ্ত হয়; যেরূপ রজ্জুদর্শনে

চিৎক্ষেত্রে কলনাবীজং যদেতৎ পততি স্ফুরন্ ।
চিন্তাঙ্কুরং তদেতস্মাদ্ভাবিসংসারখণ্ডকঃ । ২৩ ।
এতদেবাত্মবিজ্ঞানাদ্দগ্ধং সদ্বাসনাজলৈঃ ।
সংসিক্তমপি যত্নেন ন ভবত্যঙ্কুরক্ষমং । ২৪ ।

দ্বিত্বং জগত্যসদুপাত্তমবোধজাতং
বোধক্ষয়ং জহিহি বোধমুপাগতোঽসি ।
আত্মৈকভাববিভবেন ভবাভয়াত্মা
নাস্ত্যেব দুঃখমিতি নঃ পরমার্থসারঃ । ২৫ ।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে সংসৃতিবিচারযোগো
নাম অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গঃ । * । ৫৮ । * ।

সর্পভ্রম হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়, বোধ না থাকিলে সদ্রূপও রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২২। যখন চিৎ-ক্ষেত্রে কল্পনাবীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত হয়, তখন উহা হইতে চিন্তাঙ্কুর, এবং (ক্রমশঃ) সংসার বনখণ্ড জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ২৩। যদি কল্পনাবীজকে আত্মবিজ্ঞানপ্রভাবে দগ্ধ এবং যত্নপূর্ব্বক বাসনা-সলিল-সিঞ্চনে সিক্ত করা হয়, তাহা হইলে আর উহা অঙ্কুর জননে সক্ষম হয় না। ২৪। (হে রামচন্দ্র!) তুমি যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তখন জগতে অসদ্ভাবপূর্ণ অজ্ঞানময় দ্বিত্বজ্ঞান পরিত্যাগ কর, এবং এই জগতে কেবল একমাত্র আত্মা বিরাজিত আছেন এই ভাবনা দ্বারা, অভয় হইয়া অবস্থিতি কর; (জানিও) সংসারে দুঃখ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, এইটিই পরমার্থপ্রতিপাদক সার বাক্য। ২৫।

শ্রীরাম উবাচ।

জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমখিলং দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমক্ষতং।
পরেণ পরিপূর্ণাঃ স্মো ব্রহ্মজ্ঞানামৃতেন তে। ১।
লীলয়েদন্তু পৃচ্ছামি ভূয়োবোধাভিবৃদ্ধয়ে।
বালস্যেব পিতা ব্রহ্মন্ ন কোপং কর্ত্তুমর্হসি। ২।
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
বিদ্যমানমপি ব্রহ্মন্ দৃশ্যমানমপি স্ফুটং। ৩।
কথং মৃতস্য বৈ জন্তোর্ব্বিষয়ং স্বং ন পশ্যতি।
জীবতশ্চ কথং সর্ব্বং বিষয়ং স্বং প্রপশ্যতি। ৪।
কথং ঘটাদিবাহ্যত্বমিন্দ্রিয়াণি জড়ান্যপি।
শরীরেঽনুভবন্ত্যতঃ পুনর্নানুভবন্ত্যপি। ৫।
অয়শলাকোপময়োর্ঘটাদীন্দ্রিয়য়োঃ কিল।
অশ্লিষ্টয়োরন্তরসৌ কথং তন্মোদিতা মিথঃ। ৬।

শ্রীরাম কহিলেন ;—হে মুনে ! আপনার পরম ব্রহ্মজ্ঞানামৃত পান করিয়া আমি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছি, এবং যে সমস্ত বিষয় জ্ঞাতব্য, তাহা জানিতে, এবং যে দ্রষ্টব্য বিষয় কথনও নষ্ট হয় না, তাহা দেখিতে পাইয়াছি। ১। হে ব্রহ্মন্ ! আমি আপনাকে আমার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য অবলীলাক্রমে এইটি জিজ্ঞাসা করি, (অনুরোধ করি) পুত্রের প্রশ্নে পিতা যেরূপ কুপিত হন না, তাহার ন্যায় আমার কথাতে আপনি কোপ করিবেন না। ২। হে ব্রহ্মন্ ! শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শ, রস, ঘ্রাণ প্রভৃতি (জীবদেহে) বিদ্যমান থাকিলেও সুস্পষ্ট-রূপে দৃশ্যমান হইয়া থাকে।৩। জীব মৃত হইলে স্বকীয় বিষয়াদি সন্দর্শন করে না, কিন্তু জীবিতাবস্থায় বিষয়াদি দর্শন করিয়া থাকে ? ।৪। ইন্দ্রিয়গণ জড়ধর্ম্মা-বলম্বী হইলেও যদিও ঘটাদি বাহ্যবস্তুকে শরীরে অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু অন্তরে বাহ্য বস্তুর অনুভূতি প্রকাশ পায় না কেন ? । ৫ । অয়স্কান্তমণির সহিত লৌহের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহার ন্যায় ঘটাদি এবং ইন্দ্রিয়গণের অশ্লিষ্ট সম্বন্ধ ;

জানন্নপি যদেতান্ বৈ বিশেষান্ শতধা পুনঃ।
পৃচ্ছামি তদশেষেণ কথয়স্বানুকম্পয়া। ৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইন্দ্রিয়াদ্যপি চিত্তাদি ঘটাদ্যপি ন কিঞ্চন।
পৃথক্ সম্ভবতীহাঙ্গ নির্ম্মলাচ্চেতনাদৃতে। ৮।
গগনাদপি যাচ্ছা চিত্তয়া রূপং স্বমাত্মনা।
চিত্তাং পুর্য্যষ্টকত্বেন ভাবয়ত্যেব ভাবিতং। ৯।
তদেব চ প্রকৃতিতাং গতং জগদবস্থিতেঃ।
তস্যা অবয়বাজ্জাতমিন্দ্রিয়াদি ঘটাদি চ। ১০।
পুর্য্যষ্টকত্বমায়াতং যচ্চিত্তং স্বস্বভাবতঃ।
স্ব এবায়বস্তস্মিন্ ঘটাদি প্রতিবিম্বতি। ১১।

অতএব, ইহারা পৃথক্‌ভাবে উদিত হয় না কেন?। ৬। যদি আপনি এ বিষয় জ্ঞাত থাকেন, তাহা হইলে আমি যে বিশেষ সম্বন্ধে আপনাকে অশেষপ্রকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইয়া দিউন। ৭। বশিষ্ঠ কহিলেন;—নির্ম্মল চৈতন্য ব্যতিরেকে কি ইন্দ্রিয়াদি, কি চিত্ত, কি ঘট প্রভৃতি, কোনও পদার্থই পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। ৮। যে চিৎ আকাশ হইতেও নির্ম্মল, তাহা মায়ার অনুগত হইয়া, আপনার রূপকে চিত্ত হইতে পুর্য্যষ্টকে প্রকাশ করিয়া ফেলে, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারে উহা কল্পিত হইয়া থাকে। ৯। তাহা প্রকৃতিগত হইলে জগদ্রূপে অবস্থিতি করে; সেই প্রকৃতির অবয়ব হইতে ইন্দ্রিয়াদি ও ঘট প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ১০। যখন আপনার স্বভাবানুসারে চিত্ত পুর্য্যষ্টকত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই উহা অবয়ব ধারণ করে, এবং তাহাতেই ঘটাদি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ১১।

শ্রীরাম উবাচ।

জগৎসহস্রনির্ম্মাণমহিম্নো দর্পণস্য চ।
পুর্য্যষ্টকস্য ভগবন্ রূপং কথয় কীদৃশং। ১২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অনাদ্যন্তং জগদ্বীজং যদ্ব্রহ্মাস্তি নিরাময়ং।
ভারূপং শুদ্ধচিন্মাত্রং কলাকলনবর্জ্জিতং। ১৩।
কলনোন্মুখতাং যাতমন্তর্জ্জীব ইতি স্মৃতঃ।
স জীবঃ খলু দেহেঽস্মিংশ্চিনোতি স্পন্দতে স্ফুটং। ১৪।
অহংভাবাদহঙ্কারো মননান্মনঃ উচ্যতে।
বোধনিশ্চয়তো বুদ্ধিরিন্দ্রদৃষ্টেস্তথেন্দ্রিয়ং। ১৫।
দেহভাবনয়া দেহো ঘটভাবনয়া ঘটঃ।
এষ এব স্বভাবাত্মা জনৈঃ পুর্য্যষ্টকঃ স্মৃতঃ। ১৬।

হে ভগবন্! যে পুর্য্যষ্টক, সহস্র সহস্র জগন্নির্ম্মাণবিষয়ে মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে, দর্পণস্বরূপ সেই পুর্য্যষ্টকের রূপ কি প্রকার তাহা (আমাকে বলিয়া) দিউন।১২। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—জগতের বীজস্বরূপ, আদ্যন্তবর্জ্জিত, অংশাদি-কল্পনাশূন্য,নির্ম্মলচিন্মাত্রস্বরূপ তেজোময় যে ব্রহ্মপদার্থ বিদ্যমান আছেন,।১৩। সেই ব্রহ্ম, যখন কলনোন্মুখতা প্রাপ্ত —অর্থাৎ প্রাণধারণ পূর্ব্বক অভিমানী হইয়া থাকেন, তখনই জীব নামে পরিচিত হইয়া থাকে ; সেই জীব, এই দেহ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, এবং পরিষ্কাররূপে স্পন্দিত হইয়া থাকে। ১৪। অহংভাব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি, এবং মনন হইতে মনের জন্ম ; যাহাদের বোধ নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাদের বুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়াছে ; এবং যাহারা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য দর্শন করিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রিয়গণকে দেখিতে পাইয়াছে। ১৫। দেহভাবনা দ্বারা দেহ, এবং ঘটভাবনা দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; আত্মার স্বভাবই এই প্রকার, লোকে ইহাকেই পুর্য্যষ্টক বলিয়া থাকে। ১৬।

জ্ঞত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসাক্ষিত্বাদ্যভিপাতিনী।
যা সংবিজ্জীব ইত্যুক্তা তদ্ধি পুর্য্যষ্টকং বিদুঃ। ১৭।
কালে কালে ততো জীব স্ত্বন্যোন্যো ভবতি স্বতঃ।
ভাবিতাকারয়ানন্তবাসনাকণিকোদয়ং। ১৮।
পুর্য্যষ্টকস্বভাবেন কালেনাকারমৃচ্ছতি।
যথা বাসনতঃ সেকাদ্বীজং পল্লবতামিব। ১৯।
এবং রূপশ্চ সুমতে জীবো যাতঃ শরীরতাং। ২০।
চিত্তস্য কলনান্তস্য সংপ্রযাতস্য জীবতাং।
মনঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয়গ্রামো দেহোঽয়মবতিষ্ঠতে। ২১।
নিঘৃষ্টনবরত্নাভে যদা নয়নতারকে।
তদা তয়োর্বাহ্যগতঃ পদার্থঃ প্রতিবিম্বতি। ২২।

জ্ঞত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সাক্ষিত্ব প্রভৃতিতে যে চিৎ অভিপাতিত করিয়া থাকে, যে সংবিৎ, জীব বলিয়া গণ্য, (পণ্ডিতেরা) তাহাকেই পুর্য্যষ্টক বলিয়া থাকেন। ১৭। ঐ জীবের যথাকালে স্বকীয় শক্তি-প্রভাবে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে, এবং রূপ-ভাবনা দ্বারা অনন্ত বাসনাকণা সমুদিত হইয়া থাকে। ১৮। (পরে) যেরূপ বাসনা সঞ্চারিত হয়, উহা পুর্য্যষ্টক স্বভাবের অনুগত হইয়া কালে জল-সেক-নিবন্ধন বীজ যেরূপ অঙ্কুর, কাণ্ড ও পল্লবাদিতে পরিণত হয়, তাহার ন্যায়, আকার ধারণ করে। ১৯। হে সুমতে! এই প্রকারে রূপের সৃষ্টি এবং জীবের শরীরাশ্রয় ঘটে। ২০। চিত্ত যখন কল্পনার শেষ সীমা অধিকার করে, যখন উহা জীবত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন দেহ, কেবল ষষ্ঠেন্দ্রিয়—মনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট থাকে। ২১। যে সময়ে (জীবের) নয়নতারকা, উজ্জ্বল নূতন ইন্দ্রনীল-কান্তি ধারণ করে, তখন তারকাদ্বয়ের বাহ্যগত পদার্থের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া থাকে;—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিও বাহ্য বিষয় দর্শনে উন্মুখ হইয়া থাকে। ২২। তদনন্তর ঐ পদার্থের প্রতিবিম্ব পতননিবন্ধন

জীবেন ভবতি শ্লিষ্টঃ প্রতিবিম্বতয়া ততঃ।
জীব জ্ঞেয়ত্বমায়াতি বাহ্যং বস্ত্বিতি রাঘব। ২৩।
যৎ সংশ্লেষমুপায়াতি তদ্বালোঽপি হি বিন্দতি।
পশুর্বা স্থাবরো বাপি জীবঃ কস্মান্ন বেৎস্যতি। ২৪।

শ্রীরাম উবাচ।

দৃশ্যতে মানসাদর্শে যন্ত্রদার্ব্বোদরেষু যৎ।
প্রতিবিম্বিতমেতন্মে ব্রূহি ব্রহ্মন্ কিমাত্মকং। ২৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্যন্তজড়য়োরেব জীবয়োরিব তন্মিথঃ।
প্রতিবিম্বং দৃশো ভ্রান্তিং বিদ্ধি বেদ্যবিদাম্বর। ২৬।
তাবন্মাত্রং জগত্ত্বেতদ্বিশ্বাসো মা তবাস্তিহ।
অহমিত্যাদিস্তরঙ্গো বর্ত্তমানং সদা জলং। ২৭।

অভিমানী জীবহৃদয়ে প্রবেশ ঘটিয়া, শ্লিষ্টভাব ধারণ করিয়া থাকে; হে রাঘব! (এইরূপে) জীব বাহ্য বস্তুর পরিচয়ে জ্ঞেয় বিষয় জানিয়া থাকে। ২৩। যেরূপে সংশ্লিষ্ট ভাব ঘটিয়া থাকে,তাহা বালক, পশু ও স্থাবর পদার্থ জানিতে পারে, সুতরাং জীব জানিতে পারিবে না কেন?। ২৪। শ্রীরাম কহিলেন;— জীবের মানসাদর্শে এবং শিলাদি যন্ত্র ও দারু প্রভৃতিতে যে ঈশ্বরপ্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সে কি প্রকার?। ২৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—অত্যন্ত জড়তা-প্রাপ্ত ব্যষ্টিসমষ্টি, জীব ও চিতের যে পরস্পর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়, হে বেদ্য—অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থের মর্ম্মজ্ঞদিগের প্রধান রামচন্দ্র! তাহাকে দৃষ্টিভ্রম বলিয়া জানিও। ২৬। এই জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, অতএব, ইহার প্রতি আস্থা করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না, ইহা জলরূপে বর্ত্তমান রহি-য়াছে; আমি,তুমি ইত্যাদি উহার তরঙ্গ। ২৭। জীবের আদিতে নানাপ্রকার

যো জীবস্যাদিতঃ স্বপ্নো নানাকলনকোমলঃ।
তমিমং বিদ্ধি সংসারং ন সত্যং নাপ্যসন্ময়ং। ২৮।
স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরমিব গচ্ছন্তো জীবজীবকাঃ।
অসত্যমেব পশ্যন্তি ঘনসত্যতয়ানঘ। ২৯।
অজড়ে জড়তা তাত জড়ে চাজড়তোদিতা।
অসত্যে সত্যতা জীব জীবানুভবমোহতঃ। ৩০।
পুণ্ডরীকাক্ষনির্দ্দিষ্টামসংসক্তিগতিং শুভাং।
যামালিঙ্গ্য মহাবাহো জীবন্মুক্তো মহামুনিঃ। ৩১।
পাণ্ডোঃ পুত্রোঽর্জ্জুনো নাম সুখং জীবিতমাত্মনঃ।
ক্ষিপয়িষ্যতি নির্দ্দুঃখং তথা ক্ষেপয় জীবিতং। ৩২।

শ্রীরাম উবাচ।

ভবিষ্যতি কদা ব্রহ্মন্ সোঽর্জ্জুনঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কীদৃশীঞ্চ হরিস্তস্য কথয়িষ্যত্যসক্ততাং। ৩৩।

কল্পনাপ্রভাবে কোমলাকার যে বস্তু দেখিতেছ, উহাকে অসত্য, কিম্বা অসন্ময় সংসার বলিয়া জানিও। ২৮। হে অনঘ! জীবসকল যেরূপ এক স্বপ্নের পর পুনরায় অন্য স্বপ্ন দর্শন করে, তাহার ন্যায় চিদ্‌ঘন ব্রহ্ম সত্য হইলেও (দৃষ্টিদোষপ্রভাবে) অসত্য বস্তু দর্শন করিয়া থাকে। ২৯। হে তাত! অনুভব স্বরূপ মোহের অধীন হইয়া, জীব অজড় পদার্থকে জড়, জড়কে অজড়, এবং অসত্য পদার্থকে সত্য বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। ৩০। হে মহাবাহো রামচন্দ্র! যে প্রকারে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকথিত সঙ্গবিহীন শুভ গতি অবলম্বন করিয়া, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন (উত্তরকালে) মুনিব্রত ধারণ পূর্ব্বক অনায়াসে আপনার অনিত্য সুখ-বাসনা ও জীবন পর্য্যন্ত ক্ষেপণ করিবেন, তুমি সেই প্রকারে জীবন যাপন করিতে থাক। ৩১। ৩২। শ্রীরাম কহিলেন ;—হে ব্রহ্মন্! পাণ্ডুনন্দন সেই অর্জ্জুন কোন্ সময়ে জন্ম গ্রহণ করিবেন? এবং ভগবান্ কমলাপতিই বা তাঁহাকে কিরূপ সঙ্গবিহীনতার

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্তি সন্মাত্রমাত্মেতি পরিকল্পিতনামকং।
স্থিতমাত্মন্যনাদ্যন্তে নভসীব মহানভঃ। ৩৪।
দৃশ্যতে বিমলে তস্মিন্নয়ং সংসারবিভ্রমঃ।
কটকাদি যথা হেম্নি তরঙ্গাদি যথাম্ভসি। ৩৫।
চতুর্দ্দশবিধাভূতজাতয়ঃ প্রস্ফুরন্ত্যলং।
তস্মিন্ সংসারজালেঽস্মিন্ জালে শকুনয়ো যথা। ৩৬।
তত্রৈতে যমচন্দ্রার্কশক্রাদ্যাঃ শংসিতক্রমাঃ।
ভূতপঞ্চকসংসারলোকপালত্বমাগতাঃ। ৩৭।
ইদং পুণ্যমুপাদেয়ং হেয়ং পাপমিদং ত্বিতি।
তৈঃ স্বসংকল্পঘটিতাদ্বেদনাৎ স্থাপিতা স্থিতিঃ। ৩৮।

কথা বলিবেন ?। ৩৩। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—যেরূপ আকাশের আশ্রয়ে মহাকাশ অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় সৎ এক আত্মা অবস্থিত আছেন ; ইহাঁর নাম কেবল কল্পনা মাত্র ; আদ্যন্তবিহীন এই আত্মাতে বিশ্বসংসার স্থিতি করিয়া থাকে। ৩৪। যেরূপ সুবর্ণ হইতে কটকাদি অলঙ্কারের সৃষ্টি, জলে যেরূপ তরঙ্গের আবির্ভাব, সেইরূপ বিমল সেই আত্মাতে সংসারভ্রম অবস্থিতি করিতেছে। ৩৫। যেরূপ পাশবদ্ধ হইয়া পক্ষিগণ অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় দৃশ্যমান এই সংসারজালে চতুর্দ্দশবিধ প্রাণী সকল আবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে। ৩৬। সেই সকল প্রাণীর মধ্যে যাঁহাদের চরিত শ্রুতিস্মৃত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়া থাকে, যম, চন্দ্র, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি সেই সকল মহানুভব, ভূত এবং পঞ্চতন্মাত্রময় এই সংসারের লোকপালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৭। এইটি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত পুণ্য কার্য্য, সুতরাং ইহার অনুষ্ঠান করা উচিত, ইহা তদ্বিপরীত, অতএব পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, এই প্রকার অধিকারানুরূপ সংকল্পানুসারে তাঁহারা আত্মমর্য্যাদা স্থাপন করিয়া থাকেন। ।৩৮।

তস্মাদ্যাবদনঘ প্রবাহপতিতে নিজে।
কর্ম্মণ্যচলসঙ্কাশস্থিরং চিত্তমবস্থিতং। ৩৯।
ভগবান্ স যমঃ কিঞ্চিদ্গতে প্রতি চতুর্যুগে।
তপঃ প্রকুরুতে ভূত-দলনাৎ পাপশঙ্কয়া। ৪০।
কদাচিদষ্টৌ বর্ষাণি দশ দ্বাদশবাপি চ।
কদাচিৎ পঞ্চসপ্তাদি কদাচিৎ ষোড়শাপি চ। ৪১।
উদাসীনবদাসীনে তস্মিন্নিয়মসংস্থিতৌ।
ন হিনস্তি জগজ্জালে মৃত্যুর্ভূতানি কানিচিৎ। ৪২।
তেন নীরন্ধ্রভূতৌঘনিঃসঞ্চারং মহীতলং।
ভবতি প্রাবৃষি স্বেদী কুঞ্জরো মশকৈরিব। ৪৩।
অথৈতানি বিচিত্রাণি ভূতানি বহুযুক্তিভিঃ।
ক্ষিপয়ন্তি সুরা রাম ভুবোভারনিবৃত্তয়ে। ৪৪।

হে অনঘ! (এই রূপে কিছুকাল গত হইলে পর) এত দিন আমি স্বকীয় কর্ম্মস্রোতে ভাসমান ছিলাম, (অতএব আর কর্ম্মাধীন হইব না, মনে করিয়া) যমরাজ; আপনার অন্তঃকরণের, অচলের ন্যায় স্থিরত্ব সম্পাদন করিলেন। ৩৯। তিনি এইরূপে প্রতি চতুর্যুগ গত হইলে পর, জীবহিংসানিবন্ধন পাপের আশঙ্কা করিয়া তপস্যাতে মনঃ সন্নিবেশ করিলেন। ৪০। (এইরূপে) কখন অষ্ট, কখনও দশ, কখনও পঞ্চ, কখনও সপ্ত এবং কখনও ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত। ৪১। কঠোর ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক উদাসীনের ন্যায় অবস্থিতি করিলে, মৃত্যু, সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়াও কোনও প্রাণীর হিংসা করিল না। ৪২। যেরূপ বর্ষাসময়ে স্বেদজলাভিষিক্ত হস্তীকে মশককুল দংশন করিলে তাহার অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অহিংসানিবন্ধন পৃথিবী, বহুতর প্রাণিসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া, তাহাদের গতিবিধির পক্ষে অযোগ্য হইয়া উঠিল। ৪৩। হে রামচন্দ্র! অনন্তর সুরগণ সেই সকল বিচিত্র প্রাণীকে সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার ক্ষয় করিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন

এবং যুগসহস্রাণি ব্যবহারশতানি চ।
সমতীতান্যনন্তানি ভূতানি চ জগন্তি চ। ৪৫।
বৈবস্বতোঽদ্য তু যমো য এষ পিতৃনায়কঃ।
অনেন ত্বধুনা সাধো পরিক্ষীণেষু কেষুচিৎ। ৪৬।
যুগেষ্বঘবিঘাতায় তেনৈব দ্বাদশাত্মনা।
ব্রতচর্য্যেহ কর্ত্তব্যা দূরাস্তজনকর্ষণা। ৪৭।
তেনেয়মুর্ব্বী নীরন্ধ্রা ভূতৈর্মর্ত্যৈরমৃত্যুভিঃ।
দীনা প্রপন্না গুল্মেব ভারভূতৈর্ভবিষ্যতি। ৪৮।
ভূভারপরিভূতাঙ্গী হরিং শরণমেষ্যতি।
কান্তা দস্যুপরাভূতা দীনা পতিমিব প্রিয়া। ৪৯।
হরির্দেহদ্বয়েনাথ মহীমবতরিষ্যতি।
দেবাংশৈরখিলৈঃ সার্দ্ধং নরনারায়ণং গতৈঃ। ৫০

পূর্ব্বক কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৪৪। এইরূপে সহস্র যুগ, শত শত ব্যবহারাদির অনুষ্ঠান, অনন্ত প্রাণিসমূহের অধিকার এবং অসীম সংসার অতীত হইল। ৪৫। হে সাধো! সূর্য্যপুত্র পিতৃনায়ক এই যম, কোনও যুগাবসানে স্বকীয় পাপ মোচনের উদ্দেশে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত নিষ্পীড়নভাবে তপস্যা—নির্ব্বিকল্প সমাধি করিতে থাকিবেন। ৪৬। সেই কারণে মরণ ধর্ম্মাক্রান্ত প্রাণিগণ মৃত্যুর অধীন না হওয়াতে পৃথিবী, বন-গুল্ম-শোভিত হইয়া অতিশয় দৈন্যভাব ধারণ পূর্ব্বক অসংখ্য জীবভারে অবনত হইয়া উঠিবে। ৪৭। ৪৮। পতিব্রতা রমণী দস্যুহস্তে নিপতিত ও নিপীড়িত হইলে সে যেমন পতির শরণাপন্ন হয়, তাহার ন্যায় ভূমি, জীব-ভার-বহনে ক্লিষ্টদেহ হইয়া, ত্রিভুবনশরণ্য হরির শরণাগত হইবে। ৪৯। (ভূভারহরণচ্ছলে) ভগবান্ হরি নিখিল দেবাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক নরনারায়ণরূপে দুই মূর্ত্তিতে অবনীতে

বসুদেবসুতস্ত্বেকো বাসুদেব ইতি শ্রুতঃ।
দেহো ভবিষ্যতি হরেদ্বিতীয়ঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ। ৫১।
যুধিষ্ঠির ইতি খ্যাতো ধর্ম্মপুত্রো ভবিষ্যতি।
অম্ভোধিমেখলাভূপঃ পাণ্ডোঃ পুত্রঃ সধর্ম্মবিৎ। ৫২।
দুর্য্যোধন ইতি খ্যাতস্তস্য ভ্রাতা পিতৃব্যজঃ।
ভবিষ্যতি দৃঢ়দ্বন্দ্বো ভীমো বভ্রুরহেরিব। ৫৩।
অন্যোঽন্যং হরতোরুর্ব্বীং তয়োঃ সংগ্রামলোলয়োঃ।
অষ্টাদশাত্রাক্ষৌহিণ্যো ঘটিষ্যন্ত্যত্র ভীষণাঃ। ৫৪।
তৎক্ষয়েণ বিভারত্বং ভুবো বিষ্ণুঃ করিষ্যতি।
রাঘবার্জ্জুনদেহেন বৃহদ্গাণ্ডীবধন্বনা। ৫৫।
বিষ্ণোরর্জ্জুননামাদৌ প্রাকৃতং ভাবমাস্থিতঃ।
হর্ষামর্ষান্বিতো দেহো নরধর্ম্মা ভবিষ্যতি। ৫৬।

অবতীর্ণ হইবেন। ৫০। একমূর্ত্তি বসুদেব-নন্দন বলিয়াবাসুদেব নামে বিখ্যাত এবং অপর পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন নামে পরিচিত হইবে। ৫১। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নামে পাণ্ডুর এক জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন; সমুদ্র, মেখলারূপে তদীয় রাজত্বের সীমা প্রদর্শন করিবে। ৫২। দুর্য্যোধন নামে তদীয় পিতৃব্য-পুত্র এক জন জন্মগ্রহণ করিবে, যেরূপ অহিনকুলের বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ ভীম এই ভ্রাতার প্রতিযোদ্ধা হইবে। ৫৩। পৃথিবীর একাধিপত্য গ্রহণ করা উভয় পক্ষের কামনা, সুতরাং উভয়েরই সংগ্রাম-বাসনা প্রবল হইয়া এতদুপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ভীষণ সৈন্য-সমাবেশ ঘটিবে। ৫৪। হে রাঘব! হরি, এইরূপে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন-দেহে ও কৃষ্ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহে কুরুকুল নির্ম্মূল করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করিবেন। ৫৫। বিষ্ণুর যে দেহ অর্জ্জুনাদি নামে পরিচিত, সে দেহ প্রাকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং হর্ষামর্ষ প্রভৃতি যে কিছু নরধর্ম্ম, তাহা তাহাতে থাকিবেই থাকিবে। ৫৬।

সেনাদ্বয়গতান্ দৃষ্ট্বা স্বজনান্ মরণোন্মুখান্।
বিষাদমেষ্যত্যুদ্যোগং যুদ্ধায় ন করিষ্যতি। ৫৭ ।
তমর্জ্জুনাভিধং দেহং প্রাপ্তকার্য্যৈকসিদ্ধয়ে।
হরির্বুদ্ধেন দেহেন বোধয়িষ্যতি রাঘব। ৫৮ ।

ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ৫৯ ।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ৬০ ।

অর্জ্জুন, স্বজনগণকে মরণোন্মুখ, এবং সৈন্যদিগের ক্ষয় দশা দেখিয়া বিষাদিত হইবেন; সুতরাং তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিবেন না। ৫৭। হে রাঘব! (তখন) হরি, উপস্থিত কার্য্যসম্পাদনের উদ্দেশে অর্জ্জুন নামধারী দেহকে স্বকীয় জ্ঞানময় দেহ দ্বারা প্রবোধিত করিবেন। ৫৮। আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করে না, বা মৃত্যুমুখে পতিত হয় না; ইহার এক্ষণে কি পরে প্রাদুর্ভাব নাই; এই আত্মা পুরাতন, শাশ্বত ও নিত্যস্থায়ী; শরীর বিনষ্ট হইলেও ইহার বিনাশ নাই। ৫৯। যে ইহার হন্তাকে জানিতে পারে, এবং যে ইহাকে হত বলিয়া বোধ করে, তাহারা দুই জনেই ইহার স্বরূপতত্ত্ব অবগত নহে; (কারণ) আত্মা স্বয়ং নষ্ট, বা অন্য কর্ত্তৃক বিনাশিত হয় না। ৬০।

অনন্তমব্যক্তমনাদিমধ্য-
মাত্মানমালোকয় সংবিদাত্মন্।
সংবিদ্বপুঃস্ফারমলব্ধদোষ-
মজোঽসি নিত্যোঽসি নিরাময়োঽসি। ৬১।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে অর্জ্জুনোপাখ্যানে নরনারায়ণাবতারকথনং নাম ঊনষষ্টি সর্গঃ। *। ৫৯। *।

হে জ্ঞানময়! তুমি অনন্ত, অব্যক্ত, আদিমধ্যবিহীন আত্মা—ব্রহ্মকে অবলোকন কর; তোমার দেহ যখন চৈতন্যরূপ প্রাপ্ত, অপরিচ্ছন্ন এবং দোষশূন্য হইয়াছে;—অর্থাৎ যখন চৈতন্যরূপ ধারণ করিয়াছ, তখন তুমি জন্মহীন, নিত্য ও নিরাময় ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ;—(অতএব বন্ধুসংসর্গ ও বিয়োগাদি অনর্থকর দুঃখ করা তোমার পক্ষে উচিত নহে)। ৬১।

শ্রীভগবানুবাচ।

অর্জ্জুন ত্বং ন হন্তাত্বমভিমানমলং ত্যজ।
জরামরণ-নির্ম্মুক্তঃ স্বয়মাত্মাসি শাশ্বতঃ। ১।
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে। ২।
যৈব সংজায়তে সংবিদন্তঃ সৈবানুভূয়তে।
অয়ং সোঽহমিদং তন্ম ইত্যন্তঃ সংবিদং ত্যজ। ৩।
অনয়ৈব যুক্তোঽস্মি নষ্টোঽস্মীতি চ ভারত।
অভিতঃ সুখদুঃখাভ্যামবশঃ পরিতপ্যসে। ৪।
স্বাত্মাংশৈঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি ভাগশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। ৫।

শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—হে অর্জ্জুন! তুমি (যখন) জরামরণাদি হইতে উন্মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাক্ষাৎ আত্মার ন্যায় শোভা পাইতেছ, (তখন) অপরের হন্তা বলিয়া অন্তরে যে অভিমান বোধ করিতেছ, তাহা পরিত্যাগ কর। ১। যাহার অন্তরে অহঙ্কারের আধিপত্য প্রাপ্ত হয় নাই, এবং যাহার বুদ্ধি বিষয়াদিতে লিপ্ত হয় না, সে এই সংসারের নিখিল প্রাণীদিগকে নিহত করিয়াও নিহত করে না, এবং লোকেও তাহাকে হত করিতে পারে না। ২। যে আত্মজ্ঞান অন্তরে সমুদিত হয়, তাহা অনায়াসে অনুভব করা যাইতে পারে; (তোমাকে বলি) "সেই আমি এই" এই প্রকার জ্ঞানকে অন্তর হইতে অপসরিত কর। ৩। হে ভারত! যদি তুমি পূর্ব্বোক্ত প্রকার অজ্ঞানতায় আবদ্ধ হও, তাহা হইলে "আমি নষ্ট হইলাম" (এই প্রকার মিথ্যা জ্ঞানের বশবর্ত্তী সুতরাং) সুখ দুঃখে অভিভূত হইয়া তোমাকে পরিতাপিত হইতে হইবে। ৪। যে ব্যক্তি অহঙ্কারের অধীন হইয়া বিমূঢ়তা প্রাপ্ত হয়, সে স্বকীয় আত্মার অংশভূত সত্ত্বাদি গুণবিকারবিশিষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়া আপনাকে তাহার কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। ৫। দর্শনেন্দ্রিয় দর্শন

চক্ষুঃ পশ্যতু কর্ণশ্চ শৃণোতু ত্বক্ স্পৃশত্বিদং।
রসনা চ রসং যাতু কাত্র কোঽহমিতি স্থিতিঃ। ৬।
কল্পনাকর্ম্মণিরতে মনস্যাপি মহাত্মনঃ।
ন কশ্চিদত্রাহমিতি ক্লেশভাগেক এব তে। ৭।
বহুভিঃ সমবায়েন যৎকৃতং তত্র ভারত।
একোঽভিমানদুঃখেন হাসায়ৈব হি গৃহ্যতে। ৮।
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। ৯।
ন ক্বচিদ্রাজতে কায়ো মমতামেধ্যদূষিতঃ।
প্রাজ্ঞোঽপ্যতি বহুজ্ঞোঽপি দুঃশীল ইব মানবঃ। ১০।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।
যঃ স কার্য্যমকার্য্যং বা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। ১১।

করুক, শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ করুক, রসনা রসাস্বাদন করুক, এ বিষয়-ব্যাপারে আমি কে? অর্থাৎ আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান সমুচিত নহে। ৬। মহাত্মব্যক্তি-দিগের অন্তঃকরণ সংকল্প নিবন্ধন কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মা যে এ বিষয়ে কেহই নহে, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছ; (জিজ্ঞাসা করি) যাহার উদ্দেশে শোক করিয়া থাক, সংসারে এরূপ পদার্থ আছে কি?। ৭। হে ভারত! তুমি অনেকগুলির সহিত মিলিত হইয়া যাহা করিয়াছ, (জানিও) এক অভিমান দুঃখ তাহাকে হাস্যপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে; অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর শোকাভিমাননিবন্ধন সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যায়। ৮। যোগী পুরুষেরা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশে কেবল কায়, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে নিঃসঙ্গভাবে কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ৯। যেরূপ নানাবিষয়ে পারদর্শী বিজ্ঞ সাধু ব্যক্তিও সহবাসদোষে দুঃশীল হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় শারীর মমতারূপ অপবিত্র ভাব ধারণ করাতে উহা কখনও শোভান্বিত হয় না। ১০। যে ব্যক্তি মমতা-শূন্য, অহঙ্কারবর্জ্জিত, ও ক্ষমাবলম্বী, সুখ দুঃখ যাহার সমান বলিয়া বিবেচনা, সে ব্যক্তি কা

ইদঞ্চ তে পাণ্ডুসুত স্বকর্ম্ম ক্ষাত্রমুত্তমং।
অপি ক্রূরমতি শ্রেয়ঃ সুখায়ৈবোদয়ায় চ। ১২।
অপি কুৎসিতমপ্যন্যদপ্যধর্ম্মময়ক্রমং।
শ্রেষ্ঠং তে স্বং যথা কর্ম্ম তথেহামৃতবান্ ভব। ১৩
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
নিঃসঙ্গস্ত্বং যথাপ্রাপ্তকর্ম্মবান্ন বিবধ্যসে। ১৪।
শান্তং ব্রহ্মবপুর্ভূত্বা কর্ম্ম ব্রহ্মময়ং কুরু।
ব্রহ্মার্পণসমাচারো ব্রহ্মৈব ভবসি ক্ষণাৎ। ১৫।
ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরাত্মা নিরাময়।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতাত্মা ভব ভূষিতভূতলঃ। ১৬।

করুক, আর নাই করুক, তাহাতে লিপ্ত হয় না। ১১। হে পাণ্ডুনন্দন! সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ক্ষত্রিয়কুলের সমুচিত, এবং তাহাই তোমার কর্ম্ম; ইহা অতিশয় নিষ্ঠুর কার্য্য হইলেও ব্রহ্মজ্ঞানাদি সুখ এবং ধর্ম্ম ও যশঃ প্রভৃতি মঙ্গলই (ইহার অন্তর্ভূত)। ১২। যদিও এই কার্য্যকে তুমি কুৎসিত ও অধর্ম্মময় বলিয়া স্বীকার কর, কিন্তু প্রমাণ ও লৌকিক ব্যবহারানুসারে তোমার কর্ম্মকে তুমি শ্রেষ্ঠ ভিন্ন নিকৃষ্ট বলিতে পার না; সুতরাং এই যুদ্ধে অমর ধর্ম্মলাভ কর;—অর্থাৎ বিজয়ী হও। ১৩। হে ধনঞ্জয়! তুমি যোগবলের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নিঃসঙ্গভাবে কর্ম্মানুসরণ করিতে থাক; সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাগত কর্ম্মানুসরণ করিলে তোমাকে কেহ বধ করিতে পারিবে না। ১৪। যদি তুমি শান্ত ও ব্রহ্মময় শরীর হও, তাহা হইলে কর্ম্মকেও ব্রহ্মময় করিতে পার; যদি সকল আবার ব্রহ্মে সমর্পণ কর, তাহা হইলে ক্ষণমধ্যে ব্রহ্ম হইতে পার। ১৫। তোমার সকল কার্য্য যদি ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, যদি তুমি নিরাময় ঈশ্বরাত্মা হইতে পার, যদি সর্ব্বভূতে আত্মারূপে ঈশ্বরের ব্যাপ্তি (জানিতে) পার, তাহা হইলে তোমার দ্বারা মহীতল বিভূষিত হইতে পারে। ১৬। যদি তোমার সকল

সংন্যস্তসর্ব্বসংকল্পঃ সমঃ শান্তমনা মুনিঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা কুর্ব্বন্মুক্তমতির্ভব। ১৭।

অর্জ্জুন উবাচ।

সঙ্গত্যাগস্য ভগবংস্তথা ব্রহ্মার্পণস্য চ।
ঈশ্বরার্পণরূপস্য সন্ন্যাসস্য চ সর্ব্বশঃ। ১৮।
তথা জ্ঞানস্য যোগস্য বিভাগঃ কীদৃশঃ প্রভো।
ক্রমেণ কথয়ৈতন্মে মহামোহনিবৃত্তয়ে। ১৯।

শ্রীভগবানুবাচ।

সর্ব্বসংকল্পসংশান্তৌ প্রশান্তঘনবাসনং।
ন কিঞ্চিদ্ভাবনাকারং যত্তদ্ব্রহ্মপরং বিদুঃ। ২০।
তদুদ্যোগং বিদুর্জ্ঞানং যোগঞ্চ কৃতবুদ্ধয়ঃ।
ব্রহ্মাসর্ব্বং জগদহঞ্চেতি ব্রহ্মার্পণং বিদুঃ। ২১।

সঙ্কল্প ঈশ্বরে সমর্পণ ঘটে, যদি তুমি (সুখ দুঃখকে) সমান জানিতে পার, যদি তুমি শান্তমতি মুনি হইতে পার, যদি সন্ন্যাসযোগে স্বকীয় আত্মাকে সংযোজিত কর, তাহা হইলে তুমি মুক্ত হইতে পার। ১৭। অর্জ্জুন কহিলেন;—হে ভগবন্! সঙ্গত্যাগ, ব্রহ্ম-সমর্পণ, সম্যক্ প্রকারে, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণরূপ সন্ন্যাস, এবং জ্ঞান ও যোগের বিভাগ কি প্রকার, হে প্রভো! আমার মোহ-বিনাশ জন্য সেগুলি যথাক্রমে আমাকে বলিয়া দিউন। ১৮। ১৯। শ্রীভগবান্ কহিলেন;—সর্ব্বপ্রকার বাসনা ও সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প বিলীন হইলে, যে আকার ভাবনীয় নহে (ব্রহ্মজ্ঞানীগণ) তাহাতেই পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির অবসানে অন্তরে যে নিষ্প্রপঞ্চ আত্মারূপ সমুদিত হয়, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া গণনীয়। ২০। যখন চিত্তবৃত্তি হইতে অজ্ঞানতা নিবৃত্তি পাইয়া ব্রহ্মলাভে অগ্রসর হওয়া যায়, তখন উহাই জ্ঞান পদ বাচ্য হইয়া থাকে; তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতদিগের অনুকূল ধারা দ্বারা যে ব্রহ্মরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাঁহারা তাহাকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; সকল জগৎ, এবং আমিই ব্রহ্মময় (এরূপ জ্ঞানে কার্য্য করাকেই) ব্রহ্মার্পণ বলা

অন্তঃশূন্যং বহিঃশূন্যং পাষাণহৃদয়োপমং।
শান্তমাকাশকোশাচ্ছং ন দৃশ্যং ন দৃশঃ পরং। ২২।
যথেহাহং তথেহাস্তি ঘটাদীহাপি মর্কটঃ।
স্বমীহৈবং তথাম্ভোধিঃ কিমহন্তাৎ পরিগ্রহঃ। ২৩।
ত্যাগঃ সংকল্পজালানামসংসঙ্গঃ স কথ্যতে।
সমস্তকলনাজালস্যেশ্বরত্বৈকভাবনা। ২৪।
গলিতদ্বৈতনির্ভাসমেতদেবেশ্বরার্পণং।
অবোধবশতো ভেদো নাম্নৈবৈষাং চিদাত্মনি। ২৫।
বোধাত্মা কিল শব্দার্থো জগদেকং ন সংশয়ঃ।
অহমাশা জগদহং স্বমহং কর্ম্মচাপ্যহং। ২৬।

হইয়া থাকে। ২১। যেরূপ পাষাণ-শরীরের অন্তর্ব্বহিঃ সকল স্থানেই শূন্যতা, সেইরূপ ব্রহ্ম, অন্তর্ব্বহিঃশূন্য; ইনি শান্ত এবং আকাশের ন্যায় নির্ম্মল; ইনি দৃশ্য পদার্থ বা দৃষ্টির অতীত নহেন। ২২। যে প্রকার অহন্তাব পৃথক্ বস্তু নহে, সেইরূপ ঘটাদি মমতারূপ মর্কট পর্য্যন্তও ব্রহ্মবর্জ্জিত নহে; সমুদ্র যেরূপ আপনার পূর্ণতা ধারণ করে, সেইরূপ আমি তুমি ইত্যাদি মিথ্যা-জ্ঞান, পূর্ণ পদার্থের প্রতিভাসমাত্র। ২৩। সকল প্রকার সঙ্কল্প ত্যাগের নামই সঙ্গ-বিহীনতা; সমস্ত কল্পনাকে একত্র করিলেই এক ঈশ্বরত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। ২৪। দ্বৈতভাব বিগলিত হইলে, ঈশ্বরে সর্ব্ব সমর্পণ ঘটিয়া থাকে; চিদাত্মা ব্রহ্মে, অজ্ঞান জীবের নামের বিভিন্নতা প্রযুক্ত ভেদজ্ঞান ঘটিয়া থাকে। ২৫। যদিও জ্ঞানময় আত্মা কেবল শব্দার্থ প্রকাশ করে, কিন্তু ঐ আত্মা যে জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহার আর কোনও সংশয় নাই; আমি দিঙ্মণ্ডল, আমি জগৎ, আমি স্বকীয় কর্ম্ম, আমি কাল, আমি অদ্বৈত ভাব, আমিই দ্বৈত, এবং আমিই জগৎ; (তোমাকে বলি, তুমি) আমাতে মনঃ সমর্পণ কর, আমার গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা আমার প্রতি ভক্তিমান্ হও, জ্ঞান ও কর্ম্মযজ্ঞানুষ্ঠান

কালোঽহমহমদ্বৈতং দ্বৈতঞ্চাহমহং জগৎ।
মন্মনা ভব মদ্ভক্তোমদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ। ২৭।

অর্জ্জুন উবাচ।

দ্বে রূপে তব দেবেশ পরঞ্চাপরমেব চ।
কীদৃশং তৎ কদা রূপং তিষ্ঠাম্যাশ্রিত্য সিদ্ধয়ে। ২৮

শ্রীভগবানুবাচ।

সামান্যং পরমঞ্চৈব দ্বে রূপে বিদ্ধি মেঽনঘ।
পাণ্যাদিযুক্তং সামান্যং শঙ্খচক্রগদাধরং। ২৯।
পরং রূপমনাদ্যন্তং যন্মমৈকমনাময়ং।
ব্রহ্মাত্ম পরমাত্মাদি শব্দৈনৈতদুদীয়তে। ৩০।
যাবদপ্রতিবুদ্ধস্ত্বমনাত্মজ্ঞতয়া স্থিতঃ।
তাবচ্চতুর্ভুজাকারদেবপূজাপরো ভব। ৩১।

দ্বারা আমার যজন করিতে থাক, এবং আমার উদ্দেশে প্রণাম কর ; এই রূপে মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে (অর্চ্চনা করিলে) আত্মারূপি আমাকে লাভ করিতে পারিবে। ২৬। ২৭। অর্জ্জুন কহিলেন ;—হে দেবেশ ! আপনার পর, এবং অপর নামক দুইটী রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব সিদ্ধ হইবার জন্য আমি কোন্ রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিব বলুন ? । ২৮। শ্রীভগবান কহিলেন,—হে অনঘ ! সামান্য ও পরম নামক আমার দুইটী রূপ আছে ; তন্মধ্যে শঙ্খচক্রগদাধারি হস্তাদিবিশিষ্ট রূপই সামান্য বলিয়া গণ্য। ২৯। প্রধান রূপ, আদ্যন্তবর্জ্জিত, এবং তাহা অনাময় ও অদ্বিতীয় ; ব্রহ্মাত্মা এবং পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দে ঐরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে। ৩০। যে কাল পর্য্যন্ত তোমার বুদ্ধির উন্মেষ না ঘটে, এবং যেকাল পর্য্যন্ত তুমি আত্মতত্ত্ব অবগত নহ, সে কাল পর্য্যন্ত চতুর্ভুজাকার দেবতার পূজা করিতে থাক। ৩১।

তৎক্রমাৎ সংপ্রবুদ্ধস্ত্বং ততো জ্ঞাস্যসি তৎপরং।
মম রূপমনাদ্যন্তং যেন ভূয়ো ন জায়তে। ৩২।
ইদঞ্চাহমিদঞ্চাহমিতি যৎ প্রবদাম্যহং।
তদেতদাত্মতত্ত্বস্তু তুভ্যং হ্যুপদিশাম্যহং। ৩৩।
মন্যে সাধু বিবুদ্ধোঽসি পদে বিশ্রান্তবানসি।
সংকল্পৈরবমুক্তোঽসি সত্যৈকাত্মময়ো ভব। ৩৪।
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
পশ্য ত্বং যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। ৩৫।
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং ভজত্যেকত্বমাত্মনঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽপি জায়তে। ৩৬।
ত্রৈলোক্যচেতসামন্তরালোকো যঃ প্রকাশকঃ।
অনুভূতিমুপারূঢ়ঃ সোঽহমাত্মেতি নিশ্চয়ঃ। ৩৭।

পরে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা প্রবুদ্ধ হইলে পর, আদ্যন্ত-বর্জ্জিত আমার ব্রহ্মমূর্ত্তি জানিতে পারিবে; সে রূপ নিরীক্ষণ করিলে আর তোমাকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। ৩২। তোমাকে "এই জগৎ এবং এই আমি" এই প্রকার যে সকল কথা বলিয়াছি, তোমাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্য আমার এরূপ বলিবার প্রয়োজন। ৩৩। আমার বোধ হয়, তুমি এখন উত্তমরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মপদে শান্তিলাভ করিতেছ, (সুতরাং) তুমি সকল প্রকার সংকল্পমুক্ত হইয়াছ, অতএব তুমি সত্য ব্রহ্মে একাত্মা হইয়া কালযাপন কর। ৩৪। তুমি আত্মাকে সকল জীবে অবস্থিত এবং আত্মার আশ্রয়ে সকল জীব অবস্থিতি করিতেছে, দর্শন কর; তোমার আত্মা যখন যোগসহ সংযোজিত হইয়াছে, তখন তুমি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি অবলম্বন কর। ৩৫। যে ব্যক্তি আত্মাকে সকল প্রাণীতে সংস্থিত (দেখিয়া থাকে,) সে আত্মার একত্ব স্বীকার করিয়া থাকে; সে ব্যক্তি সকল প্রকারে বর্ত্তমান থাকিয়া পুন-র্জন্ম-যন্ত্রণা-ভোগ করিতে চাহে না। ৩৬। যিনি ত্রিলোকস্থিত জীবসমূহের অন্তরস্থিত

ত্রৈলোক্যপয়সামন্তর্যোরসানুভবঃ স্থিতঃ।
গব্যানামব্ধিজানাঞ্চ সোহয়মাত্মেতি ভারত। ৩৮।
অন্তঃ সর্ব্বশরীরাণাং যঃ সূক্ষ্মোহনুভবঃ স্থিতঃ।
মুক্তোহনুভবনীয়েন সোহয়মাত্মাস্তি সর্ব্বগঃ। ৩৯।
সমগ্রপয়সামন্তর্যথা ঘৃতমিব স্থিতং।
তথা সর্ব্বপদার্থানাং দেহানাং সংস্থিতঃ পরঃ। ৪০।
সর্ব্বাম্ভোনিধিরত্নানাং সবাহ্যাভ্যন্তরে যথা।
তেজস্তথাস্মি দেহানামসংস্থিত ইব স্থিতঃ। ৪১।
যথা কুম্ভসহস্রাণাং সবাহ্যাভ্যন্তরে নভঃ।
জগত্রয়শরীরাণাং তথাত্মাহমবস্থিতঃ। ৪২।
মুক্তাফলশতৌঘানাস্তন্তুঃপ্রোতবপুর্যথা।
তথায়ং দেহলক্ষাণাং স্থিত আত্মাস্ত্যলক্ষিতঃ। ৪৩।

আলোকের প্রকাশক, অনুভূতি দ্বারা যাঁহার রুচিত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই আমিই আত্মা, ইহা স্থির কথা। ৩৭। হে ভারত! ত্রিলোকস্থিত জল, গব্য এবং সমুদ্রসম্ভূত ক্ষীরলবণ প্রভৃতির অন্তরে রসস্বরূপে যিনি অনুভূত হইয়া থাকেন, আমিই সেই আত্মা। ৩৮। সকল শরীরীদিগের অন্তঃকরণে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি অবস্থিতি করে, এবং যে পদার্থ অনুভব হইতে উন্মুক্ত,—অর্থাৎ দুর্লক্ষ্যত্ব প্রযুক্ত অতিশয় সূক্ষ্ম, সর্ব্বত্রগতি সেই আত্মাই আমি। ৩৯। যেরূপ সমগ্র দুগ্ধের অন্তরে সারভাগ ঘৃতের অবস্থিতি, সেইরূপ সকল পদার্থ এবং দেহাদির অভ্যন্তরে আমার অবস্থান। ৪০। যেরূপ সমুদ্রস্থিত রত্নাদির অন্তর্গত তেজ বাহিরেও প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ দেহে বিমিশ্রিতের ন্যায় না থাকিলেও আমার তেজ প্রকাশ পাইয়া থাকে।৪১। যেরূপ শত সহস্র কুম্ভ সকলের অভ্যন্তরে ও বাহিরে আকাশের অবস্থিতি, সেই প্রকার ত্রিজগৎ-রূপ শরীরে আত্মারূপে আমার অধিষ্ঠান। ৪২। যেরূপ শত শত মুক্তা-মাল্যের অন্তরে তন্তুবিতান বিনষ্ট থাকে, তাহার ন্যায় দেহাভ্যন্তরে আত্মার অলক্ষ্যভাবে অবস্থিতি। ৪৩। ব্রহ্মাদি হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ

ব্রহ্মাদৌ তৃণপর্য্যন্তে পদার্থে নিকুরম্বকে।
সত্তাসামান্যমেতদ্ যৎ তমাত্মানমজং বিদুঃ। ৪৪।
তদীষৎস্ফুরিতাকারং ব্রহ্ম ব্রহ্মৈব তিষ্ঠতি।
অহন্তাদি জগত্তাদিক্রমেণ ভ্রমকারিণা। ৪৫।
প্রতিবিম্বেষ্বিবাদর্শসমং সাক্ষিবদাস্থিতং।
নশ্যৎসু ন বিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ৪৬।
ইদঞ্চাহমিদং নেতি ইতীদং কথ্যতে ময়া।
এবমাত্মাস্মি সর্ব্বাত্মা মামেবং বিদ্ধি পাণ্ডব। ৪৭।
ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রবর্ত্তন্তে সর্গপ্রলয়বিক্রিয়াঃ।
আত্মন্যহন্তা চিত্তস্থাঃ পয়ঃস্পন্দা ইবাম্বুধৌ। ৪৮।
যথোপলত্বং শৈলানাং দারুত্বঞ্চ মহীরুহাং।
তরঙ্গাণাং জলত্বঞ্চ পদার্থানাং তথাত্মতা। ৪৯।

পর্য্যন্ত যে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের অন্তরে যে সামান্য সত্তাবির্ভাব, তাহাকেই জন্মহীন ব্রহ্ম বলিয়া থাকে। ৪৪। আমি, তুমি, জগৎ ইত্যাদি ভ্রমজনক ক্রম সন্নিবেশ থাকিলেও ব্রহ্মে ঈষৎ প্রস্ফুরিতাবয়ব ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন। ৪৫। আদর্শের সহিত প্রতিবিম্বের যেরূপ সমানত্ব, সেইরূপ ব্রহ্ম, সাক্ষীস্বরূপে (সংসারে) অবস্থিত রহিয়াছেন; জগতের যাবতীয় নশ্বর পদার্থের মধ্যগত থাকিলেও যে ব্যক্তি ইহাঁর বিনাশ দর্শন না দেখে, সেই (যাহা দেখিবার, তাহা) দেখিতে জানে। ৪৬। হে পাণ্ডব! আমি এই প্রকার, (ইহা এই প্রকার নহে) আমি যে এরূপ বলিতেছি, আমি আত্মারূপে সকলশরীরে আবির্ভূত, (এরূপ আমার বলিবার তাৎপর্য্য; অতএব আমাকে আত্মারূপি দেবতা বলিয়া জানিও)। ৪৭। যেরূপ অম্বুনিধিতে সলিলস্পন্দন ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ আমি, তুমি প্রভৃতি অভিমান-বৃত্তি সকল অন্তঃকরণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, আত্মাতে সর্গপ্রলয়াদি এই সকল ব্যাপারের প্রবর্ত্তনা করিয়া থাকে। ৪৮। যেরূপ পাষাণাদির উপলত্ব, যেরূপ বৃক্ষাদির দারুত্ব, যেরূপ তরঙ্গাদির জলত্ব; অর্থাৎ পাষাণ হইতে উপল, বৃক্ষ হইতে

ইতি শ্রুত্বা ভয়ং ত্বন্তর্ভাবয়িত্বা সুনিশ্চিতং ।
জীবন্মুক্তাশ্চরন্তীহ সন্তঃ সমরসাশয়াঃ । ৫০ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া । ৫১ ।
সংস্থিতা স্পর্শমাত্রাখ্যা মাত্রাস্পর্শভ্রমাত্মকঃ ।
সমদুঃখসুখোধীরঃ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে । ৫২ ।
ন হৃষ্যতি সুখৈরাত্মা দুঃখৈর্গ্লায়তি নোঽর্জ্জুন ।
দৃশ্যদৃক্‌চেতনাত্মাপি শরীরান্তর্গতোঽপি সন্ । ৫৩ ।
জড়ং চিত্তাদিদুঃখস্য ভাজনং দেহতাং গতং ।
ন চৈতস্মিন্ ক্ষতে ক্ষীণে কিঞ্চিদেবাত্মনঃ ক্ষতং । ৫৪ ।

কাষ্ঠ, ও তরঙ্গ হইতে যেরূপ সলিল-বিকাশ ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ পদার্থ-সমূহে পরমাত্মার আবির্ভাব ।৪৯। সাধুগণ, সুখদুঃখে সমান রস অনুভব করিয়া এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ পূর্ব্বক অন্তরে অভয় ব্রহ্মকে ভাবনা করতঃ জীবন্মুক্ত শরীরে সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে । ৫০ । শ্রীভগবান্ কহিলেন ;—হে মহাবাহো রামচন্দ্র ! তুমি আমার নিকট হইতে পুনর্ব্বার সুন্দর কথা শ্রবণ কর; আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তুমি আমার প্রিয় বলিয়া তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি । ৫১ । যে ব্যক্তির স্পর্শ,—অর্থাৎ বিষয় এবং ইন্দ্রিয়াদি শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে, বিষয়াধীন চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের অনুগত সেই ভ্রমাত্মক জীব, সুখদুঃখকে সমান জ্ঞান পূর্ব্বক ধীরতার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সেই জীব অমৃত রসাস্বাদনের অধিকারী হইতে পারে । ৫২ । হে অর্জ্জুন ! দৃশ্য পদার্থ, দর্শন ও চেতনময় আত্মা, শরীর-মধ্যগত থাকিলেও (অকিঞ্চিৎকর) সুখ-ভোগে হৃষ্ট, বা বিষাদে দীনতা প্রাপ্ত হয় না । ৫৩ । জড়তা, দেহাশ্রয় করিয়া চিন্তাদি দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ; সুতরাং দেহ বিনষ্ট, বা ক্ষীণ হইলে, আত্মার কোনও রূপ ক্ষতি নাই । ৫৪ । দেহাদি

জড়ং দেহাদিদুঃখাদের্যদিদং ভোক্তৃসংস্থিতং।
তন্মায়াভ্রমমেবাঙ্গ বিদ্ধ্যবোধবশোত্থিতং। ৫৫।
ন কিঞ্চিদেব দেহাদি ন চ দুঃখাদি বিদ্যতে।
আত্মনো যৎ পৃথগ্‌ভুতং কিং কেনাতোঽনুভূয়তে। ৫৬।
যদিদং কথয়াম্যত্র তেনৈবাতো বিনশ্যতি।
ভ্রান্তির্দুঃখমবোধোত্থা সম্যগ্বোধেন ভারত। ৫৭।
যথা রজ্জ্বামহিভয়ং বোধান্নশ্যত্যবোধজং।
তথা দেহাদি দুঃখাদি বোধান্নশ্যত্যবোধজং। ৫৮।
বিশ্বমিশ্বমজং ব্রহ্ম ন নশ্যতি ন জায়তে।
ইতি সত্যং পরং বিদ্ধি বোধঃ পরম এষ সঃ। ৫৯।
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ করিষ্যসি কৌন্তেয় তদাত্মেতি স্থিরোভব। ৬০।

দুঃখের ভোক্তৃরূপে যে জড়ত্ব অবস্থিতি করে, (জানিও) তাহা অজ্ঞান বশতঃ মায়াপ্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। ৫৫। দেহাদি এবং দুঃখভোগাদি এ সকল কিছুই নহে; আত্মার সহিত দেহাদির যে পৃথক্ সম্বন্ধ, ইহা কে না অনুভব করিয়া থাকেন? । ৫৬। আমি (তোমার নিকটে) এ সম্বন্ধে যে দুঃখের কথা বলিতেছি, (জানিও) হে ভারত! বোধোদয়ে অবোধবশতঃ সেই ভ্রমদুঃখ, বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৫৭। যেরূপ রজ্জুদর্শনে সর্পভ্রম ঘটে, কিন্তু জ্ঞানোদ্রেক হইলে সেই ভ্রম দূরীভূত হয়, সেই প্রকার বোধের উদয় হইলে দেহাদি দুঃখ নাশ পাইয়া থাকে। ৫৮। এই যে নিখিল বিশ্ব (দেখিতেছ,) উহা জন্মবিহীন ব্রহ্মময়; সুতরাং ঐ ব্রহ্মের জন্ম, বা বিনাশ ঘটে না; তুমি এই জ্ঞানকে সত্য ও প্রধান বলিয়া জানিও, এবং ইহাই উৎকৃষ্ট জ্ঞান। ৫৯। হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা করিয়া থাক, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম করিয়া থাক, যাহা দান করিয়া থাক, এবং পরে যাহা করিবে, সে সকলই আত্মা বলিয়া অবধারণ করিয়া, স্থিরতা অবলম্বন কর। ৬০। যে অন্তরে

যন্ময়ো যো ভবত্যন্তঃ স তদাপ্নোত্যসংশয়ম্।
ব্রহ্মসত্যমবাপ্তুং ত্বং ব্রহ্মসত্যময়ো ভব। ৬১।
অনপেক্ষং ফলং ব্রহ্ম ভূত্বা ব্রহ্মেতি ভাবিতং।
কেবলং ক্রিয়তে কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞেন যথাগতং। ৬২।
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যত্যকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স চোক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। ৬৩।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। ৬৪।
কর্ম্মাসক্তিমনাশ্রিত্য তথা নাশ্রিত্য মূঢ়তাং।
নৈষ্কর্ম্মমপ্যনাশ্রিত্য সমস্তিষ্ঠ যথাস্থিতং। ৬৫।
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ। ৬৬।

যদাকারচিত্ত হইয়া থাকে, সে নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; (তোমাকে বলি,) তুমি সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিয়া সত্য ও ব্রহ্মময় হও। ৬১। যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ, সে ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মভাবনা দ্বারা ব্রহ্ম হইয়া কেবল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। ৬২। যে ব্যক্তি কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া দেখিয়া থাকে, সে ব্যক্তি মনুষ্যসমাজে বুদ্ধিমান্ বলিয়া গণ্য হয়, এবং সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। ৬৩। হে ধনঞ্জয়! তুমি কর্ম্মফলের আশা, এবং কর্ম্মসম্পাদনে আসক্তি প্রকাশ করিও না; (যদি একান্তই কর্ম্মানুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে) যোগাবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্গবিহীন হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক। ৬৪। তুমি কর্ম্মাসক্তি এবং মূঢ়তার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, নৈষ্কর্ম্ম অবলম্বন ব্যতিরেকে যেরূপে অবস্থিতি করিতে হয়, সমভাবে অবস্থিতি কর। ৬৫। যে ব্যক্তি কর্ম্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাশ্রয় ও নিত্যতৃপ্ত থাকিয়া কর্ম্মানুসরণ করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি কিছুই করে না। ৬৬। কর্ম্মের আসক্তিকেই

আসক্তিমাহুঃ কর্ত্তৃত্বমকর্ত্তুরপি তদ্ভবেৎ।
মৌর্খ্যে স্থিতে হি মনসি তস্মান্মৌর্খ্যং পরিত্যজেৎ। ৬৭।
পরং তত্ত্বজ্ঞমাশ্রিত্য নিরাসক্তের্মহাত্মনঃ।
সর্ব্বকর্ম্মরতস্যাপি কর্ত্তৃত্বোদেতি ন কচিৎ। ৬৮।
অকর্ত্তৃত্বাদভোক্তৃত্বমভোক্তৃত্বাৎ সমৈকতা।
সমৈকত্বাদনন্তত্বং ততো ব্রহ্মত্বমাততং। ৬৯।
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ। ৭০।

(পণ্ডিতেরা) কর্ত্তৃত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এই কর্ত্তৃত্ব কর্ত্তারও অপেক্ষা করে না; মন অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন থাকিলে আসক্তির আধিপত্যের সম্ভাবনা, অতএব অজ্ঞানতাকেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।৬৭। যে ব্যক্তি আসক্তিবিহীন, সহসা তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কোনও কার্য্যে কর্ত্তৃত্বপ্রকাশ ঘটে না।৬৮। কর্ত্তৃত্বহীনতা হইতে অভোক্তৃত্বের আবির্ভাব, তাহা হইতে "সকলই এক" এইরূপ বোধ হইয়া থাকে; উহা হইতে অনন্তত্ব, এবং তাহা হইতে বিস্তৃত ব্রহ্মের আবির্ভাব।৬৯। যাহার সকল কর্ম্মানুষ্ঠান কাম এবং সংকল্পবর্জ্জিত, যে ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নিসাহায্যে কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই জ্ঞানী বলিয়া থাকেন।৭০।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী। ৭১।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে অর্জ্জুনোপাখ্যানে আত্ম-
জ্ঞানোপদেশোনাম ষষ্টি সর্গঃ। *। ৬০। *।

যেরূপ সমুদ্র পূর্ণাবস্থা ধারণ করিলেও নদীর জল তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ (জীবের) সকল প্রকার কামনা অচল ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলে সে যে প্রকার শান্তিস্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বিষয়সুখসম্ভোগী ব্যক্তি সে শান্তিলাভ করিতে পারে না। ৭১।

শ্রীভগবানুবাচ।

ন কুর্য্যাদ্ভোগসংত্যাগং ন কুর্য্যাদ্ভোগভাবনং।
স্থাতব্যং সুসমেনৈব যথা প্রাপ্তানুবর্ত্তিনা। ১।
অনাত্মন্যাত্মতাং দেহে মা ভাবয় ভবাত্মনি।
আত্মন্যেবাত্মতাং সত্যে ভাবয়াভবরূপিণি। ২।
দেহনাশে মহাবাহো ন কিঞ্চিদপি নশ্যতি।
আত্মনাশো হি নাশঃ স্যান্ন চাত্মা নশ্যতি ধ্রুবঃ। ৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবঞ্চেৎত্রিজগন্নাথ মূঢ়ানামপি মানদ।
দেহনাশে সমুৎপন্নে ইষ্টং নষ্টং ন কিঞ্চন। ৪।

শ্রীভগবানুবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো ন কিঞ্চিৎ নশ্যতি ক্বচিৎ।
আত্মৈবাস্ত্যবিনাশাত্মা কিন্তস্য ক্ব বিনশ্যতি। ৫।

ভগবান্ কহিলেন ;—একবারে অন্নপানাদি ভোগ বিসর্জ্জন দেওয়া, কিম্বা ভোগসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার ভাবনা করা কর্ত্তব্য নহে ; যখন যেরূপ অবস্থা ঘটে, তাহাতে সমভাবে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। ১। যে দেহ আপনার নহে এবং যাহার স্বভাব জন্মাদি বিকারপূর্ণ, তাহাকে আপনার বলিয়া ভাবনা করিও না ; (তুমি) জন্মবিহীন সত্য পদার্থকে আপনার জানিয়া তাহাই চিন্তা করিতে থাক। ২। হে মহাবাহো ! এই দেহ বিনষ্ট হইলে কিছুই নষ্ট হয় না, আত্মনাশকে নাশ বলিয়া বোধ করা কর্ত্তব্য ; (জানিও) আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না। ৩। অর্জ্জুন কহিলেন ;—হে মানদ ! হে ত্রিজগন্নাথ ! আপনি যাহা বলিলেন, যদি তাহা ঐরূপই হয়, তবে মূঢ় ব্যক্তিদিগের দেহ বিনষ্ট হইলে, তাহাদের কোনও ইষ্ট বস্তুর নাশ ঘটে না। ৪। ভগবান্ কহিলেন ;—হে মহাবাহো ! আমার উক্তি ঐ প্রকার ; (বাস্তবিক) কোনও বস্তু নষ্ট হয় না ; যখন আত্মার অবিনাশিত্ব স্থিরনিশ্চয়, তখন কিরূপে

ইদং নষ্টমিদং যুক্তমিতি মোহভ্রমাদৃতে।
অন্যত্তথা ন পশ্যামি বন্ধ্যা স্ত্রী তনয়ং যথা। ৬।
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ৭।
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি। ৮।
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্বুদ্ধ্যস্ব ভারত। ৯।
আত্মা চৈকোঽস্তি ন দ্বিত্বমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ।
অবিনাশস্ত্বনন্তোঽসৌ সতোনাশো ন বিদ্যতে। ১০।
দ্বিত্বৈকত্বপরিত্যাগে শেষং যদবশিষ্যতে।
শান্তং সদসতোর্মধ্যং তদস্তীহ পরং পদং। ১১।

উহার বিনাশ ঘটিতে পারে? । ৫ । যেরূপ বন্ধ্যা স্ত্রীর সন্তান না হইলেও সে নিজ-পুত্র কল্পনা করিয়া সুখদুঃখ ভোগ করে, সেইরূপ ইহা নষ্ট হইল, বা ইহা লাভ করিলাম, মোহভ্রম ব্যতিরেকে এরূপ ঘটে না, বা দেখা যায় না। । ৬। যে বস্তুর বিদ্যমানতা নাই, তাহার সত্তা, এবং যাহার বিদ্যমানতা আছে, তাহার অভাব অসম্ভব; তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা এই উভয় পদার্থের অন্তস্তল দর্শন করিয়া থাকেন। ৭। যে পদার্থ সকল সংসার ব্যাপিয়া আছেন, তাহাই অবিনাশী; কেহই অব্যয় এই বস্তুর বিনাশ করিতে সক্ষম নহেন। ৮। আত্মা শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিলেও উহা অবিনাশী, অপ্রমেয় ও নিত্য-স্থায়ী, কিন্তু দেহ ধ্বংসী; অতএব হে ভারত! তুমি এই দুই পদার্থ (কিরূপ তাহা) বিবেচনা কর। ৯। আত্মা অদ্বিতীয়, ইহার দ্বিত্ব, বা অনিত্যত্বের সম্ভাবনা নাই; উহা অবিনাশী ও অনন্ত; যাহার চিরসত্তা প্রসিদ্ধ, তাহার বিনাশ ঘটিতে পারে না।১০। দ্বিত্ব এবং একত্ব পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সদসতের মধ্যবর্ত্তী, শান্ত, এবং ব্রহ্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ১১। অর্জ্জুন

অর্জ্জুন উবাচ।

তন্মৃতোঽস্মীতি ভগবন্ কিং কৃতা তু নৃণাং স্থিতিঃ।
কথং স্থিতৌ চ লোকানাং তৌ স্বর্গনরকৌ প্রভো। ১২।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
এতত্তন্মাত্রজালাত্মা জীবো দেহেষু তিষ্ঠতি। ১৩।
স কৃষ্যতে বাসনয়া রজ্জেব পশুপোতকঃ।
স তিষ্ঠতি শরীরান্তঃ পঞ্জরে বিহগো যথা। ১৪।
স কালদেশতো দেহাজ্জর্জরত্বমুপাগতাৎ।
বাসনাবশতো যাতি প্লক্ষপর্ণাদ্রসো যথা। ১৫।
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ। ১৬।

কহিলেন;—হে ভগবন্! জন্মিলে জীবের মৃত্যু আছে, (তাহা আমি জানি, তবে) লোকে কিজন্য নিয়তির অধীন হইয়া থাকে, এবং কিজন্যই বা স্বর্গ-নরকাদি সুখদুঃখ সংঘটন হইয়া থাকে? । ১২। ভগবান্ কহিলেন;—আত্মা ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন এবং বুদ্ধি এই সকলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, জীব ভাব প্রাপ্ত হইয়া দেহীর দেহমধ্যে অবস্থিতি করে। ১৩। চালক যেরূপ গোমহিষাদি পশুকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া মনোমত দিকে প্রচালিত করে, তাহার ন্যায় সেই জীব, বাসনা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহান্তর গমন করিয়া থাকে; পক্ষী যেরূপ পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীব, শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে। ১৪। যেরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের পত্র হইতে রস নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীব, বাসনার অধীন হইয়া দেশকালাদি-নিবন্ধন এই দেহ জর্জ্জরিত হইলে, নূতন শরীর সমাশ্রয় করে। । ১৫। বায়ু যেরূপ সুগন্ধ সমাহরণ করে, তাহার ন্যায় ঐ জীব চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক্ এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৬। ঐন্দ্রজালিক

বাসনাবান্ পরাপুষ্টো ভূত্বা ভ্রাম্যতি যোনিষু।
জীবো ভ্রমভরাভারো মায়াপুরুষকো যথা। ১৭।
অক্ষস্বভাবানখিলাঞ্ছরীরাদ্বাসনাবশঃ।
জীবো গৃহীত্বা সংযাতি পুষ্পাদ্গন্ধমিবানিলঃ। ১৮।
দেহো নিস্পন্দতামেতি জীবে কৌন্তেয় নির্গতে।
নিস্পন্দাবয়বাভোগঃ শান্তবাত ইব দ্রুমঃ। ১৯।
অচেষ্টং ছেদভেদাদি দোষৈরায়াত্যদৃশ্যতাং।
মৃত ইত্যুচ্যতে তেন দেহো বিহগজীবিতঃ। ২০।
স জীবঃ প্রাণমূর্ত্তিঃ খে যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে।
তং তং স্ববাসনাভ্যাসাৎ পশ্যত্যাকারমাততং। ২১।

পুরুষ যেরূপ মায়াবলে শূন্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীব বাসনার অনুগত, পরমাত্মার প্রতিবিম্ব-লাভে অভিব্যক্ত, এবং ভ্রম-ভারাচ্ছন্ন হইয়া, বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ১৭। বায়ু যেরূপ কুসুম হইতে সৌরভ গ্রহণ করে, সেইরূপ বাসনানুগামী জীব, শরীর হইতে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দিগের স্বভাব,—অর্থাৎ শব্দ-শক্তি প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকে। ১৮। হে কৌন্তেয়! দেহ হইতে জীব নির্গত হইলে পর, সমীরণ শান্তভাব অবলম্বন করিলে বৃক্ষের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় দেহ নিস্পন্দতা প্রাপ্ত, এবং তাহার ভোগাদি বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। ১৯। যে সময় এই দেহ ছেদভেদাদি দোষে লিপ্ত হইয়া, চেষ্টাশূন্যতার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়া থাকে, তখন জীবন-বিনির্গমন-নিবন্ধন এই দেহ মৃত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ২০। প্রাণের অনুগামী হইয়া এই জীব, চিদাকাশে, ভূতাকাশে, বা যেখানে যেখানে অবস্থিতি করে, সেই সেইখানে স্বকীয় বাসনা ও অভ্যাস বশতঃ সেই সেই বিস্তৃত আকৃতি দর্শন করিয়া

অয়ং দেহো হি জীবেন ত্বসন্নেবাবলোকিতঃ।
অস্য নাশে ত্বমপ্যেবং পশ্য মা বা সুষুপ্তবৎ। ২২।
যথৈব পশ্যতাকারাংস্তেষাং নাশাংস্তথৈব সঃ।
আদিসর্গে ভাবনয়া কিলৈষেবং বিভাবতঃ। ২৩।
য এব পুরুষার্থে ন দৃষ্টো বলবতা ক্ষণাৎ।
পূর্ব্বোত্তরবিশেষাংশঃ স এব জয়তি স্ফুটং। ২৪।
নরকস্বর্গসর্গাদিবাসনাবশতোঽভিতঃ।
প্রপশ্যতি চিরাভ্যস্তং জীবো জরঠমোহধীঃ। ২৫।

অর্জ্জুন উবাচ।

নরকস্বর্গসর্গাদিসংভ্রমেষু জগৎপতে।
কিমস্য কারণং ব্রূহি জীবস্য জগতঃ স্থিতেঃ। ২৬।

থাকে। ২১। জীব, এই দেহকে অসৎ বলিয়া অবলোকন করে না; যেরূপ সুষুপ্ত ব্যক্তি কোনও বস্তু দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ অসৎ বলিয়া এই দেহের নাশও তুমি দেখিতে পাও না। ২২। আদিসৃষ্টিকালে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, বর্ত্তমান সৃষ্টিব্যাপারে পূর্ব্ব-স্বর্গানুভব-বাসনা-নিবন্ধন এই প্রকার রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, সুতরাং যেরূপ আকার অবলোকিত হয়, সেইরূপেও তাহার নাশ হইয়া থাকে। ২৩। যে ব্যক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে আমার এই পুরুষার্থ আবশ্যক, এই বলিয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে ব্যক্তি ক্ষণকালের মধ্যে পূর্ব্বোত্তর-প্রযত্নের বিশেষাংশ জয়ে সক্ষম হইয়া থাকে;—অর্থাৎ তাহার মোক্ষবিষয়ে অল্পাভিনিবেশ এবং ভোগবিষয়ে দৃঢ়তা-নিবন্ধন পরাভব ঘটিয়া থাকে। ২৪। জীব আদিকাল হইতে অজ্ঞান ও মূঢ় বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, নরক, স্বর্গ এবং সৃষ্টি প্রভৃতি বাসনা-নিবন্ধন চিরাভ্যস্ত বিষয় সকল দর্শন করিয়া থাকে। ২৫। অর্জ্জুন কহিলেন;—হে জগৎপতে! জীব জগতে অবস্থিতি করিয়া নরকস্বর্গাদি ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি, বলুন? । ২৬।

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বপ্নোপমানা তেনেহ শ্রেয়সে বাসনাক্ষয়ঃ।
চিরাভ্যাসবশাৎ প্রৌঢ়া সংসারভ্রমকারিণী। ২৭।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিমুত্থা দেবদেবেশ ক্ষীয়তে বাসনা কথং। ২৮।

শ্রীভগবানুবাচ।

মৌর্খে মোহসমুত্থানা ত্বনাত্মন্যাত্মভাবনা।
আত্মজ্ঞানান্মহাবোধাদ্বিলয়ং যাতি বাসনা। ২৯।
ভাবিতাত্মাসি কৌন্তেয় সত্যং বিজ্ঞাতবানসি।
অয়ং সোহহং জনা এতে মমেতি ত্যজ বাসনাং। ৩০।

অর্জ্জুন উবাচ।

বাসনাবিলয়ে জীবো বিলীনো ভবতি স্বয়ং।
যো হি যৎ সত্তয়োচ্ছূনস্তন্নাশাৎ স বিলীয়তে। ৩১।

ভগবান্ কহিলেন;—চিরকালীন অভ্যাস-নিবন্ধন স্বপ্নসদৃশ বাসনা, প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া সংসার-ভ্রমোৎপাদন করিয়া থাকে, (অতএব, তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস দ্বারা) ঐ বাসনা ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে, মঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ২৭। অর্জ্জুন কহিলেন;—হে দেবদেবেশ! মনের বাসনা কিরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে? । ২৮। ভগবান্ কহিলেন;—অজ্ঞানতা-নিবন্ধন অনাত্ম বস্তুতে যে আত্ম-ভাবনা সমুদিত হয়, মোহই তাহার মূল; যখন আত্মজ্ঞানরূপ মহাবোধের উদয় ঘটে, বাসনা তখনই বিলয় পাইয়া থাকে। ২৯। হে কৌন্তেয়! তুমি আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়া থাক, সত্য—ব্রহ্ম পদার্থ অবগত আছ; (অতএব, তোমাকে বলি,) তুমি "এই সেই আমি, এই সকল লোক আমার" এ প্রকার বাসনা পরিত্যাগ কর। ৩০। অর্জ্জুন কহিলেন;—বাসনা বিলীন হইলে পর, জীব স্বয়ং লয় পাইয়া থাকে; কারণ, যে বস্তু যাহাতে অবস্থিতি করে, আধার বিনষ্ট হইলে সেই আধেয়ও বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩১।

জীবে বিলয়মায়াতে দেশকালান্ যথাকৃতৌ।
কোঽসৌ ভাজনতামেতি জন্মনোমরণস্য চ। ৩২।

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বয়ং কল্পিতসংকল্পমাত্মরূপং যদাবিলং।
তদেব বাসনাকারং জীবং বিদ্ধি মহামতে। ৩৩।
অনায়ত্তমসংকল্পমাত্মরূপং যদব্যয়ং।
প্রবোধাদ্বাসনামুক্তং তন্মোক্ষং বিদ্ধি ভারত। ৩৪।
জীবন্নেবং মহাবাহো তত্ত্বং প্রেক্ষ যথাস্থিতং।
বাসনাবাগুরোন্মুক্তো মুক্ত ইত্যভিধীয়তে। ৩৫।
যো ন নির্ব্বাসনো নূনং সর্ব্বধর্ম্মপরোঽপি সঃ।
সর্ব্বজ্ঞোঽপ্যভিতো বদ্ধঃ পঞ্জরস্থো যথা খগঃ। ৩৬।
ইতি নির্বাসনত্বেন জীবন্মুক্ততয়ার্জ্জুন।
অন্তঃ শীতলতামেত্য বন্ধুদুঃখমলং ত্যজ। ৩৭।

দেশকালক্রমানুসারে আকৃতি ধারণ করিয়া, জীব লয় প্রাপ্ত হইলে কোন্ ব্যক্তি জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে?। ৩২। ভগবান্ কহিলেন;—হে মহামতে! কল্পনা-নিবন্ধন কলুষভাবাপন্ন যে আত্মরূপ সমুদিত হয়, তাহাকেই বাসনাকৃতি জীব বলিয়া জানিও। ৩৩। যে আত্মরূপ অনায়ত্ত ও সংকল্পবিহীন, তত্ত্বজ্ঞানের অধীন হইয়া দর্শন করিলে, যেরূপ বাসনা-মুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, হে ভারত! তাহাকেই মোক্ষ বলিয়া জানিও। ।৩৪। হে মহাবাহো! তুমি জীবন ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব যেরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে, তাহা অবলোকন কর; যে ব্যক্তি, বাসনা-বাগুরা হইতে উন্মুক্ত হইয়াছে, সে মুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৩৫। যে ব্যক্তি বাসনাকে বিসর্জ্জন দেয় নাই, সে যদি সকল প্রকারে ধর্ম্মপরায়ণ এবং সর্ব্বজ্ঞ হয়, তাহা হইলে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর দশা যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সে অশেষ ক্লেশে নিপতিত হইয়া থাকে। ৩৬। হে অর্জ্জুন! বাসনা পরিত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে হইলে, অন্তরে স্নিগ্ধভাব অবলম্বন

জরামরণনিঃশঙ্ক আকাশবিশদাশয়ঃ।
ত্যক্তেষ্টানিষ্টসংকল্পো বীতরাগো ভবানঘ। ৩৮।
প্রবাহপতিতং কার্য্যমিদং কিঞ্চিদ্‌যথাগতং।
কুরু কার্য্যাণি কর্ম্মাণি ন কিঞ্চিদিহ নশ্যতি। ৩৯।
ইদং কর্ম্ম ত্যজামীদমাশ্রয়ামীতি নির্ণয়ঃ।
মূঢ়স্য মনসোরূপং জ্ঞানিনস্তু সমা স্থিতিঃ। ৪০।
প্রবাহপতিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তঃ শান্তচেতসঃ।
জীবন্মুক্তাঃ সুষুপ্তস্থাঃ স্ফুরন্ত্যত্র সুষুপ্তবৎ। ৪১।
স্থিরাং সংস্থিতিমায়ান্তি কূর্ম্মাঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো হৃদি যস্য স্বভাবতঃ। ৪২।

পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবাদির উদ্দেশে অকারণ দুঃখ পরিত্যাগ করা চাই। ৩৭। হে অনঘ! তুমি জরামৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ে নিঃশঙ্ক, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল আশয়-বিশিষ্ট হইয়া, ইষ্টানিষ্ট সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যের পথে পদক্ষেপ কর। ৩৮। তুমি শিষ্ট-ব্যবহার-পরম্পরাগত কার্য্যানুষ্ঠান কর; এই যুদ্ধ-কার্য্য এবং যাগাদি আবশ্যক কর্ম্ম সকল করিতে থাক; তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষতি হইবে না। ৩৯। মূঢ় ব্যক্তির, এই কর্ম্ম ত্যাগ করি, কিম্বা এইটির আশ্রয় গ্রহণ করি, এই প্রকার মনের অবধারণা; কিন্তু জ্ঞানী লোকে এ বিষয়ে সাম্য-ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করে। ৪০। শান্তচিত্ত ব্যক্তিগণ, শিষ্টাচার-পরম্পরানুযায়ি কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া, জীবন্মুক্ত হইয়া স্বকীয় আত্মাতে সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া, জ্যোতির্ম্ময় আত্মরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৪১। যেরূপ কূর্ম্মের শিরঃ প্রভৃতি অঙ্গ সকল বাহিরে অল্পে অল্পে প্রকাশিত ও অন্তর্গত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় যে ব্যক্তির হৃদয়ে প্রযত্নব্যতিরেকে বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয় সকল প্রকাশিত হয়, সে ব্যক্তি স্বভাবতঃ পরমাত্মাতে সম্মিলিত হওত অন্তঃকরণের নিশ্চল স্থিরতা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪২।

বিশ্বাত্মনি বিশ্বমিদং ব্রহ্মণি ব্যাপ্য সংস্থিতং।
অভিত্তিত্রিজগচ্চিত্রং কুরুতে চিত্রচিত্রকৃৎ। ৪৩।
ইদং বিদ্ধি মহাশ্চর্য্যমর্জ্জুনেহ হি যৎ কিল।
পূর্ব্বং সঞ্জায়তে চিত্রং পশ্চাদ্ভিত্তিরুদেতি হি। ৪৪।
অভিত্তাবুত্থিতে চিত্রে দৃশ্যতে ভিত্তিরাততা।
অহো বিচিত্রমায়েয়ং মগ্নং তুম্বং শিলা প্লুতা। ৪৫।
প্রতিবিম্বং যথাদর্শে তথেদং ব্রহ্মণি স্বয়ং।
অগম্যং ছেদভেদাদেরাধারানন্যতাবশাৎ। ৪৬।
যস্যাস্তি বাসনাবীজমত্যল্পং চিত্তভূমিগং।
বৃহৎ সংজায়তে তস্য পুনঃ সংসৃতিকাননং। ৪৭।

(জানিও) বিশ্বাত্মা ব্রহ্ম-পদার্থে এই বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া আছে; চিত্রকর যেরূপ চিত্র রচনা করে, তাহার ন্যায় সেই ব্রহ্মই ভিত্তিবিহীন ত্রিজগৎ-চিত্র চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। ৪৩। হে অর্জ্জুন! প্রথমে চিত্র-রচনা, পরে ভিত্তির উৎপত্তি, সংসারে ইহাকে আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া জানিও। ৪৪। ভিত্তিবিহীন চিত্র প্রাদুর্ভূত হইলে, বিস্তৃত ভিত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে; তুম্বফল জলে মগ্ন হয়, এবং শিলা ভাসিতে থাকে, ইহা যেরূপ চমৎকার, মায়ার কার্য্যও তদনুরূপ। ৪৫। যেরূপ মুকুরে দ্রব্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের আশ্রয়ে এই সংসার অবস্থিতি করিয়া থাকে; ছেদভেদাদি আধারের অনন্যতা প্রযুক্ত (ব্রহ্ম, লোকের) অগম্য হইয়া থাকে;—অর্থাৎ যে সময়ে ব্রহ্ম-পদার্থে ছেদভেদাদি প্রতিভাত হয়, তখন সংসারকে ব্রহ্মের সহিত পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে; (তখন জগতের কর্ত্তা কে, কি উদ্দেশে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং ইহার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি অবধারিত হইয়া থাকে? ।৪৬। যে ব্যক্তির চিত্তভূমিতে অত্যল্পমাত্র বাসনা-বীজ রোপিত হইয়াছে, তাহা হইতে বিস্তৃত সংসার-কাননের পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। ৪৭।

অভ্যাসাদ্বৃদ্ধিরূঢ়েন সত্যসংবোধবহ্নিনা।
নির্দ্দগ্ধং বাসনাবীজং ন ভূয়ঃ পরিরোহতি। ৪৮।
দগ্ধন্তু বাসনাবীজং ন নিমজ্জতি বস্তুষু।
সুখদুঃখাদিষু স্বচ্ছং পদ্মপত্রমিবাম্ভসি। ৪৯।
শান্তাত্মা বিগতভয়োজ্ঝিতামিতাশো
নির্ব্বাণো গলিতমহামনোবিমোহঃ।
সম্যক্ ত্বং শ্রুতমবগম্য পাবনং তৎ
তিষ্ঠাত্মন্যপহৃতিরেকশান্তিরূপঃ। ৫০।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে অর্জ্জুনবিশ্রান্তি-
বর্ণনং নাম একষষ্টিঃ সর্গঃ। *। ৬১। *।

যাহার বাসনা-বীজ অভ্যাস-প্রভাবে বর্দ্ধিত ও সত্যস্বরূপ বহ্নি-সংযোগে দগ্ধ হইয়াছে, তাহার অন্তঃকরণে আর দগ্ধ বীজের অঙ্কুর দেখা দেয় না। ৪৮। যেরূপ নির্ম্মল পদ্মপত্র জলের উপরে শোভা পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় দগ্ধ বাসনাবীজ সুখদুঃখাদি কোনও বিষয়ে মগ্ন হইতে পারে না;—অর্থাৎ উহার অঙ্কুর-প্ররোহ-শক্তি থাকে না। ৪৯। (হে অর্জ্জুন!) তুমি তোমার অশেষ আশা সমস্তকে পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ প্রকারে পবিত্র মদুক্ত ভগবদ্গীতা স্বরূপ উপদেশ সকল অবগত হইয়া, মনের মোহ নিবারণ পূর্ব্বক বন্ধু-বান্ধবোদ্দিষ্ট ক্লেশ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, নির্ভয় মানসে মনোমধ্যে শান্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ প্রতিষ্ঠিত করত পরম সুখ ভোগ করিতে থাক। ৫০।

।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব। ১।
শ্রীভগবানুবাচ।
বৃত্তয়ো যদি বোধেন সংশান্তা হৃদয়ে স্ফুটং।
তচ্চিত্তং শান্তমেবান্তর্বিদ্ধি সত্ত্বমুপাগতং। ২।
অত্র তচ্চেত্যরহিতং প্রত্যক্‌চেতননামকং।
যত্ত্বশেষবিনির্ম্মুক্তং যৎ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যৎ। ৩।
ন কেচন বিদন্ত্যেতে তৎ পদং জাগতাদয়ঃ।
ভূতলাদ্গগনোড্ডীনং বিহঙ্গমমিবোন্নতং। ৪।
সর্ব্বাতীতং যদত্যচ্ছং শান্তং শুদ্ধং স্ববাসনা।
ন শক্নোতি পদং দ্রষ্টুং জনদৃষ্টিরণূনিব। ৫।

অর্জ্জুন কহিলেন;—হে অচ্যুত! আপনার প্রসন্নতা-নিবন্ধন আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে; আমি স্মৃতি-শক্তি লাভ করিয়াছি; আমার অন্তঃকরণ হইতে সন্দেহ সকল দূরীভূত হইয়াছে; আপনার উপদেশানুসারে আমি চলিব, (ইহা স্বীকার করিতেছি)। ১। ভগবান্‌ কহিলেন;—যদি তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রভাবে তোমার মনোবৃত্তি সকল সম্যক্‌ প্রকারে শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত ও অন্তর পরিশান্ত হইয়াছে বলিয়া জানিও। ২। এই সত্ত্ব অবস্থাতে প্রত্যেক চেতন পদার্থই অশেষ প্রকারে বিনির্ম্মুক্ত হইলে চেত্যরহিত ব্রহ্ম হইয়া থাকে; যে ব্রহ্ম সর্ব্বময়, এবং যিনি সকল স্থানে ব্যাপিয়া আছেন,যেরূপ ভূতল হইতে উত্থিত,ঊর্দ্ধদেশে উড্ডীন পক্ষীকে কেহ দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় জগতস্থ অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই ব্রহ্মকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে পারে না। ৩। ৪। যেরূপ লোকের দৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম বস্তুকে দর্শন করিতে সক্ষম হয় না, তাহার ন্যায় স্বকীয় বাসনা, সকলের অতীত, চিৎ-স্বভাব-নিবন্ধন নির্ম্মল,অসঙ্গত্ব প্রযুক্ত শুদ্ধ, শান্ত সেই ব্রহ্মপদকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ৫। যে ব্রহ্মলাভ ঘটিলে ঘট-

যৎ প্রাপ্তৌ সর্ব্ব এবে মে ক্ষীণা ঘটপটাদয়ঃ।
বরাকী বাসনা তত্র কিং করোতু পদে পদে। ৬।
যথানলগিরিং প্রাপ্য হিমলেশো বিলীয়তে।
শুদ্ধমাসাদ্যচিত্তত্বমবিদ্যা লীয়তে তথা। ৭।
ক্ব বরাকী রজস্তুচ্ছা বাসনা ভোগবন্ধনং।
ক্ব পূরিতজগজ্জালচিত্তত্ববিপুলানিলঃ। ৮।
তাবৎ স্ফুরত্যবিদেয়য়ং নানাকারবিকারিণী।
যাবন্ন সংপরিজ্ঞাতঃ শুদ্ধঃ স্বাত্মায়মাত্মনা। ৯।
সমগ্রাকাররূপং তৎ সমগ্রাকারবর্জ্জিতং।
বাগতীতং পরং বস্তু কেন নাম্নোপমীয়তে। ১০।

বিষয়বিষবিসূচিকাগতস্ত্বং
নিপুণমহং স্থিতিবাসনামপাস্য।
অভিমতপরিহারমন্ত্রযুক্ত্যা
ভববিভবো ভগবান্ ভিয়ামভূমিঃ। ১১।

পটাদি নিখিল বিষয়জ্ঞান ক্ষীণ হইয়া থাকে, তুচ্ছ বাসনা সেই পরম পদের কি করিতে পারে, করুক;—অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে সকল বাসনাই নির্ব্বাণ পাইয়া থাকে। ৬। যেরূপ আগ্নেয় গিরিতে হিম-লেশ থাকিতে পারে না,—অর্থাৎ অগ্নিতেজে হিমপ্রভাব নিবারিত হয়, শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিলে অবিদ্যাও উহাতে বিলীন হইয়া থাকে। ৭। পাদরজের ন্যায় অতি তুচ্ছ বাসনা এবং ভোগ বন্ধনই বা কোথায়? এবং আত্মোদরে গ্রস্ত জগচ্চিত্তরূপ বিপুলানিলই বা কোথায়?—অর্থাৎ উভয়ই বিসদৃশ। ৮। যে কাল পর্য্যন্ত নিজে শুদ্ধ আপন—ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারা যায়, সে কাল পর্য্যন্ত নানাকারবিকারিণী এই অবিদ্যার প্রাদুর্ভাব থাকে। ৯। পূর্ণরূপ-প্রাপ্ত, সমস্ত জগদাকার-বর্জ্জিত, বাক্যের অতীত, সেই পরম বস্তু কাহার নামের সহিত উপমিত হইতে পারে? ১০। (হে অর্জ্জুন!) তুমি অন্তরে পূর্ণাত্মা সন্দর্শন করিয়া অভিমত কাম-পরিহাররূপ মন্ত্রযুক্তি দ্বারা বিষয়-বিষ-বিসূচিকাস্বরূপ অন্তঃকরণের বাস-

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি গদিতবতি ত্রিলোকনাথে
ক্ষণমিব মৌনমুপস্থিতে পুরস্তাৎ।
অথ মধুপ ইবাসিতাব্জখণ্ডে
বচনমুপৈষ্যতি তত্র পাণ্ডুপুত্রঃ। ১২।

অর্জ্জুন উবাচ।

পরিগলিতসমস্তশোকভারা
পরমুদয়ং ভগবন্মতির্গতেয়ম্।
মম তব বচনেন লোকভর্ত্তু-
র্দিনপতিনা পরিবোধিতাব্জিনীব। ১৩।
ইত্যুক্ত্বোত্থায় গাণ্ডীবধন্বা স হরিসারথিঃ।
অর্জ্জুনো গতসন্দেহো রণলীলাং করিষ্যতি। ১৪।

নাকে দৃঢ়রূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারবন্ধন হইতে উন্মুক্ত ও ভয়বিচ্যুত হইয়া, আমার ন্যায় অবস্থিতি করিতে থাক। ১১। ত্রিলোকনাথ কমলানাথ এই কথা বলিলে পর, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, তাঁহার সাক্ষাতে ক্ষণকাল মৌনভাব অবলম্বন করিয়া, মধুপ যেরূপ অসিত কমলখণ্ডে উপবিষ্ট থাকে, তাহার ন্যায় ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করিবেন। ১২। অর্জ্জুন কহিলেন;—হে ভগবন্! দিনমণির উদয়ে নলিনী যেরূপ বিকসিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জগৎস্বামী আপনার কথাক্রমে আমার অন্তঃকরণ হইতে সমস্ত শোক-ভার বিগলিত হইয়াছে; এক্ষণে অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ঘটিয়াছে। ১৩। হরিসারথি গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন, এই কথা বলিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্তরের সন্দেহ সকল বিসর্জ্জন দিয়া, যুদ্ধানুষ্ঠান করিবেন। ১৪। সেই সময়ে

করিষ্যতি ক্ষতগজবাজিসারথি
ক্রুতক্ষরদ্রুধিরমহানদীং ভুবং।
শরোৎকরপ্রসরমহারজঃ স্থলী
তিরোহিতদ্যুমণিবিলোচনাং দিবং। ১৫।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে অর্জ্জুনকৃতার্থতানাম
দ্বিষষ্টিঃ সর্গঃ। * । ৬২। * ।

গজ, বাজি ও সারথি সকল ক্ষতাক্ত-কলেবরে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইবে; এবং তাহাদের শোণিতস্রাবে মেদিনী মহানদীরূপে পরিণত হইবে; ধনঞ্জয়ের নিক্ষিপ্ত শর-সমূহে ধূলিধূসরিত প্রদেশ, দিনমণি তিরোহিত হইলে অন্তরীক্ষ যেরূপ নিবিড় অন্ধকারাবৃত হয়, তাহার ন্যায় শোভা ধারণ করিবে। ১৫।

———

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমাদ্যং পরং তত্ত্বং চিদ্ঘনং পরমং পদং।
তৎস্থা এতে মহারূপা ব্রহ্মাবিষ্ণুহরাদয়ঃ। ১।
বিভূতিভিঃ স্ফুরন্ত্যচ্চৈর্জনাস্তুষ্টা নৃপা ইব।
আকাশগমনাদ্যাভিঃ ক্রীড়াভিঃ ক্রীড়্যতেঽচিরং। ২।
তৎস্থেনৈব জনেনেহ স্বর্গে স্বর্গৌকসা যথা।
তৎ প্রাপ্যাঙ্গ ন ম্রিয়তে তৎপ্রাপ্যাঙ্গ ন শোচ্যতে। ৩।
তৎ প্রাপ্য জীব্যতে নাঙ্গ তৎপ্রাপ্যাঙ্গ ন রুধ্যতে।
অপারপরমাকাশরূপিণঃ পরমাত্মনঃ। ৪।
সত্তাসামান্যরূপং চেন্মনাগপি বিভাব্যতে।
তত্ত্বং নিমেষমাত্রেণ জন্তুর্মুক্তমনা মুনিঃ। ৫।
কুর্ব্বন্ সংসারকর্ম্মাণি ন ভূয়ো পরিতপ্যসে। ৬।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—সকলের আদিভূত চিদ্ঘন পরম পদ ব্রহ্মতত্ত্ব এই প্রকারে অবস্থিতি করে; মহারূপধারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর প্রভৃতি সকলেই তন্নিষ্ঠ হইয়া অবস্থিতি করেন। ১। নৃপতিগণ যেরূপ মর্ত্ত্যানন্দ-সুখে সন্তুষ্ট থাকে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, ব্রহ্মের বিভূতি লাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন; এই সংসারের লোক সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া, বিমানবাসী দেবতাগণ যেরূপ বিমানে অবস্থিতি করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহার ন্যায় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন; সেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিলে লোকে মৃত্যু, বা শোকের অধীন হয় না। ২। ৩। তাঁহাকে পাইলে জীবকে জীবন ধারণ করিতে—অর্থাৎ প্রাণধারণ নিমিত্ত অশনাদি দ্বারা নিপীড়িত হইতে হয় না, এবং মায়াদির হস্তে পতিত হইয়া রুদ্ধ হইতে হয় না; সাধারণ জীব যদি অপার পরমাকাশরূপী পরমাত্মা ব্রহ্মের সত্তাসামান্যরূপ তত্ত্ব নিমেষমাত্রে ভাবিতে পারে, তাহা হইলে সে মুক্তমনা হইয়া মুনি বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। ৪। ৫। (তখন) সাংসারিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও জীবকে পুনর্ব্বার "কেন এ কর্ম্ম করিলাম," বলিয়া পরিতাপিত

শ্রীরাম উবাচ ।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং যত্র ক্ষয়ং গতং ।
সত্তাসামান্যমাভাতং মনস্বী স কিমুচ্যতে । ৭ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

যদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বদেহস্থং ভুঙ্‌ক্তে পিবতি বল্গতি ।
আদত্তে বিনিহন্ত্যন্তঃ সংবিৎ সংবেদ্যবর্জ্জিতং । ৮ ।
তৎসর্ব্বগতমাদ্যন্তরহিতং স্থিতমর্জ্জিতং ।
সত্তাসামান্যমখিলং বস্তুতত্ত্বমিহোচ্যতে । ৯ ।
তৎস্থিতং খতয়া ব্যোম্নি শব্দে শব্দতয়া স্থিতং ।
স্পর্শে স্থিতং স্পর্শতয়া ত্বচি তৎ ত্বক্‌তয়া স্থিতং । ১০ ।
রসে লীনং রসতয়া রসনায়ান্তু তত্তয়া ।
রূপে রূপতয়া দৃষ্টং নেত্রে লীনঞ্চ দৃক্‌তয়া । ১১ ।

হইতে হয় না । ৬ । শ্রীরাম কহিলেন ;—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তাদি সকল দ্বৈতভাব ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ণ চিন্মাত্র, সত্তাসামান্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, (আপনি এ কথা যাহা) বলিয়াছেন, (জিজ্ঞাসা করি,) মন প্রভৃতি সকলই কি সর্ব্বাত্মা ঈশ্বর ? । ৭ । বশিষ্ঠ কহিলেন ;—যে ব্রহ্ম সকল দেহীর দেহাভ্যন্তরে বিরাজিত থাকিয়া ভোজন, পান, গমন, গ্রহণ এবং (মায়াদি) হনন করিয়া থাকেন, যিনি জ্ঞান এবং জ্ঞেয়-বিষয়-বিবর্জ্জিত, আদ্যন্তরহিত, সেই ব্রহ্ম, স্থিত ও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা লব্ধ হইয়া যে সত্তাসামান্যরূপে নিখিল পদার্থে অবস্থিতি করেন, সংসারে তাহাই বস্তুতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে । ৮ । ৯ । সেই ব্রহ্ম, আকাশরূপে আকাশে, শব্দরূপে শব্দে, স্পর্শরূপে স্পর্শে, ত্বক্‌রূপে ত্বকে আবির্ভূত আছেন । ১০ । (এইরূপে) রসরূপে রসে, রসনেন্দ্রিয়রূপে রসনাতে, রূপরূপে রূপে, এবং দৃষ্টিরূপে [illegible] বিরাজিত আছেন । ১১ ।

ত্রয়োদশ খণ্ডের বিজ্ঞাপন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ কি সংসারী, কি সংসার-বিরাগী—হিন্দু মাত্রেরই উপজীব্য ও আলোচ্য গ্রন্থ; সুতরাং সাধারণ হিন্দু-সমাজে ইহার গৌরব ও সমাদরের অসম্ভাবনা নাই দেখিয়া, আমি গ্রন্থখানি সমূল অনুবাদ করাইয়া ইহাকে সম্পূর্ণাকারে জনসমাজে প্রকাশিত ও বিতরিত করিতে ইচ্ছা করি। যৎকালে কার্য্যারম্ভ করা হয়, মনে করিয়াছিলাম, ১০০০ কাপি করিয়া প্রত্যেক খণ্ড মুদ্রিত করিয়া নিয়মমত বিতরণ করিতে থাকিব। অকারণ অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়া অধিক পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন নাই; কিন্তু ৭ম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইলে, উত্তরোত্তর গ্রাহক-সংখ্যা এত দূর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং দূরদেশস্থ শিক্ষিতমণ্ডলী যোগবাশিষ্ঠ পাইবার জন্য নিরন্তর এত পত্র লিখিতে থাকেন যে, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে নিরাশ হইতে হইলে, আমার মনস্তাপের সীমা থাকে না। বিশেষতঃ আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ যত দূর প্রচারিত ও সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মমহিমা পুনরুজ্জীবিত হয়, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা। আমি সেই কারণে এখন হইতে পুস্তকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রিত করিতেছি। যাঁহাদের হস্তে এই পুস্তক নিপতিত হইলে, তাঁহাদের উপকার ও পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি পায়, তাঁহাদিগকে যোগ্যপাত্র বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে "যোগ্যপাত্র বলিয়া" যে উল্লেখ আছে, উহা ভিন্ন তাহার আর কোনও তাৎপর্য্য নাই। এখনও জানাইতেছি যে, উপযুক্ত লোকের আবেদন, বা গ্রাহকদিগের পরিচিত ব্যক্তিদিগের প্রার্থনা সহ ডাকমাসুল দিং ব্যয় ৩, তিন টাকা অগ্রিম পাইলে, তাঁহাদিগকে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ দেওয়া যাইতে পারে।

পুরাতন গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকে কখনও কখনও প্রতি মাসে এক এক খণ্ড পুস্তক না পাইয়া বিরক্ত হইয়া থাকেন, এবং ঘটনায় আমরা তাঁহাদিগের নিকটে দোষী হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কারণ জানিতে পারিলে তাঁহাদের অসন্তোষ, বা রোষ অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। প্রথমতঃ অনুবাদকদিগের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যথাসময়ে অনুবাদ ঘটে না। বিশেষতঃ যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ-প্রকরণ, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ ও জটিল বলিয়া, মধ্যে মধ্যে এক একটি কবিতার অভিপ্রায় সামঞ্জস্য করিবার জন্য আমাদিগের পুস্তকালয়ের হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত বোম্বাই প্রদেশ ও বারাণসীর পুস্তকের সহিত মিলাইতে হয়, সুতরাং তাহাতে অনুবাদকদিগের বিস্তর সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে;—পরে মুদ্রাঙ্কন। যাহা হউক, তা বলিয়া আমরা যে সাধ্যমত নিয়ম-পালনে বিমুখ আছি, এ কথা যেন বিজ্ঞ গ্রাহকমণ্ডলী বিবেচনা না করেন।

অনুরোধ। [illegible]-পরিবর্ত্তন, বা বিশেষ কারণ বশতঃ যে সকল গ্রাহক [illegible]দিগকে পত্র লিখিবেন, কেবলমাত্র নাম না লিখিয়া নম্বর ধরিয়া লিখিলে [illegible] কার্য্যের অনেক সুবিধা হইতে পারে। আমরা এ জন্য প্রতিবারে [illegible] সময় গ্রাহকদিগের নম্বর ধরিয়া লিখিয়া দিয়া থাকি. ইতি।

[illegible]

[illegible]প্রত্যাশী গোস্বামী

অজমচ্যুতমীশ্বরং প্রপদ্যে ॥

ত্রিভুবনভুবনাভিরামকোষং

অনন্তধামবরদাতারমীশং হরিং

বিনামূল্যে বিতরিত।

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্ত্তৃক
ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।
(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY
SUTTYABADEE GHOSAUL,
WITH A BENGALEE TRANSLATION.

কলিকাতা,
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৯২ সাল।

ঘ্রাণে ঘ্রাণতয়া দৃষ্টং গন্ধে গন্ধতয়োদিতং।
পৃষ্টং কায়তয়া কায়ে ভূমাবপি চ ভূতয়া। ১২।
পয়স্তয়া চ পয়সি বায়ৌ বায়ুতয়া স্থিতং।
তেজস্তয়া তেজসি চ বুদ্ধৌ বুদ্ধিতয়া স্থিতং। ১৩।
মনস্তয়া মনস্যন্তরহঙ্কৃত্যাপ্যহঙ্কৃতৌ।
রূঢ়ং সংবিদি সংবিত্ত্যা চিত্তে চিত্ততয়োশ্বিতং। ১৪।
বৃক্ষে বৃক্ষতয়া লগ্নং পটে পটতয়োদিতং।
ঘটে ঘটতয়া রূঢ়ং বটে বটতয়োশ্বিতং। ১৫।
কালক্রমে কালতয়া ঋতাবৃতুতয়া তথা।
ত্রুটিক্ষণনিমেষাদৌ সংস্থিতস্তত্তয়া বিভুঃ। ১৬।
সংস্থিতঃ সংস্থিতৌ স্থিত্যা নাশে নাশতয়া স্থিতঃ।
উৎপত্তিরূপেণোৎপত্তাবাস্থিতঃ পরমেশ্বরঃ। ১৭।

(তিনি) ঘ্রাণরূপে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে, গন্ধরূপে গন্ধদ্রব্যে, শরীররূপে শরীরে, এবং ভূরূপে পৃথিবীতে প্রকাশিত আছেন। ১২। সেই (ব্রহ্ম) জলে জলরূপে, বায়ুতে বায়ুরূপে, তেজঃপদার্থে তেজোরূপে এবং বুদ্ধিতে বুদ্ধিরূপে প্রাদুর্ভূত আছেন। ১৩। তিনি মনরূপে মনে, অহঙ্কাররূপে অহঙ্কারে, জ্ঞানরূপে জ্ঞানে এবং চিত্তরূপে চিত্তে প্রকাশিত আছেন। ১৪। (সেই ব্রহ্ম) বৃক্ষরূপে বৃক্ষে, পটরূপে পটে, ঘটরূপে ঘটে, এবং বটরূপে বটবৃক্ষে আবির্ভূত আছেন। ১৫। তিনি ক্ষণ, নিমেষ, ত্রুটি, যুগ ও সংবৎসরাদি কালক্রমে কালরূপে, এবং ঋতুতে ঋতুরূপে আবির্ভূত আছেন। ১৬। সেই পরমেশ্বর স্থিতিরূপে স্থিতিতে, নাশরূপে বিনাশে, এবং উৎপত্তিরূপে উৎপত্তিতে আবির্ভূত আছেন। ১৭। তিনি বাল্যকালে বাল্যরূপে, যৌবনকালে যৌবনরূপে, বৃদ্ধাবস্থায় জরারূপে, এবং মৃত্যুসময়ে

বাল্যেন বাল্যে বিশ্রান্তো যৌবনে যৌবনেন চ।
জরসা চ জরারূপে মরণে মরণেন চ।১৮।
ইতি সর্ব্বপদার্থানামভিন্নঃ পরমেশ্বরঃ।
কল্লোলসীকরোর্ম্মীণামব্ধাবিব পয়োভবঃ।১৯।

শ্রীরাম উবাচ।

যথাস্মাকং মুনে স্বপ্নপুরপত্তনমণ্ডলং।
তথৈব পদ্মজাদীনাং যদি দেহপরিগ্রহঃ।২০।
তথৈবেদঞ্চ সংজাতং যদি সর্ব্বমসন্ময়ং।
তদস্মাকং দৃঢ়তরঃ প্রত্যয়ঃ কথমুত্থিতঃ।২১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অস্মৎসর্গবদাভাতি পূর্ব্বসর্গঃ প্রজাপতেঃ।২২।
অত্র রাঘব বক্ষ্যেঽহমিতিহাসমিমং শৃণু।
যদ্বৃত্তং কস্যচিদ্বিপ্রো কিঞ্চিন্মননশালিনঃ।২৩।

মৃত্যুরূপে প্রকাশিত আছেন।১৮। সমুদ্রের তরঙ্গ হইতে কল্লোল-সীকর নিঃসরণ-নিবন্ধন যে জলসামান্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেরূপ তাহার সহিত সমুদ্রের ভিন্নতা নাই, সেইরূপ পরমেশ্বর আত্মরূপে সকল পদার্থে ব্যাপ্ত থাকিলেও তিনি কখনও সে সকল হইতে ভিন্ন হইতে পারেন না।১৯। শ্রীরাম কহিলেন;—হে মুনে! আমাদের দৃষ্টিতে এই জগৎকে যেরূপ স্বপ্নতুল্য বলিয়া বোধ হয়, শরীর ধারণ করিয়া যদি এই প্রকার অনুভব ব্রহ্মাদি দেবতাগণও করিয়া থাকেন, যদি সংসারের সকল পদার্থই অসন্ময় বলিয়া সকলে জানিয়া থাকে, তবে আমাদের এত জগতের প্রতি দৃঢ়তর আস্থা ঘটে কেন?—অর্থাৎ দেবতাগণ, জগতের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া তাহার প্রতি আস্থা করেন না, আমাদের আস্থা করিবার কারণ কি?।২০।২১। বশিষ্ঠ কহিলেন;—প্রজাপতির (সৃষ্ট) পূর্ব্বতন সর্গ, আমাদিগের সর্গের ন্যায়।।২২। হে রাঘব! আমি তোমার নিকটে এ সম্বন্ধে বৈরাগ্যাশ্রয়ী কোনও

আসীৎ কশ্চিন্মহাভিক্ষুঃ সমাধ্যভ্যাসতৎপরঃ।
নিত্যং স্বব্যবহারেণ ক্ষিপয়ত্যখিলং দিনং। ২৪।
সমাধ্যভ্যাসশুদ্ধং তত্তস্য চিত্তং ক্ষণেন যৎ।
চিন্তয়ত্যাশু তদ্ভাবং গচ্ছত্যম্বিব বীচিতাং। ২৫।
কদাচিৎ স সমাধানবিরতোঽতিষ্ঠদেকধীঃ।
কিঞ্চিৎ সঞ্চিন্তয়ামাস স্বাসনস্থঃ ক্রিয়াক্রমং। ২৬।
তস্য চিন্তয়তো জাতা প্রতিভেয়মিতি স্বতঃ।
ভাবয়াম্যাশু লীলার্থং সামান্যজনবৃত্তিতাং। ২৭।
ইতি সংচিন্ত্য চেতোঽস্য স্থিতং কিঞ্চিন্নরান্তরং।
স্পন্দসংস্থানসংত্যাগমাত্রেণাবর্ত্তনেঽম্বিব। ২৮।
তেন চিত্তনরেণাথ কৃতং নামাত্মবাঞ্ছয়া।
জীবটোঽস্মীতি সহসা কাকতালীয়বৎ স্থিতং। ২৯।

পরিব্রাজকের ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৩। পুরাকালে সমাধিপরায়ণ কোনও ভিক্ষু, নিত্যকাল স্বকীয় আশ্রমোচিত ব্যবহারানুষ্ঠান দ্বারা দিনপাত করিতেন। ২৪। যখন সমাধিবলে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি ঘটে, সেই সময় জল যেরূপ তরঙ্গে পরিণত হয়, তাহার ন্যায় কিরূপে পূর্ব্ববাসনা ত্যাগ ঘটে, তিনি এই চিন্তা করিতে থাকেন। ২৫। কোনও সময়ে সেই ব্যক্তি সমাধি-বিরত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া, আপনার আসনে উপবেশন পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-ক্রম সমস্ত কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিতে থাকেন। ২৬। তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে আমি লীলাক্রমে সত্বর সামান্য ব্যক্তিদিগের কার্য্যানুসরণ করি, এইরূপ স্বাভাবিকী প্রতিভা প্রকাশ পায়। ২৭। এতদ্রূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ, জলের আবর্ত্তন-নিবন্ধন পূর্ব্ব-প্রবাহ-স্পন্দ স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে সে যেমন ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় অন্য-পুরুষ-রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ২৮। (তখন) নিজের বাসনানুসারে "আমি জীবট হইলাম", এই প্রকার চিন্তা-নিবন্ধন সেই চিত্তরূপী নর কাকতালীয়-বৎ অবস্থিতি করিতে লাগিল। ২৯। সেই স্বপ্নকল্পিত পুরুষ স্বপ্নযোগে

জীবটো বিজহারাথ সম্বপ্নপুরুষশ্চিরম্‌।
স্বপ্ননির্ম্মাণনগরে কস্মিংশ্চিৎ পুরবীথিষু। ৩০।
তত্র পানং পপৌ মত্তো ভৃঙ্গঃ পদ্মরসং যথা।
লীলয়ৈব দৃঢ়ং হৃষ্টঃ সুষ্বাপ ঘননিদ্রয়া। ৩১।
স্বপ্নে দদর্শ বিপ্র ত্বং পাঠানুষ্ঠানতুষ্টিমৎ।
প্রতিভামাত্রসম্পন্নং চিত্তে দেশান্তরাপ্তিবৎ। ৩২।
কদাচিৎ স দ্বিজশ্রেষ্ঠস্ত্বহর্ব্যাপারনিষ্ঠয়া।
সুষ্বাপান্তর্ব্যবহৃতি বীজতায়ামিব দ্রুমঃ। ৩৩।
দ্বিজোঽপশ্যৎ স্বয়ং স্বপ্নে সামন্তত্বমথাত্মনি।
সসামন্তঃ কৃতাহারঃ কদাচিদ্‌ ঘননিদ্রয়া। ৩৪।

নগর নির্ম্মাণ করিয়া, তদভ্যন্তরে কোনও পুরমধ্যে অবস্থিতি করত বিহার করিতে লাগিল। ৩০। মধুপ যেরূপ পদ্ম মধু-পানে হৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সে, সেখানে অবস্থিতি করিয়া, মনের সুখে মধুপান করত, মত্ত হইয়া গাঢ় নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিল। ৩১। মন যেরূপ ইচ্ছা বশতঃ এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে, বেদাধ্যয়ন এবং বেদপ্রতিপাদ্য সৎ কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তর যেরূপ তুষ্টিলাভ করে, তাহার ন্যায় সেই পুরুষ স্বপ্নাবস্থায় প্রতিভা-সম্পন্ন বিপ্রত্ব দর্শন করিল;—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-যোনি প্রাপ্ত হইল। ৩২। সেই দ্বিজ-শ্রেষ্ঠের কোনও সময়ে দৈনন্দিন পূজাহ্নিকাদি-কার্য্যে পরিশ্রান্তি ও আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান অন্তর্লয় হওয়াতে বৃক্ষবীজ যেরূপ ভবিষ্যমান শাখাপল্লবাদিকে অন্তরে গোপন করিয়া রাখে, তাহার ন্যায় অবস্থিতি করিয়া সুষুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিল। ৩৩। সেই ব্রাহ্মণ, স্বপ্নযোগে নিজের আত্মা সার্ব্বভৌম সম্রাট্‌ রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, দর্শন করিলেন, এবং আহার-ব্যাপার সমাধা করিয়া, কোনও সময়ে নিদ্রানুভব করিতে লাগিলেন। ৩৪। সেই রাজচক্রবর্ত্তী, স্বপ্নযোগে দিগ্বলয়-বেষ্টিত ভোগ-সমূহ

অপশ্যদ্রাজতাং স্বপ্নে ককুভ্বলয়পালিনীং।
লালিতাং ভোগপূগেন পুষ্পৌঘেন লতামিব। ৩৫।
অপশ্যৎ স্বাত্মনি স্বপ্নে পুরস্ত্রীত্বমনিন্দিতং।
রক্ষকোশরসোল্লাসো মঞ্জরীত্বমিবোদিতং। ৩৬।
সা সুরস্ত্রী রতিশ্রান্তা নিদ্রাং গাঢ়ামুপাগতা।
মৃগীত্বমাত্মনি স্বৈরমাবর্ত্তত্বমিবাম্বুতা। ৩৭।
সা মৃগী লোলনয়না কদাচিন্নিদ্রয়াদৃতা।
স্বপ্নে দদর্শ বল্লীত্বং স্বাভ্যাসাদ্দৃঢ়মাত্মনি। ৩৮।
সা বভূব লতাপুষ্পফলপল্লবশালিনী।
বনদেবী বনোদ্যানলতাগৃহবিলাসিনী। ৩৯।
বীজান্তস্থাঙ্কুরাকাররূপয়েহাধিরূঢ়য়া।
সাপশ্যদন্তঃসংবিত্ত্যা স্ফুটং লবণমাত্মনঃ। ৪০।

দ্বারা লালিত সাম্রাজ্য-সুখের প্রতি, পুষ্প-সমূহ যেরূপ লতা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া তাহার শোভা বিস্তার করে, তাহার ন্যায় দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ৩৫। বৃক্ষান্তর্গত রস যেরূপ মঞ্জরীতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় স্বপ্নযোগে সেই নৃপবর, আপনার আত্মাকে অনিন্দনীয়া পুর-ললনা-মূর্ত্তি-ধারিণী দেখিলেন। ৩৬। সেই সুরনারী, রতিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া যেই গাঢ় নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিল, অমনি জলের আবর্ত্ত যেরূপ সাম্যাবস্থা ধারণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় আপনার ইচ্ছানুযায়ী মৃগীরূপ সন্দর্শন করিল। ৩৭। লোলনয়না সেই কুরঙ্গী, যেই কোনও সময়ে বিশ্বস্তভাবে নিদ্রানুভব করিতে লাগিল, এবং স্বকীয় অভ্যাসানুসারে আপনার দৃঢ় বল্লীরূপ সন্দর্শন করিল ;— অর্থাৎ লতাপল্লবাসক্তি প্রযুক্ত লতারূপ ধারণ করিল,। ৩৮। সেই, পুষ্প, ফল ও পল্লব-সুশোভিত লতা, বন-দেবতার বিলাসক্ষেত্র লতা-গৃহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৩৯। সেই লতা, বীজান্তর্গত অঙ্কুর যেরূপ গোপনীয় মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় অন্তরে প্রকাশমান চেষ্টা-সমুৎপন্ন জ্ঞান দ্বারা স্ফুটতর আত্মচ্ছিদ্র সন্দর্শন করিল। ৪০। অনন্তর কিছু কাল অন্তরস্থিত চৈতন্য

কঞ্চিৎ কালং সুষুপ্তস্থং কলয়া জড়তাং ঘনাং।
অনুভূয় দদর্শাথ স্বাত্মানং ভ্রমরং স্থিরং। ৪১।
ষট্পদো বিজহারাথ বনে বনলতাস্বসৌ।
পদ্মিনীষু চ ফুল্লাসু তরুণীষ্বিব বল্লভঃ। ৪২।
প্রিয়াবিম্বাধরস্বাদুরসবৎ কৌসুমং মধু।
ভ্রমৎকুসুমসঙ্ঘাসু মুক্তাবল্লীবিলাসিসু। ৪৩।
স বভূব সরোজিন্যাং ব্যসনী বিসনালগঃ।
ক্বচিদেব রতিং হ্যেতি চেতো জড়মতেরপি। ৪৪।
তামাজগাম নলিনীং পরিলোলয়িতুং গজঃ।
রম্যবস্তুক্ষয়ায়ৈব মূঢ়ানাং জৃম্ভতে পদং। ৪৫।
নলিনী মর্দ্দিতা সৈব সমং তেন স ষট্পদঃ।
গতোদন্তান্তরং ব্রীহিরিব চূর্ণত্বমাযযৌ। ৪৬।

দ্বারা নিদ্রা-জড়তা অনুভব করিয়া, (উদ্বুদ্ধ সংস্কার হেতু) স্বপ্নযোগে আপনার স্থিরতর ভ্রমররূপ-পরিণতি সন্দর্শন করিল। ৪১। ঐ ষট্পদ বন-মধ্যে বন-লতা-সমূহে এবং প্রফুল্ল কমলদলে সমুপবিষ্ট হইয়া, নায়ক যেরূপ যুবতী নায়িকার প্রতি আসক্ত হয়, তাহার ন্যায় বিহার করিতে লাগিল। ৪২। সেই ভ্রমর, মুক্তামালার ন্যায় শোভমান, কম্পিত কুসুম সমূহের মধুপান করিয়া, প্রেয়সীর বিম্বাধর-রস যেরূপ সুস্বাদকর বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তাহার ন্যায় সুখানুভব করিতে লাগিল। ৪৩। সে, মৃণালিনীর মৃণাল-সংলগ্ন হইয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইতে লাগিল, এবং জড়মতি তাহার অন্তঃকরণ কখনও কখনও (ইহাতে) সন্তোষ লাভ করিতে লাগিল। ৪৪। কোন সময়ে পদ্মিনীকে বিকম্পিত করিবার উদ্দেশে সেই খানে গজের সমাগম হয়; (কারণ,) সুন্দর সামগ্রী বিনষ্ট করাই মূঢ়দিগের ব্যবসা। ৪৫। পদ্মিনী, মাতঙ্গ-মর্দ্দনে মর্দ্দিত হওয়াতে তন্নায়ক ভ্রমরও গজদন্তমধ্যে নিপতিত হয়, (সুতরাং) ধান্য যেরূপ পেষিত হইয়া চূর্ণ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তাহার দশা ঘটিয়া থাকে। ৪৬। ভ্রমর মত্তমাতঙ্গ সন্দর্শন, এবং তদাকার চিন্তন

ভ্রমরো বারণালোকাদ্বারণালোকভাবনাৎ।
দদর্শাত্মানমামোদমত্তহস্তিতয়োদিতং। ৪৭।
শুষ্কসাগরগম্ভীরে গজঃ খাতে পপাত হ।
তমোঘনঘনে শূন্যে সংসার ইব জীবকঃ। ৪৮।
বভূব বল্লভো রাজ্ঞো মহাপরবলান্তকঃ।
সদামদবলক্ষীবো ঘূর্ণোঽতীব নিশাচরঃ। ৪৯।
কদাচিদসিনিস্ত্রিংশচ্ছিন্নঃ সোঽস্তমুপাযযৌ।
বিবেকানিলনির্লূনরূপো জীব ইবাত্মনি। ৫০।
পশ্যন্ গজঘটাকুম্ভস্থলাগ্রোচ্চলিতানলীন্।
গণ্ডস্য ভ্রমরাভ্যাসাদ্গজো ভূয়োঽপ্যভূদলিঃ। ৫১।
সেবমানো বনলতাং পুনরায়াৎ স পদ্মিনীং।
দুস্ত্যজো হি দুরভ্যাসো বাসনানামবোধিনঃ। ৫২।

[illegible]ন আপনি মত্ত হস্তীর আকার ধারণ করে। ৪৭। জীব যেরূপ কঠোর সংসার মধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ঐ হস্তী, হস্তিপক-নির্ম্মিত শৃঙ্খলাদি বন্ধন হইতেও কঠিন শুষ্ক সাগরের ন্যায় গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ খাত মধ্যে নিপতিত হয়। ৪৮। পর-বল-নিসূদন সেই হস্তী, রাজার অত্যন্ত প্রিয় এবং সতত মদ-বল-প্রভাবে অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। ৪৯। কোনও সময়ে সে, নিশাকালীন সংগ্রামে নিষ্কোষিত অসি-প্রহারে ছিন্ন হইয়া, বিবেকরূপী পবন বিনাশে জীব যেরূপ নিশ্ছেদভাবে আত্মাতে অধিষ্ঠিত থাকে,—অর্থাৎ জীবের দেহাদ্যভিমান বিনষ্ট হইলে, সে যেরূপ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে, তাহার ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫০। গজদিগের কুম্ভস্থলে ভ্রমরদিগকে উড্ডীয়মান, এবং গণ্ডোপরি ভ্রমর-সন্নিবেশ দর্শনে ভ্রমরাভ্যাস-নিবন্ধন অলি, গজরূপ ধারণ করে। ৫১। ক্রমে বনলতাদিগের সেবা করিয়া, সে পুনর্ব্বার পদ্মিনী-পার্শ্বে উপনীত হয়; (কারণ) অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বাসনার কদভ্যাস পরিত্যাগ করা সহজ ব্যাপার নহে। ৫২। সেখানে সেই ভ্রমর, হস্তিপদতলে

তত্র হস্তিখুরাক্রান্তঃ পুনঃ সংচূর্ণতাং যযৌ।
পার্শ্বস্থহংসসংবিত্ত্যা বভূব কলহংসকঃ। ৫৩।
স কদাচিৎ দদর্শাথ রুদ্রং রুদ্রপুরে খগঃ।
তত্র বুদ্ধিরভূত্তস্য রুদ্রোঽহমিতি নিশ্চিতা।
প্রতিবিম্ববদাদর্শে দ্রাগিত্যেব হি বিম্বতা। ৫৪।
রুদ্রভূতবপুস্তত্র তনুং তত্যাজ তামসৌ।
গন্ধঃ পবনতাং গচ্ছন্ কুসুমস্তবকং যথা। ৫৫।
স রুদ্রো রুদ্রভবনে বিজহার যথেচ্ছয়া।
তৈস্তৈঃ শিবপুরাচারৈর্গণকোটিগরিষ্ঠয়া। ৫৬।
রুদ্রস্ত্বনুত্তমজ্ঞানবিলাসৈকতয়া তয়া।
স্বমশেষঞ্চ বৃত্তান্তমপশ্যৎ প্রাক্তনং ধিয়া। ৫৭।

নিপতিত হইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ হইয়া যায়, এবং পার্শ্ববর্ত্তী হংসদিগকে দর্শন করিয়া,—অর্থাৎ তদুদ্বোধিত বাসনা দ্বারা কলহংস-জাতিতে পরিণত হয়। ৫৩। সেই পক্ষী কোনও সময়ে রুদ্রপুরে গমন করিয়া, রুদ্র-দেব-মূর্ত্তি দর্শন করে, এবং তদ্দর্শনে "আমিই রুদ্র" এই প্রকার তাহার বুদ্ধির স্থিরতা দাঁড়ায়; যেরূপ আদর্শে বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তাহার ন্যায় রুদ্রের প্রতিবিম্ব তদীয় দেহে প্রতিফলিত হয়। ৫৪। সেই হংস রুদ্রভূত শরীর ধারণ করিয়া কুসুমস্তবক হইতে যেরূপ সুগন্ধ সমুদ্ভূত হইয়া, পবনসহ সম্মিলিত হয়, তাহার ন্যায় স্বকীয় পূর্ব্ব-দেহ পরিত্যাগ করিল। ৫৫। সেই রুদ্র কোটি কোটি প্রধান প্রধান গণ-পরিবৃত ও গণপত্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, রুদ্র-ভবনে যথাসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ৫৬। এই প্রকারে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এবং ঐশ্বর্য্য-বিলাস দ্বারা সাম্যভাবাপন্ন বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বকীয় পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধীয় অশেষ বৃত্তান্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। ৫৭।

নিরাবরণবিজ্ঞানবপুঃ স ভগবাংস্তদা।
উবাচ স্বয়মেকান্তে স্বস্বপ্নশতবিস্মিতঃ। ৫৮।
অহো নু চিত্রা মায়েয়ং ততা বিশ্ববিমোহিনী।
অসত্যৈবাসি সদ্রূপা মরুভূমিষু বারিবৎ। ৫৯।
ইতি প্রথমমাজ্ঞাতং চিদ্‌যোঽহং চিত্ততাং গতঃ।
সর্ব্বসম্পন্নসর্ব্বজ্ঞগগনাদিবিভাবনাৎ। ৬০।
যদৃচ্ছয়া স্থিতো জীবো ভূততন্মাত্ররঞ্জিতঃ।
কস্মিংশ্চিদভবৎ সর্গে ভিক্ষুরক্ষুভিতোঽভিতঃ। ৬১।
স ভিক্ষুর্জীবটো ভূত্বা জন্তুর্জরঠবাসনঃ।
তেষু দেহেষু বভ্রাম রন্ধ্রেষ্বিব পিপীলিকা। ৬২।

মায়াদি-আবরণশূন্য বিজ্ঞানবপু সেই ভগবান্ রুদ্রদেব, সেই সময়ে নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া, স্বকীয় অসংখ্য জন্মবৃত্তান্ত দর্শনে বিস্মিত হইয়া আপনাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৫৮। মরুভূমিতে যেরূপ জল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বিস্তৃত বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া-শক্তি অসত্য হইয়াও সত্যের ন্যায় যে প্রতিভাত হইতেছে, এতদপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার আর কি হইতে পারে? । ৫৯। ইহা প্রথমে পারমার্থিকস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া চৈতন্যশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে; পশ্চাৎ মায়ার আশ্রয়ে চিত্ততা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসংকল্পপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, (আমার এ কথা) এখন স্মরণ হইল; সংকল্প-নিবন্ধনই আমি সর্ব্বসম্পন্ন হইয়া, চিদংশে সর্ব্বজ্ঞ এবং জড়াংশে গগ-নাদি বিভাগতা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৬০। তদনন্তর ইচ্ছাধীনত্ব প্রযুক্ত ব্যষ্টি-সমষ্টি-স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে আবির্ভূত ও বাসনা-বৈচিত্র্য-নিবন্ধন চিত্রপটের ন্যায় রঞ্জিত হইয়া জীবরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি, এবং এই জীব, কোনও সৃষ্টিব্যাপারে বৈরাগ্য-সমাধির আশ্রয়ে অক্ষুব্ধমতি ভিক্ষুস্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ৬১। যেরূপ বিবরাভ্যন্তরে পিপীলিকার অবস্থিতি, সেইরূপ সেই পরিব্রাজক, জীবটরূপে প্রাদুর্ভূত ও বাসনা-নিগড়-নিবদ্ধ হইয়া, পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ শরীর সমাশ্রয় করিয়াছে। ৬২। সেই পুরুষ দ্বিজের প্রতি ভক্তিমান্ ছিল বলিয়া,

আত্মনি দ্বিজভক্তত্বাৎ সোঽপশ্যদ্দ্বিজতামথ।
ভাবাভাববিপর্য্যাসে বলবানেব বর্দ্ধতে। ৬৩।
সামন্ততামবাপাসৌ বিপ্রঃ সন্ততচিন্তিতাং।
রাজ্যার্থং ধর্ম্মকার্য্যাণাং কর্ত্তৃত্বাৎ সোঽভবন্নৃপঃ। ৬৪।
স কামুকতয়া রাজা সুরস্ত্রীত্বমবাপ হ।
লীলালোচনলোভেন সা মৃগী রসশালিনী।
বভূব বাসনামোহশ্চাহো দুঃখায় জন্তুষু। ৬৫।
অন্তঃসংজ্ঞাচিরাভ্যস্তং ভ্রমরত্বমথাত্মনি।
সাপশ্যৎ সাবমর্দ্দেন সদা তদ্ভাবভাবিতা। ৬৬।
স বারণখুরক্ষোদমনুভূয়াথ ভাবিতং।
ভূয়োভূয়ঃ প্রবভ্রাম মহাসংসৃতিসংভ্রমান্। ৬৭।

আপনি দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; (কারণ) ভাব এবং অভাবের বৈপরীত্য ঘটিলে এতদুভয়ের মধ্যে বলবানের বল প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬৩। ঐ বিপ্র, অন্তরে সতত ধর্ম্মচিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া সামন্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া সার্ব্বভৌম নৃপতি হইয়াছিলেন। ৬৪। তিনি কামবৃত্তির অধীন হওয়াতে সুরনারীতে পরিণত হইয়াছিলেন, এবং মৃগীলোচনের প্রতি লোভ করাতে মৃগীদেহ ধারণ করিয়াছিলেন; আহা! জীবগণ, বাসনা-মোহে মুগ্ধ হইয়া কি দুঃখই না ভোগ করিয়া থাকে?। ৬৫। সেই পুরুষ অন্তরস্থিত সংজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়াও অভ্যাস-নিবন্ধন আপনাকে ভ্রমররূপে পরিণত করিয়াছে, এবং পদ্মোদরে অবস্থিতি করিয়া মাতঙ্গ-পদ-দলিত হইয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। । ৬৬। এইরূপে হস্তি-পদ-তল-তাড়ন সহ্য করিয়া ক্রমে ক্রমে মহাসংসার-ভ্রমে নিপতিত হইয়া বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছে। ৬৭। এই প্রকারে

সংসারশতপর্য্যন্তে রুদ্রঃ সোঽহমিতি স্থিতঃ।
অস্মিন্ সংসারসংরম্ভে স্বমনোমাত্রসংভ্রমে। ৬৮।
এবমত্যন্তচিত্রাসু সংসারারণ্যভূমিষু।
বহ্বীষ্বহমতিভ্রান্তস্বশূন্যাস্বিব ভূরিশঃ। ৬৯।
কস্মিংশ্চিদভবং সর্গে ত্বহং জীবটনামকঃ।
কস্মিংশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ কস্মিংশ্চিদ্বসুধাধিপঃ। ৭০।
ইতি বর্ষসহস্রাণি চতুর্যুগশতানি চ।
সমতীতান্যনন্তানি দিনর্ত্তুচরিতানি চ। ৭১।
মম প্রথমমেব প্রাক্ চলিতস্য পরাৎ পদাৎ।
তত্ত্বজ্ঞানিতয়া রূঢ়ো ভিক্ষুত্বে যোগ্যতাক্রমঃ। ৭২।
ভূয়োভূয়োঽপ্যতিক্রম্য গতশ্চ হংসযোনিতাং।
স এব প্রাক্তনাভ্যাসঃ ফলিতঃ সঙ্গমোদয়াৎ। ৭৩।

স্বকীয় মনের ভ্রম-নিবন্ধন এই অসংখ্য সংসারব্যাপারে ভ্রাম্যমাণ হইয়া আমি এক্ষণে তাহার শেষ সীমায় উপনীত ও রুদ্ররূপে অবস্থিত আছি। ৬৮। এইরূপে অতি-বিচিত্র বিস্তৃত সংসারারণ্যস্থলী সত্যের ন্যায় উপলব্ধি হইয়াও (জীবের সমক্ষে) বারম্বার অদ্ভুতরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৬৯। আমি কোনও সৃষ্টিতে জীবট নামে, কোনও সৃষ্টিতে ব্রাহ্মণরূপে, কোনও সৃষ্টিতে বসুধাধিপতি হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। ৭০। এইরূপে (গণনায়) দিন-ঋতুতে বিভক্ত অনন্ত সহস্র বর্ষ, এবং শত চতুর্যুগ অতীত হইয়াছে। ।৭১। প্রথমাবস্থাতেই আমি পরম-পদ ব্রহ্ম হইতে বিচলিত হইবার পূর্ব্বে তত্ত্ব-জ্ঞানে বিমণ্ডিত ছিলাম, সুতরাং সে সময়ে পরিব্রাজকের যোগ্যতা আমাকে বর্ত্তিয়াছিল। ৭২। পরে ক্রমে ক্রমে নানা দেহ অতিক্রম করিয়া, (রুদ্রদেহ-ধারণের পূর্ব্বে যে) হংস-যোনিতে পরিণত হই, তাহা পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সাধুসঙ্গ লাভ এবং পূর্ব্বাভ্যাসের ফল। ৭৩। জীব যদি কাকতালীয় যোগের

কাকতালীয়যোগেন কদাচিৎ সাধুসঙ্গমাৎ।
অশুভোভাবনাভ্যাসো জীবস্য বিনিবর্ত্ততে। ৭৪।
সংগত্যধিগতং চৈষ কেবলং স্বোদয়ং প্রতি।
প্রাক্তনো বাসনাভ্যাসো হ্যাতুরুদ্যমমীক্ষতে। ৭৫।
যচ্চেহাভ্যস্যতেঽজস্রং যচ্চ দেহান্তরেঽপি চ।
জাগ্রৎস্বপ্নেষ্বসদপি তৎ সদিত্যনুভূয়তে। ৭৬।
তত্তদর্থক্রিয়াকারি দুঃখায় চ সুখায় চ।
উদেতি ভাবনং তস্মাদ্ভাবনাভাবনং জয়। ৭৭।
ভাবনৈব স্বমাত্মানং দেহোঽয়মিতি পশ্যতি।
অসত্তামাত্রবিস্তারং গুল্মকত্বমিবাঙ্কুরঃ। ৭৮।

ন্যায় সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অশুভ চিন্তার অভ্যাস নিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ৭৪। যে ব্যক্তি দুর্বাসনা সমস্তকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে, তাহার জন্মান্তরীণ বাসনাভ্যাস, সাধুসঙ্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আপনার উদয়-উদ্দেশে উদ্যমের অপেক্ষা করিয়া থাকে;—অর্থাৎ পুরুষ-প্রযত্ন ব্যতিরেকে আত্মসিদ্ধি ঘটে না। ৭৫। (কি আশ্চর্য্য!) যে বিষয় এই জন্ম এবং পরদেহ ধারণে অভ্যস্ত হইয়া থাকে, যাহা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতেও অসৎ বলিয়া জানা গিয়া থাকে, তাহাকেই সৎ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। ৭৬। অতএব, যে ভাবনা দেবতাদিগের শরীরেরও ভোগার্থ ক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে, তাহা দুঃখ-সুখ-সংমিশ্রিত হইয়া উদিত হইয়া থাকে; সুতরাং (অনর্থক) ভাবনীয় বিষয়ের ভাবনাকে জয় করা কর্ত্তব্য। ৭৭। এই দেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি স্বকীয় আত্মাকে ভাবিতে পারে, সে ব্যক্তি আত্মদর্শন করিয়া থাকে; অঙ্কুর যেরূপ গুল্মাদির সত্তাকে অসত্তা বিস্তার বলিয়া জানে,—অর্থাৎ অঙ্কুর হইতে যেরূপ গুল্মাদির সৃষ্টি, সেইরূপ আত্মদর্শন ঘটিলে দেহ মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। ৭৮। এই ভাবনার মূর্ত্তি সংস-

ভাবনাপ্রেক্ষ্যমাণৈষা ন কিঞ্চিদিহ শিষ্যতে।
ন চ বিদ্যত এবেতি তদ্ভ্রমেণালমস্তু নঃ। ৭৯।
ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অসংবেদনমাত্রৈকং মার্জ্জনায়ালমস্তু নঃ। ৮০।
অসন্ময়ী স্বরূপৈষা পরং সত্ত্বৈব লালনী।
বর্ত্ততে চেদ্বিনোদায় কিঞ্চিৎ সা ন করিষ্যতি। ৮১।
তত্তান্ সর্ব্বান্ স্বসংসারানুত্থায়ালোকয়াম্যহং।
সম্যগালোকদানেন তেভ্য একীকরোম্যহং। ৮২।
ইতি সংচিন্ত্য রুদ্রোঽহসৌ তং সর্গং প্রজগাম হ।
যত্র ভিক্ষুর্বিহারস্থঃ সুপ্তঃ শব ইব স্থিতঃ। ৮৩।
বোধয়িত্বাথ তং ভিক্ষুং চেতসা চেতনেন চ।
যোজয়ামাস সম্মার ভিক্ষুরপ্যাত্মনোভ্রমং। ৮৪।

ক্ষিত হইলে সংসারে কোনও বস্তুই অবশিষ্ট থাকে না, এবং কোনও পদার্থের বিদ্যমানতাও দেখা যায় না; অতএব আমাদের এরূপ ভ্রম না হওয়াই ভাল। ।৭৯। আকাশের বর্ণাবলীর যেরূপে উৎপত্তি, সেইরূপ (ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে) ভ্রান্তিপূর্ণ এই জগতের আমাদের একমাত্র অজ্ঞানতার পরিমার্জ্জন হওয়া (বিশেষরূপে) কর্ত্তব্য। ৮০। সর্ব্বভূতপ্রপালনী এই চিৎশক্তি অসন্ময়ীরূপে লোকের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু পরা-শক্তি এ সকল কিছুই (করে না) এবং করিবে না। ৮১। অতএব, কৌতুক প্রযুক্ত আমি সেই সকল আমার সংসারদিগের প্রতি প্রাদুর্ভূত হইয়া অবলোকন করিয়া থাকি, এবং প্রবোধ-প্রদান দ্বারা উপাধি হইতে পৃথক্কৃত আত্মাকে আমি একত্রে সমাবেশিত করি। ৮২। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, যেখানে সেই ভিক্ষু সুপ্ত থাকিয়া, শবের ন্যায় বিহার করিতেছেন, তিনি সেই সৃষ্টি-ব্যাপারে (সেইখানে) উপনীত হইলেন। ৮৩। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া, যেমন সেই ভিক্ষুকে প্রবোধিত করিয়া তদীয় চেতনার সহিত চিত্তকে

রুদ্রমাত্মানমালোক্য জীবটাদিময়ন্তথা।
বোধাদবিস্ময়ার্হোঽপি স ভিক্ষুর্বিস্ময়ং যযৌ। ৮৫।
অথ রুদ্রস্তথা ভিক্ষুর্দ্বাবেবোত্থায় জগ্মতুঃ।
ক্বাপি জীবটসংসারং চিদাকাশৈককোণগং। ৮৬।
তত্র তদ্ভুবনং গত্বা তদ্দ্বীপং তচ্চ মণ্ডলং।
বিষয়ন্তু পুরং তচ্চ তঞ্চ পাণাবসিগ্রহং। ৮৭।
সুপ্তং দদৃশতুর্নষ্টসংজ্ঞং জীবটকং শবং।
স্থাপয়িত্বা বপুর্ভাবং প্রভান্তং ভবভূমিষু। ৮৮।
তং প্রবোধ্য নিযোজ্যাশু চেতসা চেতনেন চ।
একরূপাস্ত্রিরূপাস্তে রুদ্রজীবটভিক্ষুকাঃ।
বভূবুস্তূষ্ণীং স্থিতাশ্চিত্রকৃতাকারা ইব ক্ষণং। ৮৯।

সংযোজিত করিলেন, তখনি ভিক্ষু, আত্ম-ভ্রম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে লাগিলেন। ৮৪। অবিস্ময়ার্হ সেই ভিক্ষু, জ্ঞানোদ্রেক হেতু আপনাকে রুদ্র ও জীবটাদি দেহধারী দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। ৮৫। অনন্তর রুদ্রদেব এবং ভিক্ষু, ইহাঁরা উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া, চিৎ-স্বরূপ আকাশের কোণস্থিত কোনও ব্রহ্মাণ্ডান্তরে গমন করিলেন। ৮৬। তাঁহারা সেই ভূলোকে গমন এবং জীবটাধিকৃত দ্বীপ, মণ্ডলান্তর্গত দেশ, এবং সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, করে অসিধারী, । ৮৭। চেতনা-বিহীন, শবের ন্যায় বিরাজমান জীবটককে নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন; (তখন) সেই জীবট সংসার-প্রদেশে কোটি-সূর্য্য-সদৃশ প্রভান্বিত আপনাদের অন্তর্দ্ধান-শক্তি গোপন করিয়া, । ৮৮। তাঁহাকে প্রবোধিত এবং চেতনার সহিত সত্বর তদীয় চিত্তকে সংযোজিত করিয়া, তাঁহারা ভিতরে একরূপ পরিগ্রহ এবং বাহিরে রুদ্র, জীবট ও ভিক্ষু এই তিন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ক্ষণকালের জন্য আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ৮৯। অনন্তর তাঁহারা তিন জনে

অথ জগ্মুশ্চ তে সর্ব্বে কচিৎ ব্যোমনি সংস্থিতং।
বিপ্রসংসারমারব্ধং পরিভুতসঘুংঘুমং। ৯০।
তে তত্র ভুবনং গত্বা তদ্দ্বীপং তচ্চ মণ্ডলং।
বিপ্রং তে দদৃশুঃ সুপ্তং কলত্রবলিতং গৃহে। ৯১।
তং প্রবোধ্য নিযোর্জ্যাশু চেতসা চেতনেন চ।
তৎস্থাস্তে বহবোহপ্যন্যে সবিস্ময়বিবিস্ময়া। ৯২।
সামন্তং দদৃশুস্তে চ সুপ্তং পর্য্যঙ্কপঙ্কজে।
হেমাবদাতং হেমাঙ্গ্যানিহিতং কুচকোটরে। ৯৩।
কান্তাভিরভ্যাবলিতং মঞ্জরীভিরিব দ্রুমং।
দীপজালকমধ্যস্থং রত্নৌঘ ইব কাঞ্চনং। ৯৪।

চিদাকাশের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বিপ্রের সংসারে প্রবেশ করিলেন; ঐ সংসার, জীবট হইতে আবদ্ধ হইয়াছে, এবং উহার চতুর্দ্দিক্ প্রাণীদিগের কোলাহলে শব্দিত। ৯০। তাঁহারা সেই দ্বীপ, সেই ভুবন, এবং সেই মণ্ডলে উপস্থিত হইয়া, গৃহাভ্যন্তরে কলত্রাকুলিত বিপ্রকে নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন। ।৯১। তাঁহারা তাঁহাকে জাগরিত করিয়া, তদীয় চৈতন্য ও চিত্তকে সংযোজিত করিলেন; তৎস্থানবাসী ব্যক্তিগণ এবং তাঁহারা ইহাতে অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। ৯২। তাঁহারা দেখিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ সামন্তরূপে পর্য্যঙ্ক-পঙ্কজে শয়িত থাকিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন; তাঁহার অঙ্গকান্তি হেম-বিনিন্দিত; সুবর্ণপ্রতিমা রমণীর কুচকোটরে তদীয় দেহ নিহিত রহিয়াছে। ৯৩। মঞ্জরী-সমাগমে বৃক্ষের যেরূপ সৌন্দর্য্য ঘটে, তিনি সেই-রূপ কমনীয় রূপ-লাবণ্য-বিভূষিত ললনাকুলে পরিবৃত রহিয়াছেন; (অথবা) রত্নসমূহান্তর্গত দীপ-মালা-মধ্যবর্ত্তী কাঞ্চনের যেরূপ শোভা হয়, তিনিও দেখিতে তদনুরূপ। ৯৪। তাঁহাকে প্রবোধিত এবং তদীয় চৈতন্য-শক্তির

তং প্রবোধ্য নিযোজ্যাশু চেতসা চেতনেন চ।
তৎস্থাস্তে বহবঃ সর্ব্বে বিস্ময়ং জগ্মুরেব চ। ৯৫।
অথ তে রাজসংসারং জগ্মুস্তত্র বিবোধ্য তং।
চেতসৈবমথান্যাসু ভ্রেমুঃ সংসারভূমিষু। ৯৬।
প্রাপ্য তাং রুদ্রতাং সর্ব্বে হংসেহাঞ্চ যথাক্রমং।
সমাজগ্মুর্বিরেজুশ্চ রুদ্রাণামুত্তমং শতং। ৯৭।
একসংবিদ্বিভিন্নতনু চিত্রচেষ্টিতবেষ্টিতং।
একরূপমনেকাভং রূপং তৎ পারমেশ্বরং। ৯৮।
যোযোঽভিতঃ স জীবস্য সংসারঃ সমুদেতি হি।
তত্রাপ্রবুদ্ধা জীবৌঘাঃ পশ্যন্তি ন পরস্পরং। ৯৯।

সহিত চিত্তকে সংযোজিত করিয়া, তাঁহারা এবং তৎস্থানবাসী ব্যক্তিগণ, সকলেই বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। ৯৫। অনন্তর, তাঁহারা রাজসংসারে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার চৈতন্য-শক্তি উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে প্রবোধিত করত অন্যান্য সংসারক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৯৬। তাঁহারা সকলে যথাক্রমে (আপনাদের) হংসরূপ পরিণতি, এবং রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ দেখিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন; এবং সকলের দেহ শত শত রুদ্রে পরিণত হইয়াছে; জানিতে পারিলেন। ৯৭। যে একমাত্র চৈতন্যময় পদার্থের বিচিত্র চেষ্টা থাকিলেও স্বয়ং একরূপ হইয়া অনেকরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, তাহাকেই পরমেশ্বরের রূপ (বলিয়া জানিও)। ৯৮। জীব যে যে সংসারে সমুদিত হইয়া থাকে, সেই সেই সংসারে অবস্থিতি করিয়া, কেবল তত্ত্বজ্ঞানী জীবগণ পরস্পরের মিলন সন্দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু অজ্ঞানী জীবগণ তাহা জানিতে পারে না। ৯৯।

যথা দ্রবত্বাদ্বীচ্যম্বু ত্বন্যোন্যং সম্মিলন্ত্যলং।
তথা প্রবুদ্ধা জীবৌঘা মিথশ্চিত্তান্ মিলন্ত্যলং। ১০০।
যদ্ যদা খন্যতে ভুমেস্তত্তন্নাম যথা নভঃ।
সর্ব্বগা যাশ্চিতের্যদ্ যৎ উহ্যতে তত্তথৈব চিৎ। ১০১।
বীচির্যথাম্ভসঃ স্পন্দো জগচ্চৈব তথা চিতৌ।
এতাবন্মাত্র এবাত্র ভেদোঽস্তি রঘুনন্দন। ১০২
আভাস্বরং ত্রিজগদিত্যতিভাতি ভাস্বৎ
সংবেদনং বিদনমেব চিতেঃ স্বরূপঃ।
বাচি স্থিতং ভবতি চৈতদ্রুপোঽভেদ-
ক্লিষ্টং প্রশান্তবচনস্তু শিবঃ পরাত্মা। ১০৩।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে স্বপ্নশতরুদ্রীয়কথনং নাম
ত্রিষষ্টিঃ সর্গঃ। *। ৬৩। *।

যেরূপ দ্রবত্ব-নিবন্ধন তরঙ্গ-সলিল পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ জীবগণ ব্রহ্মের সহিত সংসারের সমস্ত পদার্থের সম্মিলন দেখিয়া থাকে। ১০০। যেরূপ ভূমির যেখানে যেখানে খনন করা যায়, সেই সেই স্থান নামানুসারে নভ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তত্ত্বদর্শন ঘটিলে সত্যতা-নিবন্ধন যে সকল পদার্থ মিথ্যা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, সর্ব্বত্রগতি চিৎ-শক্তি তাহারই অবশিষ্ট মাত্র। ১০১। যেরূপ জলের স্পন্দনের সহিত তরঙ্গের ভিন্নতা নাই, হে রামচন্দ্র! সেইরূপ জগতের সহিত চৈতন্যের এই মাত্র বিভিন্নতা। ১০২। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ,—অর্থাৎ আত্মরূপে প্রকাশমান; এই ত্রিজগৎ, অবিদ্যার আবরণ হইতে ঈষৎ প্রকাশিত হইয়া আপনার স্বরূপত্ব অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে; চিদ্রূপ পরমাত্মার স্বরূপত্বই জ্ঞানময়, (কখনও) জড়ময় নহে; কিন্তু ত্রিজগতের সহিত ইঁহার এই ভেদ কষ্ট-কল্পনা; অতএব ভেদ-জ্ঞান-বর্জ্জিত যে পরমাত্মাকে দর্শন করিলে বাক্যের শান্তি লাভ ঘটে, সেই পরমাত্মাই আমাদের (অশেষ) মঙ্গলবিধাতা। ১০৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

রুদ্রেণ সহ সম্ভূয় প্রবুদ্ধাঃ সর্ব্ব এব তে।
মিথশ্চ দৃষ্টসংসারা রুদ্রাংশাঃ সুখিনঃ স্থিতাঃ। ১।
তেন রুদ্রেণ তাং মায়ামবলোক্য যথোদিতাং।
স্বাংশাস্তামেব সংসারস্থিতিং তে প্রেষিতাঃ পুনঃ। ২।

শ্রীরুদ্র উবাচ।

গচ্ছতাশু নিজস্থানং তত্র ভুক্ত্বা কলত্রকৈঃ।
কঞ্চিৎ কালং সমং ভোগান্ মৎসকাশমুপৈষ্যথ। ৩।
ভবিষ্যথ মদংশা যে গণা মৎপুরভূষণাঃ।
ততো মহাপ্রলয়তো যাস্যামস্তৎ পরং পদং। ৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ রুদ্রস্তেষাং সোঽন্তরধীয়ত।
অন্ত্যসংসারসংখ্যানং রুদ্রাণাং মধ্যমাযযৌ। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—রুদ্রাংশসম্ভূত জীবটাদি সকলে রুদ্রের সহিত জন্ম লাভ করিয়া, প্রবুদ্ধ হইয়া পরস্পরে সংসারব্যাপার সন্দর্শন করত মনসুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১। তাঁহারা সকলে রুদ্রের সমভিব্যাহারে সমুদিত মায়া-শক্তি অবলোকন করিয়া, জীবটাদি সংসার-স্থিতির উদ্দেশে পুনর্ব্বার প্রেরিত হইলেন;—অর্থাৎ রুদ্রাংশসম্ভূত সকলে মায়ার কার্য্য অবলোকন করিয়া, রুদ্র-ব্যতিরিক্ত সকলে পুনর্ব্বার সংসারে অবস্থিতির জন্য রুদ্রের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ২। রুদ্র কহিলেন;—তোমরা সকলে নিজ নিজ স্থানে গমন কর, এবং সেখানে কিয়ৎকাল কলত্রাদির সহিত অবস্থিতি করিয়া (রীতিমত) ভোগবাসনা চরিতার্থ পূর্ব্বক পরে আমার নিকটে আগমন করিও। ৩। যখন আমার অংশ হইতে মদীয় পুরভূষণ কতকগুলি গণ জন্মগ্রহণ করিবে, আমি সেই সময়ে মহাপ্রলয়াবসানে পরম পদ প্রাপ্ত হইব। ।৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—এই কথা বলিয়া ভগবান্ রুদ্রদেব তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন, এবং সকল রুদ্রদিগের অন্তস্থিত সংসার সন্দর্শন,—

প্রযযুঃ স্বাস্পদং তেহপি জীবটব্রাহ্মণাদয়ঃ।
স্বকলত্রৈঃ সমং দেহং ক্ষপয়িত্বাথ কালতঃ। ৬।
রুদ্রলোকং সমাসাদ্য ভবিষ্যন্তি গণোত্তমাঃ।
কদাচিদ্ব্যোম্নি দৃশ্যন্তে তারকাকারকারিণঃ। ৭।

শ্রীরাম উবাচ।

ভিক্ষুসংকল্পরূপাস্তে জীবটব্রাহ্মণাদয়ঃ।
কথং সত্যত্বমায়াতাঃ সংকল্পার্থে ক্ব সত্যতা। ৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

সংকল্পসত্যতাত্বংশে ত্যজ সংকল্পসত্যতাং।
তত্র যন্নাস্তি তন্নাস্তি যতঃ সর্ব্বাত্ম তৎপদং। ৯।
যৎ স্বপ্নে দৃশ্যতে যচ্চ সংকল্পৈরবলোক্যতে।
তত্তথা বিদ্যতে তত্র সর্ব্বকালং তদাত্মকং। ১০।

অর্থাৎ চৈতন্যরূপ ধারণ করিয়া, তদন্তরালস্থ জীবটাদি প্রত্যেক সংসারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ৫। জীবট ব্রাহ্মণাদি সকলে আপনাদের অধিকৃত স্থানে গমন করিলেন; অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই দেহে কিছুকাল আপনাদের কলত্রাদির সহিত কালাতিপাত করিয়া, ।৬। রুদ্রলোকে উপনীত ও উত্তম গণ বলিয়া পরিচিত হইলেন; তাঁহারা কোনও কোনও সময়ে তারকা-আকার ধারণ করিয়া আকাশে সমুদিত হইতে লাগিলেন। ৭। শ্রীরাম কহিলেন;—জীবট ব্রাহ্মণাদি সকলে ভিক্ষুর সংকল্প হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সুতরাং সেই সকল সংকল্পরূপধারিগণ কিরূপে সত্যভাব প্রাপ্ত হইলেন? (কারণ) সংকল্পিত বিষয়ের সত্যতার সম্ভাবনা কোথায়? ।৮। বশিষ্ঠ কহিলেন;—(তুমি) চিদংশের অধিষ্ঠান বিষয়ে সাংকল্পিক সত্যতাকে (বিবেক-সাহায্যে) পরিত্যাগ কর; (কারণ) সংকল্পিতার্থে সদতিরিক্ত যে পদার্থ নাই, পূর্ব্বোত্তর কালেও তাহা নাই; (জানিও কেবল) ব্রহ্মপদই সর্ব্বাত্মময় ।৯। স্বপ্নাবস্থায় যে বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহা মানসে সংলক্ষিত হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মা সকল সময়ে সকল দেশাদিতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ১০। চিত্তের কোশ-সদৃশ সকল বাস-

সর্ব্বমস্তি চিতঃ কোশে যদ্ যথালোকয়ত্যসৌ।
চিত্তথা তদবাপ্নোতি সর্ব্বাত্মত্বাদবিক্ষতং। ১১।
সংকল্পঃ স্বপ্নকস্ত্বঙ্গ যয়া চ দশয়াপ্যতে।
পরমভ্যাসযোগাভ্যাং বিনা ত্বেতন্ন লভ্যতে। ১২।
সর্ব্বং সর্ব্বত্র পশ্যন্তি তে যতঃ শঙ্করাদয়ঃ।
ইদমগ্রগতং বস্তু তথা সংকল্পিতং ময়া। ১৩।
নাপ্যং যতোভয়ভ্রংশং স প্রাপ্নোত্যুভয়াশ্রয়াৎ।
সর্ব্বং হ্যভিমতং কার্য্যমেকনিষ্ঠস্য সিদ্ধতি। ১৪।
দক্ষিণাং কুকুভং গচ্ছন্ কঃ প্রাপ্নোত্যুত্তরাং দিশং।
সংকল্পার্থপরৈরেব সংকল্পার্থোঽবগম্যতে। ১৫।
ভিক্ষুসংকল্পজীবাস্তে প্রত্যেকং তজ্জগৎ পৃথক্।
পশ্যন্তি চৈতে নান্যোন্যং রুদ্রজ্ঞানাদৃতে ততঃ। ১৬।

নার আকর অজ্ঞানাবস্থায় যাহা যাহা আলোকিত হইয়া থাকে, চিৎ, সর্ব্বাত্ম-প্রযুক্ত সমগ্র সেই সেই বিষয়রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১। যে দশায় অবস্থাপিত হইলে সংকল্প এবং স্বপ্নাবস্থা যুগপৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে, (তুমি তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর; জানিও,) অভ্যাস এবং যোগ-ব্যতিরেকে পরম পদ লাভ করা যায় না। ১২। যোগাভ্যাস নিবন্ধন শঙ্করাদি সকলে সর্ব্বাগ্রগামী এই বস্তুকে সর্ব্বত্রে সকল পদার্থে অবলোকন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি একাগ্রতাশূন্য হইয়া, উভয় দিক্ আশ্রয় করিয়া, সংকল্পিত বিষয়ের সিদ্ধি সন্দর্শন করিতে পারিতেছি না, সুতরাং আমার উভয় ভ্রংশকর হইতেছে; যে ব্যক্তি এক বস্তুর প্রতি নিষ্ঠাবিশিষ্ট, তাহার সকল কার্য্যই, সফলতার মুখ দেখিয়া থাকে। ১৩। ১৪। দক্ষিণ দিকে গমন করিতে করিতে কোন্ ব্যক্তি উত্তর পথে উপনীত হইয়া থাকে? (ইহা যেমন অসঙ্গত,) সংকল্পপরায়ণ ব্যক্তিগণও সেইরূপ সংকল্পিত বিষয় অবগত আছেন। ১৫। ইচ্ছামাত্র দেহধারী ভিক্ষুকাদি সকলেই জগতে অবস্থিতি পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ জগৎ সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা রুদ্র-জ্ঞান-ব্যতিরেকে অন্যান্য পদার্থ দর্শন করেন নাই। ১৬। সেই রুদ্রের

অপ্রবুদ্ধাঃ প্রজায়ন্তে জীবা জীবান্তবোধিনঃ।
তদিচ্ছয়াশু তদ্রূপা বহুরূপাশ্চ তে ইহ। ১৭।
ইহ বিদ্যাধরোঽহং স্যামহং স্যামিহ পণ্ডিতঃ।
ইত্যেকধ্যানসাফল্যং দৃষ্টান্তোস্যাং ক্রিয়াস্থিতৌ। ১৮।
একত্বঞ্চ বহুত্বঞ্চ মৌর্খ্যং পাণ্ডিত্যমেব বা।
দেবত্বং মানুষত্বঞ্চ দেশকালক্রিয়াক্রমৈঃ।
তুল্যকালমলং কর্ত্তুং ধারণাধ্যানযত্নতঃ। ১৯।
সর্ব্বশক্ত্যঃ স্বরূপত্বাজ্জীবস্যাস্ত্যেকশক্ততা।
অনন্তশ্চান্তপৃক্তশ্চ স্বভাবোঽস্য স্বভাবতঃ। ২০।
স বিকাশঃ স সংকোচোঽহিংস্রস্তেন চিদাত্মনঃ।
যদিচ্ছতি তদস্যাঙ্গ জন্তুঃ সংপদ্যতে স্বয়ং। ২১।

ইচ্ছাক্রমে সংসার-ভেদ-জ্ঞান-বিধায়ী অজ্ঞানী জীব সকল সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া এই সংসারে নানারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ।১৭। এই সংসারে আমি বিদ্যাধর, আমি পণ্ডিত, এই প্রকার ক্রিয়ার অনুসরণ করিয়া জীব, ধ্যানের সফলতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকে। ১৮। জীব, আপনার ধারণা, ধ্যান ও যত্নানুসারে একত্ব, বহুত্ব, মূর্খত্ব, পাণ্ডিত্য, দেবত্ব, নরত্ব প্রভৃতি তাবদ্বিষয়ই দেশ, কাল ও ক্রিয়াদির ক্রমানুসারে, বা তুল্যকালে লাভ করিতে পারে। ১৯। ব্রহ্মের স্বরূপত্ব প্রযুক্ত জীবের সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট অদ্বিতীয় শক্তি প্রকাশিত আছে; (কারণ) জীবের স্বভাব, পরমার্থ-প্রভাবে অনন্ত ও তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত। ২০। প্রাণীদিগের কর্ম্মানুসারে স্বর্গনরকাদিতে সবিকাশ, প্রাণি-সংহারে প্রলয়াত্মারূপে সসংকোচ, অতএব পরমেশ্বর, (নিত্য কালই) অহিংস্র; যদি জীবসমূহ স্বেচ্ছানুসারে চিদাত্মা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করে, (সহজে) তাহা হইতে পারে। ২১। যোগিনী এবং

স্বয়ং সম্পাদিতৈরেভির্দ্দেশকালক্রিয়াক্রমৈঃ।
যোগিনো যোগিনশ্চেহ তিষ্ঠন্ত্যন্যত্র যত্র চ। ২২।
ইহ বামুত্র ভোগেন দৃষ্টমেতদনেকশঃ।
কার্ত্তবীর্য্যো গৃহে তিষ্ঠন্ সর্ব্বেষাং ভয়দোঽভবৎ। ২৩।
বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদধৌ তিষ্ঠন্ জায়তে পুরুষো ভুবি।
পশ্বর্থং যান্তি তিষ্ঠন্ত্যো যোগিন্যো যোগিনীগণে। ২৪।
শক্রঃ সর্গাসনস্তিষ্ঠন্ যাতি যজ্ঞার্থমুর্ব্বিকাং।
সহস্রমেকং ভবতি তথা চাস্মিন্ জনার্দ্দনঃ। ২৫।
নৃণাং শতানি ভক্তানাং মানুষ্যং যাতি তন্মতৈঃ।
একঃ সহস্রং ভবতি তথা চৈষ জনার্দ্দনঃ। ২৬।

যোগিগণ দেশকালানুসারে ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া এই সংসারে, অন্যত্র, এবং যেখানে সেখানে অবস্থিতি করেন। ২২। (এই প্রকার) ইহলোক ও পরলোকে যুগপৎ প্রারব্ধ ভোগ দ্বারা যোগিগণ যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, তাহা অনেক প্রকারে দৃষ্ট হইয়াছে; (দেখ,) বীরবর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন গৃহে অবস্থিত থাকিয়াও অসাধুদিগের ভয়বিধান করিতেন। ২৩। ভগবান্ নারায়ণ ক্ষীরোদশায়ী হইলেও কর্ম্মানুসারে তাঁহাকে সংসারে জন্মধারণ করিতে হইয়াছে; যোগিনীগণ স্বগণ-পরিবৃত হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিলেও (কর্ম্মসূত্রে) ভূলোকে বলিগ্রহণ জন্য আসিয়া থাকে। ২৪। শতক্রতু স্বর্গপুরে অবস্থিতি করিয়াও (কর্ম্মানুগত হইয়া) যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; ভগবান্ জনার্দ্দন, (এই রামাবতারে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক) সহস্র রাক্ষস বধ করিবার জন্য স্বয়ং এক হইয়াও সহস্র মূর্ত্তিতে পরিণত, এবং শেষে একরূপে অবস্থিত হইয়াছেন। ২৫। জনার্দ্দন একাকী শত শত ভক্ত নরপতিদিগের প্রণিপাত গ্রহণে তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিবার জন্য মনুষ্য-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, এবং (কুরুসভাস্থিত দুর্য্যোধনাদি সকলকে মোহিত করিবার জন্য) সহস্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

অংশাবতারলীলাভিঃ কুরুতে জাগতীং স্থিতিং।
একঃ কান্তাসহস্রাণি তুল্যকালং নিমেষবৎ। ২৭।
এবং তে ভিক্ষুসংকল্পা জীবটব্রাহ্মণাদয়ঃ।
রুদ্রবিজ্ঞানবশতঃ স্বসংকল্পপুরীং গতাঃ। ২৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ঈষদ্দৃষ্টো যথা তেন ভিক্ষুণা চেতসি ভ্রমঃ।
ভূতং প্রযত্নমেবৈষ পৃথক্ কৃত্বা স্থপশ্যতি। ২৯।
সর্ব্বস্যাভাসজীবস্য মৃতি জন্মময়ী স্থিতিঃ।
ভবত্যেব চিদাকাশরূপিণ্যেবাকৃতিং গতা। ৩০।
পৃথক্ কৃত্বৈক্যমভ্যেতি স্বাত্মা সংসারখণ্ডকং।
সর্ব্ব এব মৃতো জন্তুঃ পৃথক্ স্বপ্ননিভাত্মকং। ৩১।

২৬। সেই ভগবান্ স্বয়ং এক হইয়াও অংশাবতারে অবতীর্ণ হইয়া, লীলা-প্রভাবে নিমেষ কালের ন্যায় ষোড়শ সহস্র রমণীর সহিত ষোড়শ সহস্র তুল্য-কাল বিহার করত জগতের স্থিতি করিয়াছেন। ২৭। এইরূপে জীবট ব্রাহ্মণাদি সকলে ভিক্ষুর সংকল্প বশতঃ প্রাদুর্ভূত ও রুদ্র-বিজ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া আপন আপন সংকল্পিত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৮। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—সেই ভিক্ষু, যদিও আপন মনোমধ্যে ভ্রমসম্বন্ধে ঈষৎ চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বকীয় পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মলক্ষণকে যত্ন পূর্ব্বক পৃথক্ ভাবে স্থাপন করিয়া আত্মব্যতিরিক্ত বিষয়কে বিশেষরূপে দর্শন করিয়াছেন। ২৯। অভ্যাসপরায়ণ সকল জীবেরই জন্মমৃত্যুময়ী স্থিতি চিদাকাশরূপে পরিণত হইয়া, আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩০। জীবের স্বকীয় আত্মা সংসারখণ্ডকে পৃথক্ করিয়া, (পুনর্ব্বার) একতাবলম্বন করে ;—(অর্থাৎ মরণকালে জীবের উদ্বুদ্ধ কর্ম্মাদি স্বপ্নের ন্যায় মোক্ষকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে ;) পৃথক্ পৃথক্ স্বপ্নদর্শনের ন্যায় সকল জীবই মৃত্যুর

এবং ততস্বরূপোঽপি দেহী চামোক্ষমাকুলঃ।
জীবযূথং ময়া তুভ্যং কথিতং কথয়ানয়া। ৩২।
পরাৎ প্রস্পন্দিতাত্মেতি ন ভিক্ষু রাম কেবলং।
মোহান্মোহান্তরং যাতি জীবোঽহরহরেব নঃ। ৩৩।
পর্ব্বতাগ্রপরিভ্রষ্টো হ্যধোধ উপলো যথা।
পরমাত্মপরিভ্রষ্টো জীবঃ স্বপ্নমিমং দৃঢ়ং। ৩৪।
পশ্যত্যস্মাদপি স্বপ্নাদ্ যাতি স্বপ্নান্তরং পুনঃ।
স্বপ্নাৎ স্বপ্নে বিনিপতন্ ম্রিয়েবেদং দৃঢ়ং কিল। ৩৫।
পরিপশ্যতি জীবোঽন্তর্মায়য়া জর্জরীকৃতঃ।
ক্বচিৎ কেনচিদেবেহ কদাচিদপি বা স্বয়ং। ৩৬।

অনুগামী। ৩১। এই প্রকারে সেই ভিক্ষুর আত্মা অপরিচ্ছিন্নস্বরূপে প্রকাশমান; (কিন্তু সামান্যতঃ) দেহী, দেহ পরিচ্ছিন্ন বলিয়া, মোক্ষকাল পর্য্যন্ত আকুলভাবে অবস্থিতি করে; আমি ভিক্ষু-কথা-প্রসঙ্গে তোমার নিকটে সমস্ত জীবতত্ত্ব বর্ণনা করিলাম। ৩২। হে রামচন্দ্র! কেবল ভিক্ষু বলিয়া নয়, সকল জীবের আত্মা পরম ব্রহ্ম হইতে প্রস্পন্দিত হইয়া, প্রতিদিন যে মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, স্বপ্নাবস্থায় তাহা আমাদের অনুভূত হইয়া থাকে। ৩৩। উপলখণ্ড যেরূপ উচ্চ গিরিশিখর হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধঃপ্রদেশে নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় জীব, পরমাত্মা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, এই প্রকার দৃঢ়তর সংসার-স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে; (এইরূপে) এক স্বপ্ন দর্শন করিয়া অন্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, এবং এক স্বপ্ন দেখিয়া অন্য স্বপ্নে নিপতিত হইয়া এই প্রকার দৃঢ়তর মিথ্যাভূত জন্মাদি দুঃখসমূহকে। ৩৪। ৩৫। অন্তরে মায়া দ্বারা জর্জরীভূত হইলেও কখনও কখনও কোনও কোনও জীব স্বয়ং ইহা দর্শন করিয়া থাকে। ৩৬।

শ্রীরাম উবাচ।

অহো নু বিষমো মোহো জীবস্যাস্যোপজায়তে।
যথা সুপ্তস্য স্তোকেন নানাকারবিকারয়া।
মিথ্যাজ্ঞানোগ্রযামিন্যা মায়য়া নিপতত্যলং। ৩৭।
ত্বয়া সংভবতীত্যুক্তং যথা তচ্চানুভূয়তে।
এবং গুণবিশিষ্টাত্মা তন্মোহাত্মা স ভিক্ষুকঃ।
ক্বচিদস্তি ন বাস্ত্যন্তরালোক্য কথয়াশু মে। ৩৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

জিন নাম্নৈষ তত্রাস্তি শ্রীমান্ জনপদো মহান্।
বল্মীকোপরি তত্রাস্তি বিহারো জনসংশ্রয়ঃ। ৩৯।
তস্মিন্ বিহারে স্বকুটী-কোশে কপিলমূর্দ্ধজঃ।
ভিক্ষুর্দীর্ঘদৃশো নাম স্থিত এব সমাধয়ে। ৪০।

শ্রীরাম কহিলেন ;—যেরূপ অল্প শ্রমাদি নিবন্ধন নিদ্রিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ, স্বপ্নাদ্যভিভূত, সুতরাং সুষুপ্তিসুখে বঞ্চিত হইয়া ক্লেশানুভব করে, সেইরূপ জীবকে নানাবিধ আকৃতি দ্বারা বিকৃতিপ্রাপ্ত এবং মিথ্যা-জ্ঞানরূপ মোহ যামিনী স্বরূপ মায়ার হস্তে নিপতিত হইতে হয়। ৩৭। "সেই আত্মা, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত আছেন," আপনি এ কথা যাহা বলিয়াছেন, আমার সেইরূপ অনুভব হওয়াই প্রার্থনীয় ; আত্মা গুণ-বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জীবটাদি মোহাধীনমনা যে ভিক্ষুর কথা বলিয়াছেন, সেই ভিক্ষু, এখনও বর্ত্তমান আছেন কি না, তাহা অন্তরে যোগ-বল দ্বারা অবলোকন পূর্ব্বক সত্বর আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বলুন। ৩৮। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—বল্মীক নামক জনপদের উপরিভাগে জিন-নামে প্রসিদ্ধ এক জনপদ আছে ; সেখানে বিহার নামক এক স্থান আছে, উহাতে অনেক লোক অবস্থিতি করে। ৩৯। দীর্ঘদৃক্ নামে এক জন ভিক্ষু সেখানে অবস্থিতি

একবিংশতি রাত্রঞ্চ তস্যৈবং স্থিতিশালিনঃ।
দৃঢ়ার্গলং গৃহং ধ্যানভঙ্গভীতা বিশন্তি নো। ৪১।
ভৃত্যাঃ প্রিয়াঃ কিল তথা সন্তিষ্ঠতি স ভিক্ষুকঃ।
রাত্রয়ো ধ্যাননিষ্ঠস্য গতাস্তস্যৈকবিংশতিঃ। ৪২।
স তু বর্ষসহস্রাণি তথা চিত্তেন ভূতবান্।
কস্মিংশ্চিৎ প্রাক্তনে কল্পে ভিক্ষুরেবং পুরাভবৎ। ৪৩।
অদ্য ত্বিহ দ্বিতীয়োঽস্মিংস্তৃতীয়ো নোপলভ্যতে। ৪৪।
ময়া তু পুনরন্বিষ্য চেতসা চতুরাত্মনা।
তাদৃগ ভিক্ষুস্তৃতীয়োঽন্যো জগৎপদ্মোদরালিনা। ৪৫।
অস্মাৎ সর্গান্ততো লব্ধস্তৃতীয়স্তাদৃশাশয়ঃ। ৪৬।
এবং তেনৈব তেনৈব সন্নিবেশেন ভূরিশঃ।
ভবিষ্যন্ত্যভবন্ সর্ব্বে পদার্থাঃ সর্গসন্ততৌ। ৪৭।

করে; ঐ ব্যক্তি যেরূপ সমাধিপরায়ণ, মস্তকের কেশকলাপও সেইরূপ কপিল বর্ণে বিভূষিত। ৪০। তিনি একবিংশতি রাত্রি পর্য্যন্ত গৃহদ্বার অবরুদ্ধ রাখিয়া তন্মধ্যে এইরূপে অবস্থিতি করেন; পাছে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয়, এই জন্য তাঁহার প্রিয় ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত সেই গৃহে প্রবেশ করে না; ভিক্ষু এইরূপে ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া একবিংশতি রাত্রি অতিবাহিত করেন। ৪১। ৪২। সেই ভিক্ষু সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করেন যে, পূর্ব্বে আমি জন্মান্তরীণ কোনও কল্পে এই প্রকার ভিক্ষু হইয়াছিলাম। ৪৩। অদ্য তাহার দ্বিতীয়াবস্থা, আমি অদ্যাপি ইহার তৃতীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। ৪৪। (যাহা হউক,) যেরূপ পদ্মোদরে ভ্রমরের অবস্থিতি, সেইরূপ আমি জগৎপদ্মে অবস্থিতি করিয়া চতুরতা প্রকাশ পূর্ব্বক সেই প্রকার তৃতীয়াবস্থা পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিতেছি। ৪৫। তদনন্তর সে, এই সৃষ্টির পর, তৃতীয়াবস্থা লাভ করিতে পারিল। ৪৬। এই প্রকার ব্রহ্মাণ্ডভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সন্নিবেশ দ্বারা ভিক্ষু প্রভৃতি অনন্ত পদার্থ সকল ভিন্ন ভিন্ন সর্গ সমূহে সমুদ্ভূত হইয়াছিল, এবং সমুদ্ভূত হইবে। ৪৭।

অস্মাং সভায়ামপি যে মুনয়ো ব্রাহ্মণাস্তথা।
ভাব্যমেবং সমাচারৈস্তৈরন্যৈরপ্যনেকশঃ। ৪৮।
নারদেনামুনা ভাব্যং পুনরন্যেন চামুনা।
এবং কলনকর্ম্মভ্যাং যুক্তেনান্যেন ভূরিশঃ। ৪৯
এবং জন্মাদিনা ভাব্যং ব্যাসেনাপি শুকেন চ।
শৌনকেন পুনর্ভাব্যং ক্রতুনা পুলহেন চ। ৫০।
অগস্ত্যেন পুলস্ত্যেন ভৃগুণাঙ্গিরসাপি চ।
এত এব তথান্যে চ এবং রূপক্রিয়াস্পদং। ৫১।
চিরাচ্চিরাদ্ভবিষ্যন্তি মায়েয়ং বিততা যতঃ।
সদৃশাচারজন্মানস্ত এবান্যে চ ভূরিশঃ। ৫২।
ভূয়োভূয়ো বিবর্ত্তন্তে স্বর্গেষ্বপ্স্বিব বীচয়ঃ।
অত্যন্তসদশাঃ কেচিৎ কেচিদর্দ্ধসমক্রমাঃ। ৫৩।

সেই ভিক্ষুর ন্যায় আচারপরায়ণ যে সকল ঋষি এবং বিপ্রর্ষিমণ্ডল এই সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের এবং অন্যান্য সকলের এইরূপ অনেক প্রকার জন্মাদি ব্যবহার ঘটিবে।৪৮। এই নারদকে, অন্য সকলকে এবং যাঁহারা কল্পনানুসারে অনেক প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও বারংবার এইরূপ ভোগ করিতে হইবে।৪৯। এই প্রকারে ব্যাসদেব, শুকদেব, শৌনক, ক্রতু এবং পুলহকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ৫০। অগস্ত্য, পুলস্ত্য, ভৃগু, অঙ্গিরা এবং তৎসদৃশ অন্যান্য ঋষিদিগকেও এই প্রকার রূপ ও ক্রিয়াদির আস্পদ হইতে হইবে। ৫১। যখন এই বিস্তৃত মায়ার অধিকার রহিয়াছে, তখন তাঁহাদিগের যেরূপ আচার ও কর্ম্ম, তদনুসারে বারংবার জন্মলাভ ঘটিবে। ৫২। যেরূপ জলে তরঙ্গসম্মিলন, সেইরূপ তাঁহাদিগকে বারংবার সর্গে গমনাগমন করিতে হইবে; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পরস্পর

কেচিদীষৎ সমাঃ কেচিন্ন কদাচিৎ পুনস্তথা। ৫৪।
এবমেষাতি বিততা মহতামপি মোহিনী।
ক্ষণেনেহাস্তি নো কর্ম্ম প্রতিপত্তির্হি জম্ভতে। ৫৫।
ক্কৈকবিংশত্যহো রাত্রা অনন্তাকৃতয়োঽনঘ।
ক্ব তাসামুপলম্ভোলমহো ভীমা মনোগতিঃ। ৫৬।
প্রতিভামাত্রমেবেদমিত্থং বিকসিতং স্থিতং।
নানাকলহকল্লোলং জলে প্রাতরিবাম্বুজং। ৫৭।
জাতং সংবেদনাদেব শুদ্ধাদিদমশুদ্ধিমৎ।
সংসারজালমখিলং সাচ্চি বহ্নিকণাদিব। ৫৮।

সাদৃশ্যসম্পন্ন, কতকগুলির অৰ্দ্ধেকের সমানাবস্থা, কতকগুলি অল্পমাত্র সমান, এবং কতকগুলি নিতান্ত বিসদৃশ। ৫৩। ৫৪। এই প্রকারে মহদ্ব্যক্তিদিগকেও মুগ্ধ করিয়া মোহিনী মায়া বিস্তৃত রহিয়াছে; উহার প্রভাবে ক্ষণকালের মধ্যে মানস-চেষ্টাদি কিছুই বিদ্যমান না থাকিয়া, কেবল আমাদের কর্ম্ম-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৫৫। হে অনঘ! অনন্তাকারবিশিষ্ট বিংশতি রাত্রিই বা কোথায়, এবং জীবটাদি সংসারের উপলব্ধিই বা কোথায়?—অর্থাৎ বিংশতি রাত্রির পরিমাণের সহিত জীবটাদির সংসার-পরিমাণ অনেক দূরবর্ত্তী; (যাহা হউক,) মনের গতি কি ভয়ানক!। ৫৬। যেরূপ জলের উপরিভাগে প্রাতঃকালীন কমলদল বিকসিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় নানাবিধ কলহ-কল্লোলময় (ব্রহ্মের) প্রতিভামাত্র এই জগৎ বিকসিত রহিয়াছে। ৫৭। যেরূপ বহ্নিকণা হইতে তদীয় তেজঃ প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিখিল সংসারজাল, পবিত্র পদার্থ চৈতন্যময় ব্রহ্ম হইতে অপবিত্রের ন্যায় সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ৫৮। সকল জীবের অন্তঃকরণে প্রত্যেক জগদ্রূপের প্রতিভাস-

প্রত্যেকমেবমুদিতঃ প্রতিভাসু খণ্ডঃ
খণ্ডান্তরেষ্বপি চ তস্য বিচিত্রখণ্ডঃ।
সর্ব্বে স্বয়ং ননু চ তেঽপি মিথো ন মিথ্যা
সর্ব্বাত্মনি স্ফুরতি কারণকারণেঽস্মিন্। ৫৯

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে ভিক্ষুসংসৃতিকথনং
নাম চতুঃষষ্টিঃ সর্গঃ। *। ৬৪। *।

খণ্ড সমুদিত হইয়া থাকে; জীব-খণ্ডাভ্যন্তরে যে বিচিত্র সর্গখণ্ড প্রতিফলিত হয়, তাহা মায়াদৃষ্টির কার্য্য; (এই যে সকল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাই-তেছে) তাহারা সকলে পরস্পর মিথ্যাভাবাপন্ন নহে, (কারণ,) সকল কারণের কারণস্বরূপ সর্ব্বাত্মা এই ব্রহ্মে সকলই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ৫৯।

শ্রীরাম উবাচ।

মুনিনায়ক তং ভিক্ষুং গত্বা সংবোধয়ন্ত্বমী।
নরা মৎপ্রহিতাঃ শীঘ্রং চানয়ন্তু কুটীগতং। ১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাজংস্তস্য মহাভিক্ষোঃ স দেহঃ প্রাণবর্জ্জিতঃ।
ক্লেদোবৈবর্ণ্যমায়াতো নাসৌ জীবিতভাজনং। ২।
তস্য ভিক্ষোস্তু জীবোহসৌ জীবন্মুক্তপদে স্থিতঃ।
ভবতি নৈব দুঃখস্য ভাজনং প্রাকৃতো যথা। ৩।
তদ্গৃহমাসপর্য্যন্তে বলান্নিষ্কাশিতার্গলাঃ।
অন্তরালে তু তিষ্ঠন্তি ভৃত্যা ভিক্ষুদিদৃক্ষবঃ। ৪।
ততো নষ্টাঙ্গসন্ধানং কায়ং নিষ্কাল্যতে জলে।
ত্যক্ষ্যন্ত্যেনং করিষ্যন্তি ভিক্ষুমক্ষুণ্ণমানসং। ৫।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে মুনিপুঙ্গব! আমার অধিকৃত এই সকল ব্যক্তি মৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া,সেখানে গমনপূর্ব্বক সেই পরিব্রাজককে এখানে সত্বর আনয়ন করুক। ১। বশিষ্ঠ কহিলেন :—হে রামচন্দ্র! মহাভিক্ষু সেই ব্যক্তির শরীর প্রাণবিচ্যুত হইয়া ক্লেদ দ্বারা বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে উহা সজীব নাই। ২। ঐ ব্যক্তির জীবন, জীবন্মুক্ত-পদে অবস্থিতি করিতেছে; প্রাকৃত ব্যক্তি যেরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, এই মহাপুরুষ সে দুঃখ-ভোগের অধিকারী নহেন। ৩। মাস পর্য্যন্ত গৃহার্গল নিষ্কাশিত করিও না, সেই ভিক্ষুর এইরূপ আদেশে, ভৃত্যগণ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াও তদাজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া অন্তরালে অবস্থিতি করিতে থাকে। ৪। তদনন্তর মাসান্তে তদীয় দেহকে নিষ্কাশিত করিয়া, জলে নিমগ্ন এবং অক্ষুণ্ণ-মনা সেই ভিক্ষুকে যথাভক্তি পূজা করা হয়। ৫। সেই ভিক্ষু, এই

অনেনৈবং স দেহেন ভিক্ষুর্মুক্তো ব্যবস্থিতঃ।
কথং প্রবোধ্যতে নষ্টং তদ্বিহারে শরীরকং। ৬।
এষা গুণময়ী মায়া দুর্ব্বোধেন দুরত্যয়া।
নিত্যং সত্যাববোধেন সুখেনৈবাতিবাহ্যতে। ৭।
অসত্যেব কৃতারম্ভা হেম্নঃ কটকতা যথা।
প্রতিভাসবিপর্য্যাসমাত্রকারণকোদয়া। ৮।
পরমাত্মনি বাচেয়মিত্থং মায়ানুমীয়তে।
তরঙ্গালীব পয়সি প্রেক্ষামাত্রবিনাশিনী। ৯।
জ্ঞোহি দৃশ্যময়ং দীর্ঘ-স্বপ্নাৎ স্বপ্নান্তরং ব্রজেৎ।
এবং জীবত্বমায়াতি বিবেকাৎ সর্ব্বমাত্মদৃক্। ১০।
যোযস্য প্রতিভাসঃ স্যাদাত্মৈব স স্ববোধতঃ।
স এবোদেতি সংসারঃ করঞ্জবনগুল্মদৃক্। ১১।

প্রকারে দেহবিহীন, সুতরাং মুক্ত হইয়া অবস্থিতি করে, সুতরাং আহার-বিহারাদি-বিষয়ে তাহার শরীর মৃত হইয়া কোনও রূপে প্রবোধিত হইয়া উঠে। ৬। অজ্ঞানের অধীন হইলে গুণময়ী এই মায়া বিনাশ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কিন্তু ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রকাশিত হইলে, অনায়াসে উহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। ৭। যেরূপ সুবর্ণ হইতে কটকাদির রচনা, সেইরূপ অবিদ্যার বিদ্যমানতা উপলব্ধি না হইলেও উহা জগদাদি রচনা করিয়া থাকে, এবং প্রতিভাস-বিপর্য্যয়ে উহা উদয়ের কারণ হইয়া থাকে। ৮। এই মায়া, (ব্রহ্মজ্ঞান) দৃষ্টিমাত্রে বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবং জলে যেরূপ তরঙ্গ-মালার সঙ্ঘটন, তাহার ন্যায় শব্দমাত্রে উদীরিত হইয়া পরমাত্মাতে অবস্থিতি করে। ৯। লোকে যেরূপ দীর্ঘ-স্বপ্ন দেখিয়া পরে অন্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ পরমাত্মা, অবিবেক প্রযুক্ত জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বৈরাগ্যের অধীন হইলে সকল বস্তুকে আত্মদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। ১০। যে যাহার প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, জ্ঞানবানের নিকটে তাহাই

প্রত্যেকং ভূতমুদিতং কৃতং সংসারমণ্ডলং।
ভিক্ষোঃ স্বপ্নান্তর ইব পরাং ভঙ্গিমিবাম্ভসঃ। ১২
স্ফুরন্ যথা তথা বাস্মিন্ জীবঃ পশ্যতি বিভ্রমং।
হৃদয়েযং সমর্থাঞ্চ স্বপ্নবদ্দীর্ঘমান্তরং। ১৩।
চিৎ-সত্তা-মাত্রমাসাদ্য প্রতীতিচ্যুতমাত্রতঃ।
জরামরণদুঃখানাং কচিদ্ভাজনতাং গতঃ। ১৪।
পাতালং ব্রহ্মলোকং বা চিত্তৎসুকৃতশালিনী।
চিত্তাংশস্পন্দমাত্রেণ কৃত্বা কৃত্বেব সংস্থিতা। ১৫।
চিৎস্পন্দরূপিণী জীব নামরূপং গতাত্মনি।
অন্যত্র চ বিলুঠতি গত্বা সংভ্রমহারিণী। ১৬।

আত্মা বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি উহাকে করঞ্জ-বন-গুল্মময় সংসার বলিয়া দর্শন করিয়া থাকে। ১১। পরিব্রাজকের স্বপ্নান্তরদর্শন যেরূপ জলের আবর্ত্তের ন্যায় হইয়া থাকে, সেই প্রকার প্রত্যেক প্রাণী সংসার-মণ্ডলে ভ্রান্তিক্রমে ভ্রমণ করিতেছে। ১২। জীব, এই সংসারে অবস্থিতি করিয়া দীর্ঘ-স্বপ্নের ন্যায় যে সকল ভ্রম দর্শন করুক না, হৃদয়স্থিত প্রতিভা, তত্তাবৎকে (নিরস্ত করিতে) পারে। ১৩। জীব, ব্রহ্ম-বিশ্বাস-বিচ্যুত হইয়া অন্তরে চিৎ-সত্তাকে ধারণ করত জরা, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ১৪। সুকৃতশালিনী জীবের চিৎ-শক্তি, স্বপ্নাবস্থাতে চিত্তাংশের স্পন্দনমাত্রে পাতাল কিম্বা ঊর্দ্ধ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে। ১৫। পরমাত্মা চিৎ (প্রাণকল্পনানিবন্ধন) স্পন্দরূপ ধারণ পূর্ব্বক জীবনামক রূপের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং অন্যত্র ও বহিঃপ্রদেশে গমন পূর্ব্বক বিষয়-বিভ্রম হরণ করিয়া থাকে। ১৬।

ব্রহ্মণ্যেব পরং ব্রহ্ম জগদ্দৃষ্ট্যৈব সংস্থিতং।
শুদ্ধাকাশমিবাকাশে জলে জলমিবামলং। ১৭।
লোকো ব্রহ্মণ এবায়ং জগদ্রূপেষু তিষ্ঠতি।
বিভেতাস্যতয়া বোধাৎ প্রতিবিম্বাদিবার্ভকঃ। ১৮।
স্পন্দে স্পন্দীকৃতে চেহ স্বতঃ সংজ্ঞা বিলীয়তে।
সাপ্যলং পরিণামেন লীয়তেঽগ্নৌ ঘৃতং যথা। ১৯।
ততঃ স্বপ্নো ন জাগর্ত্তির্ন সুষুপ্তির্ন তুর্য্যতা।
ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি নান্যথা কল্পনাত্মকং। ২০।
শান্তিরেকা জগন্নাম্নী শান্তিরেবসবস্থিতা।
অবোধোঽসত্য এবাতঃ ক দ্রষ্টৃদৃশ্যদর্শনং। ২১।

জগৎ এই প্রকার দৃষ্টিতে অবস্থিতি করিলেও যেরূপ মহাকাশে শুদ্ধ আকাশের অবস্থান, যেরূপ জলে অমল জলের বিদ্যমানতা, সেইরূপ ব্রহ্মপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মাংশে পরম ব্রহ্ম আবির্ভূত আছেন। ১৭। এই জীবলোক স্বকীয় আত্ম-ভূত ব্রহ্মের আবির্ভূততায় জগদ্রূপে অবস্থিতি করে; বালক যেরূপ দর্পণে নিজ-প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠে, সেইরূপ আত্মাতে অভয় হেতু বর্ত্তমান আছে এ জ্ঞান থাকিয়াও, জীব ভীত হইয়া থাকে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৮। সমাধির অভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির চাঞ্চল্য নিবারিত হইলে, হবি যেরূপ হুত হইয়া অগ্নিতে লয় পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ভেদজ্ঞান, বুদ্ধি-তেই লীন হইয়া থাকে; (তখন) পরিণামে উহা পূর্ণব্রহ্মে সংমিশ্রিত হইয়া যায়। ১৯। তখন স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি, তূর্য্যাবস্থা, বন্ধন, মোক্ষ, বা অন্য প্রকার কল্পনা থাকে না। ২০। (সে সময়ে) জগতে কেবল এক শান্তির অধিকার থাকে, এবং শান্তিই অবস্থিতি করে; অবোধবশতঃ দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই প্রকার অসত্য ভেদজ্ঞান ঘটে, কিন্তু বোধোদয়ে ঐ সকল বিনষ্ট

সুযুপ্তমৌনবান্ ভূত্বা ত্যক্ত্বা চিত্তবিলাসিতাং।
কলনামলনির্ম্মুক্তস্তিষ্ঠাবষ্টব্ধতৎপদঃ। ২২।

শ্রীরাম উবাচ।

বাঙ্মৌনমক্ষমৌনঞ্চ কাষ্ঠমৌনঞ্চ বেদ্ম্যহং।
সুযুপ্তমৌনং মৌনেশ ব্রহ্মন্ ব্রূহি কিমুচ্যতে। ২৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

দ্বিবিধঃ প্রোচ্যতে রাম মুনির্ম্মুনিবরৈরিহ।
একঃ কাষ্ঠতপস্বী স্যাজ্জীবন্মুক্তস্তথেতরঃ। ২৪।
অভাবিতায়াং শুষ্কায়াং ক্রিয়ায়াং বদ্ধনিশ্চয়ঃ।
হঠাজ্জিতেন্দ্রিয়গ্রামো মুনিঃ স্যাৎ কাষ্ঠতাপসঃ। ২৫।
যথাভূতমিদং বুধ্বা ভাবিতাত্মাত্মনি স্থিতঃ।
লোকোপমোঽপি তৃপ্তোঽন্তর্যঃ স মুক্ত মুনিঃ স্মৃতঃ।২৬

হইয়া যায়। ২১। (হে রামচন্দ্র!) তুমি সুযুপ্ত-মৌনী হইয়া, মনের বিলাস-ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রকার কল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মপদ লাভ করত সংসারে বিহার করিতে থাক। ২২। শ্রীরাম কহিলেন;—হে মৌন-প্রধান ব্রহ্মন্! আমি বাঙ্মৌন, অক্ষমৌন, এবং কাষ্ঠমৌন এই ত্রিবিধ মৌন ভাব অবগত আছি; সুযুপ্ত-মৌন কাহাকে বলে, (জ্ঞাত নহি, অতএব) আমাকে উহা জানাইয়া দিউন। ২৩। বশিষ্ঠ কহিলেন;—মুনিশ্রেষ্ঠগণ দুই প্রকারে মুনিদিগকে বিভক্ত করিয়া থাকেন; এক প্রকার কাষ্ঠতপস্বী;—অর্থাৎ কাষ্ঠতুল্য মৌনাবলম্বী, অন্য প্রকার জীবন্মুক্ত। ২৪। যে ব্যক্তি আত্ম-তত্ত্ব-পর্য্যালোচনা-বিরহিত,—সুতরাং নীরস-ক্রিয়াদি-রস-শূন্যতা-অনুভবে সমর্থ, যিনি সকল ইন্দ্রিয়াদিকে পরাজয় করিয়া থাকেন, সেই মুনিই কাষ্ঠতপস্বী। ।২৫। যিনি এই জগৎ যেরূপ ভাবে হইতে হয়, চিরকালই হইতেছে বুঝিয়া, অন্তরে ব্রহ্ম-ভাবনা পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন, এবং ব্যবহার দ্বারা অপর তপস্বী-দিগের ন্যায় হইলেও অন্তরে নিরতিশয়ানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন, তিনিই

এতয়োর্যোভবেদ্ভাবঃ শান্তয়োর্মুনিনাথয়োঃ।
চিত্তনিশ্চয়রূপাত্মা মৌনশব্দেন স স্মৃতঃ। ২৭।
চতুষ্প্রকারমাহুস্তং মৌনং মৌনবিদো জনাঃ।
বাঙ্মৌনমক্ষমৌনঞ্চ কাষ্ঠং সৌষুপ্তমেব চ। ২৮।
বাঙ্মৌনং বচসাং রোধো বলাদিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
অক্ষমৌনং পরিত্যাগশ্চেষ্টানাং কাষ্ঠসংজ্ঞকং। ২৯।
মনোমৌনং পঞ্চমঞ্চ তন্মৃতৌ কাষ্ঠতাপসে।
ভাবে সুষুপ্তমৌনাখ্যে জীবন্মুক্তোঽনুজীবতি। ৩০।
ত্রিষু মৌনবিশেষেষু বিষয়ঃ কাষ্ঠতাপসঃ।
সুষুপ্তমৌনাবস্থায়াং সা তুর্যা সৈব মুক্তধীঃ। ৩১।

জীবন্মুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ২৬। এই প্রকার শান্তিপথাবলম্বী উভয় প্রকার মুনিদিগের চিত্তনিশ্চলরূপ যে আন্তরিক ভাব, তাহাই মৌন বলিয়া। ২৭। যাঁহারা মৌনভাবের মর্ম্ম অবগত আছেন, সেই সকল মৌন-বিজ্ঞগণ, মৌনাবস্থাকে বাঙ্মৌন,—অর্থাৎ বাক্‌সংযম, অক্ষমৌন,—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, কাষ্ঠমৌন, এবং সুষুপ্তি এই চারি ভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন। ২৮। বাক্‌সংযমের নাম বাঙ্মৌন, বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের নাম অক্ষমৌন, এবং সকল প্রকার চেষ্টাবিহীনতাই কাষ্ঠমৌন। ২৯। (যদিও গণনায়) মনের মৌনভাব পঞ্চম বলিয়া প্রখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু যখন কাষ্ঠতাপসভাব (মূর্চ্ছা এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে ঘটিয়া থাকে, তখন) উহা পঞ্চম বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না; জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, আত্মতত্ত্বানুভব বিষয়ে সুষুপ্ত-নামক মৌন ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। ৩০। পূর্ব্বোক্ত মৌনাবস্থা সকলের মধ্যে তিন প্রকার অবস্থাই কাষ্ঠতাপসের অধিকৃত, তুর্য্যাবস্থা ইহার অতীত; ইহা সুষুপ্ত-মৌনাবস্থায় মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিরই ঘটিয়া থাকে। ৩১।

নাত্রোপাদেয়তাজ্ঞানমেতন্মৌনে যদুক্তবান্ ।
বিদ্ধি সুষুপ্তমৌনন্তু জীবন্মুক্তমিতি স্থিতং । ৩২ ।
অপুনর্জন্মনো জন্তোঃ শৃণু শ্রবণভূষণং । ৩৩ ।
নাত্র সংযম্যতে প্রাণস্ত্রিবিধো নাপি যোজ্যতে ।
নোল্লস্যন্তে ন গ্লায়ন্তে সমস্তেন্দ্রিয়সংবিদঃ । ৩৪ ।
নানাতা কলনেয়ঞ্চ ন বল্গতি ন শাম্যতি । ৩৫ ।
অবিভাগমনভ্যাসং যদনাদ্যন্তমাস্থিতং ।
ধ্যায়তোঽধ্যায়তশ্চৈতৎ সৌষুপ্তং মৌনমুচ্যতে । ৩৬
যথাভূতমিদং বুদ্ধা জগন্নানাত্ববিভ্রমং ।
যথাস্থিতমসন্দেহং সৌষুপ্তং মৌনমেব তৎ । ৩৭ ।

এই মৌনাবস্থায় যে উপাদেয়তা-জ্ঞান থাকে না, আমি এ কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাই সুষুপ্ত মৌন বলিয়া জানিও; এবং উহাই জীবন্মুক্ত-ভাবে অবস্থিতি করে। ৩২। জীবকে যাহাতে আর পুনর্জ্জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, (আমি সে সম্বন্ধে এক) সুশ্রাব্য উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৩। (তত্ত্বদর্শন সিদ্ধ ঘটিলে,) প্রাণ-সংযম করিতে হয় না, এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং মধ্যস্থলে সঞ্চারভেদ দ্বারা প্রাণকে সংযোজিত করিতে হয় না; (তখন বিষয়-প্রাপ্তি এবং তদভাব নিবন্ধন) সমস্ত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে উল্লাসিত, বা গ্লানিযুক্তও হইতে হয় না। ৩৪। সে সময়ে এই প্রকার নানাপ্রকার কল্পনা প্রকাশিত, বা প্রাদুর্ভূত হয় না। ৩৫। যাহার বিভাগ ঘটে না, এবং যাহা আদ্যন্তরহিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, ধ্যানকর্ত্তা এবং ধ্যানশূন্য ব্যক্তির এরূপ যে অবস্থা, তাহাই সুষুপ্তমৌন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৩৬। জগৎ নানাপ্রকার ভ্রমসমূহে পরিপূর্ণ, এবং আত্মতত্ত্ব এই প্রকার, ইহা অবগত হইয়া সন্দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে অবস্থিতি, তাহাই সুষুপ্ত-মৌন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ৩৭। অনেক প্রকার

অনেকসংবিদ্রূপাত্মশিবেনৈবেদমাততং ।
ইত্যাস্থিতমনন্তং যৎ সৌষুপ্তং মৌনমুচ্যতে । ৩৮ ।
সর্ব্বশূন্যং নিরালম্বং শান্তিবিজ্ঞপ্তিমাত্রকং ।
ন সন্নাসদিতি যস্যামাসিতং মৌনমুত্তমং । ৩৯ ।
ভাবাভাবদশাদেশবিশেষৈর্বিততোত্থিতৈঃ ।
সংবিদো যদনাভ্যাসস্তন্মৌনং পরমং বিদুঃ । ৪০ ।
অহমস্মি জগত্যস্মিন্ অস্তি শব্দার্থমাত্রকং ।
সত্তাসামান্যমেবেতি সৌষুপ্তং মৌনমুচ্যতে । ৪১ ।
এবং ক্রমেণ তিষ্ঠ ত্বং সর্ব্বত্রসমদর্শনঃ ।
আকাশবিশদং কৃত্বা মনসৈব মনোমুনে । ৪২ ।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো যথা প্রাপ্তানুবর্ত্তিনঃ ।
রাজ্ঞো ভগীরথস্যেব দুঃসাধ্যমপি সিদ্ধতি । ৪৩ ।

চৈতন্যময় শিবরূপী আত্মার সাহায্যে এই বিস্তৃত অনন্ত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে, এরূপ জ্ঞান যে অবস্থায় ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই সুষুপ্ত-মৌন বলিয়া থাকে। ৩৮। যে জীবন্মুক্ত দশাতে সর্ব্বপ্রকারে শূন্য, অবলম্বনবিহীন, শান্তিবিজ্ঞানবিধায়ী, সৎ এবং অসৎ নয়, এ প্রকার পূর্ণব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে, তাহাই উৎকৃষ্ট মৌন বলিয়া গণ্য। ৩৯। বিস্তৃতভাবে সমুত্থিত ভাবাভাবরূপ দশাবিশেষ দ্বারা সংবিদের অভ্যাসশূন্যতাকে মৌনবাদিগণ, পরমমৌন বলিয়া থাকেন। ৪০। এই জগতে পদার্থমাত্রে প্রকাশিত আমি বর্ত্তমান আছি, এই প্রকার যে সত্তাসামান্যের ন্যায় জ্ঞান, তাহাই সুষুপ্ত-মৌন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।৪১। হে মুনিব্রতধারিন্! তুমি এই ক্রম অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্রে সমদৃষ্টি প্রকাশপূর্ব্বক মনের দ্বারা মনকে আকাশের ন্যায় নির্ম্মল করত অবস্থিতি করিতে থাক। ৪২। যেরূপ নৃপতি ভগীরথ দুঃসাধ্য কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তুমি স্থিরবুদ্ধি ও অনজ্ঞানী হইলে উপস্থিত

সম্পূর্ণশান্তমনসঃ পরিতৃপ্তবৃত্তে
নিত্যং সমে সুখময়াত্মনি তিষ্ঠতোঽন্তঃ।
সিদ্ধন্তি দুর্লভতরা অপি বাঞ্ছিতার্থা
গঙ্গাবতার ইব সাগরখাতবস্তু। ৪৪।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে মৌন-লক্ষণ-ভেদ-
নাম পঞ্চষষ্টি সর্গঃ। *। ৬৫। *।

ইষ্টসিদ্ধি—ব্রহ্মলাভ করিতে পারিবে।৪৩। (সগর, অংশুমান্ ও দিলীপ প্রভৃতি নৃপতিগণ যে গঙ্গাকে অবনীতে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই,) ভগীরথ যেরূপ তদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সমদর্শিত্বপ্রযুক্ত সগরপুত্রদিগের সঞ্জীবন-মণিস্বরূপ গঙ্গাকে অবতীর্ণ করিয়া দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে শান্তচিত্ত, পরিতৃপ্ত-মনবৃত্তি, নিত্যকাল সমান সুখে অবস্থিত তোমার কার্য্যসিদ্ধি ঘটুক, (এই আমার প্রার্থনা)। ৪৪।

শ্রীরাম উবাচ।

যথা চিত্তচমৎকৃত্যা রাজ্ঞো গঙ্গাবতারণং।
ভগীরথস্য সংপন্নং তন্মে কথয় ভো প্রভো। ১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

আসীদ্ভগীরথো নাম রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
ভুবঃ সমুদ্রযুক্তায়া মণ্ডলীতিলকোপমঃ। ২।
সংকল্পানন্তরং প্রাপ্তা যথাভিমতমর্থিনঃ।
চন্দ্রপ্রসন্নবদনাদস্মাচ্চিন্তামণেরিব। ৩।
অধূমবহ্নিদেহশ্রীঃ শ্রান্তোঽপি দৈন্যমপ্যলং।
তমোহরন্নৃণাং নৈশং দ্যুমণির্বেশ্মনামিব। ৪।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে প্রভো! চিত্তের চমৎকৃতিত্ব নিবন্ধন ভূপাল ভগীরথ যেরূপে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন। ১। বশিষ্ঠ কহিলেন;—ভগীরথ নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীমণ্ডলের তিলকের উপমা ধারণ করিতেন;—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। ২। অর্থিগণ, এই নৃপতির নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র আপনাদের প্রার্থনা বিজ্ঞাপন না করিয়াও তাহারা ইচ্ছানুগত অর্থলাভ করিত; যেরূপ চিন্তামণি দর্শনে মনের উল্লাস ঘটে, তাহার ন্যায় নৃপতির নিরন্তর দানশৌণ্ডতা প্রকাশ থাকিলেও অর্থব্যয় নিবন্ধন মলিন ভাব ঘটে নাই। ৩। ধূমবিহীন বহ্নির ন্যায় সুন্দর দেহ-শ্রী সেই নৃপতি, সতত প্রজাপালন জন্য সম্যক্প্রকারে পরিভ্রমণ করিয়া, স্বয়ং পরিশ্রান্ত হইলেও দিনমণি-সমুদয়ে যেরূপ গৃহাভ্যন্তরস্থ নৈশ তম বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রজাদিগের অধর্ম্মপ্রবৃত্তি হেতু গৃহান্ধকারদৈন্য হরণ করিতেন। ৪। সেই নৃপবর, স্বকীয়

কিরন্নগ্নিকণাসারমভিতঃ স্বপ্রতাপজং।
মধ্যাহ্নসূর্য্যকান্তাগ্নিরিব জ্বলতি যোঽরিষু। ৫।
মৃদুশীতলসংস্পর্শো যঃ সমাহ্লাদয়ন্মনঃ।
স্বজ্ঞানাং দ্রবতি স্নিগ্ধস্যেন্দোরিন্দুমণির্যথা। ৬।
জগৎ-যজ্ঞোপবীতস্য স্বর্গপাতালবাহিনঃ।
গঙ্গাবাহস্য যেনাস্যাং তৃতীয়ঃ পূরিতো গুণঃ। ৭।
অগস্ত্যশোষিতাম্ভোধির্গঙ্গাপূরেণ পূরিতঃ।
যেন দুষ্পূরভূতোঽপি মহাসার্থোঽর্থিনামিব। ৮।
গঙ্গাসোপানপদ্ধত্যা যেন পাতালবাসিনঃ।
যোজিতা ব্রহ্মণো লোকে বান্ধবা লোকবন্ধুনা। ৯।

প্রতাপসম্ভূত অগ্নিকণা শত্রুসমূহ মধ্যে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া, মধ্যাহ্নকালে সমুদিত সূর্য্যকান্ত শিলাগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিতেন। ৫। তিনি মৃদুতা ও স্নিগ্ধভাবলম্বন পূর্ব্বক সকলের অন্তঃকরণকে সন্তুষ্ট করিয়া, মৃদু এবং শীতল ধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রকান্তমণি যেরূপ স্নিগ্ধগুণাশ্রয়ী চন্দ্রসন্নিধানে শোভা পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সমীপে তিনি দ্রবভাবে অবস্থিতি করিতেন। ৬। তিনি স্বর্গপাতালবাহী গঙ্গাপ্রবাহস্বরূপ জগৎযজ্ঞোপবীতকে ত্রিগুণপূর্ণ করিয়া অবনীতে আনয়ন করিয়াছেন;—অর্থাৎ ত্রিধারাক্রমে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতালে গঙ্গার গতি হওয়াতে ত্রিগুণাত্মক যজ্ঞোপবীতের সহিত উপমিত হইয়াছে। ৭। যেরূপ দিগন্তবর্ত্তী অর্থিসমূহ ধনলাভে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অগস্ত্যমুনি জলপান দ্বারা যে সমুদ্রজল নিঃশেষিত করিয়াছিলেন, দুষ্পূর হইলেও নৃপতি ভগীরথ, জাহ্নবীজলে সেই সমুদ্রকে পূর্ণ করিয়াছিলেন। ৮। তিনি ব্রহ্ম-শাপ-নিবন্ধন পাতালপুরী-প্রাপ্ত সগরপুত্রদিগকে সুরধুনীস্বরূপ সোপান-পদ্ধতির সাহায্যে ব্রহ্মলোকে আরোপিত করিয়াছিলেন ৯।

ব্রহ্মাণং শঙ্করং জহ্নুং তপসারাধয়ংশ্চ যঃ।
ভূয়োভূয়ো যযৌ খেদমশূন্যাধ্যবসায়িনঃ। ১০।
যৌবনে বর্ত্তমানস্য তস্য ভূমিপতেরপি।
প্রবিচারয়তো লোকযাত্রাং পর্য্যাকুলামিমাং। ১১।
সুবিরাগচমৎকারবিচারকণিকোদভূৎ।
বয়স্যপি চ তারুণ্যে দৈবাদ্বল্লী মরাবিব। ১২।
একান্তে চিন্তয়ামাস মহীপতিরসাবিতি।
জগদ্‌যাত্রামিমাং নিত্যমসমঞ্জসমাকুলং। ১৩।
পুনর্দ্দিনং পুনঃ শ্যামা দানাদানশতং পুনঃ।
তদেব ভুক্তবিরসং লক্ষ্যতে কর্ম্ম কুর্ব্বতাং। ১৪।
যেন প্রাপ্তেন লোকেঽস্মিন্ ন প্রাপ্যমবশিষ্যতে।
তৎকৃতং সুকৃতং মন্যে শেষং কর্ম্মবিসূচিকা। ১৫।

তাঁহার অধ্যবসায় অবিচ্ছিন্ন থাকিলেও তিনি তপস্যা দ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্মা, শঙ্কর, ও জহ্নুমুনিকে আরাধনা করিয়া বারংবার খিন্ন হইয়াছিলেন। ।১০। যৌবনদশাপ্রাপ্ত সেই ভূপাল, এই প্রকার দুঃখদায়িনী লোকযাত্রা-সম্বন্ধীয় বিচার করিতে করিতে মরুস্থলে যেরূপ অকস্মাৎ লতার উৎপত্তি হয়, সেইরূপ বৈরাগ্যবশতঃ যৌবনকালে চমৎকার বৈরাগ্য-বিচার-কণার সমুদয় দেখিলেন। ১১। ১২। সেই ভূপতি নিত্যকাল বিসদৃশ লোকব্যবহার-বিষয় এইরূপে আকুলভাবে নির্জ্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৩। দিবসের পর পুনর্ব্বার দিবস-সমাগম, রাত্রির পর পুনর্ব্বার তাহার উপস্থিতি, এই প্রকার শত শত দান এবং আদানের পুনরাবির্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যে ফল বারংবার ভুক্ত হইয়া বিরস বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, কর্ম্মীদিগের এরূপ কর্ম্মফল নিরন্তর লক্ষিত হয়, (কিন্তু পরম পুরুষার্থ-ফল অতিশয় সুদুর্লভ)। ।১৪। এই সংসারে থাকিয়া যে বস্তু লাভ করিতে পারিলে, লাভের আর অবশিষ্ট থাকে না, তাহাকেই সুকৃত বলিয়া মানিয়া থাকি, তদবশিষ্ট সকলই

পুনঃ পুনঃ পর্য্যুষিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ন লজ্জতে।
মূঢ়বুদ্ধিরবুদ্ধিস্তু কঃ কুর্য্যাৎ কিল বালবৎ। ১৬।
অথৈকদোদ্বিগ্নমনাঃ কদাচিত্ত্রিতলং গুরুং।
একান্তং সংসৃতের্ভীতঃ সমপৃচ্ছদ্ভগীরথঃ। ১৭।

ভগীরথ উবাচ।

অন্তঃশূন্যাসু সুচিরং ভ্রমৎসংসারবৃত্তিষু।
অরণ্যানীষু চৈতাসু ভৃশং খিন্না বয়ং বিভো। ১৮।
জরামরণমোহাদিরূপাণাং ভবকারিণাং।
ভগবন্ সর্ব্বদুঃখানাং কথমন্তঃ প্রজায়তে। ১৯।

ত্রিতল উবাচ।

চিরসাম্যাত্মনোত্থেন নির্বিভাগবিলাসিনা।
রাজন্ জ্ঞেয়াববোধেন পূর্ণেন ভরিতাত্মনা। ২০।

কর্ম্ম-বিসূচিকা। ১৫। যে কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিতে হয়, সেই পর্য্যুষিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া লজ্জিত হইতে হয় না কেন, বলিতে পারি না; যে ব্যক্তি মূঢ়বুদ্ধি এবং বুদ্ধিবিহীন, সে বালকের ন্যায় কোন্ কার্য্যই না করিয়া থাকে? । ১৬। অনন্তর সেই নৃপতি, এক দিন উদ্বিগ্নচিত্ত ও সংসারভয়ে ভীত হইয়া, গুরুদেব ত্রিতলকে নির্জ্জনে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৭। ভগীরথ কহিলেন;—হে বিভো! অন্তঃশূন্য এই সংসারবৃত্তি এবং তৎফলভূত স্বর্গনরকাদ্যরণ্যে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া, অতিশয় খেদপ্রাপ্ত হইয়াছি। ১৮। (কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,) হে ব্রহ্মন্! জরা, মৃত্যু, এবং মোহাদি-রূপময় সর্ব্বদুঃখবিধায়ি সংসারের কিরূপে অন্ত ঘটিয়া থাকে? । ১৯। ত্রিতল কহিলেন;—হে রাজন্! শ্রবণ-মননাদি সাধনচতুষ্টয় দ্বারা চিরকালাভ্যস্ত যে সাম্যবিক্ষেপশূন্য সমাধি, তদাত্মময় হইয়া জ্ঞেয়—ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে, আত্মা পূর্ণানন্দ, বিভাগবিহীন ও বিলাসময় হইয়া উঠে; হে অনঘ! তখন)

ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বদুঃখানি ত্রুট্যন্তি গ্রন্থয়োঽভিতঃ।
সংশয়াঃ সমতাং যান্তি সর্ব্বকর্ম্মাণি চানঘ। ২১।
জ্ঞেয়ং বিদুরথাত্মানং সংশুদ্ধং জ্ঞপ্তিরূপিণং।
স চ সর্ব্বগতো নিত্যং নাস্তমেতি নচোদয়ঃ। ২২।

ভগীরথ উবাচ।

চিন্মাত্রং নির্গুণং শান্তমস্তি নির্ম্মলমচ্যুতং।
দেহাদি নেতরৎ কিঞ্চিদিতি বেদ্মি মুনীশ্বর। ২৩।
কিং তত্র প্রতিপত্তির্মে স্ফুটতামেতি নেতরা।
এতাবন্মাত্রসংবিত্তিঃ স্যামহং ভগবন্ কথং। ২৪।

ত্রিতল উবাচ।

জ্ঞানেন জ্ঞেয়নিষ্ঠত্বমেতি চেতো হৃদম্বরে।
ততঃ সর্ব্ববপুর্ভূত্বা ভূয়ো জীবো ন জায়তে। ২৫।

সকল প্রকার দুঃখ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সংসারগ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়, এবং সংশয়-নিচয় ও নিখিল কর্ম্ম সকল সমতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২০। ।২১। আত্মাকে সংশুদ্ধ, বিজ্ঞানময় এবং জ্ঞেয় বলিয়া আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বর্ণন করিয়া থাকেন; (বাস্তবিক,) উহা নিত্যকালই সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; কখনও উহাকে অদৃশ্য, বা অনুদিত দেখা যায় না। ২২। ভগীরথ কহিলেন;—হে মুনীন্দ্র! (এই সংসারে কেবল) নির্গুণ, নির্ম্মল, শান্ত, অচ্যুত, চিন্মাত্র এক পদার্থ আছেন; দেহাদি অন্য পদার্থ কিছুই নাই, ইহা আমি অবগত আছি। ২৩। (কিন্তু এরূপ হইলেও) তাহাতে আমাদের প্রতিপত্তি কি? এবং অন্য—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধীয় প্রবৃত্তিই বা প্রকাশ পায় না কেন? হে ভগবন্! আমার অন্তরে এই প্রকার সন্দেহাত্মক জ্ঞানের আধিপত্য আছে। ২৪। ত্রিতল কহিলেন;—হৃদয়াকাশে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে চিত্ত, জ্ঞেয় পদার্থ জানিতে এবং তাহার প্রতি নিষ্ঠাবান্ হইতে পারে; তাহার পর জীব সর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং আর উহাকে জন্ম-গ্রহণ-ক্লেশ ভোগ

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু । ২৬ ।
আত্মনোঽনন্যযোগেন তদ্ভাবনমনারতং ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতি র্জনসংসদি । ২৭ ।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং ।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং তদতোঽন্যথা । ২৮
রাগদ্বেষক্ষয়াকারং সংসারব্যাধিভেষজং ।
অহঙ্কারোপশান্তৌ তু রাজন্ জ্ঞানমবাপ্যতে । ২৯ ।

ভগীরথ উবাচ ।

শরীরেঽস্মিংশ্চিরারূঢ়ো গিরৌ তরুরিব স্বকে ।
অহংভাবো মহাভাগ বদ মে ত্যজ্যতে কথং । ৩০ ।

করিতে হয় না । ২৫ । পুত্র, কলত্র এবং গৃহাদির প্রতি আসক্তিবিহীনতা ও স্নেহহীনতা, ইষ্ট এবং অনিষ্টলাভে নিত্যকাল মনের সমাবস্থা, । ২৬ । (ভগবানের নাম-শ্রবণাদিতে অনুরক্ত না হইলেও তত অনিষ্ট নাই, কিন্তু) নিকৃষ্ট আত্মার নিয়ত ভাবনা, নির্জনপ্রদেশে অবস্থিতি, লোকসহবাসে অনিচ্ছা । ২৭ । অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠদ্বারা শ্রবণমননাদিতে অভ্যাস, তত্ত্বজ্ঞানসন্দর্শন এই সকলই জ্ঞানের কার্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, ইহার অন্যথার নাম অজ্ঞান । ২৮ । হে রাজন্ ! অহংভাবের শান্তি ঘটিলে রাগ-দ্বেষ-বিনাশক সংসার-ব্যাধির ঔষধস্বরূপ জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে । ২৯ । যেরূপ পর্বত পৃষ্ঠে পাদপের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ অহংভাব এই শরীরে চিরকালই উৎপন্ন হইতেছে ; অতএব, হে মহাভাগ ! তাহাকে কি প্রকারে ত্যাগ করা যায়, বলুন । ৩০ । ত্রিতল কহিলেন ;—বিষয়-ভোগ-বাসনা অন্তরে

ত্রিতল উবাচ।

পৌরুষেণ প্রযত্নেন ত্যক্ত্বা ভোগৌঘভাবনাং।
গত্বা বিকসিতাং সত্তামহঙ্কারো বিলীয়তে। ৩১।
যন্ত্রণাপঞ্জরং যাবদ্ভগ্নং লজ্জাদিনাখিলং।
অকিঞ্চনত্বশেষেণ স্ফুটা তাবদহঙ্কৃতিঃ। ৩২।
সর্ব্বমেতদ্ধিয়া ত্যক্ত্বা যদি তিষ্ঠসি নিশ্চলঃ।
তদহঙ্কারবিলয়ং ত্বমেবং কর্ত্তুমর্হসি। ৩৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ তস্য গুরোর্বক্ত্রাদিত্যাকর্ণ্য ভগীরথঃ।
মনস্যাহিতকর্ত্তব্যঃ স্বব্যাপারপরোঽভবৎ। ৩৪।
ততঃ কতিপয়েষ্বেব বাসরেষু গতেষু সঃ।
অগ্নিষ্টোমমখং চক্রে সর্ব্বত্যাগৈকসিদ্ধয়ে। ৩৫।

প্রকাশিত হইলে, শুদ্ধাত্মার আকার ধারণ করিয়া থাকে, যদি তাহাকে পৌরুষ-প্রযত্নসহকারে পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে অহঙ্কার লয় পাইয়া থাকে। ।৩১। যে কাল পর্য্যন্ত (আমার রাজ্যাপহরণ ঘটিয়াছে, সুতরাং আমাকে লোকে গৌরব করিবে না, শত্রুগণ উপহাস করিবে, আমি কিরূপে সকল অভিলাষ পূর্ণ করি, কিরূপে ভিক্ষা দ্বারা দিনপাত করি) এরূপ লজ্জাদি দ্বারা যন্ত্রণাপঞ্জর ভগ্ন না হইয়া থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত অহঙ্কার স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩২। যদি তুমি বুদ্ধিসাহায্যে এ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতে পার, তাহা হইলে এরূপে অহঙ্কার-বিনাশপক্ষে তোমার সামর্থ্য প্রকাশ পাইবে। ৩৩। বশিষ্ঠ কহিলেন;—অনন্তর নৃপতি ভগীরথ, গুরুদেবের বদনবিনিঃসৃত এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া, মনে মনে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির করত তৎসাধনে স্থিরনিশ্চয় হইলেন। ৩৪। তদনন্তর কতিপয় দিবস গত হইলে পর, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশে অগ্নিষ্টোম নামক মহদ্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ৩৫। সেই নরেশ্বর, যজ্ঞ-

গোভূম্যশ্চ হিরণ্যাদি দদৌ ধনমশেষতঃ।
দ্বিজেভ্যো নিজবন্ধুভ্যো যজ্ঞার্থং স মহীপতিঃ। ৩৬।
দিবসত্রয়মাত্রেণ সর্ব্বমেব পরিত্যজন্।
অসুমাত্রাবশেষোঽসাবাসীদ্রাজা ভগীরথঃ। ৩৭।
অথ সর্ব্বার্থরিক্তং তৎ খিন্নপ্রকৃতিপৌরকং।
সীমান্তিনে তৃণমিব রাজ্যং স্বমরয়ে দদৌ। ৩৮।
আক্রান্তে দ্বিষতা রাজ্যে মুনিঃ সদ্মনি মণ্ডলে।
অধোবাসোঽবশেষোঽসৌ নির্জগাম স্বমণ্ডলাৎ। ৩৯।
যত্র ন জ্ঞায়তে নাম্না যত্র ন জ্ঞায়তে মুখাৎ।
তত্র গ্রামেষ্বরণ্যেষু দূরেষু বাসধৈর্য্যবান্। ৪০।
ইত্যল্পেনৈব কালেন প্রশান্তসকলৈষণঃ।
পরমেন শমেনাসাবাপ বিশ্রান্তিমাত্মনি। ৪১।

কার্য্য-সমাধান্তে দ্বিজ এবং নিজ বন্ধুদিগকে গো, ভূমি, স্বর্ণ এবং অর্থ অকাতরে বিতরণ করেন। ৩৬। এইরূপে তিন দিবসের মধ্যে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল জীবনমাত্র ধারণ করিয়া অবস্থিতি করেন। ৩৭। অনন্তর যে সময়ে তাঁহার সকল অর্থ রিক্তহস্তে পতিত হয়, যে সময়ে তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জ ও পুরবাসিগণ (তদীয় অবস্থা দর্শনে) খিদ্যমান হইতে থাকে; তিনি এরূপ সময়ে সন্নিহিত শত্রুদিগকে স্বরাজ্য প্রদান করেন। ৩৮। বিপক্ষেরা তদীয় রাজ্য-মণ্ডল এবং গৃহ অধিকার করিলে, তিনি কৌপীনাবরণে শরীর আবৃত করিয়া স্বকীয় অধিকার হইতে বিনির্গত হইলেন। ৩৯। তাঁহাকে দর্শন করিয়া যেখানকার লোকে চিনিতে পারিবে না, যেখানে লোকমুখে তাঁহার নাম প্রচারিত হইবে না, তিনি দূরস্থিত সেই সকল গ্রাম ও অরণ্যমধ্যে ধৈর্য্যসহকারে বাস করিতে লাগিলেন। ৪০। (এইরূপে) অল্পকাল মধ্যে সকল বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, পরম শান্তি লাভ করত স্বয়ং বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইলেন। ৪১।

ভ্রমন্ দ্বীপানি ভূপীঠে কদাচিৎ কালযোগতঃ।
অবশঃ শক্রুণাক্রান্তং স্বমেব প্রাপ তৎপুরং। ৪২।
বিবিদুস্তে নৃপং পৌরা মন্ত্রিণশ্চ ভগীরথং।
পূজয়ামাসুরথ তং সবিষাদাঃ সপর্য্যয়া। ৪৩।
প্রভো রাজ্যং গৃহাণেতি প্রার্থিতোঽপারিণা মুনিঃ।
নাদত্তে নাদৃতাশেষস্তৃণমপ্যশনাদৃতে। ৪৪।
কতিচিদ্দিবসাংস্তত্র নীত্বান্যত্র জগাম সঃ।
ভগীরথোঽয়ং হা কষ্টমিতি লোকেন শোচিতঃ। ৪৫।
অথান্যত্রোপশান্তাত্মা পরিবিশ্রান্তধীঃ সুধীঃ।
আত্মারামং কদাচিত্তু স প্রাপ ত্রিতলং গুরুং। ৪৬।
স্বমেব স্বাগতং কৃত্বা তেন সার্দ্ধং ভগীরথঃ।
কঞ্চিৎ কালমুবাসাদ্রৌ বনে গ্রামে পুরে জনে। ৪৭।

(এইরূপে) কিছুকাল ভূপৃষ্ঠস্থ দ্বীপ সকল পরিভ্রমণ করিয়া, (অবশেষে) দর্শনেচ্ছুক হইয়া বিপক্ষাধিকৃত স্বকীয় পুরমধ্যে উপনীত হইলেন। ৪২। পুরবাসী এবং অমাত্যবৃন্দ তাঁহাকে ভগীরথ বলিয়া চিনিতে পারিলেন, এবং বিষণ্ণমনে পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। ৪৩। রাজ্যশত্রু নব ভূপতি, মুনিব্রতধারী সেই নৃপতিকে 'প্রভো! আপন রাজ্য গ্রহণ করুন' বলিয়া প্রার্থনা জানাইলে, তিনি আপন-রাজ্য-পালনে অনাদর প্রকাশ করিয়া, রাজ্যগ্রহণ দূরে থাকুক, ভোজন ভিন্ন একটি তৃণখণ্ড পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না। ৪৪। তিনি কিয়দ্দিন মাত্র সেখানে অবস্থিতি করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন; (তখন) সকল ব্যক্তিই ভগীরথের এই অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। ৪৫। অনন্তর সুধী নৃপতি, কোনও সময়ে শান্তিলাভ করত বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন পূর্ব্বক আত্মারাম গুরুদেব ত্রিতলাশ্রমে উপনীত হইলেন।৪৬। তিনি স্বকীয় গুরুদেবকে বন্দনা করিয়া, তাঁহার সহিত কিছুকাল পর্ব্বতে, কিয়দ্দিন বনে, কিছু সময় গ্রামে, দিন কত কাল পুরমধ্যে, এবং কিয়দ্দিন লোকালয়ে বাস

সমতামুপযাতৌ তৌ গুরুশিষ্যৌ সমৌ স্থিতৌ।
কলয়াযাসতুঃ স্বস্থৌ বিনোদং দেহধারণং। ৪৮।
কিময়ং ধার্য্যতে দেহঃ কিম্বানেনোজ্‌ঝিতেন নঃ।
যথাক্রমং যথাচারং তিষ্ঠত্বেষ যথাস্থিতং। ৪৯।
ইতি নিশ্চিত্য তিষ্ঠন্তৌ তৌ বনাদ্বগামিনৌ।
অনানন্দং পরানন্দং নাসুখং নচ মধ্যমং। ৫০।
ধনানি বাজিবিভবাদৈশ্বর্য্যং চাষ্টধোদিতং।
সিদ্ধৈরপ্যর্পিতং তুষ্টৈর্মেনাতে জর্জ্জরং তৃণং। ৫১
স্বকর্ম্মণৈব দেহোঽয়ং যাবৎ সত্বমনিচ্ছয়া।
ধারণীয় ইতি স্বেন কর্ম্মণৈবাথ তস্থতুঃ। ৫২।

করিতে লাগিলেন। ৪৭। সাম্যভাবাপন্ন গুরু শিষ্য দুই জনে সুখে অবস্থিতি করিয়া কৌতূহলবিশিষ্ট দেহধারণসম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ৪৮। কিজন্য এই দেহ ধারণ করিতে হয়? ইহা পরিত্যাগ করিলেই বা আমাদের কি ক্ষতি? (যাহা হউক,) শাস্ত্রানুসারে বৃদ্ধাচারের অনুসরণ করিয়া ইহা যেরূপে থাকিতে হয়, থাকুক। ৪৯। এই প্রকার অবধারণ করিয়া তাঁহারা এক বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন, এবং যাঁহাকে পাইলে বিষয়ানন্দ সামান্য বলিয়া অনুভূত হয়, সেই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন; কোনও প্রকার অসুখ, বা সুখদুঃখের মধ্য-দশার লেশ পর্য্যন্ত ভোগ করিলেন না। ৫০। সিদ্ধ ব্রহ্মাদি সকলে সন্তুষ্টমনে অনিমাদি-ভেদে যে অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন, ধনাদি ও অশ্বসমূহ-সমেত সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে তাঁহারা দুই জনে জীর্ণ তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিলেন। ৫১। স্বকীয় কর্ম্মানুসারে এই দেহপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, সুতরাং প্রারব্ধ-কর্ম্ম-নিবন্ধন যে পর্য্যন্ত আয়ুর পরিমাণ, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে কর্ম্মানুসারে ইহাকে ধারণ করিতে হইবে জানিয়া, তাঁহারা অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ৫২।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

অথৈকদা পুরে শ্রেষ্ঠে কস্মিংশ্চিন্মণ্ডলান্তরে ।
অনপত্যং নৃপং মৃত্যুরহন্ মৎস্য ইবামিষং । ৫৩ ।
তত্র প্রকৃতয়ঃ খিন্না নষ্টদেশক্রমা নৃপং ।
অন্বিষ্যন্তি স্ম সংযুক্তং গুণলক্ষ্ম্যা বিশালয়া । ৫৪ ।
তং ভগীরথমাসাদ্য স্থিরং ভিক্ষাচরং মুনিং ।
পরিজ্ঞায় সমানীয় সৈন্যে চক্রুর্মহীপতিং । ৫৫ ।
ভগীরথঃ ক্ষণেনৈব প্রাবৃষীবাম্বুনা সরঃ ।
বলিতঃ সেনয়া গুর্ব্যা ঝটিত্যাশিশ্রিয়ে গজং । ৫৬
ভগীরথো জগন্নাথো জয়তীতি জনারবৈঃ ।
নীরন্ধ্রতামুপাজগ্মু র্গিরীন্দ্রাণাং মহাগুহাঃ । ৫৭ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—অনন্তর এক সময়ে অধিকৃত আস্পদ হইতে অন্য কোনও প্রধান মণ্ডলান্তরে গমন করিলে পর, ক্ষুদ্র মৎস্যকে যেরূপ বৃহৎ মৎস্যে ভক্ষণ করে, তাহার ন্যায় মৃত্যু, পুত্রবিহীন নৃপতি ভগীরথের জীবন হরণ করিল । ৫৩ । তাহাতে প্রজাগণ রাজার অভাবে খিন্ন হইয়া স্বদেশ-মর্য্যাদা-পালনের অনিষ্টাশঙ্কায় উপযুক্ত গুণসম্পন্ন অপর এক জন নৃপালকে অন্বেষণ করিতে থাকিল । ৫৪ । (অন্বেষণ করিতে করিতে) ভিক্ষুব্রত-ধারী সেই ভগীরথকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে সর্ব্বগুণসমন্বিত জানিয়া, আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজাসনপ্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইল । ৫৫ । যেরূপ বর্ষাসময়ের জলধারা সরোবরে নিপতিত হইয়া উহাকে পূর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগীরথ, ক্ষণকালের মধ্যে গুরুসৈন্য সমভিব্যাহারে সত্বর গজারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন । ৫৬ । "আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা সেই রাজা আসিয়াছেন, অতএব তাঁহার জয় হউক", লোকদিগের এই প্রকার কলরব সমুত্থিত হওয়াতে গিরীন্দ্রদিগের গুহা পর্য্যন্ত ঐ রবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । ৫৭ । (একদা)

তত্র তং পালয়ন্তং তদ্রাজ্যং রাজানমাদৃতাঃ।
আজগ্মুঃ প্রাক্‌প্রকৃতয়ঃ প্রাহুরিত্থং নৃপাধিপং। ৫৮।

প্রকৃতয় উচুঃ।

রাজন্নস্মাকমধিপো যস্ত্বয়া স পুরস্কৃতঃ।
মৃত্যুনা বিনিগীর্ণোঽসৌ মৎস্যেনেবামিষং মৃদু। ৫৯।
তত্তৎ পালয়িতুং রাজ্যং প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
অপ্রার্থিতোপযাতানাং ত্যাগোঽর্থানাঞ্চ নোচিতঃ। ৬০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি সংপ্রার্থিতো রাজা তদঙ্গীকৃত্য তদ্বচঃ।
সপ্তসাগরচিহ্নায়াঃ স বভূব ভুবঃ পতিঃ। ৬১।
সমঃ শান্তমনা মৌনী বীতরাগো বিমৎসরঃ।
প্রাপ্তকার্য্যৈককরণঃ স তিরোহিতবিস্ময়ঃ। ৬২।

তিনি রাজকার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে তদীয় প্রাক্তন রাজ্যাধিকার-কালের মন্ত্রী ও পুরোহিতাদি প্রকৃতি সকলে, সসম্ভ্রমে সেখানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৫৮। হে রাজন্! আপনি আমাদিগের রাজ্যাধিপতি ছিলেন, যাহার হস্তে আপনি রাজ্যভার প্রদান করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি, বৃহৎ মৎস্য যেরূপ ক্ষুদ্র মৎস্যের প্রাণ সংহার করে, তাহার ন্যায় মৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইয়াছে। ৫৯। অতএব, আপনি পূর্ব্বতন রাজ্যভার গ্রহণ ও তৎপ্রতিপালন পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি প্রসন্নতা প্রদর্শন করুন; (জানিবেন,) যে সকল বস্তু প্রার্থনা না করিলেও করস্থ হইয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ৬০। বশিষ্ঠ কহিলেন;—তাঁহারা নৃপতির নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সপ্তসমুদ্রচিহ্নিত পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ৬১। শান্তমনা, মৌনব্রতধারী, বিষয়বাসনাবিহীন, মৎসরশূন্য, কার্য্যকালে স্থিরমতি সেই নৃপতি, তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে বিস্ময়ভাব দূরীভূত করিয়া,। ৬২। যাঁহারা অধ্যাত্মেষণে

পাতালতলনষ্টানাং সাগরাকারকারিণাং।
পিতামহানাং গঙ্গাম্বু শুশ্রুবে তারণক্ষমং। ৬৩।
ততো রাজ্যং পরিত্যজ্য মন্ত্রিণাং ভূপতিঃ শমী।
তপসে কার্য্যকার্য্যেহ জগাম বিজনং বনং। ৬৪।
তত্রবর্ষসহস্রৈশ্চ সমারাধ্য পুনঃ পুনঃ।
ব্রহ্মাণং শঙ্করং জহ্নুং ভুবি গঙ্গামযোজয়ৎ। ৬৫।
ততঃ প্রভৃত্যমলতরঙ্গভঙ্গিনী
জগৎপতেঃ শশিবিভৃদঙ্গসঙ্গিনী।
নভস্তলান্নিপততি গাং ত্রিমার্গগা
মহাত্মনামিব বহুপুণ্যসন্ততিঃ। ৬৬।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে গঙ্গাবতরণং
নাম ষট্‌ষষ্টি সর্গঃ। *। ৬৬। *।

নির্গত হইয়া পৃথিবী খনন পূর্ব্বক তাহাকে সাগরাকারে পরিণত করিয়াছিলেন, কপিল-শাপ বশতঃ ভস্মীভূত সেই সকল পিতামহদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পবিত্র জাহ্নবী-জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবা করিলেন।৬৩। তদনন্তর শান্তিগুণাবলম্বী সেই নৃপতি, গঙ্গানয়ন-চেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়া মন্ত্রীদিগের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক তপশ্চরণোদ্দেশে বিজন বনে প্রবেশ করিলেন। ৬৪। তিনি সেখানে যথাক্রমে সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মা, শঙ্কর এবং জহ্নুমুনিকে সন্তুষ্ট করত পৃথিবীতে ত্রিলোকপাবনী গঙ্গাকে অবতরণ করিলেন। ৬৫। সেই অবধি শিবশিরোবিহারিণী, অমল-তরঙ্গবাহিনী, ত্রিমার্গগামিনী সুরধুনী, মহাত্মা ব্যক্তিদিগের বহুতর পুণ্যপুঞ্জের ন্যায় নভঃপ্রদেশ হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৬৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতামবষ্টভ্য দৃশং ভগীরথধিয়া ধৃতাং।
সমঃ স্বস্থো যথা প্রাপ্তং কার্য্যমাহর শান্তধীঃ। ১।
ইদং পূর্ব্বং পরিত্যজ্য ক্রোড়ীকৃত্য মনঃ-খগং।
শান্তমাত্মনি তিষ্ঠ ত্বং শিখিধ্বজ ইবাচলঃ। ২।

শ্রীরাম উবাচ।

কোঽসৌ শিখিধ্বজোনাম কথং বা লব্ধবান্ পদং।
এতন্মে কথয় ব্রহ্মন্ ভূয়োবোধবিবৃদ্ধয়ে। ৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

দ্বাপরেঽভবতাং পূর্ব্বমিদানীঞ্চ ভবিষ্যতঃ।
তেনৈব সন্নিবেশেন দম্পতী স্নিগ্ধতাং গতৌ। ৪।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—(হে রামচন্দ্র !) তোমার বুদ্ধি শান্তিপথে প্রস্থিত হইয়াছে, অতএব, ভগীরথ যেরূপ শেষাবস্থায় রাজ্যশাসনকালে বুদ্ধিপ্রভাবে দৃষ্টিকে ধারণ করিয়াছিলেন, তুমিও তাঁহার ন্যায় তোমার এই দৃষ্টিকে স্থির রাখিয়া, সর্ব্বত্রে সমদর্শী ও সুস্থমতি হইয়া, যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইবে, তৎসম্পাদনে যত্নবান্ হইতে থাক। ১। তুমি প্রথমেই এই সমস্ত বিভবাদিকে পরিত্যাগ এবং মনোরূপ বিহঙ্গকে ক্রোড়ে সংস্থাপন—অর্থাৎ নিরুদ্ধ করিয়া, অচলের ন্যায় স্থিরভাবাপন্ন, শিখিধ্বজ সদৃশ আত্মার শান্তি বিধান পূর্ব্বক অবস্থিতি কর। ২। শ্রীরাম কহিলেন ;—কাহার নাম শিখিধ্বজ? এবং সে ব্যক্তি কিরূপেই বা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? আমার জ্ঞানোদ্রেকের জন্য পুনর্ব্বার আমাকে ঐ কথা জানাইয়া দিউন। ৩। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—পূর্ব্বকল্পে দ্বাপরে (শিখিধ্বজ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, এই দুই) দম্পতী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; বর্ত্তমানেও সন্নিবেশ-নিবন্ধন তাঁহারা প্রাদুর্ভূত হইবেন ; ঐ দুই স্ত্রীপুরুষ, প্রণয়বন্ধনে সবিশেষ আবদ্ধ। ৪। শ্রীরাম কহি-

শ্রীরাম উবাচ।

ত্বং পূর্ব্বমাসীদ্ভগবংস্তদিদানীং তথৈব হি।
ভবিষ্যতি কিমর্থং বৈ বদ মে বদতাং বর। ৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

জগন্নির্ম্মাণনিয়তেরস্যা ব্রহ্মাদিসংবিদঃ।
ঈদৃশ্যবস্থিতির্নিত্যমনিবার্য্যস্বভাবজা। ৬।
যদন্যদ্বহুশো ভূত্বা পুনর্ভবতি ভূরিশঃ।
অভূত্বৈব ভবত্যন্যঃ পুনশ্চ ন ভবত্যলং। ৭।
অন্যৎপ্রাক্সন্নিবেশাঢ্যং সাদৃশ্যেন বিবল্গতি।
সদৃশা বিষমাশ্চৈব যথা সরসি বীচয়ঃ। ৮।
তা এবান্যাশ্চ দৃশ্যন্তে ব্যবস্থাঃ সংসৃতৌ তথা।
তস্মাদ্রাজেব ভূয়োঽপি বক্ষ্যমাণকথেশ্বরঃ। ৯।

লেন;—হে বাগ্মিবর! পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা সেইরূপই হইতেছে; অতএব, পরেও হইবে বলিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তাহা কিরূপ, আমাকে জানাইয়া দিউন। ৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে নিয়তিরূপী ব্রহ্মাদি দেবতাগণের (সত্যসংকল্পময়) জ্ঞানের এ প্রকার অনিবার্য্য স্বভাবই তাহার হেতু। ৬। যেরূপ একটি পদার্থ বহু পদার্থে পরিণত হয়, এবং তাহা হইতে অনন্ত পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যেরূপ স্কন্ধবট উৎপন্ন না হইলেও প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, এবং ইহা ছিন্ন হইলে পুনঃ সংলগ্ন হয় না,। ৭। সরোবরে যেরূপ সদৃশ ও বিসদৃশ বীচির সমুদ্ভব, সেইরূপ সাদৃশ্যপরম্পরায় পূর্ব্ব-সন্নিবেশ-বিশিষ্ট অন্য পদার্থ শোভা পাইয়া থাকে। ৮। শিখিধ্বজ প্রভৃতির সংসারে এবং অন্যত্রও সেই ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই কারণে জন্মান্তরীণ শিখিধ্বজ রাজার ন্যায় বর্ণ্যমান উপাখ্যানের শিখি-ধ্বজও রাজা বলিয়া বর্ণিত হইবেন। ৯। প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যগিরির অদূরবর্ত্তী

জম্বুদ্বীপে প্রসিদ্ধস্য বিন্ধ্যস্যাদূরসংস্থিতে।
মালবানাং পুরে শ্রীমান্ শিখিধ্বজ ইতীশ্বরঃ। ১০।
ধৈর্য্যৌদার্য্যদশাযুক্তঃ ক্ষমাশমদমান্বিতঃ। ১১।
শূরঃ শুভসমাচারো মৌনী গুণগণাকরঃ।
আহর্ত্তা সর্ব্বযজ্ঞানাং জেতা সর্ব্বধনুষ্মতাং। ১২।
কর্ত্তা সকলকার্য্যানাং ভর্ত্তাপূর্ব্ববপুর্ভুবঃ।
পেশলস্নিগ্ধমধুরো বিদগ্ধঃ প্রীতিসাগরঃ। ১৩।
স ধীমান্ মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং যশসা শুক্লয়ন্ দিশঃ।
অথ গচ্ছৎসু বর্ষেষু বসন্তে প্রোল্লসত্যলং। ১৪।
পুষ্পেষু জৃম্ভমাণেষু স্ফুরৎসু শশিরশ্মিষু।
গায়ৎসু গহনেষূচ্চৈর্মিথুনেষ্বলিনাং মিথঃ। ১৫।

জম্বুদ্বীপমধ্যে মালবপুরে শিখিধ্বজ নামে প্রিয়দর্শন এক নরপতি থাকেন।১০। তিনি, ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য-গুণসম্পন্ন, ক্ষমা, শম এবং দম তাঁহার আভরণ। ১১। তাঁহার বল যেরূপ অমিত, সেইরূপ শুভ কার্য্যে তাঁহার মনের গতি প্রধাবিত ছিল; সতত মৌনব্রতই তাঁহার প্রধান গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইত; তিনি সকল প্রকার যজ্ঞের আহরণকর্ত্তা, এবং ধনুর্দ্ধারী সকল বীরদিগের জয়কর্ত্তা ছিলেন। ১২। তাঁহার শরীর যেরূপ অপূর্ব্ব ছিল, তিনি তদনুরূপ সকল কার্য্যের কর্ত্তা, এবং সকল ভূমির ভর্ত্তা ছিলেন; তাঁহার কথায় স্নিগ্ধতা, মধুরতা ও পটুতার অভাব ছিল না; লোকপ্রচলিত শাস্ত্রাদি-রসে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল; তদীয় অন্তঃকরণ প্রকৃত মানবের ন্যায় প্রীতিপূর্ণ। ১৩। বুদ্ধিমান্ সেই নরাধিপ, মন্ত্রিবর্গসমভিব্যাহারে (রাজ্যপালন পূর্ব্বক) দিঙ্মণ্ডলকে যশঃপ্রভাবে শুক্লীকৃত করিয়া, তদীয় যৌবনকাল সমাগত হইলে, বসন্তকাল আবির্ভূত হয়। ১৪। তখন সুস্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ সমুদ্ভাসিত, কুসুমসমূহ বিকসিত এবং বনে ভ্রমর-মিথুন-সকল প্রফুল্লমনে সঙ্গীত-চর্চ্চায় নিযুক্ত হইতে থাকিল। ১৫।

আবাতি মধুরে বায়ৌ শশিশিকরশীতলে।
কান্তাং প্রতি বভূবাস্য বসচ্চেতঃসমুৎসুকং। ১৬।
ক্ষীরং কুসুমসম্ভারসৌগন্ধ্যমধুরাসবৈঃ।
মনো নান্যাস্পদং চক্রে স বসন্তমিবোদিতং। ১৭।
কদা প্রণয়িনীং মুগ্ধাং হেমাব্জমুকুলস্তনীং।
করিষ্যে কামিনীমেকপর্য্যঙ্কে কুঙ্কুমাঙ্কিতাং। ১৮।
মৃণালহারকুন্দেন্দুবৃন্দবল্ল্যভিলাষিণী।
মৎকৃতে মদনাতপ্তা কদা স্যাদিন্দুসুন্দরী। ১৯।
ইতি চিন্তাপরো ভূত্বা কুসুমাবচয়োন্মুখঃ।
বিজহার বনান্তেষু কুসুমোপবনেষু চ। ২০।
মন্ত্রিণস্তস্য হৃদ্ভাবং জ্ঞাত্বা বিবিধচেষ্টিতৈঃ।
বিবাহায় মনশ্চক্রু রীঙ্গিতজ্ঞা বিশেষতঃ। ২১।

(তখন) শশিশিকরসংপৃক্ত সুখস্পর্শ মধুর বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, সুতরাং শিখিধ্বজ মহীভুজের স্থিরচিত্ত, রমণীলাভে সমুৎসুক হয়। ১৬। কুসুমসমূহের সৌগন্ধ্য এবং তাহাদের মধুর মকরন্দে তাঁহার মন মত্ত হইয়া, রাগ-পল্লবিত সমুদিত বসন্ত ঋতুর ভাব ধারণ করে, সুতরাং প্রণয়িনী-প্রাপ্তি-বাসনা ভিন্ন, অন্য বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। ১৭। আমি কোন্ সময়ে মনোহারিণী হেমাব্জ-বিনিন্দিতামুদ্গতস্তনী কামিনীকে কুঙ্কুম দ্বারা তদীয় দেহ বিলিপ্ত করিয়া, আমার পর্য্যঙ্ক-শয্যায় স্থান দান করিব। ১৮। মৃণাল-হার, কুন্দ-কুসুম, ও শশিখণ্ড-লাঞ্ছিত-তনু কমনীয়-কান্তি কামিনী, কবে আমার জন্য মদন-দহনে দগ্ধ হইতে থাকিবে। ১৯। তিনি এই প্রকার চিন্তাপরায়ণ হইয়া, বনান্তে এবং উপবনসমূহে কুসুম-চয়নোদ্দেশে বিহার করিতে থাকেন। ২০। ইঙ্গিত-বেদী মন্ত্রিবর্গ, বিবিধ প্রকার চেষ্টা ও চিহ্ন সকল দ্বারা তদীয় মনোগত ভাবের পরিচয় অবগত হইয়া, তাঁহার বিবাহ-বিধানে মনঃসংযোগ করেন। ২১।

সুরাষ্ট্রাধিপতেঃ কন্যাং যযাচে যৌবনান্বিতাং।
রূপলাবণ্যসম্পন্নাং ভার্য্যার্থে বিধিনোত্তমাং। ২২।
উপযেমে স তামাত্ম-সদৃশীং প্রতিমামিব।
চূড়ালেতি ভুবি খ্যাতা নাম্না নৃপতিসুন্দরী। ২৩।
সা তং ভর্ত্তারমাসাদ্য রেজে ফুল্লেব পদ্মিনী।
নীলনীরজনেত্রাং তাং চূড়ালাং স শিখিধ্বজঃ।
স্নেহাদ্বিকাসয়ামাস সূর্য্যো দেবো যথাব্জিনীং। ২৪
হাবভাববিলাসাঢ্যৈরঙ্গৈর্নবলতেব সা।
সুমন্ত্র্যর্পিতসর্ব্বার্থঃ সসুখী সুস্থিতপ্রজাঃ। ২৫।

সুরাষ্ট্রদেশীয় নৃপতির কন্যা দেখিতে যেরূপ সুন্দরী, সেইরূপ যৌবনসম্পন্না জানিয়া, রাজার বিবাহ জন্য ঐ কন্যা প্রার্থনা করেন। ২২। উহাকে আত্মানুরূপিণী প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় জানিয়া, নৃপতি তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন; রাজান্তঃপুরে যেরূপ সৌন্দর্য্যের সমাদর, সুরাষ্ট্র-রাজকন্যা চূড়ালাও তাহার কোনও অংশে ন্যূন ছিল না। ২৩। ফুল্লারবিন্দ আপন-নায়ককে হৃদয়ে রাখিতে পারিলে, যেরূপ হৃষ্ট হইয়া থাকে, রাজপত্নী অভিমত পতিলাভে সেইরূপ হইয়াছিলেন; কমলিনীনায়ক কমলিনীকে পাইয়া যেরূপ প্রফুল্ল হয়, নীল-কমল-কান্তি চূড়ালাকে প্রাপ্ত হইয়া শিখিধ্বজও সেইরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২৪। (বসন্ত-সমাগমে) নব লতিকা যেরূপ শোভা ধারণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই চূড়ালা, হাবভাববিলাস প্রভৃতি শৃঙ্গার-চেষ্টাসূচক অঙ্গাদি দ্বারা সুশোভিত হইতে লাগিলেন; নৃপতি, উপযুক্ত অমাত্যদিগের প্রতি সকল প্রকার বিষয়কর্ম্ম সংন্যস্ত করাতে নিজে যেরূপ সুখী হইয়াছিলেন, প্রজাগণও উপযুক্ত মন্ত্রীদিগের ন্যায়ানুসারে রাজ্যপালন-নিবন্ধন তদনুরূপ সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২৫।

রাজহংস ইবাব্জিন্যা রেমে দয়িতয়া তয়া।
পুরান্তেষু বনান্তেষু দিগন্তেষু সরঃসু চ। ২৬।
এবং বহূনি বর্ষাণি মিথুনং নির্ভরস্পৃহং।
রেমে যৌবনলীলাভিরমন্দাভির্দিনে দিনে। ২৭।
অথ যাতেষু বহুষু বর্ষেষ্বাবৃত্তিশালিষু।
শনৈর্গলিততারুণ্যে ভিন্নকুম্ভাদিবাম্ভসি। ২৮।
তরঙ্গনিকরাকারভঙ্গুরব্যবহারিণি।
পাতঃ পক্বফলস্যেব মরণং দুর্নিবারণং। ২৯।
হিমাশনিরিবাম্ভোজে জরানিপতনোন্মুখী।
আয়ুর্গলত্যবিরতং জলং করতলাদিব। ৩০।
প্রাবৃষীব লতাতুম্বী তৃষ্ণৈকা দীর্ঘতাং গতা।
শৈলনদ্যা রয় ইব সংপ্রযাত্যেব যৌবনং। ৩১।

রাজহংস যেরূপ কমলিনীর সহিত কেলি করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রণয়িনীর প্রণয়ে বাধ্য হইয়া, নরনাথ, তাঁহার সহিত পুরান্তে, বনান্তে, দিগন্তে এবং সরোবর প্রভৃতিতে বিহার করিতে থাকেন। ২৬। এই প্রকারে সেই দম্পতীর দৃঢ় প্রেম নিবন্ধন ক্রমশঃ তাঁহাদের যৌবন-লীলা শিথিল হইলেও তাঁহারা বিহারে বিরত হন নাই। ২৭। তদনন্তর কুম্ভ, ছিদ্র হইলে তদন্তর্গত সলিল যেরূপ নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল অনেক বৎসর অতীত হইলে পর, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের যৌবন গলিত হইতে থাকে। ২৮। ফল যেরূপ পক্ব হইলে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়, জলের তরঙ্গের ন্যায় ভঙ্গুর এই দেহের মৃত্যু দুর্নিবার। ২৯। যেরূপ কমলোপরি হিমরূপ অশনি-সম্পাত হইলে উহা নষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ জরা, জীবকে নিপাতিত করিবার জন্য উন্মুখী থাকিয়া, করতলস্থ জলের যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আয়ুকে অনবরত গ্রাস করিয়া থাকে। ৩০। বর্ষা-সলিল-সম্পাতে অলাবুলতা যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় (সংসারে কেবল) একমাত্র বিষয়-বাসনা নিয়ত বৃদ্ধি

ইন্দ্রজালমিবাসত্যং জীবনং জীর্ণসংস্থিতি।
সুখানি প্রপলায়ন্তে শরা ইব ধনুশ্চ্যুতাঃ। ৩২।
পতন্তি চেতোদুঃখানি তৃষ্ণাগৃধ্র ইবামিষং।
বুদ্বুদঃ প্রাবৃষীবাপ্সু শরীরং ক্ষণভঙ্গুরং। ৩৩।
রম্ভাগর্ভ ইবাসারো ব্যবহারো বিচারগঃ।
সত্বরং যুবতায়াতি কান্তেবাপ্রিয়কামিনঃ। ৩৪।
বলাদরতিরায়াতা বৈরস্যমিব পাদপং।
তদিহ স্যাচ্ছুভাকারং স্থিরং কিমতিশোভনং। ৩৫।

পাইয়া থাকে; শৈল-প্রতিহত নদীবেগের অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ যৌবনকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩১। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল যেরূপ সত্য, জীর্ণ-ভাবাবস্থিত জীবনও তদ্রূপ; যেরূপ ধনু হইতে শর সকল নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা অন্যত্রে পতিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীবিত কালের সুখ সকল পলায়ন করিয়া থাকে; অর্থাৎ—জীবনধারণে সুখের লেশমাত্রও নাই। ৩২। (সংসারে কিরূপ সুখ ব্যাপিয়া আছে দেখ,) কর্ম্মসম্ভূত দুঃখ সকল জীবের চিত্তকে আক্রমণ করিয়া থাকে; গৃধ্র যেরূপ আমিষ-ভোজনে লালসা প্রকাশ করে, তাহার ন্যায় বিষয়-বাসনা জীবকে অধিকার করিয়া থাকে; বর্ষাকালে জলধারা নিপতিত হইলে তাহাতে যেরূপ বুদ্বুদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় (দেহীর এই দেহ) ক্ষণভঙ্গুর;—অর্থাৎ এই আছে, এই নাই। ৩৩। জীব বিচারের অধীন হইয়া যে সকল ব্যবহারাদির অনুসরণ করিয়া থাকে, (জানিও) তাহা রম্ভাগর্ভের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য; যেরূপ স্বকীয় কান্ত পরস্ত্রীতে আসক্ত হইলেও পতিব্রতা কান্তা তাঁহার সহবাস-কামনা করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় যৌবন সত্বর আগমন করিয়া থাকে। ৩৪। যেরূপ সময়ে বৃক্ষের রস শুষ্ক হইয়া থাকে, সেইরূপ ইষ্ট-বিষয়-লাভ না ঘটিলে মনকেও প্রবলতর দুর্ম্মনায়মান হইতে হয়; (যদি এইরূপই হইল, তবে) যে বস্তু সুন্দর ও সুখকর, সংসারে সেরূপ বস্তুর বিদ্যমানতা কোথায়? । ৩৫।

যদাসাদ্য পুনশ্চেতো দশাসু ন বিদূয়তে।
ইতি নির্ণীয় যুগ্মং তৎ সংসারব্যাধিভেষজং। ৩৬।
চিরং বিচারয়ামাস শাস্ত্রমধ্যাত্মসম্মতং।
আত্মজ্ঞানৈকমাত্রেণ সংসৃত্যাখ্যা বিসূচিকা। ৩৭।
সংশাম্যতীতি নিশ্চিত্য তাবাস্তাং তৎপরায়ণৌ।
তচ্চিত্তৌ তদ্গতপ্রাণৌ তন্নিষ্ঠৌ তদ্বিদাশ্রয়ৌ।
তদা তদর্চ্চনপরৌ তদীহৌ তৌ বিরেজতুঃ। ৩৮।
অথ সাবিরতং রাম রমণীয়পদক্রমান্।
শ্রুত্বাধ্যাত্মবিদাং বক্ত্রাচ্ছাস্ত্রার্থাংস্তারণক্ষমান্।
ইত্থং বিচারয়ামাস স্বমাত্মানমহর্নিশং। ৩৯।
কিমর্থমাগতো মোহঃ কথমভ্যুত্থিতোঽপি বা।
দেহস্তাবজ্জড়ো মূঢ়ো নাহমিত্যেব নিশ্চয়ঃ। ৪০।

তাঁহারা দুই স্ত্রী পুরুষে, যে পদার্থ প্রাপ্ত হইলে জন্মমরণাদি দশাতে চিত্তের পুনর্ব্বার দুঃখভোগ না ঘটে, সংসার-ব্যাধির ঔষধ স্বরূপ সেই প্রকৃত পদার্থকে অবধারণ করিয়া,। ৩৬। অধ্যাত্ম-শাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্যকে দীর্ঘ কাল ধরিয়া বিচার করিয়াছিলেন; একমাত্র আত্মজ্ঞান সমুদিত হইলে সংসার নামক বিসূচিকার। ৩৭। শান্তি ঘটিয়া থাকে, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, তাঁহারা দুই জনে তৎপরায়ণ, তদ্গতচিত্ত, তদ্গতপ্রাণ, তন্নিষ্ঠ এবং অধ্যাত্ম-শাস্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া সেই অবধি ব্রহ্মের অর্চ্চনা ও তল্লাভচেষ্টা করত বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৩৮। অনন্তর হে রামচন্দ্র! সেই চূড়ালা, অধ্যাত্ম-শাস্ত্রবেত্তাদিগের মুখ হইতে সংসার-সমুদ্র-তরণোপায়-স্বরূপ রমণীয় পদবিন্যাসপূর্ণ শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবগত হইয়া, এই প্রকারে স্বকীয় আত্মা-সম্বন্ধে অবিরত বিচার করিয়াছিলেন। ৩৯। কি জন্য মোহের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে? কি কারণেই বা উহার উৎপত্তি হয়? দেহ, জড় এবং মূঢ়, তাহা আমি জানি; কিন্তু তা বলিয়া আমি জড়ভাবাপন্ন, কিম্বা মূঢ় নহি। ৪০। "আমি স্থূল, আমি গৌর

আবালমেতৎ সংসিদ্ধং মতৌ চৈবানুভূয়তে।
কর্ম্মেন্দ্রিয়গণশ্চাস্মাদভিন্নাবয়বাত্মকঃ। ৪১।
অবয়বাবয়বিনো র্ন ভেদো জড় এব চ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়গণোঽপ্যেবং জড় এবেতি দৃশ্যতে। ৪২।
বুদ্ধির্নিশ্চয়রূপৈবং জড়াসত্ত্বেব নিশ্চয়ঃ।
খাতেনেব সরিন্নূনং সাহঙ্কারেণ বাহ্যতে।
অহঙ্কারোঽপি নিঃসারো জড় এব শবাত্মকঃ। ৪৩।
ইতি সঞ্চিন্তয়ামাস চিরায়েত্থং ব্যবুদ্ধত।
অহো নু চিরকালেন জ্ঞাতং জ্ঞেয়মনাময়ং। ৪৪।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে চূড়ালাপ্রবোধো নাম
সপ্তষষ্টি সর্গঃ। *। ৬৭। *।

ইত্যাদি বুদ্ধি-ভেদ থাকিলেও” তথাপি বালক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন পর্য্যন্ত সকলে যে দেহের জড়ত্ব অনুভব করিয়া থাকে, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ; কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ ইহা হইতে অপৃথগাকারে অবস্থিতি করে;—অর্থাৎ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় জড়-দেহ হইতে ভিন্ন নহে। ৪১। অবয়বের সহিত অবয়বধারীর ভিন্নতা হইতে পারে না, সুতরাং দেহ জড়ভাবাপন্ন; (এই কারণেই) বুদ্ধীন্দ্রিয়সমূহও জড়ের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।৪২। (বুদ্ধি ও জড়-বস্তর ইতরবিশেষ এই যে) বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান এবং জড়, জাড্য-স্বভাববিশিষ্ট; যেরূপ খাত দ্বারা সরিতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি, অহঙ্কার দ্বারা বাহিত হইয়া থাকে; অহঙ্কার (স্বয়ং) সারশূন্য, এবং শবের ন্যায় জড়ধর্ম্মাবলম্বী। ।৪৩। তিনি এই প্রকার চিন্তা করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকালের পর আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়া, অনাময় জ্ঞেয়—ব্রহ্ম-বস্তু অবগত হইয়াছিলেন। ৪৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

দিনানুদিনমিত্যেষা স্বাত্মারামতয়া তয়া।
নিত্যমন্তর্মুখতয়া বভূব প্রকৃতিস্থিতা। ১।
নীরাগা নিরুপাসঙ্গা নির্দ্বন্দ্বা নিঃসমীহিতা।
ন জহাতি ন চাদত্তে প্রকৃতাচারচারিণী। ২।
পরিতীর্ণভবাম্ভোধিঃ শান্তসন্দেহজালিকা।
পরমাত্মমহালাভপরিপূর্ণান্তরাত্মনা। ৩।
বিশ্রান্তা সুচিরং শ্রান্তা ঘনলব্ধপদান্তরে।
সর্ব্বোপমাতীততয়া জগামাব্যপদেশ্যতাং। ৪।
ইতি সা ভামিনী তস্য চূড়ালা বরবর্ণিনী।
স্বল্পেনৈব হি কালেন যযৌ বিদিতবেদ্যতাং। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—এইরূপে সেই চূড়ালা ক্রমশঃ আত্মচিন্তা দ্বারা অন্তরে আত্মারাম লাভ করত স্বাভাবিকরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ।১। তাঁহার রাগ, আসক্তি, সুখদুঃখাদি ভাব ও কোনও প্রকার চেষ্টা ছিল না; তিনি প্রকৃত আচারের অনুবর্ত্তিনী হইয়া কোনও বস্তু পরিত্যাগ, কিম্বা গ্রহণ করিতেন না। ২। পরমাত্মাকে লাভ করিয়া, তাঁহার অন্তর পূর্ণানন্দে বিরাজমান থাকিত, সুতরাং তিনি সংসার-সমুদ্র-পার-গত হইয়া সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছিলেন। ৩। তিনি পূর্ব্ব-সংসার হইতে শ্রান্তি লাভ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ-জনক ব্রহ্মপদে বিশ্রাম করিয়াছিলেন; সকল উপমা-দ্রব্যকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি, বাক্‌বিষয়াতীত হইয়াছিলেন;—অর্থাৎ কথোপকথনচ্ছলে তৎসমকক্ষতা না থাকায়, তাঁহার নাম ভিন্ন অন্য কাহারও নাম উল্লেখ হইত না। ৪। এই প্রকারে সুন্দরী সেই রাজভামিনী, অল্প-কালমধ্যে জ্ঞেয়—ব্রহ্ম-বস্তু বিদিত হইয়াছিলেন। ৫। যেরূপ জগৎসম্বন্ধীয় স্পন্দ-

যথায়মাগতঃ কশ্চিজ্জ্ঞাগতঃ স্পন্দবিভ্রমঃ ।
তথা বিলীয়তে সর্ব্বং তত্ত্বজ্ঞানবতি স্বয়ং । ৬ ।
অদৃষ্টসকলে শান্তে পদে বিশ্রান্তিমেত্য সা ।
ররাজ শরদচ্ছাভ্রমালেব গতসম্ভ্রমা । ৭ ।
অনাকুলা সমালোকমসম্বন্ধাত্মনাত্মনি ।
জরদ্গাবীব শৈলাগ্রং সতৃণং প্রাপ্য সংস্থিতা । ৮ ।
স্ববিবেকঘনাভ্যাসবশাদাত্মোদয়েন সা ।
শুশুভে শোভনা পুষ্পলতেবাভিনবোদ্গতা । ৯ ।
অথ তামনবদ্যাঙ্গীং কদাচিৎ স শিখিধ্বজঃ ।
অপূর্ব্বশোভামালোক্য স্ময়মান উবাচ হ । ১০ ।

বিভ্রম, অজ্ঞান-হৃদয়ে সমুত্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান-বিমণ্ডিত সেই ললনাহৃদয়ে সকল প্রকার ভ্রমাদি লয় পাইয়া থাকে। ৬। যে পদ প্রাপ্ত হইলে, সকল প্রকার দ্বৈত ভাব বিদূরিত হইয়া থাকে, তিনি সেই ব্রহ্মপদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া, শরৎকালের মেঘমালা যেরূপ স্বচ্ছ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সম্ভ্রমবিহীন হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭। বৃদ্ধা গাভী যেরূপ দৈবাৎ দুরারোহতম তৃণাদি সহিত শৈলাগ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অনাকুল-ভাবে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় তিনি স্বকীয় আত্মার জাগ্রদাদি সকল অবস্থাতে একরূপে প্রকাশমান, জাগ্রদাদি সম্বন্ধময় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, তাহাতেই অনাকুলভাবে অবস্থান করে। ৮। নবোদ্গাত পুষ্পলতা যেরূপ সুন্দর শ্রী ধারণ করে, তাহার ন্যায়, স্বকীয় বিবেকের নিরত অভ্যাস নিবন্ধন,—অর্থাৎ নিয়ত বিবেকানুসারে কার্য্য করাতে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হয়; সুতরাং তদীয় শ্রী বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ৯। অনন্তর ভূমিভুর্জ শিখিধ্বজ, এক সময়ে তদীয় সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ১০। হে ক্ষীণাঙ্গি! জগতের যেরূপ শোভা দৃষ্ট হইয়া

ভূয়ো যৌবনযুক্তেন মণ্ডিতেব পুনঃ পুনঃ।
অধিকং রাজসে তন্বি জগদ্রাজবতী যথা। ১১।
প্রপীতামৃতসারেব লব্ধা লভ্যপদেব চ।
আনন্দাপূরপূর্ণেব রাজসে নিতরাং প্রিয়ে। ১২।
অভোগকৃপণং শান্তমূর্জ্জিতং সমতাং গতং।
গম্ভীরঞ্চ প্রশান্তঞ্চ চেতঃ পশ্যামি তে প্রিয়ে। ১৩।
তৃণীকৃত্য ত্রিভুবনং পীতাখিলজগদ্রসম্।
অনন্তোড্ডামরং সৌম্যং মনঃ পশ্যামি তে প্রিয়ে। ১৪।
ন কেনচিন্মহাভাগে বিভবানন্দবস্তুনা।
চেতস্তব তুলামেতি মরুক্ষীরাব্ধিসুন্দরং। ১৫।
তৈরেব বালকদলীমৃণালাঙ্কুরকোমলৈঃ।
অঙ্গৈঃ স্থিতিমনুপ্রাপ্তৈর্বৃদ্ধিং যাতেব লক্ষ্যসে। ১৬।

থাকে, তাহার ন্যায় তোমাকে পুনর্ব্বার যৌবন-শোভায় সুশোভিতা,বেশভূষা-সম্পন্না, সুতরাং অধিকতর সৌন্দর্য্যশালিনী দেখিতেছি (ইহার কারণ কি ?)। ১১। হে প্রেয়সি! সারসামগ্রী অমৃতপানে যেরূপ শ্রী হইয়া থাকে, ব্রহ্মপদ লব্ধ হইলে যেরূপ লাবণ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, আনন্দে অন্তর পূর্ণ হইলে দেখিতে যেরূপ হয়, তোমাকে ততোঽধিক শোভিত দেখিতেছি। ১২। হে প্রিয়ে! দেখিতেছি,তোমার মন ভোগ্য-বস্তু-ভোগে কৃপণভাব ধারণ করিয়াছে, সুতরাং উহা শান্ত, বিবেকপ্রাপ্ত, সমতাশ্রয়ী, গাম্ভীর্য্যময় এবং চাপল্যরহিত হইয়াছে। ১৩। হে প্রাণবল্লভে! দেখিতেছি, তোমার মন ত্রিভুবনকে তৃণের ন্যায় লঘু জ্ঞান, এবং জগতের যাবতীয় ভোগ্য-বস্তুর রসাস্বাদন করিয়াছে; সুতরাং উহা অনন্ত কলহবিহীন এবং সৌম্য হইয়াছে। ১৪। হে মহাভাগে! যেরূপ মরুপ্রদেশে ক্ষীর-সমুদ্র প্রাদুর্ভূত হইলে, উহার সৌন্দর্য্যের সীমা থাকে না, সেইরূপ বিভব-সম্ভূত কোনও প্রকার বস্তুর সহিত তোমার চিত্তের তুলনা হইতে পারে না। ১৫। বাল-কদলী এবং মৃণালাঙ্কুর যেরূপ কোমল, তাহার ন্যায় অবস্থিত অঙ্গ সকল ধারণ করিয়া, তুমি এক্ষণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া সংল-

তথা তেনৈব তেনৈব সন্নিবেশেন সংস্থিতা।
অন্যতামুপযাতাসি লতেব ঋতুপর্য্যয়ে। ১৭।
কিং ত্বয়া পীতমমৃতং প্রাপ্তং সাম্রাজ্যমেব বা।
অমৃত্যুমেব সংপ্রাপ্তা প্রয়োগাযোগযুক্তিতঃ। ১৮।

চূড়ালোবাচ।

নাকিঞ্চিৎ কিঞ্চিদাকারমিদং ত্যক্ত্বাহমাগতা।
ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদাকারং তেনাস্মি শ্রীমতী স্থিতা। ১৯
ইদং সর্ব্বং পরিত্যজ্য সর্ব্বমনন্যময়া স্থিতং।
যত্তৎ সত্যমসত্যঞ্চ তেনাস্মি শ্রীমতী স্থিতা। ২০।

ক্ষিত হইতেছ। ১৬। শিশিরাবসানে লতার যেরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই সেই ভাবে—অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিলেও অন্য ব্যক্তির ন্যায় রূপ ধারণ করিয়াছ। ১৭। (জিজ্ঞাসা করি,) তুমি কি অমৃত পান করিয়াছ? না সাম্রাজ্যলাভ করিয়াছ? অথবা রসায়ন-প্রয়োগ, কিম্বা মন্ত্রাদি সিদ্ধিযুক্ত রাজযোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা মৃত্যুকে পরাস্ত করিয়াছ?।১৮। চূড়ালা কহিলেন;—মূঢ় লোকে যেরূপ শরীরকে আত্মীয় বলিয়া অবধারণ করে, আমি তাহা না করিয়া, যাঁহা হইতে নামরূপধারী অন্য অশেষ বস্তু কিছুই নাই,সেই ব্রহ্ম-পদার্থকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিয়াছি, এবং সে জন্য মন্ত্ররসায়নাদি-সাধনা দ্বারা যে বস্তু লাভ করা যায়, তাহাকেও তুচ্ছ বলিয়া অবধারণ করিয়াছি; সুতরাং (ব্রহ্ম-লাভে) আমার এরূপ শ্রী হইয়াছে,—অর্থাৎ কর্ম্মোপাসনা দ্বারা ব্রহ্মের রূপ ও আকার দর্শন না করিয়া, সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় স্বরূপতত্ত্ব দর্শন করিয়াছি। ১৯। আমি, পরিচ্ছিন্ন অসত্য সকল প্রকার পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অন্য পদার্থকে (যাহা সত্য, তাহাকেই) আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং আমার অপূর্ব্ব দেহ-শ্রী দাঁড়াইয়াছে। ২০।

ভোগৈরভুক্তৈস্তুষ্যামি ভুক্তৈরিব সুদূরগৈঃ।
ন হৃষ্যামি ন কুপ্যামি তেনাস্মি শ্রীমতী স্থিতা। ২১।
একৈবাকাশসঙ্কাশে কেবলে হৃদয়ে রমে।
ন রমে রাজলীলাসু তেনাস্মি শ্রীমতী স্থিতা। ২২।
আত্মন্যেব হি তিষ্ঠামি ন ভোগ্যবিষয়েষু চ।
অতঃ সন্তোষপূর্ণাস্মি তেনাহং শ্রীমতী স্থিতা। ২৩।
ন সুখং প্রার্থয়ে নার্থং নানর্থং নেতরাং স্থিতিং।
যথাপ্রাপ্তেন হৃষ্যামি তেনাহং শ্রীমতী স্থিতা। ২৪।
তনুবিদ্বেষরাগাভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ শাস্ত্রদৃষ্টিভিঃ।
রেমে সহ বয়স্যাভিস্তেনাহং শ্রীমতী স্থিতা। ২৫।

ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় আমি বিষয়-ভোগ করিতে না পাইলে, সন্তুষ্ট থাকি ; বিষয়-ভোগে হৃষ্ট, বা ভোগ-বঞ্চিত হইলে কুপিত হই না, সুতরাং আমি এরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছি। ।২১। আমি কেবল একাকী আকাশ-সদৃশ অমল হৃদয়াভ্যন্তরে হৃদয়াধিষ্ঠাতা ব্রহ্মকে (সন্দর্শন করিয়া) বিহার করিয়া থাকি, রাজভোগে বা (পার্থিব সুখে) আমার মন আকৃষ্ট হয় না, আমি সেই কারণে সুন্দর শ্রী ধারণ করিয়াছি। ২২। আমি ভোগ্য বস্তুর জন্য স্পৃহা করি না, কেবল সতত সন্তোষ-পূর্ণ হৃদয়ে অবস্থিতি করি, সুতরাং আমার এরূপ শ্রী হইবার কারণ। ২৩। আমি সুখ, অর্থ, অনর্থ, কিম্বা অন্য প্রকার স্থিতিসম্বন্ধে প্রার্থনা করি না, যখন যাহা ঘটে, সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকি ; সেই কারণে আমার দেহ-লাবণ্য এরূপ দাঁড়াইয়াছে। ২৪। যেরূপ বয়স্যাদিগের সমভিব্যাহারে থাকিলে সুখভোগ ঘটে, সেইরূপ শরীরের প্রতি বিদ্বেষ ও রাগ খর্ব্ব করিয়া, এবং স্বকীয় প্রজ্ঞাশক্তিসম্পন্ন শাস্ত্র-সাহায্যে কৃতকর্ম্মা হইয়া, আমি কাল কাটাইয়া থাকি ; সুতরাং আমার হৃতশ্রী

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমাত্মনি বিশ্রান্তাং বদন্তীং তাং বরাঙ্গনাং।
অবুধ্বা তদ্গিরামর্থং বিহস্যোবাচ ভূপতিঃ। ২৬।

শিখিধ্বজ উবাচ।

অসম্বন্ধপ্রলাপাসি বালাসি বরবর্ণিনি।
রমসে রাজলীলাভী রমস্বাবনিপাত্মজে। ২৭।
কিঞ্চিত্ত্যক্ত্বা ন কিঞ্চিৎ যো গতো প্রত্যক্ষসংস্থিতং।
ত্যক্তপ্রত্যক্ষসদ্রূপঃ স কথং কিল শোভতে। ২৮।
ভোগৈরভুক্তৈস্তুষ্টোঽহমিতি ভোগান্ জহাতি যঃ।
রুষেবাসনশয্যাদীন্ স কথং কিল শোভতে। ২৯।

না হইবারই কথা। ২৫। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—যদিও বরাঙ্গনা চূড়ালা, আত্মাতে শ্রান্তি লাভ করিয়াছেন, যদিও তিনি এ প্রকার উদার বাক্যসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু নৃপতি শিখিধ্বজ, তদীয় বাক্যের অর্থাভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, মৃদু হাস্য পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ২৬। শিখি-ধ্বজ কহিলেন ;—হে সুন্দরি! তুমি আমার নিকটে কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রলাপ প্রকাশ করিলে, (তোমার দোষ নাই,) তুমি নবীনবয়স্কা ; হে নৃপাত্মজে! তুমি রাজভোগে কাল কাটাইতেছ, অতএব, তাহাই করিতে থাক। ২৭। (তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি বলিয়াছ, ব্রহ্মের আকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপত্ব দর্শন করি, এ কথা অতিশয় অসঙ্গত ; কারণ,) প্রত্যক্ষস্বরূপে অবস্থিত (ব্রহ্মের) আকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি নিরকার রূপ ভজনা করে, সে প্রত্যক্ষ রূপ পরিত্যাগ করিয়া, শূন্যপ্রায় হইয়া কিরূপে শোভা পাইতে পারে, বল? । ২৮। "আমি অভুক্ত ভোগ্য পদার্থে তুষ্ট হইয়া থাকি" বলিয়া যে ব্যক্তি ভোগসমূহকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকে, সে, (লোকে) ক্রোধোদয়-কালে যেরূপ সকল বস্তুকেই পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় আসনশয্যাদি পরিত্যাগ করিয়া

ভোগাভোগে পরিত্যজ্য খে শূন্যে রমতে তু যঃ।
এক এবাখিলং ত্যক্ত্বা স কথং কিল শোভতে। ৩০।
বসনাসনশয্যাদীন্ সর্ব্বান্ সংত্যজ্য ধীরধীঃ।
যস্তিষ্ঠত্যাত্মনৈবৈকঃ স কথং কিল শোভতে। ৩১।
নাহং দেহোঽহন্যথা চাহং ন কিঞ্চিৎ সর্ব্বমেব চ।
এবং প্রলাপো যস্যাস্তি স কথং কিল শোভতে। ৩২।
তস্মাদ্বালাসি মুগ্ধাসি চপলাসি বিলাসিনি।
নানালাপবিলাসেন ক্রীড়ামি ক্রীড় সুন্দরি। ৩৩।
প্রবিহস্যাট্টহাসেন শিখিধ্বজ ইতি প্রিয়াং।
মধ্যাহ্নে স্নাতুমুত্থায় নির্জগামাঙ্গনাগৃহাৎ। ৩৪।

কিরূপে থাকিতে পারে, বল ?। ২৯। যে ব্যক্তি, নিজের ভোগ এবং অন্য—অর্থাৎ বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির আভোগ পরিত্যাগ করিয়া, ভোগ-সাধনের উপায়ীভূত বিভবাদি পরিহার পূর্ব্বক পিশাচ যেরূপ শূন্যে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় একাকী অবস্থিতি করে, সে কিরূপে শোভা পাইয়া থাকে, বল ?। ৩০। ধীরবুদ্ধি ব্যক্তি, আসন, বসন ও শয়নাদি সমস্ত পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া, একাকী আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকিলে, কিরূপে (সংসারকার্য্য) চলিতে পারে, বল ?। ৩১। "এই দেহধারী আমি নহি, আমি অন্য প্রকার, আমি কিছুই নহি, অথচ সর্ব্বপ্রকার" যে ব্যক্তি এইরূপ প্রলাপ কহিয়া থাকে, সে কিরূপে (লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে) পারে, বল ?। ৩২। আমি এই জন্যই বলিয়াছি যে, তুমি বালিকা, চপলা ও মুগ্ধস্বভাবা; হে বিলাসিনি সুন্দরি! আমি সেই কারণেই তোমার সহিত বহুবিধ পরিহাসপ্রসঙ্গে কাল কাটাইয়া থাকি, (অতএব, তোমাকে বলি, তুমিও) পরিহাস-পটুতা প্রদর্শন কর। ৩৩। ভূপতি প্রেয়সীকে ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া, মধ্যাহ্নকাল সমাগত দেখিয়া, অবগাহন জন্য অঙ্গনাগৃহ হইতে বিনির্গত

কষ্টং নাত্মনি বিশ্রান্তো মদ্বচাংসি ন বুদ্ধবান্ ।
রাজেতি খিন্না চূড়ালা স্বব্যাপারপরাভবৎ । ৩৫
একদা নিত্যতৃপ্তায়া নিরিচ্ছায়া অপি স্বয়ং ।
চূড়ালায়া বভূবেচ্ছা লীলয়া খগমাগমে । ৩৬ ।
খগমাগমসিদ্ধ্যর্থমথ সা নৃপকন্যকা ।
সর্ব্বভোগাননাদৃত্য সমাগম্য চ নির্জ্জনং । ৩৭ ।
একৈবৈকান্তনিরতা স্বাসনাবস্থিতাঙ্গিকা ।
ঊর্দ্ধগপ্রাণপবনচিরাভ্যাসং চকার হ । ৩৮ ।
শ্রীরাম উবাচ ।
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ জগৎ স্থাবরজঙ্গমং ।
স্পান্দচ্যুতং ক্রিয়া নাম্ন কথমিত্যনুভূয়তে । ৩৯ ।

হইলেন । ৩৪ । (তখন) রাজমহিষী, কি কষ্টের বিষয়! রাজা আত্মতত্ত্ব অবগত না হইয়া শ্রান্তি লাভ করেন নাই, সুতরাং আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না জানিয়া, খিদ্যমান হইলেন, এবং আত্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন । ৩৫ । এক দিবস নিত্যতৃপ্ত, ইচ্ছাবিহীন চূড়ালার অন্তঃকরণে অবলীলাক্রমে অন্তরীক্ষ-গমনাগমনসম্বন্ধে বাসনা সমুদিত হইল । ৩৬। অনন্তর সেই নৃপনন্দিনী, আকাশ-গমনাগমন-সিদ্ধির উদ্দেশে সকল প্রকার ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জনপ্রদেশে গমন করিয়া, । ৩৭। স্বকীয় আসনে অবয়বকে অবস্থাপিত করিয়া, একান্তমনে প্রাণপবনকে ঊর্দ্ধে রাখিবার উদ্দেশে দীর্ঘকালাবধি অভ্যাস করিতে লাগিলেন । ৩৮। শ্রীরাম কহিলেন;— স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই যে জগৎকে দেখা যাইতেছে, (ইহা কোনও কর্ত্তার ক্রিয়ানুসারে নিষ্পাদিত হইয়াছে; কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ক্রিয়ার কোন্ শক্তি প্রভাবে (জীবের) স্পন্দচ্যুতি ঘটিয়াও অনুভূত হইয়া থাকে? । ৩৯।

আত্মজ্ঞোবাপ্যনাত্মজ্ঞঃ সিদ্ধ্যর্থং লীলয়াথবা।
কথং সংসাধয়ত্যেতৎ যথা তদ্বদ মে প্রভো। ৪০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ত্রিবিধং সম্ভবত্যঙ্গ সাধ্যং বস্ত্বিহ সর্ব্বতঃ।
উপাদেয়ঞ্চ হেয়ঞ্চ তথোপেক্ষ্যঞ্চ রাঘব। ৪১।
আত্মভূতং প্রযত্নেন উপাদেয়ঞ্চ সাধ্যতে।
হেয়ং সংত্যজ্যতে জ্ঞাত্বা উপেক্ষ্যং মধ্যমেতয়োঃ। ৪২
যদ্‌যদাহ্লাদনকরমাদেয়ং তচ্চ সম্মতে।
তদ্বিরুদ্ধমনাদেয়মুপেক্ষ্যং মধ্যমং বিদুঃ। ৪৩।
সম্মতের্বিদুষো জ্ঞস্য সর্ব্বমাত্মময়ং যদা।
ত্রয় এতে তদা পক্ষাঃ সম্ভবন্তি ন কেচন। ৪৪।

কি আত্মতত্ত্বজ্ঞ, কি আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি, লীলাক্রমে কিম্বা কোনও কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে কিরূপে উহা সাধন করিয়া থাকে, হে প্রভো! আপনি তাহার যাথার্থ্য আমাকে জানাইয়া দিউন। ৪০। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রাঘব! উপাদেয়, হেয় ও উপেক্ষ্য সকল প্রকারে এই ত্রিবিধ সাধনার সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। ৪১। যত্ন পূর্ব্বক স্বকীয় অনুকূল বিষয়প্রাপ্তির নাম উপাদেয়-সাধ্য; হেয় বস্তুকে জানিয়া (লোকে) ত্যাগ করিয়া থাকে, হেয় এবং উপাদেয়ের মধ্যাবস্থাই উপেক্ষ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৪২। হে সুমতে! সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধে যাহাতে প্রকৃত সুখপ্রাপ্তি ঘটে, তাহার নামই উপাদেয়-সাধ্য; ইহার বিরুদ্ধ,—অর্থাৎ সুখবিঘাতিনী সাধনাই হেয়, এতদুভয়ের মধ্যাবস্থাই উপেক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ৪৩। যে সময়ে নির্ম্মলবুদ্ধিশালী ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের সকলই ব্রহ্মময় এই জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, সে সময়ে পূর্ব্বোক্ত এই তিনটি সাধনা কখনই সহায়তা করে না;—অর্থাৎ তাহাদের প্রভাব প্রকাশ করিবার সামর্থ্য

দেশকালক্রিয়াদ্রব্যসাধনাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ।
জীবমাহ্লাদয়ন্তীহ বসন্ত ইব ভূতলং। ৪৫।
মধ্যে চতুর্ণামেবৈষাং ক্রিয়াপ্রাধান্যকল্পনা।
সিদ্ধাদিসাধনে সাধো তন্ময়াস্তে যতঃ ক্রমাঃ। ৪৬।
গুটিকাঞ্জনখড়্গাদিক্রিয়াক্রমনিরূপণং।
তত্রাসতাঞ্চ দোষোঽত্র বিস্তারঃ প্রকৃতার্থহা। ৪৭।
রত্নৌষধিতপোমন্ত্রক্রিয়াক্রমনিরূপণং।
আস্তামেব কিলৈষোঽপি বিস্তারঃ প্রকৃতার্থহা। ৪৮।
শ্রীশৈলে সিদ্ধদেশে চ মের্ব্বাদৌ বা নিবাসতঃ।
সিদ্ধিরিত্যপি বিস্তারঃ কৃতার্থ প্রকৃতার্থহা। ৪৯।

থাকে না। ৪৪। যেরূপ বসন্তসমাগমে ভূতল প্রফুল্লিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য-সাধনা-সকল, সকল প্রকারে সিদ্ধি প্রদান করিয়া জীবকে আহ্লাদিত করিয়া থাকে। ৪৫। পূর্ব্বোক্ত দেশকালাদি চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ানুসারে প্রাধান্য-কল্পনা ঘটিয়া থাকে; হে সাধো! (জানিও) সিদ্ধ-সাধন-পক্ষে উহারাই ফলোৎকর্ষতা প্রদান করে;—অর্থাৎ ক্রিয়ানুসারে ঔৎকর্ষ্য দর্শাইয়া থাকে। ৪৬। আকাশগমনের উপায়ীভূত (উড্ডামর তন্ত্রোক্ত) গুটিকা, অঞ্জন, খড়্গ প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাপার আছে, কিন্তু সেই সকল ক্রিয়া-ক্রম নিরূপণ করিয়া কার্য্য করিতে হইলে, সিদ্ধিবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি-দিগেরও যখন দোষ জন্মিয়া থাকে, তখন তোমার নিকটে তদ্বিস্তার বর্ণন করা সমুচিত নহে; কারণ উহা প্রকৃতার্থহা—অর্থাৎ তত্ত্বপথের বিঘাতক। ৪৭। (যদিও শাস্ত্রাদিতে) রত্ন, ঔষধি, তপস্যা, মন্ত্র প্রভৃতির ক্রিয়াক্রম বর্ণিত হই-য়াছে, কিন্তু তোমার নিকটে তাহা বিস্তারিত কহিলে প্রকৃতার্থের হানি ঘটিতে পারে। ৪৮। শ্রীশৈলে, সিদ্ধদেশে, অথবা হিমাচলে যেখানে অবস্থিতি করিয়া কার্য্য-সিদ্ধি কর না কেন, তুমি যখন কৃতার্থ হইয়াছ, তখন তোমার নিকটে ও সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণন করিলে, প্রকৃতার্থের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। ৪৯।

তস্মাচ্ছিখিধ্বজকথাপ্রসঙ্গপতিতামিমাং।
প্রাণাদিপবনাভ্যাসক্রিয়াং সিদ্ধিফলাং শৃণু। ৫০।
অন্তস্থা হ্যখিলাস্ত্যক্ত্বা সাধ্যার্থেতরবাসনাঃ।
গুদাদিদ্বারসংকোচান্ স্থানকাদিক্রিয়াক্রমৈঃ। ৫১।
ভোজনাসনশুদ্ধ্যা চ সাধুশাস্ত্রার্থভাবনাৎ।
স্বাচারাৎ সুজনাসঙ্গাৎ সর্ব্বত্যাগাৎ সুখাসনাৎ। ৫২।
প্রাণায়ামঘনাভ্যাসাদ্রাম কালেন কেনচিৎ।
কোপলোভাদিসংত্যাগাদ্ভোগত্যাগাচ্চ সুব্রত। ৫৩।
ত্যাগাদাননিরোধেষু ভৃশং যান্তি বিধেয়তাং।
প্রাণাঃ প্রভুত্বাত্তজ্জস্য পুংসো ভৃত্যা ইবাখিলাঃ। ৫৪।
রাজ্যাদিমোক্ষপর্য্যন্তাঃ সমস্তা এব সম্পদঃ।
দেহানিলবিধেয়ত্বাৎ সাধ্যাঃ সর্ব্বস্য রাঘব। ৫৫।

অতএব, যখন শিখিধ্বজের কথা-প্রসঙ্গে এই বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে, তখন তোমার নিকটে প্রাণায়াম-অভ্যাস-সম্বন্ধীয় সিদ্ধিফলের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫০। সাধ্যের বিষয়ীভূত অন্তরস্থিত অখিল বাসনা সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, গুহ্য স্থানকে সঙ্কোচ করতঃ স্থানক,—অর্থাৎ কায়, শির, গ্রীবা প্রভৃতিকে নিশ্চল করিয়া, নাসাগ্র সংপ্রেক্ষণ পূর্ব্বক যোগশাস্ত্রীয় ক্রমানুসারে, । ৫১। ভোজন এবং আসনকে শুদ্ধ করিয়া,সম্যক্ প্রকারে শাস্ত্রচর্চ্চা, সদাচারাবলম্বন, সাধুসঙ্গাশ্রয় ও সর্ব্বপ্রকারে সুখোপবেশন পরিহার করিয়া, । ৫২। হে সুব্রত রামচন্দ্র! কিছু কাল (এইরূপে) নিয়ত প্রাণায়াম করিতে অভ্যস্ত হইলে, কোপ লোভাদি পরিত্যাগ এবং ভোগত্যাগ-নিবন্ধন, । ৫৩। রেচক, পূরক ও কুম্ভকবিষয়ে (তত্ত্বজ্ঞ জীবের) প্রাণসমূহ, যেরূপ প্রভুত্ব-নিবন্ধন ভৃত্যবর্গ প্রভুর পদানত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আয়ত্ত হইয়া কার্য্যবিধায়ী হইয়া থাকে। ৫৪। হে রামচন্দ্র! দেহস্থিত প্রাণকে রোধ করিতে পারিলে, রাজ্যাদি সমস্ত সম্পত্তিই লব্ধ হইয়া থাকে। ৫৫। (জীবের দেহমধ্যে)

পরিমণ্ডলিতাকারা মর্ম্মস্থানং সমাশ্রিতা।
আন্ত্রবেষ্টনিকা নাম নাড়ী নাড়ীশতাশ্রিতা। ৫৬।
বীণাগ্রাবর্ত্তসদৃশী সলিলাবর্ত্তসন্নিভা।
লিপ্যাধোঁকারসংস্থানা কুণ্ডলাবর্ত্তসংস্থিতা। ৫৭।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মৃগনক্রখগাদিষু।
কীটাদিষ্বব্জান্তেষু সর্ব্বেষু প্রাণিষূদিতা। ৫৮।
শীতার্ত্তসুপ্তভোগীন্দ্রভোগবদ্বদ্ধমণ্ডলা।
সিতাকল্পাগ্নিবিগলদিন্দুবদ্বদ্ধকুণ্ডলী। ৫৯।
উরোভ্রূমধ্যরন্ধ্রাণি স্পৃশন্তী বৃত্তিচঞ্চলা।
অনারতঞ্চ সম্পন্দা পবমানেন তিষ্ঠতি। ৬০।
তস্যাস্ত্বভ্যন্তরে তস্মিন্ কদলীকোশকোমলে।
যা পরা শক্তিঃ স্ফুরতি বীণাবেগলসদ্গতিঃ। ৬১।

পরিমণ্ডলিতাকারে যে নাড়ী বিরাজিত আছে, অন্ত্র বেষ্টন করিয়া থাকাতে উহার নাম আন্ত্রবেষ্টনিকা; শত শত নাড়ী শাখারূপে উহার আশ্রয়ে রহিয়াছে, এবং উহা মর্ম্মস্থানে অবস্থিতি করে।৫৬। (মূলাধারে কুণ্ডলিনী স্থিতি করিতেছে,) উহা বীণাদণ্ডাগ্রভাগ-স্থিত রেখার ন্যায় আবর্ত্তরূপিণী, (দেখিতে) সলিলাবর্ত্তের ন্যায়; উহা কুণ্ডলাকারে অবস্থিত, কিন্তু লিখিতে অর্দ্ধ ওঁকারের প্রতিকৃতি তুল্য। ৫৭। সুর, অসুর, মনুষ্য, মৃগ, নক্র, খগ, কীট, এবং জলজ সমস্ত জন্তুর শরীরে উহা বিরাজিত আছে। ৫৮। শীত সময়ে সর্প যেরূপ নিদ্রাবেশে কুণ্ডলাকারে অবস্থিতি করিয়া থাকে, এবং শুভ্র কল্পান্ত-কালানল দর্শনে যেরূপ কুণ্ডলিত দেহকে চন্দ্রসদৃশ প্রভান্বিত করিয়া থাকে, উহার অবস্থিতিও তদনুরূপ। ৫৯। গুহ্যস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, উরু এবং ভ্রূযুগলের মধ্যস্থিত মর্ম্মস্থানকে স্পর্শ করিয়া, মনোবৃত্তির সাহায্যে অন্তরে চঞ্চল এবং বহিঃপ্রদেশে সতত সঞ্চরণদ্বারা প্রাণাদি সংযোগে প্রবাহিত হইয়া থাকে।৬০। ঐ কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে কদলী-কোশের ন্যায় কোমল মূলাধারে চিৎ-শক্তি বিরাজিত থাকে; উহার গতি বীণাবেগের ন্যায় দীপ্তিমতী;—অর্থাৎ অতিশয় দুর্লক্ষ্য। ৬১।

যদা প্রাণানিলো যাতি হৃদি কুণ্ডলিনীপদং।
তদা সংবিদুদেত্যন্তর্ভূততন্মাত্রবীজভূঃ। ৬২।
যথা কুণ্ডলিনী দেহে স্ফুরত্যব্জ ইবালিনী।
তথা সংবিদুদেত্যন্তর্মৃদুস্পর্শবশোদয়া। ৬৩।
তস্যাং সমস্তাঃ সংবদ্ধা নাড্যো হৃদয়কোশগাঃ।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মহার্ণব ইবাপগাঃ। ৬৪।
নিত্যং পাতোৎসুকতয়া প্রবেশোন্মুখয়া তয়া।
সা সর্ব্বসংবিদাং বীজং হ্যেকা সামান্যুদাহৃতা। ৬৫।

শ্রীরাম উবাচ।

আকল্পাদনবচ্ছিন্না চিৎ-সংবিৎ সর্ব্বমস্তি হি।
তস্মাৎ কুণ্ডলিনীকোশাৎ কেনার্থেনোদয়ঃ স্ফুটঃ। ৬৬।

যে সময়ে প্রাণ, হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া, কুণ্ডলিনী কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অপান-বৃত্তির সাহায্যে কুণ্ডলিনী-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই সময়ে অন্তঃকরণে পঞ্চীকৃত ভূতের উপাদান আবির্ভূত হইয়া, অধ্যবসায়, অভিমান এবং রাগাদি বৃত্তিভেদে সমুদিত হইয়া থাকে। ৬২। পদ্মোদরে যেরূপ অলির অবস্থিতি, সেইরূপ দেহমধ্যে কুণ্ডলিনী বিরাজিত থাকে, এবং মৃদুস্পর্শ বিষয়-সন্নিকর্ষনিবন্ধন অন্তরে সংবিদের সমুদ্ভব হইয়া থাকে। ৬৩। এই কুণ্ডলিনীতে হৃদয়কোশবর্ত্তী যাবতীয় নাড়ীসমূহ সন্নিবদ্ধ আছে; যেরূপ নদীসমূহের বিভিন্ন গতি হইলেও তাহারা এক স্থানে—সমুদ্রে পতিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় কুণ্ডলিনী হইতে নাড়ী সকলের সৃষ্টি, এবং উহাতেই সকলই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৪। সেই কুণ্ডলিনী, সকলের বীজস্বরূপ; উহা প্রাণের আশ্রয়ে ঊর্দ্ধগমনে উৎসুক, এবং অপান-সাহায্যে অধঃপ্রবিষ্ট হইয়া, সাধারণ ভাবে অবস্থিতি করে; সুতরাং উহা সাধারণী বলিয়া কীর্ত্তিত। ৬৫। শ্রীরাম কহিলেন;—চিৎ-শক্তি সকলের হৃদয়ে কল্পান্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, উহার অবচ্ছেদ নাই; অতএব, কুণ্ডলিনী-কোশ

বশিষ্ঠ উবাচ।

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বং চিৎ সংবিদ্বিদ্যতেঽনঘ।
কিং ত্বস্যাভূততন্মাত্রবশাদভ্যুদয়ঃ ক্বচিৎ। ৬৭।
সর্ব্বত্র বিদ্যমানাপি দেহেষু তরলায়তে।
সর্ব্বগোপ্যাতপঃ সৌরো ভিত্ত্যাদৌ বৈ বিজৃম্ভতে। ৬৮।
এতদ্ভূয়ঃ ক্রমেণাহং শৃণু বক্ষ্যামি তেঽনঘ।
দেহে স্বে চ যথোদেতি ভৃশং সংবিন্ময়ক্রমঃ। ৬৯।
চেতনাচেতনং ভুতজাতং ব্যোম তথাখিলং।
সর্ব্বং চিন্মাত্রং সন্মাত্রং শূন্যমাত্রং যথা নভঃ। ৭০।
তদ্ধি চিন্মাত্রসন্মাত্রমবিকারমনাময়ম্।
ক্বচিৎ স্থিতং সংবিদেব ভূততন্মাত্রপঞ্চকং। ৭১।

হইতে কিজন্য ইহার স্ফুটরূপে উদয় ঘটে না ?। ৬৬। বশিষ্ঠ কহিলেন;— হে অনঘ ! সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে সকল পদার্থে চিৎ-সংবিদের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহা যখন ভূততন্মাত্রের অধীন হয়, তখনই কোনও কোনও স্থলে উহা সমুদিত হইয়া থাকে। ৬৭। যেরূপ সূর্য্যাতপ সর্ব্বত্র-গতি-বিশিষ্ট হইলেও ভিত্ত্যাদিতে উহার তেজ বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বত্রে উহা বিদ্যমান থাকিলেও দেহমধ্যে তরলাকারে অবস্থিতি করে। ৬৮। হে অনঘ ! যেরূপে স্বকীয় দেহে যথাক্রমে সংবিদের উদয় হইয়া থাকে, আমি তোমার নিকটে সে সম্বন্ধে যথাক্রমে পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৯। যেরূপ শূন্যমাত্র পদার্থ নভ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ চেতন ও অচেতনাদি সমস্ত প্রাণী সকল, এবং নিখিল অন্তরীক্ষ, সকলই চিন্মাত্রের সত্তাস্বরূপে প্রকাশিত আছে। ৭০। অতএব, বিকারবিহীন এবং আময়শূন্য সেই চিন্মাত্র সত্তা আকাশাদিভুত ক্রমে ভূতমাত্রস্বরূপে পঞ্চীকৃত হইয়া অব-

তৎ পঞ্চধা গতং দ্বিত্বং লক্ষ্যসে ত্বং স্বসংবিদং।
অন্তর্ভূতবিকারাদি দীপাদ্দীপশতং যথা। ৭২।
এবং হি পঞ্চকস্পন্দমাত্রং জগদিতি স্থিতং।
চিৎ সংবিদত্র সর্ব্বত্র বিদ্যতে রঘুনন্দন। ৭৩।
যে বিবেকবশমালয়ং গতা
রাম পঞ্চকবিলাসরাশয়ঃ।
তে ন ভূয় ইহ যান্তি সংস্থিতিং
প্রভ্রমন্তি জগতীতরে মুহুঃ। ৭৪।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে পঞ্চকবিলাসো
নাম অষ্টষষ্টি সর্গঃ। *। ৬৮। *।

স্থিতি করিয়া থাকে। ৭১। যেরূপ একটি দীপ হইতে শত শত দীপের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই তন্মাত্রপঞ্চক প্রাণ, মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি পঞ্চ প্রকারে প্রকাশিত হইয়া, স্থূল শরীরে প্রতিবিম্ব দর্শাইয়া থাকে; এবং অন্তর্গত জন্মাদি বিকার উৎপাদন করিয়া জীবভাব ঘটাইয়া থাকে; (তুমি তাহাতেই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছ)। ৭২। হে রামচন্দ্র! এই প্রকারে পঞ্চতন্মাত্রের স্পন্দনে জগতের অবস্থিতি ঘটিয়া থাকে; (কিন্তু যদিও, এরূপ হইলেও) চিৎ-সংবিৎ সকল স্থানেই বর্ত্তমান আছে। ৭৩। হে রামচন্দ্র! যাহাদের পঞ্চক-বিলাস-সমূহ;—অর্থাৎ মনপ্রাণাদি পঞ্চ ব্যাপার, লয় পর্য্যন্ত বিবেক-বশ্য হইয়া থাকে, তাহাদের এই সংসারে জন্মগ্রহণ, দেহ-ধারণ ও মৃত্যু-সঙ্ঘটনাদি ভোগ করিতে হয় না; অপর ব্যক্তিগণ, এই জগতে যেরূপ গমনাগমন করিতেছে, তাহাদের সে দুঃখ কখনও বিনষ্ট হইবার নহে। ৭৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতৎ পঞ্চকবীজন্তু কুণ্ডলিন্যাং তদন্তরে।
প্রাণমারুতরূপেণ তস্যাং স্ফুরতি সর্ব্বদা। ১।
সান্তঃ কুণ্ডলিনীস্পন্দস্পর্শসংবিৎ কলামলা।
কলোক্তা কলনেনাশু কথিতা চেতনেন চিৎ। ২।
জীবনাজ্জীবতাং যাতা মননাচ্চ মনঃ স্থিতা।
সংকল্পাচ্চৈব সংকল্পা বোধাদ্বুদ্ধিরিতি স্মৃতা। ৩।
অহঙ্কারাত্মতাং যাতা সৈষা পুর্য্যষ্টকাভিধা।
স্থিতা কুণ্ডলিনীদেহে জীবশক্তিরনুত্তমা। ৪।
অপানতামুপাগত্য সততং প্রবহত্যধঃ।
সমানা নাভিমধ্যস্থা উদানাখ্যোপরি স্থিতা। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—স্থূল-দেহাত্মক পঞ্চকের অন্তরে মূলাধারমধ্যে কুণ্ডলিনীতে স্থূলাত্মক পঞ্চকের উপাদানীভূত প্রাণ, বায়ুরূপে সতত বিরাজমান আছে। ১। প্রাণরূপে অন্তঃস্ফুরিত কুণ্ডলিনী, মারুতধর্ম্ম দ্বারা স্পন্দ, স্পর্শ ও সংবিৎ প্রভৃতি ত্রিবিধ কল্পনারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, জীব, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি উপাধি দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে, এবং চৈতন্যসংযোগে চিতির কার্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২। ঐ চিৎ, জীবনের সাহায্যে জীবত্ব-প্রাপ্ত, মননের সাহায্যে মনঃস্বরূপত্ব, সংকল্প-নিবন্ধন সংকল্পপ্রাপ্ত এবং বোধপ্রযুক্ত বুদ্ধি-শক্তির আশ্রয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩। এই চিৎ, পুর্য্যষ্টক নাম গ্রহণ করিয়া অহঙ্কারত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং অনুত্তম জীবশক্তিরূপে,দেহাভ্যন্তরে কুণ্ডলিনীর আকারে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৪। ইহা যখন অপানরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, তখন সতত অধোদিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে; যখন নাভিমধ্যে অবস্থিতি করে, তখন উহা সমান এবং উপরিভাগে অবস্থিতি করিলে, উদান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৫। যে চিৎ, অধোদিকে

অধস্ত্বপানরূপৈব মধ্যে সৌম্যেব সর্ব্বদা।
পুষ্টাপ্যুদানরূপৈব পুংসঃ স্বস্থৈব তিষ্ঠতি। ৬।
সর্ব্বযত্নমধোযাতি যদি যত্নান্ন ধার্য্যতে।
তৎ পুমান্ মৃতিমায়াতি তয়া নির্গতয়া বলাৎ। ৭।
সমস্তৈর্বোর্দ্ধমায়াতি যদি যুক্ত্যা ন ধার্য্যতে।
তৎ পুমান্ মৃতিমায়াতি তয়া নির্গতয়া বলাৎ। ৮।
সর্ব্বথাত্মনি তিষ্ঠেচ্চেৎ ত্যক্তোর্দ্ধাধোগমাগমৌ।
তজ্জন্তোর্হীয়তে ব্যাধিরন্তর্মারুতরোধতঃ। ৯।
সামান্যনাড়ীবৈধুর্য্যাৎ সামান্যব্যাধিসম্ভবঃ।
প্রধাননাড়ীবৈধুর্য্যাৎ প্রধানব্যাধিসম্ভবঃ। ১০।

অপানরূপে প্রবাহিত হয়, তাহা সর্ব্বদাই সৌম্যভাবে বিরাজিত থাকে; তাহার অবষ্টম্ভ ঘটিলে, উদানরূপিণী চিৎ, বলবতী হইয়া পুরুষের সুস্থাবস্থায় প্রাদুর্ভূত হয়। ৬। যদি উহাকে যত্নপূর্ব্বক ধারণ করা না যায়, তাহা হইলে সম্যক্ প্রকারে যত্ন করিলেও জীবসংবিদ্ অধোদিকে নিঃসৃত হইবেই হইবে; যদি বলপূর্ব্বক উহা নির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে পুরুষের মৃত্যু-দশা ঘটিয়া থাকে। ৭। যদি ইহাকে যুক্তিপূর্ব্বক ধরিতে পারা না যায়, তাহা হইলে উর্দ্ধে উহার গতি হইয়া থাকে; এবং জীবসংবিদ্ বলপূর্ব্বক নির্গত হইলে লোকের মৃত্যুলাভ ঘটিয়া থাকে। ৮। যদি কোনও ব্যক্তি আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে জীবসংবিদের ঊর্দ্ধাধোগমন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; যদি অন্তরস্থিত প্রাণবায়ুকে রোধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে জীবের ব্যাধির আক্রমণ-ভয় বিদূরিত হয়। ৯। (জানিও,) সামান্য নাড়ীর বিকলতা ঘটিলে সামান্য ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু প্রধান নাড়ী, কাতর-ভাবাপন্ন হইলে প্রধান ব্যাধির উদ্ভব হইয়া থাকে। ১০।

শ্রীরাম উবাচ।

কিং বিনাশাঃ কিমুৎপাদাঃ শরীরেঽস্মিন্ মুনীশ্বর।
আধয় ব্যাধয়শ্চৈব যথাবৎ কথয়াশু মে। ১১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব দ্বয়ং দুঃখস্য কারণং।
তন্নিবৃত্তিঃ সুখং বিদ্যাৎ তৎক্ষয়ে মোক্ষ উচ্যতে। ১২।
দেহদুঃখং বিদুর্ব্যাধিমাধ্যাখ্যং বাসনাময়ং।
মৌর্খ্যমূলে হি তে বিদ্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানে পরিক্ষয়ঃ। ১৩।
অতত্ত্বজ্ঞানবশতঃ স্বেন্দ্রিয়াক্রমণং বিনা।
হৃদিতানবমুৎস্রজ্য রাগদ্বেষেষ্বনারতং। ১৪।
ইদং প্রাপ্তমিদং নেতি জাড্যাদ্বা ঘনমোহদাঃ।
আধয়ঃ সংপ্রবর্ত্তন্তে বর্ষাসু মিহিকা ইব। ১৫।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে মুনীশ্বর! এই শরীরে বিনাশ, এবং উৎপত্তি কাহার নাম? এবং আধিব্যাধিই বা কাহাকে বলিয়া থাকে? তাহা আমার নিকটে সত্বর প্রকাশ করুন। ১১। বশিষ্ঠ কহিলেন;—আধি ও ব্যাধি এই দুইটিই দুঃখের কারণ; তন্নিবৃত্তির নাম সুখ এবং তদ্বিনাশই মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১২। দেহের দুঃখকে (পণ্ডিতেরা) ব্যাধি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন; বাসনাজড়িত দুঃখের নামই আধি; (অজ্ঞানতা এই উভয়ের মূল;) তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে উহা ক্ষয় পাইয়া থাকে। ১৩। স্বকীয় ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে হৃদিস্থিত স্তিমিত বায়ুপ্রায়—সূক্ষ্মতাকে পরিত্যাগ করিয়া, রাগদ্বেষাদি বিষয়ে অনুরক্ত ব্যক্তির। ১৪। "ইহা প্রাপ্ত হইলাম, ইহা পাইলাম না," এই প্রকার জড়, অথবা ঘনমোহদায়িনী আধি সকল, বর্ষাকালীন মিহিকার ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ১৫। বারংবার

ভৃশং স্ফুরন্তীষিচ্ছাসু মৌর্খ্যে চেতস্য নির্জ্জিতে।
দুরন্নাভ্যবহারেণ দুর্দেশাক্রমণেন চ। ১৬।
দুষ্কালব্যবহারেণ দুষ্ক্রিয়াস্ফুরণেন চ।
দুর্জনাসঙ্গদোষেণ দুর্ভাবোদ্ভাবনেন চ। ১৭।
ক্ষীণত্বাদ্বা প্রপূর্ণত্বান্নাড়ীনাং রন্ধ্রসন্ততৌ।
প্রাণে বিধুরতাং যাতে কায়ে তু বিকলীকৃতে। ১৮।
দৌস্থিত্যকারণং দোষাদ্ব্যাধির্দেহে প্রবর্ত্ততে।
নদ্যাঃ প্রাবৃট্‌নিদাঘাভ্যামিবাকারবিপর্য্যয়ঃ। ১৯।
প্রাক্তনী চৈহিকী বাপি শুভা বাপ্যশুভা মতিঃ।
যৈবাধিকা সৈব তথা তস্মিন্‌ যোজয়তি ক্রমে। ২০।
দ্বিবিধো ব্যাধিরস্তীহ সামান্যঃ সার এব চ।
ব্যবহারস্তু সামান্যঃ সারো জন্মময়ঃ স্মৃতঃ। ২১।

বাসনাবেগ স্ফুর্ত্তি পাওয়াতে চিত্তের মূর্খতা নির্জ্জিত হইয়া, দূরস্থিত বাহ্যবস্তুকে আক্রমণ এবং শ্মশানাদি অধিকার। ১৬। দুষ্কাল—নিশীথ কালে অশনাদি ব্যবহার, দুষ্ক্রিয়ানুষ্ঠান, দুর্জন-সহবাস, ও দুর্ভাব-সমুদ্ভাবন-নিবন্ধন। ১৭। নাড়ী সমূহের রন্ধ্র সকলের ক্ষীণত্ব, ও প্রপূর্ণত্ব হেতু প্রাণ বিধুরতা-প্রাপ্ত, (সুতরাং) শরীর বিকলীকৃত হইলে। ১৮। যেরূপ বর্ষা ও নিদাঘকালে নদীর আকারের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় দোষপ্রযুক্ত অস্বাস্থ্যতার সমুদ্ভব ঘটিয়া, দেহে ব্যাধির সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। ১৯। পূর্ব্বজন্মাবস্থা হউক, বা ইহকালেই হউক, (জীবের) যে কিছু শুভাশুভ বিষয়ে বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে, আধিব্যাধিও তদনুসারে অধিক পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হইয়া, কর্ম্মানুসারে তাহাতে জীবকে সংযোজিত করিয়া থাকে। ২০। এই সংসারে (জীবের ভোগের জন্য) কোমল এবং দৃঢ়তর ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; তন্মধ্যে ব্যবহার,—অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির লালসা এই সমস্ত ব্যাপারকে সামান্য, এবং জন্মাদি বিকারের মূলীভূত ব্যাধিকে দৃঢ়তর বলিয়া থাকে। ২১।

প্রাপ্তেনাভিমতেনৈব নশ্যন্তি ব্যবহারিকাঃ।
আধিক্ষয়েণাধিভবাঃ ক্ষীয়ন্তে ব্যাধয়োঽপ্যলং। ২২।
আত্মজ্ঞানং বিনা সারো নাধির্নশ্যতি রাঘব।
ভুয়ো রজ্জ্ববোধেন রজ্জুসর্পো হি নশ্যতি। ২৩।
আধিব্যাধিবিলাসানাং রাম সারাধিসংক্ষয়ঃ।
সর্ব্বেষাং মূলহা প্রাবৃট্ নদীব তটবীরুধাং। ২৪।
অনাধিজা ব্যাধয়স্তু দ্রব্যমন্ত্রশুভক্রমৈঃ।
চিকিৎসকাদিশাস্ত্রোক্তৈর্নশ্যন্ত্যন্যৈরিহাথবা। ২৫।
স্নানমন্ত্রৌষধোপায়া বক্তুশ্চাধিগতানি চ।
ত্বয়া চিকিৎসাশাস্ত্রাণি কিমন্যদুপদিশ্যতে। ২৬।

অভিমত বস্তু প্রাপ্ত হইলে ব্যবহারাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে; (জানিও) আধি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তৎসম্ভূত ব্যাধিও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২২। হে রাঘব! আত্মজ্ঞান সমুদিত না হইলে, দৃঢ়তর ব্যাধি বিনষ্ট হয় না; যেরূপ রজ্জু বলিয়া জানিতে পারিলে, তাহাকে আর সর্প বলিয়া বোধ হয় না, ইহাও তদনুরূপ। ।২৩। হে রামচন্দ্র! বর্ষাকালে নদীর বেগ বর্দ্ধিত হইয়া, তটান্তাবস্থিত লতিকাকে যেরূপ পাতিত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সকল প্রকার আধিব্যাধি-বিলাসের মধ্যে দৃঢ়তর আধি ক্ষয়িত হইলেই, সকলেরই মূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে। ২৪। যে সকল ব্যাধি আধিসম্ভূত নহে, তাহাদিগকে দ্রব্য-সংযোগ, বা মন্ত্রাদি শুভানুষ্ঠান, চিকিৎসকদিগের অবলম্বিত চিকিৎসা, কিম্বা প্রাচীন পরম্পরা-প্রাপ্ত-ঔষধ, সাহায্যে নির্ম্মূলিত করা যাইতে পারে। ।২৫। (হে রামচন্দ্র!) তুমি তীর্থাদিতে স্নান, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতির উপায় সকল বৃদ্ধ পরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়া, চিকিৎসাশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াছ; অতএব, তোমাকে আর কি উপদেশ দিব, (বল)। ২৬।

চতুর্দ্দশ খণ্ডের বিজ্ঞাপন।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ কি সংসারী, কি সংসার-বিরাগী—হিন্দু মাত্রেরই উপজীব্য ও আলোচ্য গ্রন্থ; সুতরাং সাধারণ হিন্দু-সমাজে ইহার গৌরব সমাদরের অসম্ভাবনা নাই দেখিয়া, আমি গ্রন্থখানি সমূল অনুবাদ করা ইহাকে সম্পূর্ণাকারে জনসমাজে প্রকাশিত ও বিতরিত করিতে ইচ্ছা কর যৎকালে কার্য্যারম্ভ করা হয়, মনে করিয়াছিলাম, ১০০০ কাপি করিয়া প্রতি খণ্ড মুদ্রিত করিয়া নিয়মমত বিতরণ করিতে থাকিব। অকারণ অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়া অধিক পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন নাই; কিন্তু ৭ম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইলে, উত্তরোত্তর গ্রাহক-সংখ্যা এত দূর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এ দূরদেশস্থ শিক্ষিতমণ্ডলী যোগবাশিষ্ঠ পাইবার জন্য নিরন্তর এত প লিখিতে থাকেন যে, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে নিরাশ হইতে হইলে, আমার মন স্তাপের সীমা থাকে না। বিশেষতঃ আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ যত দূর প্রচারিত ও সে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মমহিমা পুনরুজ্জীবিত হয়, ইহাই আমার আন্তরিক বাসনা। আ সেই কারণে এখন হইতে পুস্তকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণে বৃদ্ধি করি মুদ্রিত করিতেছি। যাঁহাদের হস্তে এই পুস্তক নিপতিত হইলে, তাঁহাদে উপকার ও পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি পায়, তাঁহাদিগকে যোগ্যপাত্র বলিয়া স্থি করা হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে "যোগ্যপাত্র বলিয়া" যে উল্লেখ আছে, উহা লি তাহার আর কোনও তাৎপর্য্য নাই। এখনও জানাইতেছি যে, উপযু লোকের আবেদন, বা গ্রাহকদিগের পরিচিত ব্যক্তিদিগের প্রার্থনা সহ ডাক মাসুল দিং ব্যয় ৩৲ তিন টাকা অগ্রিম পাইলে, তাঁহাদিগকে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ দেওয়া যাইতে পারে।

পুরাতন গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকে কখনও কখনও প্রতি মাসে এক এ খণ্ড পুস্তক না পাইয়া বিরক্ত হইয়া থাকেন, এবং ঘটনায় আমরা তাঁহাদিগে নিকটে দোষী হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কারণ জানিতে পারিলে তাঁহাদে অসন্তোষ, বা রোষ অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। প্রথমতঃ অনু বাদকদিগের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যথাসময়ে অনুবাদ ঘটে না বিশেষতঃ যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ-প্রকরণ, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ ও জটি বলিয়া, মধ্যে মধ্যে এক একটি কবিতার অভিপ্রায় সামঞ্জস্য করিবার জ আমাদিগের পুস্তকালয়ের হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত বোম্বাই প্রদেশ বারাণসীর পুস্তকের সহিত মিলাইতে হয়, সুতরাং তাহাতে অনুবাদকদিগে বিস্তর সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে;—পরে মুদ্রাঙ্কন! যাহা হউক, ব বলিয়া আমরা যে সাধ্যমত নিয়ম-পালনে বিমুখ আছি, এ কথা যেন কি— গ্রাহকমণ্ডলী বিবেচনা না করেন।

অনুরোধ। স্থান-পরিবর্ত্তন, বা বিশেষ কারণ বশতঃ যে সকল গ্রাহ আমাদিগকে পত্র লিখিবেন, কেবলমাত্র নাম না লিখিয়া, নম্বর ধরিয়া লিখি— আমাদের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইতে পারে। আমরা এ জন্য প্রতিব— পুস্তক পাঠাইবার সময় গ্রাহকদিগের নম্বর ধরিয়া লিখিয়া দিয়া থাকি, ইতি

ভূকৈলাস, খিদিরপুর, } শ্রীসত্যবাদী ঘোষ

[illegible]

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্তৃক
ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।
(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY
[illegible]TYABADEE GHOSAUL,
WITH A BENGALEE TRANSLATION.

কলিকাতা.

বিজ্ঞাপন।

যোগবাশিষ্ঠের ১৫শ খণ্ড প্রকাশিত হইল; অনুমান ৩।৪ খণ্ড মুদ্রিত হইলেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। ৩৲ তিন টাকা ডাকমাশুল ভিং ব্যয় অগ্রিম পাইলে এখনও ৫০ জন লোককে যোগবাশিষ্ঠ দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকে কখনও কখনও প্রতি মাসে এক এক খণ্ড পুস্তক না পাইয়া বিরক্ত হইয়া থাকেন, এবং ঘটনায় আমরা তাঁহাদিগের নিকটে দোষী হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কারণ জানিতে পারিলে তাঁহাদের অসন্তোষ, বা রোষ অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। প্রথমতঃ অনুবাদকদিগের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যথাসময়ে অনুবাদ ঘটে না। বিশেষতঃ যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ-প্রকরণ, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ ও জটিল বলিয়া, মধ্যে মধ্যে এক একটি কবিতার অভিপ্রায় সামঞ্জস্য করিবার জন্য আমাদিগের পুস্তকালয়ের হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত বোম্বাই প্রদেশ ও বারাণসীর পুস্তকের সহিত মিলাইতে হয়, সুতরাং তাহাতে অনুবাদকদিগের বিস্তর সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে ;—পরে মুদ্রাঙ্কন। যাহা হউক, তা বলিয়া আমরা যে সাধ্যমত নিয়ম-পালনে বিমুখ আছি, এ কথা যেন বিজ্ঞ গ্রাহকমণ্ডলী বিবেচনা না করেন।

অনুরোধ। স্থান-পরিবর্ত্তন, বা বিশেষ কারণ বশতঃ যে সকল গ্রাহক আমাদিগকে পত্র লিখিবেন, কেবলমাত্র নাম না লিখিয়া, নম্বর ধরিয়া লিখিলে আমাদের কার্য্যের অনেক সুবিধা হইতে পারে। আমরা এ জন্য প্রতিবারে পুস্তক পাঠাইবার সময় গ্রাহকদিগের নম্বর ধরিয়া লিখিয়া দিয়া থাকি। ইতি,

...কনাস, খিদিরপুর, } শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল,
...তা। } যোগবাশিষ্ঠ-প্রকাশক

শ্রীরাম উবাচ।

আধেঃ কথং ভবেদ্ব্যাধিঃ কথং স চ বিনশ্যতি।
দ্রব্যাদিতরয়া যুক্ত্যা মন্ত্রপুণ্যাদিরূপয়া। ২৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

চিত্তে বিধুরিতে দেহঃ সংক্ষোভমনুযাত্যলং।
তথা হি রুষিতো জন্তুরগ্রমেব ন পশ্যতি। ২৮।
অনবেক্ষ্য পুরোমার্গমমার্গমনুধাবতি।
প্রকৃতং মার্গমুৎসৃজ্য শরার্ত্তো হরিণো যথা। ২৯।
সংক্ষোভাৎ সাম্যমুৎসৃজ্য বহন্তি প্রাণবায়বঃ।
দেহে গজপ্রবিষ্টেন পয়াংসীব সরিত্তটে। ৩০।
অসমং বহতি প্রাণে নাড্যো যান্তি বিসংস্থিতিং।
অসম্যক্ সংস্থিতে ভূপে যথা বর্ণাশ্রমক্রমাঃ। ৩১।

শ্রীরাম কহিলেন;—আধি হইতে ব্যাধি কিরূপে সমুদ্ভূত হয়? এবং দ্রব্যাদি ব্যতিরেকে মন্ত্রাদি পবিত্র উপায় স্বরূপ কোন্ যুক্তিতে উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে?। ২৭। বশিষ্ঠ কহিলেন;—ক্রুদ্ধ জন্তু যেরূপ সম্মুখস্থ পন্থা দেখিতে পায় না, তাহার ন্যায় মন সংক্ষুব্ধ হইলে দেহও ক্ষোভ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ।২৮। যেরূপ মৃগ, ব্যাধ-শরে ভীত হইয়া বিপথে পদার্পণ করে, তাহার ন্যায় (দেহধারী জীব, চিত্তের কাতরতা ঘটিলে) পুরস্থিত পন্থা দেখিতে না পাইয়া, প্রকৃত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথগামী হইয়া থাকে। ২৯। নদীজলে গজ-প্রবেশ ঘটিলে তাহার জল যেরূপ তটান্তাশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় (তখন) দেহস্থিত প্রাণ বায়ু, ক্ষুব্ধ হইয়া সাম্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতে থাকে। ৩০। রাজা যেরূপ কুপথগামী হইলে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও উচ্ছৃঙ্খলতা ধারণ করে, তাহার ন্যায় প্রাণ, বিষম গতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, নাড়ী সকলও বিষমভাবে অবস্থিতি করে;—অর্থাৎ কফপিত্তাদি দোষে

কাশ্চিন্নাড্যঃ প্রপূর্ণত্বং যান্তি কাশ্চিচ্চ রিক্ততাং।
প্রাণাবিধুরিতে দেহে সর্ব্বতঃ সরিতো যথা। ৩২।
কুজীর্ণত্বমজীর্ণত্বমতিজীর্ণত্বমেব বা।
দোষায়ৈব প্রয়াত্যন্নং প্রাণসঞ্চারদুক্রমাৎ। ৩৩।
যান্যন্নানি নিরোধেন তিষ্ঠন্ত্যন্তঃ শরীরকে।
তান্যেব ব্যাধিতাং যান্তি পরিণামস্বভাবতঃ। ৩৪।
এবমাধে র্ভবেদ্ব্যাধিস্তস্যাভাবাচ্চ নশ্যতি।
যথা মন্ত্রৈ র্বিনশ্যন্তি ব্যাধয়স্তংক্রমং শৃণু। ৩৫।
যথা বিরেকং কুর্ব্বন্তি হরীতক্যঃ স্বভাবতঃ।
ভাবনাবশতঃ কার্য্যং তথা যরলবাদয়ঃ। ৩৬।

দূষিত হইয়া থাকে। ৩১। নদী যেরূপ কখনও পূর্ণ, এবং কখনও রিক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহ প্রাণ কর্তৃক সংক্ষুব্ধ হইলে, নাড়ী সকলও কখনও পূর্ণতা এবং কখনও রিক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩২। প্রাণ-বায়ু-সঞ্চারের ব্যতিক্রম ঘটিলে অন্নও কখনও কুজীর্ণ, কখনও অজীর্ণ, এবং কখনও অতি-জীর্ণ হইয়া দোষাকর হইয়া থাকে। ৩৩। প্রাণ-বায়ু-নিরোধ-নিবন্ধন যে সকল অন্নাদি শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, তাহারা পরিণাম-স্বভাবানুসারে ব্যাধিতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে;—অর্থাৎ অন্নের অপরিপাক নিবন্ধন ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৩৪। এই প্রকারে আধি হইতে ব্যাধির উৎপত্তি হয়; আধির অভাব হইলে ব্যাধিরও অস্তিত্ব থাকে না; ব্যাধি সকল মন্ত্রবল-সংযোগে যেরূপে নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৫। হরীতকী ফল যেরূপ (উদরস্থ হইলে) স্বভাবানুসারে রেচক-কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ যং রং লং বং (বায়ু, বহ্নি, ভূ এবং জল প্রভৃতি বীজরূপি) মন্ত্রকে অন্তরে ভাবনা করিলে, নাড়ীস্থিত অন্নরসাদির উৎসারণ ও পাচনাদি কার্য্যও ঘটিয়া থাকে; সুতরাং ব্যাধির আধিপত্য থাকে না। ৩৬। যেরূপ নিকষ—

শুদ্ধয়া পুণ্যয়া সাধো ক্রিয়য়া সাধুসেবয়া।
মনঃ প্রয়াতি নৈর্ম্মল্যং নিকষেণেব কাঞ্চনং। ৩৭।
আনন্দো বর্দ্ধতে দেহে শুদ্ধে চেতসি রাঘব।
পূর্ণেন্দাবুদিতে হ্যত্র নৈর্ম্মল্যং ভুবনে যথা। ৩৮।
আধিব্যাধ্যোরিতি প্রোক্তৌ নাশোৎপত্তিক্রমৌ ত্বয়ি।
কুণ্ডলিন্যাঃ কথাযোগাদধুনা প্রকৃতং শৃণু। ৩৯।
তাং যদা পূরকাভ্যাসাদাপূর্য্য স্থীয়তে সমং।
তদৈতি মৈরবং স্থৈর্য্যং কায়স্যাপীনতা তথা। ৪০।
যদা পূরকপূর্ণান্তরায়তপ্রাণমারুতং।
নীয়তে সংবিদেবোর্দ্ধং সোঢুং ধর্ম্মক্লমং শ্রমং। ৪১।

অর্থাৎ কষ্টিপাথরে স্বর্ণের পরীক্ষা হইয়া থাকে, হে সাধো! সেইরূপ পবিত্র ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং সাধু-সেবা দ্বারা মন, নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৭। যেরূপ পূর্ণ-শশধর-সমুদয়ে ত্রিভুবন প্রফুল্লিত হইয়া থাকে, হে রামচন্দ্র! তাহার ন্যায় চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে, দেহে প্রচুর আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ৩৮। আমি কুণ্ডলিনীর কথা কলিতে বলিতে তোমার নিকটে আধি ব্যাধির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে প্রকৃত কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৯। পূরকের অভ্যাস নিবন্ধন যে সময়ে কুণ্ডলিনীকে সম্যক্ প্রকারে পূর্ণ করিয়া, সমভাবে (জীবের) অবস্থিতি হইয়া থাকে,—অর্থাৎ কূর্ম্ম নাড়ীতে প্রাণরোধ ঘটিয়া থাকে, সেই সময়ে মেরু সদৃশ স্থিতি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে; এবং এই প্রকারে শরীরেরও আপীনতা,—অর্থাৎ গরিমা নামক সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৪০। যে সময়ে পূরক নিবন্ধন মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রাণ-মারুতকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করা হইয়া থাকে, সেই সময়ে কুণ্ডলিনী, প্রাণনিরোধ নিবন্ধন শরীর-ক্লেশ এবং মানসিক শ্রমকে অমৃত দ্বারা প্লাবিত করিবার জন্য উর্দ্ধ দিকে লইয়া গিয়া থাকে। ৪১। লতা সকল

সর্পীবত্ত্বরিতৈ র্বোর্দ্ধং যাতি দণ্ডোপমাং গতা।
নাড়ীঃ সর্ব্বাঃ সমাদায় দেহবদ্ধা লতোপমাঃ ।৪২।
তদা সমস্তমেবেদমুৎপ্লাবয়তি দেহকং।
নীরন্ধ্রং পবনাপূর্ণং ভস্ত্রেবাম্বুততান্তরং।৪৩।
ইত্যভ্যাসবিলাসেন যোগেন ব্যোমগামিনা।
যোগিনঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্চৈর্দীনা ইন্দ্রদশামিব।৪৪।
ব্রহ্মনাড়ীপ্রবাহেণ শক্তিঃ কুণ্ডলিনী যদা।
বহিরুর্দ্ধং কপাটস্য দ্বাদশাঙ্গুল মূর্দ্ধনি।৪৫।
রেচকেন প্রয়োগেণ নাড্যন্তরনিরোধিনা।
মুহূর্ত্তং স্থিতিমাপ্নোতি তদা ব্যোমগদর্শনং।৪৬।

যেরূপ বৃক্ষের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় দেহবদ্ধ নাড়ী সকল একত্রিত হইয়া দণ্ডের ন্যায় দীর্ঘ দেহ ধারণ করত সর্পীর ন্যায় সত্বর উর্দ্ধ দেশে গমন করিয়া থাকে। ৪২। সেই সময়ে সমীরণসংযোগে পূর্ণ, অতএব লঘুত্বপ্রাপ্ত, নিরবকাশ এই নিখিল শরীর, চর্ম্মময় ভস্ত্রা-সংযোগে কূপোদক যেরূপ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ।৪৩। দরিদ্র লোকে ইন্দ্রত্ব পাইলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় এই প্রকার আকাশ-গামী অভ্যাস-যোগ-সাহায্যে যোগিগণ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪৪। যে সময় রেচকপ্রয়োগ নিবন্ধন কুণ্ডলিনী শক্তি উর্দ্ধে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রহ্মনাড়ী —অর্থাৎ সুষুম্নার অন্তরস্থিত প্রাণপ্রবাহ দ্বারা শীর্ষ কপালদ্বয়ের সন্ধি স্বরূপ কপাটের বাহিরে দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত মূর্দ্ধাপ্রদেশে মুহূর্ত্ত মাত্র স্থিতি করিয়া থাকে, সেই সময়েই ব্যোমচারী সিদ্ধদিগের দর্শন ঘটিয়া থাকে। ৪৫। ৪৬।

শ্রীরাম উবাচ।

দর্শনং কীদৃশং ব্রহ্মন্নয়নাংশুগণং বিনা।
অদিব্যানামিন্দ্রিয়াণাং তত্ত্বমেবং কথং ভবেৎ। ৪৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ন কেচন মহাবাহো ভূচরেণ নভস্বতঃ।
অদিব্যেনাশ্রিতাজ্ঞানৈ দৃশ্যন্তে পুরুষেন্দ্রিয়ৈঃ। ৪৮।
বিজ্ঞানাদ্দূরসংস্থেব বুদ্ধিনেত্রেণ রাঘব।
দৃশ্যন্তে ব্যোমগাঃ সিদ্ধাঃ স্বপ্নবৎ স্বার্থদা অপি। ৪৯।
স্বপ্নাবলোকনং যদ্যত্তদ্বৎ সিদ্ধাবলোকনং।
কেবলোঽথ বিশেষোঽয়ং সিদ্ধপ্রাপ্তৌ স্থিরার্থতা। ৫০

শ্রীরাম কহিলেন ;—হে ব্রহ্মন্! মর্ত্ত্য অস্মদাদির সম্মুখে আবির্ভাব ঘটিলেও যখন সিদ্ধদিগকে আমরা জানিতে পারি না, তখন চাক্ষুষ জ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল মাত্র প্রাণধারণ দ্বারা, কিরূপে সিদ্ধগণ সন্দর্শন করিয়া থাকেন ?। ৪৭। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে মহাবাহো! বায়ুভূত সেই সকল সিদ্ধপুরুষগণ অবলম্বনীয় বস্তুর আশ্রয়প্রাপ্ত হইলে মর্ত্ত্যবাসী কোনও ব্যক্তিই অজ্ঞান ইন্দ্রিয়-সাহায্যে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারে না। ৪৮। হে রাঘব! স্বপ্নকালে যেরূপ স্বার্থদায়িনী ক্রিয়ার অনুভব হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় যোগাভ্যাস নিবন্ধন মনঃ মার্জ্জিত হইলে, বুদ্ধিনেত্রের সাহায্যে ব্যোমবিহারী সিদ্ধদিগের সন্দর্শন ঘটিয়া থাকে। ৪৯। স্বপ্নদর্শন যে প্রকার, সিদ্ধসন্দর্শনও তদনুরূপ ; তবে এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে, সিদ্ধিলাভ ঘটিলে বরপ্রাপ্তি প্রভৃতি ব্যবহারক্ষমার্থতা ঘটিয়া থাকে। ৫০। শ্রীরাম কহিলেন ;—হে ব্রহ্মন্! যখন

শ্রীরাম উবাচ।

বদ স্বভাবস্য কথং ব্রহ্মন্নচলসংস্থিতিঃ।
বক্তারঃ সানুকম্পা হি দুষ্প্রশ্নেঽপি ন খেদিনঃ। ৫১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

শক্তির্যা তু স্বভাবাখ্যা যথা স্ফুরতি চাত্মনঃ।
সর্গাদিষু তথৈবাসৌ স্থিতিং যাতীতি নিশ্চয়ঃ। ৫২।
অবস্তুত্বাদবিদ্যা যা বস্তুশক্তিরপি ক্বচিৎ।
ভিদ্যতে দৃশ্যতে হ্যঙ্গ বসন্তে শারদং ফলং। ৫৩।
সর্ব্বমেবমিদং ব্রহ্ম নানা নানাতয়া স্থিতং।
জৃম্ভতে ব্যবহারার্থং কেবলং কথিতস্থিতি। ৫৪।

সকল জগতেরই মায়াময়ত্ব প্রযুক্ত অনিয়ত স্থিতির বিষয় ঘটপটাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনি আমার নিকটে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন স্বভাবের অচলভাবে কিরূপে অবস্থিতি ঘটিতে পারে, বলুন? (আমি জানি,) শ্রোতা উৎকট প্রশ্ন করিলেও বিচক্ষণ বক্তা অনুকম্পাপরবশ হইয়া তাহার উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন, কখনও এজন্য খিদ্যমান হন না। ৫১। বশিষ্ঠ কহিলেন;— স্বভাবনাম্নী যে শক্তি আত্মাতে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, সর্গাদি ব্যাপারেও যে তাহা স্থিতি করিয়া থাকে, ইহা (চিরকালই) স্থির রহিয়াছে। ৫২। যেরূপ বসন্ত কালে শরৎ-সম্বন্ধীয় শস্যাদির ভিন্নতা দেখা গিয়া থাকে, সেইরূপ কিছুই না হইলেও অবিদ্যানাম্নী বস্তুশক্তি, কোনও কোনও দেশে দৃশ্য হইয়া থাকে। ৫৩। এই সংসারের সকল বস্তুই ব্রহ্মের নানাবিধ আকারে ব্যাপ্ত রহিয়াছে,—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বভাবে নিয়ত একরূপে সকলেরই অবস্থিতি রহিয়াছে; যদিও প্রাণিগণের কর্ম্ম-ফল-ভোগ-ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাদের অজ্ঞাতভাবে ব্রহ্মের অবস্থিতি ঘটিতেছে, তথাপি তিনি নিয়ত স্থিতিরূপে প্রাদুর্ভূত

শ্রীরাম উবাচ।

সূক্ষ্মছিদ্রাদিগত্যর্থং পূরণার্থঞ্চ ভো প্রভো।
অণুতাং স্থূলতাং বাপি কায়োঽয়ং নীয়তে কথং। ৫৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

কাষ্ঠক্রকচয়োঃ শ্লেষাৎ যথা চ্ছেদঃ প্রবর্ত্ততে।
দ্বয়োঃ সঙ্ঘর্ষণাদগ্নিঃ স্বভাবাজ্জায়তে তথা। ৫৬।
মাংসং কুযন্ত্রজঠরে স্থিতং শ্লিষ্টমুখং মিথঃ।
ঊর্দ্ধাধঃসংমিলৎ স্থূলং ভস্ত্রৈস্থরিব বৈতসং। ৫৭।
তস্য কুণ্ডলিনী লক্ষ্মী নির্লীনান্তর্নিজাস্পদে।
পদ্মরাগসমুদ্গস্থ কোশে মুক্তাবলী যথা। ৫৮।
আবর্ত্তফলমালেব নিত্যং সলসলায়তে।
দণ্ডাহতেব ভুজগী সমুন্নতিবিবর্ত্তিনী। ৫৯।

আছেন। ৫৪। শ্রীরাম কহিলেন;—হে প্রভো! এই শরীরকে সূক্ষ্মছিদ্র-বিশিষ্ট পথে প্রস্থিত করণার্থে এবং পূরক করণোদ্দেশে কিরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম করা যাইতে পারে?। ৫৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—কাষ্ঠ এবং তচ্ছেদক ক্রকচ,—অর্থাৎ করাতের সংশ্লেষ নিবন্ধন যেরূপে ছেদ ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ (প্রাণ এবং অপান এই) উভয়ের সঙ্ঘর্ষণ নিবন্ধন স্বভাবানুসারে জঠরাগ্নি উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে। ৫৬। কুৎসিত দেহ-যন্ত্রের জঠরপ্রদেশে নাভির ঊর্দ্ধ এবং অধঃস্থানে মিলিত হইয়া, ভস্ত্রাস্বরূপ আমাশয় পক্কাশয় লক্ষণবিশিষ্ট স্থূল মাংস, ঊর্দ্ধস্থ বায়ু এবং অধঃস্থ জলসংযোগে আকর্ষণ করিয়া, লতাকুঞ্জের ন্যায় কম্পিত হইয়া অবস্থিতি করে। ৫৭। যেরূপ পদ্মরাগমণির আধার-স্থানে মুক্তাবলীর শোভা হইয়া থাকে. তাহার ন্যায় সেই মাংসের নিম্ন ভাগে স্বকীয় স্থান—মূলাধারে কুণ্ডলিনী লক্ষ্মী লীনভাবে অবস্থিতি করে। ৫৮। জপকালে যেরূপ রুদ্রাক্ষাদির আবর্ত্তন নিবন্ধন শব্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ দণ্ডাহতা ভুজগীর ন্যায় কুণ্ডলিনী ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিতি করিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৫৯। (এই কুণ্ডলিনী)

দ্যাব্যাপৃথিব্যোর্মধ্যস্থা ক্রিয়েব স্পন্দধর্ম্মিণী।
সংবিন্মধুবিবোধার্কো হৃৎপদ্মপুটষট্‌পদী। ৬০।
তৎসর্ব্বং শক্তিপদ্মাদি বাহ্যেনাভ্যন্তরৈস্তয়া।
হৃদি ব্যাধূয়তে বাতৈঃ পত্রবৃন্দমিবাভিতঃ। ৬১।
যদ্বদ্ব্যোম স্ফুরন্ত্যঙ্গ স্বভাবাৎ তত্র বায়বঃ।
বলবন্মৃদু যৎ কিঞ্চিদ্ভ্রংশং কবলয়ন্তি তৎ। ৬২।
বাতৈরাহন্যমানং তৎ পদ্মাদি তরলায়তে।
হৃদ্যন্যান্যেতি কার্য্যেণ পল্লবাদি যথা তরোঃ। ৬৩।

পৃথিবী এবং স্বর্গের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিয়া বিহিত নিষিদ্ধ ক্রিয়ার ন্যায় প্রাণাপানের ঊর্দ্ধাধঃগতি প্রযুক্ত স্পন্দ-ধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া থাকে; যখন চাক্ষুষ রূপাদি বিষয়াস্বাদন ঘটিয়া থাকে, তখন উহা জ্ঞান-সূর্য্যস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে; এবং (হৃদয়ে অবস্থিতি-কালে) পদ্মে ভ্রমর অবস্থিতি করিলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় জীবহৃদয়ে কুণ্ডলিনীর আবির্ভাব ঘটে। ৬০। যেরূপ বায়ুর কম্পনে বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বহিঃস্থ এবং অভ্যন্তরস্থ বায়ু দ্বারা হৃৎপদ্ম এবং নাড়ীসমূহ, কুণ্ডলিনী সংযোগে কম্পিত হইয়া থাকে। ৬১। (ইহা স্থির কথা, যে) বহিঃস্থ বায়ু যেরূপ বিশালভাব ধারণ করে, সেইরূপ মৃদু কঠিন পদার্থ সকলকে পাতিত করিয়া থাকে, প্রাণবায়ু স্বভাবানুসারে ঐরূপে প্রবলতা ও মৃদুতা অবলম্বন করিয়া, ভুক্ত পদার্থ অন্নাদিকে জীর্ণ করিয়া থাকে। ৬২। পদ্মাদি যেরূপ বায়ু দ্বারা আহত হইলে কম্পিত হইয়া থাকে; তাহার ন্যায় হৃদয়স্থিত ভুক্ত পদার্থ হইতে রস, তাহা হইতে রক্ত, তাহা হইতে মাংস, তাহা হইতে ত্বক্‌, উহা হইতে মেদ, মেদ হইতে মজ্জা, উহা হইতে অস্থি, অস্থি হইতে শুক্র প্রভৃতি বিচিত্র কার্য্য সকল, বৃক্ষ হইতে শাখা প্রশাখা পল্লবাদির ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৬৩।

দেহেষ্বাজরণং সর্ব্বরসানাং পবনোঽন্বহং।
জনয়ত্যগ্নিমন্যোন্যসংঘর্ষাদ্বনবেণুবৎ। ৬৪।
স্বভাবশীতবাতাত্মা দেহস্তেনোষ্ণ্যমেত্যথ।
উদিতেন স সর্ব্বাঙ্গে ভুবনে ভানুনা যথা। ৬৫।
সর্ব্বতো বিচরেদস্মিংস্তত্তেজ তারকাকৃতি।
হৃৎপদ্মহেমভ্রমরো যোগিনাং চিন্ত্যতাং গতং। ৬৬।
তৎপ্রকাশময়ং জ্ঞানং চিন্তিতং সংপ্রযচ্ছতি।
যেন যোজনলক্ষ্যস্থং বস্তু নিত্যং হি দৃশ্যতে। ৬৭।
তস্যাগ্নের্বাড়বস্যেব জলং সংশুষ্কমিন্ধনং।
মাংসপঙ্কজখণ্ডাঢ্যং হৃৎসরঃকোশবাসিনঃ। ৬৮।

যেরূপ বনস্থিত বংশ সমূহের পরস্পর সংঘর্ষণ নিবন্ধন অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ হৃদয়স্থিত বায়ু, প্রতিক্ষণই যে দেহের সকল প্রকার রসকে সম্যক্ প্রকারে জীর্ণ করিয়া, অগ্নিকে উৎপাদিত করিয়া থাকে, (ইহা এক প্রকার স্থির বাক্য)। ৬৪। এই দেহ, (যদিও) স্বাভাবিক শীত-বাতাত্মা, কিন্তু যখন সর্ব্বশরীরে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়, তখনই, ভানূদয়ে ভুবন যেরূপ উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় উহা উষ্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৫। আমাদের দেহমধ্যে যে জঠরাগ্নি সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, পদ্মে যেরূপ ভ্রমরের অবস্থিতি, তাহার ন্যায় ঐ তেজঃপদার্থকে যোগিগণ হৃদয়পদ্মে তারকাকারে উপাসনা করিয়া থাকেন।৬৬। চিন্তা করিলে উহা দ্বারা প্রকাশময় জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে; ঐ জ্ঞানের সাহায্যে যোজন পর্য্যন্ত দূরস্থিত নিত্য বস্তু দর্শন হইয়া থাকে। ।৬৭। সমুদ্র-জলে যেরূপ বাড়বানল প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় মাংসস্বরূপ পঙ্কজবিশিষ্ট হৃদয়-সরোবরস্থ সেই জঠরাগ্নির নিকটের শরীরস্থিত অন্নরসাদি শুষ্ক ইন্ধনের কার্য্য করিয়া থাকে। ৬৮। যে বস্তু নির্ম্মল

যদচ্ছং শীতলত্বঞ্চ তদস্যাত্মেন্দুরুচ্যতে।
ইতীন্দোরুত্থিতঃ সোঽগ্নিরগ্নীষোমৌ হি দেহকঃ। ৬৯।
সর্ব্বং তুষ্ণাত্মকং কিঞ্চিত্তেজোঽর্কাগ্ন্যভিধং বিদুঃ।
শীতাত্মকন্তু সোমাখ্যমাভ্যামেব কৃতং জগৎ। ৭০।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপেণ সর্ব্বং সদসদাত্মনা।
জগদ্বা যেন নির্ব্বৃত্তং তদেবৈবং বিজৃম্ভতে। ৭১।

শ্রীরাম উবাচ।

বহ্নির্বায্বাত্মনঃ সোমাদুদেতীতি মুনীশ্বর।
সোমস্যোৎপত্তিমধুনা বদ মে বদতাং বর। ৭২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অগ্নীষোমৌ মিথঃ কার্য্যকারণে চ ব্যবস্থিতে।
পর্য্যায়েণ সমং চেতৌ প্রজীযেতে পরস্পরং। ৭৩।

এবং শীতল, তাহাই ইহার আত্মারূপে উক্ত হইয়া চন্দ্র নাম পরিগ্রহ করে; এইরূপে ঐ অগ্নির উদ্ভব হইয়া থাকে; (জানিও) অগ্নি এবং সোম এই উভয় পদার্থই দেহ হইতে সমুদ্ভূত হয়। ৬৯। তুষ্ণীভাবাপন্ন যে সকল তেজঃপদার্থ (দেখিতে পাও,) তাহাদিগকে লোকে অগ্নি এবং সূর্য্য নাম প্রদান করিয়াথাকে; শীতল-ধর্ম্মাবলম্বী পদার্থের নাম সোম; অগ্নি ও সোম এই উভয় দ্বারা জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। ৭০। বিদ্যা এবং অবিদ্যারূপী সকল প্রকার সদসৎ বস্তু দ্বারা সকল সংসার প্রকাশ পাইয়া থাকে,—অর্থাৎ চিৎ এবং জড় এই উভয় পদার্থের মিশ্রণে সংসার সৃষ্ট হইয়াছে, যখন ব্রহ্ম জগদাকার হইতে ভিন্নভাব ধারণ করেন, তখনই জগৎ প্রকাশ-জাড্য-স্বভাবে অগ্নি-সোম-রূপে বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে। ৭১। শ্রীরাম কহিলেন;—হে মুনীশ্বর! বায়ুরূপী সোম হইতে বহ্নির উদয় হইয়া থাকে, (আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,) আপনি এক জন বক্তৃপ্রবর, অতএব, আমাকে এক্ষণে কিরূপে সোমের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা জানাইয়া দিউন। ৭২। বশিষ্ঠ কহিলেন;—অগ্নি এবং সোম, ইহারা উভয়ে কার্য্যকারণভাবে অবস্থিতি

অন্যোন্য বীজাঙ্কুরবৎ তথা দিবসরাত্রিবৎ।
স্থিতিশ্ছায়াতপসমা কেবলা নৈতয়োর্ভবেৎ। ৭৪।
কার্য্যকারণভাবশ্চ দ্বিবিধঃ কথিতোঽনয়োঃ।
সদ্রূপপরিণামোত্থো বিনাশপরিণামজঃ। ৭৫।
একস্মাদ্ যদ্দ্বিতীয়স্য সম্ভবোঽঙ্কুরবীজবৎ।
কার্য্যকারণভাবোঽসৌ সদ্রূপপরিণামজঃ। ৭৬।
একনাশে দ্বিতীয়স্য যদ্ভাবো দিনরাত্রিবৎ।
কার্য্যকারণভাবোঽসৌ বিনাশপরিণামজঃ। ৭৭।
সদ্রূপপরিণামস্য মৃদ্ঘটক্রমসংস্থিতেঃ।
অক্ষোপলম্ভাদিতরৎ প্রমাণং নোপযুজ্যতে। ৭৮।

করে, এবং ইহারা উভয়েই পরস্পরকে এককালে পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। ৭৩। ইহারা উভয়ে, বীজ যেরূপ অঙ্কুর এবং অঙ্কুর যেরূপ বীজের উপাদান, তাহার ন্যায় দিবস এবং রজনী সদৃশ তাহারা, পরস্পরের নিমিত্ত-দ্যোতক; ইহাদের অবস্থিতির (কথা কি বলিব) যেরূপ ছায়ার সহিত আতপের সম্বন্ধ, সেইরূপ উভয়ই উভয়কে নষ্ট করিয়া থাকে। ৭৪। আমি এই উভয়ের সদ্রূপ পরিণামসম্ভূত এবং বিনাশ পরিণাম-জাত এই দ্বিবিধ কার্য্য-কারণভাব তোমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছি। ৭৫। যেরূপ অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ আদিভূত একটি পদার্থ হইতে অন্যটি উদ্ভূত হইয়া থাকে, ইহাই বস্তুর বিদ্যমানতা-নিবন্ধন পরিণাম-সম্ভূত কার্য্য-কারণভাব। ৭৬। যেরূপ দিবাবসানে রাত্রির সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় একটি বিনষ্ট হইলে দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব থাকে না; ইহাই বিনাশ-নিবন্ধন পরিণাম-জাত কার্য্যকারণভাব। ৭৭। মৃণ্ময় ঘট প্রস্তুত করিবার কালে উহার যে ক্রমাকার আকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই কার্য্যকারণ-ভাবের চাক্ষুষ প্রমাণ; সুতরাং এ বিষয়ে প্রমাণান্তর নিষ্প্রয়োজন। ৭৮।

বিনাশপরিণামস্য দিনরাত্রিক্রমস্থিতেঃ।
অভাবোঽপ্যেকবস্তুস্থো গতোমুখ্যপ্রমাণতাং। ৭৯।
অনাস্থা নাস্তি কর্ত্তৃত্বমিত্যাদ্যা যুক্তিবাদিনঃ।
অবজ্ঞয়া বহিষ্কার্য্যাঃ স্বানুভূত্যপলাপিনঃ। ৮০।
প্রত্যক্ষবদভাবোঽপি প্রমৈব রঘুনন্দন।
অগ্ন্যভাবোঽপি শীতস্য প্রমাণং সর্ব্বজন্তুষু। ৮১।
অগ্নির্ধূমতয়া ভাগাদ্ যাং প্রযাতি পয়োদতাং।
সদ্রূপপরিণামেন তদগ্নিঃ সোমকারণং। ৮২।
অগ্নির্নষ্টতয়া শৈত্যাদসাবেব প্রযাতি যৎ।
বিনাশপরিণামেন তদগ্নিঃ সোমকারণং। ৮৩।

বিনাশ এবং পরিণাম-ধর্ম্মাবলম্বী দিনরাত্রির যে ক্রমস্থিতি, তাহাই,—অর্থাৎ কার্য্যদশাতে কারণের অভাবে দিবারাত্রির অনুপলব্ধিই এ বিষয়ের মুখ্য প্রমাণ। ৭৯। যুক্তিবাদী ব্যক্তিগণ কার্য্যের কারণকে—অর্থাৎ ঘট-সঙ্ঘটন-সময়ে মৃত্তিকা-মর্দ্দন, এবং তাহা হইতে পিণ্ডাকার-সৃষ্টি-বিষয়ে ঘটের আদ্যাবস্থার বিনাশ এবং পরাবস্থার আবির্ভাব ইত্যাদি দর্শনে কর্ত্তৃত্ব বলিয়া আস্থা করেন না; যাহারা স্বকীয় অনুভব দ্বারা প্রলাপবশ্যতা প্রাপ্ত হয়, তাহারা অবজ্ঞানিবন্ধন অকর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধিকে বিদায় দিয়া থাকে। ৮০। হে রামচন্দ্র! যেরূপ অগ্নির অভাব ঘটিলে সকল জীব-শরীরে যে শৈত্য প্রকাশ থাকিবে, এ বিষয়ে প্রমাণের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ অভাব,—অর্থাৎ কার্য্যকারণের অসত্তাই, প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণের কার্য্য করিয়া থাকে। ৮১। যে অগ্নি ধূমাকারে, পরিণত হইয়া বাষ্প, (এমন কি,) মেঘরূপ ধারণ করে, বস্তুর পরিণামানুসারে সেই অগ্নিই আবার সোমোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। ৮২। অগ্নি বিনষ্ট হইয়া যখন শৈত্যরূপ ধারণ করে, বিনাশ-পরিণামানুসারে ঐ অগ্নিই সোমোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। ৮৩। (দেখ) বাড়বানল, সপ্ত-সমুদ্র-জল পান

সপ্তাম্বুধিপয়ঃ পীত্বা ধূমোদ্গারেণ বাড়বঃ।
পয়োদতাং প্রযাতেন তদেব জনয়ত্যলং। ৮৪।
অর্কঃ পীত্বা নিশানাথমামাবস্যং পুনঃ পুনঃ।
উদ্গিরত্যমলে পক্ষে মৃণালমিব সারসঃ। ৮৫।
পীত্বামৃতোপমং শীতং প্রাণঃ সোমমুখাগমে।
অভ্রাগমাৎ পূরয়তি শরীরং পীনতাং গতঃ। ৮৬।
জলমপ্যুদপাম্ভোগে প্রযাত্যর্কস্য রশ্মিতাং।
সদ্রূপপরিণামেন তজ্জলং বহ্নিকারণং। ৮৭।
নাশাত্মকতয়া তোয়মৌষ্ণ্যত্বাদেতি হুগ্নিতাং।
বিনাশপরিণামেন তত্তোয়ং বহ্নিকারণং। ৮৮।

করিয়া ধূমোদ্গার করে, তদ্দ্বারা পয়োদরূপ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার সলিল-সমুৎপাদন করিয়া থাকে। ৮৪। সারস যেরূপ মৃণাল ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার উহা উদ্গিরণ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সূর্য্য, অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ গ্রাস করিয়া শুক্লপক্ষে আবার উদ্গিরণ করিয়া থাকে। ৮৫। যেরূপ প্রাণ,—অর্থাৎ উষ্মা সহিত বায়ু, বসন্তগ্রীষ্মাগমে ভূমিরস পান করিয়া, স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টি দ্বারা পুনর্ব্বার জগৎকে পূর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রাণ, অপান-মুখে অন্নপানাদি দ্বারা উদরে আবির্ভূত হইয়া অমৃততুল্য সেই রস পান করত মেঘবৎ নাড়ীমণ্ডলে চালিত হইয়া শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। ৮৬। উর্দ্ধস্থিত আদিত্য-তেজ-সংযোগে যে জল পীত হইয়া, সৌর-কর-রূপ ধারণ করিয়া থাকে, বস্তুর রূপের পরিণাম-নিবন্ধন ঐ জলই(আবার) বহ্নির কারণ;—অর্থাৎ উহা হইতেই জলের উদ্ভব। ৮৭। শৈত্য ও দ্রবত্বের বিনাশ, এবং উষ্ণত্ব প্রযুক্ত জল, যথাক্রমে জল, এবং অগ্নিরূপে পরিণত হয়; জলের বিনাশ এবং পরিণাম-নিবন্ধন যে এরূপ ঘটিয়া থাকে, বহ্নিই তাহার কারণ। ৮৮। অগ্নি বিনষ্ট হইলে, ঐ বস্তুর রূপের পরি-

অগ্নের্বিনাশে সদ্রূপপরিণামো নিশাকরঃ।
ইন্দোর্বিনাশে সদ্রূপপরিণামো হুতাশনঃ। ৮৯।
হুতাশো নাশমাগত্য সোমো ভবতি বৈ তথা।
দিবসো নাশমাগত্য রাত্রির্ভবতি বৈ যথা। ৯০।
তমঃপ্রকাশয়োশ্ছায়া-তপয়ো র্দিনরাত্রয়োঃ।
মধ্যে বিলক্ষণং রূপং প্রাজ্ঞৈরপি ন লভ্যতে। ৯১।
সন্ধিরপ্যবিলোপঃ স্যাদেতয়োরেব তদ্বপুঃ।
ভাবাভাবৈর্যথৈকাস্থা নিষ্ঠাবেতৌ তথৈব হি। ৯২।
দ্বাভ্যাং চৈতন্যজাড্যাভ্যাং ভূতানি প্রস্ফুরন্তি হি।
যথা তমঃপ্রকাশাভ্যামহোরাত্রা মহীতলে। ৯৩।
চিদ্রূপজড়রূপাভ্যামারব্ধেয়ং জগৎস্থিতিঃ।
জলামৃতাভ্যাং মিশ্রাভ্যাং শীতাতনুরিবৈন্দবী। ৯৪।

ণামানুসারে চন্দ্রের এবং চন্দ্রের বিনাশে বস্তুর রূপের পরিণাম-নিবন্ধন অগ্নির আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। ৮৯। যেরূপ দিবসাবসানে রাত্রির সঞ্চার হইয়া থাকে, সেইরূপ অগ্নি বিনষ্ট হইলে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৯০। অজ্ঞান ও আলোক, ছায়া ও আতপ, দিন এবং রাত্রি ইহাদের মধ্যবর্ত্তী যে রূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ৯১। তমঃ এবং প্রকাশ এই উভয় পদার্থের যে সন্ধি, তাহা অবিলোপী,—অর্থাৎ অশূন্যরূপী, কারণ, ঐ সন্ধিই ইহাদের শরীর; ইহারা পূর্ব্বোত্তর কালের অনুগত ও ভাবাভাব-সংমিশ্রিত হইয়া, অভিন্ন আত্মা ও নিষ্ঠাতে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৯২। যেরূপ তমঃ এবং প্রকাশ এই উভয় বস্তু হইতে পৃথিবীতে দিন রাত্রির সমুদয়, সেই প্রকার চৈতন্য এবং জড় এই উভয় বস্তু হইতে সমস্ত প্রাণী সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ৯৩। যেরূপ জলময় বিম্বে সূর্য্য-কিরণ দ্বারা সূর্য্য-প্রতিবিম্বের অবস্থিতি, যেরূপ অমৃত-মিশ্রিত কিরণ বর্ষণে শীতরশ্মির আকৃতি প্রতিফলিত হয়, তাহার ন্যায় চিৎ এবং জড় এই উভয় পদার্থের সংমিশ্রণে এই জগৎস্থিতির আরম্ভ হইয়াছে। ৯৪। হে রাঘব! যেরূপ আকাশস্থ সূর্য্যোদয়

প্রকাশমনলং সূর্য্যং চিদ্রূপং বিদ্ধি রাঘব।
জড়াত্মকং তমোরূপং বিদ্ধি সোমশরীরকং। ৯৫।
চিৎসূর্য্যে নির্ম্মলে দৃষ্টে নাম নশ্যেদ্ভবোদয়ং।
ব্যোমসূর্য্যে বহির্দৃষ্টে যথা কৃষ্ণনিশাতমঃ। ৯৬।
সোমদেহে জড়ে দৃষ্টে চিন্নিজে সত্যবস্তুবেৎ।
নিশীথে বিলসত্যব্জে যথা সৌরপ্রভাভরঃ। ৯৭।
অন্যোন্যলব্ধসদ্বাক্যাবেবং কুড্যপ্রকাশবৎ।
অগ্নীষোমাবিমৌ জ্ঞেয়ৌ সংপৃক্তৌ দেহদেহিনৌ। ৯৮।
অতিশায়িনি নির্ব্বাণে জাড্যে চৈবাতিশায়িনি।
অগ্নীষোমস্য চৈবাঙ্গ স্থিতির্ভবতি কেবলা। ৯৯।
প্রাণোঽগ্নিরুষ্ণপ্রকৃতিরপানঃ শীতলঃ শশী।
ছায়াতপবদিত্যেতৌ সংস্থিতৌ মুখমার্গগৌ। ১০০।

হইলে বহিঃস্থ তম বিদূরিত হয়, সেইরূপ চিৎ-সূর্য্যের উদয় ঘটিলে জগতের মূল,—ঘোর তমঃ নিবৃত্ত হইয়া থাকে; তুমি প্রকাশরূপ অনল এবং সূর্য্যকে চিদ্রূপ, এবং জড়ময় তমকে সোমশরীরধৃক্ বলিয়া জানিও; "সোমশরীর জড়ময়" জানিতে পারিলে চৈতন্য স্বয়ং সত্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৯৫। ৯৬। যেরূপ নিশীথকালে অব্জ,—অর্থাৎ সমুদ্রজলোৎপন্ন চন্দ্রের বিনাশভাব ঘটিলে অনুপ্রবেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া সৌরকর চন্দ্রধর্ম্ম, চন্দ্রিকাতে পরিণত হয়,—অর্থাৎ সৌরপ্রভা প্রকাশ থাকে না, ইহাও তদনুরূপ। ৯৭। যেরূপ সৌরকিরণ কুড্য—অর্থাৎ গৃহ-ভিত্তি প্রভৃতিতে প্রতিফলিত হয়,সেইরূপ পরস্পরের সংবলনাধীন ব্যবহারের বিষয়ত্ব প্রযুক্ত অগ্নি এবং চন্দ্র নামক দুইটি পদার্থ,দেহীদিগের দেহমধ্যে সংমিশ্রিত আছে। ৯৮। নির্ব্বাণ,—অর্থাৎ উপাধি-নিবৃত্তি-নিবন্ধন আনন্দের আতিশয্য এবং জড়ের আত্যন্তিকী দশা ঘটিলে কেবল অগ্নি সোমের স্থিতি ঘটিয়া থাকে। ৯৯। (জীবের) প্রাণই উষ্ণপ্রকৃতি অগ্নি, এবং অপান স্নিগ্ধগুণাবলম্বী চন্দ্র; ছায়া এবং আতপের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেইরূপ ইহারা মুখমার্গ হইতে বিনির্গত হইয়া থাকে।

যত্র সোমকলা গ্রস্তা ক্ষণং সূর্য্যেণ ষোড়শী।
মুখাদ্বিতস্তিমাত্রং স্যাত্তত্র বদ্ধপদো ভব। ১০১।
উষ্ণমগ্নিশ্চিদাদিত্যঃ শৈত্যং সোম উদাহৃতং।
যত্রৈতৌ প্রতিবিম্বস্থৌ তত্র বদ্ধপদো ভব। ১০২।
সংক্রান্তিমুত্তরমথায়নমঙ্গসম্যক্
কালং তথাবিষুবতৌ যদি দেহবাতৈঃ।
অন্তর্বহিষ্টমিব বেৎসি যথানুভূতং
তচ্ছোভসেহত্র ন পুনঃ পরমভ্যুপেতঃ। ১০৩।
ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে অগ্নীষোম বিচারণং
নাম উনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৬৯। *।

। ১০০। যেরূপ কৃষ্ণপক্ষে অগ্ন্যাত্মা সূর্য্য, প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া সোমের পঞ্চদশ কলা গ্রাস করিয়া, ক্রমে শুক্লপক্ষে উদ্গিরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ হৃদয়বিহারী প্রাণসূর্য্য, অপানরূপ সোমের মুখ নাসিকা দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া, পঞ্চদশ কলা গ্রাস পূর্ব্বক ধ্রুব নামক এক কলাকে অবশিষ্ট রাখিয়া, পুনর্ব্বার অপাননামা সোমকে উৎপাদন করিয়া থাকে; যখন মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া বহির্দ্দেশের বিতস্তিমাত্র পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইবে, সেই সময়ে তুমি মনের ধারণা দ্বারা স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ১০১। উষ্ণ অগ্নিই চিৎস্বরূপ সূর্য্য, এবং উহার শৈত্যই সোম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াথাকে; যখন এই দুইটি প্রতিবিম্বিত হইবে, তুমি সে সময়ে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইবে। ১০২। হে রামচন্দ্র! মহাবিষুব সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ যেরূপ পুণ্যকাল বলিয়া কীর্ত্তিত, তাহার ন্যায় যদি তুমি উত্তর-দক্ষিণায়নাত্মক কালকে স্বকীয় দেহবাত দ্বারা অন্তর ও বহিঃস্থিত প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করিতে পার, তাহা হইলে অনুভবের বিষয় অবগত হইয়া শোভা পাইতে পার; সুতরাং (এরূপ করিলে) পরম পদ হইতে তোমাকে বিচ্যুত হইতে হয় না। ১০৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অণুতাং স্থূলতাং বাপি যথা গচ্ছতি যোগিনাং।
দেহো নাম তথা সম্যগ্ বক্ষ্যমাণমিদং শৃণু। ১।
হৃদব্জচক্রকোশোর্দ্ধং প্রস্ফুরত্যানলঃ কণঃ।
হেমভ্রমরবৎ সান্ধ্যবিদ্যুল্লব ইবাম্বুদে ২।
স প্রবর্দ্ধনসংবিত্ত্যা বাত্যয়েবাশু বর্দ্ধতে।
সংবিদ্রূপতয়া নূনমর্কবদ্ যাতি চোদয়ং। ৩।
সন্ধ্যাভ্রপ্রথমার্কাভো বৃদ্ধিমভ্যাগতঃ ক্ষণাৎ।
গালয়ত্যখিলং সাঙ্গং দেহং হেম যথানলঃ। ৪।
জলস্পর্শাসহো যুক্ত্যা গলয়েৎ প্রপদাদপি।
বাহ্য এবানলস্পর্শা স্বান্তে বস্তুবিশেষতঃ। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—যোগিদিগের দেহ যেরূপে সম্যক্‌প্রকারে সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, (আমার নিকট হইতে সে সম্বন্ধে) এই কথা শ্রবণ কর। ১। হৃদয়রূপ কমল-কোশের উর্দ্ধ দিকে—কর্ণিকোপরি মহাগ্নি বিরাজিত আছে; মেঘমালার সহিত সংমিশ্রিত হইলে সন্ধ্যাকালীন বিদ্যুৎ-খণ্ডের যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় উহা দেখিতে হেমভ্রমবতুল্য। ২। সেই অনলকণা, যেরূপে বর্দ্ধিত হইয়া সকল শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বর্দ্ধনোপায় জ্ঞান দ্বারাও আবির্ভূত হইয়া থাকে; ঐ অগ্নি, বৃদ্ধি পাইয়া দেহকে দগ্ধ করে না, কিন্তু সংবিদ্-স্বরূপে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাতিশয্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩। বহ্নিমধ্যে নিপতিত হইলে যেরূপ সুবর্ণ দগ্ধ হইয়া গলিত হইয়া যায়, তাহার ন্যায় ঐ অগ্নি, প্রত্যূষকালে প্রথমোদিত গগনবিহারী সূর্য্যকান্তির ন্যায় ক্ষণমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, হস্তপদাদি সহিত সমস্ত শরীরকে গলিত করিয়া থাকে। ৪। এই প্রকারে পাদাগ্র পর্য্যন্ত শরীরকে দ্রবীভূত করিয়া থাকে; তদনন্তর শোষণ-যুক্তি-বলে অগ্নি-স্বভাব-নিবন্ধন জলস্পর্শ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে; এইরূপে দ্রবত্বোপসংহার যুক্তি দ্বারা জলকে পর্য্যন্ত শুষ্ক করিয়া থাকে। ৫। যেরূপ প্রবল বায়ুপ্রবাহে নীহার

স শরীরদ্বয়ং পশ্চাদ্বিধূয় ক্বাপি লীয়তে।
বিক্ষোভিতেন প্রাণেন নীহারো বাত্যয়া যথা। ৬।
আধারনাড়ীনির্হীনা ব্যোমন্যেবাবশিষ্যতে।
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী বহ্নের্ধূমলেখেব নির্গতা। ৭।
ক্রোড়ীকৃতমনোবুদ্ধিময়জীবাদ্যহঙ্কৃতিঃ।
অন্তঃস্ফুরচ্চমৎকারা ধূমলেখেব নাগরী। ৮।
বিশে শৈলে তৃণে ভিত্তাবুপলে দিবি ভূতলে।
সা যথা যোজ্যতে যত্র তেন নির্যাত্যলং তথা। ৯।
সংবিত্তিঃ সৈব যাত্যঙ্গ রসাদ্ যং তং যথাক্রমং।
রসেনাপূর্ণতামেতি তন্ত্রীভার ইবাম্বুনা। ১০।

লয় পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় ঐ অগ্নি, পার্থিব এবং আতিবাহিক এই দুই শরীরকে কম্পিত ও প্রাণকে বিক্ষোভিত করত লয় পাইয়া থাকে। ৬। (তখন) কুণ্ডলিনী শক্তি, মূলাধারস্থ সুষুম্না-নাড়ী-বিহীন হইয়া, বহ্নি হইতে যেরূপ ধূম-লেখা নির্গত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আতিবাহিক দেহাকাশে অবস্থিতি করে। ৭। এইরূপে অবস্থিতি করিয়া, মন এবং বুদ্ধিময় জীবাদিঘটিত স্থূল-শরীরে অহঙ্কারকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক অন্তরে চমৎকার চিৎশক্তিকে বিরাজিত করিয়া, কৃষ্ণবর্ণা নাগরীর ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। ৮। সে, (সূক্ষ্মতম) মৃণালচ্ছিদ্রে, (কঠিনতর) শৈলে, (সামান্য) তৃণে, ভিত্তিতে, উপল-খণ্ডে, স্বর্গে, ভূমিখণ্ডে যে প্রকারে যাহাতে যুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইতেই সেই প্রকারে নির্গত হইয়া থাকে। ৯। হে রামচন্দ্র! চৈতন্যময়ী সেই কুণ্ডলিনী, যে সময়ে পূর্ব্বসংহৃত জলভাগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, চর্ম্মময় জলযন্ত্র যেরূপ কূপে নিক্ষিপ্ত হইলে, উহা জলভরে পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় রস প্রযুক্ত যথাক্রমে যাহা প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ে তাহা সর্ব্বতো-ভাবে রস দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০। হে রামচন্দ্র। চিত্রকর

রসাপূর্ণা যমাকারং ভাবয়ত্যাশু তত্তথা।
ধত্তে চিত্রকৃতো বুদ্ধৌ রেখা রাম যথাকৃতিং। ১১।
দৃঢ়ভাববশাদন্তরাপ্নোতীন্যাপ্নোতি সা ততঃ।
মাতৃগর্ভনিষণ্ণেষু সুসূক্ষ্মেবাঙ্কুরস্থিতিঃ। ১২।
যথাভিমতমাকারং প্রমাণং বেত্তি রাঘব।
জীবশক্তিরবাপ্নোতি সুমের্বাদি তৃণাদি চ। ১৩।
শ্রুতং ত্বয়া যোগসাধ্যমণিমাদ্যর্থসাধনং।
জ্ঞানসাধ্যমিদানীং ত্বং শৃণু শ্রবণভূষণং। ১৪।
একং চিন্মাত্রমস্তীহ শুদ্ধং সৌম্যমলক্ষিতং।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং শান্তং ন জগৎ ন জগৎক্রিয়া। ১৫।
অসত্যমেব সংকল্পভ্রমেণেদং শরীরকং।
জীবঃ পশ্যতি মূঢ়াত্মা বালো যক্ষমিবোদ্ধতং। ১৬।

যেরূপ চিত্র করিবার সময়ে মনোমধ্যে যে বস্তুর আকৃতি কল্পনা করে, তদনুরূপ রেখা টানিয়া থাকে, সেইরূপ কুণ্ডলিনী শক্তি রসপূর্ণ হইয়া, পূর্ব্বসংস্কৃত পার্থিব ভাগকে যে আকারে রচনা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা সত্বরই করিয়া থাকে। ১১। অঙ্কুরের অবস্থিতি যেরূপ সূক্ষ্ম, তাহার ন্যায় অন্তরে দৃঢ় ভাবনা বশতঃ ঐ কুণ্ডলিনী, জীব মাতৃগর্ভে অবস্থিতি—অর্থাৎ জরায়ু-মধ্যে বসতি করিলেও তাহার অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১২। হে রাঘব! জীবশক্তি যে স্বেচ্ছানুসারী সুমেরু হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত আকার ধারণ করিয়া থাকে, তুমি তাহা অপ্রমাণ মনে করিও না। ১৩। তুমি আমার নিকট হইতে অণিমাদি-অর্থসাধনের উপায়ীভূত যোগসাধ্য বিষয় শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে মনোহর জ্ঞানসাধ্য বিষয় শ্রবণ কর।১৪। এই সংসারে শুদ্ধ, অলক্ষিত, সৌম্য-ভাবাপন্ন,একমাত্র চিন্ময় পদার্থ বিদ্যমান আছেন; তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, এবং শান্ত, তদভাবে জগৎ বা জগৎক্রিয়া থাকিতে পারে না। ১৫। মূঢ়বুদ্ধি জীব, বালক যেরূপ কল্পিত ভূতাদি দর্শনে ভীত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বাসনা-ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া, মিথ্যাময় এই শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

যদা তু জ্ঞানদীপেন সম্যগালোক আগতঃ।
সংকল্পমোহো জীবস্য ক্ষীয়তে শরদভ্রবৎ। ১৭।
শান্তিমায়াতি দেহোঽয়ং সর্ব্বসংকল্পসংক্ষয়াৎ।
তদা রাঘব নিঃশেষং দীপস্তৈলক্ষয়ে যথা। ১৮।
নিদ্রাব্যপগমে জন্তুর্যথা স্বপ্নং ন পশ্যতি।
জীবো হি ভাবিতে সত্যে তথা দেহং ন পশ্যতি। ১৯।
অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মভাবনমঙ্গ যৎ।
সূর্য্যাদ্যালোকদুর্ভেদং হার্দ্দং তদ্দারুণং তমঃ। ২০।
আত্মন্যেবাত্মভাবেন সর্ব্বব্যাপি নিরঞ্জনং।
চিন্মাত্রমমলোঽস্মীতি জ্ঞানাদিত্যেন নশ্যতি। ২১।
অন্যে চ বিদিতাত্মানো ভাবয়ন্তি যথৈব যৎ।
তত্তথৈবাশু পশ্যন্তি দৃঢ়ভাবনয়া তয়া। ২২।

থাকে। ১৬। শরৎ-সমাগমে যেরূপ মেঘজাল বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার ন্যায় জ্ঞান-প্রদীপ-প্রভাবে আলোক, সম্যক্ প্রকারে বিকীর্ণ হইলে জীবের সংকল্প-নিবন্ধন মোহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৭। যেরূপ তৈল নিঃশেষিত হইলে দীপদীপ্তি প্রকাশ পায় না, তাহার ন্যায় সকল প্রকার সংকল্প বিনষ্ট হইলে, এই শরীর শান্তি পাইয়া থাকে। ১৮। যেরূপ নিদ্রাভঙ্গ হইলে জীবের স্বপ্নদর্শন ঘটে না, তাহার ন্যায় সত্য—ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটিলে, জীব দেহের প্রতি দৃষ্টি করে না। ১৯। অনাত্মীয় শরীরাদির প্রতি আত্মবোধ করাই দারুণ তমোগুণের কার্য্য; ঐ তমঃ লৌকিক সূর্য্যালোক ভেদ করিতে সমর্থ নহে। ২০। আত্মাতে আত্মভাবনা করিলে "আমি অমল হইয়াছি" এই প্রকার জ্ঞান-সূর্য্যের সমুদয়ে মনের অন্ধকার বিনষ্ট হয়, এবং সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন ব্রহ্ম যে চৈতন্যভাবে বর্ত্তমান আছেন, তাহাও জানিতে পারা যায়। ২১। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষেরা যাহা ভাবনা করিয়া থাকেন দৃঢ় ভাবনা দ্বারা তাহাই প্রত্যক্ষগোচর করিয়া থাকেন। ২২।

দৃঢ়ভাবানুসন্ধানাদ্বিমূঢ়া অপি রাঘব ।
বিষং নয়ন্ত্যমৃততামমৃতং বিষতামপি । ২৩ ।
অণিমাদিপদপ্রাপ্তৌ জ্ঞানযুক্তিরিতি শ্রুতা ।
ভবতা সাধুনা রাম যুক্তিমন্যামিমাং শৃণু । ২৪ ।
রেচকাভ্যাসযোগেন জীবঃ কুণ্ডলিনীগৃহাৎ ।
উদ্ধৃত্য যোজ্যতে যাবদামোদঃ পবনাদিব । ২৫ ।
ত্যজ্যতে বিরতস্পন্দো দেহোঽয়ং কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ ।
দেহেপি জীবেপি মতাবাসেচক ইবাদরঃ । ২৬ ।
স্থাবরে জঙ্গমে বাপি যথাভিমতয়েচ্ছয়া ।
ভোক্তুং তং সম্পদং সম্যগ্ জীবোঽন্তর্বিনিবেশ্যতে । ২৭ ।

হে রাঘব ! যাহারা ভাবনীয় বিষয়ের উদ্দেশে দৃঢ় ভাবনা না করে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি, বিষকে অমৃত এবং অমৃতকে বিষ বলিয়া বোধ করিয়া থাকে । ২৩ । হে রামচন্দ্র । অণিমাদি পদপ্রাপ্তিবিষয়ে জ্ঞানযোগের কথা শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে সাধুপথাবলম্বী তুমি অন্য যোগের কথা শ্রবণ কর । ২৪ । যেরূপ বহিঃস্থ সমীরণ-সংক্রান্ত পুষ্পগন্ধ লোকের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সাধন করে,তাহার ন্যায় রেচকের অভ্যাস করিলে, জীব, কুণ্ডলিনী-গৃহ হইতে যেমন বহিঃপ্রদেশে নিঃসৃত হইয়া যুক্ত হয়,(অমনি) কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের ন্যায়(জীবের) এই দেহ স্পন্দরহিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে ; যেরূপ জলসিঞ্চনকারী ব্যক্তি করস্থিত কুম্ভের জল দ্বারা যে সকল তরুলতাকে সিঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করে, সিঞ্চন দ্বারা তাহাদিগের প্রতি আদর করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় দেহ ও জীবের সম্বন্ধ । ২৫ । ২৬ । জীব, অভিমতানুসারে সম্পদ ভোগ করিবার জন্য স্থাবর কিম্বা জঙ্গম সকল বস্তুরই অন্তরে ইচ্ছানুসারে বিনিবিষ্ট হইয়া থাকে । ২৭ । হে তাত ! এই প্রকারে পরদেহে সিদ্ধি-সৌন্দর্য্য ভোগ করিয়া, যদি

ইতি সিদ্ধিশ্রিয়ং ভুক্ত্বা স্থিতং চেত্তদ্বপুঃ পুনঃ।
প্রবিশ্যতে স্বমন্যদ্বা যদ্ যত্তাত বিরোচতে। ২৮।
জ্ঞাত্বা সদাভ্যুদিতমুজ্ঝিতদোষমীশো
যদ্ যদ্ যথা সমভিবাঞ্ছতি চিৎপ্রকাশঃ।
প্রাপ্নোতি তত্তদচিরেণ তথৈব রাম
সম্যক্ পদং বিদুরনাবরণত্বমেব। ২৯।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে অণিমাদিলাভযোগো-
পদেশো নাম সপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৭০। *।

পূর্ব্বতন বপু বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে ইচ্ছা করিলে, হয় সেই দেহ, অন্যথা অন্য, যাহা যোগিগণের অভিপ্রেত, তাহাতেই তাঁহারা প্রবেশ করিয়া থাকেন। । ২৮। যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন জীবের অন্তরে চৈতন্য প্রতিফলিত হইলে, সততোৎপন্ন দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া, জীব, যাহা যাহা পাইবার কামনা করে, হে রামচন্দ্র! তাহা অচিরকালমধ্যেই পাইয়া থাকে; (জানিও) ব্রহ্মের মায়াদি আবরণশূন্যত্বই পরম পদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অণিমাদিগুণৈশ্বর্য্যযুক্তা সা নৃপভামিনী।
এবং বভূব চূড়ালা ঘনাভ্যাসবতী সতী। ১।
জগামাকাশমার্গেণ বিবেশাম্বুধিকোটরং।
চচার বসুধাপীঠং গঙ্গেবামলশীতলা। ২।
ক্ষণমপ্যাগতা ভর্ত্তুর্বক্ষসশ্চেতসস্তয়া।
সর্ব্বেষূবাস রাজ্যেষু লক্ষ্মীরিব জগৎসু চ। ৩।
আকাশগামিনী শ্যামা বিদ্যুৎপ্রারম্ভভূষণা।
বভ্রাম মেঘমালেব গিরিমালা মহীতলে। ৪।
কাষ্ঠং তৃণোপলং ভূতং খং বাতমনলং জলং।
নির্ব্বিঘ্নমবিশৎ সর্ব্বং তন্তুর্মুক্তাফলং যথা। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—অনিমাদি গুণশালিনী নৃপকামিনী সেই চূড়ালা, এই প্রকারে প্রাণধারণাদি বিষয়ে অতিশয় অভ্যাসবতী হইয়াছিলেন। ১। অমল শীতল গঙ্গা যেরূপ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার ন্যায় তিনি আকাশ-পথ আশ্রয় করিয়া,সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ এবং নিখিল ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ।২। লক্ষ্মী যেরূপ নারায়ণের বক্ষঃস্থলে বসতি করেন, তাহার ন্যায় তিনি স্বামীর বক্ষঃস্থল ও অন্তঃকরণ হইতে অবিযুক্ত হইয়া, ক্ষণকালের জন্য সমস্ত রাজ্য এবং জগন্মণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন। ৩। ব্যোমবিহারিণী শ্যামা সেই ললনা, গিরি-শিখর-সম্পৃক্ত মেঘমালার ন্যায় মর্ত্ত্যভূমিতে বিহার করিয়াছিলেন; বিদ্যুদ্দীপ্তির প্রারম্ভ উঁহার ভূষণের কার্য্য করিয়াছিল। ৪। তন্তু যেরূপ সমস্ত মুক্তাফলকে গ্রন্থন করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তিনি কাষ্ঠ, উপল-খণ্ড, তৃণ, অন্তরীক্ষ, প্রাণিশরীর, অনল ও জল প্রভৃতি সকল পদার্থের অন্তরে নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৫। মেরুর উপরিভাগে যে সকল

মেরোরুপরিশৃঙ্গানি লোকপালপুরাণি চ।
দিগ্ব্যোমোদররন্ধ্রাণি বিজহার যথাসুখং। ৬।
যত্নেন তঞ্চ ভর্ত্তারমাত্মজ্ঞানামৃতং প্রতি।
বহুশো বোধয়ামাস চূড়ালা ন বিবেদ সঃ। ৭।
কলাবিদগ্ধা মুগ্ধা চ বালেয়ং গৃহিণী মম।
ইত্যেবং কেবলং রাজা স চূড়ালাং বিবেদ তাং। ৮।
এতাবতাপি কালেন তামেবং গুণশালিনীং।
বালো বিদ্যামিব নৃপশ্চূড়ালাং ন বিবেদ সঃ। ৯।
সাপ্যলব্ধাত্মবিশ্রান্তেস্তাং সিদ্ধিশ্রিয়মাত্মনঃ।
দর্শয়ামাস নো রাজ্ঞঃ শূদ্রস্যেব মখক্রিয়াং। ১০।

শ্রীরাম উবাচ।

মহত্যাঃ সিদ্ধযোগিন্যা স্তস্যা অপি শিখিধ্বজঃ।
যত্নেন প্রাপ নো বোধং বুদ্ধ্যতেঽন্যঃ কথং প্রভো। ১১।

শৃঙ্গ আছে, তাহাতে, লোকপালদিগের পুরমধ্যে, এবং দিঙ্মণ্ডল ও আকাশোদরে যে সকল প্রসিদ্ধ রন্ধ্র বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে, মনসুখে বিহার করিয়াছিলেন। ৬। চূড়ালা, যদিও যত্ন পূর্ব্বক স্বকীয় স্বামীকে আপনার জ্ঞানরূপ অমৃত দ্বারা প্রবোধিত করিয়াছিলেন, কিন্তু নৃপতি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। ৭। "আমার এই গৃহিণী" শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিতা, সকল কলাভিজ্ঞা এবং মুগ্ধস্বভাবা বালিকা, রাজা চূড়ালাকে এইরূপ জানিয়াছিলেন। ৮। বালক যেরূপ নিজযত্ন, নিয়ত শ্রম ও অভ্যাস দ্বারা বিদ্যা লাভ করে, তাহার ন্যায় চূড়ালা যে, এত দিনে সবিশেষ গুণশালিনী (ও তত্ত্ববিদ্যাপার-দর্শিনী) হইয়াছেন, নৃপালের মনে তাহা স্থান পায় নাই। ৯। শূদ্র যেরূপ যজ্ঞক্রিয়া দর্শন করিতে পারে না, তাহার ন্যায় যিনি আত্মবিশ্রান্তি প্রাপ্ত হন নাই, সেই নৃমণিকে, তিনি আপন যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করেন নাই। ১০। শ্রীরাম কহিলেন;—হে প্রভো! যখন নৃপ শিখিধ্বজ, সিদ্ধ যোগিনীর নিকট

বশিষ্ঠ উবাচ।

উপদেশক্রমো রাম ব্যবস্থামাত্রপালনং।
জ্ঞপ্তেস্তু কারণং শুদ্ধা শিষ্যপ্রজ্ঞৈব কারণং। ১২।
ন শ্রুতেন ন পুণ্যেন জ্ঞায়তে জ্ঞেয়মাত্মনঃ।
জ্ঞানাত্যাত্মানমাত্মৈব সর্পঃ সর্পপদানিব। ১৩।

শ্রীরাম উবাচ।

এবং স্থিতেবাথ মুনে কথমেতজ্জগৎস্থিতৌ।
ক্রমোগুরূপদেশাখ্যঃ স্বাত্মজ্ঞানস্য কারণং। ১৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অত্যন্ত কৃপণঃ কশ্চিৎ কিরাটো ধনধান্যবান্।
অস্তি বিন্ধ্যাটবীকক্ষে কুটুম্বী ব্রাহ্মণো যথা। ১৫।

হইতে মহৎ যোগসিদ্ধি কোনও রূপে জানিতে পারিলেন না, তখন অন্য প্রকার বুঝিবার বিষয় কিরূপে বুঝিয়াছিলেন। ১১। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! জ্ঞানলাভের জন্য গুরুকরণ প্রয়োজন, তদ্ব্যতিরেকে উপদেশ লাভ হইতে পারে না; এই রূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার মর্য্যাদা পালনই উপদেশের ক্রম,—অর্থাৎ সোপান; সাধনচতুষ্টয় সহিত শিষ্যের পবিত্র প্রজ্ঞাই জ্ঞান-প্রাপ্তির কারণ। ১২। আপনার পদচিহ্ন সর্প যেরূপ জানিয়া থাকে, তাহার ন্যায় পরোক্ষ-জ্ঞান, কিম্বা পবিত্র ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা আত্মার জ্ঞেয়—আত্মতত্ত্ব জানিতে পারা যায় না; কেবল আত্মাই আত্মা—ব্রহ্মকে জানিতে পারে। ১৩। শ্রীরাম কহিলেন;—হে মুনে! যদি এইরূপেই জগতের স্থিতি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মজ্ঞানের কারণস্বরূপ গুরূপদেশক্রম কিরূপে হইয়া থাকে, (বলুন?)। ১৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—বহুপরিবারবেষ্টিত হইলে ব্রাহ্মণের অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বিন্ধ্যাটবীর সীমান্তপ্রদেশে একটি বণিক অবস্থিতি করে, স্থানবিশেষে ব্যবসা না করিয়া, সে যেখানে সেখানে বাণিজ্য করিয়া থাকে; ধনধান্যসমন্বিত হইলেও উহার স্বভাব অতিশয় কৃপণ

তস্যৈকদা নিপতিতা গচ্ছতো বিন্ধ্যজঙ্গলে।
একা বরাটিকা রাম তৃণজালকসংবৃতে। ১৬।
কার্পণ্যাৎ স প্রযত্নেন সর্ব্বং তৃণতুষাদিকং।
কপর্দ্দকার্থমভিতো দুধাব দিবসত্রয়ং। ১৭।
কলয়ন্ জঙ্গলে দীনো রাত্রিন্দিবমতন্দ্রিতঃ।
জনহাসসহস্রাণি বুবুধে ন পরন্তু সঃ। ১৮।
ততো দিনত্রয়স্যান্তে তেন তস্মাচ্চ জঙ্গলাৎ।
পূর্ণেন্দুবিম্বপ্রতিমো লব্ধশ্চিন্তামণির্মহান্। ১৯।
তং প্রাপ্য তুষ্টহৃদয়ঃ সমাগম্য গৃহং সুখং।
প্রাপ্তাখিলজগদ্ভূতিশান্তসর্ব্বতয়া স্থিতঃ। ২০।
এবং যথা কিরাটেন কপর্দ্দান্বেষণেন তৎ।
রত্নং লব্ধং জগন্মূল্যমহোরাত্রমখেদিনা। ২১।

ছিল। ১৫। হে রামচন্দ্র! এক দিবস গমন করিতে করিতে তৃণগুচ্ছসমাচ্ছাদিত বিন্ধ্যকাননমধ্যে তাহার হস্ত হইতে একটী কপর্দ্দক নিপতিত হয়। ১৬। কৃপণ-স্বভাবনিবন্ধন সেই বণিক্, তিন দিবস পর্য্যন্ত ঐ কপর্দ্দকের জন্য সমস্ত তৃণ-তুষাদি নাড়িতে চাড়িতে থাকে। ১৭। এইরূপে সে, দিনরাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, বনমধ্যে দীনভাবে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে; তাহার অবস্থা দেখিয়া লোকে হাস্য করিলেও সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। ১৮। তদনন্তর সেই বণিক্, দিবসত্রয়াবসানে সেই জঙ্গল হইতে (ঘটনাক্রমে) পূর্ণেন্দুবিম্ব-সদৃশ চিন্তামণি প্রাপ্ত হয়।১৯। ঐ বস্তু লাভ করিয়া সে, সন্তোষমনে গৃহে প্রতি-গমন করে, এবং জগতের সমস্ত ভোগবাসনা পূর্ণ করিয়া সকল অনর্থ নিবারণ পূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। ২০। এইরূপে ঐ বণিক্ যেরূপে অহোরাত্র কপর্দ্দক অন্বেষণ করিতে করিতে অমূল্য চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল, ।২১। সেই প্রকার শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে;

তথা শ্রুতোপদেশেন স্যাত্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
অন্যদন্বিষ্যতে চান্যল্লভ্যতে হি গুরুক্রমাৎ। ২২।
ব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়াতীতং শ্রুতাদীন্দ্রিয়সংবিদঃ।
তেনোপদেশাদনঘ নাত্মতত্ত্বমবাপ্যতে। ২৩।
গুরূপদেশঞ্চ বিনা নাত্মতত্ত্বাগমো ভবেৎ।
কেন চিন্তামণির্লব্ধঃ কপর্দ্দান্বেষণং বিনা। ২৪।
পশ্য রাঘব মায়েয়ং মোহিনী মহতামপি।
অন্যদন্বিষ্যতে যত্নাদন্যদাসাদ্যতে ফলং। ২৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ততঃ শিখিধ্বজো রাজা তত্ত্বজ্ঞানপদং বিনা।
আজগাম পরং মোহং তমোন্ধত্বমিবাপ্রজাঃ। ২৬।

কিন্তু গুরুকরণ দ্বারা অন্য,—অর্থাৎ যেরূপ পরোক্ষপ্রায় জ্ঞান লাভ হয়, সেইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞানেরও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ২২। ব্রহ্ম, সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত, কিন্তু চিত্তবৃত্তি শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়-প্রযোজ্য; হে অনঘ! গুরূপদেশ-নিবন্ধন শব্দবৃত্ত্যাদি জন্মিয়া থাকে, (কিন্তু) ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি, মায়ানিবৃত্তি এবং বুদ্ধির স্বচ্ছতাবস্থায় ঘটিয়া থাকে, সুতরাং কেবল উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে না। ২৩। (কিন্তু এরূপ হইলেও) গুরূপদেশ ব্যতিরেকে আত্মতত্ত্বানুসন্ধান ঘটে না; কারণ, যদি কপর্দ্দকের অনুসন্ধান না হইত, তাহা হইলে চিন্তামণিসমাগম কিরূপে ঘটিত, (বল?)। ২৪। হে রাঘব! বিশ্ব-বিমোহিনী যে মায়া মহদ্ব্যক্তিদিগকেও মুগ্ধ করিয়া থাকে, তাহার প্রভাব অবলোকন কর; ইহা যদিও অন্য বস্তুকে অন্বেষণ করে, কিন্তু ইহা দ্বারা ফলান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ২৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—যেরূপ সন্তান সন্ততি বিনষ্ট হইলে লোকে শোকাচ্ছন্ন থাকিয়া সংসারকে অন্ধকারময় দেখিয়া থাকে, তাহার ন্যায় নৃপতি শিখিধ্বজ, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মার শান্তি লাভ না করাতে অতিশয় মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২৬। যেরূপ অগ্নিশিখা-মধ্যগত হইলে

দুঃখাগ্নিদীপিতমনা মনাগপি বিভূতিষু।
তাস্বভীষ্টোপনীতাসু ন রেমেঽগ্নিশিখাস্বিব। ২৭।
একান্তেষু দিগন্তেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।
আজগাম রতিং জন্তুর্মুক্তেষু ব্যাধতো যথা। ২৮।
নিত্যমুদ্দামবৈরাগ্যঃ পরিব্রাড়িব শান্তধীঃ।
খিদ্যতে চ মহাভোগান্ স ভোক্তুঞ্চ শ্রিয়ং স্থিতঃ। ২৯।
দদাবতিতরাং দানং গোভূমিকনকাদিকং।
দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ স্বজনেভ্যশ্চ মানদ। ৩০।
চচার চ তপঃ কর্ত্তুং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকং।
পরিবভ্রাম তীর্থানি বনান্যায়তনানি চ। ৩১।
স তথাপি বিশোকত্বং ন মনাগপি লব্ধবান্।
অনিধানাং খনন্ ভূমিং নিধানার্থী নিধিং যথা। ৩২।

লোকে ঐ অবস্থাকে সুখকর বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহার ন্যায় দুঃখানলসন্তপ্ত হইয়া অভীপ্সিত সামন্ত ও ঐশ্বর্য্যাদি সমন্বিত হইলেও তাঁহার মনে সুখের উদয় ঘটে নাই। ২৭। ব্যাধের শরে নিপতিত না হইলে জন্তুগণ যেরূপ স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করে, তাহার ন্যায় তিনি দিগন্তপ্রদেশ, নির্ঝর ও গিরিগুহা-প্রবেশ করিয়া, মনের সুখে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ২৮। পরিব্রাজক যেরূপ শান্তভাবে অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায়, তাঁহার অন্তরে উৎকট বৈরাগ্যের আবির্ভাব হওয়াতে তিনি রাজ্যৈশ্বর্য্য এবং ভোগসামগ্রী ভোগ করিতে খিদ্যমান ছিলেন। ২৯। হে মানদ! তিনি (তখন) দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং স্বজাতির উদ্দেশে প্রচুর গো, ভূমি ও হিরণ্যাদি দান করিলেন। ৩০। (ক্রমে শরীর ও মনকে শোধন করিবার জন্য) কষ্টকর চান্দ্রায়ণাদি তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে, এবং পবিত্র তীর্থ সকল এবং বিস্তৃত বনপ্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। ৩১। লোকে যেরূপ রত্ন পাইবার উদ্দেশে যেখানে রত্ন বিরাজিত নাই, এরূপ ভূমি খনন করিয়া বিফলমনোরথ হয়, তাহার ন্যায় নৃপতি

রাত্রিং দিবং মহানেষ শুষ্যত্যেব কৃশানুনা।
চিন্তয়া চিন্তয়ামাস সংসারব্যাধিভেষজম্। ৩৩।
চিন্তাপরবশো দীনো রাজ্যং স্বস্য বিষোপমং।
মহাবিভবমপ্যগ্রে নাপশ্যৎ খিন্নয়া ধিয়া। ৩৪।
অথৈকদৈকান্তগতাং চূড়ালামঙ্কমাগতাং।
ইদং মধুরয়া বাচা সমুবাচ শিখিধ্বজঃ। ৩৫।

শিখিধ্বজ উবাচ।

ভুক্তং রাজ্যং চিরং কালং ভুক্ত্বা বিভবভূময়ঃ।
অধুনাস্মি বিরাগেণ যুক্তো গচ্ছামি কাননং। ৩৬
ন সুখানি ন দুঃখানি নাপদো ন চ সম্পদঃ।
ক্রোড়ীকুর্ব্বন্তি তন্বঙ্গি মুনিং বননিবাসিনং। ৩৭

পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুষ্ঠান করিলেও তদীয় অন্তঃকরণ হইতে দুঃখভাব বিদূরিত হয় নাই। ৩২। অগ্নি যেরূপ সজল ইন্ধনকেও তাপসংযোগে শুষ্ক করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তিনি এই প্রকার দিবারাত্র চিন্তা দ্বারা শুষ্ক হইতে থাকেন এবং সংসার-ব্যাধির পক্ষে উপযুক্ত ঔষধ কি, তদ্বিষয়ে ভাবনা করিতে থাকেন। ৩৩। দীনভাবাপন্ন নৃপতি, চিন্তাপরায়ণ হইয়া অন্তরে বিষাদিত হওয়াতে, স্বকীয় রাজত্ব ও মহাবিভবকে বিষতুল্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। ৩৪। অনন্তর এক সময়ে নৃপাল শিখিধ্বজ, অঙ্কোপবিষ্টা প্রেয়সী চূড়ালাকে নির্জ্জনে প্রাপ্ত হইয়া, মধুর বাক্যে তাঁহার প্রতি এই কথা বলিলেন। ৩৫। শিখিধ্বজ বলিলেন;—(হে প্রেয়সি!) আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজ্যভোগ ও সম্পত্তিসুখ লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমার অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, অতএব, আমি বনাভিমুখে গমন করিতে চাই। ৩৬। হে সুন্দরি! (আমি জানি,) সুখ দুঃখ, বা আপদ সম্পদ, কেহই বনবাসী ঋষিদিগকে আলিঙ্গন করিতে পারে না। ৩৭। দেশ-পরাজয়

ন দেশভঙ্গসংমোহো ন সংগ্রামে জনক্ষয়ঃ।
রাজ্যাদপ্যধিকং মন্যে সুখং বননিবাসিনাং। ৩৮।
যথা বিবিক্তমেকান্তে মনো ভবতি নির্ব্বৃতং।
ন তথা শশিবিম্বেষু ন চ ব্রহ্মেন্দ্রসদ্মসু। ৩৯।
অস্মিন্ সম্মন্ত্রণে তন্বি ন বিঘ্নং কর্তুমর্হতি।
ভর্ত্তুর্ব্বিঘটয়ন্তীচ্ছাং ন স্বপ্নেঽপি কুলস্ত্রিয়ঃ। ৪০।

চূড়ালোবাচ।

প্রাপ্তকালং কৃতং কার্য্যং রাজতে বাথ নেতরৎ।
বসন্তে রাজতে পুষ্পং ফলং শরদি রাজতে। ৪১।
জরাজরঠদেহানাং যুক্তো বনসমাশ্রয়ঃ।
ন যূনাং ত্বাদৃশামেব তেনৈতন্মে ন রোচতে। ৪২।

নিবন্ধন মোহপ্রাপ্তি, বা যুদ্ধ হেতু প্রাণীবধ আমার বাসনার বিষয় নহে; বনবাসীদিগের সুখ, রাজ্যাপেক্ষা অধিক বলিয়া আমার ধারণা। ৩৮। নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিতি করিলে মন যেরূপ নির্ম্মলভাব ধারণ করে, সুখকর সুধাকর-কিরণ, বা ব্রহ্মা কিম্বা ইন্দ্রালয় প্রাপ্তিতে সেরূপ ঘটে না। ৩৯। (অধিক কি বলিব) হে সুন্দরি! তুমি আমার এই শুভ মন্ত্রণার পক্ষে বিঘ্নোৎপাদন করিও না; (আমি জানি,) পতিব্রতা কুলকামিনীগণ, স্বপ্নেও পতির ইচ্ছার প্রতিকূল-গামিনী হয় না। ৪০। চূড়ালা কহিলেন;—কাল পূর্ণ হইলেই যে কার্য্য অনু-ষ্ঠিত হয়, তাহারই শোভা হইয়া থাকে, অন্য সময়ে তাহার প্রাদুর্ভাব ঘটে না; (দেখ,) বসন্তসমাগমে কুসুমবিকাশ, এবং শরৎকালেই যে ফলোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, (ইহা স্বভাবের চিরন্তন নিয়ম)। ৪১। যাহাদের দেহ জরাপ্রভাবে জীর্ণ হইয়া প্রাচীন অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে, বনবাসাবলম্বন তাহাদের পক্ষেই উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাপ্ত-যৌবন-ব্যক্তিদিগের বৃদ্ধপথের পথিক হওয়া উচিত হয় না; সেই কারণে আপনার বনগমন, আমার অভিপ্রেত নহে। ৪২।

যৌবনেন মহারাজ ন যাবদ্বয়মুজ্‌ঝিতাঃ।
পুষ্পৌঘেণেব তরবস্তাবচ্ছোভামহে গৃহে। ৪৩।
অপ্রাপ্তকালং নৃপতে প্রজাপালনমুজ্‌ঝতঃ।
রাজন্যস্যৈব রক্ষ্যস্য মহদেনো ভবিষ্যতি। ৪৪।
অপ্রাপ্তকারিণং ভূপং রোধয়ন্তি চ বৈ প্রজাঃ।
রোধয়ন্তি হ্যকার্য্যেভ্যঃ প্রভুং ভৃত্যাঃ পরস্পরং। ৪৫

শিখিধ্বজ উবাচ।

অলমুৎপলপত্রাক্ষি বিঘ্নেনাভিমতস্য মে।
বিদ্ধি মাং গতমেবেতো দূরমেকান্তকাননং। ৪৬।
বালা ত্বমনবদ্যাঙ্গি নাগন্তব্যং বনং ত্বয়া।
পুংসামপি হি মৃদ্বঙ্গি দুর্বিগাহো বনাশ্রয়ঃ। ৪৭।

হে মহারাজ! যেরূপ কুসুমসমূহে সমাচ্ছন্ন হইলে বৃক্ষের শোভা হইয়া থাকে, সেইরূপ যে কাল পর্য্যন্ত বয়স যৌবনসীমা অতিক্রম না করে, সে কাল পর্য্যন্ত গৃহে থাকাই কর্ত্তব্য। ৪৩। (বিশেষতঃ) হে নৃমণে! রাজ্যকে বিপদ মনে করিয়া যে ক্ষত্রিয় রাজা অনুপযুক্তবয়সে প্রজাপালন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন, তাঁহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। ৪৪। (অধিকন্তু) যে নৃপতি অনুচিত,—অর্থাৎ অপ্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রজালোকে তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া থাকে; এইরূপে প্রভু ও ভৃত্যে অকার্য্য হইতে পরস্পরকে নিবারিত করিয়া থাকে। ৪৫। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে পদ্মপত্রাক্ষি! আমার অভিপ্রেত কার্য্যের বাধা দিও না; (জানিও) আমি দূরস্থিত নির্জ্জন কাননে প্রবেশ করিয়াছি। ৪৬। হে সুন্দরি! তোমার শরীর অতিশয় কোমল, সুতরাং পুরুষদিগের পক্ষে বন প্রবেশ যখন কষ্টকর, তখন বালিকাবয়সে আমার সহিত বনগমন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ৪৭। স্ত্রীলোক যত

সমর্থা ন বনাবাসে যোষিতঃ কঠিনা অপি।
কাননে পুষ্পমঞ্জর্য্যঃ সোঢ়ুং শস্ত্রালিমক্ষমাঃ। ৪৮।
ভবত্যা পালয়স্বেহ রাজ্যে স্থাতব্যমুত্তমে।
কুটুম্বভারোদ্বহনং পত্যৌ যাতে ব্রতং স্ত্রিয়ঃ। ৪৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দয়িতাং রাজা তামিন্দুবদনাং বশী।
উত্তস্থৌ স্নাতুমখিলং দিনকার্য্যঞ্চকার চ। ৫০।
অথোজ্ঝিতপ্রজাচেষ্টো রবিরস্তাচলং যযৌ।
শিখিধ্বজো বনমিব সমস্তজনদুর্গমং। ৫১।
সংহৃত্য বিততং রূপং তমেবানুযযৌ প্রভা।
নাথং ভুবননিষ্ক্রান্তং চূড়ালেবানুরাগিণী। ৫২।

কেন কঠিন হউক না, উপবনজাত কঠোর পুষ্পমঞ্জরী যেরূপ শস্ত্রপাত সহ করিতে সমর্থ হয় না, তাহার ন্যায় বনবাসক্লেশ সহ্য করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভাবিত নহে। ৪৮। (যাহা হউক,) তুমি (আমার অনুপস্থিতিতে) এই রাজ্য পালন করিতে থাক; (জানিও) পতির অনুপস্থিতিতে কুটুম্বাদির ভরণপোষণরূপ ব্রতানুষ্ঠান স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। ৪৯। বশিষ্ঠ কহিলেন;—জিতেন্দ্রিয় রাজা, চন্দ্রাননা প্রেয়সীকে এই কথা বলিয়া, স্নান করিবার উদ্দেশে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং সত্বর সমস্ত দৈবসিক ব্যাপার সমাধা করিলেন। ৫০। রবি যেরূপ সময়ে দুর্গম অস্তাচলের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার ন্যায় নৃপতি শিখি-ধ্বজ, প্রজাদিগের অনুরোধ ও আকিঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া, নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। ৫১। প্রভা অপহৃত হইলে যেরূপ অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বিস্তৃত রূপরাশি সঙ্কোচ পূর্ব্বক নৃপতি গৃহ হইতে বিনির্গত হইলে, অনুরাগিণী চূড়ালারও সেইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। ৫২।

আযযৌ যামিনী শ্যামা ভুবনং ভস্মধূসরং।
ধৃতব্যোমাপগং শর্ব্বং সংশ্লেষা যমুনেব সা। ৫৩।
অথার্দ্ধরাত্রসময়ে দেশে নিঃশব্দতাং গতে।
ঘননিদ্রাশিলাকোশে নিলীনে সকলে জনে। ৫৪।
স তস্যাং সংপ্রসুপ্তায়াং শয়নে কোমলাংশুকে।
ভৃশং নিদ্রাবিমূঢ়ায়াং ভ্রমর্য্যামিব পঙ্কজে। ৫৫।
তত্যাজ দয়িতাং সুপ্তামঙ্কাদ্রাজা শিখিধ্বজঃ।
স্বৈরং স্বৈরং মুখং রাহোর্দিশং চান্দ্রপ্রভামিব। ৫৬।
উত্তস্থৌ শয়নাল্লীনবধূকার্দ্ধাঞ্চলাংশুকাৎ।
সলক্ষ্মীকান্তিলোলোর্ম্মের্হরিঃ ক্ষীরার্ণবাদিব। ৫৭।
বীরক্রমার্থং যামীতি তত্রৈবানুচরব্রজং।
যোজয়িত্বা জগামাসৌ পুরান্নির্গত্য পূর্ণধীঃ। ৫৮।

(দেখিতে দেখিতে) কৃষ্ণযামিনী ভস্ম-বিভূষিত ত্রিভুবনকে ব্যাপ্ত করিয়া আবির্ভূত হইল; বোধ হইল যেন, গঙ্গাধর গঙ্গাকে ধারণ করিয়াও যমুনার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছেন। ৫৩। অনন্তর যে সময় অর্দ্ধরাত্রি সমুদিত হইয়া, নিখিল জনপদ নিস্তব্ধতা প্রাপ্ত হয়, সকল লোকে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে নিলীন থাকিয়া সুন্দর সুষুপ্তিসুখ ভোগ করিতে থাকে,। ৫৪। পঙ্কজোদরে ভ্রমরী যেরূপ অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় রাজমহিষী কোমল শয্যাতে শয়িত থাকিয়া গাঢ়-নিদ্রা-সমাচ্ছন্ন হইলে,। ৫৫। নৃপতি শিখিধ্বজ, স্বকীয় অঙ্ক হইতে মহিষীকে উত্থাপিত করিয়া, শশধর রাহুগ্রস্ত হইলে তদীয় প্রভা যেরূপ দিঙ্মণ্ডলকে মলিনীকৃত করিয়া পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় প্রেয়সীকে পরিত্যাগ করিলেন। ৫৬। ক্ষীরসমুদ্র হইতে লক্ষ্মীর উৎপত্তি এবং তন্নিবন্ধন লোল-তরঙ্গ প্রকাশ পাইলে নারায়ণ যেরূপ সমুদ্রশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন, তাহার ন্যায় প্রণয়িনীর যে অর্দ্ধবস্ত্রাঞ্চলশয্যায় ভূপতি শয়ন করিয়াছিলেন,তাহা হইতে সমুত্থিত হইলেন। ৫৭। "আমি বীরবেশে প্রস্থান করিব" এই স্থির করিয়া, নিস্পৃহ নরনাথ অনুচরদিগের প্রতি পুররক্ষার ভার

রাজ্যলক্ষ্মি নমস্তুভ্যমিত্যুক্ত্বা মণ্ডলাদ্গতঃ।
বিবেশোগ্রামরণ্যানীমেকোনদ ইবার্ণবং। ৫৯।
ঘনান্ধকারগুল্মাঢ্যা ক্ষুদ্রভূতৌঘকর্কশা।
সারণ্যানী নিশা সার্দ্ধং তেন রাজ্ঞাতিবাহিতা। ৬০।
প্রাতঃ শূন্যামরণ্যানীং স নীত্বা বিততং দিবং।
সমমর্কেণ কস্যাঞ্চিদ্বিশশ্রাম বনাবনৌ। ৬১।
ভানাবদৃশ্যতাং যাতে তত্র স্নানাদিপূর্ব্বকং।
কিঞ্চিৎ ফলাদিকং ভুক্ত্বা তাং নিনায় তমস্বিনীং। ৬২।
পুনঃ প্রাতঃ পুরাণ্যৈচ্চৈর্মণ্ডলানি গিরীন্নদীঃ।
জবাদুল্লঙ্ঘয়ামাস রাজা দ্বাদশ সর্ব্বরীঃ। ৬৩।
ততো মন্দরশৈলস্য তটস্থং জনদুর্গমং।
প্রাপ কাননমত্যন্তদূরস্থজনতাপুরং। ৬৪।

সমর্পণ করিলেন। ৫৮। নদ যেরূপ দ্বিতীয়-বিরহিত হইয়াও অর্ণবাশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার ন্যায় তিনি "হে রাজলক্ষ্মি। তোমাকে নমস্কার করি" এই কথা বলিয়া, পুর হইতে বিনির্গত হইয়া ভীষণ কাননে প্রবেশ করিলেন। ৫৯। তিনি (ক্রমে) নিবিড় অন্ধকারসদৃশ গুল্মবিশিষ্ট ক্ষুদ্রপ্রাণিপরিপূর্ণ সেই অরণ্য ও নিবিড় রজনী অতিবাহিত করিলেন। ৬০। সূর্য্য যেরূপ প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া পৃথিবীকে শোভিত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় যে অরণ্য রাত্রিকালে শূন্যপ্রায় ছিল, প্রাতঃসমাগমে তাহা বিস্তৃত দিবসরূপে পরিণত হইল, সুতরাং সূর্য্যের ন্যায় সমুদিত হইয়া, তিনি বনভূমিতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ৬১। (এইরূপে দিবসে অভুক্ত থাকিয়া) দিবাকর ক্ষীণকর হইয়া যখন ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে থাকে, তিনি (তখন) স্নানাদি সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল ভোজনপূর্ব্বক রাত্রি অতিবাহিত করেন। ৬২। পুনর্ব্বার প্রাতঃকাল সমাগত হইলে গিরি, নদী, পুর, মণ্ডল প্রভৃতি বলপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে থাকেন; এইরূপে তাঁহার দ্বাদশ রাত্রি অতিবাহিত হয়। ৬৩। তদনন্তর মন্দর পর্ব্বতের তটান্তস্থিত যে দুর্গম বন বিরাজিত আছে, লোকালয় এবং রাজধানীর অতি-

তত্রৈকস্মিন্ সমে শুদ্ধে স্থলে সলিলমালিতে।
শীতলে শাদ্বলশ্যামে স্নিগ্ধে সফলপাদপে। ৬৫।
সমঞ্জরীভির্বল্লীভিঃ স চকারোটজালয়ং।
প্রাবৃট্ কালঃ সবিদ্যুদ্ভির্নীলাভ্রৈরিব পঙ্কজং। ৬৬।
মসৃণং বৈণবং দণ্ডং ফলভোজনভাজনং।
অর্ঘ্যপাত্রং পুষ্পভাণ্ডমক্ষমালাং কমণ্ডলুং। ৬৭।
কন্থাং শীতোপনোদায় বৃসীঞ্চৈব মৃগাজিনং।
আনীয়াযোজয়ত্তস্মিন্ মঠিকামন্দিরে নৃপঃ। ৬৮।
যৎ কিঞ্চিদন্যদ্বা বস্তু যোগ্যং তাপসকর্ম্মণি।
তত্তত্র স্থাপয়ামাস জগতীব ক্রমং বিধিঃ। ৬৯।
সন্ধ্যাপূর্ব্বং জপং প্রাতঃ প্রহরে স তদাকরোৎ।
পুষ্পোচ্চয়ং দ্বিতীয়ে তু স্নানং দেবার্চ্চনং ততঃ। ৭০।

দূরবর্ত্তী বলিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ৬৪। (অনুসন্ধান করিয়া) যে স্থান শুদ্ধ, জলপূর্ণ, স্নিগ্ধ, ফলপাদপে সুশোভিত এবং বালতৃণসমাচ্ছন্ন বলিয়া শ্যামবর্ণ, সেখানকার। ৬৫। লতামঞ্জরী দ্বারা পর্ণকুটীর রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; বর্ষাকালীন বিদ্যুদ্দামবিভূষিত নীল মেঘ দ্বারা পঙ্কজের যেরূপ শোভা হয়, তখন তাহার শোভাও সেই প্রকার হইয়াছিল। ৬৬। নৃপতি (প্রয়োজন জানিয়া) সেই মঠমন্দিরে মসৃণ বেণুদণ্ড, ফলভোজনপাত্র, অর্ঘ্যাধান, পুষ্পপাত্র, অক্ষমালা, কমণ্ডলু, শীত নিবারণের জন্য কন্থা, বসিবার কারণ কুশাসন ও মৃগচর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিলেন। ৬৭। ৬৮। যেরূপ বিধাতা জগতে সৃষ্টিবিষয়ে নানাপ্রকার ক্রম—অর্থাৎ ব্যবহারাদি প্রচলন করিয়াছেন, সেইরূপ তপস্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে যে যে যোগ্য বস্তুর প্রয়োজন, তিনি সংগ্রহপূর্ব্বক সেখানে তাহা স্থাপন করিয়াছিলেন। ৬৯। তিনি প্রাতঃকালে (শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাধানান্তে) প্রথমে সন্ধ্যাবন্দনা, পরে জপ সমাধা করিয়া, প্রথম প্রহরে পুষ্পাদি চয়ন, তদনন্তর স্নান ও দেবার্চ্চনা

পশ্চাদ্বনফলং কিঞ্চিৎ বনকন্দং বিসাদি চ।
ভুক্ত্বা মনসুখেনৈব নিনায়ৈকো নিশাং বশী। ৭১।
ইতি দিবসমখেদং মন্দরোপান্তকচ্ছে
বিরচিতউটজেঽন্তর্মালবেশো নিনায়।
নব নৃপতিবিলাসং তং ন সম্মার কং বা
স্ফুরতি হৃদি বিবেকো রাজ্যলক্ষ্ম্যা হরন্তি। ৭২।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে শিখিধ্বজপ্রব্রজ্যা নাম
একসপ্ততিতম সর্গঃ। *। ৭১। *।

করিতেন। ৭০। জিতেন্দ্রিয় সেই নৃপতি এইরূপে একাকী দেবার্চ্চনাদির পর বনফল, কন্দ ও পদ্মমৃণালাদি মনসুখে ভোজন করিয়া (দৈনন্দিন কার্য্য সমাধা করত) রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। ৭১। মালবাধিপতি শিখিধ্বজ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মন্দরগিরিতটান্তপ্রদেশে পর্ণশালা রচনা করিয়া, অন্তরের ক্ষোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেখানে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন; এ সময়ে তিনি পূর্ব্বতন ভোগসুখ কিছুই স্মরণ, বা বর্ত্তমান অবস্থার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা করেন নাই; (কারণ) অন্তরে বৈরাগ্যের আবির্ভাব ঘটিলে, রাজ্যলক্ষ্মী কাহার ভোগবাসনাকে বর্দ্ধিত করিতে পারে?—অর্থাৎ বৈরাগ্য-সমুদয়ে কি দরিদ্র, কি ধনী কাহারও ভোগেচ্ছার প্রতি লক্ষ্য থাকে না। ৭২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং শিখিধ্বজঃ পূর্ণমঠিকায়াং বনে স্থিতঃ।
ইদানীং শৃণু চূড়ালা সা কিং কৃতবতী গৃহে। ১।
তত্রোর্দ্ধরাত্রসময়ে দূরং যাতে শিখিধ্বজে।
হরিণী গ্রামসুপ্তেব চূড়ালা বুবুধে ভয়াৎ। ২।
অপশ্যৎ পতিনির্হীনা শয়নং শূন্যতাং গতং।
অভাস্করমপূর্ণেন্দুশান্তশোভমিবাম্বরং। ৩।
উত্তস্থৌ কিঞ্চিদাম্লানবদনা খেদশালিনী।
কুসিক্তেব মহাবল্লী নিরুৎসাহাঙ্গপল্লবা। ৪।
ন প্রসন্না ন বিমলা বভূবাকুলতাং গতা।
দিনশ্রীরিব নীহারধূসরা সা ব্যতিষ্ঠত। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—এইরূপে (যে সময়ে) নৃপতি শিখিধ্বজ, বনস্থিত পূর্ণানন্দময় স্বকীয় মঠে অবস্থিতি করিতে থাকেন, সে সময়ে তদীয় মহিষী গৃহে বসিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১। যে সময়ে নরনাথ শিখিধ্বজ অর্দ্ধরাত্রকালে পুরী হইতে নির্গত হইয়া দূরপ্রদেশগামী হন, গ্রামবাসিনী হরিণীর সুপ্তাবস্থা যেরূপ, তাহার ন্যায় সেই ভামিনী, স্বামিবিয়োগে ভীত হইলেও তদীয় প্রস্থান বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। ২। পূর্ণশশধর ও দিবাকরের বিরহে আকাশের যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় তিনি সে সময়ে পতিবিহীন হইয়া স্বকীয় শয্যাকে শূন্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন;—অর্থাৎ শয্যা হইতে তাঁহার পতিকে প্রস্থিত দেখিয়াছিলেন। ৩। তখন (ক্ষারকর্দ্দমাদি) কুৎসিত জলে অভিষিক্ত হইলে মহালতিকার যেরূপ শ্রী ঘটে, তাহার ন্যায় তাঁহার বদন ম্লান হইয়া উঠিল, তদীয় অঙ্গপল্লব নিরুৎসাহের আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং তাঁহার দুঃখসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। ৪। নীহারসমাচ্ছন্ন হইলে দিনশ্রী যেরূপ কলুষভাব ধারণ করে, তাহার ন্যায় তিনি প্রসন্ন, বা বিমল না হইয়া

ক্ষণং শয্যোপবিষ্টেব চিন্তয়ামাস চিন্তয়া।
কষ্টং রাজ্যং প্রভুস্ত্যক্ত্বা বনং যাতো গৃহাদিতি। ৬।
তন্ময়েহাদ্য কিং কার্য্যং তৎসমীপং ব্রজাম্যহং।
ভর্ত্তৈব গতিরুদ্দিষ্টা বিধিনা প্রকৃতা স্ত্রিয়ঃ। ৭।
ইতি সংচিন্ত্য ভর্ত্তারমনুগন্তুং সমুত্থিতা।
চূড়ালা বাতরন্ধ্রেণ নির্গত্যাম্বরমাযযৌ। ৮।
বভ্রামাম্বরমার্গেণ বাতস্কন্ধেন যোগিনী।
কুর্ব্বতী সিদ্ধসার্থস্য মুখেনান্যেন্দুবিভ্রমং। ৯।
দদর্শাথ যথায়াতং রাত্রৌ খড়্গাধরং পতিং।
ভ্রমন্তমেকমেকান্তে বেতালসময়োদিতং। ১০।

আকুল হইয়া উঠিলেন। ৫। তখন ক্ষণকাল শয্যোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন; হায়! কি দুঃখের বিষয়, প্রাণবল্লভ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অরণ্যাশ্রয় করিয়াছেন!। ৬। অতএব, আমি আর রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া কি করি? তাঁহার নিকট গমন করাই আমার কর্ত্তব্য হইয়াছে; যেহেতু শাস্ত্রানুসারে স্বামীই স্ত্রীদিগের প্রকৃত গতি। ৭। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, স্বামীর অনুগমন করিবার জন্য তিনি সমুত্থিত হইলেন, এবং বাতায়ন-সহযোগে নির্গত হইয়া আকাশপথের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ৮। সেই যোগিনী বায়ুর সাহায্যে শূন্যপথে সিদ্ধ সমূহের (জ্ঞানোৎপাদনপুর্ব্বক) ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং ঘটনাক্রমে রাত্রিকালে খড়্গাধারী স্বকীয় স্বামীকে নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতে দর্শন করিয়াছিলেন; তাঁহার আকৃতি দেখিলে দ্বিতীয় চন্দ্র বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে; রাত্রিকালে বেতালাদির প্রাদুর্ভাব যেরূপ, তাঁহার আকার দর্শনেও সেইরূপ হইয়া থাকে। ৯। ১০। আকাশ-কোটরে অবস্থিতি করিয়া পতির

তাদৃশং পতিমালোক্য স্থিত্বা গগনকোটরে।
ভবিষ্যচ্চিন্তয়ামাস সর্ব্বং ভর্ত্তুরখণ্ডিতং। ১১।
যথা যেন যদা যত্র যাবৎ কার্য্যং যথোদয়ং।
যথা চ নির্বৃতিঃ স্ফারা গন্তব্যা তেন রাঘব। ১২।
অবশ্যং ভবিতব্যং তদ্ভর্ত্তুর্দৃষ্ট্বা পুরঃস্থিতং।
তদেব সংবাদয়িতুং গমনাৎ সান্যবর্ত্তত। ১৩।
আস্তাং মমাদ্য গমনং কালেনাতিচিরেণ হি।
ময়াস্য পার্শ্বে গন্তব্যং নিয়তেরেষ নিশ্চয়ঃ। ১৪।
ইতি সংচিন্ত্য চূড়ালা প্রবিশ্যান্তঃপুরং পুনঃ।
সুষ্বাপ শয়নে শম্ভোঃ শিরসীবৈন্দবী কলা। ১৫।

সে প্রকার অবস্থা দর্শনে তাঁহার সকল প্রকার ভবিষ্যৎ বিষয়—অর্থাৎ পরে যাহা ঘটিবে এবং যাহা খণ্ডনীয় নহে, তত্তাবৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১১। হে রামচন্দ্র! (জানিও) যেরূপে যেখানে যাহার দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, এবং ভূমানন্দ বিশ্রান্তি ঘটে, সেই পথে গমন করাই কর্ত্তব্য। ১২। তিনি স্বামীর ভাগ্যে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা যোগবলে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া সেই ভাবে আচরণ করিবার,—অর্থাৎ যাহা হইবার হইবেই জানিয়া, গমনে বিরত হইলেন। ১৩। যদিও এক্ষণে তিনি গতি নিবৃত্তি করিলেন, (কিন্তু জানিলেন) বিলম্বে যে তাঁহার নিকটে আসিতে হইবে, ইহা নিয়তির এক প্রকার নিশ্চয়। ১৪। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, চূড়ালা পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং শম্ভুশিরে চন্দ্রকলার যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় তিনি শয্যাতে শয়ন করিলেন। ১৫। সেই নৃপভামিনী, সম্প্রতি

কেনচিৎ কারণেনাসৌ গতঃ সম্প্রতি ভূপতিঃ।
ইতি পৌরং জনং সর্ব্বমাশ্বাস্যাতিষ্ঠদঙ্গনা। ১৬।
রাজ্যং ররক্ষ ভর্ত্তৃস্তং ক্রমেণ সমদর্শনাৎ।
যথাকালেন কেদারং পক্বং কলমগোপিকা। ১৭।
তয়োস্তদাবহৎ কালোদম্পত্যোঃ স্থিতয়োস্তথা।
অদৃষ্টান্যোন্যমুখয়ো রাজ্যকাননপালয়োঃ। ১৮।
জগামাথ দিনং পক্ষো মাসোথ ঋতুবৎসরঃ।
শিখিধ্বজস্য বিপিনে চূড়ালায়াঃ স্বমন্দিরে। ১৯।
বহুনাত্র কিমুক্তেন বর্ষান্যষ্টাদশাঙ্গনা।
চূড়ালোবাস সদনে বনগুচ্ছে শিখিধ্বজ। ২০।
অথ যাতেষু বহুষু বর্ষেষু জরসাবৃতে।
শিখিধ্বজে মহাশৈলতটকোটরবাসিনি। ২১।

ভূপতি কোনও কারণে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন, এই কথা পৌরজনদিগের নিকটে প্রচার করিয়া, তাহাদিগকে সমাশ্বাসিত করিয়া রাখিলেন। ১৬। শালিধান্য পক্ক হইলে তৎপালিকা সে সময়ে যেরূপ ক্ষেত্রের প্রতি সতর্কদৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় যে রাজ্য রাজা শিখিধ্বজ পালন করিতেন, সমদর্শিত্ব প্রযুক্ত তাহাই তন্মহিষী রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৭। এইরূপে কাননবাসী নৃপতি এবং পুরবাসিনী রাজমহিষী, পরস্পরে মুখ দেখিতে না পাইয়াও, উভয়ে বন ও রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। ।১৮। এইরূপে নৃপালের বনবাস ও মহিষীর গৃহবাস-অবস্থায় যথাক্রমে (অনেক) দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসর অতিবাহিত হয়। ১৯। অধিক কি বলিব, এইরূপে তাঁহারা উভয়ে বনে ও গৃহে অবস্থিতি করিয়া, অষ্টাদশ বর্ষ অতিবাহিত করেন। ২০। অনন্তর নৃপতি শিখিধ্বজ জরাবৃত দেহে মহাশৈল-তট-কোটরে অবস্থিতি করিয়া, অনেক বৎসর অতিবাহিত করিলেন।২১।

ভর্ত্তুঃ কষায়পাকং তদালক্ষ্য পালিতং চিরাৎ।
তদা তস্যাথ যাতেষু বর্ষেষু জরসা বিনা। ২২।
তদা তস্যাত্মকার্য্যস্য ভবিতব্যতয়া তয়া।
ভর্ত্তুঃ সমীপগমনে মম কালোঽয়মিত্যথ। ২৩।
সংচিন্ত্য মন্দরোপান্তং গন্তুং বুদ্ধিং চকার সা।
চচারান্তঃপুরাদ্রাত্রৌ ততার নভসঃ পথম্। ২৪।
জগাম বাতস্কন্ধেন গচ্ছন্তী খে দদর্শ সা।
কল্পবৃক্ষাংশুকচ্ছন্নরত্নস্তবকভূষিতাঃ। ২৫।
নন্দনোদ্যাননিলয়া রক্তাঃ সিদ্ধাভিসারিকাঃ।
পরামৃষ্টেন্দুশকলান্ প্রালেয়কণবর্ষিণঃ।
সিদ্ধোত্তমাত্তসৌগন্ধ্যান্ স্পর্শয়ামাস মারুতান্। ২৬।

সে সময়ে আমি যে জন্য এতকাল অপেক্ষা করিয়াছিলাম, স্বামীর সেই বিষয়-বাসনা পক্ক হইয়াছে জানিয়া, এবং জরাধিকার ব্যতিরেকে তাঁহার অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে স্থির করিয়া,। ২২। এক্ষণে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের সময় মনে করত, স্বামিসমীপে আমার গমন করিবার এই উপযুক্ত সময় বলিয়া অবধারণ করিলেন। ২৩। (এবং) এই প্রকার চিন্তা করিয়া, মন্দরশৈল-তটান্ত-প্রদেশে গমন করিতে বাসনা করিলেন; তিনি রাত্রিকালে অন্তঃপুর হইতে বিনির্গত হইয়া শূন্যপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ২৪। বায়ুসংযোগে আকাশ-ভ্রমণ করিতে করিতে কল্পবৃক্ষাংশুকপরিধারিণী কতকগুলি সিদ্ধাভিসারিকাকে দেখিতে পাইলেন; নন্দন বন তাঁহাদের বাসভূমি; তাঁহাদের পরিহিত রত্নরাজি কল্পপাদপত্বকে সমাচ্ছাদিত; তাঁহারা কান্তজনের সবিশেষ অনু-রাগিণী; (এইরূপে গমন করিতে করিতে সেই চূড়ালা) চন্দ্রকলানিঃসৃত নীহারকণবর্ষি সুখস্পর্শ সমীরণ ভোগ করিতে লাগিলেন; ঐ বায়ুর গুণের কথা কি বলিব,) সিদ্ধপুরুষেরা মন্দারমালা ও হরিচন্দনাদি ব্যবহার করাতে তৎ-সম্বন্ধীন বায়ুর সৌগন্ধ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২৫। ২৬। সেই নৃপভামিনী, চন্দ্র-

চন্দ্রবিম্বামৃতাম্ভোধের্মহাবীচিপরম্পরাং।
অপশ্যন্নির্মলজ্যোৎস্নামম্বরান্তরতাং গতা। ২৭।
মেঘান্তরেণ গচ্ছন্তী মেঘলগ্নাশ্চ বিদ্যুতঃ।
অবিযুক্তা স্বভত্রা সা ভূয়ো ভূয়ো ব্যলোকয়ৎ। ২৮।
উবাচ চাত্মনৈবাহো যাবজ্জীবং শরীরিণাং।
ন স্বভাবঃ শমং যাতি মমাপ্যুৎকণ্ঠিতং মনঃ। ২৯।
কদা মৃগেন্দ্রস্কন্ধং তং প্রণয়প্রবণং পুনঃ।
পশ্যামি কান্তমিত্যুক্তং মমাপ্যুৎকণ্ঠতে মনঃ। ৩০।
মঞ্জরীজালবলিতাস্তরুং বল্ল্যঃ স্বকং পতিং।
ন মুঞ্চন্তি ক্ষণামিতি মমাপ্যুৎকণ্ঠতে মনঃ। ৩১।
যথেয়মগ্রজা কান্তয়েতি সিদ্ধাভিসারিকা।
তথা কদাহমেষ্যামি মমাপীতি মনঃ স্থিতং। ৩২।

বিম্বস্বরূপ অমৃতার্ণবের মহাবীচিপরম্পরা-সদৃশ নির্ম্মল জ্যোৎস্নার উদয়কে আকাশান্তরে অবস্থিতি করিয়া দেখিয়াছিলেন। ২৭। (অধিক কি বলিব,) তিনি স্বয়ং স্বামিবিচ্যুত হইয়াও মেঘান্তরিত, অতএব মেঘলগ্ন বিদ্যুন্মালাকে, বারংবার তদায় স্বামী—অর্থাৎ মেঘবিহীনা দেখিয়াছিলেন। ২৮। তখন তিনি মনে মনে এই কথা বলিতে থাকেন যে, যখন আমার অন্তঃকরণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, তখন (এইটী স্থির যে,) যত দিন দেহীর জীবনের অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন স্বভাবের শমতার সম্ভাবনা নাই। ২৯। তখন, কখন আমি প্রণয়প্রবণ সিংহস্কন্ধ স্বামীকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব এই চিন্তায় বিবেকপ্রাপ্ত তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইল। ৩০। যেরূপ মঞ্জরীমালাবিভূষিত লতিকা, স্বামী—অর্থাৎ আশ্রয়স্থান বৃক্ষকে ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পতি ব্যতিরেকে অবলার উপায়ান্তর নাই জানিয়া, তাঁহার মনের এরূপ উৎকণ্ঠা হইবার কারণ। ৩১। শ্রেষ্ঠজাতি সিদ্ধনারীগণ যেরূপ অভিসারিকা-পথে প্রস্থিত হইয়া কান্ত-সহবাস করিয়া থাকে, আমিও উহাদের ন্যায় কোন্ সময়ে আমার প্রাণবল্লভকে দেখিতে পাইব, আমার অন্তরে এরূপ

ইমে মন্দাশ্চ মরুত এতে চ শশিনঃ করাঃ।
বনরাজয় এতাশ্চ মামপ্যুৎকণ্ঠয়ন্ত্যহো। ৩৩।
হে চিত্তাজ্ঞ মুধৈবান্তঃ কিং ত্বং তাণ্ডবিতং স্থিতং।
সা ব্যোমনির্ম্মলা সাধো ক্ব তে যাতা বিবেকিতা।
অথবা চিত্তভর্ত্তারং স্বং প্রত্যুৎকণ্ঠসে সখে। ৩৪।
ইতি চিন্তয়তী ব্যোম্না চূড়ালোল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতান্।
দেশানব্দান্ দিগন্তাংশ্চ প্রাপ মন্দরকন্দরং।
অদৃশ্যৈব নভঃস্থৈব প্রবিবেশ বনান্তরং। ৩৫।
বাত্যেব পাদপলতাস্পন্দবেদ্যাগমাগমা।
বনৈকদেশে কস্মিংশ্চিৎ কৃতপর্ণোটজে পতিং।
দৃষ্ট্বা যোগেন বুবুধে দেহান্তরমিবাস্থিতং। ৩৬।

বাসনাবেগ দাঁড়াইয়াছে। ৩২। এই যে মন্দ মারুতপ্রবাহ, এই যে সুস্নিগ্ধ শশিকিরণ, এই যে সুরম্য বনরাজি, ইহারা নিরন্তর আমারই উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছে। ৩৩। (তখন তিনি মনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,) হে অজ্ঞান চিত্ত! তুমি অকারণ কিজন্য নৃত্য করিতেছ?—অর্থাৎ অনিত্য বিষয়-ভোগে অকারণ আনন্দ করা নিষ্প্রয়োজন; হে সাধো! তোমার যে বিবে-কিতা পূর্ব্বাবধি আকাশতুল্য নির্ম্মল ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে কোথায় গেল? অথবা হে সখে! (তোমার দোষ দিতে পারি না) তুমিই স্বয়ং স্বকীয় চিত্তভর্ত্তার উদ্দেশে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাক।৩৪। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সেই চূড়ালা আকাশে থাকিয়া,অনেকানেক দেশ, বহুবিধ মেঘ, নানা-দেশ-সীমা, এবং পর্ব্বতসমূহ অতিক্রমপূর্ব্বক মন্দরকন্দরে উপনীত হইলেন এবং আকাশচারিণী হইয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করত বনান্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ৩৫। পাদপ এবং লতার স্পন্দনে যেরূপ বায়ুর বিদ্যমানতা অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় রাজমহিষী, কোনও বনপ্রদেশমধ্যে পর্ণকুটীর রচনা করিয়া স্বামীকে তাহাতে অবস্থিত দেখিয়া, যোগবল-সাহায্যে যেরূপ জীবের দেহান্তর ঘটে, তাহার ন্যায় তাবদ্বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিলেন। ৩৬।

হারকেয়ূরকটককুণ্ডলাদিবিভূষিতঃ।
অভবন্মেরুকান্তির্যস্তমেবাত্র দদর্শ সা।
কৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ জীর্ণপর্ণমিব স্থিতং। ৩৭।
স্থলী-নিষণ্ণং পুষ্পাণি গ্রথয়ন্তং জটাঙ্কিতং।
তমালোক্যানবদ্যাঙ্গী চূড়ালা পীবরস্তনী। ৩৮।
কিঞ্চিজ্জাতবিষাদৈবমুবাচাত্মনি চেতসা।
অহো নু বিষমং মৌর্খ্যং তদনাত্মজ্ঞতাত্মকং। ৩৯।
এবংবিধাঃ সমায়ান্তি দশা মৌর্খ্যপ্রসাদতঃ।
অয়ং স রাজা লক্ষ্মীবান্ যতো মেহতিপ্রিয়ঃ পতিঃ। ৪০
হৃদি মোহঘনক্ষুণ্ণামিমামভ্যাগতো দশাং।
তদবশ্যমিহাদৈ্যব নাথং বিদিতবেদ্যতাং। ৪১।

তিনি দেখিলেন, স্বামীর যে শরীর, হার, কেয়ূর, কটক এবং কুণ্ডলাদি দ্বারা সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত, সুমেরু-সদৃশ যাহার কান্তি চিরপ্রসিদ্ধ ছিল, তাহা এক্ষণে জীর্ণপত্রের ন্যায় অবস্থিত, এবং দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। ৩৭। তিনি (তদীয় স্বামী) ভূমিতলে নিষণ্ণ থাকিয়া,পুষ্পমাল্য গ্রন্থন করিতেছেন ; দীর্ঘ জটা তদীয় শিরোদেশ শোভা করিয়া রহিয়াছে, স্থূলস্তনী সেই সুন্দরী স্বামীর এতাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া,। ৩৮। কিয়ৎক্ষণ বিষাদিত থাকিয়া, আপনি মনে মনে এই কথা বলিতে থাকেন, হায়! অনাত্ম বস্তুকে আত্মজ্ঞান করা কি ভয়ানক মূর্খতার কার্য্য। ৩৯। অজ্ঞান-প্রাদুর্ভাবে জীবের এই প্রকার দশা—অর্থাৎ ভোগাদি ঘটিয়া থাকে ; এই রাজা যখন আমার প্রাণবল্লভ পতি,তখন অবশ্যই লক্ষ্মীবান্। । ৪০। কিন্তু ইহাঁর হৃদয়ে মোহের বিশেষ আধিপত্য প্রকাশ পাওয়াতে, ইহাঁর এ প্রকার শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে ; (যাহা হউক), যাহাতে নাথ এ বিষয়ের তাৎপর্য্য—অর্থাৎ মায়ার শক্তি ও ব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, আমি

নয়াম্যত্র ন সন্দেহো ভোগমোক্ষশ্রিয়ং তথা।
ইদং রূপং পরিত্যজ্য রূপেণান্যেন কেনচিৎ। ৪২।
সকাশমস্য গচ্ছামি বোধং দাতুমনুত্তমং।
বালেয়ং মম কান্তেতি মদুক্তং ন করোত্যলং। ৪৩।
তস্মাত্তাপসরূপেণ বোধয়ামি পতিং ক্ষণাৎ।
ভর্ত্তা কষায়পাকেন পরিপক্কমতিঃ স্থিতঃ। ৪৪।
চেতস্যস্যাদ্যাবিমলে স্বং তত্ত্বং প্রতিবিম্বতি।
ইতি সংচিন্ত্য চূড়ালা বভূব দ্বিজদারকঃ। ৪৫।
ভর্ত্তুরধ্যাজগামাগ্রং মন্দস্মিতলসন্মুখী।
দদর্শ দ্বিজপুত্রং তং পুরো যান্তং শিখিধ্বজঃ। ৪৬।
বনান্তরাদুপায়ান্তং তপোমূর্ত্তিমিবাস্থিতং।
দ্রবৎকনকগৌরাঙ্গং মুক্তাহারবিভূষিতং। ৪৭।

অদ্যাই অবশ্য। ৪১। ইহাঁকে তাহা, এবং ভোগ ও মোক্ষ-শ্রী যে প্রদান করিব, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; (যাহা হউক) আমি বর্ত্তমান রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও রূপে। ৪২। ইহাঁর নিকটে উপস্থিত হইয়া, ইহাঁকে উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানে প্রবোধিত করিব; যাহাতে আমার প্রেয়সী বালিকা বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আমার বাক্যে উপেক্ষা না করেন, এরূপ করা চাই। ৪৩। যখন আমার স্বামী বিবেক দ্বারা পরিপক্কমতি হইয়াছেন, তখন তপস্বিরূপে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রবোধিত করাই প্রয়োজন। ৪৪। যদি ইহাঁর চিত্ত প্রথমাবধি বিনির্ম্মল থাকে, তাহা হইলে উহাতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবিম্ব প্রকাশের বাধা থাকে না; এই প্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া, তিনি দ্বিজপুত্রের রূপ ধারণ করিলেন। ৪৫। এবং মৃদুমন্দভাবে হাস্য করিতে করিতে ভর্ত্তার অগ্রে উপনীত হইলেন; নৃপতি শিখিধ্বজ পুরোগামী দ্বিজনন্দনকে দেখিতে পাইলেন। । ৪৬। তিনি, এক বন হইতে বনান্তরে গমন করিতেছেন, দেখিলে বোধ হয়, তপস্যা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদয় হইয়াছেন; তদীয় গৌর কলেবর দর্শনে বোধ

শুক্লযজ্ঞোপবীতাঙ্গং শুক্লাম্বরযুগাবৃতং ।
কমণ্ডলুধরং কান্তং দদর্শ নৃপতিস্তদা । ৪৮ ।
ব্যাপ্তপ্রকোষ্ঠদ্বিগুণেনাক্ষসূত্রেণ চারুণা ।
ভূমাবলগ্নগাত্রেণ কিষ্কুমাত্রেণ চ স্থিতং । ৪৯ ।
কুন্তলব্যাপ্তমূর্দ্ধানং সালিমালমিবাম্বুজং ।
ভাসয়ন্তং প্রদেশং তং শারীরৈর্দীপ্তিমণ্ডলৈঃ । ৫০ ।
কুণ্ডলাভূষিতমুখং নবমর্কমিবোদিতং ।
তমালোক্য দ্বিজসুতং সমুত্তস্থৌ শিখিধ্বজঃ । ৫১ ।
দেবপুত্রোগমধিয়া সংপরিত্যক্তপাদুকঃ ।
দেবপুত্র নমস্কার ইদমাসনমাস্যতাং । ৫২ ।

হয়, সুবর্ণ গলিত হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার গলদেশে মুক্তামালাবিলম্বিত। । ৪৭ । নৃপতি দেখিলেন, ঐ ব্রাহ্মণকুমারের গলদেশে শ্বেত যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে; শুক্ল বসন এবং উত্তরীয়ে তাঁহার কলেবর সমাচ্ছাদিত; করে কমণ্ডলু এবং শরীর দেখিতে রমণীয় । ৪৮ । তিনি মনোহর অক্ষমালায় অলঙ্কৃত, ঐ মালা মণিবন্ধ হইতে দ্বিগুণাকারে অবলম্বিত, অতএব ভূমি পর্য্যন্ত অবলগ্ন, বিতস্তিপরিমিত ঐ মালা উভয় করে বিন্যস্ত । ৪৯ । পদ্মোদরে ভৃঙ্গাবলীর যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় দীর্ঘ কেশপাশে তদীয় মস্তক সুশোভিত; তিনি শরীরান্তর্গত স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে সেই স্থানকে উজ্জ্বলিত করিয়াছেন । ৫০ । তদীয় কর্ণযুগলে কুণ্ডলদ্বয় দোদুল্যমান থাকাতে তাঁহার মুখমণ্ডল নবোদিত দিবাকরের উপমা ধারণ করিয়াছে; নৃপবর শিখিধ্বজ, সেই দ্বিজপুত্রকে দর্শন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন । ৫১। এবং "ইনি দেবনন্দন" এই প্রকার মনে করিয়া, পাদুকা পরিত্যাগপূর্ব্বক "হে দেবপুত্র ! আপনি এই আসনে উপবেশন করুন" বলিয়া, তাঁহাকে নমস্কার করত । ৫২ । তদুদ্দেশে

ইত্যস্য দর্শয়ামাস পাণিনা পত্রবিষ্টরং।
দদৌ চ দ্বিজপুত্রস্য পুষ্পমুষ্টিং করোংকরে। ৫৩।
চন্দ্রঃ কুমুদখণ্ডস্য প্রালেয়মিব পল্লবে।
হে রাজর্ষে নমস্তুভ্যমিতি দ্বিজসুতোঽবদৎ। ৫৪।

শিখিধ্বজ উবাচ।

দেবপুত্র মহাভাগ কুত আগমনং কৃতং।
দিবসঃ সফলো মন্যে যত্ত্বামদ্যাস্মি দৃষ্টবান্। ৫৫।
ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যং পুষ্পাণীমানি মানদ।
ইমাগ্রগ্রথিতা মালা গৃহ্যন্তাং ভদ্রমস্তু তে। ৫৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ মালাং পুষ্পাণি চানঘ।
শিখিধ্বজস্তদিষ্টায়ৈ দদৌ দেব্যৈ যথাখিলং। ৫৭।

কর-সংযোগে পত্রনির্ম্মিত কুশাসন প্রদান করিলেন; (আসনপ্রদানান্তে) তাঁহার করতলে পুষ্পমুষ্টি প্রদত্ত হইল। ৫৩। চন্দ্রকর-সম্পৃক্ত হিমকণা যেরূপ কুমুদ-পল্লবে পতিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় "হে রাজর্ষে! আপনাকে নমস্কার", ব্রাহ্মণকুমার এই কথা শিখিধ্বজকে বলিলেন। ৫৪। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে দেবনন্দন মহাভাগ! কোথা হইতে আমার এখানে আপনি আগমন করিয়াছেন? যাহা হউক, যখন অদ্য আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি, তখন আমার পক্ষে অদ্যকার দিবস সার্থক বলিয়া বোধ হইতেছে। ৫৫। (এই কথা বলিয়া) হে মানদ! আপনি এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই সমস্ত কুসুম, এবং পূর্ব্ব হইতে আমি যে মালা গ্রন্থন করিয়াছি, সে সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিতেছি; আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। ৫৬। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে অনঘ রামচন্দ্র! রাজর্ষি এই কথা বলিয়া, পাদ্য, অর্ঘ্য, মাল্য ও পুষ্পরাজি সমস্তই নিজ প্রেয়সী দেবী চূড়ালাকে প্রদান করিলেন। ৫৭।

চূড়ালোবাচ।

সুবহূনি পরিভ্রান্তো ভূতলায়তনান্যহং।
স্বত্তঃ পূজা যথাপ্রাপ্তা ময়েয়ং ন তথান্যতঃ। ৫৮।
পেশলেনানুরূপেণ প্রশ্রয়েণামুনানঘ।
মন্যেহহং নূনমত্যন্ত চিরংজীবী ভবিষ্যসি। ৫৯।
শান্তেন মনসোদারমারাদুন্মুক্তকল্পনং।
নির্ব্বাণার্থং তপঃ সাধো কচ্চিৎ সংভৃতবানসি। ৬০।
অসিধারাসমং সৌম্য শান্তব্রতমিদং তব।
স্ফীতং যদ্রাজ্যমুৎসৃজ্য মহাবননিষেবণং। ৬১।

শিখিধ্বজ উবাচ।

জানাসি ভগবন্ সর্ব্বং দেবস্ত্বং কোহত্র বিস্ময়ঃ।
শ্রিয়ৈব লোকোত্তরয়া জ্ঞায়সে চিহ্নরূপয়া। ৬২।

চূড়ালা কহিলেন ;—আমি নানাপ্রকার ভূমিপ্রদেশ পর্য্যটন করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার অর্চ্চনা প্রাপ্ত হইয়াছি ; (কিন্তু জানিও) তোমার নিকটে যেরূপ পূজায় প্রীত হইয়াছি, অন্যের নিকটে এরূপ হই নাই। ৫৮। হে অনঘ! তুমি যেরূপ অনুরূপ, কোমল এবং বিনয়সমন্বিত সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতেই অনুমান হয় যে, তুমি এক জন দীর্ঘজীবী ;—অর্থাৎ এরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির দীর্ঘজীবী হইবার কথা। ৫৯। হে সাধো! শান্তশীল ব্যক্তি, মনের বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া মনের মহত্ত্বের পরিচায়ক যে নির্ব্বাণ-পথে প্রস্থিত হইয়া থাকে, তুমি আমার সাক্ষাতে সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক যে তপস্বি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, (জিজ্ঞাসা করি,) তোমার সে তপস্যা, নির্ব্বাণের জন্য সঞ্চিত হইয়াছে ত ?। ৬০। হে সৌম্য ! তুমি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহাবন-সমাশ্রয় করিয়াছ,(জানিও) শান্তস্বভাবানুগামী যতি বনস্থদিগের এই ব্রত অসিধার-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ ;—অর্থাৎ তাহাদিগকে অতিশয় সাবধানেই ব্রত পালন করিতে হয়।৬১। শিখিধ্বজ কহিলেন ;—হে ভগবন্ ! আপনি সকলই অবগত আছেন ; (অধিক কি বলিব) আপনি যে দেবতা, সে বিষয়ে

এতান্যঙ্গানি তে চন্দ্রাদ্ঘটিতানীতি মে মতিঃ।
অথবা কিং সমালোকাদমৃতেণেব সিঞ্চসি। ৬৩।
অস্তি মে দয়িতা কান্তা পাতি মদ্রাজ্যমদ্য তৎ।
তবেব তস্যা দৃষ্টানি তান্যঙ্গানীহ সুন্দর। ৬৪।
উপশান্তঞ্চ কান্তঞ্চ বপুরাপাদমস্তকং।
শৃঙ্গং শুভ্রাম্বুদেনেব পুষ্পেণাচ্ছাদয়ামুনা। ৬৫।
নিষ্কলঙ্কেন্দুসংকাশমঙ্গমাদিত্যতেজসা।
মন্যে তে গ্লানিমায়াতি সুমনঃ পত্রপেলবং। ৬৬।
জীবিতং যাতু সাফল্যং মমভ্যাগতপূজয়া।
দেবাদপ্যধিকং পূজ্যঃ সতামভ্যাগতো জনঃ। ৬৬।

তার বিস্ময় কি? আপনি লোকোত্তর শ্রী ধারণ করিয়া যে যেরূপ চিহ্নে চিহ্নিত হইন না, সকলই জানিতে পারিয়াছেন। ৬২। আমার বোধ হয়, চন্দ্র হইতে আপনার অঙ্গ সকল সমুদ্ভূত হইয়া থাকিবে; কারণ, তাহা না হইলে দৃষ্টিমাত্রে অঙ্গকান্তি অমৃতে সিক্তের ন্যায় বোধ হইতেছে কেন?। ৬৩। (আপনাকে অধিক কি বলিব) আমার প্রিয়তমা সুন্দরী সহধর্ম্মিণী আছেন, তিনি এক্ষণে আমার রাজ্য পালন করিতেছেন; হে সুন্দর! আপনার আকৃতির ন্যায় তাঁহার অঙ্গকান্তিও সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট;—অর্থাৎ আপনার রূপের সহিত তদীয় রূপের অভিন্নতা আছে। ৬৪। (আপনাকে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই) আপনি মদ্দত্ত সৌরতেজ-সদৃশ এই দিব্য পুষ্পমাল্য-পরিহিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গ যেরূপ শুভ্র মেঘমালা পরিধান করে, তাহার ন্যায় কমনীয় শান্তি-গুণাবলম্বী নিষ্কলঙ্ক শশিসদৃশ আপনার আপাদমস্তক শরীরকে আচ্ছাদিত করুন; আমার বোধ হয়, পুষ্পপত্রতুল্য কোমল তদীয় কলেবর, এক্ষণে গ্লানির মুখ দর্শন করিয়াছে। ৬৫। ৬৬। (বলিতে কি,) আপনি যখন আমার এখানে উপনীত হইয়াছেন, তখন সমুচিত অর্চ্চনা দ্বারা আমার জীবন সার্থক হইয়াছে; (কারণ) অভ্যাগত ব্যক্তিকে দেবতার অধিক পূজা বিবেচনা করিয়া সজ্জনেরা সমাদর

তৎ কস্ত্বং কস্য পুত্রস্ত্বং কিমায়াতোঽস্যনুগ্রহাৎ।
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি বিমলেন্দুসমানন। ৬৮।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

রাজন্ মে শৃণু বক্ষ্যামি যথা পৃষ্টমখণ্ডিতং।
কো নাম পরিপৃচ্ছন্তং বিনীতং বঞ্চয়েৎ পুমান। ৬৯।
অস্ত্যস্মিন জগতীকোশে শুদ্ধাত্মা নারদো মুনিঃ।
স কদাচিন্মুনির্দেবো গুহায়াং ধ্যানমাস্থিতঃ। ৭০।
ধ্বনদ্বলয়মশ্রৌষীল্লীলাকলকলারবং।
কিমেতদিত্যসৌ কিঞ্চিৎ জাতপ্রায়কুতূহলঃ। ৭১।
হেলয়ালোকয়ন্নদ্যামপশ্যল্ললনাগণং।
রম্ভাতিলোত্তমাপ্রায়ং নির্যাতং জললীলয়া। ৭২।

করিয়া থাকে। ৬৭। (যাহা হউক) হে বিমল চন্দ্রবদন! (আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে? কাহার পুত্র? এবং অনুগ্রহ করিয়া কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনি এ সকল সংশয় ছেদ করেন, এই আমার অনুরোধ। ৬৮। ব্রাহ্মণ কহিলেন;—হে রাজন্! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার অখণ্ডিতভাবে সদুত্তর প্রদান করিব; (কারণ) যে ব্যক্তি নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, সেই বিনীত ব্যক্তিকে পরিচয় গোপন করে কোন্ ব্যক্তি বঞ্চনা করিয়া থাকেন?। ৬৯। এই পৃথিবীমণ্ডলে নারদ নামে এক মুনি ছিলেন; তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় বিশুদ্ধ ছিল; তিনি এক সময় গিরিগুহায় ধ্যান ধারণা পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে থাকেন। ৭০। অকস্মাৎ তদীয় কর্ণকুহরে জল-কেলি-রত স্ত্রীলোকের বলয়ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়; ক্রমশঃ "ইহা কি" জানিবার জন্য তাঁহার অন্তরে কৌতূহল সমুদ্ভূত হয় ৭১। (তদনন্তর অনুসন্ধান করিতে করিতে) নদীতে জল-কেলি সমাধা করিয়া জল হইতে কতকগুলি কামিনীকে উপরে উত্থিত হইতে দেখেন; ইহারা দেখিতে রম্ভা

ক্রীড়ন্তং ত্যক্তবসনং দেশে পুরুষ-বর্জ্জিতে।
কাঞ্চনাম্ভোজমুকুলসংকাশৈঃ স্তনমণ্ডলৈঃ। ৭৩।
চন্দ্রবিম্বকলাপূরমেকত্রৈবোপসংহৃতং।
স্ত্রৈণমালোক্য তৎকান্তং সহসৈব মনোমনেঃ। ৭৪।
অনাশ্রিতবিবেকাংশং বভূবানন্দিতং স্ফুরং।
আনন্দবলিতে চিত্তে রুদ্ধে প্রাণানিলে স্থিতে। ৭৫।
বভূব তস্য দৃষ্টস্য মদনস্খলিতং তদা।
ফলং রসাপূর্ণমিব গ্রীষ্মান্ত ইব তোয়দঃ। ৭৬।
প্রত্যগ্রপাদপচ্ছিন্ন লতারন্ত ইবোত্তম।
অবশ্যায়কণস্পন্দী শশাঙ্ক ইব বা মুনিঃ। ৭৭।

শিখিধ্বজ উবাচ।

তাদৃশোপি বহুজ্ঞোঽপি জীবন্মুক্তোঽপ্যসৌ মুনিঃ।
নিরিচ্ছোপি নীরাগোঽপি ন কিঞ্চিদুপমোহপ্যলং। ৭৮।

[illegible] তিলোত্তমার ন্যায় সুন্দরী। ৭২। তাহারা পুরুষ-বর্জ্জিত দেশে জলক্রীড়া-মগ্ন [illegible] তে পরিধেয় বসন পরিত্যাগ করিয়াছে; তাহাদের কুচকলিকা সকল স্বর্ণ-[illegible] ফুলের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট। ৭৩। পূর্ণচন্দ্রকলা এক স্থানে একত্রে সন্নি-[illegible]ত হইলে যেরূপ দেখায়, সেই সকল রূপলাবণ্যবতী রমণীদিগকে দেখিয়া [illegible] মন, সহসা। ৭৪। বৈরাগ্যবিহীন হইয়া আনন্দিত হইয়া উঠিল, এবং [illegible] চিত্ত,বিকৃতিনিবন্ধন আনন্দময় এবং প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইল। ৭৫। রসপূর্ণ [illegible] ফলের যেরূপ অবস্থা হয়, এবং গ্রীষ্মান্তে মেঘের মূর্ত্তি যেরূপ হইয়া [illegible] তাহার ন্যায় তাঁহার দৃষ্টি স্মরহরের শরাসনের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ৭৬। [illegible] ত্তম! তখন সেই তপোধন, তরুণ পাদপাশ্রয়ী লতারন্ত ছিন্ন হইলে [illegible] দশা যেরূপ হইয়া থাকে, এবং শিশিরকণবর্ষী শশাঙ্কের যেরূপ মূর্ত্তি [illegible] থাকে, তাহার ন্যায় শ্রী ধারণ করিলেন। ৭৭। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে প্রভো! যিনি অনেক বিষয় অবগত আছেন, যিনি জীবন্মুক্ত, যাঁহার

সবাহ্যাভ্যন্তরং নিত্যমাকাশবিশদোপি চ।
নারদোপি কথং ব্রহ্মন্ মদনস্খলিতোঽভবৎ। ৭৯

চূড়ালোবাচ।

সর্ব্বস্যা এব রাজর্ষে ভূতজাতের্জগত্রয়ে।
দেবাদেরপি দেহোঽয়ং দ্বয়াত্মৈব স্বভাবতঃ। ৮০।
অজ্ঞমস্ত্বথ তজ্জ্ঞং বা যাবৎ স্বান্তং শরীরকং।
সর্ব্বমেব জগত্যঙ্গ সুখদুঃখময়ং স্মৃতং। ৮১।
তৃপ্ত্যাদিনা পদার্থেন কেনচিদ্বর্দ্ধতে সুখং।
আলোক ইব দীপেন মহাম্বুধিরিবেন্দুনা।
ক্ষুধাদিনা পদার্থেন দুঃখং কেনচিদেব হি। ৮২।

কোনও বিষয়ে স্পৃহা, বা বিষয়বাসনা নাই, এমন কি, যাঁহার সহিত কাহারও উপমা দেওয়া হইতে পারে না। ৭৮। যাঁহার বাহ্য এবং অভ্যন্তর প্রদেশ আকাশের ন্যায় সতত নির্ম্মল, হে ব্রহ্মন্! সেই নারদ ঋষি কিরূপে কামশরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, (তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন)। ৭৯। চূড়ালা কহিলেন;—হে রাজর্ষে! এই ত্রিসংসারে সকল প্রাণী,—বিশেষতঃ দেবতাদিগেরও এই দেহ স্বাভাবিক দ্বৈতভাবাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ৮০। এই সংসারের সকল পদার্থ অজ্ঞই হউক, বা জ্ঞানবিশিষ্ট হউক, যত কাল পর্য্যন্ত কলেবর বিনষ্ট না হয়,তত কাল পর্য্যন্ত উহা সুখদুঃখময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৮১। যেরূপ দীপদীপ্তি দ্বারা আলোক-বিকাশ, এবং চন্দ্রের উৎপত্তি দ্বারা মহাসমুদ্রের তরঙ্গ প্রাদুর্ভাব ঘটে, সেইরূপ তৃপ্তিকর পদার্থ উপভোগ দ্বারা কেহ কেহ সুখানুভব এবং ক্ষুধাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কেহ কেহ সময়ে দুঃখভোগ করিয়া থাকে। ৮২। যেরূপ মেঘস্বরূপ পটাবরণ দ্বারা

তমোমেঘপটেনেব স্বভাবোহত্র কারণং।
স্বরূপে নির্ম্মলে সত্যে নিমেষমপি বিস্মৃতে। ৮৩।
স্বরূপে নোল্লসত্যেষ চিত্তে দৃশ্যপিশাচকঃ।
যথা তমঃ প্রকাশাভ্যামহোরাত্রৌ স্থিতিং গতৌ। ৮৪।
তথৈব সুখদুঃখাভ্যাং শরীরং স্থিতিমাগতং।
এবং হি সুখদুঃখে দ্বে জন্মকারণদর্শনাৎ। ৮৫।
যথাশুভাশুভৌ রাগাদিনাক্রান্ততরৌ মণেঃ।
পুরঃস্থবস্তুভাবেন রঞ্জনাৎ স্ফটিকো যথা। ৮৬।
তজ্জ্ঞস্তথা নৈতি বোধাজ্জীবন্মুক্তমতির্মুনিঃ।
বস্তুনঃ শ্লেষমাত্রেণ ঘনরঞ্জিতমেতি ধীঃ। ৮৭।

তমোবিকাশ ঘটিয়া থাকে,—অর্থাৎ আলোক-শক্তি প্রতিহত হইলে, যেরূপ ঘোর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিগণ ক্ষণকালের জন্য নির্ম্মল সত্যের স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইলে, সুখদুঃখাদি অনুভূত হইয়া থাকে; (জানিও) স্বভাবই সুখদুঃখানুভবের কারণ। ৮৩। যেরূপ অন্ধকার এবং আলোক-সমুদয়ে দিন রাত্রির স্থিতি ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উদয় ঘটিলে, অন্তরে যে পিশাচের সর্ব্বদা আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আর প্রাদুর্ভাব থাকে না। ৮৪। (অধিক কি বলিব,) সুখদুঃখজড়ীভূত এই শরীরের অবস্থিতিও ঐ প্রকার; দেহাদিতে আত্মবোধ দর্শন নিবন্ধন সুখদুঃখ এই দুইটি অনুভূত হইয়া থাকে। ৮৫। যেরূপ স্ফটিকের অন্তরস্থিত রাগ দ্বারা তদ্বাহ্য বর্ণ পর্য্যন্ত তদাত্ম হইয়া থাকে, এবং তন্নিকটস্থ পদার্থও (গুণসংযোগে) স্ফটিকবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৮৬। (কিন্তু তা বলিয়া) তত্ত্বজ্ঞানী সেরূপ হন না; কারণ, তত্ত্বজ্ঞান-সমুদয়ে জীব, জীবন্মুক্ত এবং প্রকৃত মুনি হইয়া থাকে; অজ্ঞানীর বুদ্ধি, অনিত্য পদার্থের মিশ্রণ, বা সংযোগমাত্রে ঘনরঞ্জিত হইয়া

গতেঽপি বস্তুনি দৃঢ়ং বুদ্ধির্যা পরিতাপিতা।
গতেঽপি কুঙ্কুমে বস্ত্রং তদীয়মনুরঞ্জনং। ৮৮।
ন জহাতি যথা মূঢ়স্তথা বিষয়রঞ্জনং।
অনেনৈব ক্রমেণেতৌ বন্ধমোক্ষৌ ব্যবস্থিতৌ। ৮৯।
ভাবনাতানবং মোক্ষো বন্ধো হি দৃঢ়ভাবনা। ৯০।

শিখিধ্বজ উবাচ।

স্বোৎপত্তিকারণপ্রাপ্তৌ কথং দুঃখং সুখং চ বা।
অভ্যুদেতীতি বদ মে দূরস্থানামপি প্রভো। ৯১।

চূড়ালোবাচ।

স্বোৎপত্তিকারণং হৃদ্যং লব্ধা কায়াক্ষিপাণিভিঃ।
সুখসংবিদিয়ং বালা নূনমুল্লসতি স্বতঃ।
হৃদ্গতা ক্ষোভমায়াতা জীবং কুণ্ডলিনীগতং। ৯২।

থাকে। ৮৭। যেরূপ (সাক্ষাৎসম্বন্ধে) কুঙ্কুমের বিদ্যমানতা না থাকিলেও কুঙ্কু-মাক্ত বসন যেরূপ রঞ্জিত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃত পদার্থ গত—অর্থাৎ দৃষ্টির অতীত হইলে বুদ্ধি পরিতাপিত হইয়া থাকে। ৮৮। যেরূপ মূঢ় লোকে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করে না, সেই প্রকার এইরূপে জীবের বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ৮৯। ভাবনা-বিনাশের নাম মোক্ষ, এবং অনিত্য বস্তুর উদ্দেশে দৃঢ়ভাবনা করার নাম বন্ধন;—অর্থাৎ বাসনার অভাবে জীবের মুক্তি, এবং বাসনাপ্রভাবে বন্ধন ঘটিয়া থাকে। ৯০। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে প্রভো! দূরস্থিত,—অর্থাৎ পুত্ররাজ্যাদি বিনাশ এবং লাভবিষয়ে যে সকল অভিমানী ব্যক্তির সুখ দুঃখ ঘটে, তাহা কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, আমাকে জানাইয়া দিউন। ৯১। চূড়ালা কহিলেন;—স্বকীয় উৎপত্তি বিষয় অতিশয় রমণীয়; ইহাকে শরীর, চক্ষু ও পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল আয়ত্ত করিয়া থাকে; যখন সুখময় সম্বিদের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই তত্ত্বানভিজ্ঞতা প্রযুক্ত বালিকার ন্যায় স্বয়ং উল্লসিত হইয়া থাকে; যখন হৃদয়স্থিত হইয়া ক্ষোভপ্রাপ্ত হয়, তখনই কুণ্ডলিনীগত জীবরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৯২।

জীবস্য নিয়তা নাড্যঃ পৃথগ্দেহে স্থিতিং গতাঃ।
প্রাণাবপূরিতা নাড়ী জীব আক্রাময়তি স্ফুরন্। ৯৩।
সংস্পর্শৈকপ্রবুদ্ধাত্মা রসোদ্রুম লতা ইব।
সুখপ্রবোধসঞ্চারে দুঃখবোধাগমে তথা। ৯৪।
জীবস্য নিয়তা নাড্যঃ পৃথগ্দেহে স্থিতং গতাঃ।
সুখিনঃ প্রস্ফুরত্যেষা ধীরতাশু ন দুখিনঃ। ৯৫।
যে হি মার্গাঃ সুবেষস্য কুবেষস্য ন তে শুভাঃ
যাবৎ প্রমাণং জীবোঽয়ং সংশাম্যত্যপরিস্ফুরন্। ৯৬।
তাবৎ প্রমাণমেবৈনং মুক্তং মুক্তমবেহি বৈ।
যাবৎ প্রমাণমধিকং স্ফুরতি ক্ষুব্ধমারুতং। ৯৭।
তাবৎ প্রমাণমেবৈনং বদ্ধং বদ্ধমবেহি মে।
সুখদুখঃকলাস্পন্দো বন্ধো জীবস্য নেতরঃ। ৯৮।

জীবের নাড়ী সকল নিয়ত কাল পৃথক্ দেহে স্থিতি করিয়া থাকে; জীব, প্রাণ-প্রবাহী নাড়ীমণ্ডলীকে আক্রমণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৯৩। যেরূপ বৃক্ষমূলে জলসেক করিলে উহা রসাকারে বৃক্ষ ও লতাতে পর্য্যবসিত হয়, সেই-রূপ আত্মা, সংস্পর্শনিবন্ধন প্রবুদ্ধ হইয়া সুখ-প্রবোধ-বিষয়ে এবং দুঃখ-বোধা-গমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৯৪। জীবের নাড়ীসমূহ পৃথক্ দেহে অবস্থিতি করিয়া, সুখানুভবপ্রবৃত্ত জীবের সুস্থতাকে প্রস্ফুরিত করে, কিন্তু দুঃখানুভব-প্রবৃত্ত জীবকে সুখী করে না। ৯৫। সুন্দরভোগশালী রাজাদিগের যে ভোগ-পথ নির্দ্ধারিত আছে, ইতরলোকদিগের সে ভোগের সম্ভাবনা নাই; এই জীবের যেরূপ পরিমাণ, স্ফূর্ত্তি না পাইলেও তদনুরূপ সাম্যভাব অবলম্বন করে;—অর্থাৎ জীব যেরূপ তরলতর নাড়ী-পথের অনুসরণ করে, সেই প্রকার তরলতাশূন্য হইয়া, দুঃখানুভব করিয়া থাকে। ৯৬। প্রাণবায়ু যেরূপ অধিক পরিমাণে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই প্রমাণে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। ৯৭। জীবের বন্ধনকে সুখদুঃখভোগাত্মক বলিয়া জানিও, এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুই বন্ধন নহে; জীবের যেরূপ পরিমাণ, সেইরূপই বন্ধন হইয়া থাকে। ৯৮।

তদভাবে হি মোক্ষঃ স্যাদিতি দ্বেধা ব্যবস্থিতিঃ।
সুখদুঃখদশে যাবদানীতে নেন্দ্রিয়ৈঃ শঠৈঃ। ৯৯।
তাবৎ সুখসমঃ সৌম্যো জীবস্তিষ্ঠতি শান্তবৎ।
সুখমালোক্য বা দুঃখমক্ষাতীতশ্চলদ্বপুঃ। ১০০।
সমুল্লসতি জীবোঽন্তর্দৃষ্টেন্দুমিব তোয়ধিঃ।
জীবঃ ক্ষুভ্যতি দৃষ্টেন সংবিদাঙ্গ সুখাদিনা। ১০১।
আমিষেণেব মার্জ্জারো মৌর্খ্যমেবাত্র কারণং।
শুদ্ধেন বোধ্যবোধেন স্বাত্মজ্ঞানময়াত্মনা। ১০২।
সুখদুঃখাদি নাস্তীতি তেনাসৌ যাতি সৌম্যতাং।
ন তৎ সুখাদি নো তস্মে মুধাচায়মহং স্থিতঃ। ১০৩।

ইহার অভাবে মোক্ষের উৎপত্তি; আমি তোমার নিকটে বন্ধন ও মোক্ষ-সম্বন্ধীয় দ্বিবিধ অবস্থানের কথা বলিয়াছি; যে কাল পর্য্যন্ত প্রতারণা-পরায়ণ ইন্দ্রিয়গণ জীবের (ভোগজন্য) সুখ-দুঃখ দশাকে আনয়ন না করে, সে কাল পর্য্যন্ত মোক্ষের অধিকার। ৯৯। জীব যখন ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্রকাশভাব অবস্থিতি করিয়া, শরীরকে চঞ্চল বলিয়া অবধারণ করে, তখন সুখ বা দুঃখের মুখ দেখিলেও শান্তবৎ অবস্থিতি করিয়া থাকে; এবং দুঃখ সুখ সমান বলিয়া তাহার প্রতীতি হয়। ১০০। সমুদ্র যেরূপ চন্দ্রদর্শনে আনন্দিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীব, অন্তরে সমুল্লসিত হয়, এবং বিভবাদি অনিত্য সুখ দর্শন করিয়া অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। ১০১। মার্জ্জার যেরূপ আমিষ-লোভে আক্রান্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের অজ্ঞানতাই কল্পিত সুখ-দুঃখের কারণ; যখন আত্মা পবিত্র ও জ্ঞানময় হয়, তখনই তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি-হইয়া থাকে। ১০২। (সংসারে) সুখদুঃখাদি কিছুই নাই, সেই কারণে জীব, সৌম্যভাব,—অর্থাৎ বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং বিশ্রান্তি, প্রাপ্ত হইলে সুখাদি কিছুই নয় বলিয়া "আমি অনর্থক অবস্থিতি করিতেছি" এরূপ বোধ হইয়া থাকে। ১০৩।

ইতি জীবঃ প্রবুদ্ধো হি নির্ব্বাণং যাতি শাম্যতি।
সুখাদ্যবস্তু তদ্রূপমিত্যন্তর্বোধসংবিদা। ১০৪।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জ্ঞানাজ্জীবোঽদ্বিত্ববিভাবনাৎ।
সর্ব্বমাকাশমেবেতি বুধ্বা ক্ষোভং ন গচ্ছতি। ১০৫।

শিখিধ্বজ উবাচ।

সুখসঞ্চারযোগ্যাসু জীবে সরতি নাড়ীষু।
দেবপুত্র ভবত্যেব তদ্বীর্য্যচ্যবনং কথং। ১০৬।

চূড়ালোবাচ।

জীবঃ ক্ষোভয়তি ক্ষুব্ধঃ প্রাণাদিপবনাবলিং। ১০৭।
সংবিদাজ্ঞাংশমাত্রেণ সেনামিব মহীপতিঃ।
বাতস্পন্দেন মেদোঽস্তমর্জ্জাসারশ্চ সংস্থিতঃ। ১০৮

জীব যখন এই প্রকারে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে, তখনই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং সুখাদি যে সমস্ত অবস্তুর রূপ অন্তরে বিরাজিত থাকে, তাহা জ্ঞানপ্রভাবে শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০৪। সংসারে সকলই ব্রহ্মময়, এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ কিছুই নাই এইরূপ ভাবনা ও জ্ঞান দ্বারা জীব, সকলই শূন্যময় বলিয়া বুঝিয়া থাকে, সুতরাং তাহাকে ক্ষুব্ধ হইতে হয় না। ১০৫। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে দেবপুত্র! জীব প্রস্থান করিলে পর, সুখসঞ্চারের উপযুক্ত স্থান নাড়ীমণ্ডলে কিরূপে আপনার বীর্য্য পতন হইয়া থাকে। ১০৬। চূড়ালা কহিলেন;—নৃপতির আদেশে যেরূপ সেনা সকল কার্য্য করিয়া থাকে তাহার ন্যায় জীব ক্ষুব্ধ হইলে, প্রাণাদি সমস্ত পবনকে জ্ঞানের আজ্ঞামাত্রে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, এবং বায়ুস্পন্দনপ্রভাবে অন্তরে মেদ, মজ্জা, সার প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া,। ১০৭। ১০৮। যেরূপ ছিন্ন বৃন্ত পত্র-

ত্যজত্যাশু প্রসৌগন্ধ্যং রজঃ পত্রফলাদিকং।
চলিতং তত্ত্বধো যাতি গর্জ্জাদিব ঘনাদি খে। ১০৯।
দেহনাড়ীপ্রণালেন যাতি শুক্রং বহিঃ স্বতঃ। ১১০।

শিখিধ্বজ উবাচ।

দেবপুত্র মহাজ্ঞোঽসি বেৎসি পূর্ব্বাঞ্চ তৎস্থিতিং।
জ্ঞায়সে বচনাদেব স্বভাবো হি কিমুচ্যতে। ১১১।

চূড়ালোবাচ।

আদ্যসর্গে যথা সদ্যঃ স্ফুরিতং ব্রহ্ম ব্রহ্মণি।
ঘটাবটপটাদ্যাত্ম তথৈবাদ্যব্যবস্থিতং। ১১২।
কাকতালীয়বদ্বারিবুদ্বুদোৎপত্তিনাশবৎ।
ঘুণাক্ষরবদুচ্ছূনং তং স্বভাবং বিদুর্বুধাঃ। ১১৩।

ফলাদি, স্বকীয় অন্তর্গত জলাদিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃষ্ট সৌগন্ধ্যের ন্যায় অনুগত রজঃ, স্বকীয় সূক্ষ্মাংশকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে; যেরূপ আকাশে জলদাবলী সমুদ্ভূত হইয়া গর্জ্জন দ্বারা অধোদিকে উহার জলধারা পতিত হয়, ।১০৯। সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত রজোভাগ সর্ব্বাঙ্গে প্রচালিত ও নাড়ী দ্বারা অধোমুখে ব্যাপ্ত হইয়া, মূলাধার স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং দেহ-নাড়ী-সাহায্যে বাহিরে উহা স্বাভাবিক শুক্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ১১০। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে দেবপুত্র! আপনি মহাজ্ঞানী, এবং নিজের জ্ঞান যোগের পূর্ব্ব হইতে সংসার-স্থিতির বিষয় অবগত আছেন, আপনি সকল বিষয়ই বিদিত আছেন, দেবতাদিগের শরীরও স্বভাবতঃ দ্বয়াত্মা,—অর্থাৎ তাঁহাদেরও দুইটী আত্মা আপনি এ কথা যাহা বলিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, সে স্বভাব কাহাকে বলে? । ১১১। চূড়ালা কহিলেন;—যেরূপ আদি সর্গে ব্রহ্মেতে ব্রহ্মমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন, ঘটপটাদি পদার্থেও আত্মা সেইরূপ অবস্থিত রহিয়াছে। ১১২। কাকতালীয়যোগ, এবং জলে বুদ্বুদের নাশ ও সৃষ্টিস্বরূপ ঘুণাক্ষরতুল্য যে স্ফীত পদার্থ,পণ্ডিতেরা তাহাকেই

অস্মিন্ স্বভাববশতো জগতি প্ররূঢ়ে
দেহা ভ্রমন্তি পরিতো বিবিধা বিকারাঃ।
প্রক্ষীণবাসনতয়া ন ভবন্তি কেচিদ্
ভূয়ো ভবন্তি চ পুনস্ত্বিতরে ঘনাস্থাঃ। ১১৪।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে সুখবিচারযোগোপদেশো-
নাম দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৭২। *।

স্বভাব বলিয়া বর্ণন করেন। ১১৩। এই প্রকারে স্বভাবানুসারে জায়মান এই জগতে বিবিধ বিকারপূর্ণ—অর্থাৎ অণ্ডজাদি চতুর্ব্বিধ দেহ সকল চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী এবং যাহাদের বাসনা বিলীন হইয়াছে, তাহাদিগকে আর পুনর্ব্বার জন্মাদি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না; কিন্তু ভোগ্য পদার্থে যাহাদের বিলক্ষণ অনুরাগ ও আস্থা আছে, সেই সকল অজ্ঞান ব্যক্তিগণের জন্য পুনর্জন্মাধিকার বিদ্যমান থাকিবে। ১১৪।

চূড়ালোবাচ।

আত্মস্বভাববশতো জাতং জগদিদং মহৎ।
স্থিতিং বাসনয়াভ্যেত্য ধর্ম্মাধর্ম্মবশে স্থিতং। ১।
বাসনাহ্রাসমানীয় ধর্ম্মাধর্ম্মৈর্ন গৃহ্যতে।
ততো ন জায়তে জন্তুরিতি নো দর্শনং মুনে। ২।

শিখিধ্বজ উবাচ।

ত্বদ্বাক্যবিভবেনাদ্য শ্রুতেনানেন সুন্দর।
পীতেনেবামৃতেনাহমন্তর্যাতোঽস্মি শীততাং। ৩।
তেন পদ্মজপুত্রেণ মুনিনা নারদেন তৎ।
ক কৃতং বীর্য্যমার্য্যেণ কথয়াদ্য যথাস্থিতং। ৪।

চূড়ালোবাচ।

ততো নিবধ্নতা তেন মনোমত্তমতঙ্গজং।
বিবেকবিপুলালানে শুদ্ধয়া ধীবরত্রয়া। ৫।

চূড়ালা কহিলেন;—আপনার স্বভাবানুসারে এই সুবিস্তীর্ণ জগতের জন্ম হইয়াছে; ইহা বাসনানুসারে স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। ১। জীব যদি তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস দ্বারা বাসনাকে হ্রাস করিতে পারে, তাহা হইলে আর উহাকে ধর্ম্মাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে, বা জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; হে মুনে! আমাদিগের এই প্রকার অনুভব। ২। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে দিব্যপুরুষ! অমৃত পান করিলে অন্তর যেরূপ শীতল হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আপনার শাস্ত্রসম্পন্ন এই বাগ্বিন্যাস দ্বারা আমি নিরুৎকণ্ঠ হইয়াছি। ৩। (যাহা হউক, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,) ব্রহ্মার পুত্র পূজনীয় সেই নারদ মুনি, আপনার স্খলিত বীর্য্যকে কোথায় রাখিয়াছিলেন, (তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন)। ৪। চূড়ালা কহিলেন;—তদনন্তর সেই তপোধন, লোকে আলানে যেরূপ চর্ম্মরজ্জু বন্ধন দ্বারা মত্ত মাতঙ্গকে বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহার ন্যায় বিবেকরূপ বিপুল আলানে চর্ম্মরজ্জু স্বরূপ পবিত্র বুদ্ধি দ্বারা মত্ত মাতঙ্গতুল্য স্বকীয় অন্তঃকরণের গতিরোধ করিয়া, । ৫।

তদ্বীর্য্যং কল্পকালাগ্নিগলিতেন্দুদ্রবোপমং।
রসানাং পারদাদীনাং দিব্যানামনুরঞ্জনং। ৬।
মুনিনা পার্শ্বগে কুম্ভে স্ফাটিকে বিলসদ্রুচৌ।
অদ্ভুতে বিদ্রুতাকারং চন্দ্রে চন্দ্র ইবার্পিতং। ৭।
তত্র শৈলে বৃহৎকান্তে স্থূলঃ পার্শ্বেষু চাভিতঃ।
গম্ভীরকুক্ষিঃ সুদৃঢ়শ্চোপলাহননক্ষমঃ। ৮।
সংকল্পিতেন ক্ষীরেণ স কুম্ভস্তেন পূরিতঃ।
অমৃতাপূরভিন্নেন বিধিনেবামৃতার্ণবঃ। ৯।
তত্র মাসাদগাতো বৃদ্ধিং মুনির্মন্দাহুতিক্রমঃ।
অমৃতাব্ধৌ শুভো গর্ভ ইন্দোরিন্দুরিবানুজঃ। ১০।
ইন্দুং মাস ইবাপূর্ণং কালেন সুষুবে ঘটঃ।
গর্ভং কমলপত্রাক্ষং প্রসূনমিব মাধবঃ। ১১।

প্রলয়কালীন অগ্নি এবং গলিত চন্দ্রদ্রবের ন্যায় পারদ কাঞ্চন প্রভৃতি দিব্য রস পদার্থের অনুকারি আপনার বীর্য্যকে। ৬। চন্দ্রে চন্দ্র অর্পিত হইলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় নিকটে যে স্ফটিক কুম্ভ দীপ্তি পাইতেছিল, সেই অদ্ভুত পদার্থে উহাকে রক্ষা করিলেন। ৭। ঐ কুম্ভ রমণীয় শৈলপার্শ্বে অবস্থিত; উহা দেখিতে যেরূপ দৃঢ়, তদনুরূপ স্থূল ও উপলাক্রমণে সক্ষম; উহার কুক্ষি-প্রদেশ গম্ভীর। ৮। বিধাতা যেরূপ সংকল্পিত অমৃত দ্বারা অর্ণবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তপোধন, সংকল্পজ ক্ষীর দ্বারা সেই কুম্ভকে পূর্ণ করিয়াছিলেন। ৯। এইরূপে কুম্ভ পূর্ণ করিলে, তাহা হইতে মাসান্তে শুভ গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হয়; এই সময়ে মুনির নিত্যক্রিয়াক্রম-হোম প্রভৃতির মন্দভাবে প্রবর্ত্তনা হইতে থাকে; তখন অমৃতার্ণবে চন্দ্রবিম্ব-সমুদ্ভূত চন্দ্রের ন্যায় গর্ভচিহ্ন প্রকাশ পাইতে থাকে। ১০। পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণচন্দ্রের যেরূপ শ্রী দেখা যায়, তাহার ন্যায় উপযুক্ত সময়ে বসন্তকালে যেরূপ পুষ্প পল্লবাদি প্রসূত হইয়া থাকে, সেইরূপ কুম্ভের গর্ভ হইতে সমস্ত শরীর পূর্ণা-

পরিপূর্ণসমস্তাঙ্গঃ কুম্ভাৎ কুম্ভো বিনির্যযৌ।
ইন্দুঃ সূক্ষ্মাদিবাম্ভোধেরপরঃ ক্ষয়বর্জ্জিতঃ। ১২।
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব বৃদ্ধিমভ্যাজগাম সঃ।
অপ্রমেয়াঙ্গসৌন্দর্য্যঃ শুক্লপক্ষে শশী যথা। ১৩।
সর্ব্বসংস্কারসম্পন্নে স তস্মিন্ নারদো মুনিঃ।
ভাণ্ডাদ্ভাণ্ড ইবাশেষং বিদ্যাধনমযোজয়ৎ। ১৪।
দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব বিজ্ঞাতাশেষবাঙ্ময়ং।
চকারৈনং মুনিবরঃ প্রতিবিম্বমিবাত্মনঃ। ১৫।
তেনারাজত পুত্রেণ মুনিনা মুনিনায়কঃ।
রত্নাদ্রৌ প্রতিবিম্বেন সন্ধ্যোদিত ইবোড়ুরাট্। ১৬।
অথৈনং পুত্রমাদায় ব্রহ্মলোকং স নারদঃ।
জগামাথ স্বপিতরং ব্রহ্মাণং চাভ্যবাদয়ৎ। ১৭।

কারে প্রকাশিত হইয়া, একটী কুম্ভ বিনিঃসৃত হয়; ক্ষীরসমুদ্র হইতে ক্ষয়বিহীন অপর চন্দ্রের উৎপত্তি যেরূপ, সূক্ষ্ম ঘট হইতে কুম্ভের উৎপত্তিও তদনুরূপ।১১।১২। শুক্ল পক্ষীয় শশধর যেরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহার ন্যায় কতিপয় দিনের মধ্যেই উহা অনুপম অঙ্গ কান্তি ধারণ করত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৩। তাহার জাতকর্ম্মাদি সকল প্রকার সংস্কার সম্পন্ন হইলে পর,লোকে যেরূপ এক ভাণ্ড হইতে কোন পদার্থ লইয়া অন্য ভাণ্ডে রক্ষা করে, তাহার ন্যায় তপোধন, সেই পুত্রকে বিদ্যাধন দান করিলেন। ১৪। মুনিনন্দন কতিপয় দিবস মধ্যেই অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়াতে মুনিবর তাহাকে আপনার প্রতিবিম্বের ন্যায় করিলেন;—অর্থাৎ সতত নিকটে রাখিতে লাগিলেন। ।১৫। (তখন) রত্নাদ্রি-প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দ্বারা সন্ধ্যা-সমুদিত নিশাকরের যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় মুনিপুত্র দ্বারা সেই মুনিবর শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৬। অনন্তর এক সময়ে সেই তপস্বী, পুত্রসমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, জনককে অভিবাদন

কৃতাভিবন্দনং ব্রহ্মা পৌত্রমাদায় তং তদা।
অভিবাদিতবেদাদিং স্বয়মঙ্কে ন্যবেশয়ৎ । ১৮ ।
অথাশীর্ব্বাদমাত্রেণ সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানপারগং ।
পৌত্রং তং কুম্ভনামানং চকার কমলোদ্ভবঃ। ১৯ ।
সাধো সোঽহময়ং কুম্ভঃ পৌত্রোঽহং পদ্মজন্মনঃ।
পুত্রোঽহং নারদমুনেঃ কুম্ভনামাস্মি কুম্ভজঃ। ২০ ।
নিবসামাব্জপুরে পিত্রা সহ যথাসুখং।
চত্বারঃ সুহৃদো বেদা মম লীলাবিলাসিনঃ। ২১ ।
মাতৃস্বসা মে গায়ত্রী মম মাতা সরস্বতী।
ব্রহ্মলোকে মম গৃহং পৌত্রস্তথাস্মি সুস্থিতঃ। ২২ ।
যথাকামমশেষেণ জগন্তি বিহরাম্যহং।
লীলয়া পরিপূর্ণত্বান্ন তু কার্য্যেণ কেনচিৎ। ২৩ ।

করেন। ১৭। তখন কমলযোনি অভিবন্দিত হইয়া বেদাদি-শাস্ত্রবেত্তা পৌত্রকে গ্রহণ করিয়া, স্বকীয় ক্রোড়দেশে তাহাকে স্থাপন করিলেন।১৮। এবং জ্ঞানপারগত সর্ব্বজ্ঞ সেই পৌত্রকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া,কুম্ভে জন্ম বলিয়া তাহার কুম্ভ নাম রাখিলেন। ১৯। (তখন নারদনন্দন ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন,) হে সাধো! আমি সেই কুম্ভ আপনার পৌত্র, মহাতপা নারদ মুনি আমার পিতা; কুম্ভ হইতে জন্মিয়াছি বলিয়া আমি কুম্ভ নামে পরিচিত। ২০। আমি এক্ষণে জন্মদাতার সহিত পদ্মজন্মার পুরে অবস্থান করিতেছি; চতুর্ব্বেদ আমার সহায় এবং ক্রীড়া-কৌতুক-নিকেতন;—অর্থাৎ বেদালোচনাই আমার ক্রীড়ার বিষয়। ২১। গায়ত্রী আমার মাতৃভগিনী, এবং সরস্বতী আমার জননী; ব্রহ্মগৃহ আমার বাসস্থান, আমি ব্রহ্মারই পৌত্র। ২২। আমি কামনানুসারে মনসুখে ত্রিসংসার ভ্রমণ করিয়া থাকি; আমি সর্ব্বদা লীলাপূর্ণ থাকি বটে, কিন্তু

খরাং পততি মে পাদৌ পততো ন মহীতলে ।
রজঃ স্পৃশন্তি নাঙ্গানি গ্লানিং নায়াতি মে বপুঃ । ২৪ ।
অদ্যাকাশপথা গচ্ছন্ দৃষ্টবাংস্ত্বামহং পুরঃ ।
ইহ তেনাগতোঽস্ম্যঙ্গ সর্ব্বং কথিতবানিতি । ২৫ ।

শিখিধ্বজ উবাচ ।

অদ্য তিষ্ঠাম্যহং সাধো ধন্যানাং ধুরি ধর্ম্মতঃ ।
অমৃতস্যন্দিবচসা যত্ত্বয়াস্মি সমাগতঃ । ২৬ ।
ন কেচন তথাভাবাশ্চেতঃ শীতলয়ন্তি মে ।
রাজ্যলাভাদয়োঽপ্যেতে যথা সাধুসমাগমঃ । ২৭ ।
নিরর্গলরসো যত্র সামান্যেন বিজৃম্ভিতে ।
মুক্তরাগাদিমননং তৎকল্পনসুখাবহং । ২৮ ।

কোনও কার্য্য করি না । ২৩ । আমি যখন ভূলোকে বিচরণ করি, তখন আমার চরণযুগল ভূতল স্পর্শ করে না এবং আমার অঙ্গে রজঃ স্পর্শ, কিম্বা কোনও গ্লানি ঘটে না । ২৪ । আমি অদ্য ব্রহ্মলোক হইতে আকাশপথে বিহার করিতে করিতে তোমাকে পুরোভাগে দর্শন করিলাম,এবং ঘটনাক্রমে তোমার সহিত সম্মিলিত হইয়া যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম । ২৫ । শিখিধ্বজ কহিলেন ;—হে সাধো ! আপনি যখন আমার নিকটে সমাগত হইয়া অমৃতায়মান বচনপরম্পরা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন সংসারে যাহারা ধন্য, তাহাদের মধ্যে আমি প্রধান হইয়াছি বলিয়া মনে করিতেছি । ২৬ । (বাস্তবিক,) সাধুসমাগমে যেরূপ চিত্তের প্রফুল্লতা ও শীতলতা দাঁড়ায়, সেরূপ ভাব অন্য কোনও প্রকারে হয় না ; এই কারণে রাজ্যলাভ প্রভৃতিও সাধুসমাগমের নিকটে সামান্য বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে । ২৭ । সামান্যতঃ সাধুসমাগম দ্বারা যে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ লাভ ও বিষয়বাসনা মোচন হইয়া থাকে, তাহার নিকটে রাজ্যাদিলাভ কল্পনামাত্র সুখদায়ক ;— অর্থাৎ কল্পনা সুখমাত্র । ২৮ ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং বাদিনি সৈবাস্য বাক্যমাক্ষিপ্য ভূপতেঃ।
ভূয়ঃ প্রোবাচ চূড়ালা মুনিদারকরূপিণী। ২৯।

চূড়ালোবাচ।

আস্তামেষা কথা তাবৎ সর্ব্বং তে বর্ণিতং ময়া।
ত্বং মে কথয় হে সাধো কস্ত্বমদ্রৌ করোষি কিং। ৩০।
কিয়ৎপর্য্যবসানেয়ং ভবতো বনবাসিতা।
সত্যং কার্য্যঞ্চ নো সত্যং বক্তুং জানান্তি তাপসাঃ। ৩১

শিখিধ্বজ উবাচ।

দেবপুত্রোঽসি জানাসি সর্ব্বমেব যথাস্থিতং।
লোকবৃত্তান্ততজ্জ্ঞোঽসি কিমন্যৎ কথয়াম্যহং। ৩২।
সংসারভয়ভীতত্বান্নিবসামি বনান্তরে।
জানতোঽপি হি মামার্য্য কথয়াম্যেব তে মনাক্। ৩৩।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—নৃপতি এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে দ্বিজ-পুত্ররূপিণী চূড়ালা তাঁহার উক্তির বাধা জন্মাইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। ২৯। চূড়ালা কহিলেন;—আচ্ছা; আমার প্রশংসাসূচিকা এ কথা থাকুক, আমি যাহা বলিবার, তোমার নিকটে সকলই বলিয়াছি; হে সাধো! (তোমাকে জিজ্ঞাসা করি)তুমি কে,এবং পর্ব্বতে বাস করিয়া কি করিয়া থাক? ।৩০। (এবং) কত দিনই বা বনে অবস্থিতি করিতেছ? তোমার বন-বাস-প্রয়োজন সত্য করিয়া বল; (আমি জানি) সত্য-বাক্য-কথনই তপস্বীদিগের অভ্যাস। ।৩১। শিখিধ্বজ কহিলেন;—আপনি যখন দেবাত্মজ,সকলই অবগত আছেন; বিশেষতঃ যখন লোক-ব্যবহার-তত্ত্ববিষয়ে আপনি সুপণ্ডিত, তখন আপনাকে (আমার পরিচয় আর) কি জানাইব? । ৩২। আমি সংসার-ভয়-ভীত হইয়া বনান্তরে বাস করিতেছি; হে আর্য্য! আপনি যখন আমাকে জানেন, তখন আপনার নিকটে সংক্ষেপে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি। ৩৩। আমি শিখি-

শিখিধ্বজোঽহং ভূপালস্ত্যক্ত্বা রাজ্যমিহাস্থিতঃ।
ভৃশং ভীতোঽস্মি তত্ত্বজ্ঞ সংসৃতৌ জন্মতঃ পুনঃ। ৩৪।
সুখং পুনঃ পুনর্দ্দুঃখং পুনর্ম্মরণজন্মনী।
ভবতস্তেন তপোঽহং তত্ত্বজ্ঞবনবীথিষু। ৩৫।
ভ্রমন্নপি দিগন্তেষু চরন্নপি পরং তপঃ।
নাসাদয়ামি বিশ্রান্তিমেকাং নিধিমিবাধনঃ। ৩৬।
অযত্নোঽপ্যফলোঽপ্যেকো হ্যপূর্ণোঽপ্যস্তসংগতিঃ।
শুষ্যাম্যত্র বনে সাধো ঘুণক্ষুণ্ণ ইব দ্রুমঃ। ৩৭।
ইমামখণ্ডিতাং সম্যক্ ক্রিয়াং সম্পাদয়ন্নপি।
দুঃখাদ্গচ্ছামি দুঃখৌঘমমৃতং মে বিষং স্থিতং। ৩৮।

ধ্বজনামা নৃপতি,রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই বনে আমি তপশ্চর্য্যা করিতেছি; হে তত্ত্বজ্ঞ! সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া আমি অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। ৩৪। হে তত্ত্বজ্ঞ! সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, জন্মের পর মৃত্যু, এবং মৃত্যুর পর জন্ম হইয়া থাকে; আমি সেই কারণে সন্তপ্ত-মনে বনপথে প্রস্থিত হইয়া, তপস্যা করিতেছি। ৩৫। যেরূপ নির্ধন ব্যক্তি একটী মাত্র নিধি পাইলেও, তাহার অন্তঃকরণ শ্রান্তিলাভ করে না, সেইরূপ দিগ্-দিগন্তে ভ্রমণ এবং দুষ্কর তপশ্চর্য্যা করিয়া আমি শ্রান্তিলাভ করিতেছি না। । ৩৬। হে সাধো! বৃক্ষের প্রতি যত্ন করিয়াও যদি তাহার ফলোৎপত্তি না হয়,যদি বৃক্ষশাখায় লতার আশ্রয় না ঘটে,যদি ঐ বৃক্ষ ঘুণ-জর্জরিত হইয়া শুষ্ক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই বৃক্ষের অবস্থা যে প্রকার হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় কুণ্ঠিতপ্রযত্ন, অপ্রাপ্তফল, সহায়বিহীন, অপূর্ণাবস্থ, অতএব সাধুসঙ্গ-বর্জ্জিত আমি এই বনে অবস্থিতি করিয়া বিরসভাব প্রাপ্ত হইতেছি। ৩৭। আমি সতত উপবাস, দেবতা-পূজা ও অতিথিসৎকার প্রভৃতি অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াও এক দুঃখ হইতে দুঃখসমূহে নিপতিত হই-তেছি; (বলিতে কি,) অমৃত আমার বিষ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। ৩৮।

চূড়ালোবাচ।

পিতামহমহং পূর্ব্বং কদাচিৎ পৃষ্টবানিদং।
যৎ ক্রিয়াজ্ঞানয়োরেকং শ্রেয়স্তদ্‌ব্রূহি মে প্রভো। ৩৯।

ব্রহ্মোবাচ।

জ্ঞানং হি পরমং শ্রেয়ঃ কৈবল্যং তেন বেত্ত্যলং।
কালাতিবাহনায়ৈব বিনোদায়োদিতা ক্রিয়া। ৪০।
অলব্ধজ্ঞানদৃষ্টীনাং ক্রিয়া পুত্র ন দূষিতা।
যস্য নাস্ত্যম্বরং পট্টং কম্বলং কিং ত্যজেত্যসৌ। ৪১।
বাসনামাত্রসারত্বাদজ্ঞস্য সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
সর্ব্বা এবাফলা জ্ঞস্য বাসনামাত্রসংক্ষয়াৎ। ৪২।
সর্ব্বা হি বাসনাভাবে প্রযাত্যফলতাং ক্রিয়াঃ।
অশুভাঃ ফলবন্ত্যোঽপি সেকাভাবে লতা ইব। ৪৩।

চূড়ালা কহিলেন ;—আমি পূর্ব্বকালে কোনও সময়ে পিতামহকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, হে প্রভো! ক্রিয়া এবং জ্ঞান এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়স্কর,—অর্থাৎ মুক্তির কারণ,তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন। ৩৯। ব্রহ্মা কহিলেন ;—জ্ঞানই প্রধান মঙ্গলকর বিষয়, লোকে ইহাকেই কৈবল্য বলিয়া জানিয়া থাকে ; ক্রিয়া, স্বর্গভোগাদি প্রবৃত্তি এবং কালাতিবাহনের জন্ম করণীয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে। ৪০। হে পৌত্র! যাহারা জ্ঞানদৃষ্টি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান দূষ্য নহে ; (কারণ) যাহার পট্টাম্বর নাই, সে কি তদভাবে কম্বল পরিত্যাগ করিয়া নগ্নবেশ ধারণ করিয়া থাকিবে ?। ৪১। অজ্ঞ ব্যক্তি বাসনামাত্রকে সার জ্ঞান করিয়া, সফল ক্রিয়ার অনুসরণ করে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির বাসনা-ক্ষয়-নিবন্ধন সকল প্রকার ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৪২। বাসনার অভাব হইলে সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়া থাকে ; যেরূপ জলসেক না করিলে লতা, ফল-ধারণ করিয়াও অশুভবিধায়িনী হইযা থাকে ;—অর্থাৎ সফল লতা বিশোষিত

ঋত্বন্তরে যথা যাতি বিলয়ং পূর্ব্বমার্ত্তবং।
তথৈব বাসনানাশে নাশমেতি ক্রিয়াফলং। ৪৪।
ন স্বভাবেন ফলতি যথা শরলতা ফলং।
ক্রিয়া নির্ব্বাসনা পুত্র ফলং ফলতি নো তথা। ৪৫।
স যক্ষবাসনো বালো যক্ষং পশ্যতি নান্যথা।
স দুঃখবাসনো মূঢ়ো দুঃখং পশ্যতি নান্যথা। ৪৬।
আকারভাস্বরাপ্যুচ্চৈর্ন দদাতি ফলং ক্রিয়া।
শুভাশুভা বা তজ্জ্ঞস্য ফুল্লা শরলতা যথা। ৪৭।
বাসনা চেহ নাস্ত্যেব সাহঙ্কারাদিরূপিণী।
অসত্যৈবোদিতা মৌর্খ্যান্মরুভূমাবিবাম্বুধিঃ। ৪৮।

হইয়া থাকে। ৪৩। যেমন এক ঋতুর অধিকারে পূর্ব্বতন ঋতুর চিহ্ন থাকে না, সেইরূপ বাসনা-বিনষ্ট হইলে, ক্রিয়া-ফল নষ্ট হইয়া থাকে। ৪৪। যেরূপ শরলতার ফুল ভিন্ন ফল প্রসব করা স্বভাব নহে,সেইরূপ হে পৌত্র! বাসনাবিহীন ক্রিয়া কোনও ফল প্রসব করে না;—অর্থাৎ ইহা দ্বারা কোনও প্রকার ফল লাভের প্রত্যাশা নাই। ৪৫। বালক যেরূপ মনঃকল্পিত বেতাল—অর্থাৎ ভূতাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, কেবল তাহাদিগকে দর্শন ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পায় না, সেই প্রকার মূঢ় ব্যক্তি, দুঃখবিধায়িনী বাসনার অনুগত হইয়া কেবল দুঃখকেই দর্শন করিয়া থাকে; সুতরাং অন্য দ্রষ্টব্য দেখিতে পায় না। ।৪৬। যেরূপ শরলতা প্রস্ফুটিত হইয়া কেবলমাত্র নয়নানন্দ প্রদান করে, সেইপ্রকার তত্ত্বজ্ঞানীর নিকটে শুভ বা অশুভ ক্রিয়া সকল কেবলমাত্র সুদৃশ্যভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে; (বাস্তবিক) কোনও প্রকার ফলদানের তাহাদের অধিকার থাকে না। ৪৭। যেরূপ মরুপ্রদেশে অম্বুধির বিদ্যমানতা সম্ভব না থাকিলেও অজ্ঞানপ্রযুক্ত উহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানদশাতে বাসনা না থাকিলেও অহঙ্কাররূপিণী মায়া—অর্থাৎ মিথ্যা-জ্ঞানের উদয় ঘটিয়া

যস্য মৌর্খ্যং ক্ষয়ং যাতং সর্ব্বং ব্রহ্মেতিভাবনাৎ।
নোদেতি বাসনা তস্য প্রাজ্ঞস্যেবাম্বুধির্মরৌ। ৪৯।
বাসনামাত্রসংত্যাগাজ্জরামরণবর্জ্জিতং।
পদং ভবন্তি জীবোঽন্তর্ভূয়ো জন্মাবিবর্জ্জিতং। ৫০।
সবাসনং মনো জ্ঞেয়ং জ্ঞানং নির্ব্বাসনং মনঃ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মভ্যেত্য পুনর্জ্জীবো ন জায়তে। ৫১।

চূড়ালোবাচ।

জ্ঞানমেব পরং শ্রেয় ইতি ব্রহ্মাদয়োঽপি তে।
প্রাহুর্মহান্তো রাজর্ষে ত্বং কিমজ্ঞানবান্ স্থিতঃ। ৫২।
ইতঃ কমণ্ডলুরিতো দণ্ডকাষ্ঠমিতো বৃসী।
ইত্যনর্থবিলাসেঽস্মিন্ রমসে কিং মহীপতে। ৫৩।

থাকে। ৪৮। যেরূপ মরুভূমিতে জলাশয়ের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ "সকলই ব্রহ্মময়" এই ভাবনা দ্বারা যাহার মূর্খতা বিনষ্ট হইয়াছে, সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বাসনা প্রকাশ পায় না। ৪৯। বাসনাকে পরিত্যাগ করিলে, জীবের অন্তঃকরণ জরা-মৃত্যু-বিবর্জিত ও পুনর্জ্জন্মবিহীন হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫০। অন্তরে বাসনা বিকাশ থাকিলে তাহাকে মন বলিয়া জানিও; যখন মনে জ্ঞানের প্রভা প্রকাশ পায়, তখন উহাকে জ্ঞান বলিয়া থাকে; যদি জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়;—অর্থাৎ জ্ঞেয় এবং জ্ঞান একীভূত হয়, তখন জীবকে আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৫১। চূড়ালা কহিলেন;—হে রাজর্ষে! যখন জ্ঞানকেই প্রধান মঙ্গলকর বলিয়া ব্রহ্মাদি মহাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন, তখন তুমি অজ্ঞানী হইয়া অবস্থিতি কর কেন? ।৫২। হে নৃপতে! এখানে কমণ্ডলু, এখানে দণ্ডকাষ্ঠ, এখানে কুশাসন, এই প্রকার অনর্থকর বিলাস-বস্তু দ্বারা তোমার মনের রমণীয়তা-প্রাপ্তির তাৎপর্য্য

কোঽহং কথমিদং জাতং কথং শাম্যতি চেতি ভোঃ।
রাজন্নবেক্ষসে কস্মাৎ কিমজ্ঞ ইব তিষ্ঠসি। ৫৪।
কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষ ইতি প্রশ্নানুদাহরন্।
পারাবারবিদাং পাদাৎ কস্মাদ্রাজন্ন সেবসে। ৫৫।
ডুঃস্পন্দসংবিদা শৈলকোটরে ক্রিয়য়ানয়া।
জীবিতং ক্ষিপয়ন্ কিং ত্বং শিলাকীটবদাস্থিতঃ। ৫৬।
সাধূনাং সমদৃষ্টীনাং পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
সঙ্গমেন চ সা যুক্তির্লক্ষ্যতে মুচ্যতে যয়া। ৫৭।
সাধুনৈব সমং গ্রাসং ভুঞ্জানো বনকোটরে।
তিষ্ঠাবষ্টব্ধডুশ্চেষ্টো ধরাবিবরকীটবৎ। ৫৮।

কি?। ৫৩। আমি কে? কেনই বা এই সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে? কি প্রকারেই বা ইহার শাম্য ঘটিয়া থাকে? হে রাজন্! তুমি তাহার বিচার—অর্থাৎ গুরুসন্নিধানে গমন, তাঁহার সেবা ও প্রশ্নাদি দ্বারা কর্ত্তব্যাবধারণ করিতেছ না; (জিজ্ঞাসা করি) অজ্ঞের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছ কেন?। ৫৪। হে রাজন্! বন্ধন ও মুক্তি কিরূপ,এই প্রকার প্রশ্ন,পরমানন্দ-সমুদ্রবেত্তা গুরুদিগের পাদপদ্মে জিজ্ঞাসা করিয়া, অবশ্য অবলম্বনীয় পথে প্রস্থিত হইতেছ না কেন?। ৫৫। (তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,) শিলোপরি কীট যেরূপে অবস্থিতি করে, তুমিও কি সেইরূপ ব্রতোপবাস এবং শীতগ্রীষ্মাদির কষ্ট ভোগ করিয়া, আত্মজ্ঞানানুগত তপস্যাদি দ্বারা পরমায়ু ক্ষয় করত অবস্থিতি করিতে চাও?। ৫৬। যে যুক্তি অবলম্বন করিলে, জীব সংসারমুক্ত হইয়া থাকে, তুমি সমদর্শী সাধুদিগের শুশ্রূষা, তাঁহাদিগের নিকটে প্রশ্ন ও তাঁহাদিগের সহিত সহবাস করিলে অনায়াসে সেই সুখদায়িনী আত্মবিশ্রান্তি দেখিতে পাইবে। ৫৭। (এখন তোমাকে বলি, তুমি) বনকোটরে অবস্থিতি করিয়া সাধুদিগের সমান উপভোগ করত অন্তঃকরণের দুশ্চেষ্টা শান্তি পূর্ব্বক তাঁহাদের উপদেশানুসারে ভূগর্ত্তে কীট যেরূপ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে,

বশিষ্ঠ উবাচ।

কান্তয়া দেবরূপিণ্যা তয়ৈবং প্রতিবোধিতঃ।
অশ্রুপূর্ণমুখো বাক্যং শিখিধ্বজ উবাচ হ। ৫৯।

শিখিধ্বজ উবাচ।

অহো নু বোধিতোঽস্ম্যদ্য চিরাৎ সুরসুত ত্বয়া।
মৌর্খ্যাদার্য্যসমাসঙ্গং মুক্ত্বাহমবসং বনে। ৬০।
অহো নু মে ক্ষয়ং যাতং মন্যে পাপমশেষতঃ।
যত্ত্বমেব সমাগত্য সংপ্রবোধয়সীহ মাং। ৬১।
গুরুস্ত্বং মে পিতা ত্বং মে মিত্রং ত্বং মে বরানন।
শিষ্যো নমস্করোম্যদ্য পাদৌ তব কৃপাং কুরু। ৬২।
যদুদারতমং বেৎসি যস্মিন্ জ্ঞাতে ন শোচ্যতে।
ভবামি নির্বৃতো যেন তদ্ব্রহ্মোপদিশাশু মে। ৬৩।

তাহার ন্যায় স্থিতি করিতে থাক। ৫৮। বশিষ্ঠ কহিলেন;—দেবতাস্বরূপিণী নিজরমণী কর্ত্তৃক এই প্রকারে প্রবোধিত হইয়া, নৃপতি শিখিধ্বজ অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৫৯। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে সুরসুত! আমি দীর্ঘকালের পর আপনা কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইলাম; আমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় বনসমাশ্রয় করিয়াছি। ৬০। আমার বোধ হয়, যখন আপনি আমার নিকটে শুভাগমন করিয়া আমাকে প্রবোধিত করিয়াছেন,তখন অশেষ প্রকারে আমার পাপক্ষয় ঘটিয়াছে। ৬১। হে আয়তলোচন! আপনি আমার গুরু, আমার পিতা, এবং আমার বন্ধু; আমি আপনার শিষ্য; আমি আপনার চরণপ্রান্তে নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন। ৬২। আপনি যে অত্যুত্তম পদার্থ চিনিয়াছেন, যাহাকে জানিতে পারিলে শোকাচ্ছন্ন হইতে হয় না, যে বস্তুর নাম শ্রবণমাত্রে আমার নির্বৃতি-লাভ ঘটিয়াছে, আমাকে সেই

ঘটজ্ঞানাদয়ো জ্ঞানে বিভাগাঃ সন্ত্যনেকশঃ।
জ্ঞানানাং পরমং জ্ঞানং কতরৎ তারকং ভবেৎ। ৬৪

চূড়ালোবাচ।

যদ্যুপাদেয়বাক্যোঽহং রাজর্ষে তদ্বদামি তে।
যথাজ্ঞানমিদং কিঞ্চিৎ ন বক্ষ্যে স্থাণুকাকবৎ। ৬৫।
অনুপাদেয়বাক্যস্য বক্তুঃ পৃষ্টস্য লীলয়া।
ব্রজত্যফলতাং বাচস্তমসীবাক্ষসম্বিদঃ। ৬৬।

শিখিধ্বজ উবাচ।

যদ্বক্ষ্যি তদুপাদেয়ং ময়া বিধিরিব শ্রুতেঃ।
অবিচারিতমেবাশু সত্যমেতদ্বচো মম। ৬৭।

ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন। ৬৩। জ্ঞানের কথা বলিতে হইলে, ঘটাদি পদার্থজ্ঞানের অনেক প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু (জিজ্ঞাসা করি) সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে কোন্ জ্ঞানটী প্রধান এবং মুক্তিবিধায়ক? । ৬৪। চূড়ালা কহিলেন ;—হে রাজর্ষে! তুমি যখন আমার বাক্যের উপাদেয়তা অনুভব করিয়াছ, তখন তোমাকে বলিতেছি, শাখাহীন বৃক্ষে কাকের অবস্থিতি যে প্রকার, জ্ঞানবিহীন অনুষ্ঠানও সেই প্রকার। ৬৫। বক্তা স্বয়ং যে বাক্যের উপাদেয়তানুভবে অসমর্থ,—অর্থাৎ যাহার মর্ম্ম দেখিতে পায় না, অবলীলাক্রমে তাহাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে যেরূপ অন্ধকারে দৃষ্টিজ্ঞান প্রকাশ পায় না, তাহার ন্যায় তদীয় উক্তি নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৬৬। শিখিধ্বজ কহিলেন ; —যেরূপ শ্রুতি,—অর্থাৎ বেদের বিধি উপাদেয় ও প্রমাণসিদ্ধ সেইরূপ আমি তোমার নিকটে যাহা বলিতেছি, শীঘ্র বিচারপূর্ব্বক না বলিলেও তাহা সত্য ও উপাদেয়।৬৭। চূড়ালা কহিলেন ;—সুমধুর সঙ্গীত যেরূপ কর্ণ-সুখকর, সেইরূপ

চূড়ালোবাচ ।

শ্রবণানন্তরং বুদ্ধ্যা শুভমিত্যেব ভাবয়ন্ ।
শৃণ গীতমিব ত্যক্ত্বা হেত্বর্থিত্বং বচো মম । ৬৮ ।

স্বচরিতসদৃশং তথোদয়ন্ত্যা
শ্চিরসময়েন বিবোধনঞ্চ বুদ্ধেঃ ।
ভবভয়সুতরং মহামতীনাং ।
শৃণু কথয়ামি কথাক্রমং মনোজ্ঞং । ৬৯ ।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে চূড়ালোপাখ্যানে শিখিধ্বজাববোধো নাম ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ । * । ৭৩ । * ।

সুমধুর সঙ্গীত যেরূপ কর্ণ-সুখকর, সেইরূপ সঙ্গীতের ন্যায় আমার এই উক্তি শ্রবণানন্তর বুদ্ধি দ্বারা ইহার হেত্বর্থ—অর্থাৎ প্রয়োজন ও তাৎপর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল নিজহিতকর জ্ঞান করিয়া কার্য্য করিতে থাক। ৬৮। আমি তোমার চরিত্রের অনুরূপ, এবং মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দীর্ঘকালাবধি বিচার দ্বারা যে বুদ্ধি স্থির রাখিয়াছে, তাহার মালিন্য দূর করিবার জন্য মহাপুরুষদিগের পক্ষে যে সংসার-সমুত্তরণ সহজ ব্যাপার, তদুপায়স্বরূপ মনোহর কথা-প্রসঙ্গ বলিতেছি, (শ্রবণ কর)। ৬৯ ।

চূড়ালোবাচ।

অস্তি কশ্চিৎ পুমান্ শ্রীমান্ স্থানং নিত্যবিরুদ্ধয়োঃ।
গুণলক্ষ্ম্যোরশেষেণ যথাব্ধির্বাড়বাম্বুনোঃ। ১।
কলাবান্ শাস্ত্রকুশলো ব্যবহারবিচক্ষণঃ।
সর্ব্বসংকল্পসীমান্তো ন তু জানাতি তৎপদং। ২।
অনন্তযত্নসংসাধ্যে স চিন্তামণিসাধনে।
প্রবৃত্তো বাড়বো বহ্নিরব্ধিসংশোষণে যথা। ৩।
তস্য যত্নেন মহতা কালেনাধ্যবসায়িনঃ।
সিদ্ধশ্চিন্তামণিঃ কিম্বা ন সিদ্ধ্যতুদ্যতাত্মনা। ৪।
প্রবৃত্তিমুদ্দমং প্রজ্ঞাং প্রযুক্তে চেদখেদবান্।
অকিঞ্চনোঽপি শক্রত্বং সমবাপ্নোত্যবিঘ্নতঃ। ৫।

চূড়ালা কহিলেন ;—যেরূপ বাড়বানল, সমুদ্র-সম্ভূত হইলেও পরস্পরের অবস্থিতিস্থান বিরুদ্ধ, সেইরূপ নিত্য পরস্পরবিরোধী ঔদার্য্যবৈরাগ্যাদি গুণ, এবং সম্পত্তির আবাসভূত শ্রীমান্ পুমান্ নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। ১। তিনি ব্যবহারবেত্তা, শাস্ত্রপণ্ডিত, এবং সকল কলাভিজ্ঞ ; সকল প্রকার বাসনার অমুগত বলিয়া, তিনি পরম পদ জানিতে পারেন নাই। ২। যেরূপ বাড়ববহ্নি সমুদ্রজলশোষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তিনি সেইরূপ অনন্ত—অর্থাৎ তপজপ-দেবতা-প্রার্থনাদি দ্বারা সাধনীয় চিন্তামণি-সমাগমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ৩। অধ্যবসায়ী সেই পুরুষের উৎকট যত্ন-নিবন্ধন কালে চিন্তামণি-সাধনা সিদ্ধ হয় ; (বাস্তবিক,) যাহারা একমনে কোনও বস্তু পাইতে চেষ্টা করে, তাহাদের কি না অভীপ্সিত সিদ্ধি হইয়া থাকে ?। ৪। সেই পুরুষের অন্তঃকরণ প্রবৃত্তি-উদ্যম এবং প্রজ্ঞার সাহায্য গ্রহণ করাতে অক্ষুণ্ণ হইয়া উঠে ; কারণ, অকিঞ্চন জনও চেষ্টা দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে আত্মকৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে। ৫।

মণিমগ্রেস্থিতপ্রায়ং হস্তপ্রাপ্যং দদর্শ সঃ।
মেরাবুদয়শৃঙ্গস্থো মুনিরিন্দুমিবোদিতং। ৬।
বভূব মণিরাজেন্দ্রে ন তু নিশ্চয়বানসৌ।
রাজ্যে দ্রাগিতি সংপ্রাপ্তে সুদীন ইব পামরঃ। ৭।
ইদং সঞ্চিন্তয়ামাস মনসা স্ময়শালিনা।
সংপ্রাপ্তোহপেক্ষয়া দীর্ঘসম্ভ্রমশালিনা। ৮।
অয়ং মণির্মণির্নায়ং মণিশ্চেত্তদ্ভবেৎ ন সঃ।
স্পৃশামি ন স্পৃশাম্যেনং কদাচিৎ স্পর্শতো ব্রজেৎ। ৯।
নৈতাবতৈব কালেন মণীন্দ্রঃ কিল সিদ্ধ্যতি।
যত্নেন জীবিতান্তেন সিদ্ধ্যতীত্যাগমক্রমঃ। ১০।
কৃপণঃ কূণিতেনাক্ষ্ণা লোলালাতলতোপমং।
রত্নালোকং প্রপশ্যামি দ্বিচন্দ্রত্বমিব ভ্রমাৎ। ১১।

উদয়াচলের শিখরদেশে যেরূপ চন্দ্রোদয় ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সেই ব্যক্তি, চিন্তামণিকে হস্তে উপস্থিত, এবং অগ্রস্থিতপ্রায় দেখিতে পান। ৬। অতিশয় দীনহীন ব্যক্তির ভাগ্যে অকস্মাৎ রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিলে সে যেরূপ তাহাতে আস্থা করে না, চিন্তামণি-সমাগমে সেই ব্যক্তিরও সেইরূপ ঘটিয়া উঠে। ৭। তিনি বিস্ময়বিশিষ্ট এবং ভ্রান্ত মনের অনুগত হইয়া, এই চিন্তা করিতে থাকেন যে, বহুকাল অপেক্ষা করিয়া এই মণি প্রাপ্ত হইলাম। ৮। ইহাই চিন্তামণি, অথবা চিন্তামণি নহে; যদি ইহা হয়, তবে কখনও চিন্তামণি নহে; আমি ইহাকে স্পর্শ করিব, না, করিব না; (কি জানি) স্পর্শ করিলে পাছে তিরোহিত হয়। ৯। (এইরূপ চিন্তা করিয়া) দীর্ঘকালেও তাঁহার মণিসাধনা সিদ্ধ হইল না; কারণ আগমক্রম, বহুযত্নে নিষ্পাদিত হইলেও জীবিতান্তে সিদ্ধির মুখ দর্শন করিয়া থাকে। ১০। (যাহা হউক,) কৃপণতা-নিবন্ধন আমি ভ্রান্তি-সঙ্কুচিত-নয়নে কল্পিত লতাস্পন্দনসদৃশ এই রত্নালোক দর্শন করিতেছি; যেরূপ ভ্রমহেতু চন্দ্র এক হইলেও তাহার দ্বিত্ব অনুভূত হয়, আমার সেইরূপ বোধ হইতেছে। ১১। যাহা হউক, যদি আমি

কুত এতাবতী স্ফীতা ভাগ্যসম্পন্নমাগতা।
অধুনৈব যদাপ্নোমি মণীন্দ্রং সর্ব্বসিদ্ধিদং। ১২।
কেচিদেব মহান্তস্তে মহাভাগ্যা ভবন্তি হি।
যেষামল্পেন কালেন ভবন্ত্যভিমুখাঃ শ্রিয়ঃ। ১৩।
অহমল্পতপাঃ সাধুবরাকো মানুষঃ কিল।
সিদ্ধয়ঃ কথমায়ান্তি মামভাগ্যৈকভাজনং। ১৪।
এবং বিকল্পসংকল্পৈশ্চিরমজ্ঞঃ পরামৃশন্।
ন মণিগ্রহণে যত্নমকার্ষীন্মৌর্খ্যমোহিতঃ। ১৫।
ইতি তস্মিন্ স্থিতে যাতো মণিরুড্ডীয় সংস্থিতঃ।
ত্যজন্তি হ্যবমন্তারং শরোগুণমিবোজ্ঝিতঃ। ১৬।
হত্বা প্রাজ্ঞপদং পুংসঃ সংযাতি কিল সিদ্ধয়ঃ।
আগতঃ সংপ্রযচ্ছন্তি সর্ব্বং যান্ত্যসহত্যলং। ১৭।

এক্ষণে সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়ি মণীন্দ্র লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার কার্য্যসিদ্ধি ঘটে, এবং সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। ১২। যাহারা অল্পকাল মধ্যে অভিমত শ্রী লাভ করিতে পারে, তাহারা যে মহাভাগ্যবান্ এবং মহা- পুরুষ, (সে বিষয়ে সন্দেহ নাই)। ১৩। আমি যখন নামমাত্রে সাধু এবং আমার তপস্যা যখন অতিশয় সামান্য; বিশেষ আমি এক জন সামান্য ব্যক্তি, তখন এ হতভাগ্যের মণিসাধনা সিদ্ধ হওয়া কিরূপে সম্ভবে?। ১৪। এইরূপ সন্দেহাত্মক সংকল্পের বশবর্ত্তী হইয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিচার করত মূর্খতা- প্রযুক্ত সে ব্যক্তি মণিলাভে যত্ন করিল না। ১৫। যেমন না জানিয়া শর নিক্ষেপ করিলে, সে তাহার ছিলাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ যত্ন- প্রকাশ না করাতে মণি উড্ডীন হইয়া, অবমানকারী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিল। ১৬। সিদ্ধিসমূহ স্বয়ং সমাগত হইয়া পুরুষের বিচক্ষণতা প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু উপেক্ষা করিলে, উহা তিরোহিত হইয়া পুরুষের পূর্ব্বতন প্রজ্ঞাদিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ১৭। (যাহা হউক, এরূপ বিফলপ্রযত্ন হই-

পুমান্ ভূয়ঃ ক্রিয়াযত্নং চক্রে রত্নেন্দ্রসাধনে।
নোদ্বিজন্তে স্বকার্য্যেষু জনা অধ্যবসায়িনঃ। ১৮।
দদর্শাথ কচন্দ্রূপং কাচখণ্ডমখণ্ডিতং।
হসদ্ভির্বঞ্চকৈঃ সিদ্ধৈঃ পুরস্কৃতমলক্ষিতৈঃ। ১৯।
অয়ং চিন্তামণিরিতি মূঢ়স্তস্মিন্ স বস্তুতাং।
বুবুধে মোহিতো হ্যজ্ঞো মৃদং হেমেতি পশ্যতি। ২০।
অষ্টৌ ষষ্ঠং দ্বিষং মিত্রং রজ্জুং সর্পং স্থলং জলং।
চন্দ্রৌ দ্বৌ কুরুতে চিত্তগতো মোহোঽমৃতং বিষং। ২১।
তং দগ্ধমণিমাদায় প্রাক্তনীঞ্চ শ্রিয়ং জহৌ।
সর্ব্বং চিন্তামণেরস্মাৎ প্রাপ্যতে কিং ধনৈরিহ। ২২।
দেশোঽয়মসুখোরুক্ষো জনৈঃ পাপিভিরাবৃতঃ।
কিং তদ্দেশোঽহং গতপ্রায়ং কিং নাম মম বন্ধবঃ। ২৩।

রাও) সেই পুরুষ পুনর্ব্বার মণি-লাভ-সমুদ্দেশে যত্ন করিতে লাগিল ; (কারণ,) অধ্যবসায়ী ব্যক্তিগণ, আপনাদের কার্য্যসাধনবিষয়ে বিমুখ হয় না। ১৮। অনন্তর (এইরূপ অধ্যবসায় দ্বারা) সেই ব্যক্তি অখণ্ডিত এক খণ্ড কাচ দর্শন করিল ; মণি বলিয়া জানাইবার জন্য পরিহাসপটু সিদ্ধপুরুষেরা অলক্ষিতভাবে উহাকে রক্ষা করিয়াছিল ; মণিসাধককে বঞ্চনা করাই তাঁহাদের কার্য্য। ১৯। ঐ অজ্ঞ ব্যক্তি মায়ামুগ্ধ হইয়া, লোকে যেরূপ অজ্ঞতা-নিবন্ধন মৃত্তিকাকে সুবর্ণজ্ঞান করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় এই কাচখণ্ডই চিন্তামণি এইরূপ মনে করিয়া, বস্তুজ্ঞানে গ্রহণ করিল। ২০। বাস্তবিক, যখন মোহ, মনকে আক্রমণ করে, তখন গণনায় অষ্টকে ষষ্ঠ, শত্রুকে মিত্র, রজ্জুকে সর্প, স্থলকে জল, অমৃতকে বিষ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ; এবং এমন কি, চন্দ্র এক হইলেও উহাকে দুইটী বলিয়া অনুভূত হয়। ২১। হতভাগ্য সেই ব্যক্তি,এইরূপে মণিলাভ করিয়া, ইহা দ্বারা সকল পদার্থ পাওয়া যাইবে বলিয়া,আপনার পূর্ব্বাবস্থা এবং ধনধান্যাদি সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিল ; এবং ইহ সংসারের যাবতীয় ধনাদিতে কি প্রয়োজন, ইহা স্থির করিল। ২২। এক্ষণে আমি যে

দূরং গত্বা যথা কামং সুখং তিষ্ঠামি সম্পদা।
ইত্যাদায় মণিং মূঢ়ঃ শূন্যকাননমাযযৌ। ২৪।
তত্র কাচকণেনাসৌ তেন তামাপদং যযৌ।
কজ্জলাদ্রেরিব নিভা মৌর্খ্যস্যেবাঙ্গ যা সমা। ২৫।

দুঃখানি মৌর্খ্যবিভবেন ভবন্তি যানি
নৈবাপদো ন চ জরামরণেন তানি।
সর্ব্বাপদাং শিরসি তিষ্ঠতি মৌর্খ্যমেকং
কৃষ্ণং জনস্য বপুষামিব কেশজালং। ২৬।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে মণিকাচোপাখ্যানং
নাম চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৭৪। *।

দেশে বাস করিতেছি, তাহা পাপিলোকপরিপূর্ণ, সুতরাং স্নিগ্ধ-জন-বর্জ্জিত ও অশান্তিকর; অতএব এরূপ দেশ, এবং যে গৃহ জীর্ণপ্রায়, সেই গৃহে প্রয়োজন কি? আমার বন্ধুবান্ধবেই বা কি উপকার? । ২৩। যাহা হউক, আমি ইচ্ছানুসারে দূরপ্রদেশে গমন করিয়া, এই চিন্তামণি সম্পত্তি ভোগ করত সুখে কালাতিপাত করিব; এইরূপ স্থির করিয়া, মণি লইয়া সেই মূঢ় ব্যক্তি শূন্যকাননে প্রবেশ করিল। ২৪। তখন, যে আপদ কৃষ্ণাচলকান্তির ন্যায় প্রগাঢ়, যাহা মূর্খলোকের পক্ষে মৃত্যুতুল্য, সেখানে অবস্থিতি করিয়া সেই কাচখণ্ড দ্বারা নানা প্রকার সেই আপদ ভোগ করিতে লাগিল। ২৫। অজ্ঞান-বিভব দ্বারা যে সকল দুঃখ সঙ্ঘটন হইয়া থাকে, আপদ, কিম্বা জরামৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা তাহা ঘটে না; কারণ, যেরূপ পুরুষের সকল অঙ্গের মধ্যে কেশ, কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া, উচ্চ অঙ্গ—শিরে শোভা পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় একমাত্র মূর্খতা, সকল আপদের শিরোভাগে অবস্থিতি করে;—অর্থাৎ উহা হইতে নানা বিপদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২৬।

চূড়ালোবাচ।

অথেমমপরং রম্যং বৃত্তান্তং শৃণু ভূমিপ।
পরং প্রবোধনং বুদ্ধেঃ সাধো সদৃশমাত্মনঃ। ১।
অস্তি বিন্ধ্যবনে হস্তী মহাযথপযূথপঃ।
আগস্ত্যা শুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা বিন্ধ্যেনেবোদিতঃ স্মতঃ। ২।
বজ্রার্চ্চির্বিষমৌ দীর্ঘৌ তস্যাস্তাং দশনৌ সিতৌ।
কল্পানলশিখাতুল্যৌ সুমেরূন্মূলনক্ষমৌ। ৩।
স বদ্ধো লোহজালেন হস্তিপেন কিলাভিতঃ।
মুনীন্দ্রেণেব বিন্ধ্যাদ্রিরুপেন্দ্রেণেব বা বলিঃ। ৪।
নিবদ্ধো যন্ত্রণামাপ শস্ত্রকুম্ভার্দ্দিতো গজঃ।
তাং জগাম ব্যথাং ধীরো নরাগ্নৌ পুরমেতি যাং। ৫।

চূড়ালা কহিলেন ;—হে নৃপতে! আমি তোমার নিকটে অপর একটী রম্য উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর; এই বৃত্তান্ত তোমার অনুরূপ এবং বুদ্ধিরূম্মেষের পক্ষে অদ্বিতীয়। ১। যেরূপ অগস্ত্য মুনির আদেশ-পালন-নিবন্ধন বিন্ধ্যগিরি চিরকাল স্থিরভাবে—অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিল, তাহার ন্যায় বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কোনও বনখণ্ডে এক প্রকাণ্ড মহাযূথাধিপতি মাতঙ্গ বাস করিত। ২। বজ্রাগ্নি যেরূপ তীক্ষ্ণ, সেই প্রকার কল্পান্তানলতুল্য শ্বেতবর্ণ তাহার দুই দীর্ঘ দশন বিরাজিত ছিল; (অধিক কি বলিব,) ঐ দশনদ্বয়, সুমেরু-সমূলোৎপাটনে অকুণ্ঠিত ছিল। ৩। যেরূপ মুনিবর অগস্ত্য, আদেশ দ্বারা বিন্ধ্যাচলকে, এবং ভগবান্ নারায়ণ বলি রাজাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় ঐ হস্তীকে হস্তিপালক লৌহজালে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। ৪। যেরূপ অপূর্ব্ব হরশরানলে দগ্ধ হইয়া ত্রিপুরাসুর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় ধৈর্য্যশালী ঐ হস্তী, শস্ত্রাঘাতে মর্ম্মাহত, এবং শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া কাতর হইয়া উঠিল। ৫।

খেদান্নিগড়নির্ভেদে যত্নবান স মতঙ্গজঃ।
চকার কিঙ্কিণীক্বাণং মুখোদ্ঘাতৈরথান্যদা। ৬।
দন্তাভ্যাং যত্নতস্তাভ্যাং মুহূর্ত্তদ্বিতয়েন সঃ।
বভঞ্জ শৃঙ্খলাজালং স্বর্গার্গলমিবাসুরঃ। ৭।
তং তস্য নিগড়চ্ছেদমপশ্যদ্দূরতো রিপুঃ।
বলেঃ স্বর্গাবদলনং হরির্মেরুতলাদিব। ৮।
তস্য বিচ্ছিন্নপাশস্য মূর্দ্ধ্নি তালতরো রিপুঃ।
পপাত ক্রমতঃ স্বর্গং হরির্মেরোর্বলেরিব। ৯।
স পতঃশ্চরণাগ্রেষু ন লেভে করিণঃ শিরঃ।
পপাতোর্ব্ব্যাং ফলং পক্বং বাতাহতমিবাকুলঃ। ১০।

(এবং ক্রমশঃ) অবসন্ন হইয়া, দৃঢ়তর বন্ধনোন্মোচনে যত্নবান্ হইল, এবং কিঙ্কিণীধ্বনি যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বদন-ব্যাদান পূর্ব্বক উৎকট ধ্বনি করিতে থাকিল। ৬। যেরূপ দৈত্যরাজ বলি, অমরাবতীর অর্গল মোচন করিয়াছিল, তাহার ন্যায় দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মাতঙ্গ, যত্ন করিয়া দুই দন্তের সাহায্যে আপনার বন্ধন,—অর্থাৎ লৌহশৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। । ৭। হস্তিপালক দূর হইতে হস্তীকে বন্ধন ছেদ করিতে দেখিয়াছিল ; যেরূপ ভগবান্ বামনদেব,বলি রাজাকে ত্রিপাদভূমি-চ্ছলে স্বর্গভ্রষ্ট করিয়া মেরু হইতে অবতারণ পূর্ব্বক পাতালে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাও দেখিতে তদনুরূপ হইয়াছিল। ৮। হরি যেরূপ ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়া প্রথম দুই পাদে স্বর্গ, মর্ত্ত্য অধিকার পূর্ব্বক অপর—অর্থাৎ তৃতীয় চরণ বলিশিরে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় হস্তিপক, হস্তীকে ছিন্নবন্ধন দেখিয়া (সন্নিহিত) তালবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক তদীয় শিরে অবরোহণ করিয়াছিল। ৯। গজমুণ্ড ধারণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, সে তাহা ধরিতে না পারিয়া, হস্তীর পদতলে পতিত হইল, এবং ভূপৃষ্ঠশায়ী হইয়া, বাতাসে পক্ব ফল যেরূপ ভূতলে পতিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। ১০।

সকলকলঙ্কহরং পরং প্রকাশং।

ত্রিভুবনভুবনাভিরামকোষং

বিনামূল্যে বিতরিত।

ষোড়শ খণ্ড।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষাল কর্ত্তৃক
ভূকৈলাস রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।
(মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

PUBLISHED BY
SUTTYABADEE GHOSAUL,
WITH A BENGALEE TRANSLATION.

কলিকাতা,

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ সাল।

তং পুরঃ পতিতং দৃষ্ট্বা মহেভঃ করুণাং যযৌ।
স্ফুরৎস্ফারগুণাঃ সন্তঃ সন্তি তির্য্যগ্‌গতাবপি। ১১।
পতিতং দলয়ামীতি কিং নাম মম পৌরুষং।
বারণোঽপীতি কলয়ন্ ন জঘান স তং রিপুং। ১২।
কেবলং নিগড়ব্যূহং বিদার্য্যাভিজগাম হ।
বিততং সেতুমুৎসার্য্য বিপুলৌঘ ইবাম্ভসঃ। ১৩।
দয়ামাশ্রিত্য মাতঙ্গো ভংক্ত্বা জালং জগাম হ।
বিদার্য্য মেঘসংঘাতং নভসীব দিবাকরঃ। ১৪।
গতে গজে সমুত্তস্থৌ হস্তিপঃ স্বস্থদেহধীঃ।
গজেনৈব সমং তস্য ব্যথা দূরতরং গতা। ১৫।
প্রোচ্চলত্তালশিখরাৎ স তথা পতিতোঽপি সন্।
ন ভেদমাপ দুর্ভেদা মন্যে দেহা দুরাত্মনাং। ১৬।

হস্তিপকের ঈদৃশী দশা দর্শন করিয়া, মহাগজের মনে দয়ার সঞ্চার হয়; কারণ, তির্য্যগ-দেহ ধারণ করিলেও সময়ে সেই সকল জীবগণ সাধুদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ গুণের পরিচয় দিয়া থাকে। ১১। "যখন এ ব্যক্তি উচ্চ হইতে পতিত হইয়াছে, তখন ইহাকে পদদলিত করায় আমার পৌরুষ কি", হস্তী এইরূপ চিন্তা করিয়া, সেই রিপু— অর্থাৎ পালককে আঘাত করে নাই। ১২। যেরূপ বেগবান্ জলপ্রবাহ বিস্তৃত সেতু ভঙ্গ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় নিদারুণ নিগড় ভেদ পূর্ব্বক মাতঙ্গ গমন করিতে থাকে। ১৩। মেঘজাল ভেদ করিয়া মিহির যেরূপ অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় বন্ধন মোচন পূর্ব্বক করুণাধীন হইয়া করীর স্বেচ্ছাগতি ঘটিতে থাকে। ১৪। মাতঙ্গ প্রস্থিত হইলে পর, তৎপালকও সুস্থ দেহ ধারণ করিল, এবং গজগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যথা দূরগত হইল। ১৫। যাহা হউক) উন্নত তালশিখর সদৃশ গজমুণ্ড হইতে পতিত হইয়া প্রতিপালকের হস্তপদাদি ভঙ্গ হয় নাই; কারণ, দুরাত্মগণের দেহ অতিশয় দুর্ভেদ্য। ১৬।

বর্দ্ধতে প্রাবৃষীবাভ্রং কুকার্য্যেষ্বসতাং বলং।
আসীদধিকমুৎসাহী স চ চংক্রমণে তদা। ১৭।
সোঽন্বিয়েষ গজং যত্নাদুল্মুকান্তরিতং বনে।
পয়োদপিণ্ডিতং ভোক্তুং রাহুরিন্দুমিবাম্বরে। ১৮।
চিরেণালভতেভেন্দ্রং কস্মিংশ্চিৎ কাননে স্থিতং।
বিশ্রান্তং তং তরুতলে সমরাদিব নির্গতং। ১৯।
অথ যত্র স্থিতো নাগস্তত্র তদ্বন্ধনক্ষমং।
পরয়া রাজসমগ্র্যা গজলম্পটভূময়া। ২০।
স খাতবলয়ং চক্রে হস্তিপঃ কাননেঽভিতঃ।
সর্ব্বদিক্কং বিধিভূর্মৌ সমুদ্রবলয়ং যথা। ২১।
উপর্য্যস্থগযদ্বাললতৌঘেন স তং শঠঃ।
শূন্যতাতন্তুজালেন শরৎকাল ইবাম্বরং। ২২।

যেরূপ বর্ষাকালে মেঘমালা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অসদ্দিগের শক্তি কুৎসিত কার্য্যে প্রসরগতি হইয়া থাকে; (বাস্তবিক, এই কারণে) হস্তিপ অতিশয় উৎসাহিত হইয়া পদচারে চারণ করিতে লাগিল। ১৭। রাহু যেরূপ গগনবিহারী মেঘান্তরিত বিধুকে গ্রাস করিবার জন্য অন্বেষণ করে, সে সেইরূপ বনমধ্যে বনবহ্নিব্যবহিত মাতঙ্গকে যত্নপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতে লাগিল। ১৮। ক্রমে দীর্ঘানুসন্ধানের পর মাতঙ্গকে কোনও বনে বিচরণ করিতে দেখিতে পায়; যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইলে বীর পুরুষের যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, তখন ঐ মহাগজ দেখিতে সেইরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল। ১৯। অনন্তর যেখানে গজ অবস্থিতি করিতেছে, সেইখানে তাহার বন্ধনোপায় হওয়া উচিত বলিয়া, মাতঙ্গবিহারভূমিতে উপযুক্ত খাতসামগ্রী দ্বারা সেই বনমধ্যে বলয়াকারে খাত খনন করিল; বিধাতা যেরূপ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সমুদ্রকে বলয়াকারে বেষ্টিত রাখিয়াছেন, ঐ খাতও তদনুরূপ। ২০। ২১। শরৎকালীন শুভ্রাভ্রপটল দ্বারা অন্তরীক্ষ যেরূপ আবৃত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় শঠ হস্তিপালক, উপরিস্থ বাললতাসমূহে ঐ খাতকে সমাচ্ছাদিত করিল। ২২।

দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব বারণো বিহরন্ বনে।
তস্মিন্নিপতিতঃ খাতে শুষ্কাব্ধাবিব পর্ব্বতঃ। ২৩।
ব্রজন্ পর্য্যাকৃতৌ কূপে পাতালতলভীষণে।
খাতশুষ্কাব্ধ্যধোভাগে গজরত্নসমুদ্গকে। ২৪।
ইতি ভূয়ো দৃঢ়ং বদ্ধস্তেন হস্তিপকেন সঃ।
তিষ্ঠত্যদ্যাপি দুঃখেন ভূসদ্মনি যথা বলিঃ। ২৫।
মৌর্খ্যাদাগামিনং কালং বর্ত্তমানক্রিয়াক্রমৈঃ।
অশোধয়ন্ নরো দুঃখং যাতি বিন্ধ্যগজো যথা। ২৬।
মুক্তোঽস্মি শস্ত্রনিগড়াদিতি তুষ্টো হি বারণঃ।
দূরস্থোঽপি পুনর্বদ্ধো মৌর্খ্যং কিঞ্চন বাধতে। ২৭।

ক্রমে ঐ হস্তী, কিছু দিন ঐ কাননে বিহার করিতে করিতে শুষ্ক-সমুদ্র-গর্ভশায়ী হইলে পর্ব্বতের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় খাতমধ্যে নিপতিত হইল। ২৩। পাতালের তল-ভাগ যেরূপ ভীষণ, তাহার ন্যায় বলয়াকার শুষ্ক খাতের অধোভাগে প্রবিষ্ট হইয়া, ঐ গজরত্ন দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ হইল; যেরূপ পাতালতলবাসী বলি অদ্যাপি সুখে কালাতিপাত করিতেছে, তাহার ন্যায় সেই গজ, অদ্যাপি কূপমধ্যে পতিত থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে। ২৪। ২৫। বিন্ধ্যবনস্থিত গজের দশা যেরূপ হইয়াছে, তাহার ন্যায় মূঢ় লোকে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ভবিষ্যৎ কালকে বর্ত্তমান ক্রিয়াদি দ্বারা জানিতে না পারিয়া, বিষম অনর্থে পতিত হইয়া থাকে। । ২৬। ঐ মাতঙ্গ, "আমি নিগড়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি" এইরূপ বিবেচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল, এবং দূরপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়াও পুনর্ব্বার বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল; (ইহাতে জানা যাইতেছে যে,) মূর্খতা কাহাকে না বাধা দিতে পারে?—অর্থাৎ মূর্খতাই সকল অনিষ্টের মূল। । ২৭। শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে অমরনন্দন! আপনি মনিসাধক এবং

শিখিধ্বজ উবাচ।

মণিসাধকবিন্ধ্যেভবন্ধনাদ্যমেরাত্মজ।
সূচিতং যং কথাজালং পুনর্মে প্রকটীকুরু। ২৮।

চূড়ালোবাচ

বাক্যার্থদৃষ্টৈর্নিষ্পত্ত্যা হৃদ্গৃহে চিত্তভিত্তিষু।
শৃণু রাজন্ কথাং চিত্রাং চিত্রমুন্মীলয়ামি তে। ২৯।
যোহসৌ শাস্ত্রার্থকুশলস্তত্ত্বজ্ঞানে ত্বপণ্ডিতঃ।
রত্নসংসাধকঃ প্রোক্তঃ স ত্বমেব মহীপতে। ৩০।
তজ্জ্ঞো ভবসি শাস্ত্রেষু রবির্মেরুতটেম্বিব।
তত্ত্বজ্ঞানে তু বিশ্রান্তো ন ত্বং দৃষদিবাম্ভসি। ৩১।
বিদ্ধি চিন্তামণিং সাধো সর্ব্বত্যাগমকৃত্রিমং।
তমন্তং সর্ব্বদুঃখানাং ত্বং সাধয়সি শুদ্ধধীঃ। ৩২।

বিন্ধ্যাচলবাসী মাতঙ্গের বন্ধনাদি বিষয়ক যে প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আমার নিকটে পুনর্ব্বার সবিস্তার বর্ণন করুন। ২৮। চূড়ালা কহিলেন ;— হে রাজন্! বাক্য এবং অর্থদৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা আমি তোমার হৃদয়-গৃহের চিত্তভিত্তিতে বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস পূর্ব্বক চিত্রিত করিতেছি। ২৯। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকটে শাস্ত্রার্থপটু, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে জানে না এই বলিয়া যে রত্নপ্রার্থীর কথা বলিয়াছি, হে মহীপতে! (জানিও) তাহা তুমিই। । ৩০। যেরূপ মেরুতটে সৌরকর প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় তুমি শাস্ত্রানুশীলন পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হও: (জানিও) তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বিশ্রান্ত হইলে, জলোপরি যেরূপ প্রস্তরের অবস্থিতি হইতে পারে না, তাহার ন্যায় তোমার অন্তঃকরণ অবিদ্যাধিকৃত হইতে পারে না। ৩১। হে সাধো! কৃত্রিমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল বস্তু পরিত্যাগকে চিন্তামণি বলিয়া জানিও ; এই চিন্তামণিই, সকল দুঃখের অন্তকারক ; অতএব, তুমি শুদ্ধ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ বস্তুর সাধনা করিতে থাক। ৩২। হে অনঘ!

সর্ব্বত্যাগেন শুদ্ধেন সর্ব্বমাসাদাতেঽনঘ।
সর্ব্বত্যাগো হি সাম্রাজ্যং কিং চিন্তামণিতো ভবেৎ। ৩৩।
সিদ্ধঃ সর্ব্বপরিত্যাগঃ সাধো সংসাধ্যতস্তব।
খর্ব্বীকৃতজগদ্ভূতির্বিদ্যা-স্বাত্মোদয়স্তথা। ৩৪।
সংত্যক্তং ভবতা রাজ্যং সদারধনবান্ধবং।
ব্রহ্মণেব জগৎসর্গব্যাপারঃ স্বনিশাগমে। ৩৫।
স্বদেশস্যাতিদূরস্থমাগতোঽসি সমাশ্রমং।
ভুবোঽন্তমিব বিশ্রান্ত্যৈ বৈনতেয়ঃ সকচ্ছপঃ। ৩৬।
কেবলং সর্ব্বসংত্যাগে শেষিতাহংমতিস্ত্বয়া।
মৃষ্টাখিলকলঙ্কেন স্বসত্ত্বেবানিলেন খে। ৩৭।

শুদ্ধভাবে সর্ব্বত্যাগী হইলে সকল বস্তুই লাভ হইয়া থাকে; সর্ব্বত্যাগী হইলে, চিন্তামণি হইতে সাম্রাজ্যলাভ,—অর্থাৎ আত্যন্তিক পূর্ণকামতা ঘটিয়া থাকে। ৩৩ হে সাধো! যদি সাধনা-প্রভাবে তুমি সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে জগৎসম্বন্ধীয় নিখিল ঐশ্বর্য্যকে খর্ব্বীকৃত করিয়া, নিরতিশয় জ্ঞানলাভ করত আত্মোদয় প্রাপ্ত হইতে পার। ৩৪। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যেরূপ স্বকীয় নিশাসময়ে সংসারসৃষ্টি-ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন,—অর্থাৎ তাঁহার রাত্রিকালে সৃষ্টিকার্য্য হয় না, সেইরূপ তুমি বন্ধুবান্ধব, পরিবার এবং বিভবসমন্বিত রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়াছ। ৩৫। তুমি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী আশ্রমে, বিনতানন্দন গরুড় যেরূপ নখাগ্রাবলম্বী গজকচ্ছপকে ধারণ করিয়া (ভোজনসমুদ্দেশে ন্যগ্রোধশাখায় উপবিষ্ট হইয়া) পৃথিবীর প্রান্তভাগে বিশ্রাম করিয়াছিল, তাহার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছ। ৩৬। তুমি সর্ব্ব বস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক শারদ-সমীরণ যেরূপ অন্তরীক্ষে সমুদ্ভূত হইয়া নীহারাদি কলঙ্ক পরিহারপূর্ব্বক স্বকীয় সত্ত্বাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় অভিমানরূপিণী অবিদ্যাকে বিশোষিত করিয়াছ।৩৭। মেঘমালা যেরূপ আকাশকে

মনোমাত্রে হৃদস্ত্যক্তে জগদায়াতি পূর্ণতাং।
ত্যাগাত্যাগবিকল্পৈস্তং খমম্ভোদৈরিবাবৃতঃ। ৩৮।
নায়ং স পরমানন্দঃ সর্ব্বত্যাগো মহোদয়ঃ।
কোঽপ্যুচ্চৈরন্য এবাসৌ চিরসাধ্যো মহানিতি। ৩৯।
চিন্তয়েতি গতে বৃদ্ধিং সংকল্পগ্রহণে শনৈঃ।
বাত্যয়েব বনস্পন্দে ত্যাগঃ প্রোড্ডীয়তে গতঃ। ৪০।
ত্যাগিতা স্যাৎ কুতস্তস্য চিন্তামপ্যাবৃণোতি যঃ।
পবনস্পন্দযুক্তস্য নিঃস্পন্দত্বং কুতস্তরোঃ। ৪১।
চিন্তৈব চিত্তমিত্যাহুঃ সংকল্পেতরনামকং।
তস্যামেব স্ফুরন্ত্যান্তু চিত্তং ত্যক্তং কথং ভবেৎ। ৪২।

আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহার ন্যায় তুমি কোন্‌টী ত্যাজ্য এবং কোনটী অত্যাজ্য, এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া, পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারিতেছ না; (জানিও) হৃদয় হইতে মনন পরিত্যক্ত—অর্থাৎ নির্ব্বাসন হইলে জগৎ, পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৮। ইহা সেই মহোদয়-সম্পন্ন, সর্ব্বত্যাগবিশিষ্ট পরমানন্দ নহে, (এরূপ সন্দেহদোলায়িত হওয়া সমুচিত নহে;) বাস্তবিক, ইহা অপেক্ষা চিরসাধ্য মহদ্বস্তু আর কি আছে? । ৩৯। যেরূপ বাত্যাসমাগমে বনের স্পন্দন—অর্থাৎ সামান্য-বায়ু-সংযোগে ঈষৎ কম্পিত ভাব নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার চিন্তা দ্বারা সংকল্প, আবির্ভূত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সর্ব্বত্যাগ সমুড্ডীন হইয়া থাকে। ৪০। যাহার অন্তরে চিন্তার আধিপত্য প্রকাশ পায়, পবনস্পন্দশালী পাদপের নিঃস্পন্দতা যেরূপ সম্ভবে না, সেইরূপ সেই ব্যক্তির সর্ব্বত্যাগিতার সম্ভাবনা কোথায়? । ৪১। পণ্ডিতেরা চিন্তাকেই চিত্ত বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন, এবং সংকল্পেতর বলিয়া উহার অন্য নামও প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব, যদি সেই চিন্তারই প্রাদুর্ভাব থাকে, তবে বল, কিরূপে চিত্তত্যাগ ঘটিতে পারে বল? । ৪২। যদি চিত্ত, চিন্তা দ্বারা অধিকৃত হয়

চিত্তে চিন্তাগৃহীতে তু ত্রিজগজ্জালকে ক্ষণাৎ।
কথমাসাদ্যতে সাধো সর্ব্বত্যাগো নিরঞ্জনঃ। ৪৩।
সংকল্পগ্রহণেনান্তস্ত্যাগঃ প্রোড্ডীয়তে গতঃ।
শব্দসংশ্রবণেনাঙ্গ যথা গ্রামবিহঙ্গমঃ। ৪৪।
সর্ব্বত্যাগমণাবেবং গতে কমললোচন।
তপঃকাচমণির্দৃষ্টস্ত্বয়া সংকল্পচক্ষুষা। ৪৫।
ত্বয়া তস্মিংস্তপস্যেব দুঃখে দৃষ্টিভ্রমোদিতে।
গ্রাহ্যৈকভাবনা বদ্ধা জলেন্দৌ শশিনো যথা। ৪৬।
অবাসনমনাসক্ত্যা কৃতানন্তা সবাসনা।
আদ্যন্তমধ্যবিষমা দুঃখায়ৈব তপঃক্রিয়া। ৪৭।

হে সাধো! তাহা হইলে ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিজগন্মণ্ডলে সর্ব্ববস্তু-বিরহিত;—অর্থাৎ বস্তূপাদানশূন্য সেই নিরঞ্জনকে কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে, বল? ।৪৩। যেরূপ লোককলরব শ্রবণমাত্রে গ্রাম-বিহঙ্গ কপোত প্রভৃতি স্বকীয় আবাস হইতে উড়িয়া অন্যত্র গমন করে,তাহার ন্যায় সংকল্পের অধীন হইলে অন্তঃকরণ হইতে ত্যাগ-স্বীকার প্রোড্ডীন হইয়া থাকে ।৪৪। হে কমল-লোচন! সর্ব্বত্যাগস্বরূপ মণির এই প্রকার অবস্থা হওয়াতে তুমি সংকল্প-চক্ষুর অধীন হইয়া, তপস্যাস্বরূপ কাচখণ্ড দর্শন করিয়াছ।৪৫। যেরূপ জল-মধ্যে চন্দ্রপ্রতিমা দর্শন করিয়া চন্দ্র-ভাবনা দৃঢ় হইয়া থাকে,সেইরূপ তুমি দৃষ্টি-ভ্রম-নিবন্ধন দুঃখবিধায়ি তপস্যানুষ্ঠান করিয়া, অনিত্য গ্রাহ্য বস্তুর ভাবনাকে গ্রহণ করত বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছ।৪৬। (জানিও) তপশ্চর্য্যা আদ্যন্ত ও মধ্যকালে বিষম দুঃখ বিধান করিয়া থাকে;—অর্থাৎ গৃহ-ধনাদি পরিত্যাগ-নিবন্ধন ইহা আদিতে কষ্টকর, অন্তকালে ফলাসঙ্গ, সুতরাং ক্লেশজনক; মধ্যে বনবাসাদি ক্লেশ, সুতরাং ইহা সতত দুঃখের কারণ; তুমি পূর্ব্বে বাসনা পরি-ত্যাগ করিয়া আসক্তিবিহীন ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া পশ্চাৎ অনন্তবাসনাবিধায়িনী যে তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছ, ইহা নিষ্প্রয়োজন।৪৭। যে আনন্দের পরিমাণ নাই, এরূপ সুসাধ্য সর্ব্বত্যাগে জলাঞ্জলি দিয়া যে ব্যক্তি কষ্ট-সাধ্য তপস্যা-

অমিতানন্দমুৎসৃজ্য সুসাধ্যং যঃ প্রবর্ত্ততে।
মিতে বস্তুনি দুঃসাধ্যে স্বাত্মহা স শঠঃ স্মৃতঃ। ৪৮।
সর্ব্বত্যাগং সমারভ্য ন চৈষঃ সাধিতস্ত্বয়া।
তথা দুঃখৈকতাজ্ঞানবদ্ধেন বনসদ্মনি। ৪৯।
রাজ্যবন্ধাদ্বিনিষ্ক্রম্য প্রসরদ্দুঃখপূরিতাৎ।
বনবাসাভিধৈঃ সাধো বদ্ধোঽসি দৃঢ়বন্ধনৈঃ। ৫০।
দ্বিগুণা এব তে চিন্তাঃ শীতবাতাতপাদয়ঃ।
বন্ধনাদধিকং মন্যে বনবাসমজানতাং। ৫১।
চিন্তামণিময়া প্রাপ্ত ইত্যলং বুদ্ধবানসি।
ন লব্ধবান ভবান্ সাধো স্ফটিকস্যাপি খণ্ডিকাং। ৫২।

চূড়ালোবাচ।

ইদানীং রাজশার্দ্দূল বস্তুসংপ্রতিপত্তয়ে।
শৃণু বিন্ধ্যেভবৃত্তান্তবিরতিং স্ময়কারিণীং। ৫৩।

দিতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী ও শঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৪৮। তুমি সর্ব্বত্যাগ আরম্ভ করিয়াছ বটে, কিন্তু সম্যক্প্রকারে উহার সাধনা করিতে জান নাই; সেই কারণে তপস্যাদি কষ্টস্বীকাররূপ অজ্ঞান দ্বারা বদ্ধ হইয়া, বনরূপ ভবনে অবস্থিতি করিতেছ। ৪৯। হে সাধো! তুমি অনন্ত-দুঃখবিধায়ী রাজ্যবন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইয়াছ বটে, কিন্তু বনবাস নামক দৃঢ় বন্ধন দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছ। ৫০। বাস্তবিক, তোমার চিন্তা এবং শীতবাতাদি ক্লেশ আমার নিকটে দ্বিগুণ বলিয়া বোধ হইতেছে; যাহারা বনবাস-ক্লেশ ভোগ করে নাই, আমার বিবেচনায় এ ক্লেশ, বন্ধনের অপেক্ষা সামান্য নহে। ৫১। হে সাধো! "আমি চিন্তামণি লাভ করিয়াছি" তুমি এই প্রকার বোধ করিয়াছ; সুতরাং স্ফটিকখণ্ড প্রাপ্ত হইতে পার নাই। ৫২। চূড়ালা কহিলেন;— হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিকটে এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞান-সমুদয়ের উদ্দেশে বিন্ধ্যাচলস্থায়ী অদ্ভুত গজবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৩।

যোঽসৌ বিন্ধ্যবনে হস্তী সোঽস্মিন্ ভূমিতলে ভবান্।
যৌ বৈরাগ্যবিবেকৌ তৌ দ্বৌ তস্য দশনৌ সিতৌ। ৫৪।
যশ্চাসৌ বারণাক্রান্তিতৎপরো হস্তিপঃ স্থিতঃ।
তদজ্ঞানং তবাক্রান্তিতৎপরং তবদুঃখদং। ৫৫।
অতিশক্তোঽপ্যশক্তেন দুঃখাদ্দুঃখং ভয়াদ্ভয়ং।
হস্তী হস্তিপকেনেব রাজন্ মৌর্খ্যেণ নীয়সে। ৫৬।
যল্লোহবজ্রসারেণ বারণঃ পরির্যান্ত্রিতঃ।
তদাশাপাশজালেন ভবানাপদমাবৃতঃ। ৫৭।
আশা হি লোহরজ্জুভ্যো বিষমা বিপুলা দৃঢ়া।
কালেন ক্ষীয়তে লোহং তৃষ্ণা তু পরিবর্দ্ধতে। ৫৮।

আমি তোমাকে বিন্ধ্যবনস্থিত যে হস্তীর কথা বলিয়াছি, (জানিও) তুমিই এই সংসারে সেই হস্তী; তাহার যে দশনদ্বয়ের কথা বলা হইয়াছে, ঐ দুইটীর নাম বৈরাগ্য এবং বিবেক। ৫৪। গজাক্রমণতৎপর যে হস্তিপকের কথা বলা হইয়াছে, (জানিও) উহা অজ্ঞান; ইহা দ্বারা তুমি আক্রান্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাক। ৫৫। হে রাজন্! যেরূপ হস্তী দুর্দ্ধর্ষ ও বলবান্ হইলেও হস্তিপক তাহাকে দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে, এবং বিভীষিকা হইতে অন্য বিভীষিকা-স্থানে লইয়া গিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তুমি সুচতুর হইলেও, মূর্খতা-চালিত হইয়া দুঃখ ও ভয় হইতে মহদ্ভয় ও দুঃখে নীত হইতেছ। ।৫৬। লৌহজাল দ্বারা নিযন্ত্রিত হইয়া হস্তীর যে দারুণ যন্ত্রণার কথা বলা হইয়াছে, (জানিও) তাহা দ্বারা—অর্থাৎ আশা-পাশ-বেষ্টিত হইয়া, তুমি আপদ-পরিবৃত রহিয়াছ। ৫৭। (যদিও) লৌহরজ্জুকে লোকে কঠিন বলিয়া বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু আশা এতদপেক্ষা বিপুল, দৃঢ় এবং বিষম; কালে লৌহ ক্ষয় পাইয়া থাকে, কিন্তু বিষয়-তৃষ্ণা সতত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৫৮।

যদ্বভঞ্জ গজঃ শত্রোঃ শৃঙ্খলাজালবন্ধনং।
তত্ত্যাজ ভবান্ ভোগভূমিং রাজ্যমকণ্টকং। ৫৯।
যদিভে পাটয়ত্যুচ্চৈর্বন্ধং হস্তিপকোপতৎ।
ত্বয়ি ত্যজতি তদ্রাজ্যমজ্ঞানং পতিতং কৃতং। ৬০।
যদা বিরক্তঃ পুরুষো ভোগাশাং ত্যক্তুমিচ্ছতি।
তদা প্রকম্পতেঽজ্ঞানং ছেদ্যে বৃক্ষে পিশাচবৎ। ৬১।
যদা বিবেকী পুরুষো ভোগান্ সংত্যজ্য তিষ্ঠতি।
তদা পলায়তেঽজ্ঞানং ছিন্নে বৃক্ষে পিশাচবৎ। ৬২।
যদা বনং প্রয়াতস্ত্বং তদা জ্ঞানং ক্ষতং ত্বয়া।
পতিতং সন্ন নিহতং মনস্ত্যাগমহাসিনা। ৬৩।

হস্তী যে হস্তিপকের দৃঢ় শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়াছিল বলিয়াছি, (জানিও) তুমি ভোগ্য বিষয়—যে নিষ্কণ্টক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছ, উহা তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ৫৯। হস্তী যে হস্তিপককে শিরঃপ্রদেশ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়াছিল বলা হইয়াছে, (জানিও) তুমি রাজ্য পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানের সেই অবস্থা ঘটিয়াছে; সুতরাং অজ্ঞানপতনের সহিত ইহার রূপক ভাব। ৬০। পুরুষ যে সময়ে ভোগ্য বস্তুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ভোগ-বাসনা পরিত্যাগ করে, সে সময়ে বৃক্ষ ছিন্ন হইলে তদাশ্রয়ী পিশাচের অবস্থা যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অজ্ঞানের কম্পন ঘটিয়া থাকে। ৬১। বিবেকী পুরুষ যে সময়ে ভোগ্য পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, ছিন্ন বৃক্ষে পিশাচ যে প্রকার অবস্থিতি করে না, তাহার ন্যায় অজ্ঞান পলায়ন করিয়া থাকে। ৬২। তুমি যখন (আপন-রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক) বনবাস-সমাশ্রয় করিয়াছ, এবং ত্যাগস্বরূপ শাণিত অসির সাহায্যে শিথিলীভূত অন্তঃকরণকে যখন বিনষ্ট করিতে পার নাই;—অর্থাৎ পতিত অন্তঃকরণের উদ্ধার ঘটে নাই, তখন তুমি জ্ঞানহারা হইয়াছ। ৬৩।

তেন ভূয়ঃ সমুত্থায় স্মৃত্বা পরিভবং কৃতং।
তপঃপ্রপঞ্চখাতেঽস্মিন্ গহনে ত্বং নিয়োজিতঃ। ৬৪।
যৎখাতবলয়স্তেন বৈরিণা হস্তিনঃ কৃতঃ।
তত্তপো দুঃখমখিলমজ্ঞানেন তবার্পিতং। ৬৫।
যা তস্য রাজরাজশ্রীর্গজারের্নৃপসত্তম।
সা ত্বজ্ঞাননৃপতেশ্চিন্তাভ্যন্তরসারিণী। ৬৬।
ইত্যদ্যাপি তপঃখাতে দুঃখে হ্যস্মিন্ সুদারুণে।
স্থিতোঽসি পাতালতলে নৃপবদ্ধো যথা বলিঃ। ৬৭।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে হস্তিপকাখ্যানতাৎপর্য্য-
বিবরণং নাম পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৭৫। *।

বাস্তবিক), এই কারণে তোমার অন্তঃকরণ, মায়াদি দ্বারা পরাভূত হইয়া, পূর্ব্ব-পরাভব স্মরণ পূর্ব্বক তপস্যাস্বরূপ প্রপঞ্চ-খাতে তোমাকে নিপাতিত করিয়া বনে অবস্থিতি করাইতেছে। ৬৪। হস্তীর চিরশত্রু হস্তিপক যে বলয়াকৃতি খাত খনন করিয়াছিল, তাহা তোমার অজ্ঞানপ্রভাবে তপস্যাদি নিখিল দুঃখ-ভোগের জন্য কল্পিত হইয়াছে জানিবে। ৬৫। হে নৃপসত্তম! গজশত্রু যে সমস্ত উপাদান-সামগ্রী খাতমধ্যে সঞ্চিত করিয়াছিল, অজ্ঞানাধীন চিত্ত তোমার নিকটে উহাই অন্তরস্থায়িনী চিন্তামাত্র। ৬৬। যেরূপ দৈত্যরাজ বলি, ত্রিবিক্রম-পাদগ্রহচ্ছলে বদ্ধ হইয়া পাতালে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তুমি তপস্যাস্বরূপ নিদারুণ দুঃখদায়ক খাতমধ্যে পতিত হইয়া তুমি, অদ্যাপি কষ্ট ভোগ করিতেছ। ৬৭।

চূড়ালোবাচ।

যদুক্তং নয়শালিন্যা তয়া বিদিতবেদ্যয়া।
তদা চূড়ালয়া জ্ঞানং তৎ কস্মান্নোররীকৃতং। ১।
সা হি তত্ত্ববিদাং মুখ্যা যদ্ যদ্ ব্যক্তি করোতি চ।
তৎ সর্ব্বং সত্যমেবাঙ্গ তদনুষ্ঠেয়মাদরাৎ। ২।
অথ চেদ্বচনং তস্যাস্ত্বয়া নানুষ্ঠিতং নৃপ।
তৎসর্ব্বসংপরিত্যাগঃ কস্মান্ন নিপুণীকৃতঃ। ৩।

শিখিধ্বজ উবাচ।

রাজ্যং ত্যক্তং গৃহং ত্যক্তং দেশস্ত্যক্তস্তথাবিধঃ।
দারাস্ত্যক্তা তথাপ্যঙ্গ সর্ব্বত্যাগো ন কিং কৃতঃ। ৪।

চূড়ালোবাচ।

ধনং দারা গৃহং রাজ্যং ভূমিশ্ছত্রঞ্চ বান্ধবাঃ।
ইতি সর্ব্বং ন তে রাজন্ সর্ব্বত্যাগো হি কস্তব। ৫।

চূড়ালা কহিলেন;—নীতিনিপুণা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞা সেই চূড়ালা, ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তুমি তাহা গ্রহণ কর নাই কেন? । ১। তত্ত্ববিদ্দিগের অগ্রগণ্যা সেই বরবর্ণিনী যাহা বলিয়া থাকেন, এবং যাহা করিয়া থাকেন, জানিও সে সকলই সত্য; অতএব সসম্ভ্রমে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ২। হে ভূপতে! তুমি যদি তাঁহার বচনানুযায়ি কার্য্য না কর, তাহা হইলে কিরূপে তোমার সর্ব্বত্যাগ ঘটিবে, বল? । ৩। শিখিধ্বজ কহিলেন;—আমি রাজ্য, গৃহ, দেশ, পরিবার, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি; (অতএব, জিজ্ঞাসা করি,) আমার কি সর্ব্বত্যাগী হওয়া হয় নাই? । ৪। চূড়ালা কহিলেন;—হে রাজন্! ধন, গৃহ, রাজ্য, ভূমি, ছত্র, বন্ধু বান্ধব, এবং

তবাস্ত্যেবাপরিত্যক্তঃ সর্ব্বস্মাদ্ভাগ উত্তমঃ।
তং পরিত্যজ্য নিঃশেষমায়াস্যসি বিশোকতাং। ৬।

শিখিধ্বজ উবাচ।

রাজ্যং চেন্মম নো সর্ব্বং তৎসর্ব্বং বনমেব মে।
শৈলবৃক্ষাদিগুল্মাঢ্যং তদপ্যেতং ত্যজাম্যহং। ৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি রাম বদনেন কুম্ভবাক্যপ্রণোদিতঃ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ বশী বীরঃ শিখিধ্বজঃ। ৮।
প্রমমার্জ্জ বনাস্থাং তাং কৃতঃ সুদৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রাবৃড়োঘস্তটগতাং রজোলেখামিবাত্মনা। ৯।

পরিবার, এ সকলকে পরিত্যাগ করিলে কি তোমার সর্ব্বত্যাগী হওয়া হয়? ।৫। যে বস্তু সকলের অপেক্ষা প্রিয়তম, তাহাই তোমার অপরিত্যক্ত রহিয়াছে; যদি নিঃশেষরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে আর তোমাকে শোক করিতে হইবে না। ৬। শিখিধ্বজ কহিলেন;—আমি পূর্ব্বে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, শৈল, পাদপ ও গুল্মসমন্বিত বনে বাস করিতেছি; (আপনার নিকটে স্বীকার করিতেছি,) আমি উহাও পরিত্যাগ করিতেছি। ৭। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! জিতেন্দ্রিয় নৃপতি শিখিধ্বজ, নিমেষমধ্যে কুম্ভের কথার উত্তর দিতে না দিতে, । ৮। বর্ষাপ্রবাহ যেরূপ পাংশুরাশি বিধৌত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় অন্তরে দৃঢ়নিশ্চয় করত, নৃপতি, বন-বাস-বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। ৯। শিখিধ্বজ কহিলেন;—আমি (যখন) বৃক্ষ, পর্ব্বত ও গহ্বর-সমন্বিত

শিখিধ্বজ উবাচ।

স বৃক্ষাদ্রিবনশ্বভ্রাদ্বিপিনাদপি বাসনা।
পরিত্যক্তা ময়া নূনং পরিত্যাগঃ স্থিতো মম। ১০।

কুম্ভ উবাচ।

অদ্রেস্তটং বনং শ্বভ্রং সলিলং পাদপস্থলং।
ইত্যাদি তব নো সর্ব্বং সর্ব্বত্যাগঃ কথং তব। ১১।
তবাস্ত্যেবাপরিত্যক্তেঃ সর্ব্বস্মাদ্ভাগ উত্তমঃ।
তং পরিত্যজ্য নিঃশেষং পরামায়াস্যশোকতাং। ১২।

শিখিধ্বজ উবাচ।

এতচ্চেন্মম নো সর্ব্বং তৎ সর্ব্বং স্বাশ্রমো মম।
বাপীস্থলোটজযুতস্তমেবাশু ত্যজাম্যহং। ১৩।

বন-বাস-বাসনা পরিত্যাগ করিলাম, তখন আমার সর্ব্বত্যাগী হইবার অসম্ভাবনা কি ?। ১০। কুম্ভ কহিলেন ;—কি পর্ব্বতপ্রান্ত, কি অরণ্য, কি ভূ-বিবর, কি সলিল, কি বৃক্ষমূল, এ সকল তোমার অধিকৃত পদার্থ নহে ; সুতরাং (কেবল) ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, কিরূপে তুমি সর্ব্বত্যাগী হইবে, বল ?। ১১। যে বস্তু সকলের অপেক্ষা প্রিয়তম, তোমার তাহা পরিত্যাগ করিতে অবশিষ্ট আছে, অতএব, যদি নিঃশেষরূপে সেই বস্তুকে পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে আর তোমাকে শোকাভিভূত হইতে হইবে না। ১২। শিখিধ্বজ কহিলেন ;—যদি পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকল আমার না হয়, তাহা হইলে বাপীস্থলস্থিত আমার যে আশ্রমস্থান আছে, আমি সর্ব্বত্যাগী হইবার উদ্দেশে উহাকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিতেছি। ১৩। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—হে রামচন্দ্র। জিতেন্দ্রিয়

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি রাম বদন্নেব কুম্ভবাক্যপ্রবোধিতঃ।
নিমেষধ্যানমাত্রেণ বশী বীরঃ শিখিধ্বজঃ। ১৪।
প্রমমার্জ্জাশ্রমাস্থাং তাং সংবিদা শুদ্ধয়া হৃদি।
স্ফুরন্তীং স্ফুরণেনৈব রজোলেখামিবানিলঃ। ১৫।

শিখিধ্বজ উবাচ।

সবৃক্ষোটজবীরুৎকাদ্বাসনা স্বশ্রমাদপি।
পরিত্যক্তা ময়া নূনং সর্ব্বত্যাগঃ স্থিতো মম। ১৬।

কুম্ভ উবাচ।

বৃক্ষোবাপীস্থলং গুল্মমুটজং ব্রততী বৃতিঃ।
ইতি কিঞ্চিন্ন তে সর্ব্বং সর্ব্বত্যাগঃ কুতস্তব। ১৭।

শিখিধ্বজ উবাচ।

এতচ্চেন্মম নো সর্ব্বং তৎ সর্ব্বং ভাজনাদি মে।
চর্ম্মকুড্যকুটীরাদি তত্তাবৎ সংত্যজাম্যহং। ১৮।

ধর্ম্মবীর শিখিধ্বজ, কুম্ভবাক্যে প্রবোধিত হইয়া, কোনও কথা বলিতে না বলিতে নিমেষমধ্যে ধ্যানধারণা পূর্ব্বক হৃদয়ে নির্ম্মল চৈতন্য দর্শন করিয়া, সমীরণ যেরূপ ধূলিপটলকে অন্যত্র নিক্ষিপ্ত করে, তাহার ন্যায় দিব্য-জ্ঞান-প্রভাবে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হওয়াতে আশ্রম-বাস-বাসনাকে বিসর্জ্জন দিলেন। ১৪। ।১৫। শিখিধ্বজ কহিলেন;—আমি যখন বৃক্ষলতা-সমন্বিত আশ্রমবাসের বাসনা নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিলাম, তখন আমার সর্ব্বত্যাগী হইবার অসম্ভাবনা কি? ।১৬। কুম্ভ কহিলেন;—বৃক্ষ, বাপীতট, গুল্ম, উটজ, লতাবেষ্টন, এ সকল তোমার সামগ্রী নহে, সুতরাং ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, কিরূপে সর্ব্বত্যাগী হওয়া যাইতে পারে? । ১৭। শিখিধ্বজ কহিলেন;— যদি এই সকল আমার সামগ্রী না হয়, তাহা হইলে আশ্রমস্থিত তপস্যার অঙ্গস্বরূপ সমস্ত

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স সমুত্তস্থাববিক্ষুব্ধমতিঃ শমী।
বিষ্টরাদবদাতাত্মা শৃঙ্গাদিব শরদ্ঘনঃ। ১৯।
কুম্ভস্তালোকয়ন্নেব তৎক্রিয়াঃ সস্মিতঃ স্বয়ং।
আসনে লোককার্য্যেষু স্বস্যন্দন ইবাংশুমান্। ২০।
যৎ করোতি করোত্বেতদস্যৈতৎ পাবনং পরং।
ইতি তূষ্ণীং স্থিতঃ কুম্ভঃ শিখিধ্বজমবৈক্ষত। ২১।
শিখিধ্বজস্তু তৎসর্ব্বং ভাণ্ডোপস্করমাশ্রমাৎ।
একত্রৈবানয়ামাস ভুবো বার্য্যব্ধিভূরিব। ২২।
তৎ সংস্থাপ্যেন্ধনৈঃ শুষ্কৈর্জ্বালয়ামাস পাবকং।
করৈঃ সঞ্চারবানর্কঃ সূর্য্যকান্তং পদং যথা। ২৩।

সামগ্রী, এবং চর্ম্ম, ভিত্তি এবং কুটীর পর্য্যন্ত এ সকলকে আমি এখনই পরিত্যাগ করিতেছি। ১৮। শরৎকালীন মেঘসমূহ যেরূপ গিরিশৃঙ্গ হইতে সমুত্থিত হয়, তাহার ন্যায় অবিক্ষুব্ধমতি শান্তি, পথের পথিক শুদ্ধচিত্ত নৃপতি, এই কথা বলিয়া স্বকীয় আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ১৯। সূর্য্যকে সংসার-কার্য্য-সাধনোদ্দেশে স্বকীয় রথারূঢ় দেখিলে যেরূপ দেখায়,তাহার ন্যায় কুম্ভ নৃপতিকে আসন হইতে উত্থিত ও তাঁহার চেষ্টাদি দেখিয়া,অন্তরে হাসিয়া উঠিলেন। ২০। "ইনি আপনার পবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা করিতে হয় করুন" এই কথা বলিয়া, কুম্ভ নীরবে থাকিয়া, শিখিধ্বজের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। ২১। (এ দিকে) নৃপবরও তপস্যার অঙ্গস্বরূপ সংগৃহীত সমস্ত সামগ্রী আশ্রম হইতে আনয়ন করিয়া, একত্রে রক্ষা করিলেন; সমুদ্রতলস্থ মৃত্তিকা যেরূপ বর্ষণ এবং নদ্যাদি-সংযোগে উন্নত ভূমিকে একত্রে সমানয়ন করে, ইহাও তদনুরূপ। ২২। সূর্য্য যেরূপ সঞ্চার্য্যমাণ কর-সংযোগে সূর্য্যকান্ত শিলাকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সংগৃহীত সামগ্রী

ভাণ্ডোপস্করজালং তদগ্নৌ ত্যক্ত্বা বিবেশ সঃ।
ধ্বংসিকায়াং জগদ্দগ্ধ্বা মেরুশৃঙ্গে যথা রবিঃ। ২৪।
এতাবন্তং ময়া কালং বৃত্তা যত্নং পতিপ্রিয়ে।
অজাতবুদ্ধিভেদেন তেনৈব কৃতমস্তু তে। ২৫।
ভ্রান্তৌ তু বিনিবর্ত্তিন্যাং নাধুনোপকরোষি মাং।
মন্ত্রাটব্যাং চিরং ভ্রান্তং বিদ্রুতং কার্য্যবস্তুষু। ২৬।
দৃষ্টানি ধর্ম্মস্থানানি বিশ্রাম্যামাধুনা সখি।
ইত্যক্ষমালাং জ্বলনে চিক্ষেপোক্ত্বা শিখিধ্বজঃ।
কল্পান্তাগ্নাবিব ব্যোমতারালীঃ পবনোমলাং। ২৭।

সকলকে একত্রে অবস্থাপিত করিয়া, তাহাতে শুষ্ক কাষ্ঠ সংযোগ পূর্ব্বক বহ্নিকে সন্দীপিত করিলেন। ২৩। প্রলয়কালে সূর্য্য যেরূপ স্বপ্রদীপিত অগ্নিতে জগতের হোম-কার্য্য সমাধা করিয়া মেরুশৃঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার ন্যায়, অগ্নিতে তপস্যার প্রয়োজনীয় ভাণ্ডাদি সমস্ত পদার্থ নিঃক্ষেপ করিয়া, আসনে উপবেশন করিলেন। ২৪। (এবং অক্ষমালাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন,) হে পতিপ্রিয়ে—অর্থাৎ রক্ষকসদয়ে! আমি এত কাল পরক্লেশ, যা স্বার্থসাধনের বুদ্ধিভেদ-প্রণোদিত না হইয়া, তোমাকে পরিবর্ত্তন দ্বারা কষ্ট প্রদান করিয়াছি; তাহাতেই আমার প্রতি কৃপা-নিবন্ধন তোমার বিলক্ষণ কৃতকার্য্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। ২৫। আমি ভ্রান্ত বুদ্ধির অধীন হইয়া, তপজপাদি ব্যাপারে তোমাকে যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম, অদ্য হইতে তোমাকে আর সে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না, এবং কার্য্য-সিদ্ধি-সমুদ্দেশে মন্ত্রাদি সমুচ্চারণ দ্বারা ভ্রান্তচিত্ত আমিও বিশ্রাম করিতে পারিব। ২৬। আমি নানাপ্রকার তপস্যার সিদ্ধ-ক্ষেত্র ধর্ম্মস্থান সকল সন্দর্শন করিয়াছি; সুতরাং আর আমার কোনও প্রকার কামনা নাই; হে সখি! আমি এক্ষণে বিশ্রান্তি লাভ করিতে যাই;

ময়া নরমৃগেণ ত্বং চিরং বনমৃগাচ্যুতং।
অবোধেন ধৃতং রম্যামিদমেব মৃগাজিন। ২৮।
ইদানীং গচ্ছ ভুচ্ছায়পন্থানং সন্তু তে শিবাঃ। ২৯।
বহ্নিনা ব্যোমতাং গচ্ছ সতারং ব্যোম তে সমং।
ত্বদ্বৃষাঙ্গাৎ করাভ্যাং স ধৃত্বা চর্ম্মাজহাবিতি। ৩০।
মহাবৃত্তেন ভবতা ত্বয়া বারি ধৃতং মম।
সাধো কমণ্ডলো সম্যক্ ন তে প্রতিকৃতং কৃতং। ৩১।
সৌহৃদস্য মনোজ্ঞস্য সৌজন্যস্য স্থিরস্য চ।
সাধুত্বস্য চ সর্ব্বস্য ত্বমেব পরমাস্পদং। ৩২।

এই কথা অক্ষমালাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া, পবন যেরূপ স্বকীয় শক্তিপ্রভাবে কল্পান্তকালীন অনলশিখাতে ব্যোমবিচ্যুত নির্ম্মল নক্ষত্রদিগকে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে উহাকে নিঃক্ষেপ করিলেন। ২৭। তদনন্তর হে মৃগাজিন! নররূপী মৃগ আমি, স্বকীয় নির্বুদ্ধিবশতঃ তোমাকে যে আসনার্থে বহুকাল হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, । ২৮। এক্ষণে (তোমাকে বলি,) তুমি এই মায়া-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত পথে প্রস্থিত হও; (আমি কামনা করি,) তোমার অনুকূল-পন্থাপ্রাপ্তি ঘটুক। ২৯। তুমি বহ্নির সহিত প্রস্থিত হও এবং তারকাসমন্বিত আকাশের সাম্য লাভ কর; এই কথা বলিয়া, মৃগচর্ম্ম কর দ্বারা ধারণ করত অগ্নিরাশিমধ্যে উহাকে সমর্পণ করিলেন। ৩০। হে সাধো! হে কমণ্ডলো! তুমি বর্ত্তুলাকারে অবস্থিত হইয়া, আমার তপশ্চর্য্যাদির জন্য সতত সলিল ধারণ করিয়াছ, কিন্তু আমার যে উপকার করিয়াছ, আমা দ্বারা তৎপ্রত্যুপকার সম্ভাবিত নহে। ৩১। (বলিতে কি,) তুমি সৌহৃদ্য, মনোজ্ঞতা, সৌজন্য, স্থিরতা, সাধুত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই আস্পদস্বরূপ। ৩২। তুমি যে অগ্নিসংযোগে সংশোধিত-শরীর হইয়া, আমার নিকটে উপ-

যেনৈব বহ্নিনা দেহং সংশোধ্যাভ্যাগতোঽসি মাং।
তেনৈব গচ্ছ হে মিত্র পন্থানঃ সন্তু তে শিবাঃ। ৩৩।
ইত্যুক্ত্বা শ্রোত্রিয়ায়ৈব কমণ্ডলুমদাত্তদা। ৩৪।
অগ্নয়ে মহতে বাপি দাতব্যং সাধু যদ্ভবেৎ।
মূর্খস্যেব মতির্গুপ্তে নিত্যমেব পতস্যধঃ। ৩৫।
উচিতা তে গতিঃ সৈব বৃষিকে ভস্মতাং ব্রজ।
ইত্যুক্ত্বাদায় বৃষিকামগ্নাবেব স মৃদ্বিকাং। ৩৬।
শুদ্ধ্যর্থমাসনার্থং বৈ চিতি তত্যাজ ভাস্বরে।
যত্ত্যাজ্যমচিরেণৈব ত্যক্তব্যং কিল তৎ সদা। ৩৭।
বিস্তরঃ ক্রিয়তে সদ্ভিরুপাদেয়ে ইতি স্থিতিঃ।
শীঘ্রমগ্নাবিদং সর্ব্বং ভাণ্ডজাতং ত্যজাম্যহং। ৩৮।

'স্থিত হইয়াছিলে, এক্ষণে (আমি তোমাকে অনুরোধ করি,) হে বন্ধো। তুমি এখান হইতে শুভপথে প্রয়াণ কর; তোমার মঙ্গলময় পন্থা নির্দ্দিষ্ট হউক, এই আমার প্রার্থনা।৩৩। এই কথা বলিয়া কমণ্ডলুকে পবিত্র পদার্থ অগ্নিকরে সমর্পণ করিলেন।৩৪। (অতএব),সাধুদিগের প্রতিপত্তির জন্য যে উপকরণের প্রয়োজন, তাহা অগ্নি কিম্বা মহদ্ব্যক্তিকে দান করিবার নিয়ম আছে; মূর্খদিগের মতি,যেরূপ প্রচ্ছন্ন পাপে লিপ্ত হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়,হে কুশাসন! তুমি নিত্যকাল অধঃপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়া থাক।৩৫। যাহা হউক, হে বিষ্টরাসন! (প্রার্থনা করি,) তোমার উচিত গতি লাভ হউক; "তুমি ভস্মে পরিণত হও" এই কথা বলিয়া, মৃতুল আসন গ্রহণ পূর্ব্বক।৩৬। প্রদীপ্ত চিতানলে আসনশুদ্ধিসমুদ্দেশে উহাকে পরিত্যাগ করিলেন; (কারণ,) যাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়,তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন।৩৭। সাধুগণ যে কার্য্যপ্রয়োজনীয় বিষয় আহরণ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়া থাকেন, ইহা একপ্রকার লোকপ্রসিদ্ধই আছে; অতএব, আমি

একবারং দহত্যগ্নির্দাহ্যং ভবতি তুষ্টয়ে ।
সাধো ক্রিয়োপকরণং নিষ্ক্রিয়ায় ত্যজাম্যহং ।
ন খেদস্তত্র কর্ত্তব্যো নস্বযোগ্যং বিভর্ত্তি কঃ ।৩৯ ।

ইত্যুক্তবান্ ঝটিতি ভোজনভাজনদ্যা
সর্ব্বং জুহাব বনবাসবিলাসযোগ্যং ।
তদ্ভাণ্ডজালমনলে সমমেব রাজা
কল্পান্ততেজসি জগজ্জলতীব কালঃ । ৪০ ।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে সর্ব্বত্যাগকরণং নাম
ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ । * । ৭৬ । *

সমস্ত উপকরণ-সামগ্রীকে এখনই অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিতেছি। ৩৮। (আমি জানি,) অগ্নি, দাহ্য পদার্থকে প্রাপ্ত হইলে, একেবারে দগ্ধ করিয়া তুষ্ট হইয়া থাকে ; আমি কর্ম্মত্যাগী হইয়াছি বলিয়া, সাধুদিগের যে সমস্ত ক্রিয়োপকরণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সমস্তই পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি সেজন্য খেদ করিবেন না ; (জানিবেন,) কোনও ব্যক্তি অযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করে না। ৩৯। নৃপাল শিখিধ্বজ, এই কথা বলিয়া সত্বর ভোজনপাত্রাদি যে কিছু বনবাস-সামগ্রী নিকটে ছিল, সকলকেই এককালে অনলে আহুতি প্রদান করিলেন ; (বলিতে কি,) কাল যেরূপ কল্পান্তকালীন অনলমধ্যে এই জগৎকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে, রাজার কার্য্যও সেইরূপ হইয়াছিল। ৪০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথোত্থায় দদাহাসৌ শুষ্কং তত্তৃণমন্দিরং।
অজ্ঞেন স্বেন মনসা বৃথাসংকল্পকল্পিতং। ১।
শিষ্টং যৎ কিঞ্চিদভবৎ তৎসর্ব্বং স শিখিধ্বজঃ।
অসংরব্ধমনা মৌনী ক্রমেণ সময়া ধিয়া। ২।
দদাহ চ স চিক্ষেপ তত্যাজ চ বভঞ্জ বা।
ভাণ্ডজাতং স্ববসনং ভোজনাদ্যপি তুষ্টবৎ। ৩।
স বভূবাশ্রমস্তস্য দৃষ্টনষ্টজনস্থিতিঃ।
বীরভদ্রবলধ্বস্তদক্ষযজ্ঞাশ্রমোপমঃ। ৪।
ভাণ্ডজাতং দহত্যগ্নৌ সহ শুষ্কেন্ধনেন তৎ।
কেবলাকৃতিরস্নেহস্তুষ্টিমানাহ ভূপতিঃ। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—অনন্তর নৃপতি শিখিধ্বজ, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত স্বকীয় অন্তঃকরণমধ্যে যে সমস্ত মিথ্যা কল্পনাদির সৃষ্টি হইয়াছিল, শুষ্ক তৃণ-মন্দিরের ন্যায় সে সমস্তকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ১। এতদ্ব্যতীত যে কিছু অবশিষ্ট ছিল, তিনি চেষ্টাশূন্য অন্তঃকরণ ও সাম্যাভাবাপন্ন বুদ্ধির সাহায্যে ক্রমে ক্রমে সে সকলকে ভস্মীভূত করিলেন, এবং ভোজন-সামগ্রী, পরিধেয় বসন, এবং অন্যান্য সামগ্রী যাহা নিকটে ছিল, তাহা সন্তুষ্টমনে অনলে সমর্পণ ও ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। ২। ৩। বীরভদ্র দ্বারা দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট হইলে, সে যেরূপ নিস্তব্ধতা ধারণ করে, তাহার ন্যায় তদীয় আশ্রম, প্রথমে লোকস্থিতি এবং পশ্চাৎ লোকশূন্যতা ধারণ করিয়াছিল। ৪। যখন শুষ্ক-ইন্ধন-সংযোগে সংগৃহীত পদার্থসকল দগ্ধ হইয়া গেল, সেই সময়ে নৃপতি, মমতা-বিহীন, সুতরাং সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া, কেবল দেহমাত্র ধারণ করিয়া, এই কথা বলিতে

শিখিধ্বজ উবাচ।

বাসনাং তত্র সংত্যজ্য সর্ব্বত্যাগী স্থিতোহ্যহং।
অহো নু চিরকালেন দেবপুত্রপ্রবোধিতঃ। ৬।
সম্পন্নঃ কেবলঃ শুদ্ধঃ সুখেনোদ্বোধবানহং।
কিং নাম কিল বস্তেতদ্ভবেৎ সাংকল্পিকক্রমং। ৭।
যাবদ্ যাবৎ প্রহীয়ন্তে বিবিধা বন্ধহেতবঃ।
তাবত্তাবৎ সমায়াতি পরমাং নির্বৃতিং মনঃ। ৮।
শাম্যামি পরিনির্বামি সুখিতোহস্মি জয়াম্যহং।
বিবন্ধাঃ প্রক্ষয়ং যাতাঃ সর্ব্বত্যাগো ময়া কৃতঃ। ৯।
দিগম্বরো দিক্সদনো দিক্সমোহয়মহং স্থিতঃ।
দেবপুত্র মহাত্যাগাৎ কিমন্যদবশিষ্যতে। ১০।

লাগিলেন। ৫। হে দেবপুত্র! আমি আপনার কৃপায় দীর্ঘকালের পর প্রবুদ্ধ হইয়াছি এবং বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী হইয়া অবস্থিতি করিতেছি। ৬। আমি যখন প্রবোধিত হইয়াছি, তখন আমার আত্মা শুদ্ধিতা ধারণ করিয়াছে; অতএব, বাসনাধীনতা প্রযুক্ত সংকল্পপ্রযোজক এ সকল উপকরণ-সামগ্রী-সংগ্রহে আমার প্রয়োজন কি?। ৭। যখন অন্তঃকরণ হইতে নানাপ্রকার বন্ধনের বিষয় সকল পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তখনই অন্তঃকরণ পরম সুখ ভোগ করিয়া থাকে। ৮। (যাহা হউক,) আমি শান্তিপথে প্রস্থিত, জয়যুক্ত, সুখিত এবং বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছি; আমার বিষয়-বন্ধন সকল বিনষ্ট হইয়াছে; (অধিক কি বলিব,) আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি। ৯। হে দেবনন্দন! যখন এই দিঙ্মণ্ডল আমার বসন, উহা আমার নিকেতন, এবং আমি সাম্যভাবাপন্ন হইয়া দিক্স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছি, তখন সর্ব্বত্যাগী

কুম্ভ উবাচ।

সর্ব্বমেব ন সংত্যক্তং ত্বয়া রাজন্ শিখিধ্বজ।
তবাস্ত্যেবাপরিত্যক্তং সর্ব্বস্মাত্ত্যাগ উত্তমঃ।
সংপরিত্যজ্য নিঃশেষং পরামায়াস্যশোকতাং। ১১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি শ্রুতবতা তেন কিঞ্চিৎ সঞ্চিন্ত্য ভূভৃতা।
ইদমুক্তং মহাবাহো রাম রাজীবলোচন। ১২।

শিখিধ্বজ উবাচ।

ইন্দ্রিয়ব্যালসঙ্ঘাতো রক্তমাংসময়াকৃতিঃ।
শিষ্যতে সর্ব্বসংত্যাগে দেহো মে দেবতাত্মজ। ১৩।

হইতে আমার আর কি অবশিষ্ট আছে? । ১০। কুম্ভ কহিলেন;—রাজন্ শিখিধ্বজ! তুমি সকল পদার্থ পরিত্যাগ কর নাই; যে বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম, তাহা তোমার পরিত্যাগ করিতে অবশিষ্ট আছে; যদি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে সবিশেষ শোকশূন্যতা প্রাপ্ত হইতে পারিবে;—অর্থাৎ এরূপ হইলে তোমাকে আর দুঃখ করিতে হইবে না। ১১। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে মহাবাহো রাজীবলোচন রামচন্দ্র! তিনি এই প্রকার শ্রবণ করিয়া, অন্তরে কিঞ্চিৎ চিন্তা পূর্ব্বক এই প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন। ১২। শিখিধ্বজ কহিলেন;—আমি যখন সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি, তখন ইন্দ্রিয়রূপ কৃষ্ণসর্পাচ্ছন্ন, রক্তমাংসময় কেবলমাত্র আমার এই দেহ পরি-

তদুত্থায় পুনর্দ্দেহং ভৃগুপাতাদবিস্মৃতঃ।
বিনাশাত্মকতাং নীত্বা সর্ব্বত্যাগী ভবাম্যহং। ১৪।

শিখিধ্বজ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দেহমগ্রস্থে শ্বভ্রে ত্যক্তুমসৌ জবাৎ।
করোতি যাবদুত্থানং তাবৎ কুম্ভোঽপ্যুবাচ হ। ১৫।

কুম্ভ উবাচ।

রাজন্ কিমিতি দেবং ত্বং নিরাগস্কং মহাবটে।
ত্যজস্যজ্ঞো হি বৃষভঃ কুপিতো হন্তি তর্ণকং। ১৬।
জড়ো বরাকো মূকাত্মা তপস্বী দেহকোহ্যয়ং।
ন কশ্চন তবৈতস্মিন্ মামুধৈব তনুং ত্যজ। ১৭।

ত্যাগ করিতে অবশিষ্ট আছে। ১৩। অতএব, আমি এই দেহকে নিম্নিম্ন গিরিশৃঙ্গ হইতে পাতিত করিয়া বিনষ্ট করিতে চাই ; কারণ,তাহা হইলে সম্যক্ প্রকারে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিব। ১৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—নৃপাল এই কথা বলিয়া, বলপূর্ব্বক পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে যেই শরীরকে নিঃক্ষিপ্ত করিবেন, অমনি দেবপুত্র কুম্ভ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১৫। কুম্ভ কহিলেন ;—হে রাজন্! তুমি কি কারণে পর্ব্বত হইতে আপনার দেহকে নিপাতিত করিতে উদ্যত হইয়াছ ; (জিজ্ঞাসা করি,) ইহার অপরাধ কি? বৃষভ যেরূপ কুপিত হইয়া আপনার বৎসের প্রতি কোপ প্রদর্শন করে, তাহার ন্যায় অজ্ঞ হইয়া তুমি এরূপ কার্য্য করিতেছ কেন?। ১৬। মূক, জড়ধর্ম্মাবলম্বী, বীভৎস এই দেহের কোনও দোষ নাই ; অতএব, অকারণ এই শরীরকে পরিত্যাগ করিও না;—অর্থাৎ অকারণ শরীর নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি?। ১৭।

বিনামূল্যে বিতরিত।

(সমগ্র সংহিতা)

যাহারা প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, শিক্ষা, সভ্যতা ও পবিত্র ক্রিয়াদির পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন, সংহিতাগুলি আলোচনা ও যত্নপূর্ব্বক পাঠ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। আমি দীর্ঘকালাবধি অনেক অনুসন্ধান ও চেষ্টা করিয়া, মনু প্রভৃতি ২০খানি সংহিতা সংগ্রহ করতঃ মূলসহ যথাক্রমে অনুবাদ করিয়া, কেবলমাত্র অগ্রিম ডাকমাসুল দিং ব্যয় ১১৵০ লইয়া বিতরণ করিতে স্থির করিয়াছি। সর্ব্বাগ্রে মনুসংহিতা বিতরিত হইবে। কত সংখ্যায় গ্রন্থগুলি সমাপ্ত হইবে, বর্ত্তমানে অনুমান করা দুষ্কর। যাঁহারা যোগবাশিষ্ঠ [illegible] আছেন, কেবল তাঁহাদের, এবং যাঁহারা [illegible] চৈত্র মাসের মধ্যে উক্ত ডাকমাসুল দিং ব্যয় প্রদান করিবেন, তাঁহারাই এই নিয়মে সমগ্র সংহিতা পাইতে পারিবেন। একেবারে উক্ত ডাকমাসুল দিং ব্যয় দিতে অসমর্থ হইলে, মনু ২৷৷০ টাকা; অত্রি ও বিষ্ণু ২৲ টাকা; হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা ও যম ২৲ টাকা; আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি ১৸৵০ টাকা; পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত ও দক্ষ ২।০ টাকা; এবং গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ ১৸৵০ টাকা; অগ্রিম ডাকমাসুল পৃথক্ পাইলে মূল সহ উক্ত পুস্তকগুলি বিতরিত হইবে। ফল কথা, কেবল দুই এক খণ্ড সংহিতার গ্রাহক হইলে কাহারও আশা পূর্ণ ঘটিবে না। আপাততঃ ১৫০০ সংখ্যক গ্রাহককে উক্ত গ্রন্থসকল দিবার নিয়ম হইল। যাহারা বঙ্গভাষা জানেন না, তাঁহাদের নিকট হইতে ৷৷৵০ ডাকমাসুল দিং ব্যয় পাইলে, যথাক্রমে প্রকাশিত (দেবনাগরাক্ষরে) সম্পূর্ণ মূলগ্রন্থসকল তাঁহাদিগকে [illegible]

সঞ্চাল্যতে পরেণেব তরঙ্গৈণেব কাষ্ঠকং। ১৮।
ক্ষোভয়ত্যন্য এবৈনং নিগ্রহার্হো মুহুর্বলাৎ।
অতো জানীহি দেহস্য অপরাধো ন দৃশ্যতে। ১৯।
সুখদুঃখাদিভূত্যা হি নাপরাধি শরীরকং।
নাত্মনঃ ফলবানাত্ম-স্পন্দে বৃক্ষোঽপরাধবান্। ২০।
বাতঃ ফলশিরঃপুষ্পপাতনং কুরুতে স্ফুরন্।
তরুণা সাধুনা সাধোরপরাদ্ধং কিমাত্মনঃ। ২১।
ত্যক্তেনাপি শরীরেণ কিল তামরসেক্ষণ।
সর্ব্বত্যাগো ন তে যাতি নিষ্পত্তিং বিষমো হি সঃ। ২২।
ভৃগৌ কেবলমেতত্ত্বং নিরাগস্কং শরীরকং।
মুধা ক্ষিপসি নো দেহত্যাগে তত্ত্যাগিতা ভবেৎ। ২৩।

যেরূপ তরঙ্গসংযোগে কাষ্ঠখণ্ড প্রচালিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মূকধর্ম্মাবলম্বী এই দেহ, ধ্যানকর্ত্তার ন্যায় অবস্থিতি করে, এবং পরের সাহায্যে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ১৮। যে ব্যক্তি বল-পূর্ব্বক বারংবার আর এক জনকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, তাহাকেই নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য; এই কারণে বলিতেছি যে, দেহকে দোষী করা উচিত নহে,। ১৯। যেরূপ বায়ু-সহযোগে কম্পিত হইলে, ফলবান্ বৃক্ষের ফল নিম্নে পতিত হয় বলিয়া, বৃক্ষ কখনও ফলোৎপাতনের কারণ নহে, সেইরূপ শরীরী সুখদুঃখাদি ভোগ করিলেও শরীর কখনও অপরাধী হইতে পারে না। ২০। যেরূপ বিচলিত বায়ু, বৃক্ষের ফলপুষ্পকে পাতিত করে বলিয়া, সেইই অপরাধী হইয়া থাকে, কিন্তু বৃক্ষের অপরাধ হইতে পারে না, সেইরূপ, হে সাধো! তোমার শরীরের অপরাধ কি, বল?। ২১। হে পদ্মলোচন রামচন্দ্র! দেহ বিসর্জ্জন দিলেও তোমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, সর্ব্বত্যাগী হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। ২২। যদি তুমি পর্ব্বতের উন্নত সানুদেশ

যেনায়ং ক্ষোভ্যতে দেহো মত্তেভেনেব পাদপঃ।
ত্যং সং ত্যজসি চেৎ পাপং তন্মহাত্যাগবান্ ভবান্। ২৪।
তস্মিংস্ত্যক্তে ভবেত্ত্যক্তং সর্ব্বং দেহাদি ভূপতে।
নোচেন্নিমগ্নমপ্যেতদ্ভূয়ো ভূয়ঃ প্ররোহতি। ২৫।

শিখিধ্বজ উবাচ।

কেনায়ং চাল্যতে দেহঃ কিং বীজং জন্মকর্ম্মণাং।
কস্মিংস্ত্যক্তে পরিত্যক্তং সর্ব্বং ভবতি সুন্দর। ২৬।

কুম্ভ উবাচ।

সাধো ন দেহত্যাগেন ন রাজ্যত্যজনেন চ।
নচোটজাদিশেষেণ সর্ব্বত্যাগো ভবেন্নৃপ। ২৭।

হইতে আপনার নির্দোষ এই শরীরকে অকারণে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে দেহত্যাগী হইলেও তুমি সর্ব্বত্যাগী হইতে পার না। ২৩। মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ শাখী সমূহকে আকুলিত করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় যাহা দ্বারা এই শরীর সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে, যদি তুমি সেই পাপকে বিসর্জ্জন দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে এক জন প্রকৃত মহাত্যাগী বলা যাইতে পারে। ২৪। হে নরনাথ! (জানিও) তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে দেহাদি সকল পদার্থের পরিত্যাগ ঘটে; তাহা না হইয়া যদি দেহাদিকে জলমগ্ন প্রভৃতি দ্বারা বিনষ্ট করা হয়, তথাপি (কর্ম্মবীজপ্রভাবে) উহার অঙ্কুর বারংবার উদ্গত হইয়া থাকে। ২৫। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে দিব্যপুরুষ! এই দেহ কাহার প্রভাবে চালিত হইয়া থাকে? জন্ম এবং কর্ম্মের বীজ কি? কাহাকে পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বত্যাগী হওয়া যায়? (তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন)। ২৬। কুম্ভ কহিলেন;—হে সাধো! দেহত্যাগ, রাজ্য-পরিহার,

যৎ সর্ব্বং সর্ব্বতো যচ্চ তস্মিন্ সর্ব্বৈককারণে।
সর্ব্বস্মিন্ সংপরিত্যক্তে সর্ব্বত্যাগঃ কৃতোভবেৎ। ২৮।

শিখিধ্বজ উবাচ।

সর্ব্বং সর্ব্বগতং সর্ব্বহেয়ং ত্যাজ্যঞ্চ সর্ব্বদা।
সর্ব্বকিমুচ্যতে ব্রূহি সর্ব্বতত্ত্ববিদাম্বর। ২৯।

কুম্ভ উবাচ।

সাধো সর্ব্বগতাকারং জীবপ্রাণাদিনামকং।
ন জড়ং নাজড়ং ভ্রান্তং চিত্তং সর্ব্বমিতি স্মৃতং। ৩০।
চিত্তমেব ভ্রমং বিদ্ধি বিদ্ধি চেতো নরং নৃপ।
চিত্তং বিদ্ধি জগজ্জালং চিত্তং সর্ব্বমিতি স্মৃতং। ৩১।

অথবা পর্ণশালা বিশুষ্ক করিলেও সর্ব্বত্যাগী হওয়া যায় না। ২৭। যাহাতে সকল পদার্থের অবস্থিতি, সর্ব্বস্থানে যাহার অভিব্যাপ্তি, সকলের একমাত্র কারণ সেই পদার্থকে আশ্রয় করিলে, মায়াদি সকল পদার্থেরই পরিত্যাগ ঘটিয়া থাকে এবং তখনই সর্ব্বত্যাগী হওয়া গিয়া থাকে। ২৮। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে সকল তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বপ্রকারে সকল প্রকার হেয় এবং ত্যাজ্য পদার্থের কথা আপনি যাহা বলিলেন, সে কি প্রকার?। ২৯। কুম্ভ কহিলেন;—হে সাধো! যে বস্তু সর্ব্ববস্তুতে আকার ধারণ পূর্ব্বক চিৎ-প্রাধান্যে জীব, এবং ক্রিয়া-প্রাধান্যে প্রাণাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যাহা জড় এবং অজড় না হইয়াও ভ্রান্তি-পরিপূর্ণ, তাহাই চিত্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৩০। হে নৃপ! চিত্তকে ভ্রম, চিত্তকে মনুষ্য, চিত্তকে জগৎ এবং চিত্তকে সকল পদার্থ বলিয়া জানিও। ৩১। যেরূপ বীজ হইতে

রাজ্যাদেরথ দেহাদেরাশ্রমাদের্মহীপতে।
সর্ব্বস্যৈব মনোবীজং তরুবীজং তরোরিব। ৩২।
সর্ব্বস্য বীজে সংত্যক্তে সর্ব্বং ত্যক্তং ভবত্যলং।
সম্ভবাসম্ভবাদ্রূপসর্ব্বত্যাগো ভবেদিতি। ৩৩।
সর্ব্বধর্ম্মাদ্যধর্ম্মা বা রাজ্যাদি বিপিনাদি বা।
সচিত্তস্য পরং দুঃখং নিশ্চিত্তস্য পরং সুখং। ৩৪।
ইদং বিবর্ত্ততে সর্ব্বং চিত্তমেব জগত্তয়া।
দেহাদ্যাকারজালেন বীজং বৃক্ষতয়া যথা। ৩৫।
পাদপঃ পবনেনেব ভূকম্পেনেব পর্ব্বতঃ।
ভস্ত্রা ভস্ত্রাভরেণায়ং দেহশ্চিত্তেন চাল্যতে। ৩৬।

বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ মনকে রাজ্যাদি, দেহাদি কিম্বা আশ্রমাদি সকল পদার্থের বীজ বলিয়া জানিও ;—অর্থাৎ মনের বাসনা হইতে সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৩২। সকলের বীজ—অর্থাৎ কারণকে পরিত্যাগ করিলে, সকলই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে ; তখন সম্ভব এবং অসম্ভবরূপ সর্ব্বত্যাগ ঘটিয়া থাকে। ৩৩। সকল প্রকার ধর্ম্মাদি এবং অধর্ম্মাদি, রাজ্যপ্রাপ্তি এবং বনবাস,এ সকলই চিত্তবান্ ব্যক্তিকে অতিশয় দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু নিশ্চিত্ত—অর্থাৎ চিত্তের অধিকার হইতে উন্মুক্ত ব্যক্তির আর সুখের সীমা থাকে না। ৩৪। যেরূপ বীজ হইতে প্রকাণ্ড পাদপের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেইরূপ দেহাদি আকৃতি ধারণ দ্বারা এই চিত্ত হইতে জগতের পরিণাম ঘটিয়া থাকে।৩৫। যেরূপ বায়ু-বেগ-প্রভাবে বৃক্ষের কম্পন ঘটে,ভূমিকম্প দ্বারা যেরূপ অচলের বিচল ভাব হইয়া থাকে, যেরূপ ভস্ত্রাবরণ-সঞ্চালন দ্বারা ভস্ত্রান্তর্গত বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ চিত্তের সাহায্যে দেহ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ৩৬। জরা-মরণ-ধর্ম্মাবলম্বী দেহিগণ, সকল

সর্ব্বভূতোপভোগানাং জরামরণজন্মনাং।
মহামুনীনাং সুদৃঢ়ং চিত্তং বিদ্ধি সমুদ্গকং। ৩৭।
ইদং প্রবর্ত্ততে সর্ব্বং চিত্তমেব জগত্ত্রয়া।
দেহাদ্যাকারজালেন চিত্তং জীবো মনোময়ং। ৩৮।
বুদ্ধির্মহদহঙ্কারঃ প্রাণাশ্চেত্যাদিভির্মুনে।
ক্রিয়ানুরূপৈরভিধাব্যাপারৈঃ শান্তমুচ্যতে। ৩৯।
চিত্তং সর্ব্বমিতি প্রাহুস্তস্মিংস্ত্যক্তে মহীপতে।
সর্ব্বাধিব্যাধিসীমান্তঃ সর্ব্বত্যাগঃ কৃতোভবেৎ। ৪০।
চিত্তত্যাগং বিদুঃ সর্ব্বত্যাগং ত্যাগবিদাম্বর।
তস্মিন্ সিদ্ধে মহাবাহো সত্যং কিং নানুভূয়তে। ৪১।

প্রকার ভোগ-সুখ-রত ব্যক্তি সকল, এমন কি,শান্ত গুণাবলম্বী ঋষিগণও চিত্তের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; অতএব, চিত্তকেই সকলের আধার বলিয়া জানিও। ৩৭। চিত্ত হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে; অশান্ত চিত্তই মনন প্রযুক্ত মনোময়, এবং প্রাণ-চেষ্টা দ্বারা জীবরূপ ধারণ করিয়া, বাহিরে স্থূল দেহ ধারণ করত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৩৮। অন্তঃকরণ শান্ত হইলে বুদ্ধি,মহৎ অহঙ্কার,প্রাণ, চৈতন্য ইত্যাদি ক্রিয়ানুগত নাম ধারণ করিয়া, প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৩৯। হে নৃপতে! তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা চিত্তকে সর্ব্বময় বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন; অতএব, উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে সর্ব্বত্যাগ ঘটিয়া থাকে এবং সকল প্রকার আধিব্যাধির সীমা বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৪০। হে সর্ব্বত্যাগীদিগের শ্রেষ্ঠ! চিত্তত্যাগকে পণ্ডিতেরা সর্ব্বত্যাগ বলিয়া বর্ণনা করেন; অতএব, হে মহাবাহো! যদি তাহা সিদ্ধ—অর্থাৎ চিত্তত্যাগ ঘটে, তাহা হইলে সত্য—অর্থাৎ ভূমানন্দ কি অনুভূত হয় না? । ৪১।

চিত্তে ত্যক্তে লয়ং যাতি দ্বৈতমৈক্যঞ্চ সর্ব্বতঃ।
শিষ্যতে পরমং শান্তমচ্ছমেকমনাময়ং। ৪২।
সূত্রং মুক্তাফলেনেব জগজ্জালং ত্রিকালকং।
সর্ব্বমন্তঃকৃতং যেন যেন সর্ব্বং সমুজ্ঝিতং। ৪৩।
যেন সর্ব্বং পরিত্যক্তং তস্মিন্ শূন্যেঽপি সংস্থিতং।
জগৎ সর্ব্বং ত্রিকালস্থং তন্তৌ মুক্তাবলী যথা। ৪৪।
অস্নেহেনেব দীপেন যেন সর্ব্বং সমুজ্ঝিতং।
সস্নেহেনেব দীপেন তেন সর্ব্বং প্রকাশিতং। ৪৫।
স্থিতং সর্ব্বং পরিত্যজ্য যঃ শেতেঽস্নেহদীপবৎ।
স রাজতে প্রকাশাত্মা সমঃ সস্নেহদীপবৎ। ৪৬।

চিত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে দ্বৈত ও একত্ব ভাব সর্ব্বপ্রকারে লয় পাইয়া থাকে; তখন অনাময়, নির্ম্মল, শান্ত, কেবল এক পরম পদার্থের অবশেষ মাত্র থাকে। ৪২। যেরূপ মুক্তামালার অন্তরে সূত্রসন্নিবেশ থাকে, সেইরূপ ত্রিকাল-সমন্বিত এই জগজ্জালকে যিনি অন্ত করিয়া থাকেন, যিনি সকল পদার্থের মধ্য-গত থাকিয়া সকলকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন,। ৪৩। যেরূপ তন্তুতে মুক্তা-বলীর অবস্থিতি, সেইরূপ যিনি সকল পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া, ত্রিকালস্থিত সকল পদার্থাভ্যন্তরে শূন্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন,। ৪৪। যেরূপ প্রদীপে তৈল না থাকিলে উহা নির্ব্বাণ হইয়া থাকে, সেইরূপ যিনি সকল পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া আছেন, তৈলসংযুক্ত দীপের ন্যায় তিনিই (আবার) সকল পদার্থকে প্রকাশিত রাখিয়াছেন। ৪৫। যিনি সকল পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ—নির্লিপ্তভাবে স্নেহশূন্য দীপের উপমা ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই আবার স্নেহপূর্ণ দীপদশার ন্যায় স্বপ্রকাশভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৪৬। যেরূপ অধিকৃত সমস্ত ভোগ্য পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া,

সমস্তবস্তুনিষ্কাসে যথাত্বমবশিষ্যসে।
সর্ব্বত্যাগে কৃতে তাদৃগ্বিজ্ঞানমবশিষ্যতে। ৪৭।
সমস্তবস্তুদাহেঽপি যথা ত্বং নেতরো নৃপ।
সর্ব্বত্যাগত এবাঙ্গ তথা নির্ব্বাণমুচ্যতে। ৪৮।
সর্ব্বত্যাগো হি শূন্যাত্মা আশ্রয়ঃ সর্ব্বসংবিদাং।
অনন্তানামুদারাণাং খমিবেদং দিবৌকসাং। ৪৯।
সর্ব্বত্যাগরসাপানে জরামরণভীতয়ঃ।
ন কাশ্চন প্রবাধন্তে খস্যেব ব্যোমলেখিকা। ৫০।
সর্ব্বত্যাগো মহারাজ সর্ব্বসম্পৎসমাশ্রয়ঃ।
ন গৃহ্লাতি হি যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বং তস্মৈ প্রদীয়তে। ৫১।

কেবল তুমি এক মাত্র অবস্থিতি করিতেছ, সেইরূপ সর্ব্ব-বস্তু-পরিত্যাগ ঘটিলে কেবল একমাত্র বিজ্ঞান-পদার্থ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ৪৭। হে নৃপতে! যে-রূপ সমস্ত বস্তু অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া তোমার কিছুই অন্যথা হয় নাই, সেইরূপ সর্ব্বত্যাগ ঘটিলে (লোকে) উহাকে নির্ব্বাণ বলিয়া থাকে। ৪৮। (জানিও,) সর্ব্বত্যাগই শূন্যাত্মারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এবং উহাই সকল প্রকার মহৎ জ্ঞানের আশ্রয়-স্থান; যেরূপ সূর্য্যচন্দ্রাদির পক্ষে অন্তরীক্ষই আশ্রয়-স্থান, ইহাও তদনুরূপ। ৪৯। আকাশের রেখাসকলের ন্যায় সর্ব্বত্যাগস্বরূপ রসকে ঈষৎ পরিমাণে আস্বাদন করিতে পাইলে, জীবের জরামৃত্যু প্রভৃতি ভয় বিদূরিত হইয়া থাকে। ৫০। হে মহারাজ! সর্ব্বত্যাগকে সর্ব্বসম্পত্তির স্থিতিস্থান বলিয়া জানিও; বাস্তবিক, যে ব্যক্তি কোন বস্তুই গ্রহণ করে না,—অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী হয়, সে ইহার নিকটে (সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়াও) নিখিল বস্তুর অধিকারী হইয়া থাকে। ৫১। হে ভূপাল! (আমি তোমাকে

কৃত্বা সর্ব্বপরিত্যাগং শান্তঃ স্বস্থো বিয়ৎসমঃ।
সৌম্যো ভবসি যদ্রূপস্তদ্রূপো ভব ভূপতে। ৫২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং বদতি বৈ কুম্ভে চিত্তত্যাগং মুহুর্মুহুঃ।
অন্তর্বিচারয়ন্ সৌম্যো রাজা বচনমব্রবীৎ। ৫৩।

শিখিধ্বজ উবাচ।

হৃদয়াকাশবিহগো হৃদয়দ্রুমমর্কটঃ।
ভূয়ো ভূয়ো নিরস্তং হি সমভ্যেত্যেব মে মনঃ। ৫৪।
জানামি চৈতদাদাতুং মৎস্যং জাল ইবাকুলং।
ত্যাগমস্য ন জানামি বিষয়াকৃষ্টচেতনঃ। ৫৫।

বলি,) তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া, শান্ত, সুখী, ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া সৌম্যভাবে অবস্থিতি করিতে থাক; তাহা হইলে যাহা ঘটিবার, সেই দিব্যরূপী হইতে পারিবে। ৫২। বশিষ্ঠ কহিলেন;—কুম্ভ, চিত্তত্যাগের উপায়-সম্বন্ধে বারংবার এই কথা বলিলে, প্রশান্ত নৃপতি অন্তরে উহার দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৫৩। শিখিধ্বজ কহিলেন;—যেরূপ আকাশমণ্ডলে পক্ষিগণের গতি হইয়া থাকে, যেরূপ বৃক্ষশাখাই শাখা-মৃগের অবলম্বন হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় হৃদয়াকাশের পক্ষী, এবং অন্তর-বৃক্ষের বানরতুল্য আমি, আমার নয় বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিলেও, আমার অন্তঃকরণ তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ৫৪। মৎস্য যেরূপ না জানিয়া জালবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় আমি মমতাদি-জড়ীভূত অন্তঃ-করণকে গ্রহণ করিতে জানি, কিন্তু বিষয়াকর্ষণে নষ্টচেতন হইয়া উহাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা অবগত নহি। ৫৫।

চিত্তস্যাদৌ স্বরূপং মে যথাবদ্ভগবন্ বদ।
ততশ্চিত্তপরিত্যাগং যথাবদ্ বদ মে প্রভো। ৫৬।

কুম্ভ উবাচ।

বাসনৈব মহারাজ স্বরূপং বিদ্ধি চেতসঃ।
চিত্তশব্দস্তু পর্য্যায়ো বাসনায়া উদাহৃতঃ। ৫৭।
ত্যাগস্তস্যাতিসুকরঃ সুসাধ্যঃ স্পন্দনাদপি।
রাজ্যাদপ্যধিকানন্দঃ কুসুমাদপি সুন্দরঃ। ৫৮।
মূর্খস্য তু মনস্ত্যাগো নূনং দুঃসাধ্যতাং গতঃ।
পামরস্যেব সাম্রাজ্যং তৃণস্যেব সুমেরুতা। ৫৯।

শিখিধ্বজ উবাচ।

স্বরূপং বেদ্মি চিত্তস্য বাসনাময়মাকুলং।
ত্যাগঃ স মন্যে দুঃসাধ্যো বজ্রনির্গিলনাদপি। ৬০।

(যাহা হউক, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,) হে ভগবন্! চিত্তের প্রথমাবস্থার স্বরূপত্ব কিরূপ, এবং পরেই বা কিরূপে উহার পরিত্যাগ ঘটিয়া থাকে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন। ৫৬। কুম্ভ কহিলেন;—হে মহারাজ! বাসনাকেই চিত্তের স্বরূপ বলিয়া জানিও; (বাস্তবিক,) চিত্ত শব্দটী বাসনার পর্য্যায়—অর্থাৎ প্রতিশব্দ বলিয়া, ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৫৭। চিত্তের স্পন্দন অপেক্ষা উহার পরিত্যাগ কঠিন ব্যাপার নহে; (বাস্তবিক,) ইহা রাজ্যাদি অপেক্ষা আনন্দকর, এবং কুসুম হইতে সুরম্য। ৫৮। (যথার্থ বলিতে হইলে,) মূর্খ লোকের পক্ষে চিত্তত্যাগ দুঃসাধ্য বিষয়, তৃণের সুমেরুতা,—অর্থাৎ স্তূপাকার, এবং পামরের সাম্রাজ্যভোগ যেরূপ সহজে বিচালিত হইবার নহে, ইহাও তদনুরূপ। ৫৯। শিখিধ্বজ কহিলেন;—(আপনার কথাক্রমে) চিত্তের বাসনাময় আকুল ভাবকেই উহার স্বরূপত্ব বলিয়া জানি; বজ্রকে নির্গিলন করা যেমন সহজ ব্যাপার নহে, সেইরূপ তাহাকে

সংস্মৃত্যামোদপুষ্পস্য দুঃখদাহানলস্য চ।
জগদক্তমৃণালস্য মোহমারুত খস্য চ। ৬১।
শরীরযন্ত্রবাহস্য হৃৎপদ্মভ্রমরস্য চ।
অযত্নাচ্চেতসস্ত্যাগো যথা ভবতি তদ্বদ। ৬২।

কুম্ভ উবাচ।

সর্ব্বনাশোহস্য যঃ সাধো চেতসঃ সংস্মৃতিক্ষয়ঃ।
স এব চিত্তসংত্যাগ ইত্যুক্তং দীর্ঘদর্শিভিঃ। ৬৩।

শিখিধ্বজ উবাচ।

চিত্তত্যাগাদহং মন্যে চিত্তনাশঃ সুসিদ্ধয়ে।
অভাবঃ শতশো ব্যাধেঃ কথমস্যানুভূয়তে। ৬৪।

পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য বলিয়া আমার ধারণা। ৬০। (বাস্তবিক,) এই চিত্ত, সংসার-উপবনের সুগন্ধ কুসুম, ইহা হইতে দুঃখ-দাবাগ্নি প্রসূত হইয়া থাকে; ইহাই জগৎ-পদ্মের মৃণাল, এবং মোহমারুতের উদ্ভাবক। ৬১। ইহা শরীর-যন্ত্রকে বাহিত করিয়া থাকে, এবং হৃৎপদ্মের ভ্রমরসাদৃশ্য ধারণ করে; অতএব, এরূপ চিত্তকে যাহাতে অযত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, আমাকে তাহা জানাইয়া দিউন। ৬২। কুম্ভ কহিলেন;—হে সাধো! চিত্তের সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়ের নামই সংসার-ক্ষয়; এবং উহাকেই চিত্তত্যাগ বলিয়া, দীর্ঘদর্শী মহাত্মগণ বর্ণন করিয়া থাকেন। ৬৩। শিখিধ্বজ কহিলেন;—চিত্তত্যাগ ঘটিলে, কার্য্যসিদ্ধির জন্য চিত্তের যে বিনাশ ঘটিয়া থাকে, এ কথা আমি স্বীকার করিয়া থাকি; কিন্তু এই চিত্তব্যাধির মমতা-বর্জনস্বরূপ ত্যাগ দ্বারা অভাব ঘটিলে, কিরূপে উহা অনুভূত হইয়া থাকে? (ইহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি)। ৬৪। কুম্ভ কহিলেন;—অহঙ্কারই শাখাপল্লববিশিষ্ট চিত্তবৃক্ষের

কুম্ভ উবাচ।

অহং বীজশ্চিত্তদ্রুমঃ সশাখাফলপল্লবঃ।
উন্মূলয় সমূলং তমাকাশহৃদয়ো ভব। ৬৫।

শিখিধ্বজ উবাচ।

চেতসঃ কিং মুনে মূলং কোঽঙ্কুরঃ কোঽস্য সম্ভবঃ।
কাঃ শাখাঃ কে চ তে স্কন্ধাঃ কথমুন্মূল্যতে চ সঃ। ৬৬।

কুম্ভ উবাচ।

অহমর্থাদয়ো যোঽয়ং সচিত্তাবেদনাত্মকঃ।
এতচ্চিত্তদ্রুমস্যাস্য বিদ্ধি বীজং মহীপতে। ৬৭।
পরমাত্মপদং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রং মায়াময়স্য তৎ।
এতস্মাৎ প্রথমোদ্ভিন্নাদঙ্কুরোঽনুভবাকৃতিঃ। ৬৮।

বীজস্বরূপ—অর্থাৎ উহা হইতে চিত্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে; অতএব, তোমাকে বলি, তুমি ঐ অহঙ্কারকে সমূলে উৎপাটন করিয়া, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল হৃদয় ধারণ কর। ৬৫। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে তপোধন! চিত্তের মূল এবং অঙ্কুর কি? কাহা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে? ইহার শাখা, এবং স্কন্ধদেশই বা কি? এবং কিরূপেই বা এই বৃক্ষের উন্মূলন ঘটে?। ৬৬। কুম্ভ কহিলেন;—হে নৃপতে! আমি এবং অর্থাদি মমতারূপ যে অভিমানকে দেখিতে পাও, উহাকেই চিত্তপাদপের বীজ বলিয়া জানিও। ৬৭। (তুমি) পরমাত্ম-পদকে ক্ষেত্র বলিয়া বোধ করিও; কিন্তু জানিও, উহা মায়ার আবরণে আবৃত হইলে, মায়াক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; এই ক্ষেত্র হইতে প্রথমে যে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাই অনুভবপদবাচ্য। ৬৮। যখন বীজাঙ্কুর প্ররোহের নিশ্চয়তা-নিবন্ধন নিরাকার ভাব প্রকাশ

নিশ্চয়াত্মা নিরাকারো বুদ্ধিরিত্যেব সোচ্যতে।
অস্য বুদ্ধ্যভিধানস্য যাঙ্কুরস্য প্রপীনতা। ৬৯।
সংকল্পরূপিণী তস্যাশ্চিত্ত নাম মনোঽভিধাঃ।
জীবো মিথ্যোপলম্ভাত্মা শূন্যাত্মা হ্যুপলোপমঃ। ৭০।

শিখিধ্বজ উবাচ।

চিত্তদ্রুমস্য শাখাদেঃ কুর্ব্বাণোঽহং বিকর্ত্তনং।
কথং করোমি মূলস্য নিঃশেষকষণং মুনে। ৭১।

কুম্ভ উবাচ।

বাসনা বিবিধাঃ শাখাঃ ফলস্পন্দাদিনান্বিতাঃ।
অভাবিতা ভবন্ত্যন্তর্লূনা সংবিদ্বলেন তে। ৭২।
অসংসক্তমনা মৌনী শান্তবাদবিচারণঃ।
সম্প্রাপ্তকারী যঃ সোঽন্তর্লূনশ্চিত্তলতো ভবেৎ। ৭৩।

পায়, তখনই উহা বুদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; বুদ্ধিরূপী ঐ অঙ্কুরের যে বৃদ্ধিদশা,। ৬৯। উহাই সঙ্কল্পরূপে পরিণত হয়; যেরূপ উপলখণ্ডের অন্তরপ্রদেশ শূন্যময় হইয়া থাকে, সেইরূপ তখন উহা মিথ্যা মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, জীবরূপ ধারণ করিয়া থাকে। ৭০। হে মুনে! আমি চিত্ত-রূপী বৃক্ষের শাখা প্রভৃতিকে কর্ত্তন করিয়াছি বটে, কিন্তু কিরূপে ইহাকে নির্ম্মূল করি, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। ৭১। কুম্ভ কহিলেন;—ফলস্পন্দন-সমন্বিত চিত্তবৃক্ষ হইতে বাসনানাম্নী বিবিধ শাখা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে; কিন্তু তত্তাবৎ জ্ঞান-বল-প্রভাবে জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই অন্তরে ছিন্ন হইয়া থাকে। ৭২। যে ব্যক্তির অন্তরে কোনও প্রকার আসক্তি নাই, যে লোক মৌনব্রতাবলম্বী, শান্তি-বিচার পরায়ণ এবং উপস্থিত কার্য্যসাধনে অগ্রসর, কেবল সেই ব্যক্তিই, অন্তরস্থিত চিত্ত-লতাকে বিনষ্ট করিতে পারে। ৭৩।

চিত্তদ্রুমলতাজালং পৌরুষেণ বিকর্ত্তয়ন্ ।
যস্তিষ্ঠতি স মূলস্য যোগ্যো নিকষণে ভবেৎ । ৭৪ ।

শিখিধ্বজ উবাচ ।

অহংভাবাত্মনশ্চিত্তদ্রুমবীজস্য হে মুনে ।
কোঽনলো দহনাখ্যোঽস্মিন্ কর্ম্মণ্যর্থকরো ভবেৎ । ৭৫ ।

কুম্ভ উবাচ ।

রাজন্ স্বাত্মবিচারোঽয়ং কোঽহং স্যামিতিরূপধৃক্ ।
চিত্তদুদ্রুমবীজস্য দহনে দহনঃ স্মৃতঃ । ৭৬ ।

শিখিধ্বজ উবাচ ।

মুনে ময়া স্বয়া বুদ্ধ্যা বহুশঃ প্রবিচারিতং ।
যাবন্নাহং জগন্নোর্ব্বী বনমণ্ডলমণ্ডিতং । ৭৭ ।
নাদ্রেস্তটং ন বিপিনং ন পর্ণস্পন্দনাদি চ ।
জড়ত্বান্ন চ দেহাদি ন মাংসাস্থ্যসৃগাদি চ । ৭৮ ।

যে ব্যক্তি, চিত্তবৃক্ষের লতাপ্রতানকে নিজ-পৌরুষ-প্রভাবে কর্ত্তন করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই ইহার মূলোচ্ছেদে সক্ষম হইবার যোগ্য। ৭৪। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে মুনিবর! অহংভাবপরিপূর্ণ চিত্তবৃক্ষের বীজকে দহন করিতে পারে এমন অগ্নি কে? । ৭৫ । কুম্ভ কহিলেন;—হে রাজন্! "এই দেহ-ধারী আমি কে" এইরূপ আত্মবিচারই চিত্তস্বরূপ কুৎসিত বৃক্ষকে দগ্ধ করিতে পারে। ৭৬। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে মুনে! আমি স্বকীয় বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত জগৎসম্বন্ধে বারংবার বিচার করিয়া ইহা অবধারিত করিয়াছি যে, এই জগৎ, কিম্বা বনমণ্ডলমণ্ডিত ভূমণ্ডলে আমিত্ব নাই। ৭৭। অদ্রিতট, অরণ্য, পর্ণস্পন্দন, জড়ত্ব-নিবন্ধন দেহাদি, কিম্বা দেহের উপাদান মাংস, অস্থি ও শোণিত প্রভৃতি এ সকল অহংপদার্থ নহে। ৭৮। হে ভগবন্! অহন্ত্বাদি মালি-

জ্ঞানম্নপীতি ভগবন্নহন্ত্বমলমার্জ্জনং।
অন্তর্যজ্‌জ্ঞং ন জানামি তেন তপ্যে চিরং মুনে। ৭৯।

কুম্ভ উবাচ।

এতাবন্মাত্রকং বৃন্দং যদি ন ত্বং মহীপতে।
জড়ত্বাত্তন্মহাবুদ্ধে যোঽসি তদ্বদ মেঽনঘ। ৮০।

শিখিধ্বজ উবাচ।

চিন্মাত্রমহমচ্ছাত্ম বেদনং বিদুষাং বর।
যত্র ভাবাঃ স্বদন্তে তে নির্নীয়ন্তে চ যেন বা। ৮১।

ন্যমার্জ্জন-বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত থাকিলেও অন্তরস্থিত চৈতন্যপদার্থ জানিতে আমার বিজ্ঞতা নাই; হে মুনে! আমি সেই কারণে দীর্ঘকালাবধি সন্তপ্তহৃদয়ে কালক্ষেপ করিতেছি;—অর্থাৎ তপশ্চর্য্যায় আমার কাল হরণ হইতেছে। ৭৯। কুম্ভ কহিলেন;—হে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন মহীপতে! যদি তুমি জড়ত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকার অহঙ্কাররূপী না হও;—অর্থাৎ নিখিল দৃশ্য পদার্থ তোমার বলিয়া তোমার অহঙ্কার না ঘটে, তাহা হইলে হে অনঘ! তুমি যে প্রকারে অবস্থিতি কর, তাহা—অর্থাৎ তোমার স্বরূপতত্ত্ব আমার নিকটে প্রকাশ কর। ৮০। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে পণ্ডিতাগ্রগণ্য! যে পদার্থ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বকীয় ইষ্টানিষ্ট অবধারণ করিয়া থাকে, যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আনন্দৈকরস চৈতন্যপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, এবং অনানন্দ অজড়রূপ শব্দাদি বিষয় সকল আস্বাদিত হইয়া থাকে, আমি সেই নির্ম্মল চিন্মাত্র এবং আত্ম-তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ। ৮১। বিবেক-দৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেখিলে, এই প্রকার

এবং রূপস্য মে লগ্নং নূনং মলমকারণং।
সকারণং বাহমিতি যৎ পদং ন চ বেদ্ম্যহং। ৮২।

কুম্ভ উবাচ।

ব্রূহি কিং তন্মহাবাহো লগ্নং তব মলং মহৎ।
স্থিতোঽসি যেন সংসারী সতা বাপ্যথবাসতা। ৮৩।

শিখিধ্বজ উবাচ।

চিত্তদ্রুমস্য যদ্বীজমহংভাবশ্চ মে মলং।
তচ্চ ত্যক্তুং ন জানামি ত্যক্তং ত্যক্তমুপৈতি মাং। ৮৪।

কুম্ভ উবাচ।

কারণাজ্জায়তে কার্য্যং যত্তৎ সর্ব্বত্র সংভবেৎ।
অন্যত্বসদ্বিচন্দ্রাভং দৃষ্টমেতন্ন বিদ্যতে। ৮৫।

আমার দেহাদি-কোশে অহং—অর্থাৎ অভিমানরূপ মালিন্য যে সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহা জানিতে পারি; কিন্তু ইহা কারণাধীন কি না, অবগত নহি; কারণ, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মবস্তু চিনিতে পারি নাই। ৮২। কুম্ভ কহিলেন;—হে মহাবাহো! সত্য, কিম্বা মিথ্যাময় যে মালিন্য ধারণ করিয়া, তুমি সংসারী হইয়া অবস্থিতি করিতেছ, সেজন্য তুমি কি বলিতে চাও যে, তোমার অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পাইয়াছে? । ৮৩। শিখিধ্বজ কহিলেন;—আমি জানি, অজ্ঞানতাই চিত্তবৃক্ষের বীজ,—অর্থাৎ যাহা হইতে চিত্তপাদপের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা এবং অহম্ভাব, ইহাই আমার নিকটে মহৎ মালিন্য বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে; (কি আশ্চর্য্য!) যদিও আমি উহাকে পরিত্যাগ করিতে জানি না, কিন্তু কোনও রূপে ত্যাগ করিতে গেলে ইহার সমূলোৎপাটন না হওয়াতে, উহা বারংবার আমাকে অধিকার করিয়া থাকে। ৮৪। কুম্ভ কহিলেন;—কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং এই নিয়মই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া আছে; অন্য—অর্থাৎ কারণ-ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎ-

কারণাজ্জায়তে কার্য্যমহম্ভাবাদ্ভবাঙ্কুরঃ।
ইতি কারণমন্বিষ্য কথয়স্ব মমাধুনা। ৮৬।

শিখিধ্বজ উবাচ।

মুনেঽহমিতি দোষস্য বেদনং বেদ্মি কারণং।
তদ্যথোপশমং যাতি তন্মে বদ মুনীশ্বর। ৮৭।

কুম্ভ উবাচ।

বিদ্যতে যদি দেহাদিবস্তুসত্তা তদস্তি তে।
অভাবাদ্দেহসত্তাদেঃ কিং নিষ্ঠং তব বেদনং। ৮৮।

পত্তি দ্বিতীয় চন্দ্রোদয়ের ন্যায় মিথ্যাময় বলিয়া জানিও; বাস্তবিক, যদি সম্যক্ জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে ইহার বিদ্যমানতা থাকে না। ৮৫। কারণ হইতেই কার্য্য, এবং অহম্ভাব হইতে সৃষ্টির অঙ্কুর প্রকাশ পাইয়া থাকে; অতএব, তোমাকে বলি, তুমি কারণ অন্বেষণ করিয়া আমাকে যাহা প্রশ্ন করিতে হয়, কর। ৮৬। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে মুনে! আমি দেহাদির আকার এবং তদাশ্রয়ী অহঙ্কারাদি অভিমানের অধিকারবিষয়ক জ্ঞানের কারণ অবগত আছি; কিন্তু হে মুনীশ্বর! কিরূপে ঐ মিথ্যাময় জ্ঞান উপশমিত হইয়া থাকে, তাহা অবগত নহি; অতএব, আমাকে তাহা জানাইয়া দিউন। ৮৭। কুম্ভ কহিলেন;—যদি তুমি দেহাদির বিদ্যমানতা স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার বস্তুসত্তা আছে এ কথা অবশ্য মানিতে হইবে; (কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,) দেহ-সত্তাদির অভাব হইলে কিরূপে তোমার তদ্বিষয়ক জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি পাইতে পারিবে, বল?। ৮৮।

শিখিধ্বজ উবাচ।

যস্যোপলভ্যতে কিঞ্চিৎ স্বরূপং কলনাত্মকং।
অসদ্রূপং কথং তৎ স্যাৎ প্রকাশঃ স্যাৎ কথং তমঃ। ৮৯।
হস্তপাদাদিসংযুক্তঃ ক্রিয়াফলবিলাসবান্।
সদানুভূয়মানোঽয়ং দেহো নাস্তি কথং মুনে। ৯০।

কুম্ভ উবাচ।

কারণং যস্য কার্য্যস্য ভূমিপাল ন বিদ্যতে।
বিদ্যতে নেহ তৎকার্য্যং তৎসংবিত্তিস্তু বিভ্রমঃ। ৯১।
কারণেন বিনা কার্য্যং শরীরং ন কদাচন।
বিদ্যতে যস্য নো বীজং তদ্ দ্রব্যং ক্বেব রাজতে। ৯২।

শিখিধ্বজ কহিলেন;—সত্তা-নিবন্ধন যাহার স্বরূপত্ব সংলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাকে কিরূপে মিথ্যা বলিতে পারা যাইতে পারে, বলুন? কারণ, আলোক কি কখনও অন্ধকার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে? । ৮৯। হে মুনে! যাহার হস্তপদাদি অঙ্গ সকল দেখিতে পাইতেছি, যে আপন ক্রিয়া দ্বারা ফল লাভ করিয়া থাকে, যাহাকে সর্ব্বদা অনুভব করা যায়, সেই দেহের বিদ্যমানতাপক্ষে কিরূপে সন্দেহ করা যায়, বলুন?। ৯০। কুম্ভ কহিলেন;— হে অবনীপতে! যে কার্য্যের কারণ অনুভূত হয় না, এরূপ কার্য্য সংসারে নাই; তবে যদি কখনও এরূপ জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব ঘটে,—অর্থাৎ এরূপ হইতে পারে, তাহা হইলে (জানিও) তাহা ভ্রমাত্মক। ৯১। যেরূপ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ অকারণ শরীর-সৃষ্টি হইতে পারে না; কারণ, যাহার বীজ নাই, তাহা হইতে কিরূপে পদার্থসৃষ্টি হইতে পারে,

অকারণন্তু যৎকার্য্যং সদিবাগ্রেঽনুভূয়তে।
তদ্দ্রষ্টুর্বিভ্রমাদ্বিদ্ধি মৃগতৃষ্ণাজলোপমং। ৯৩।

শিখিধ্বজ উবাচ।

অসতোঽদ্বীন্দুবিম্বাদের্নমুক্তং কারণেক্ষণং।
বন্ধ্যাতনয়সর্ব্বাঙ্গমণ্ডনং কস্য রাজতে। ৯৪।

কুম্ভ উবাচ।

কারণাভাবতো রাজন্ পিতা নাম ন বিদ্যতে।
অসতো যত্তু সংজাতমসদেব তদুচ্যতে। ৯৫
পদার্থানাঞ্চ কার্য্যাণাং কারণং বীজমুচ্যতে।
সম্ভবত্যঙ্গ জগতি ন বীজেন বিনাঙ্কুরঃ। ৯৬

বল ? । ৯২ । কারণ-ব্যতিরেকে যে কার্য্যের উৎপত্তি, তাহা যদিও সত্য-স্বরূপে প্রথমে প্রকাশিত হয়, কিন্তু মৃগতৃষ্ণানিবন্ধন যেরূপ জলভ্রম ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় উহাকে দর্শনকর্ত্তার ভ্রম বলিয়া জানিও। ৯৩। শিখিধ্বজ কহিলেন ;—যেরূপ অপুত্রবতী রমণীর পুত্রের অসম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্য সম্ভাবিত নহে, সেইরূপ মিথ্যাময় দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রতিবিম্ব-দর্শন কথনও যুক্তিযুক্ত, বা কারণসঙ্গত নহে। ৯৪। কুম্ভ কহিলেন ;—হে রাজন্ ! কারণের অভাব ঘটিলে জনকত্বেরও বিদ্যমানতা থাকে না ; কারণ, অসদ্বস্তু হইতে যাহার উৎপত্তি, সে বস্তুও অসৎ—অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৯৫। যেরূপ বীজ হইতে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ জগতে সমস্ত কার্য্য হইতেই কারণের সৃষ্টি ঘটিয়াছে জানিও ; বীজ-ব্যতি-

তস্মান্ন কারণং যস্য কার্য্যস্যেহোপপদ্যতে।
বীজাভাবে হি তন্নাস্তি তৎসংবিত্তিস্তু বিভ্রমঃ।
অবশ্যং খলু যন্নাস্তি নির্বীজং তন্মতিভ্রমঃ। ৯৭।

শিখিধ্বজ উবাচ।

পিতামহানাং পুত্রাণাং পিতৃণাঞ্চ জগত্ত্রয়ে।
অদ্যঃ পিতামহঃ কস্মাৎ পূর্ব্বোৎপত্তৌ ন কারণং। ৯৮।

কুম্ভ উবাচ।

আদ্যঃ পিতামহো যঃ স্যাৎ সোঽপি নাস্ত্যেব ভূপতে।
কারণাভাবতো নিত্যং যদা ভাবো ন কস্যচিৎ। ৯৯।

রেকে যেরূপ অঙ্কুরপ্ররোহ প্রকাশ পায় না, ইহাও তদনুরূপ।৯৬। অতএব, যে কার্য্যের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, বীজের অভাবে অঙ্কুরের ন্যায়, তাহার অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে; সুতরাং এরূপ জ্ঞান কেবল ভ্রমমাত্র; যেরূপ বীজ না থাকিলে তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গাম সম্ভাবিত নয়, কিন্তু তা বলিয়া তাহা হইতে অঙ্কুর-জননের আশা করা যেরূপ, কারণ-ব্যতিরেকে কার্য্যের আশা করাও তদ্রূপ মতিভ্রমপরিচায়ক। ৯৭। শিখিধ্বজ কহিলেন;—এই ত্রিজগন্মণ্ডলে পিতামহ, পুত্র, কিম্বা পিতৃপুরুষদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পিতামহ কেন পূর্ব্বোৎপত্তির কারণ হইতে পারেন না, তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন। ৯৮। কুম্ভ কহিলেন;—যেরূপ কারণের অভাব ঘটিলে কাহারও কোনও ভাবেরই বিদ্যমানতা থাকে না, সেইরূপ হে নরনাথ! যিনি আদ্য পিতামহরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারও অস্তিত্ব নাই। ৯৯। পরমেশ্বর সত্যস্বরূপে অবস্থিত হইয়া মায়াধীন প্রযুক্ত

কারণস্য স্ববীজস্য নিত্যাভাবাৎ পিতামহঃ।
অন্যঃ স দৃশ্যমানোঽপি ভ্রমাদন্যো ন বিদ্যতে। ১০০।
মৃগতৃষ্ণাম্বুবদ্ভ্রান্তি-রূপ এবাবভাসতে।
পিতামহার্থকারিত্বমপি তস্য ভ্রমাত্মকং। ১০১।
তস্মাচ্চিদাত্মকতয়াত্মনি চিত্ততোঽয়ং
নিত্যং স্বয়ং কচতি ভূমিপ দেবদেবঃ।
তেনৈব পদ্মজ ইতি স্বয়মাত্মনাত্মা
প্রোক্তঃ স্বরূপ ইতি শান্তমিদং সমস্তং। ১০২।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে শিখিধ্বজাববোধনং নাম সপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৭০। *।

যখন সৃষ্টিকার্য্য করিতে থাকেন, তখনই তিনি পিতামহ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, এতভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে; চিদংশের অভাব হইলে তাঁহার মায়াংশ জড়রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, কারণপদের বাচ্য হইয়া থাকে, এবং তখনই অবিদ্যারূপ বীজের কারণ হইয়া থাকে; পূর্ণ পরমাত্মাতে ভ্রমাদির অধিকার থাকিতে পারে না। ১০০। মৃগতৃষ্ণা-নিবন্ধন যেরূপ জলভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ মিথ্যাময় সংসারের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে; (জানিও,) পিতামহ বলিয়া যাঁহাকে জানিয়াছ, তাহাও ভ্রমাত্মক। ১০১। অতএব, হে ভূমিপতে! দেবদেব পরমাত্মা একমাত্র চৈতন্যরূপে সকলের আত্মাতে বিরাজিত থাকিয়া, হিরণ্যগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া তরু পর্য্যন্ত সমস্ত সর্গকে নিয়ত সৃষ্টি করত স্বকীয় অংশস্বরূপে সর্ব্বদেহে নিত্যকাল ব্যাপ্ত রহিয়াছেন; এই কারণে তিনিই আত্মাস্বরূপে পদ্মযোনি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন; বাস্তবিক, ধীর ব্যক্তিগণ তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া, নানা প্রকার নামকরণ করিয়া সমস্ত সংসারকে শান্ত ব্রহ্মময় বলিয়া অবগত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহারই উপাসনায় কাল হরণ করিয়া থাকেন। ১০২।

কুম্ভ উবাচ।

ইতি তে কথিতং সর্ব্বং শিখিধ্বজ মহীপতে।
যথেদমুত্থিতং সর্ব্বং যথা চ প্রবিলীয়তে। ১।
এতচ্ছ্রুত্বা চ বুদ্ধা চ মত্বা চ মুনিনায়ক।
যথেচ্ছসি তথা তিষ্ঠ দৃষ্টে স্পষ্টে পরে পদে। ২।
স্বর্গং গচ্ছাম্যহং পর্ব্বকালেঽস্মিন্নারদো মুনিঃ।
ব্রহ্মলোকাৎ সমায়াতো ভবত্যমরসংসদি। ৩।
ত্যক্তসংকল্পলেখেন ন কিঞ্চিদভিবাঞ্ছতা।
ত্বয়া সদৈব বস্তব্যং দৃষ্টিরেষৈব পাবনী। ৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি যাবৎ প্রতিবচঃ পুষ্পহস্তঃ শিখিধ্বজঃ।
প্রণামায় দদাত্যেষ তাবদন্তর্ধিমাযযৌ। ৫।

কুম্ভ কহিলেন ;—হে মহীপতে শিখিধ্বজ! যেরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে, আমি তোমার নিকটে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। ১। হে মুনিপুঙ্গব! তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া এবং অবগত হইয়া, তদনুসারে ব্রহ্ম-বস্তু সাক্ষাৎ করত যেরূপে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা কর, অবস্থিতি করিতে থাক। ২। আমি এক্ষণে স্বর্গধামে গমন করিব ; এই পর্ব্বসময়ে মদীয় পিতৃদেব নারদ ঋষির, ব্রহ্মলোক হইতে প্রতিগমন করিয়া দেবেন্দ্র-সভায় অমরাবতীতে উপস্থিত থাকিবার কথা। ৩। (তোমাকে বলিতেছি, তুমি) সমস্ত সঙ্কল্প-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতে থাক, এই আমার পবিত্র উপদেশ। ৪। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—নৃপতি শিখিধ্বজ, এই কথা শ্রবণ করিয়া, করে পুষ্পভার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পবিত্র কুসুমরাশি প্রদান করিয়া প্রত্যুত্তর দিয়া যেই প্রণাম

প্রতিভানগতং বস্তু যথৈবাস্তে ন দৃশ্যতে।
ন দৃষ্টবাংস্তথা কুম্ভমগ্রে রাজা শিখিধ্বজঃ। ৬।
গতে কুম্ভে মহীপালঃ পরং বিস্ময়মাযযৌ।
তমেব চিন্তয়ংশ্চিত্রং চিত্রার্পিত ইবাভবৎ। ৭।
ইদং সংচিন্তয়ামাস চিত্রং বিলসিতং বিধেঃ।
যৎকুম্ভব্যপদেশেন বোধিতোঽস্মি চিরোদয়ং। ৮।
ক নারদস্থতঃ কুম্ভঃ কাহং নাম শিখিধ্বজঃ।
কেবলং কালযুক্ত্যেব সোঽহং সংপরিবোধিতঃ। ৯।
অহো নু সম্যক্ কথিতং দেবপুত্রেণ যুক্তিমৎ।
অহো নু সংপ্রবুদ্ধোঽস্মি মোহনিদ্রাকুলশ্চিরাৎ। ১০।

করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি কুম্ভ অন্তর্হিত হইলেন। ৫। জাগ্রতসময়ে যেরূপ স্বপ্নলব্ধ বস্তুসকলকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার ন্যায় নৃপাল, অগ্রে উপস্থিত থাকিয়াও মুনিবরকে দেখিতে পাইলেন না। ৬। কুম্ভ অন্তর্হিত হইলে পর, মহীপতি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মনে মনে এই চিত্র চিন্তা করত চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন তিনি, কুম্ভ-সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনচ্ছলে আমি দীর্ঘকালের পর যে প্রবুদ্ধ হইয়াছি, ইহা বিধাতার বিচিত্র চিত্র ভিন্ন আর কিছু নয় বলিয়া, সতত এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৮। হায়! নারদনন্দন কুম্ভই বা কোথায়? এবং নৃপাল শিখিধ্বজ আমিই বা কোথায়? কেবল ভাগ্যোদয় এবং সময়-যোগ দ্বারা আমি প্রবোধিত হইয়াছি। ৯। অহো! দেবাত্মজ আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ প্রকারে যুক্তিপূর্ণ; আমি দীর্ঘকাল মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলাম, এক্ষণে তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রভাবে চৈতন্য লাভ করিয়াছি। ১০। (যাহা হউক,) আমি শান্ত-চিত্ত ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া,

শাম্যামি পরিনির্বামি সুখমাসে চ কেবলং।
তৃণাগ্রমপি নেচ্ছামি সংস্থিতোঽস্মি যথাস্থিতং।১১।
এবং সংচিন্তয়ন্ রাজা নূনং নির্বাসনাশয়ঃ।
শৈলাদিব সমুৎকীর্ণো মৌনমেবাবতস্থিবান্। ১২।
তস্মিন্নেব ততো মৌনে নিঃসংকল্পে নিরাশ্রয়ে।
প্রতিষ্ঠাং নিশ্চলাং প্রাপ্য স তস্থৌ গিরিশৃঙ্গবৎ। ১৩।
নির্বিকল্পসমাধানাৎ কাষ্ঠকুড্যোপমস্থিতিঃ।
এবং শিখিধ্বজো রাজা চূড়ালামধুনা শৃণু। ১৪।
শিখিধ্বজং তং ভর্ত্তারং কুম্ভবেশেন তেন সা।
প্রবোধ্যান্তর্ধিমাগত্য ততার তরসা নভঃ। ১৫।

প্রকৃত সুখের মুখ দর্শন করিয়াছি; (অন্য কথা কি,) তৃণাগ্র পর্য্যন্ত গ্রহণে আমার স্পৃহা নাই; আমি যেরূপে—অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে অবস্থিতি করিতে হয়, তাহাই করিতেছি। ১১। নৃপ এই প্রকার চিন্তা করিয়া, মনের বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শৈল হইতে সমুৎকীর্ণ প্রতিমাদির ন্যায় মৌনভাব ধারণ করিলেন। ১২। তদনন্তর সংকল্পশূন্য, আশ্রয়বিহীন, মৌনভাবাপন্ন অবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৩। (এ দিকে) নৃপতি শিখিধ্বজ নির্ব্বিকল্প-সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, কাষ্ঠ ও ভিত্ত্যাদির ন্যায় নির্ম্মল ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; (ও দিকে) চূড়ালার কি ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১৪। কুম্ভবেশধারিণী চূড়ালা স্বকীয় স্বামীকে প্রবোধিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, এবং শূন্যমার্গে গমনপূর্ব্বক তাহা অতিক্রম করিলেন। ১৫। তিনি মায়া-প্রভাবে যে দেবপুত্রাকৃতি

দেবপুত্ত্রাকৃতিং ব্যোম্নি জহৌ মায়াবিনির্ম্মিতাং।
বিদগ্ধমুগ্ধমাকারং স্ত্রৈণং জগ্রাহ সুন্দরং। ১৬।
নভসা স্বপুরং প্রাপ্য বিবেশান্তঃপুরং ক্ষণাৎ।
দৃশ্যা বভূব লোকস্য নৃপকর্ম্ম চকার চ। ১৭।
বাসরত্রিতয়েনাথ পুনরম্বরমেত্য সা।
বভূব কুম্ভযোগেন শিখিধ্বজ বনং যযৌ। ১৮।
তথা তত্রৈব তং ভূপমপশ্যদ্বনভূমিগা।
নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থং সমুৎকীর্ণমিব দ্রুমং। ১৯।
অহো নু খলু ভো দিষ্ট্যা বিশ্রান্তোহয়মিহাত্মনি।
স্থিতঃ স্বস্থঃ সমঃ শান্ত ইত্যুবাচ পুনঃ পুনঃ। ২০।

ধারণ করিয়াছিলেন, শূন্যদেশে তাহা পরিত্যাগ করিলেন, এবং স্বভাবসুলভ ললিত ললনারূপ গ্রহণ করিলেন। ১৬। (ক্রমে) ক্ষণ-কাল-মধ্যে শূন্যপথের আশ্রয়ে স্বকীয় পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং (পূর্ব্ববৎ) রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রাজকার্য্য সমাধা করত প্রকৃতি পালন করিতে লাগিলেন। ১৭। অনন্তর এইরূপে দিবসত্রয় অতিবাহিত হইলে পর, পুনর্ব্বার অম্বর-পথাবলম্বন পূর্ব্বক কুম্ভ-দেহ ধারণ করত পতি নৃপতি যেখানে তপস্যা করিতেছেন, সেই বনে উপস্থিত হইলেন। ১৮। এবং নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বৃক্ষচ্ছেদ করিয়া তদ্দ্বারা কাষ্ঠময় প্রতিমা প্রস্তুত করিলে তাহার যেরূপ নিশ্চল মূর্ত্তি ঘটে, তাহার ন্যায় সেই নরনাথ নির্ব্বিকল্প-সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন। ১৯। তখন তিনি এই কথা বারংবার বলিতে থাকেন, আহা! ভাগ্যক্রমে নৃপতি আত্মাতে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন; দেখিতেছি, ইনি শান্ত, নিরাময় ও সাম্যভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিতি

তদেনং তাবদেতস্মাদ্বোধয়ামি পরাৎ পদাৎ।
ইদানীমেব কিং দেহত্যাগমেষ করোতি বৈ। ২১।
কিঞ্চিৎ কালং স্ফুরত্বেষ রাজ্যেন বিপিনেন বা।
সমমেব গমিষ্যাবস্ত্যক্তদেহাবিমৌ সমৌ। ২২।
তস্যোপদেশো বিষমঃ পরিণামং ন গচ্ছতি।
অনেনাভ্যাসযোগেন তাবদাবোধয়াম্যহং। ২৩।
ইতি সংচিন্ত্য চূড়ালা সিংহনাদং চকার সা
ভূয়োভূয়ঃ প্রভোরগ্রে বনেচরভয়প্রদং। ২৪।
ন চচাল শিলেবাদ্রৌ যদা নাদেন তেন সঃ।
ভূয়োভূয়ঃ কৃতেনাপি তদা সা তং ব্যচালয়ৎ। ২৫।

করিতেছেন। ২০। অতএব, এক্ষণে ইহাঁকে ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া সচৈতন্য করি; (কি জানি পাছে,) ইহাঁর এই সমাধিতে প্রারব্ধ কর্ম্ম-শেষে তনুত্যাগ ঘটে। ২১। (আমার বিবেচনায়) এই নৃপতি অন্ততঃ কিয়ৎ-কালের জন্য রাজ্যভোগ, বা (কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত) বনবিহার করিতে থাকুন; পরে আমরা উভয়ে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া, একত্রে সমকালে কৈবল্য লাভ করিব। ২২। (যাহা হউক,) আমি রাজাকে যে বিষম উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হয়, উহা পরিণাম প্রাপ্ত হইবে না; অতএব, অভ্যাস-যোগ-সাহায্যে ইহাঁকে প্রবোধিত করি। ২৩। এই প্রকার চিন্তা করিয়া চূড়ালা, স্বামীর অগ্রে বারংবার ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; ঐ শব্দ এত দূর ভীষণ যে, শ্রুতিমাত্রে বনচরদিগেরও ভয়-সঞ্চার হইয়াছিল। ২৪। যেরূপ পর্ব্বতস্থিত শিলাখণ্ড পর্ব্বত হইতে প্র-চলিত হয় না, তাহার ন্যায় বারংবার ঘোর নিনাদ দ্বারা যখন নৃপতি বিচলিত হইলেন না, তখন তিনি পাণিসংপেষণ দ্বারা তাঁহাকে চালিত করিতে লাগিলেন। ২৫। তিনি চালিত ও পাতিত হইয়াও যখন সংজ্ঞালাভ

চালিতঃ পাতিতোঽপ্যেয যদা ন বুবুধে নৃপঃ।
তদা সংচিন্তয়ামাস চূড়ালা কুম্ভরূপিণী। ২৬।
অহো পরিণতঃ সাধু স্বপদে ভগবানয়ং।
তদেনং হি কয়া যুক্ত্যা সাম্প্রতং বোধয়াম্যহং। ২৭।
অথবৈনং মহাত্মানং কিমর্থং বোধয়াম্যহং।
বিদেহং বোধমাসাদ্য তিষ্ঠত্বেষ যথাসুখং। ২৮।
অহমপ্যঙ্গনাদেহমিমং ত্যক্ত্বা পরং পদং।
অপুনর্জননায়ৈব গচ্ছামীহ হি কিং সমং। ২৯।
ইতি সংচিন্ত্য দেহং স্বং ত্যক্তুমভ্যুদ্যতা সতী।
পুনঃ সংচিন্তয়ামাস চূড়ালা সা মহামতিঃ। ৩০।

করিলেন না, তখন কুম্ভরূপিণী নৃপভামিনী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৬। অহো! এই সাধু ব্যক্তি যথার্থই স্বপদে—ব্রহ্মবস্তু প্রাপ্তিতে পরিণত হইয়াছেন, অতএব, কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া সম্প্রতি ইঁহাকে প্রবোধিত করি? । ২৭। অথবা, এই মহাত্মাকে প্রবোধিত করিবার প্রয়োজন কি? ইনি ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মফল ক্ষয় করিয়া জীবন্মুক্তভাবে যে জ্ঞান লাভ করত সুখে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাই করিতে থাকুন। ২৮। আমিও আমার এই অঙ্গনাদেহ পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে পুন-র্জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, এজন্য ইঁহার সমভিব্যাহারে ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিবিষয়ে সমুদ্যত হই। ২৯। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সতী, স্বকীয় শরীর পরিহারে সমুদ্যত হইলেন; (এবং অকস্মাৎ) মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ৩০। আপাততঃ এই নৃপতির এই শরীরের প্রতি দৃষ্টি-

আলোকয়ামি চৈতাবদেনং দেহং মহীপতেঃ।
যদস্য সত্বশেষোঽস্তি বোধবীজং হৃদন্তরে। ৩১।
তৎকালেনৈষ ভগবান্ সংপ্ররোধমুপৈষ্যতি।
মূলকোশরসালীনং পুষ্পজালমিব দ্রুমে। ৩২।
তদৈবং বিহরন্ জীবন্মুক্ত এব ভবত্যলং।
মুক্তো ভবত্যথ যদি মন্যে গচ্ছামি তৎসমং। ৩৩।
ইতি সংচিন্ত্য চূড়ালাবলোক্য চ স্বকং পতিং।
স্পৃষ্ট্বা সাশঙ্কমঙ্গানি বভাসে বরবর্ণিনী। ৩৪।
অস্ত্যেব সত্বশেষোঽস্য হৃদি সংবোধকারণং।
সংবোধহেতূদয়নে সত্বশেষং ব্যবুধ্যত। ৩৫।

পাত করা আমার কর্ত্তব্য; (দেখা যাউক,) ইহাঁর অন্তরে চৈতন্যশক্তি প্রস্ফুরিত আছে কি না? যদি হৃদয়াভ্যন্তরে মায়ারহিত ব্রহ্মের অভিব্যাপ্তি থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত সময়ে, যেরূপ বসন্ত-সমাগমে বৃক্ষমূলে রস সঞ্চারিত হইয়া, তদ্দ্বারা ভাবী কুসুম-সমূহ-সৃষ্টি-সূচনা প্রকাশিত হয়, তাহার ন্যায় আমার স্বামীও প্রবোধিত হইতে পারিবেন। ৩১। ৩২। অতএব, ইনি জীবন্মুক্তভাবে অবস্থিতি করিতে থাকুন; যদিই বা মুক্তি পদ পাইয়া থাকেন, (তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? কারণ,) আমিও উহাঁর সমভি-ব্যাহারে কৈবল্য-পথে প্রস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছি। ৩৩। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, চূড়ালা, স্বকীয় স্বামীর প্রতি অবলোকন, ও সভয়ে তাঁহার গাত্র-স্পর্শপূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৩৪। যদিই বা ইহাঁর হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের কারণীভূত চৈতন্য-স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, হউক; তাহা হইলেই বা ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আমি পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিতেছি যে, যখন বোধ-বিষয়ের হেতু এবং তাহার উদয়-সূচনা দেখা যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই ইনি যে সত্ব-শেষ, (তাহার আর সন্দেহ নাই)। ৩৫। শ্রীরাম.

শ্রীরাম উবাচ।

ভৃশং সংশান্তচিত্তস্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমস্থিতেঃ।
সত্বশেষঃ কথং ব্রহ্মন্ জ্ঞায়তে ধ্যানশালিনঃ। ৩৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

প্রবোধকারণং যস্য দুর্লক্ষ্যাণুবপুর্হৃদি।
বিদ্যতে সত্বশেষোঽন্তর্বীজে পুষ্পফলং যথা। ৩৭।
চিত্তস্পন্দবিযুক্তস্য তস্যাস্পন্দিতসচ্চিতঃ।
দ্বিত্বৈকত্ববিহীনস্য সমস্যাচলসংস্থিতেঃ। ৩৮।

কহিলেন ;—যে ব্যক্তির চিত্ত প্রশান্ত, যে ব্যক্তি কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সদৃশ জড়ভাবে অবস্থিত, যে ব্যক্তি ধ্যানাবলম্বী, তাঁহার অন্তরে যে জীবশক্তি প্রকাশিত থাকে, ইহা কিরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়?। ৩৬। যেরূপ বীজ দেখিয়া তাহা হইতে ভবিষ্যতে যে ফল-পুষ্প-প্রসব ঘটিবে, ইহা জানা যাইতে পারে, সেইরূপ যে ব্যক্তির হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবোধের কারণ নিহিত থাকে, দুর্লক্ষ্য অণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, উহা দ্বারা অন্তরস্থিত অপ্রকাশ্য জীবশক্তির বিদ্যমানতা অনুভূত হইয়া থাকে। ৩৭। কিন্তু চিত্ত-স্পন্দ-বিহীন, নির্বিকল্প-সমাধি-পরায়ণ, অচলভাবে অবস্থিত, সাম্যভাবাপন্ন ব্যক্তি, সম-ভোগধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া, কখনও গ্লানি, কখনও সন্তোষ, কখনও অদৃশ্য, কখনও উদয় ভাব ধারণ করে না; সুতরাং সে ব্যক্তি, সতত সমভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ৩৮। যাহার অন্তঃকরণ, ঈশ্বর দ্বৈত, অথবা অদ্বৈত এই সন্দেহাত্মক

কায়ঃ সমসমাভোগো ন গ্লায়তি ন হৃষ্যতি।
নাস্তমেতি ন চোদেতি সমমেবাবতিষ্ঠতে। ৩৯।
দ্বিত্বৈকত্বাদিযুক্তস্য যস্য প্রস্পন্দতে মনঃ।
তস্য দেহোঽন্যতামেতি নাস্পন্দস্য কদাচন। ৪০।
চিত্তস্পন্দো হি সর্ব্বেষাং কারণং জগতঃ স্থিতেঃ।
রাম ভাববিকারাণাং কুসুমানাং যথা মধুঃ। ৪১।
অস্মিন্ প্রযাস্যতো দেহে চেতসো হি মুহুর্মুহুঃ।
হর্ষঃ কোপো ন সংমোহো বশমেতি রঘূদ্বহ। ৪২।
চিত্তে প্রশমমায়াতে কায়ো যঃ সত্ত্ববর্জ্জিতঃ।
বাধতে নাম্বরস্যেব তস্য ভাববিকারভূঃ। ৪৩।

জ্ঞানের অনুগত, তাহারই অন্তঃকরণ প্রস্পন্দিত হইয়া থাকে; সুতরাং তদীয় দেহ অন্য ভাব—অর্থাৎ বিকারাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু স্পন্দহীন জনের সেরূপ ঘটে না। ৩৯। ৪০। যেরূপ কুসুমাভ্যন্তরে মকরন্দের অবস্থিতি, হে রামচন্দ্র! চিত্তস্পন্দনই সেইরূপ জগতের স্থিতিসম্বন্ধে সকল প্রকার ভাব-বিকৃতির কারণ;—অর্থাৎ উহা দ্বারা নানাবিধ অবাস্তব বিষয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৪১। অতএব হে রঘূদ্বহ! এই দেহ হইতে দেহান্তর-গত হইয়া বারংবার নিগৃহীত হইলেও চিত্তের হর্ষ, কোপ, ও মোহ প্রভৃতি অবস্থা, কখনও বশ্যতা স্বীকার করে না;—অর্থাৎ স্বায়ত্তে আনয়ন করা সহজ ব্যাপার নহে। ৪২। চিত্ত প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে, শরীরও নির্ব্বাসনত্ব প্রযুক্ত শান্ত হইয়া থাকে; সুতরাং সে সময়ে আকাশের ন্যায় বৃদ্ধাদি ভাববিকৃতি তাহাকে বাধা দিতে পারে না। ৪৩। যেরূপ নদ্যাদির সলিল-সন্ততি সমভাবে অবস্থিতি করিলে, তাহা

বীচ্যাদি ন যথোদেতি সমায়া জলসন্ততেঃ।
তথা ন দৃশ্যতে দোষঃ সমায়া সত্বসন্ততেঃ। ৪৪।
সত্বস্যানুপলম্ভোঽস্তি ন তস্যোপশমাদৃতে।
যাবদ্ভাতি সমং তত্ত্বং কালাচ্ছাম্যতি কেবলং। ৪৫।
দেহে যস্মিন্ মনশ্চৈব নাপি সত্বঞ্চ বিদ্যতে।
স তাপে হিমবদ্রাম পঞ্চত্বেন বিলীয়তে। ৪৬।
শিখিধ্বজস্য দেহোঽসৌ নিশ্চিত্তস্তেজসোর্জ্জিতঃ।
সত্বাংশে ন চ সংযুক্তস্তেন ন গ্লানিভাজনং। ৪৭।
তং তথাভূতমালোক্য ভর্ত্তুর্দেহং বরাঙ্গনা।
অনুজ্ঝিতবতী দেহং চিন্তয়ামাস সত্বরং। ৪৮।

হইতে তরঙ্গাদির সৃষ্টি হয় না, সেই প্রকার শরীরের সারাংশ—জীবশক্তির সাম্যভাব থাকিলে—অর্থাৎ চিত্তের দোষ-দুষ্ট-ভাব পরিত্যাগ ঘটিলে, জরা-পলিত এবং রাগাদি দোষে দেহকে আকৃষ্ট হইতে হয় না। ৪৪। প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় এবং দোষাদি-প্রশম-ব্যতিরেকে সত্বলাভ ঘটে না; যখন সমভাবে তত্ত্বজ্ঞানের সমুদয় ঘটে, তখন প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ ঘটিয়া (জীব,) শান্তি পাইয়া থাকে। ৪৫। যে দেহে চিত্তের অধিকার,—অর্থাৎ বাসনাবেগ আছে, কিন্তু সত্বপদার্থের সমাবেশ নাই, হে রামচন্দ্র! সূর্য্যোদয়ে যেরূপ নীহার-নিলয় ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় ঐ দেহ পঞ্চত্বে—অর্থাৎ যে পঞ্চ উপাদানে এই দেহের রচনা, তাহাতেই লয় পাইয়া থাকে। ৪৬। শিখিধ্বজের দেহে বাসনার অধিকার নাই; বিশেষতঃ উহা তেজঃ—অর্থাৎ সমাধিসম্পন্ন; সুতরাং সত্বাংশবর্জ্জিত নয় বলিয়া, উহা নিন্দাস্পদ হইতে পারে নাই। । ৪৭। বরাঙ্গনা নৃপমহিষী, স্বামীর এই প্রকার দেহ সন্দর্শন করিয়া আত্ম-দেহ-পরিত্যাগ-সংকল্প পরিহার করত এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪৮।

নিশ্চিতং সর্ব্বগং শুদ্ধং প্রবিশ্যাবোধয়াম্যহং।
ভবিষ্যদ্বোধনং কান্তমথ তত্র হি সংস্থিতা। ৪৯।
ন বোধয়ামি যদ্যেনং চিরাত্তদ্বুধ্যতে স্বয়ং।
কিমেকৈবাবতিষ্ঠেহহমিত্যেবং বোধয়াম্যহং। ৫০।
ইতি সঞ্চিন্ত্য চূড়ালা দেহং করণপঞ্জরং।
সংত্যজ্য প্রাপ চিত্তস্থে স্থিতিমাদ্যন্তবর্জ্জিতে। ৫১।
তত্র সা চেতনাস্পন্দং কৃত্বা সত্ত্বতঃ প্রভোঃ।
স্বং বিবেশ পুনর্দেহং স্বনীড়মিব পক্ষিণী। ৫২।
কুম্ভাকৃতিরথোত্থায় নিবিষ্টা কুসুমস্থলে।
সাম গাতুং প্রবৃত্তা সা ভ্রমরীবৃন্দনিঃস্বনা। ৫৩।

আমি নিশ্চয়ই এখানে অবস্থিতি করিয়া, কান্তশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট শুদ্ধ ব্রহ্মভাব প্রদানপূর্ব্বক প্রবোধিত করি; নচেৎ তাঁহার প্রবুদ্ধ হইবার এখনও বিলম্ব আছে। ৪৯। যদি আমি ইহাঁকে প্রবোধিত না করি, তাহা হইলে ইনি স্বয়ং বহুকাল পরে প্রবুদ্ধ হইবেন; অতএব, নিষ্কর্ম্মাবস্থায় আমি একাকী এখানে থাকিয়া কি করি; সুতরাং এইরূপেপ্রবোধিত করাই শ্রেয়ঃকল্প। ৫০। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, নৃপভামিনী চূড়ালা ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট আত্মদেহকে পরিত্যাগ করিয়া, (স্বামিশরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক তদীয়) আদ্যন্তবর্জ্জিত চিত্তমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৫১। তিনি সত্ত্বগুণাবলম্বী স্বামীর চৈতন্য-সম্পাদন করিয়া, পক্ষিণী যেরূপ আপন নীড়ে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় পুনর্ব্বার স্বদেহে প্রবিষ্ট হইলেন। ৫২। ভ্রমরীগুঞ্জন শুনিতে যেরূপ মধুর, তাহার ন্যায় সেই ললনা, কুম্ভের আকার পরিগ্রহ করিয়া, কুসুমাকীর্ণ উপবনমণ্ডলীতে উপবিষ্ট থাকিয়া, সামগান আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৩। বসন্তকালে কমলিনী যেরূপ ফুল্লবদনা হইয়া থাকে,

তং সামঘনমাকর্ণ্য চিৎসত্ত্বগুণশালিনী।
বুবুধে ভূপতের্দেহে বসন্ত ইব পদ্মিনী। ৫৪।
দৃশং বিকাসয়ামাস তাং তদার্ক ইবাব্জিনীং।
গৃহীতসত্ত্বসম্পত্তিঃ শিখিধ্বজ মহীপতিঃ। ৫৫।
অপশ্যৎ কুম্ভমগ্রস্থং সামগায়নতৎপরং।
পরেণ বপুষা যুক্তং সামবেদমিবাপরং। ৫৬।
অহো বত বয়ং ধন্যাঃ পুনঃ প্রাপ্তো মুনিঃ স্বতঃ।
ইত্যেবোদাহরন্ রাজা কুম্ভায় কুসুমং দদৌ। ৫৭।
দিষ্ট্যোদিতাঃ স্মো ভগবংস্তব চেতসি পাবনে।
কে নাম বা মহাসত্ত্বাঃ প্রসাদেষঙ্গ নো স্থিতাঃ। ৫৮।

তাহার ন্যায় সেই রব শ্রবণ করিয়া, নৃপদেহে চৈতন্যময়ী শক্তি সঞ্চারিত হইল; সুতরাং তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৫৪। তখন নৃপতি শিখিধ্বজ, চৈতন্য-প্রাপ্ত হইয়া, কমলিনীনায়ক যেরূপ কমলিনীর প্রতি দৃষ্টিসঞ্চারণ করে, তাহার ন্যায় তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। ৫৫। দেখিলেন, সম্মুখে সামগানপরায়ণ সেই কুম্ভ বর্ত্তমান রহিয়াছেন; (দেখিবামাত্র বোধ হইল যেন,) অপর সামবেদ, দিব্য-দেহ ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। ৫৬। তখন, আহা! আমি কি ভাগ্যবান্, যেহেতু সেই দেবাত্মজ কুম্ভ পুনর্ব্বার স্বেচ্ছাক্রমে আমার এখানে উপনীত হইয়াছেন; এই কথা বলিয়া, তিনি তদীয় সম্মাননার উদ্দেশে তাঁহাকে কুসুমরাশি প্রদান করিলেন। ৫৭। (এবং বলিতে লাগিলেন), হে ভগবন্! আপনার পবিত্র অন্তঃকরণে যখন আমার কথা স্মরণ হইয়াছে, তখন আমার ন্যায় সুকৃতিশালী সংসারে আর কে আছে? অথবা অন্যের প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শনই মহানুভবদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ৫৮।

অস্মৎপবিত্রীকরণমেবাগমনকারণং।
ন চেৎ কিং চাগমে ব্রূহি দ্বিতীয়ং কারণং ভবেৎ। ৫৯।

কুম্ভ উবাচ।

যতঃ প্রভৃতি যাতোঽস্মি ত্বৎসকাশাদনিন্দিতঃ।
ততঃ প্রভৃতি চেতো মে ত্বয়েবেহ সমং স্থিতং। ৬০।
রম্যে স্বর্গে ন তিষ্ঠামি সমীপে তব সাম্প্রতং।
অভীষ্টমুদ্যদেবাঙ্গ রম্যাণ্যাং তৎ পুরঃ স্থিতং। ৬১।
তাদৃশো বন্ধুরাপ্তশ্চ সুহৃন্মিত্রং তথা সখা।
বিশ্বাস্যো বাপি শিষ্যশ্চ মন্যে জগতি নাস্তি মে। ৬২।

যদি আমাকে পবিত্র করাই আপনার এখানে পুনরাগমনের কারণ না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়—অপর কারণ কি আছে, তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন। ৫৯। কুম্ভ কহিলেন;—আমি যে কাল পর্য্যন্ত তোমার সহিত পরিচিত ও তোমার সান্নিধ্য-প্রাপ্ত হইয়াছি, সে কাল পর্য্যন্ত আমার চিত্ত তোমারই সহিত এই খানে অবস্থিতি করিতেছে। ৬০। (সুতরাং) সুরম্য স্বর্গলোকে বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া, তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি; (জানিও) নানাপ্রকার রম্য বস্তু থাকিলে মনের যাহা অভীষ্ট, সে, সেই স্থানে বাস করিতে বাসনা করিয়া থাকে। ।৬১। (বিশেষতঃ) তুমি আমার যে প্রকার আত্মীয়, বন্ধু, সখা, সুহৃদ্ এবং বিশ্বাসী শিষ্য, আমার বোধ হয়, সংসারে আর আমার এরূপ কেহই নাই। ৬২। শিখিধ্বজ কহিলেন;—এই কুলাচলে অবস্থিতি করিয়া

শিখিধ্বজ উবাচ।

অহো নু ফলিতং পুণ্য-পাদপৈর্নঃ কুলাচলে।
যস্মাত্তবানসঙ্গোঽপি বাঞ্ছত্যস্মৎসমাগমং। ৬৩।
ইদং বনমিমে বৃক্ষা ভৃত্যোঽয়মহমাদৃতঃ।
রোচতে তেন চেৎ স্বর্গস্তদিহ স্থীয়তাং প্রভো। ৬৪।

কুম্ভ উবাচ।

পরে পদে মহানন্দে কচ্চিদ্বিশ্রান্তবানসি।
ইদং ভেদময়ং দুঃখং কচ্চিৎ সংত্যক্তবানসি। ৬৫।
কচ্চিদাপাতরম্যেভ্যঃ সংকল্পেভ্যো রতির্ভৃশং।
নির্মূলতাং গতা রাজন্ ভোগনীরসমেব তে। ৬৬।

দেখিলাম, এত দিনের পর আমার পুণ্যপাদপ ফলিত হইয়াছে; (যদি তাহা না হইবে, তবে) আপনি সঙ্গবিহীন হইয়াও আমার সঙ্গ কামনা করেন কেন?।৬৩। (আপনাকে অধিক কি বলিব,) আমি যেখানে বাস করিতেছি এই বন, এই সকল বৃক্ষ, এবং আপনার অনুগত ভৃত্যের প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে, এবং স্বর্গ-বাস-প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে, হে প্রভো! (আপনাকে অনুরোধ করি,) আপনি এই খানে অবস্থিতি করিতে থাকুন।৬৪। কুম্ভ কহিলেন;—(হে রাজন্! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,) তুমি পরমানন্দদায়ক ব্রহ্ম বস্তু লাভ করিয়া শ্রান্তি-নিবৃত্ত হইয়াছ ত? সংসারে দ্বৈতময় ভেদ-জ্ঞান পরিত্যাগ পাইয়াছে ত? ।৬৫। হে নরনাথ! যে সকল সংকল্প আপাতত রম্য, তাহাতে তোমার অনুরাগ সবিশেষ নির্মূলিত হইয়াছে ত? এবং ভোগবাসনা ত অবশিষ্ট হইয়াছে?।৬৬। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে ভগবন্! আপনার

শিখিধ্বজ উবাচ।

ত্বৎপ্রসাদেন ভগবন্ দৃষ্টা দৃশ্যাতিগা গতিঃ।
প্রাপ্তঃ সংসারসীমান্তো লব্ধো লব্ধব্যনিশ্চয়ঃ। ৬৭।
চিরাদতিচিরেণৈব বিশ্রান্তোঽস্মি নিরাময়ঃ।
লব্ধং লব্ধব্যমখিলং তৃপ্তঃ সংশ্চিরসংস্থিতঃ। ৬৮।
নিঃসংসৃতির্বিগতমোহভয়ো বিরাগো
নিত্যোদিতঃ সমসমাশয় সর্ব্বসৌম্যঃ।
সর্ব্বাত্মকঃ সকলসংকলনাবিযুক্ত
আকাশকোশবিশদঃ সমমাস্থিতোঽস্মি। ৬৯।
ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে কুম্ভপুনরাগমনং
নাম একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। * ৭১। *।

প্রসাদনিবন্ধন আমি দৃশ্য পথের অতীত পন্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; আমার সংসারে সীমার অন্তস্থান দর্শন ঘটিয়াছে; (বাস্তবিক,) যাহা লাভ করিবার বিষয়, আমি নিঃসন্দেহে তাহা লাভ করিয়াছি। ৬৭। আমি (এত দিন মায়ামুগ্ধ হইয়া আত্মহিতকর আত্মতত্ত্বপ্রাপ্তিবিষয়ে প্রতারিত ছিলাম,) এক্ষণে অতি অল্প দিন হইল, নিরাময় হইয়া বিশ্রান্ত হইয়াছি; সংসারে যাহা লাভ করিতে হয়, আমি সেই লব্ধব্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তৃপ্তিলাভ করত ব্রহ্মপদে চিরস্থিতি লাভ করিয়াছি। ৬৮। আমি সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মোহ, ভয় এবং বিরাগভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলের প্রতি সমদৃষ্টি প্রকাশ করত মনের বাসনাকে সাম্যভাবে পরিণত করিয়া নিত্যকাল প্রাদুর্ভূত রহিয়াছি, এবং সকল প্রকার কল্পনা-বিচ্যুত হইয়া, সর্ব্বাত্মরূপে প্রকাশমান আছি; সুতরাং আকাশকোশের ন্যায় আমার অন্তঃকরণ, নির্ম্মলতা ধারণ করত সমভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ৬৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যধ্যাত্মবিচিত্রাভিঃ কথাভিস্তৌ পরস্পরং।
আসাতে বেদ্যবেত্তারৌ মুহূর্ত্তত্রিতয়ং বনে। ১।
তত উত্থায় কস্মিংশ্চিৎ সানৌ সরসসারসে।
সরোবরে বনে চৈব বিহৃতৌ নন্দনে বনে। ২।
তেনাচারেণ তাভিশ্চ কথাভিস্তৌ বনে ততঃ।
নীতবন্তৌ দিনান্যষ্টৌ তাসু কাননবীথিষু। ৩।
অথ কুম্ভ উবাচান্যদ্বনং যাবো গিরাবিতি।
তদোমিতি নৃপো মত্বা তাবুভৌ প্রবিচেরতুঃ। ৪।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—আত্মতত্ত্ববিৎ তাঁহারা দুই জনে পরস্পর বিচিত্র আধ্যাত্মিক কথাপ্রসঙ্গে সেই বনমধ্যে তিন মুহূর্ত্ত কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১। তদনন্তর উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া, কখনও কোনও পর্ব্বতের শিখরদেশে, কখনও স্নিগ্ধ সারসশোভিত সরোবরে, কখনও বা আনন্দদায়ক ফলমূলসুশোভিত সেই বনমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। ২। এই প্রকারে জীবন্মুক্তভাবে তাঁহারা উভয়ে সেই বনের অবান্তর প্রদেশে নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে অষ্ট দিন অতিবাহিত করেন। ৩। অনন্তর এক দিবস কুম্ভ বলিলেন;—হে নৃপতে! আমরা এই বন পরিত্যাগ করিয়া, পর্ব্বতাশ্রয়ী অন্য বনপ্রদেশে বিহার করিবার জন্য যাইতে চাই; নৃপতি সে কথায় সম্মতি প্রকাশ করিলে, উভয়ে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪। (এইরূপে তাঁহারা) অনেক প্রকার উপবন, নিবিড় অরণ্য,

বনান্যনেকরূপাণি জঙ্গলানি তটানি চ।
সরাংসি গুল্মজালানি শৃঙ্গানি গহনানি চ। ৫।
সমমেব সমস্নেহৌ সমবেতৌ স্থিতাবুভৌ।
সমসত্ত্বৌ সমোৎসাহৌ শংসন্তৌ তস্থতুঃ সদা। ৬
আনর্চ্চতুঃ পিতৃন্ দেবান্ বুভুজাতে চ রাঘব।
সমং তপ্তে চ সিক্তে চ সমবুদ্ধী বভূবতুঃ। ৭।
ইদং গেহমিদং নেতি বিকল্পকলনাত্মনঃ।
ন জহার তয়ো রাম বাত্যেব বিবুধাচলং। ৮।
বিচেরতুস্তৌ সুহৃদৌ ক্বচিদ্ধূলিবিধূসরৌ।
ক্বচিচ্চন্দনদিগ্ধাঙ্গৌ ক্বচিদ্ভস্মানুরঞ্জিতৌ। ৯।

তটিনীতট, সরোবরপ্রান্ত, গুল্মজাল, গিরিশৃঙ্গ সকল, সমান স্নেহে, সমান উৎসাহে এবং সমান বল ধারণ পূর্ব্বক উভয়ে সমবেত হইয়া বিহার করিতে ও বিবিধ বাক্‌চাতুর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৫। ৬। হে রামচন্দ্র! তাঁহারা দুই জনে (মনোনীত স্থানে) দেবতা ও পিতৃলোকদিগকে পূজা করিতে লাগিলেন, এবং পূজাবসানে উভয়ে (যথাকথঞ্চিৎ) ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করিতে লাগিলেন; (অধিক কি বলিব,) ক্রমে তাঁহাদের উত্তপ্ত ও স্নিগ্ধ সামগ্রীতে সমরসানুভব হইতে লাগিল। ৭। হে রামচন্দ্র! বায়ুপ্রভাবে কুলাচল যেরূপ বিচলিত হয় না, তাহার ন্যায় "ইহা আমার গৃহ, ইহা আমার নহে" এ প্রকার সন্দেহাত্মক বুদ্ধির অধিকার না থাকাতে তাঁহাদের অন্তঃকরণ, অসার বস্তুতে আকৃষ্ট হয় নাই। ৮। তাঁহারা দুই সুহৃদ্ সম্মিলিত হইয়া, কখনও ধূলিধূসরিত, কখনও চন্দনচর্চ্চিত, কখন বিভূতিবিলিপ্ত-কলেবর হইয়া, বিহার করিতে থাকেন। ৯। এইরূপে কতিপয় দিবসের মধ্যে উভয়ের চিত্তের

দিনৈঃ কতিপয়ৈরেব সমচিত্ততয়া তয়া।
সত্ত্বোদাত্ততয়া চৈব রাজা কুম্ভবদাবভৌ। ১০।
অথ তং স্মরগর্ব্বাভং চূড়ালা সা শিখিধ্বজং।
দৃষ্ট্বা শোভামুপগতং চিন্তয়ামাস মানিনী। ১১।
অয়ং পতিরদীনাত্মা রম্যাশ্চ বনভূময়ঃ।
ইয়ং স্থিতিরনায়াসা যা ন কামেন বঞ্চিতা। ১২।
জীবন্মুক্তধিয়াং ভোগং যথাপ্রাপ্তমতিষ্ঠতাং।
একগ্রহাত্মিকা তুচ্ছা মূঢ়তৈবোদিতা ভবেৎ। ১৩।
নিজঃ পতিরুদারাত্মা নিরাধিশ্চ নবং বয়ঃ।
গৃহাণি পুষ্পজালানি সা হতা যা ন কামিনী। ১৪।

সাম্যাবস্থা, সুতরাং বাসনাবিরহ-নিবন্ধন উৎকৃষ্টভাব ধারণ করাতে নৃপতি কুম্ভের ন্যায় সিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ১০। অনন্তর নৃপমহিষী চূড়ালা, দেব-গুণান্তরশোভী সেই নৃপতিকে সবিশেষ শোভাসম্পন্ন দেখিয়া, (মনে মনে) এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১১। আমার পতি এই নৃপতি সন্তোষমনে কালহরণ করিতেছেন, এই বনভূমি অতিশয় রমণীয়; বিশেষতঃ যেখানে অবস্থিতি করিলে কামোপভোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না, সেই সুখকর অনায়াসলভ্য স্থানই আমাদের বিহার-ভূমি। ১২। (অধিকন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে,) যখন যে ভোগ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাকে পরি-ত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্তভাবে ভোগনিবৃত্ত হইয়া কাল হরণ করিতে যাওয়া (আমার বিবেচনায়) মূঢ়তা মাত্র। ১৩। (আরও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,) মদীয় স্বামী উদারচেতা, এবং ব্যাধিবর্জ্জিত; তাঁহার বয়স, প্রোদ্ভিন্ন যৌবনচিহ্নে সুশোভিত; এই সমস্ত কুসুমসমূহ আমাদের গৃহের কার্য্য করি-তেছে, সুতরাং এরূপ স্থলে যে কামিনী, স্বামিসম্ভোগ না করিয়া জীবন্মুক্ত-পথ

বনপুষ্পলতাগেহে স্বায়ত্তে ভর্ত্তরি প্রিয়া।
রমতে যা ন নির্দ্দুঃখা সা হতৈব দুরঙ্গনা। ১৫।
রম্যং বিবাহিতং কান্তং পতিমাসাদ্য নির্জ্জনে।
স্ত্রী সতী যা ন রমতে তাং ধিগস্তু দুরঙ্গনাং। ১৬।
সমুজ্ঝিতা যথাপ্রাপ্তমপি বেদ্যবিদা সদা।
অনিন্দ্যং সমুদারার্থং কিং তজ্জ্ঞেন কৃতং ভবেৎ। ১৭।
তৎ কিঞ্চিদ্রচয়াম্যাশু প্রপঞ্চং প্রেক্ষয়া বনে।
যেনায়ং ভূপতির্ভর্ত্তা রমতে ময়ি মানদ। ১৮।
ইতি সংচিন্ত্য চূড়ালা কুম্ভবেশধরা পতিং।
প্রাহ কাননগুল্মস্থা কোকিলং কোকিলা যথা। ১৯।

অন্বেষণ করে, সে স্বামি-সম্ভোগ-ব্যাঘাতহেতু পাপে রত ও লোক-সংগ্রহ-ভঙ্গ হেতু নিন্দাস্পদ হইয়া থাকে। ১৪। (অধিক কি বলিব,) বনপুষ্প এবং লতাকুঞ্জ-শোভিত গৃহে অবস্থিতি করিয়া, এবং স্বামীকে স্বায়ত্তে রাখিয়া, যে কামিনী আপনার কামনা পূর্ণ না করে, সে নিশ্চয়ই হতভাগিনী। ১৫। যে পত্নী, বিবাহিত কমনীয়কান্তি পতিকে সুখকর নির্জ্জনপ্রদেশে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সহিত সম্ভোগ না করে, সেই হতভাগিনী রমণীকে ধিক্। ১৬। (বাস্তবিক বিবেচনা করিতে হইলে) সতত আত্মদৃষ্টিপরায়ণ, তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি যথাপ্রাপ্ত ভোগসামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া কি অধিক ফল পাইয়া থাকে ?। ১৭। অতএব, হে মানদ ! যাহাতে মদ্ভর্ত্তা আমার সহিত রমণ করেন, আমি এই বনে অবস্থিতি করিয়া সেই প্রকার মায়া-বিস্তার করিতে থাকি। ১৮। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, কোকিলা যেরূপ কোকিলসহ আলাপ করিয়া সংমিশ্রিত হয়, তাহার ন্যায় কাননগুল্মপ্রদেশে অবস্থিতি করত কুম্ভবেশধারিণী সেই রমণী নিজ পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ১৯। কুম্ভ কহি-

কুম্ভ উবাচ।

চৈত্রমাসস্য শুক্লোঽয়ং প্রতিপদ্দিবসো মহান্।
অদ্যাস্থানং মহারম্ভং স্বর্গে ভবতি বৈ হরেঃ। ২০।
সন্নিধানং ময়া তত্র কর্ত্তব্যং পিতুরগ্রতঃ।
যথাস্থিতা হি নিয়তির্ন সংত্যাজ্যা কদাচন। ২১।
প্রতিপালয়িতব্যং মে ত্বয়েহ চ বনাবনৌ।
ক্রীড়তা নবপুষ্পায়াং সমুদ্বেগমগচ্ছতা। ২২।
আগচ্ছামি দিনান্তেঽদ্য নির্বিকল্পং নভস্তলাৎ।
সর্গাদতিতরামেব ত্বসঙ্গো মম তুষ্টয়ে। ২৩।
ইত্যুক্ত্বা মঞ্জরীং কুম্ভো দদৌ মিত্রায় কৌসুমীং।
প্রীতয়ে স্বামিব প্রীতিং কান্তাং নন্দনবৃক্ষজাং। ২৪

লেন;—অদ্য চৈত্রমাসীয় শুক্ল প্রতিপদ্ তিথি, এই দিবসে সুরপুরে শক্রসভায় মহোৎসব হইয়া থাকে। ২০। মদীয় পিতৃদেব, সেই সভায় উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া, অগত্যা আমাকেও ত্বদগ্রে থাকিতে হইবে; কারণ, নিয়তির নিয়ম কখনও অতিক্রম করা যাইতে পারে না। ২১। যদিও আমি নব-কুসুম-সমাকীর্ণ ভূমি-খণ্ডে তোমার সহিত উদ্বেগশূন্য হইয়া ক্রীড়া করিতেছি, কিন্তু আমাকে অবধারিত সময়ে সেখানে উপস্থিত হইতে হইবে। ২২। আমি অদ্য দিনান্তসময়ে নভস্তল হইতে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছি; যদিও আমি সঙ্গবর্জ্জিত, তথাপি নিয়ত তোমার সহিত অবস্থিতি করিতে পারিলে আমার মনস্তুষ্টির সীমা থাকে না। ২৩। কুম্ভ এই কথা বলিয়া স্বকীয় প্রীতির প্রমাণ স্বরূপ সেই সুহৃদ্-করে নন্দন-বৃক্ষ-জাত কমনীয় কুসুমমঞ্জরী সম্প্রদান করিলেন। ২৪।

আগন্তব্যং ত্বয়া শীঘ্রমেবং বদতি ভূপতৌ।
পুপ্লুবেঽথ বনাদ্ব্যোম শরন্মুখপয়োদবৎ ।২৫।
শিখিধ্বজো ব্রজন্তং তং দদর্শাদর্শনং তদা।
উন্নিদ্রোব্দং যথা বর্হী ধীমৎপ্রীতি হি দুস্ত্যজা।২৬।
শিখিধ্বজদৃশামন্তে ব্যোম্নি কুম্ভবপুর্জহৌ।
শান্তাবর্ত্তেব বারিশ্রীর্মুগ্ধা স্বং রূপমাযযৌ।২৭।
প্রাপ মঞ্জরিতাকারকল্পবৃক্ষোপমং পুরং।
স্ফুরৎপতাকমাত্মীয়ং স্বর্গরম্যং দিবঃ পথা।২৮।

নৃপতি, যে সময়ে তাঁহাকে আপনি শীঘ্র আমাকে দেখা দিবেন" এই কথা বলিতে লাগিলেন, দেবপুত্র সেই সময়ে, নির্জ্জল মেঘ দ্বারা আকাশের যেরূপ শোভা হয়, তাহার ন্যায় বন হইতে বিনির্গত হইয়া, শূন্যে আরোহণ করিলেন।২৫। ময়ূর যেরূপ নিদ্রোত্থিত হইয়া,মেঘের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহার ন্যায় মহীভুজ শিখিধ্বজ, যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিতে পারে, তত দূর পর্য্যন্ত তাঁহাকে গমন করিতে দেখিলেন; (কারণ,) সাধুসমাগমে অন্তরে যে প্রীতিবিকাশ ঘটিয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করা সহজ ব্যাপার নহে।২৬। চূড়ালা, শিখিধ্বজের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া, আবর্ত্ত বিনিবারিত হইলে জল-শ্রী যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় শূন্যপ্রদেশে কুম্ভদেহ পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন।২৭। (এবং অল্পক্ষণমধ্যে) শূন্যপথের সাহায্যে স্বর্গের ন্যায় রমণীয় স্বকীয় পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; ঐ পুরী পতাকাশ্রেণীসুশোভিত; কল্পবৃক্ষমঞ্জরী সমুদ্গত হইলে দেখিতে যেরূপ হয়, ঐ পুরীর সৌন্দর্য্যও তদনুরূপ।২৮। তিনি সকলের অদৃশ্যভাবে ললনাবেষ্টিত অন্তঃপুরে

অন্তঃপুরমদৃশ্যৈব বিবেশ ললনাকুলং।
মধুমাসমহালক্ষ্মীর্লসল্লতমিব দ্রুমং। ২৯।
রাজকার্য্যাণি সর্ব্বাণি তত্র সম্পাদ্য সত্বরং।
শিখিধ্বজস্য পুরতঃ পপাত ফলপুষ্পবৎ। ৩০।
তত্র কালদ্যুতিমুখং চকারাখিন্নমানসা।
ইন্দুং সনীহারমিব শ্যামাখিন্নমিবাম্বুজং। ৩১।
তং দৃষ্ট্বা তাদৃশাকারং সমুত্তস্থৌ শিখিধ্বজঃ।
বভূব খিন্নচেতাশ্চ সমুবাচেদমাদৃতঃ। ৩২।
দেবপুত্র নমস্তেঽস্তু বিমনা ইব লক্ষ্যসে।
কুম্ভস্ত্বং ত্যজ সংরম্ভমিদমাসনমাস্যতাং। ৩৩।

প্রবেশ করিলেন; যেরূপ মধুমাসসমাগমে বাসন্তী শোভা, লতাবেষ্টিত বৃক্ষের শোভা সম্পাদন করে,তাহার ন্যায় অন্তঃপুরের শোভা হইয়াছিল। ২৯। তিনি সেখানে থাকিয়া সমস্ত রাজকার্য্য সমাধা করত, বৃক্ষ হইতে যেরূপ ফলপুষ্পের পতন ঘটিয়া থাকে, তাহার ন্যায় সত্বর শিখিধ্বজের সাক্ষাতে প্রাদুর্ভূত হই-লেন। ৩০। অখিন্নমনা প্রাপ্তযৌবনা চূড়ালা, স্বামিসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মলিন মুখ ধারণ করিলেন; নীহারজাল জড়ীভূত চন্দ্রের মূর্ত্তি যেরূপ হয়, কমল অপ্রফুল্ল ভাব ধারণ করিলে যেরূপ দেখায়, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল সেই-রূপ শ্রী ধারণ করিল। ৩১। তাঁহার এ প্রকার বিসদৃশ আকৃতি দর্শন করিয়া, নৃপতি গাত্রোত্থান করিলেন এবং খিদ্যমান হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৩২। হে দেবপুত্র! আপনাকে অভিবাদন করি; আপনাকে এরূপ দুর্মনায়মান দেখিতেছি কেন? হে কুম্ভ! আপনি মনঃক্ষোভ পরিত্যাগ করুন; (আপনার উদ্দেশে এই আসন রাখিয়াছি,) আপনি ইহাতে উপবেশন করুন। ৩৩। (আমি জানি,) পদ্ম যেরূপ জলের উপরে অবস্থিতি

সন্তো বিদিতবেদ্যা যে তে হি হর্ষবিষাদজাং।
নাশ্রয়ন্তি স্থিতিং স্বস্থাঃ পদ্মা ইব জলার্দ্রতাং। ৩৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

তেন ক্ষ্মাপতিনেত্যুক্তে কুম্ভ আহাসনে বিশন্।
গিরা বিশীর্ণয়া শীর্ণ-বংশস্বনসমানয়া। ৩৫।
যাবদ্দেহমবস্থাসু সমচিত্ততয়ৈব যে।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্নতিষ্ঠন্তি ন তে তত্ত্ববিদঃ শঠাঃ। ৩৬।
যাবত্তিলং যথা তৈলং যাবদ্দেহং তথা দশা।
যো ন দেহদশামেতি স চ্ছিনত্ত্যসিনাম্বরং। ৩৭।
যাবদ্দেহং যথাচারং দশাস্বঙ্গবিজানতা।

করিলেও জল দ্বারা আপনি আর্দ্র হয় না, তাহার ন্যায় যাঁহারা জ্ঞেয় বস্তু জানিতে পারিয়াছেন, সেই সকল সাধু ব্যক্তি, হর্ষ-বিষাদ-জনিত অবস্থাতে কখনও নিপতিত হন না;—অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তঃকরণ সুখদুঃখে আক্রান্ত হয় না। ৩৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—নৃপতি এই কথা বলিলে, কুম্ভ আসনে উপবেশন করিয়া, শীর্ণবংশস্বরের ন্যায় বাষ্প-নিরুদ্ধ-কণ্ঠ-স্বরে তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৩৫। যে কাল পর্য্যন্ত দেহীকে দেহ ধারণ করিতে হয়, সেকাল পর্য্যন্ত নানা প্রকার অবস্থায় নিপতিত হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে সমচিত্ত হইলেও জীবকে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধীন হইতে হয়; যাহারা জ্ঞানপথের পথিক না হইয়া আপনাদিগকে তত্ত্ববিদ্ বলিয়া অভিমান করে, তাহাদিগকে শঠ বলিয়া জানিও। ৩৬। যেরূপ তিলের অস্তিত্বে তৈলের উৎপত্তি, সেইরূপ দেহ থাকিলেই হর্ষবিকারাদি দশার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে; দেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি হর্ষ গ্লানি প্রভৃতির পরতন্ত্রতা প্রাপ্ত না হয়, সে অসি-প্রয়োগে শূন্যপ্রদেশকে ছেদন করিয়া থাকে। ৩৭। যে কাল পর্য্যন্ত দেহ-ধারণ,

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্হি স্থাতব্যং ন তু বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈঃ ক্বচিৎ। ৩৮।
পরমেষ্ঠিপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বএবোদিতাশয়াঃ।
দেহাবস্থাসু তিষ্ঠন্তি নিয়তেরেষ নিশ্চয়ঃ। ৩৯।
তজ্জ্ঞা বুদ্ধ্যাদিসাম্যেন পাণ্যাদিচলনেন চ।
নিয়তিং যাপয়ন্তীমাং যাবদ্দেহমখণ্ডিতাং। ৪০।

শিখিধ্বজ উবাচ।

এবং স্থিতে মহাভাগ কথমুদ্বেগমীদৃশং।
লব্ধবানসি দেবোঽপি বদ বেদ্যবিদাম্বর। ৪১।

সে কাল পর্য্যন্ত হর্ষ বিকার প্রভৃতি দশা না জানিলেও (জীবকে) কর্ম্মে- ন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া থাকিতে হয়; কেবল বুদ্ধীন্দ্রিয়-সাহায্যে অবস্থিতি করি- বার সম্ভাবনা নাই। ৩৮। (সাধারণ জীব বলিয়া নয়) পরমেষ্ঠি প্রভৃতি সকল মহানুভবগণ যে দেহধারণ ও তাহার বিকার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, ইহাই নিয়তির স্থিরসিদ্ধান্ত। ৩৯। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা বুদ্ধি প্রভৃতির সাম্যাবস্থা এবং পাণি প্রভৃতির প্রচালন দ্বারা যে কাল পর্য্যন্ত দেহ, সে কাল পর্য্যন্ত অখণ্ডিত এই নিয়তির অধীন হইয়া সংসারে অবস্থিতি করিয়া থাকে,। ৪০। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে মহাভাগ! জীবের ভোগসম্বন্ধে এ প্রকার নিয়ম স্থির থাকিলেও, দেবগুণসম্পন্ন আপনার এ প্রকার উদ্বেগের কারণ কি, তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন; আমি জানি, আপনি যাহা জানিবার, তাহা জানিতে পারিয়াছেন। ৪১। কুম্ভ কহিলেন;—হে বসুধাধিপতে! স্বর্গে অবস্থিতি

কুম্ভ উবাচ।

শৃণু কার্য্যমিদং চিত্তং মদীয়ং বসুধাধিপ।
কথয়ামি তবাশেষং সর্গে যদ্‌বৃত্তমদ্য মে। ৪২।
অহং তাবদিতো যাতো ভবতে পুষ্পমঞ্জরীং।
দত্ত্বা গগনমুল্লঙ্ঘ্য সংপ্রাপ্তশ্চ ত্রিবিষ্টপং। ৪৩।
ততঃ পিত্রা মহেন্দ্রস্য সভাস্থানে যথাক্রমং।
স্থিত্বোত্থায় তথোত্থানকালে পিত্রা বিসর্জ্জিতঃ। ৪৪।
ইহাগন্তুমহং ত্যক্ত্বা সর্গং সংপ্রাপ্তবাম্নভঃ।
দিবাকরহয়ৈঃ সার্দ্ধং বহাম্যনিলবর্ত্মনি। ৪৫।
অথৈকত্র গতো ভানুরেকেনান্যেন বর্ত্মনা।
আগচ্ছাম্যহমাকাশং সাগরাপতিতাকৃতিঃ। ৪৬।

করিয়া আমাকে যে ঘটনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা তোমার নিকটে অশেষরূপে বর্ণন করিতেছি; তুমি ইহা দ্বারা আমার মনের কার্য্য অবগত হইতে পারিবে। ৪২। আমি তোমাকে কুসুমমঞ্জরী প্রদান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করি, এবং গগনোল্লঙ্ঘন করিয়া, সুরপুরে সুরপতি-সভায় সমুপস্থিত হই। ৪৩। সেখানে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সহিত একত্রে উপবেশন করি, এবং গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সুরপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে উপস্থিত হইবার জন্য হরিদশ্বের অশ্বগণসমভিব্যাহারে অনিলপথে গমন করি। ৪৪। ৪৫। অনন্তর সেই অনিল এক পথ ধরিয়া সূর্য্যকে অভিমত প্রদেশে লইয়া গেল, এবং আমি অন্যপথাবলম্বন করিয়া সমুদ্রে প্লবমান হইলে যেরূপ হয়, তাহার ন্যায় আকাশ-সমাশ্রয় করি। ৪৬। তদনন্তর

অথাগ্রে বারিপূর্ণানাং মেঘানাং মধ্যবর্ত্মনা।
অপশ্যং মুনিমায়ান্তমহং দুর্বাসসং জবাৎ। ৪৭।
পয়োধরপটচ্ছন্নং বিদ্যুদ্বলয়ভূষিতং।
অভিসারিকয়া তুল্যং ধারাধৌতাঙ্গচন্দনং। ৪৮।
তস্য কৃত্বা নমস্কারমুক্তং খে বহতা ময়া।
মুনে নীলাভবস্ত্রস্ত্বমভিসারিকয়া সম। ৪৯।
ইত্যাকর্ণ্য মুমোচাসৌ ময়ি মানদ শাপকং।
স্তনকেশবতী কান্তা হাবভাববিলাসিনী। ৫০।
গচ্ছানেন দুরুক্তেন রাত্রৌ যোষা ভবিষ্যসি।
ইতি শ্রুত্বাশুভং বাক্যমুত্থিতং জর্জরদ্বিজাৎ। ৫১

যে সময়ে আমি জলপূর্ণ জলদাবলীর মধ্যস্থিত হইলাম, সেই সময় মুনিপুঙ্গব দুর্ব্বাসাকে সবেগে আগমন করিতে দেখিলাম। ৪৭। মেঘজালস্বরূপ পট্ট-দুকূলে তদীয় শরীর সমাচ্ছাদিত; বিদ্যুৎ, বলয়াকারে তদীয় হস্তে শোভা পাইতেছে; তাঁহার শরীরে যে চন্দনাঙ্গরাগ শোভা পাইতেছে, তাহা দেখিবা-মাত্র জলধারা দ্বারা বিধৌত বলিয়া বোধ হয়; গতি দেখিতে সর্ব্বাংশে অভি-সারিকার ন্যায়। ৪৮। তাঁহাকে দেখিয়া, শূন্যপথে গমন করিলেও আমি নমস্কার করিলাম; এবং বলিলাম, "হে মুনে! আপনার পরিহিত বসনের নীলিমাকে গাঢ় অন্ধকার বলিয়া আমার ভ্রান্তি হইতেছে। ৪৯। হে মানদ! আমার মুখ হইতে এরূপ কথা শ্রবণ করিয়া, তিনি আমার প্রতি এই অভি-সম্পাত করিলেন যে, তুমি সুকেশী, সুস্তনী এবং হাবভাববিলাসিনী হইয়া, ।৫০। নিশাকালে নারীরূপ ধারণ করিবে; আমি পরিণতবয়া দুর্ব্বাসার মুখে এই প্রকার অমঙ্গলকর বাক্য সমুচ্চারিত হইতে শুনিলাম। ৫১। (তখন) সেই

বিমৃশামি মনাগ্ যাবত্তাবদন্তর্হিতো মুনিঃ।
ইত্যুদ্বেগমনাঃ সাধো সংপ্রাপ্তোঽহং নভস্তলাৎ। ৫২।
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং সম্পন্নোঽস্মি নিশাঙ্গনা।
অতিবাহ্যং দিনান্তেষু স্ত্রীত্বমেতন্ময়া কথং। ৫৩।
যোষিৎ স্তনবতী রাত্রৌ বক্তব্যং কিং ময়া পিতুঃ!
সংসৃতৌ ভবিতব্যানামহো নু বিষমা গতিঃ। ৫৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ক্ষণমেকং সা তূষ্ণীং স্থিত্বা মুনিস্থিতৌ।
ধৈর্য্যমাশ্রিত্য কুম্ভোঽত্র পুনরাহ রঘূদ্বহ। ৫৫।
কিমজ্ঞ ইব শোচামি কিং মম ক্ষতমাত্মনঃ।
যথাগতময়ং দেহো মত্তোঽন্যো নু ভবিষ্যতি। ৫৬।

অশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনে মনে যেমন তদ্বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলাম, অমনি মুনি অন্তর্হিত হইলেন; হে সাধো! আমি সেই কারণে উদ্বিগ্নান্তঃকরণে নভস্তল হইতে অবতীর্ণ হইয়া, এখানে সমুপস্থিত হইয়াছি। ।৫২। আমি তোমার নিকটে সম্যক্‌প্রকারে রজনীতে নারীরূপ ধারণ করিবার কারণ বর্ণন করিলাম; (দিবসে পুং দেহ ধারণ করিয়া) দিনান্তে নারীদেহ কিরূপে ধারণ করিব, এই ভাবনায় আমি খিদ্যমান হইয়াছি। ৫৩। "আমাকে রাত্রিকালে রমণী-মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে" এ কথা পিতার অগ্রে কিরূপে ব্যক্ত করি, বল?। (জানিলাম) সংসারে প্রবিষ্ট হইলে (জীবকে) ভবিতব্যতার বিষম পথে প্রস্থিত হইতে হয়। ৫৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রঘূদ্বহ! এই কথা বলিয়া, কুম্ভরূপিণী সেই চূড়ালা, চিত্ত-সমাধান-বিষয়ে ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া, ধৈর্য্য-সাহায্যে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। ৫৫। আমি অজ্ঞের ন্যায় শোক করি কেন? আমার এ জন্যই বা কলঙ্ক কি? যখন প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে আমার স্ত্রী ও পুরুষ-দেহ ধারণ নির্দ্ধারিত আছে, তখন আমাকে

শিখিধ্বজ উবাচ।

পরিদেবনয়া কোঽর্থো দেবপুত্র তথৈতয়া।
যদা যাতি তদা যাতু দেহস্তাত্মা ন লিপ্যতে। ৫৭।
কানিচিদ্ যানি দুঃখানি সুখানি বিহিতানি চ।
তানি সর্ব্বাণি দেহস্য দেহিনো ন তু কানিচিৎ। ৫৮
যদি ত্বমপি কার্য্যাণামখেদার্হোঽপি খিদ্যসে।
তদন্যেষামুপায়ঃ স্যাৎ ক ইবাগমভূষণঃ। ৫৯।
খেদে খেদোচিতং বাচ্যমিতি কিঞ্চিত্ত্বমুক্তবান্।
ইদানীং সমতাম্মেত্য তিষ্ঠাখিন্নো যথাস্থিতং। ৬০।

তাহা ধারণ করিতে হইবে। ৫৬। শিখিধ্বজ কহিলেন ;—হে দেবপুত্র ! এজন্য পরিদেবনা করিবার প্রয়োজন কি ? ; এই দেহ যে ভাবে পরিণত হউক না, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি ? কারণ, আত্মা যখন দেহের সহিত সম্মিলিত হয় না, ।৫৭। তখন যে কিছু সুখদুঃখ (জীবের ভাগ্যে) বিহিত আছে, সে সকল কেবল দেহের জন্যই অবধারিত হইয়াছে ; দেহোপলক্ষিত চিদাত্মাকে এ সকল ভোগ করিতে হয় না। ৫৮। যদি আপনি জীবকে প্রারব্ধ-কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতেছয় জানিয়া,খিদ্যমানের কারণ না হইয়াও খিন্ন হন, তাহা হইলে অন্য (তত্ত্বজ্ঞান) ব্যক্তিদিগের পক্ষে আপনার ন্যায় শাস্ত্রমর্ম্মবেত্তা কোন্ ব্যক্তি উপায় বলিয়া অবধারিত হইবে, বলুন ?—অর্থাৎ আপনার ন্যায় ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোক-দিগের নিকটে কে আর আদর্শ হইবে ?। ৫৯। আমি খেদ করিতেছি না কিন্তু বলি যে, উপযুক্ত বিষয়ে খেদ করা উচিত ; এই বিষয় আপনি যাঁদিতে যাহা বলিয়াছেন, আমি বলি, তাহা সমতাবলম্বন পূর্ব্বক অখিন্নভাবে যেরূপে অবস্থিতি করিতে হয়, করুন। ৬০। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—এই প্রকার কথোপ-

বশিষ্ঠ উবাচ।

তাবেবমাদিভির্ব্বাক্যৈরন্যোন্যাশ্বাসনং স্বয়ং।
কৃত্বা স্থিতৌ বনস্নিগ্ধৌ সুহৃদৌ খেদিনৌ মিথঃ।
অথার্কোঽপ্যস্য কুম্ভস্য স্ত্রীত্বমুৎপাদয়ন্নিব। ৬১।
জগামাস্তং জগদ্দীপো দীপঃ স্নেহক্ষয়াদিব।
ব্যবহারভরৈঃ সার্দ্ধং পদ্মাঃ সংকোচমাযযুঃ। ৬২।
ততঃ কুম্ভঃ শনৈস্তত্র স্ত্রৈণমভ্যাহরন্ বপুঃ।
শিখিধ্বজং পুরঃসংস্থং প্রোবাচ গলদক্ষরং। ৬৩।
লজ্জয়ৈব চ তে রাজন্ মন্যে স্ত্রীত্বং ব্রজাম্যহং।
পশ্যেমে পরিবর্দ্ধন্তে রাজন্ মম শিরোরুহাঃ। ৬৪।
প্রস্ফুরত্তারকামালা দিনান্ততিমিরা ইব।
পশ্যেমৌ মম জায়েতে প্রোন্মুখাবুরসি স্তনৌ। ৬৫।

কথন এবং আশ্বাস-বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তাঁহারা উভয়ে অন্তরে খিদ্যমান থাকিলেও স্নিগ্ধ ও সুহৃদ্ভাবে সেই বনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; যে সময়ে জগতের দীপস্বরূপ সূর্য্যদেব, তৈলবিরহিত দীপের ন্যায় অস্তমিত হইয়া থাকেন, বোধ হয়, কুম্ভের স্ত্রীত্ব সমুৎপাদন করিয়াই যেন তিনি অবসর লইতেছেন, এবং কমলজাল নায়কের অদর্শনে সঙ্কোচভাব ধারণ করিতেছে। ৬১। ৬২। এরূপ সময়ে কুম্ভ স্ত্রী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, নিকটবর্ত্তী নৃপতিকে অস্ফুটবাক্যে এই কথা বলিতে থাকেন। ৬৩। হে রাজন্! আমার বোধ হয়, আমাকে স্ত্রীরূপধারিণী দেখিয়া আপনি লজ্জিত হইতেছেন; (যাহা হউক,) দেখুন, ঋষিবাক্যানুসারে আমার শিরঃস্থিত শিরোরুহ সকল, দিবাবসানে তারকামালাসঙ্ঘটিত অন্ধকারের ন্যায় শোভা পাইতেছে; আমার বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয় উন্মুখ হইয়াছে। ৬৪। ৬৫। আমি এ সময়ে বিজনবনবাসিনী, এই

বিপিনে কুম্ভ ইত্যুক্ত্বা তূষ্ণীং খিন্নো বভূব হ। ৬৬।
রাজাপি চ তমালোক্য তথৈবাসীদ্বিষণ্ণধীঃ।
মুহূর্ত্তমাত্রেণোবাচ শিখিধ্বজ ইদং বচঃ। ৬৭।
কষ্টং সোঽয়ং মহাসত্ত্বঃ সম্পান্না বরবর্ণিনী।
সাধো বিদিতবেদ্যস্ত্বং জানাসি নিয়তের্গতিং। ৬৮।
অবশ্যভাবিন্যর্থেঽস্মিন্ মা খিন্নহৃদয়ো ভব।
আপতন্তি দশাস্তা স্তা সুধিয়াং দেহমাত্রকে। ৬৯।

কুম্ভ উবাচ।

এবমস্ত্বনুতিষ্ঠামি যামিনী স্ত্রীত্বমাত্মনঃ।
ন খেদমনুগচ্ছামি নিয়তিঃ কেন লঙ্ঘ্যতে। ৭০।

কথা বলিয়া মৌনভাব প্রাপ্ত হইলেন ;। ৬৬। নৃপতি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বিষাদিত হইলেন, এবং মুহূর্ত্তমাত্রের পর তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৬৭। হে সাধো ! আপনি যাহা জানিবার, তাহা জানিতে পারিয়াছেন, (অধিক কি বলিব,) আপনি নিয়তির পথ বিদিত আছেন ; (যাহা হউক), মহাসত্ত্বগুণাবলম্বী আপনাকে যে এরূপ বরবর্ণিনী কামিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইল, ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর কি আছে ?। ৬৮। (আমি বলি,) যে বিষয় অবশ্যম্ভাবী, তাহার জন্য ক্ষুণ্নমনা হইবার প্রয়োজন নাই ; আমি জানি, সুধী ব্যক্তিদিগকেও দেহ ধারণ করিয়া হর্ষ, গ্লানি প্রভৃতি বিকারচিহ্ন ধারণ করিতে হয়। ৬৯। কুম্ভ কহিলেন ;—আমি যামিনীযোগে যুবতীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে অবস্থিতি করিতেছি, তাহাই করিতে থাকি ; বাস্তবিক, সেজন্য আমি দুঃখিত নহি ; কারণ, নিয়তির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা সহজ ব্যাপার নহে। ৭০। তাঁহারা দুই জনে এই প্রকার অবধারণ করিয়া, আপনা-

ইতি নির্ণীয় তৌ খেদং তং নীত্বা তনুতামিব।
একতল্পে নিশাং তূষ্ণীং নীতবন্তৌ চিরেণ তাং। ৭১।
ইতি সা রাজমহিষী চূড়ালা বরবর্ণিনী।
কুম্ভত্বমাস্থিতা পূর্ব্বং পশ্চাৎ স্ত্রীত্বমুপাগতা। ৭২।
কৈলাসমন্দরমহেন্দ্রসুমেরুসহ্য-
সানুষ্ববিস্খলিতযোগসমাগমা সা।
সাকং প্রিয়েণ সুহৃদা ভবতা যথেচ্ছং
স্রগ্দামহারবলিতা বিজহার নারী। ৭৩।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে চূড়ালোপাখ্যানে কুম্ভস্য স্ত্রীত্বলাভোনাম দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৭২। *।

পন মনোদুঃখ হ্রাস করিয়াই যেন রাত্রিকালে এক শয্যায় শয়ন করিয়া নৃপতি, চূড়ালার বিপত্তি এবং চূড়ালা, স্বামি-সহবাসোৎকণ্ঠায় দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ৭১। এই প্রকারে রাজমহিষী সুন্দরী চূড়ালা প্রথমে কুম্ভ-দেহ, পশ্চাৎ স্ত্রীরূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। ৭২। সেই সুন্দরী এইরূপে কৈলাস, মন্দর, মহেন্দ্র, সুমেরু এবং সহ্য পর্ব্বতের সানুদেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক অবিস্খলিত যোগবলের সাহায্যে প্রিয় পতির সহিত সম্মিলিত হইয়া, স্বয়ং দিব্য মাল্যহার পরিধান পূর্ব্বক সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ৭৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ততঃ কতিপয়েষ্বেব দিবসেষু গতেষু সা।
ইদং প্রোবাচ ভর্ত্তারং কুম্ভরূপধরা সতী। ১।
রাজন্ রাজীবপত্রাক্ষ মমেদং বচনং শৃণু।
নিশায়াং প্রত্যহং তাবৎ স্থিত এবাহমঙ্গনা। ২।
তদিচ্ছাম্যঙ্গনাধর্ম্মং নিপুণীকর্ত্তুমীদৃশং।
ভর্ত্রে কস্মৈচিদাত্মানং বিবাহেন দদাম্যহং। ৩।
তদ্ভবানেব মে ভর্ত্তা রোচতে ভুবনত্রয়ে।
গৃহাণ মাং বিবাহেন ভার্য্যাত্বে নিশি সর্ব্বদা।
অযত্নোপনতং সাধো প্রিয়েণ সুহৃদা সহ।
স্ত্রীসুখং ভোক্তুমিচ্ছামি মা মে বিঘ্নকরো ভব। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—অনন্তর এইরূপে কিছু দিন গত হইলে পর, কুম্ভরূপধারিণী সেই চূড়ালা, স্বকীয় স্বামীকে এই কথা বলিতে থাকেন। ১। হে রাজীবলোচন নৃ-মণে! আমার কথায় কর্ণপাত করুন; আমি প্রত্যহই রাত্রিকালে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া থাকি। ২। অতএব, আমি এ প্রকার অঙ্গনাধর্ম্মকে সফলীভূত করিবার,—অর্থাৎ স্বামীর সহিত সংমিশ্রিত হইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছি, এবং সেই জন্য বিধানানুসারে বিবাহ করিয়া কোনও ভর্ত্তার ভাবিনী হইতে চাই। ৩। এই ত্রিভুবনমধ্যে আপনি ভিন্ন আমার নিকটে আর কেহ মনঃপূত হয় না, সেই জন্য আপনাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে আমার সবিশেষ বাসনা; সুতরাং আপনি নিশাকালে আমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন, এই আমার আকিঞ্চন। ৪। হে সাধো! আমি আমার প্রিয় সুহৃদের সহিত সম্মিলিত হইয়া অনায়াসলভ্য স্ত্রীদেহ ধারণ করত সহবাস-সুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; (আপনাকে অনুরোধ করি,) আপনি এ বিষয়ে বাধা প্রদান করিবেন না। ৫।

শিখিধ্বজ উবাচ।

কৃতেনানেন কার্য্যেণ ন শুভং নাশুভং সখে।
পশ্যামি তন্মহাবুদ্ধে যথেচ্ছসি তথা কুরু। ৬।

কুম্ভ উবাচ।

যদ্যেবং তন্মহীপাল লগ্নমদ্যৈব শোভনং।
রাকেয়ং শ্রাবণাস্ত সর্ব্বং মে গণিতং শুভং। ৭।
রাত্রাবদ্যোদিতে চন্দ্রে পরিপূর্ণকলামলে।
জন্যত্রো নৌ মহাবাহো দ্বয়োরেব ভবিষ্যতি। ৮।
মহেন্দ্রাদ্রিশিরঃশৃঙ্গসানাবদ্য মনোরমে।
রত্নদীপপ্রকাশাঢ্যে মণিকন্দরমন্দিরে। ৯।

শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে সখে! এই কার্য্য করিলে কি ইষ্টানিষ্ট সঙ্ঘটিত হইবে, আমি তাহা জানিতে পারিতেছি না; অতএব, হে মহাবুদ্ধে! যদি (একান্তই এ কার্য্যে) তোমার প্রবৃত্তি হয়, তবে তাহাই করিতে থাক। ৬। কুম্ভ কহিলেন;—হে নৃপতে! যদি আমার এই প্রস্তাব আপনার অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে যখন অদ্য শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথির সংযোগ দাঁড়াইয়াছে, তখন ইহাকেই শুভ লগ্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হউক; (বলিতে কি, বিবাহকার্য্যে শুভ নক্ষত্রলগ্নাদি যাহা দেখিতে হয়, আমি) সে সকলই গণিয়া রাখিয়াছি। । ৭। অদ্য রাত্রিকালে যখন পূর্ণশশধর বিমল কর বিস্তার করিতে থাকিবেন, হে মহাবাহো! তখন আমাদিগের বিবাহব্যাপার সম্পন্ন হইবে। ৮। অদ্য মনোহর মহেন্দ্রাচলশিরঃস্থিত সানুমধ্যে রত্নমালাসুশোভিত মণিময় কন্দরস্বরূপ মন্দিরে বৈবাহিক কার্য্য সমাহিত হইবার কথা। ৯। হে দিব্যপুরুষ! ব্যোম-

নিশি ব্যোমগতাস্তারা ভত্রা পূর্ণেন্দুনা সহ ।
আবয়োঃ পরিপশ্যন্তু কর্ণান্তাগতলোচন ॥ ১০ ॥
উত্তিষ্ঠাত্মবিবাহার্থং কুর্ব্বঃ কাননকোটরাৎ ।
রাজন্ চন্দনপুষ্পাদিসম্ভারং রত্নসংযুতং । ১১ ।
ইত্যুক্ত্বা কুম্ভ উত্থায় সহ তেন মহীভৃতা ।
কুসুমাবচয়ং চক্রে তথা রত্নাদিসঞ্চয়ং । ১২ ।
ততো মুহূর্ত্তমাত্রেণ রত্নসানৌ সমে শুভে ।
সমালম্ভনপুষ্পানাং তাভ্যাং বৈ রাশয়ঃ কৃতাঃ । ১৩
তথা অন্যত্রসম্ভারং কৃত্বা কাঞ্চনকন্দরে ।
যযতুস্তৌ মহামিত্রে স্নাতুং মন্দাকিনীং নদীং । ১৪ ।
তত্রৈনং স্নাপয়ামাস মহারাজং মহাদরাৎ ।
গজকুম্ভোপমস্কন্ধং কুম্ভো মঙ্গলপূর্ব্বকং । ১৫ ।

চারী তারকানিকর, নিশাকালে স্বামী—শশধরের সহিত সমুদিত হইয়া আমাদের বৈবাহিক উৎসব অবলোকন করিতে থাকুন। ১০। হে রাজন্! আমরা এক্ষণে কানন-কোটর হইতে সরত্ন কুসুম সমূহ সংগ্রহ ও চন্দনাদির আয়োজন করিয়া বিবাহের জন্য প্রস্তুত হই। ১১। কুম্ভ এই কথা কহিয়া নৃপতির সহিত গাত্রোত্থান করিলেন, এবং কুসুমচয়ন ও রত্নাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১২। তদনন্তর মুহূর্ত্তমাত্রমধ্যে তাঁহারা দুই জনে রত্নবিরাজিত শুভ সানুমধ্যে দেবতাদি-পূজাকরণোদ্দেশে রাশি রাশি পুষ্প সংগ্রহ করিলেন। ১৩। এইরূপে কাঞ্চন-কন্দরে বিবাহায়োজন করত তাঁহারা দুই বন্ধু, স্নান করিবার উদ্দেশে মন্দাকিনী-তটিনীতে গমন করেন। ১৪। সেখানে কুম্ভ পরম সমাদরে গজস্কন্ধ নৃপতির নানাবিধ মাঙ্গল্যবিধানে স্নানকার্য্য সমাধা করেন। ১৫। যে চূড়ালা ভবিষ্যতে রাজার প্রেমাস্পদ ও প্রেয়সী বলিয়া

ভবিষ্যদ্দয়িতারূপাং ভবিষ্যদ্দয়িতাঙ্গনাং।
চূড়ালাং স্নাপয়ামাস কুম্ভরূপধরাং প্রিয়াং। ১৬।
পূজয়ামাসতুঃ স্নাতৌ তত্র দেব পিতৃন্মুনীন্।
যথাক্রিয়াফলেঽনিচ্ছৌ ক্রিয়াত্যাগে তথৈব তৌ। ১৭।
কল্পবৃক্ষদুকূলানি পরিধায় সিতানি তৌ।
ফলানি ভুক্ত্বা জন্যত্রস্থানমাযযতুঃ ক্রমাৎ। ১৮।
এতাবতাথ কালেন তয়োর্জন্যত্রসোৎকয়োঃ।
প্রিয়ং কর্ত্তুমিবাস্তাদ্রিং দ্রাগিত্যেবাবিশদ্রবিঃ। ১৯।
অথ সন্ধ্যাক্রমে বৃত্তে কৃতে জপ্যাঘমর্ষণে।
বিবাহদর্শনায়ৈব তারাজালে খমাগতে। ২০।

কীর্ত্তিত হইবেন, কুম্ভরূপধারিণী সেই রমণীরও স্নানকার্য্য রাজা দ্বারা সমাহিত হইল। ১৬। এইরূপে উভয়ে কৃতস্নান হইয়া, দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন; বলিতে কি, ক্রিয়াফললাভে তাঁহাদের যেরূপ ইচ্ছা ছিল না, সেইরূপ ক্রিয়াত্যাগও তাঁহাদের ইচ্ছাবিরোধী ছিল। ১৭। তাঁহারা শ্বেতবর্ণ কল্পপাদপদুকূল পরিধান করিয়া, কতকগুলি ফল-ভোজন করত যথাক্রমে বিবাহ-স্থানে উপনীত হইলেন। ১৮। এই সময়ে বিবাহ-বাসনা-সমুৎসুক তাঁহাদের উভয়ের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার জন্যই যেন দিনমণি অস্তাচলশায়ী হইলেন। ১৯। অনন্তর সন্ধ্যাক্রমণ-সূচনা দেখিয়া অঘমর্ষণ ঋষি জপকার্য্য সম্পন্ন করিলে, তাঁহাদের বিবাহদর্শনার্থী হইয়া তারাজাল অন্তরীক্ষে সমুদিত হইল। ২০। (দেখিতে দেখিতে ক্রমে) শর্ব্বরীর

মিথুনৈকসখী যামা কুসুমোৎকরহাসিনী।
প্রালেয়জালপ্রকরং বিকিরন্তী সমাযযৌ। ২১।
রত্নদীপান্ বহূন্ সানৌ কুম্ভঃ সম্যগযোজয়ৎ।
জ্যোতীংষীন্দ্বর্কযুক্তানি পদ্মোদ্ভব ইবাম্বরে। ২২।
ভূষয়ামাস রাজানং স্ত্রীত্বং গচ্ছন্নিশাগমে।
চন্দনাগুরুকর্পূরপূরৈর্ম্মৃগজকুঙ্কুমৈঃ। ২৩।
এতাবতাথ কালেন বধূত্বং কুম্ভ আযযৌ।
ঘনস্তনভরাক্রান্তো বভূবাশু বিলাসবান্। ২৪।
ইদং সঞ্চিন্তয়ামাস সম্প্রমোহয়মহং বধূঃ।
কামায়াত্মা ময়া দেয়ঃ কার্য্যং কালোচিতং কিল। ২৫।

সমাগম হইল; তাহার আগমনে চতুর্দ্দিকে কুসুম-বিকাশ দেখা দিতে, এবং নিশারসঞ্চারসূচক তুষারকণা নিপতিত হইতে লাগিল; (কার্য্য দেখিয়া বোধ হইল যেন,) রজনী উভয়ের সখ্যতা-সংস্থাপনার্থে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ২১। (এরূপ সময়ে তাঁহারা) সেই পর্ব্বতসানুপ্রদেশে বিবিধ রত্ন-দীপমালা, প্রজ্বালিত করিলেন; আকাশমণ্ডলে চন্দ্রসূর্য্যসমন্বিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে বিন্যস্ত রাখিয়া, ব্রহ্মা যেরূপ প্রশংসাস্পদ হইয়া থাকেন, ইহাও দেখিতে তদনুরূপ হইয়াছিল। ২২। কুম্ভ, রাত্রিযোগে যোষারূপ ধারণ করিয়া, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তুরী ও কুঙ্কুম প্রভৃতি বিলেপন দ্বারা শিখিধ্বজের শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ২৩। যে সময়ে কুম্ভ স্ত্রীরূপ ধারণ করেন, সেই সময়ে তিনি সত্বর নিবিড়-স্তনভারাবনত হইয়া বিলাসী হইয়া উঠেন। ২৪। তখন মনে তাঁহার এই চিন্তা হইতে থাকে যে, আমি এক্ষণে রমণীরূপ ধারণ করিয়াছি; সুতরাং কামোপভোগোদ্দেশে আমার আত্মাকে দান করাই বিধি; বিশেষতঃ এক্ষণে সেই কার্য্যের উপযুক্ত সময়ও দাঁড়াইয়াছে। ২৫।

বিনামূল্যে বিতরিত।

(সানুবাদ সমগ্র সংহিতা)

যাঁহারা প্রাচীন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, শিক্ষা, সভ্য ও পবিত্র ক্রিয়াদির পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন, সংহিতাগুলি আলোচ ও যত্নপূর্ব্বক পাঠ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। আমি দীর্ঘকালাবধি অনেক অ সন্ধান ও চেষ্টা করিয়া মনু প্রভৃতি ২০খানি সংহিতা সংগ্রহ করতঃ মূল: যথাক্রমে অনুবাদ করিয়া, কেবল মাত্র অগ্রিম ডাকমাসুল দিং ব্যয় ১১৶০ লই বিতরণ করিতে স্থির করিয়াছি। সর্ব্বাগ্রে মনুসংহিতা বিতরিত হইতে চলি- কত সংখ্যায় গ্রন্থগুলি সমাপ্ত হইবে, বর্ত্তমানে অনুমান করা দুষ্কর। যাঁহা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের গ্রাহক আছেন, কেবল তাঁহাদের, এবং যাঁহা বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে উক্ত ডাকমাসুল দিং ব্যয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁ- রাই এই নিয়মে সমগ্র সংহিতা পাইতে পারিবেন। একেবারে উক্ত ডা- মাসুল দিং ব্যয় দিতে অসমর্থ হইলে, মনু ২॥০ টাকা; অত্রি ও বিষ্ণু ২৲ টাক হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা ও যম ২৲ টাকা; আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যা ও বৃহস্পতি ১৸৶০ টাকা; পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত ও দক্ষ ২।০ টাক এবং গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ ১৸৶০ টাকা; অগ্রিম ডাকমাসুল প্‌ পাইলে মূল সহ উক্ত পুস্তকগুলি বিতরিত হইবে। ফল কথা, কেবল দুই খণ্ড সংহিতার গ্রাহক হইলে কাহারও আশা পূর্ণ ঘটিবে না। আপাত ১০০০ সংখ্যক গ্রাহককে উক্ত গ্রন্থসকল দিবার নিয়ম হইয়া, এই ম হইতে মনুসংহিতার বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইল। এখনও গ্রাহক-সং- সম্যক্ পূর্ণ হয় নাই, অতএব সাধারণকে জানান যাইতেছে, অবধা গ্রাহকসংখ্যা পূর্ণ হইলে, প্রার্থনা করিয়া যদি কেহ নিষ্ফল হন, তাহা হই তখন আমি আর অনুযোগের কারণ হইতে পারিব না।

শ্রীসত্যবাদী ঘোষ।

ভূকৈলাস রাজবাটী, খিদিরপুর—কলিকাতা।

ইয়মস্মি বধূঃ কান্তা ভর্ত্তা ত্বং মে পুরঃ স্থিতঃ।
গৃহাণ কামমামেহি কালোঽয়ং তবদৃচ্ছয়। ২৬।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভর্ত্তারমগ্রস্থগহনস্থিতং।
উদয়ন্তমিবাদিত্যং রতিং কামমিবাভ্যগাৎ। ২৭।
অহং মদনিকা নাম ভার্য্যাস্মি তব মানদ।
পাদয়োস্তে প্রণামোঽয়ং সস্নেহং ক্রিয়তে ময়া। ২৮।
ইত্যুক্ত্বা সানবদ্যাঙ্গী লজ্জাবনমিতাননা।
লোলালকেন শিরসা প্রণনাম লসৎপতিং। ২৯।
উবাচেদঞ্চ হে নাথ ত্বং মাং ভূষয় ভূষণৈঃ।
ক্রমেণাগ্নিঞ্চ সংজ্বাল্য মৎপাণিগ্রহণং কুরু। ৩০।

আমি কমনীয়কান্তি কামিনী-কলেবর ধারণ করিয়াছি, অধিকন্তু আমার সাক্ষাতে আমার স্বামী সমুপস্থিত রহিয়াছেন; অতএব হে স্বামিন্! আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, আমাকে তদনুসারে উপভোগ করিবার জন্য গ্রহণ করুন। ২৬। এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি নিবিড় গহনস্থিত স্বামীর সমীপে উপস্থিত হইলেন; উদয়োদ্যত আদিত্যকে দেখিলে যেরূপ দেখায়, ইনিও দেখিতে তদনুরূপ; রতি যেরূপ কামের অনুরাগিণী, ইনিও সেইরূপ তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। ২৭। (এবং বলিতে লাগিলেন) হে মানদ! আমি আপনার ভার্য্যা, আমার নাম মদনিকা; আমি আপনার পদপ্রান্তে নিপতিত হইতেছি, আপনি আমার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করুন। ২৮। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সেই ললনা, এই কথা বলিয়া লজ্জাপ্রযুক্ত আপনার মুখ নত করিলেন, এবং দ্যুতিমান্ পতির চরণে চঞ্চলালকশোভি আত্ম-শিরঃ সমর্পণ করিলেন। ২৯। এবং বলিতে লাগিলেন, হে নাথ! আপনি আমাকে বিচিত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া যথাক্রমে বহ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণ করুন। ৩০। হে

রাজসেতিতরাং রাজন্ মাং করোষি স্মরাতুরাং।
রতের্বিবাহে মদনমভিভূয়াধিতিষ্ঠসি। ৩১।
এবমাদিবদন্তৌ তৌ ভবিষ্যন্নবদম্পতী।
প্রচ্ছন্নপূর্ব্বদাম্পত্যৌ মিথস্তুষ্টৌ বভূবতুঃ। ৩২।
মহারাজ্ঞীং মদনিকাং মহারাজঃ শিখিধ্বজঃ।
কাঞ্চনোপলপর্য্যঙ্কে নিবিষ্টো ভূষয়ং স্বয়ং। ৩৩।
অবতংসৈস্তথা মাল্যৈর্মণিরত্নবিভূষণৈঃ।
বস্ত্রৈঃ বিলেপনৈঃ পুষ্পৈ রুচিরস্থানকার্পিতৈঃ। ৩৪।
সা বভৌ ভূষিতা তন্বী মদনী মদদায়িনী।
গিরিজেব বিবাহোৎকা কামকান্তেব কামিনী। ৩৫।
মহারাজো মহারাজ্ঞীং ভূষয়িত্বেদমাহ তাং।
রাজসে মৃগশাবাক্ষি লক্ষ্মীরিব নবোদিতা। ৩৬।

রাজন্! রতির বিবাহকালে মদনের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, আপনি অদ্য তাহাকে খর্ব্ব করিয়া প্রদীপ্ত প্রভা ধারণ করিয়াছেন, এবং আমাকে কুসুমশরের শরাসন-পথের লক্ষ্য করিতেছেন। ৩১। এই প্রকার কথোপকথন করিয়া সেই ভাবী নবদম্পতী, আপনাদের পূর্ব্বপ্রণয় সংগোপন পূর্ব্বক পরস্পর সন্তুষ্টমনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৩২। মহারাজ শিখিধ্বজ, কাঞ্চনমণি-স্বরূপ পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া, আপনি মহারাজ্ঞী মদনিকাকে সাজাইতে লাগিলেন। ৩৩। কর্ণভূষণ, মাল্য, বস্ত্র, মণিরত্ন, অলঙ্কার, অঙ্গরাগ এবং নানাস্থানে নানাপ্রকার পুষ্পালঙ্কার দ্বারা তদীয় অঙ্গযষ্টি সুশোভিত হইতে লাগিল। ৩৪। যৌবন-চিহ্নধারিণী সুন্দরী সেই রমণী, তখন অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইতে লাগিলেন; গিরিশ-বিবাহকালে গিরীন্দ্রনন্দিনীর যেরূপ শোভা হইয়াছিল, কামপ্রণয়িনী রতির বিবাহে তাঁহাকে যেরূপ দিব্য রূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল, সে সময়ে ইঁহারও তদনুরূপ দেহশ্রী ঘটিয়াছিল। ৩৫। মহারাজ মহারাজ্ঞীকে এই প্রকার বেশভূষা দ্বারা বিভূষিত করিয়া এই কথা বলিতে থাকেন,—হে বালমৃগলোচনে! তুমি নবোদিত লক্ষ্মীর ন্যায় অনুপম তনু ধারণ

শক্রেণ সহ যচ্ছচ্যা যল্লক্ষ্ম্যা হরিণা সহ।
যদ্‌গৌর্য্যাঃ শম্ভুনা সার্দ্ধং তত্তে ভবতু মঙ্গলং। ৩৭।
তদুত্তিষ্ঠ বরারোহে বেদীং বৈবাহিকীং স্বয়ং। ৩৮।

বশিষ্ঠ উবাচ।

তত্র পুষ্পলতাজালৈঃ কাণ্ডপ্রতিশিলাঙ্কিতৈঃ।
মুক্তাকুসুমজালানাং প্রকরৈঃ স্তবকোপমৈঃ। ৩৯।
চতুর্দ্দিক্কং চতুর্ভিশ্চ নারিকেলমহাফলৈঃ।
পূর্ণকুম্ভৈস্তথা গঙ্গাবারিপূর্ণৈঃ প্রকল্পিতৈঃ। ৪০।
জ্বালয়ামাসতুস্তস্যা মধ্যে চন্দনদারুভিঃ।
জ্বলনং জ্বালিতজ্বালং দক্ষিণস্থং প্রদক্ষিণং। ৪১।
পূর্ব্বাভিমুখমেবাগ্নেরগ্রে পল্লববিষ্টরে।
নিযোজ্য দম্পতী কান্তৌ তয়োর্ব্বিবিশতুঃ স্বয়ং। ৪২।

করিয়াছ। ৩৬। ইন্দ্রের সহিত ইন্দ্রাণী, নারায়ণের সহিত লক্ষ্মী ও শিবের সহিত শিবানীর সম্মিলন হইলে যেরূপ চমৎকার শোভা হয়, তোমারও তাহাই ঘটিয়াছে; প্রার্থনা করি, তোমার মঙ্গল হউক। ৩৭। যাহা হউক, হে সুন্দরি! (বিবাহ-সময় সমুপস্থিত, আর প্রতীক্ষা করা উচিত হয় না,) অতএব গাত্রোত্থান করিয়া, বৈবাহিক বেদীর সমীপে আগমন কর। ৩৮। বশিষ্ঠ কহিলেন;—তাঁহারা দুই জনে, বিবাহবেদীর চতুর্দ্দিক্, পুষ্পলতাসমূহ এবং প্রতি-কাণ্ডে ফলগুচ্ছ-সমাকার নবরত্ন শিলা প্রভৃতি, এবং স্তবকসদৃশ মুক্তাময় কুসুমনিকর দ্বারা সুশোভিত করিয়া,। ৩৯। বেদীর চতুর্দ্দিকে নারিকেল প্রভৃতি ফলচতুষ্টয়, গঙ্গাজলসমন্বিত পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি সংস্থাপিত করিলেন। ৪০। মধ্য-দেশে চন্দনকাষ্ঠ সংযোগে বহ্নি স্থাপিত হইল; যখন অগ্নির শিখা দক্ষিণাবর্ত্তে গমন করিতে লাগিল, সেই সময়ে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া। ৪১। তাঁহারা তদীয় পূর্ব্বমুখে পল্লবাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পাণি-গ্রহণ-বিধির অনুষ্ঠান

স হুত্বা তিললাজানি পাবকায় শিখিধ্বজঃ।
উত্থায়োত্থায় কান্তাং স পাণিভ্যাং স্বয়মাদদে। ৪৩।
অন্যোন্যশোভমানৌ তৌ ভবাবিব বনে শিবৌ।
চক্রতুর্দম্পতী তস্য পাবকস্য প্রদক্ষিণং। ৪৪।
পূর্ব্বোপরচিতে পুষ্প-তল্পে বিবিশতুর্নবে।
এতস্মিন্নন্তরে চন্দ্রশ্চতুর্ভাগং নভস্তলাৎ। ৪৫।
শনৈরাক্রাময়ামাস শোভাং দ্রষ্টুমিবানয়োঃ।
অথোত্থায় জ্বলদ্রত্নদীপাং কাঞ্চনকন্দরাং।
স্বয়ং পূর্ব্বোপরচিতাং গুপ্তাং বিবিশতুঃ প্রিয়ৌ।
দদৃশতুর্নবং তত্র তল্পং কুসুমকল্পিতং। ৪৬।
পরিতোব্যাপ্তমূৎকীর্ণৈর্হেমপঙ্কজরাশিভিঃ।
মন্দারাদিভিরন্যৈশ্চ পুষ্পৈর্গ্লানিবিবর্জ্জিতৈঃ। ৪৭।

করিতে লাগিলেন। ৪২। নৃপতি শিখিধ্বজ, তিল এবং লাজাঞ্জলি অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন, এবং গাত্রোত্থান করিয়া স্বকীয় করসংযোগে কান্তার কর গ্রহণ করিলেন। ৪৩। ভব এবং ভবানী সম্মিলিত হইলে যেরূপ শোভা হয়, তখন সেই বনে তাঁহাদের পরস্পরের সেইরূপ শোভা হইতে লাগিল; তাঁহারা যথাক্রমে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। ৪৪। এবং ক্ষণমধ্যে পূর্ব্বরচিত পুষ্পশয্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন; এই সময়ে নভস্তল হইতে চন্দ্রের চতুর্থ ভাগ,—অর্থাৎ শেষাবস্থা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৪৫। তিনি তখন নবদম্পতীর শোভা-সন্দর্শন-জন্য আপনার বিমল কর বিস্তার করিলেন; এই সময়ে তাঁহারা দুই জনে গাত্রোত্থান করিয়া, যে কাঞ্চন-কন্দরে রত্নদীপ শোভা পাইতেছে, সেই গৃহস্থিত পূর্ব্বরচিত শয্যার সমীপবর্ত্তী হইলেন; দেখিলেন, ঐ নূতন শয্যা, কুসুমসমূহে সমাচ্ছন্নপ্রায় রহিয়াছে। ৪৬। ঐ শয্যা বিকীর্ণ স্বর্ণপদ্ম দ্বারা সজ্জীভূত, এবং প্রফুল্ল মন্দার কুসুম ও অন্যান্য পুষ্প-সৌরভে

সুগন্ধমুন্নতং কান্তং চিরাদন্যতয়োত্থিতং।
মিথুনং পুষ্পরাশৌ তন্ন্যসীদৎ পরিতোহমলে। ৪৮।
তৈস্তৈর্মিথঃ প্রণয়পেশলবাগ্বিলাসৈ-
স্তৎকালকার্য্যসুভগৈঃ প্রণয়োপচারৈঃ।
সংকান্তয়োর্নবনবেন তয়োঃ সুখেন
দীর্ঘা মুহূর্ত্ত ইব সা রজনী জগাম। ৪৯।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে লীলাবিবাহোনাম
ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৭৩। *।

সুবাসিত। ৪৭। দীর্ঘকালের পর সংমিশ্রিত সুগন্ধশরীর সেই কান্ত-মিথুন অমূল্য পুষ্পশয়নে শয়ন করিলেন। ৪৮। তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর-প্রণয়-পূরিত বিবিধ বাগ্বিন্যাস, তৎকালোচিত পরিরম্ভণ প্রভৃতি কার্য্যকলাপ, এবং অনেক প্রকার প্রণয়োপচার,—অর্থাৎ গন্ধমাল্যতাম্বূলাদি সংপ্রদান দ্বারা সেই সুদীর্ঘ শর্ব্বরী, মুহূর্ত্তকালের ন্যায় অতিবাহিত হইল। ৪৯।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ সূর্য্যাখ্যরঙ্গেণ রঞ্জিতে ভুবনোদরে।
শিখিধ্বজাঙ্গনা প্রাতর্ম্মদনী কুম্ভতাং যযৌ। ১।
এবং মহেন্দ্রদর্য্যান্তাবুভৌ কুম্ভশিখিধ্বজৌ।
স্বয়ং বিবাহিতাবিষ্টৌ সম্পন্নৌ দেবদম্পতী। ২।
রেমাতে বনকুঞ্জেষু গুহাসু চ মহীভৃতাং।
তমালজালখণ্ডেষু মন্দারগহনেষু চ। ৩।
সহ্যদর্দ্দুরকৈলাসমহেন্দ্রমলয়েষু চ।
গন্ধমাদনবিন্ধ্যাদ্রিলোকালোকতটেষু চ। ৪।
দিনৈস্ত্রিভিস্ত্রিভির্গত্বা নিদ্রাং গতবতি প্রিয়ে।
চূড়ালা রাজকার্য্যাণি কৃত্বা স্বভ্যাযযৌ পুনঃ। ৫।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—অনন্তর সূর্য্যনামক রঞ্জিত পদার্থ দ্বারা ত্রিভুবনোদর রঞ্জিত হইলে,—অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে জগৎ রাগরঞ্জিত-মূর্ত্তি ধারণ করিলে, প্রাতঃকালে রাজমহিষী মদনিকা, কুম্ভরূপ ধারণ করিলেন। ১। পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে কুম্ভ ও শিখিধ্বজ উভয় দেবদম্পতী মহেন্দ্রাচলের কন্দরপ্রান্তে অবস্থিতি করিয়া, আপনাদের মনোমত বিবাহকার্য্য সমাধা করত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ২। তাঁহারা বনকুঞ্জ, পর্ব্বতগহ্বর, তমালমালা-বেষ্টিত স্থান, এবং মন্দার-শ্রেণী-মধ্যে বিহার করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। ৩। সহ্য, দর্দ্দুর, কৈলাস, মহেন্দ্র, মলয়, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য এবং লোকালোক-পর্ব্বত-প্রান্তে বিহার করিয়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা ছিল না। ৪। যে সময়ে আপনার বল্লভ নিদ্রার কোমল অঙ্কে শয়ন করেন, সে সময়ে তিন তিন দিন ব্যাপিয়া, চূড়ালা নগরে গমন পূর্ব্বক রাজকার্য্য সম্পাদন করত পুনর্ব্বার পতির নিকটে উপস্থিত হইতে লাগি-

মাসমেকং মহেন্দ্রাদ্রৌ রম্যে সরলসঙ্কুলে।
রত্নকুড্যে গুহাগেহে পূজিতৌ সুরকিন্নরৈঃ। ৬।
হস্তলভ্যোদিতামোঘমন্দারবনমালিতে।
এবং শুক্তিমতঃ পৃষ্ঠে পক্ষং কল্পলতাগৃহে। ৭।
মাসদ্বয়ং পক্ষবতো গিরের্দক্ষিণদিক্‌তটে।
পারিজাতবনে দেবপুষ্পস্তবকমণ্ডপে। ৮।
জম্বূখণ্ডতলে মেরোঃ পাদে জাম্বূনদীতটে।
জাম্বুনদময়ে মাসং জম্বূফলরসাসবৈঃ। ৯।
দশোত্তরকুরূণাঞ্চ মণ্ডলে দিবসানি তৌ।
কোশলেষূত্তরস্থেষু সপ্তবিংশতি বাসরান্। ১০।
এবমন্যেষু দেশেষু বিচিত্রেষু মহীভৃতাং।
স্থিতবন্তৌ মহাভাগৌ সুহৃদৌ নিশি দম্পতী। ১১।

লেন।৫। তাঁহারা সরল-পাদপ-সমন্বিত সুরম্য মহেন্দ্র পর্ব্বতের রত্নময় গুহাস্বরূপ গৃহে সুরনর কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন। ৬। যেখানে থাকিয়া অনায়াসে হস্তোত্তোলন করিয়া মন্দার-কুসুমাবচয়ন হইতে পারে, তাঁহারা সেই শক্তিমান্ নামক পর্ব্বতস্থিত লতাগৃহে এক পক্ষ কাল অবস্থিতি করেন। ৭। মৈনাক পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশস্থিত দক্ষিণ দিক্‌তটে যে দেবভোগ্য কুসুমস্তবকের চিরপ্রস্ফুনাবস্থা দেখা যায়, সেই পারিজাতবনে তাঁহারা দুই মাস বিহার করিয়াছিলেন। ৮। মেরুর দক্ষিণভাগে জাম্বূনদীর তটে যে জম্বূখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার জম্বূফলাসব পান করিয়া,সেখানে স্থিরযৌবনভাবে এক মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ৯। এইরূপ উত্তর কুরুমণ্ডলে দশ, এবং উত্তর কোশলদেশে সপ্তবিংশতি দিবস অতিবাহিত হয়। ১০। সেই নবদম্পতী নিশিসময়ে উভয়ে সম্মিশ্রিত হইয়া, নানাবিধ পর্ব্বত এবং বিচিত্র দেশসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া বিহার করিয়াছিলেন। ১১। অনন্তর এইরূপে

ততো যাতেষু মাসেষু শনৈঃ কতিপয়েষু সা।
চূড়ালা চিন্তয়ামাস দেবপুত্রকরূপিণী। ১২।
স্বরূপভোগভারেণ পরীক্ষ্যেঽহং শিখিধ্বজং।
মা কদাচন চেতোঽস্য ভোগেষু রতিমেষ্যতি। ১৩।
ইতি সঞ্চিন্ত্য চূড়ালা মায়য়া বিপিনাবনৌ।
আগতং দর্শয়ামাস সসুরাপ্সরসং হরিং। ১৪।
ইন্দ্রমভ্যাগতং দৃষ্ট্বা পরিবারসমন্বিতং।
যথাবৎ পূজয়ামাস বনসংস্থঃ শিখিধ্বজঃ। ১৫।

শিখিধ্বজ উবাচ।

আত্মনা কিং কৃতা দূরাদভ্যাগমকদর্থনা।
দেবরাজ যথা তন্মে প্রসাদাদ্বক্তুমর্হসি। ১৬।

ইন্দ্র উবাচ।

ইমে বয়মিহায়াতা স্বদ্গুণাতিশয়েন খাৎ।
হৃদি লগ্নেন সূত্রেণ খগা বনগতা ইব। ১৭।

কতিপয় মাস অতীত হইলে পর, দেবপুত্ররূপিণী সেই নৃপভামিনী এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন। ১২। আমি প্রকৃত ভোগবাসনার অনুগত সামগ্রী দ্বারা নৃপতিকে পরীক্ষা করিতে চাই; (আমার বোধ হয়,) উহাঁর অন্তঃকরণ কোনও প্রকার ভোগ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইবে না। ১৩। এই চিন্তা করিয়া চূড়ালা মায়ার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সেই বনভূভাগে অপ্সরসমন্বিত দেবেন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিলেন। ১৪। পরিবারবেষ্টিত সুরপতির শুভাগমন দেখিয়া, বনবিহারী নৃপতি তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। ১৫। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে দেবরাজ! আপনি যে কারণে দূরপ্রদেশ হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার এখানে আগমন করিয়াছেন, আমার নিকটে অনুকম্পা করিয়া তাহাপ্রকাশ করুন। ১৬। ইন্দ্র কহিলেন; যেরূপ পক্ষিগণ হৃদয়স্থিত বাসনাসূত্রানুসারে (ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া,) বনবিহার করিতেথাকে, সেই প্রকার তোমার গুণের পক্ষপাতী হইয়া, আমি অমরাবতী পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহলোকে উপস্থিত হইয়াছি। ১৭।

উত্তিষ্ঠ স্বর্গমাগচ্ছ তত্র সর্ব্বে ত্বদুন্মুখাঃ।
ত্বদ্গুণশ্রবণাশ্চর্য্যাঃ স্থিতা দেবাঙ্গনাগণাঃ। ১৮।
গৃহীত্বা সিদ্ধমার্গেণ স্বীকুরু স্বর্গমণ্ডলং।
আগত্য বিবিধা ভোগাস্ত্বয়া বিবুধসদ্মনি।
জীবন্মুক্তেন ভোক্তব্যাস্তেন ত্বামহমাগতঃ। ১৯।

শিখিধ্বজ উবাচ।

সর্ব্বং স্বর্গসমাচারং বেদ্মি দেবাধিনায়ক।
কিন্তু সর্ব্বত্র মে স্বর্গো নিয়তো ন তু কুত্রচিৎ। ২০।
সর্ব্বত্রৈব হি তুষ্যামি সর্ব্বত্রৈব রমে প্রভো।
অবাঞ্ছনত্বান্মনসঃ সর্ব্বত্রানন্দবানহং। ২১।

... তুমি গাত্রোত্থান করিয়া আমার সমভিব্যাহারে স্বর্গে আগমন কর; ...কে দেখিবার জন্য সুরপুরবাসী সকলে সমুৎসুক হইয়াছেন, এবং ...র গুণগ্রামশ্রবণে বিস্মিত হইয়া সুর ও সুরনারীগণ সকলে তোমার ... অপেক্ষা করিতেছেন। ১৮। (তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি) ...র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বর্গগমনে সমুদ্যত হও; তুমি সেই ...পুরে বিবিধ ভোগসুখে তৃপ্তমনা হইয়া, জীবন্মুক্তভাবে অবস্থিতি ... বলিয়া, তোমাকে আহ্বান করিবার জন্য আমার এখানে উপস্থিত ... প্রয়োজন। ১৯। শিখিধ্বজ কহিলেন;—হে দেবেন্দ্র! আমি ... প্রকার সুখবিধায়ক বস্তু অবগত আছি, সেই কারণে সর্ব্বত্রে আমার ...বোধ হইয়া থাকে; (বাস্তবিক,) আমার নিকটে কোনও স্থানে কোনও ...র পরিচ্ছিন্ন স্বর্গের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। ২০। হে প্রভো! ... সর্ব্বত্র সন্তুষ্টভাবে অবস্থিতি করি; সর্ব্বত্র আমার আনন্দোদয় হইয়া ...; বাস্তবিক, আমার মনে কোনও কামনা নাই বলিয়া, আমি সর্ব্বত্রে ...নন্দস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকি। ২১। হে শক্র! এ প্রকার পরিচ্ছিন্ন

নিয়ত্তং কিঞ্চিদেকত্রস্থিতং স্বর্গকমীদৃশং।
শক্র গন্তুং ন জানামি ত্বদাজ্ঞাং ন করোম্যহং। ২২।

শক্র উবাচ।

সাধো বিদিতবেদ্যানাং পরিপূর্ণধিয়াং সমং।
সজ্জনাচরিতং যুক্তং মন্যে ভোগোপসেবনং। ২৩।
দেবেশে প্রোক্তবত্যেবং তূষ্ণীমেব স্থিতে নৃপে।
কিমিতো নাপযাস্যেহহং তমিতি প্রোক্তবান্ হরিঃ। ২৪।
নাহমদ্যৈব কালেন বদতীতি শিখিধ্বজে।
কল্যাণং তেহস্তু কুম্ভেতি বদন্নন্তর্ধিমাযযৌ। ২৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

তাং মায়াং শমমানীয় চড়ালা সমচিন্তয়ৎ।
দিষ্ট্যা ভোগেচ্ছয়া নায়ং হ্রিয়ন্তে বসুধাধিপঃ। ২৬।

একত্রস্থিত তুচ্ছ স্বর্গবাস আমার কামনার বিষয় নহে; সুতরাং সেথ যাইতে, বা আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে আমি সমর্থ হইে না। ২২। ইন্দ্র কহিলেন;—হে সাধো! যাঁহারা জ্ঞেয় পদার্থ অবগত আে সেই সকল পূর্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ভোগসুখকে সজ্জনেরা প্রারব্ধ ক ক্ষয় বলিয়া তদাচরণ করিয়া থাকেন, ইহা আমার বিশ্বাস। ২৩। দেবেন্দ্র কথা বলিতে বলিতে, নরেন্দ্র যেই মৌনভাব ধারণ করিলেন, অমনি সুর 'তবে কি আমি এখান হইতে যাইব না' এই কথা তাঁহাকে বলিলেন। আমি অদ্য বনপ্রদেশ হইতে স্বর্গে গমন করিব না, (কিন্তু কালে প্রয়োজ রোধে রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইব,) এই কথা যেই নৃপতির মুখ হইতে লিত হইল, অমনি, 'হে কুম্ভ! তোমার পুনর্ব্বার রাজ্যলাভবাসনা পূর্ণ হ বলিয়া, অমরনাথ অন্তর্হিত হইলেন। ২৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—চূড়াল প্রকারে আত্মমায়ার শমতা করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ধিপতি ভাগ্যক্রমে নানাপ্রকার ভোগে নিপতিত হইয়াও তাহার বশ্যতা

শান্তঃ সমস্তমাভোগ এবং শক্রসমাগমে ।
অসংরম্ভমহেলঞ্চ কৃতবান্ ব্যবহারিকং । ২৭ ।
ভুয় এব প্রপঞ্চেন বিমৃশাম্যেব সাদরং ।
রাগদ্বেষপ্রধানেন কেনচিদ্বুদ্ধিহারিণা । ২৮ ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা রাত্রাবিন্দাবভ্যুদিতে বনে ।
গৃহীতমঙ্গনারূপং কান্তা মদনিকা সতী । ২৯ ।
বাতে বহতি ফুল্লাঢ্যে মধুরামোদমাংসলে ।
সন্ধ্যাজপ্যপরে নদ্যাস্তীরসংস্থে শিখিধ্বজে । ৩০
সন্তানকলতাগেহং নীরন্ধ্রৈঃ পুষ্পগুচ্ছকৈঃ ।
শুদ্ধান্তং বনদেবীনাং প্রবিবেশ মদান্বিতা । ৩১ ।

করিতেছেন না। ২৬। (কি আশ্চর্য্য !) বাসবের প্রাদুর্ভাবে যিনি শান্তভাবাপন্ন, এবং নিষ্ক্রিয়নিবন্ধন আকাশসদৃশ স্থির-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে নির্ভয়ে ও অবলীলাক্রমে অর্ঘ্য প্রভৃতি পূজোপকরণ-সংগ্রহে তৎপর হইলেন।২৭। তখন নৃপমহিষী চূড়ালা, পুনর্ব্বার (যাহাতে নৃপতি) বুদ্ধিভ্রংশকর রাগদ্বেষাদি প্রপঞ্চের অধীন হইয়া পড়েন, এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকেন। ২৮। (ক্রমে চিন্তা করিতে করিতে) যে সময়ে বনমধ্যে বিমল শশাঙ্কছবি প্রতিফলিত হয়, সেই সময়ে নিশাকালে অঙ্গনামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, কমনীয়কান্তি মদনিকা নাম ধারণ করত ভ্রমণ করিতে থাকেন। ২৯। যৎকালে মধুরামোদদায়ি ফুল্লকুসুমসৌরভ, সমীরণ-সংযোগে প্রবাহিত হইতে থাকে, যে সময়ে নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া, শিখিধ্বজ সন্ধ্যা ও জপাদির অনুষ্ঠান করিতে থাকেন,। ৩০। সেই সময়ে মদোন্মত্ত মদনিকা, নীরন্ধ্র পুষ্পগুচ্ছস্বরূপ বনদেবীদিগের সন্তানক-লতা-বিরচিত শুদ্ধান্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩১। সেই

তত্র সংকল্পিতে পুষ্পশয়নে মাল্যমালিতা।
কণ্ঠে সংকল্পিতং কান্তং খিঙ্গমাদায় সংস্থিতা। ৩২।
আগত্যান্বিষ্য কুঞ্জাৎ স প্রদদর্শ শিখিধ্বজঃ।
লতাগেহে মদনিকাং কণ্ঠে খিঙ্গং মনোহরং। ৩৩।
তদালোক্যাবিকারেণ চেতসালং তুতোষ সঃ।
অহো সুখং স্থিতৌ খিঙ্গাবিত্যাহ স শিখিধ্বজঃ। ৩৪।
তিষ্ঠতাঙ্গ যথাকামং সুখং খিঙ্গৌ যথাস্থিতং।
বিঘ্নমাকরবং ভীতাবিত্যুক্ত্বা নির্জগাম সঃ। ৩৫।
ততোমুহূর্ত্তমাত্রেণ প্রপঞ্চং তমুপেক্ষ্য সা।
নির্যযৌ দর্শয়ন্তী স্বং রতিফুল্লাকুলং বপুঃ। ৩৬।

সঙ্কল্পরচিত পুষ্পশয্যায় শয়িত ও পুষ্প-মাল্য-পরিহিত হইয়া মানিনী মদনিকাকে কমনীয়কান্তি লম্পট যুবকের সহিত সংমিশ্রিত হইতে ও তদীয় কণ্ঠে করার্পণ করিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিলেন।৩২। (এ দিকে) নৃপতি শিখিধ্বজ, কুঞ্জ হইতে বিনির্গত হইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর, মদনিকাকে লতাগৃহে কণ্ঠধারী নবীন রূপবান্ যুবকের প্রেমে অবশতনু দেখিতে পাইলেন।৩৩। তাহাদের উভয়কে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, নৃপতির অন্তরে বিকারভাবের আবির্ভাব না হইয়া, প্রত্যুত সন্তোষসমাগম হইল; তখন "হে নায়কনায়িকাদ্বয়! তোমরা সুখে অবস্থিতি করিতে থাক, নৃপতি এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৩৪। (এবং বিশেষ করিয়া বলিলেন, হে স্ত্রীপুরুষ! তোমরা কামনানুসারে নির্ভয়ে সুখ-সম্ভোগ করিতে থাক, "তোমাদের বিঘ্নোৎপাদন করা আমার অভিপ্রেত নহে" এই কথা বলিয়া, লতাগৃহ হইতে বিনির্গত হইলেন।৩৫। তদনন্তর নৃপভামিনী চূড়ালা, মুহূর্ত্তকালমধ্যে আপনার মায়া সংগোপনপূর্ব্বক কাম রস-ভোগ-নিপুণ—অর্থাৎ পরপ্রেমমুগ্ধ স্বকীয় শরীর সন্দর্শন করিয়া, লতাকুঞ্জ হইতে নির্গত হইলেন। ৩৬। এবং দেখিলেন, হেমশিলাতলে নৃপতি নিশ্চিন্ত

উপবিষ্টং দদর্শৈনং নৃপং হেমশিলাতলে।
সমাধিসংস্থমেকান্তে মনাগ্বিকসিতেক্ষণং। ৩৭।
তং প্রদেশমুপাগম্য লাজাবনমিতাননা।
তূষ্ণীমাসীৎ ক্ষণং খিন্না ম্লানা মদনিকাঙ্গনা। ৩৮।
ক্ষণাচ্ছিখিধ্বজো ধ্যানাদ্বিরতস্তামুবাচ হ।
অত্যন্তমধুরং বাক্যমিদমক্ষুব্ধয়া ধিয়া। ৩৯।
তন্বি কিং শীঘ্রমেব ত্বং বিঘ্নিতানন্দমাগতা।
আনন্দায়ৈব ভূতানি যতন্তে যানি কানিচিৎ। ৪০।
ভূয়স্তোষয় তং গচ্ছ কান্তং প্রণয়বৃত্তিভিঃ।
পরস্পরেপ্‌সিতস্নেহো দুর্লভো হি জগত্রয়ে। ৪১।

মদনিকোবাচ।

এবমেষ মহাভাগ স্ত্রীস্বভাবো হি চঞ্চলঃ।
কামো হ্যষ্টগুণঃ স্ত্রীণাং ন কোপং কর্ত্তুমর্হসি। ৪২।

উপবিষ্ট রহিয়াছেন; তিনি সমাধির আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার লোচন-দ্বয় ঈষৎ বিকসিত রহিয়াছে। ৩৭। অঙ্গনা মদনিকা, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া লজ্জাবশতঃ আপনার বদন অবনত করিলেন, এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া খিন্ন ও ম্লানমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ৩৮। এ দিকে নৃপতি ক্ষণকালের পর যেই ধ্যান হইতে বিচ্যুত হইলেন, অমনি অক্ষুব্ধান্তঃকরণে মধুরবচনে চূড়ালাকে এই কথা বলিতে থাকেন। ৩৯। হে সুন্দরি! তুমি শীঘ্র শীঘ্র আপনার আনন্দ-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে কেন? (আমি জানি) নানাপ্রকার আনন্দোপভোগ করিবার জন্য প্রাণী মাত্রেই চেষ্টা করিয়া থাকে। । ৪০। আমি সেইজন্য বলিতেছি যে, তুমি পুনর্ব্বার প্রণয়বৃত্তির পরিচয় দিয়া আপনার মনোমত কান্তের অনুগামী হও; (কারণ, বিবেচনা করিয়া দেখিলে) পরস্পরের অভিমত স্নেহ ত্রিজগন্মধ্যে সুদুর্লভ। ৪১। মদনিকা কহিলেন;— হে মহাভাগ! স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি অতি চঞ্চল; (বিবেচনা করিয়া দেখুন,)

অবলাহমনেনাস্মি রাত্রৌ গহনকাননে।
ত্বয়ি সন্ধ্যাজপপরে কিং করোমি বরাকিকা। ৪৩।
অবলা বা কুমারী বা জারং ন রতিরোধনং।
করোতি পরিখিঙ্গেন নাঙ্গে স্বে বিনিবেশিতং। ৪৪।
অবলা স্ত্রী তথা বালা মূঢ়াহমপরাধিনী।
ক্ষন্তুমর্হসি নাথ ত্বং ক্ষমাবন্তো হি সাধবঃ। ৪৫।

শিখিধ্বজ উবাচ।

মন্যুর্মম ন বালেঽন্তর্বিদ্যতে খ ইব দ্রুমঃ।
কেবলং সাধুনিন্দ্যত্বান্নেচ্ছামি ত্বামহং বধূং। ৪৬।

কাম, পুরুষজাতির অপেক্ষা স্ত্রীজাতির অষ্টগুণ অধিক; অতএব (আপনাকে বলি, কারণ জানিয়া,) আমার প্রতি আপনার কোপ করা উচিত নহে। ৪২। বিশেষতঃ আমি অবলা,—নিশাকালে নিবিড় কাননে অবস্থিতি করি; (বিবেচনা করিয়া দেখুন,) আপনি যে সময়ে সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান করেন, সে সময়ে আমি একাকিনী কিরূপে অবস্থিতি করি?। ৪৩। (বোধ করি আপনার অবিদিত নাই যে,) স্ত্রীলোক বিবাহিতা, বা অবিবাহিতাবস্থায় মনোমত পুরুষকে অঙ্কগত করিতে পাইলে, সহবাস করিতে নিবৃত্ত হয় না। ৪৪। (অধিক কি বলিব,) আমি একে অবলা স্ত্রীজাতি, তাহাতে যুবতী; আমার বিদ্যাবুদ্ধি নাই, সুতরাং আমি না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি; অতএব, প্রার্থনা করি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; (আমি জানি) সজ্জনগণ, ক্ষমাগুণাবলম্বী হইয়া থাকেন। ৪৫। শিখিধ্বজ কহিলেন;—আকাশে যেরূপ বৃক্ষস্থিতির সম্ভাবনা নাই, হে বালে! সেইরূপ আমার অন্তরে মন্যুর অধিকার নাই; তবে কি না সাধুলোকের নিকটে নিন্দিত হইতে হইবে বলিয়া, তোমাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিতে আমার

সুহৃত্তেন বনান্তেষু পূর্ব্ববৎ সুখমঙ্গনে।
বীতরাগতয়া নিত্যং সমমেব রমাবহে। ৪৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবং সমতয়া তত্র স্থিতে তস্মিন্ শিখিধ্বজে।
চূড়ালা চিন্তয়ামাস তৎসত্ত্বেনোদিতাশয়া। ৪৮।
অহো বত পরং সাম্যং ভগবানয়মাগতঃ।
বীতরাগতয়াক্রোধো জীবন্মুক্তোহবতিষ্ঠতে। ৪৯।
আত্মবৃত্তান্তমখিলং তমেনং স্মারয়াম্যহং।
কুম্ভরূপমিদং ত্যক্ত্বা চূড়ালৈব ভবাম্যহং। ৫০।
দর্শয়ামাস তত্রাশু ত্যক্ত্বা মদনিকাবপুঃ।
তস্মান্মদনিকাদেহাচ্চূড়ালা নির্গতেব সা। ৫১।

প্রবৃত্তি হয় না। ৪৬। (যাহা হউক,) হে অঙ্গনে! তুমি পূর্ব্বে যেরূপ বন্ধুভাবে সংমিলিত হইয়া বনান্তপ্রদেশে আমার সহিত সুখে কালযাপন করিয়াছিলে, সেই প্রকার নিত্যকাল নির্ব্বেদভাবে সমানত্ব লাভ করিয়া বিহার করাই আমার মনের অভিপ্রায়। ৪৭। বশিষ্ঠ কহিলেন;—নৃপবর শিখিধ্বজ এই প্রকারে সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, সেখানে অবস্থিতি করিলে পর, চূড়ালা নৃপতির রাগদ্বেষবিহীন চিত্তের পরিচয় পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ৪৮। (এবং বলিতে লাগিলেন,) সুখৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আমার এই স্বামী যেরূপ সমদর্শিত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, পাইয়াছেন; ইনি বৈরাগ্যের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া ক্রোধ বিসর্জ্জন দিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। ৪৯। (যাহা হউক,) আমি এক্ষণে কুম্ভরূপ পরিত্যাগ ও চূড়ালারূপ ধারণ করিয়া ইহাঁকে আত্মবৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দি। ৫০। (এই স্থির করিয়া,) সেখানে সত্বর আপনার মদনিকার শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই দেহ হইতে যেমন চূড়ালা নির্গত হইলেন, এইরূপে আবির্ভূত হইলেন। ৫১। নৃপতি, (দেখিবা-

তাং দদর্শ নিবদ্যাঙ্গীং পুনঃ প্রণয়পেশলাং।
কান্তাং মদনিকামেব চূড়ালাং দয়িতাং স্থিতাং। ৫২।
সমুদিতামিব মাধবপদ্মিনী-
মুপগতামিব ভূমিতলাচ্ছ্রিয়ম্।
প্রকটিতামিব রত্নসমুদ্গকাৎ
পরিদদর্শ নিজাং দয়িতাং নৃপঃ। ৫৩।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে চূড়ালাস্বরূপদর্শনং
নাম চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৭৪। *।

মাত্র) সুন্দরী প্রণয়রস-রসিকা সেই মদনিকাকেই আত্মদয়িতা চূড়ালা বলিয়া জানিতে পারিলেন। ৫২। ভগবান্ কমলাপতির সহিত কমলশোভিতা কমলার আবির্ভাব হইলে যেরূপ হয়, ভূতল হইতে লক্ষ্মীর উদয় হইলে—অর্থাৎ পৃথিবীগর্ভ হইতে লক্ষ্মীরূপিণী রামগেহিনী সীতার পুনরুদয় হইলে যেরূপ হইয়া থাকে, রত্নাধার হইতে রত্নজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইলে যেরূপ শোভা হইয়া থাকে তাহার ন্যায় তিনি, নিজ-প্রণয়িনীকে সম্মুখে দেখিয়াছিলেন। ৫৩।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ততঃ সমুদিতে সূর্য্যে বিতমস্যম্বরে স্থিতে।
সমুদ্গকাদিব জগন্মণৌ তস্মিন্ বিনির্গতে। ১।
বিকসত্যরুণোপান্তে চক্ষুষীবাম্বুজাকরে।
আচারেষ্বিব লোকেষু প্রসৃতেম্বর্করশ্মিষু। ২।
দম্পতী তৌ সমুত্থায় কৃতসন্ধ্যাক্রমৌ স্থিতৌ।
পদ্মাসনে মৃদুস্নিগ্ধে কান্তৌ কাঞ্চনকন্দরে। ৩।
তথোত্থায়াত্র চূড়ালা রত্নকুম্ভং পুরঃ স্থিতং।
কান্তা সংকল্পয়ামাস পূর্ণং সপ্তাব্ধিবারিভিঃ। ৪।
তেন মঙ্গলকুম্ভেন তং পূর্ব্বাভিমুখং স্থিতং।
ভার্য্যা ভর্ত্তারমেকান্তে স্বরাজ্যেঽভিষিষেচ সা। ৫।
স্বসংকল্পোপগতে হৈমে স্বভিষিক্তং স্ববিষ্টরে।
স্থিতং প্রোবাচ তন্বী সা চূড়ালা দেবরূপিণী। ৬।

বশিষ্ঠ কহিলেন;—তদনন্তর রত্নাধার হইতে তাহার দীপ্তি যেরূপ বিনির্গত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া, আকাশে দিবাকরের উদয় হইলে, । ১। লোকদিগের কমলসদৃশ লোচনসকল বিকসিত,—অর্থাৎ লোকে নিদ্রোত্থিত হইলে, জনসমাজ যেরূপ আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় সূর্য্যরশ্মি প্রসৃত হইতে থাকিলে, । ২। পূর্ব্বোক্ত দম্পতীদ্বয় পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া, প্রাতঃসন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করেন। ৩। অনন্তর নৃপরমণী সুন্দরী চূড়ালা, সম্মুখস্থিত সপ্ত-সমুদ্র-সলিল-পূর্ণ রত্নকুম্ভ লইয়া রাজাকে রাজ্যাভিষেক করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ৪। সেই মঙ্গল-কুম্ভ-সলিল দ্বারা পূর্ব্বমুখোপবিষ্ট স্বকীয় স্বামীকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ৫। সঙ্কল্প-মাত্রে, উপস্থিত হেমময় বিষ্টরে রাজাকে উপবিষ্ট ও অভিষিক্ত করিয়া, দেব-রূপিণী চূড়ালা এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৬। হে প্রভো! আপনি এত দিন

কেবলং মৌনমুৎসৃজ্য তেজঃ শান্তমিদং প্রভো।
অষ্টানাং লোকপালানাং তেজস্ত্বং ভর্ত্তুমর্হসি। ৭।

শিখিধ্বজ উবাচ।

যুক্তমুক্তং বিশালাক্ষি ত্বয়ৈতৎসময়া ধিয়া।
কোবার্থঃ কিল রাজ্যস্য গ্রহে ত্যাগেঽপি বা ভবেৎ। ৮।
পরন্তু কথিতং যত্তৎ সাম্প্রতং মম সন্নিধৌ।
ধ্রুবমেবং করোমীতি মহারাজত্বমাযযৌ। ৯।
অথ প্রতীহারপদে তিষ্ঠন্তীমাহ মানিনীং।
অদ্য দেবীপদে রাজ্ঞীং ত্বাং করোম্যভিষেকিনীং। ১০।
ইত্যুক্ত্বা সরসি স্নাপ্য মহাদেবীপদে তথা।
অভিষিক্তাং নৃপঃ কৃত্বা স তামাহ নিজাং প্রিয়াং। ১১।
প্রিয়ে কমলপত্রাক্ষি ক্ষণাৎ সংকল্পসংভবং।
মহাবিভবমুদ্দামসৈন্যমাহর্তুমর্হসি। ১২।

মুনিদিগের উপযুক্ত যে শান্ত তেজ সমাশ্রয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, অষ্ট লোকপালের তেজ,—অর্থাৎ রাজপ্রতাপ ধারণ করুন। ৭। শিখিধ্বজ কহিলেন ;—হে বিশাললোচনে! তুমি সমবুদ্ধিপ্রভাবে এ কথা যাহা বলিয়াছ, তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মানি ; কিন্তু রাজ্যগ্রহণ, বা পরিত্যাগে কোনও প্রয়োজন দেখিতে পাই না। ৮। (যাহা হউক,) আমার নিকটে তুমি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছ ; (ইচ্ছা না থাকিলেও) তাহা রক্ষা করিতে নিশ্চয়ই আমার অসম্মতি নাই ; এই কথা বলিয়া,তখনই মহারাজ-পদ গ্রহণ করিলেন। ।৯। অনন্তর বলিতে লাগিলেন, তুমি যে প্রতীহার-পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ, উহা পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে আমার রাজ্ঞীপদে অভিষিক্ত করিতে আমার বাসনা। ১০। এই কথা বলিয়া সরোবর-জলে দেবীর স্নানকার্য্য সমাধা করিয়া, তাঁহাকে রাজমহিষী-পদে প্রতিষ্ঠিত করত প্রেয়সীকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ১১। হে কমলপত্রাক্ষি প্রেয়সি! (তোমাকে অনুরোধ করি,) ক্ষণকালের মধ্যে তুমি সঙ্কল্প দ্বারা মহাবিভবসমন্বিত কতকগুলি সৈন্য সংযোজন

ততঃ শিখিধ্বজো রাজা মহিষ্যা সমমিষ্টয়া ।
পদাতিরথসংবাধং কর্ষন্নতিবলো বলং । ১৩ ।
তস্মান্মহেন্দ্রশৈলেন্দ্রাচ্চলিতঃ স মহীপতিঃ ।
পথি পশ্যন্ গিরীন্ দেশান্ নদীগ্রামান্ স জঙ্গলান্ । ১৪ ।
দর্শয়ন্ স্বপ্রিয়ায়াস্তমাত্মবৃত্তান্তসঞ্চয়ং ।
প্রাগল্পেনৈব স্বাং পুরীং স্বর্গশোভনাং । ১৫ ।
তত্র তে তস্য সামন্তাস্তদাগমনমাদৃতাঃ ।
বিবিত্নুর্জয়শব্দেন নির্জগ্মুশ্চোদিতাশয়াঃ । ১৬ ।
লাজপুষ্পাঞ্জলিব্রাতৈরারব্ধৈঃ পৌরযোষিতাং ।
বণিগ্মার্গমসৌ পশ্যন্ পরস্পরমনুত্তমং । ১৭ ।
পতাকাধ্বজসংবাধং মুক্তাজালমনোহরং ।
নৃত্যগেয়পরস্ত্রীকং স্বভূমাবচলস্থিতং । ১৮ ।

কর । ১২ । তদনন্তর মহাবলসমন্বিত শিখিধ্বজ, মনোমত মহিষীসমভিব্যাহারে পদাতিরথসমন্বিত সৈন্যদিগকে সংপীড়নপূর্ব্বক । ১৩ । সেই মহেন্দ্রাদি হইতে নির্গত হইয়া পথিমধ্যে অনেক পর্ব্বত, অনেক দেশ, অনেক নদী, অনেক গ্রাম, এবং অনেক অরণ্য সন্দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৪। এবং পূর্ব্বে নগর পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যাশ্রয় করিবার সময়ে পথিমধ্যে যে সকল বিষয় দেখিয়াছিলেন, তাহা স্বকীয় প্রেয়সীকে দেখাইতে দেখাইতে স্বর্গসুষমা নিজ-রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। ১৫। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অমাত্যবর্গ, নৃপতির রাজধানী-প্রবেশ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তদাগমনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া, উৎকণ্ঠার সহিত সসম্ভ্রমে আগমনপূর্ব্বক তদীয় জয়শব্দোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ১৬। পুরনারীগণ লাজপুষ্পাঞ্জলি বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল ; তিনি নগরের উভয়পার্শ্ববর্ত্তী শ্রেণীবদ্ধ বণিক-পথ সকল সন্দর্শন করিলেন।১৭। তদনন্তর স্বকীয় পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ; দেখিলেন, ধ্বজশ্রেণী দ্বারা পুরী বিচিত্র শোভায় শোভিত হইয়াছে ; চতুর্দ্দিকে মুক্তামাল্য গ্রথিত ও সংন্যস্ত রহিয়াছে ; পরকীয় রমণীরা নৃত্যগীত প্রভৃতি আপ-

প্রবিশ্যাথ গৃহং তৈস্তৈঃ সংযুতং নৃপমঙ্গলৈঃ।
সম্যক্ সম্মানয়ামাস প্রণতং প্রকৃতিব্রজং। ১৯।
পুরোৎসবং ভৃশং কৃত্বা দিনসপ্তকমুত্তমং।
অকরোদ্রজকার্য্যাণি স্বানি স্বান্তঃপুরে নৃপঃ। ২০।
দশবর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃত্বা মহীতলে।
সহ চূড়ালয়া রাম বিরতো দেহধারণাৎ। ২১।
দেহমুৎসৃজ্য নির্ব্বাণমস্নেহ ইব দীপকঃ।
অপুনর্জ্জন্মনে রাম জগামেতি মহামতিঃ। ২২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং শিখিধ্বজকথানকং।
অনেন গচ্ছন্ মার্গেণ ন কদাচন খিদ্যসে। ২৩।

নাদের উল্লাসভাব প্রকাশ করিতেছে; (বলিতে কি,) সেই পুরী কৈলাসাচলের শোভা ধারণ করিয়াছে। ১৮। লোকপ্রসিদ্ধ দুর্ব্বাক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া, নৃপতি, নিকেতনে প্রবেশ করিলেন; এবং যে সকল প্রজাপুঞ্জ প্রণতভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে যথোচিত সমাদর করিলেন। ১৯। তিনি সপ্ত দিন পর্য্যন্ত পুরীতে সবিশেষ উৎসব করিয়া, স্বকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। ২০। (ক্রমে) পৃথিবীতে চূড়ালার সহিত দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া দেহধারণ হইতে বিরত হইলেন। ২১। তৈলের অভাব হইলে, দীপ যেরূপ নির্ব্বাণ হয়, হে রামচন্দ্র! সেইরূপ মহামতি সেই নৃপতি, দেহ পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্মযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। ।২২। বশিষ্ঠ কহিলেন;—(হে রামচন্দ্র!) আমি তোমার নিকটে শিখিধ্বজের সমস্ত উপাখ্যান বর্ণন করিলাম; যদি তুমি এই পথের পথিক হও, তাহা হইলে, তোমাকে আর কখনও খিন্ন হইতে হইবে না। ২৩। তুমি এই

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য রাগদ্বেষবিনাশিনীং।
নিত্যং নীরাগয়া বুদ্ধ্যা তিষ্ঠাবষ্টব্ধতৎপদঃ। ২৪।
শিখিধ্বজক্রমেণৈব যথা বোধমবাপ্তবান্।
কচো বৃহস্পতেঃ পুত্রস্তথা বুধ্যস্ব রাঘব। ২৫।

শ্রীরাম উবাচ।

বৃহস্পতের্ভগবতঃ পুত্রোঽসৌ ভগবান্ কচঃ।
যথা প্রবুদ্ধো ভগবন্ সমাসেন তথা বদ। ২৬।

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাজন্ কথাং শ্রীমান্ শিখিধ্বজবদেব সঃ।
প্রবোধং পরমং যাতো দেব দেশিকজঃ কচঃ। ২৭।
বালভাবাৎ সমুত্তীর্ণঃ সংসারোত্তরণোন্মুখঃ।
কচঃ পদপদার্থজ্ঞো বৃহস্পতিমভাষত। ২৮।

প্রকার রাগদ্বেষবিনাশিনী দৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ ও নির্ম্মল বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক সতত ব্রহ্মপদ লাভ করত স্থিতি করিতে থাক। ২৪। হে রাঘব! শিখিধ্বজের সর্ব্বত্যাগানুসারে বৃহস্পতিপুত্র কচ যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তুমিও সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে সুপণ্ডিত হও। ২৫। শ্রীরাম কহিলেন;— হে ভগবন্! ভগবান্ বৃহস্পতিনন্দন কচ কিরূপে তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী হইয়াছিলেন, আমাকে বিস্তারপূর্ব্বক তাহা জানাইয়া দিউন। ২৬। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রাজন! শ্রীমান্ শিখিধ্বজের ন্যায় মহাত্মা কচ যেরূপে পরম প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৭। যে সময়ে কচ, বাল্য-কাল-সমুত্তীর্ণ হইয়া সংসার-সমুত্তরণে উন্মুখ হন, সেই সময়ে ব্রহ্মপদ এবং পদার্থের,—অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের মর্ম্মাবগত হইয়া, পিতা বৃহস্পতিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ২৮। কচ কহি-

কচ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কথং সংসৃতিপঞ্জরাৎ।
অস্মান্নির্গম্যতে ব্রূহি জন্তুনা জীবতন্তুনা। ২৯।

বৃহস্পতিরুবাচ।

অনর্থমকরাগারাদস্মাৎ সংসারসাগরাৎ।
উড্ডীয়তে নিরুদ্বেগং সর্ব্বত্যাগেন পুত্রক। ৩০।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য কচো বাক্যং পিতুঃ পরমপাবনং।
সর্ব্বমেব পরিত্যজ্য জগামৈকান্তকাননং। ৩১।
বৃহস্পতেস্তদ্গমনং নোদ্বেগায় বভূব হ।
সংযোগে চ বিয়োগে চ মহান্তো হি মহাশয়াঃ। ৩২।
অথ বর্ষেষু জাতেষু ত্রিষু পঞ্চসু সোঽনঘ।
পুনঃ প্রাপ মহারণ্যে কস্মিংশ্চিৎ পিতরং কচঃ। ৩৩।

লেন ;—হে সর্ব্বধর্ম্মার্থবিৎ ভগবন। জীবগণ যে আপনার কর্ম্মপ্রভাবে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে, (ইহার পক্ষে সন্দেহ নাই ; কিন্তু) তাহা হইতে তাহাদের মুক্ত হইবার উপায় কি ? তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন। ২৯। বৃহস্পতি কহিলেন ;—হে পুত্রক ! যদি জীবের অনর্থদায়ক এই সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইবার বাসনা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্যাগ করিতে পারিলে, অনায়াসে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে। ৩০। বশিষ্ঠ কহিলেন ; —পিতার প্রমুখাৎ এই প্রকার পবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল পদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমনে কচের বাসনা হয়। ৩১। বৃহস্পতির মনে কোনও উদ্বেগের উদয় হয় নাই ; কারণ,মহানুভব ব্যক্তিগণ ইষ্ট-সংযোগে, বা বিয়োগে বিধুর না হইয়া, মেরুর ন্যায় স্থিরভাব ধারণ করিয়া থাকেন। ৩২। অনন্তর মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কচের যথাক্রমে অষ্টবর্ষ অতীত হইলে পর, কোনও সময়ে সেখানে তদীয় পিতৃসম্মিলন ঘটে। ৩৩। জনকের শুভাগমন দেখিয়া

পরিপূজ্যাভিবাদ্যৈনং সমালিঙ্গিতপুত্রকং।
অপৃচ্ছৎ বাক্‌পতিং ভূয়ঃ স কচঃ কান্তয়া গিরা। ৩৪।

কচ উবাচ।

অদ্যেদমষ্টমং বর্ষং সর্ব্বত্যাগঃ কৃতো ময়া।
তথাপি তাত বিশ্রান্তিং নাধিগচ্ছাম্যনিন্দিতাং। ৩৫।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমার্ত্তবচস্তস্মিন্ কচে বদতি কাননে।
সর্ব্বমেব ত্যজেত্যুক্ত্বা বাক্‌পতির্দিবমুদ্যযৌ। ৩৬।
গতে তস্মিন্ কচো দেহাদ্বল্কলাদ্যপ্যথাত্যজৎ।
গতেন্দ্বভ্রার্কতারেণ শরদ্ব্যোম্না সমোঽভবৎ। ৩৭।
উবাসৈকোদিগন্তেষু শান্তশূন্যবপুঃ শ্বসন্।
দূয়মানমনাঃ প্রাপ তমেব পিতরং গুরুং। ৩৮।

তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা ও অভিবাদন করিলে পর, তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং পুত্রও তাঁহাকে কোমল বাক্‌পূর্ণ প্রশ্ন দ্বারা এই কথা নিবেদন করিলেন। ৩৪। কচ কহিলেন;—গণনায় অদ্য পর্য্যন্ত অষ্টবর্ষ এখানে আমি অতিবাহিত করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি; হে তাত! তথাপি অনিন্দনীয় আত্ম-বিশ্রান্তি-সুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেছি না। ৩৫। বশিষ্ঠ কহিলেন;—বনবাসী থাকিয়া কচ এই প্রকার কাতর-বাক্য প্রয়োগ করিলে, বৃহস্পতি "তুমি সম্যক্‌প্রকারে সর্ব্বত্যাগী হও" এই কথা বলিয়া, দ্যুলোকে প্রস্থান করিলেন। ৩৬। পিতা প্রস্থিত হইলে পর, তৎপুত্র কচ, আপনার শরীর হইতে পরিধৃত বল্কলাদি উন্মোচনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন; এবং শরৎকালীন আকাশ যেরূপ চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা ও মেঘের অনুদয়ে শোভা ধারণ করে, সেইরূপ সৌসাদৃশ্য লাভ করিলেন। ৩৭। তিনি দিগন্তের এক প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহার শরীর শান্ত ও শূন্যভাব ধারণ করিতে লাগিল; (সম্যক্‌প্রকারে কার্য্যসিদ্ধি না হওয়াতে) তিনি বারম্বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তরে ক্ষুব্ধ হইতে থাকিলেন; এই

কৃতপূজাক্রমৌ ভক্ত্যা সমালিঙ্গিতপুত্রকং।
অপৃচ্ছৎ স কচো ভূয়ঃ খেদগদ্গদয়া গিরা। ৩৯।

কচ উবাচ।

তাত সর্ব্বং পরিত্যক্তং কন্থাং বেণুলতাদ্যপি।
তথাপি নাস্তি বিশ্রান্তিঃ স্বপদে কিং করোম্যহং। ৪০।

বৃহস্পতিরুবাচ।

চিত্তং সর্ব্বমিতি প্রাহুস্তং ত্যক্ত্বা পুত্র রাজসে।
চিত্তত্যাগং বিদুঃ সর্ব্বত্যাগং সর্ব্ববিদো জনাঃ। ৪১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বাক্পতিঃ পুত্রং পুপ্লুবে তরসা নভঃ।
অন্বিয়েষ কচশ্চিত্তং পরিত্যক্তুমখিন্নধীঃ। ৪২।

সময়ে পুনর্ব্বার তাঁহার পিতৃসন্দর্শন ঘটে। ৩৮। দর্শনমাত্রে কচ, তাঁহাকে ভক্তিভাবে অবনত হইয়া যথাবিধি প্রণাম করেন; বৃহস্পতি যে সময়ে পুত্রকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করেন,সেই সময়ে পুত্র,খেদজনক বাক্যে তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিতে থাকেন। ৩৯। কচ কহিলেন;—আমি স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, কন্থা এবং বেণুদণ্ড পর্য্যন্ত যাহা আমার অবলম্বন ছিল, সকলই পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাপি অন্তরের বিশ্রান্তি ঘটিতেছে না; অতএব, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, আমাকে উপদেশ দিউন। ৪০। বৃহস্পতি কহিলেন;—যদিও তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ, কিন্তু চিত্তকে পণ্ডিতেরা সকল পদার্থের অন্তর্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিরাজ করিতে থাক;—অর্থাৎ স্বকীয় চিত্ত-ত্যাগ-ব্যতিরেকে সর্ব্বত্যাগী হইবার সম্ভাবনা নাই; যাঁহারা সকল পদার্থের মর্ম্মগ্রাহী, তাঁহারা চিত্তত্যাগকে সর্ব্বত্যাগ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন। ৪১। বশিষ্ঠ কহিলেন;—বৃহস্পতি আত্মজকে এই প্রকার উপদেশ দিয়া, সত্বর আকাশমার্গে আরোহণ করিলেন; এ দিকে কচও অখিন্নমনে আপনার চিত্তপরিত্যাগে সমুদ্যত হইলেন। ৪২।

চিন্তয়ন্নপ্যসৌ চিত্তং ন যদা বেদ কাননে।
তদা সঞ্চিন্তয়ামাস ধিয়েব পিতরং যযৌ। ৪৩।
ইতি সংচিন্ত্য স কচ উজ্জগাম ত্রিবিষ্টপং।
বাক্পতিং প্রাপ্য সস্নেহং ববন্দে প্রণনাম চ। ৪৪।
অপৃচ্ছচ্চৈনমেকান্তে কিং চিত্তং ভগবন্ বদ।
স্বরূপং ব্রূহি চিত্তস্য যেন তৎ সংত্যজাম্যহং। ৪৫।

বৃহস্পতিরুবাচ।

চিত্তং নিজমহঙ্কারং বিদুশ্চিত্তবিদো জনাঃ।
অন্তর্যোঽয়মহম্ভাবো জন্তোস্তচ্চিত্তমুচ্যতে। ৪৬।

কচ উবাচ।

ত্রয়স্ত্রিংশন্মহাকোটিপ্রমাণস্য মহামতে।
গুরো গীর্ব্বাণবৃন্দস্য কথমেতদ্বদেতি মে। ৪৭।

তিনি বনবাসী থাকিয়া যে সময়ে চিত্ত-পদার্থ কি জানিতে পারিলেন না, সেই সময়ে পিতৃসন্দর্শন করিবার জন্য দ্যুলোকগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ৪৩। এবং মনে মনে এই অবধারণ করিয়া, সুরলোকে সমুপস্থিত হইলেন; তিনি ক্ষণ বিলম্ব-ব্যতিরেকে পিতৃচরণে অভিবাদন ও প্রণাম করিলেন। ৪৪। তদনন্তর তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, হে ভগবন্! চিত্ত-পদার্থ কি? এবং ইহার স্বরূপত্বই বা কি প্রকার? কারণ, পদার্থজ্ঞান ঘটিলে আমি উহা ত্যাগ করিতে পারি। ৪৫। বৃহস্পতি কহিলেন;—যাঁহারা চিত্ত-পদার্থ কি, তাহা অবগত আছেন, তাঁহারা চিত্তকে নিজের অহঙ্কার বলিয়া জানেন; জীবের অন্তরে যে অহংভাবের সমুদয় হয়, তাহা চিত্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ৪৬। কচ কহিলেন;—হে মহামতে! আপনি ত্রয়স্ত্রিংশ কোটি প্রমাণস্থ বুধমণ্ডলীর গুরু, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে চিত্তের স্বরূপত্ব নির্দ্দেশ করিলেন, তাহা কি প্রকার? আমাকে

মন্যেঽস্য দুষ্করস্ত্যাগো ন সিদ্ধিমুপগচ্ছতি।
কথমেষ কিল ত্যক্তুং শক্যতে যোগিনাং বর। ৪৮।

বৃহস্পতিরুবাচ।

অপি পুষ্পাবদলনাদপি লোচনমীলনাৎ।
সুকরোঽহঙ্কৃতেস্ত্যাগো ন ক্লেশোঽত্র মনাগপি। ৪৯
যথৈতদেবং তনয় তথা শৃণু বদামি তে।
অজ্ঞানমাত্রসংসিদ্ধং বস্তুজ্ঞানেন পশ্যতি। ৫০।
বস্তুতো নাস্ত্যহঙ্কারঃ পুত্র মিথ্যাভ্রমো যথা।
অসৎ সন্নিব সম্পন্নো বালবেতালবৎ স্থিতঃ। ৫১।
যথা রজ্জ্বাং ভুজঙ্গত্বং মরাবম্বুমতির্যথা।
মিথ্যাবভাসঃ স্ফুরতি তথা মিথ্যাপ্যহঙ্কৃতিঃ। ৫২।

বুঝাইয়া দিউন। ৪৭। আমি চিত্তত্যাগকে সুদুষ্কর বলিয়া বোধ করি, এবং জানি যে, ইহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, কার্য্যসিদ্ধি ঘটে না; (যাহা হউক,) হে যোগীন্দ্র! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে ইহাকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে?। ৪৮। বৃহস্পতি কহিলেন;—কুসুমদলন, কিম্বা নয়ন-নিমীলন অপেক্ষা অহঙ্কার পরিত্যাগ করা অতি সহজ ব্যাপার; আমার বিশ্বাস, ইহা পরিত্যাগে কোনও ক্লেশ নাই। ৪৯। হে পুত্র! ইহা বস্তুতঃ যে প্রকার, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; যখন জীবের প্রকৃত পদার্থ-জ্ঞান ঘটে, তখন অজ্ঞানের আশ্রয়-স্থান এই বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায়।৫০। হে তনয়! (তোমাকে অধিক কি বলিব,) মিথ্যাভ্রম যে প্রকার, সেই প্রকার বস্তুতঃ অহঙ্কার বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; বালকের বেতাল-ভয় যেরূপ কল্পিত, সেই প্রকার যে বস্তুর সত্তা নাই, তাহাই সৎ বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। ৫১। যে প্রকার রজ্জুতে সর্পভ্রম, যেরূপ মরুপ্রদেশে জলবুদ্ধি, সেই প্রকার মিথ্যাময় অহঙ্কার মিথ্যারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৫২।

অসদেব যথা দ্বিত্বং মোহাদিন্দৌ বিলোক্যতে।
তথা স্ফুরত্যহঙ্কারো ন সত্যো বাপ্যসন্ন চ। ৫৩।
একমাদ্যন্তরহিতং চিন্মাত্রমমলান্তরং।
খাদপ্যতিতরামচ্ছং বিদ্যতে সর্ব্ববেদনম্। ৫৪।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকাশং সর্ব্বজন্তুষু।
তদেবৈকং কচত্যম্বু বিলোলাম্বব্ধিবীচিষু। ৫৫।
অয়ং সোঽহমিতি ব্যর্থং প্রত্যয়ং ত্যজ পুত্রক।
তুচ্ছং পরিমিতাকারং দিক্কালবিবশীকৃতং। ৫৬।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নং স্বচ্ছং নিত্যোদিতং ততং।
সর্ব্বার্থময়মেকার্থচিন্মাত্রমমলং ভবান্। ৫৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

ইতি প্রাপ্য পরং যোগমুপদেশমনুত্তমং।
জীবন্মুক্তো বভূবাসৌ ততো দেবগুরোঃ সুতঃ। ৫৮।

যে প্রকার মোহপ্রযুক্ত চন্দ্র এক হইলেও দ্বিতীয় বলিয়া লোকের অসদ্বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, সেই প্রকার অহঙ্কার সত্য, বা মিথ্যা নহে। ৫৩। (এই সংসারে অন্য পদার্থ আর কিছুই নাই ;) কেবল আদ্যন্তবর্জ্জিত নির্ম্মলান্তর ভাগ, আকাশের অপেক্ষা অতিশয় স্বচ্ছ, সকলের জ্ঞানগম্য একমাত্র পদার্থ আছেন। ৫৪। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রে সকল পদার্থ এবং সকল প্রাণীতে বিরাজিত আছেন ; তিনিই বিলোল-বীচি-বিশিষ্ট সমুদ্রে জলরূপে অবস্থিতি করেন। ৫৫। হে পুত্র! "আমি সেই ব্যক্তি" এই প্রকার বৃথা প্রত্যয়কে পরিত্যাগ কর ; কারণ, উহা অতি তুচ্ছ, ও পরিমিতাকৃতি ; এবং উহাতে দিক্ ও কাল সকল সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। ৫৬। যিনি দিক্ এবং কালাদি হইতে অনবচ্ছিন্ন, স্বচ্ছ, বিস্তৃত, নিত্যোদিত, সর্ব্বার্থময়, এবং অমল চৈতন্যস্বরূপ, তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ হও। ৫৭। বশিষ্ঠ কহিলেন ;—দেবগুরুনন্দন এই প্রকারে পরম যোগ এবং উৎকৃষ্ট উপদেশ লাভ করিয়া, জীবন্মুক্ত হইয়া

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারশ্ছিন্নগ্রন্থিঃ প্রশান্তধীঃ।
কচো যথা স্থিতো রাম তথা তিষ্ঠাবিকারবান্। ৫৯।
অবোধেন জগৎ সর্ব্বং মায়াময়মিব স্থিতং।
বোধেন সকলং ব্রহ্ম রূপং সংপদ্যতেঽনঘ। ৬০।
দ্বিত্বৈকত্বমতী ত্যক্ত্বা শেষস্থঃ সুখিতো ভব।
মা দুঃখিতো ভব ব্যর্থং ত্বং মিথ্যাপুরুষো যথা। ৬১।
মায়েয়মতিদুষ্পারা সাংসারী গাঢ়তাং গতা।
শরদামিহিকেবাশু বোধেনায়াতি তানবং। ৬২।

শ্রীরাম উবাচ।

ন তৃপ্তিমনুগচ্ছামি বচাংসি বদতস্তব।
ঐন্দবীনাং মরীচীনাং চকোরস্তৃষিতো যথা। ৬৩।
তৃপ্তোঽপি ভূয়ঃ পৃচ্ছামি ত্বাং প্রশ্নমিমমীশ্বর।
কো নাম তৃপ্তোপ্যগ্রস্তং ন পিবত্যমৃতাসবং। ৬৪।

উঠেন। ৫৮। হে রামচন্দ্র! কচ যেরূপ মমতা ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া, অন্তরের বাসনাচ্ছেদ পূর্ব্বক প্রশান্ত বুদ্ধি ধারণ করিয়াছিলেন, তুমিও সেই প্রকার অবিকারভাবে অবস্থিতি করিতে থাক। ৫৯। (জানিও) অবোধ ব্যক্তির নিকটে এই জগৎ মায়াময় বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, সকলই ব্রহ্মময় বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন। ৬০। তুমি দ্বৈত এবং একত্বভাবাপন্ন বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, শেষ পদার্থে—ব্রহ্মে অবস্থিতি পূর্ব্বক সুখে কালযাপন করিতে থাক; মায়াশ্রিত সামান্য পুরুষে যেরূপ দুঃখানুভব করে, তাহার ন্যায় তুমি অনর্থদায়ক দুঃখে অভিভূত হইও না। ৬১। এই যে সংসারসম্বন্ধীয় দুষ্পার মায়াপ্রভাব দেখিতেছ, উহা ক্রমশঃই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব, শরৎকালীন শিশিরের ন্যায় উহার পরিক্ষয়ে সযত্ন হও। ৬২। শ্রীরাম কহিলেন;—যেরূপ সুধাকর-সুধা পান করিয়াও চাতকের তৃষ্ণা নিবারিত হয় না, তাহার ন্যায় আপনার বচন-সুধা পান করিয়াও আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। ৬৩। যদিও আমি প্রশ্নানুরূপ উত্তরলাভে এক এক বার তৃপ্তিলাভ করি বটে, তথাপি হে মুনীশ্বর! আপনাকে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিতে

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাঘব রাজেন্দ্র মৎসকাশাদ্বিবোধনং।
দিব্যমাখ্যানকং রম্যং লোকবিস্ময়কারকং। ৬৫।
ভবতামাদিপুরুষ ইক্ষ্বাকুর্নাম ভূপতিঃ।
স্বরাজ্যং পালয়ন্ সম্যক্ মনসা সমচিন্তয়ৎ। ৬৬।
জরামরণসংক্ষোভসুখদুঃখভ্রমস্থিতেঃ।
অস্য দৃশ্যপ্রপঞ্চস্য কো হেতুঃ স্যাদিতি স্বয়ং। ৬৭।
জগতো ন বিবেদাসৌ কারণং চিন্তয়ন্নপি।
অথৈকদাপৃচ্ছদসৌ ব্রহ্মলোকাগতং মনুং।
পূজিতং স্বসভাসংস্থং ভগবন্তং প্রজাপতিং। ৬৮।

ইক্ষ্বাকুরুবাচ।

মাং যোজয়তি ধার্ষ্ট্যেন ভগবন্ করুণানিধে।
ভবৎপ্রসাদ এবায়ং ভবন্তং প্রষ্টুমঞ্জসা। ৬৯।

আমার বাসনা সমুদিত হয়; কারণ, অমৃতরস পান করিয়া তৃপ্ত হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য অগ্রসর না হয়.? । ৬৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রাজেন্দ্র রঘুকুলাবতংস! তুমি আমার নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞানোদ্দীপক লোক-বিস্ময়কর এক অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ কর।৬৫। ইক্ষ্বাকুনামা যে ভূপতি তোমা-দিগের আদিপুরুষ ছিলেন, তিনি একদা স্বরাজ্য পালন করিতে করিতে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন। ৬৬। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ দেখিতেছি, ইহা জরা, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, ও ক্ষোভে পরিপূর্ণ; ইহার হেতু কি? অথবা ইহা স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে? । ৬৭। তিনি মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া, জগতের কার্য্যকারণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; অনন্তর এক সময়ে যৎ-কালে ব্রহ্মলোক হইতে প্রজাপতি মহাত্মা মনু প্রত্যাগমন করেন, সেই সময়ে সভাস্থিত সেই মহাপুরুষের অর্চ্চনা সমাধা করিয়া, এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। । ৬৮। ইক্ষ্বাকু কহিলেন;—হে দয়ানিধে ভগবন্! ধৃষ্টতা আমাকে অতি-শয় অধীর করিয়াছে বলিয়া, আপনাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত

কুতঃ সর্গোঽয়মায়াতঃ স্বরূপং চাস্য কীদৃশং।
কিয়দেতজ্জগৎ কস্য কদা কেনেতি কথ্যতে। ৭০
অহং কথঞ্চ বিষমাদস্মাৎ সংসৃতিবিভ্রমাৎ।
বিমুচ্যেয় ঘনাস্তীর্ণাজ্জালাদিব বিহঙ্গমঃ। ৭১।

মনুরুবাচ।

অহো নু চিরকালেন বিবেকে সুবিকাশিনি।
বিতথানর্থবিচ্ছেত্তা সারঃ প্রশ্নস্ত্বয়া কৃতঃ। ৭২।
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিত্তন্নাস্তি নৃপ কিঞ্চন।
যথাগন্ধর্ব্বনগরং যথা বারি মরুস্থলে। ৭৩।
মনঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয়াতীতং যৎ স্যাদপি ন কিঞ্চন।
অবিনাশং তদস্তীহ তৎ সদাত্মেতি কথ্যতে। ৭৪।

হইতেছি; ভরসা করি, আপনার প্রসন্নতা আশাপূর্ণপক্ষে বাধা প্রদান করিবেক না। ৬৯। (আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,এই যে সর্গ দেখিতেছি;) কোথা হইতে ইহা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে? ইহার স্বরূপত্ব কি প্রকার? এই জগতের ভোক্তা কে? এবং সৃষ্টিসময় শাস্ত্রে বা কি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? ।৭০। বিহঙ্গ যেরূপ জাল-বদ্ধ হইয়াও তাহা হইতে উন্মুক্ত হইতে পারে, তাহার ন্যায় আমি কিরূপে সুবিস্তীর্ণ বিষম সংসার-ভ্রম হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, (তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন)। ৭১। মনু কহিলেন;—আমি জানিলাম, দীর্ঘকালের পর তোমার বৈরাগ্য ভাব সুপ্রকাশিত হইয়াছে; কারণ, তুমি আমাকে মিথ্যানর্থ-চ্ছেদি সারবান্ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ৭২। হে নৃপতে! (তোমাকে অধিক কি বলিব,) এই যে সকল দৃশ্য পদার্থ দেখিতেছ, স্বপ্নাবস্থায় গন্ধর্ব্বনগর-সৃষ্টি এবং মরুভূমিতে জলদর্শনের ন্যায় ইহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিও। ৭৩। যদিও ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের অতীত মনকে পদার্থ বলিয়া সম্ভাবনা কর, কিন্তু তাহাও কিছুই নয় বলিয়া জানিও; যাঁহার ধ্বংস নাই, সেই পদার্থ সংসারে সদাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ৭৪। যেরূপ মহাদর্শে প্রতিবিম্ব, প্রতিফলিত

ইয়ন্তু সর্ব্বদৃশ্যাঢ্যা রাজন্ সর্গপরম্পরা।
তস্মিন্নেব মহাদর্শে প্রতিবিম্বমুপাগতা। ৭৫।
ভাঃ স্বভাবসমুৎপন্না ব্রহ্মস্ফুরণশক্তয়ঃ।
কাশ্চিদ্‌ব্রহ্মাণ্ডতাং যান্তি কাশ্চিদ্গচ্ছন্তি ভূততাং। ৭৬।
অন্যাস্ত্বন্যত্বমায়ান্তি ভবত্যেবং জগৎস্থিতিঃ।
ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি ব্রহ্মৈবাস্তি নিরাময়ং। ৭৭।
একং যথা স্ফুরতি বারি তরঙ্গভঙ্গৈ-
রেবং পরিস্ফুরতি চিন্ন চ কিঞ্চিদেব।
ত্বং বন্ধমোক্ষকলেন প্রবিমুচ্য দূরে
স্বস্থোঽথবা ভবভয়োঽভয়সার এব। ৭৮।

ইতি নির্ব্বাণপ্রকরণে ইক্ষ্বাকুমনুসংবাদে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৭৫। *।

হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়, হে রাজন্! এই যে দৃশ্যমান সর্গ-পরম্পরা বিরাজিত রহিয়াছে; ইহারা উক্ত সদাত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, এবং তাহাতেই উহাদের অনুভব ঘটিয়া থাকে। ৭৫। ব্রহ্মের যে চৈতন্যময় স্ফুরণ-শক্তি, তাহা স্বভাবানুসারে কতক ব্রহ্মাণ্ড, এবং কতকাংশ জীবাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ৭৬। অন্য শক্তি অন্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপে জগতের স্থিতি হইয়া থাকে; (জানিও বাস্তবিক,) সংসারে বন্ধন,বা মোক্ষ কিছুই নাই; তবে থাকিবার মধ্যে কেবল একমাত্র নিরাময় ব্রহ্ম চিরকাল বিরাজমান রহিয়াছেন। ৭৭। যেরূপ একমাত্র জলে নানাপ্রকার তরঙ্গভঙ্গ ঘটিলেও তাহাঁ জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু দেখিলে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ এক ব্রহ্ম, জগতের নানা ভেদ ঘটাইয়া, নানারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ সে সকল তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে; (তোমাকে বলি, তুমি) বন্ধন এবং মোক্ষ এই সন্দেহাত্মক জ্ঞানকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া, মনস্সুখে ভবভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভয় ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ কর। ৭৮।

মনুরুবাচ।

যাবদ্বিষয়ভোগাশা জীবাখ্যা তাবদাত্মনঃ।
অবিবেকেন সম্পন্না সাপ্যাশা হি ন বস্তুতঃ। ১।
বিবেকবশতো যাতা ক্ষয়মাশা যদা তদা।
আত্মা জীবত্বমুৎসৃজ্য ব্রহ্মতামেত্যনাময়ঃ। ২।
ঊর্দ্ধাদধস্তথাধস্তাৎ পুনরূর্দ্ধং ব্রজংশ্চিরং।
মা সংসারারঘট্টস্য চিন্তারজ্জ্বাং ঘটী ভব। ৩।
ইদং মমাহমস্যেতি ব্যবহারঘনভ্রমং।
যে মোহাৎ পরিসেবন্তে অধস্তাদ্যান্ত্যধঃ শঠাঃ। ৪।
অস্যাহমেষ মে সোঽয়মহমেবন্তু যৈঃ কিল।
মোহো বুদ্ধ্যা পরিত্যক্ত ঊর্দ্ধাদূর্দ্ধং প্রযান্তি তে। ৫

মনু কহিলেন;—যে কাল পর্য্যন্ত জীব অবিবেকের বশতা প্রাপ্ত হয়, সে কাল পর্য্যন্ত উহার অন্তরে বিষয়-ভোগ-বাসনা প্রবল থাকে, এবং তখন আত্মার "জীব" এই নাম ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে যদ্দ্বারা ব্রহ্ম জীব নাম ধারণ করে, সেই আশা বাস্তবিক কিছুই নহে ১। বিবেকসূর্য্য-সমুদয়ে যখন আশা-সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন আত্মা জীবত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাময় ব্রহ্ম পদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২। এইরূপে ঊর্দ্ধ হইতে অধো-দিকে এবং অধঃস্থান হইতে ঊর্দ্ধ দিকে গমন করিয়া রজ্জুবদ্ধ কূপঘটের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহার ন্যায় তুমি অনর্থক চিন্তা-রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করিও না। ৩। যে সকল শঠ ব্যক্তি, মোহ প্রযুক্ত "ইহা আমার এবং আমি ইহার" এই প্রকার অনর্থকর গাঢ়তর ভ্রমের অধীন হইয়া থাকে, তাহারাই একবার ঊর্দ্ধে, একবার অধঃস্থানে উৎক্ষিপ্ত ও উৎপতিত হইয়া থাকে। ৪। বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, জানিতে পারিয়া, যাহারা "ইহার আমি, এই আমার, আমি সেই" এই প্রকার মোহ পরিত্যাগ করে, কেবল তাহারাই ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর প্রদেশে গমন করিতে পারে। ৫।

স্বপ্রকাশং স্বমাত্মানমবলম্ব্যাবিলম্বিতং।
আত্মসংপূরিতাকাশং জগন্তি নৃপ পশ্য হে। ৬।
যদৈবৈবং চিতোরূপং ততং বুদ্ধমখণ্ডিতং।
তদৈবতীর্ণঃ সংসারঃ পরমেশ্বরতাং গতঃ। ৭।
ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুবরুণা যদ্ যৎ কর্ত্তুং সমুদ্যতাঃ।
তদহং চিদ্বপুঃ সর্ব্বং করোমীত্যেব ভাবয়েৎ। ৮।
এতৎ স্বরূপমাসাদ্য প্রকৃতিঃ পরিশাম্যতি।
ন দেশো মোক্ষনামাস্তি ন কালো নেতরা স্থিতিঃ। ৯।
অহঙ্কতের্বিমোহস্য ক্ষয়েণেয়ং বিলীয়তে।
প্রকৃতির্ভাবনা নাম্নী মোক্ষঃ স্যাদেষ এব সঃ। ১০।

হে অবনীপতে! অবলোকন কর, এই নিখিল জগন্মণ্ডলে সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, নিজের আত্মাকে অবলম্বন করিয়া, সম্যক্ প্রকারে নিজ-শক্তি-প্রভাবে সমস্ত আকাশ সমাচ্ছাদন পূর্ব্বক বিরাজিত রহিয়াছেন। ৬। যখন জীব সুবিস্তীর্ণ চৈতন্যময় অখণ্ড ব্রহ্ম-রূপ দেখিতে পাইবে, তখনই সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া, পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৭। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ যে যে কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়া থাকেন, আমি যখন অন্তরে সেই চৈতন্যময় পদার্থ অধিকার করিয়া রহিয়াছি, তখন আমিও সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব, এইরূপ ভাবনা করা কর্ত্তব্য। ৮। এই প্রকার স্বকীয় পারমার্থিক রূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতি শান্ত হইয়া থাকেন; জানিও, মোক্ষনামক কোনও স্থান নাই, এবং তাহা লাভের কোনও কাল, বা অন্যপ্রকার কোনও স্থিতি নাই। ৯। মোহকারক অহঙ্কারের ক্ষয়দশা ঘটিলেই এই প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন অনাদি বিস্তৃত স্বরূপ হইয়া চরমে যে সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহাই প্রকৃত শাস্ত্রসিদ্ধ মোক্ষ। ১০।

যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ।
যত্র কচন শায়ী চ স সম্রাড়িব রাজতে। ১১।
বর্ণধর্ম্মাশ্রমাচারশাস্ত্রযন্ত্রেণ যোঽজ্ঝিতঃ।
নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পঞ্জরাদিব কেশরী। ১২।
বাচামতীতবিষয়ো বিষয়াশাদশোজ্ঝিতঃ।
কামমপ্যুগতঃ শোভাং শরদীব নভস্তলং। ১৩।
গম্ভীরশ্চ প্রসন্নশ্চ গিরাবিব মহাহ্রদঃ।
পরানন্দরসাক্ষুব্ধো রমতে স্বাত্মনাত্মনি। ১৪।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগী নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
ন পুণ্যেন ন পাপেন লিপ্যতে নেতরেণ চ। ১৫।

(তোমাকে বলিতেছি,) যে কোনও প্রকার বসন দ্বারা শরীর সমাচ্ছন্ন, যে কোনও প্রকার ভোগ দ্বারা ভুক্ত, যে কোনও স্থানে শয়িত, এরূপ ব্যক্তিকেই প্রকৃত যোগী বলিয়া জানিও; বাস্তবিক, তাঁহার ভোগসুখ এরূপ হইলেও তিনি সম্রাটের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন। ১১। সিংহকে যেরূপ পঞ্জরবদ্ধ করিলেও, সে, সময়ে তাহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃত যোগীন্দ্র ব্যক্তি, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমাচার, এবং শাস্ত্রযন্ত্রের সাহায্যে জগজ্জাল ভেদ করিয়া থাকেন। ।১২। তিনি বিষয়াশা, এবং সমস্ত ভোগদশা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর বাক্যাতীত বিষয়ের অধিকার-ক্ষেত্র হইয়া থাকে; সুতরাং শরৎকালের আকাশমণ্ডল যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, তাহার ন্যায় তাঁহার অন্তরে পরম শোভা সমুদিত হয়। ১৩। গিরিমধ্যে যেরূপ মহাহ্রদের অবস্থিতি, সেইরূপ তিনি গম্ভীর ও প্রসন্নভাব ধারণ করেন; সুতরাং পরমানন্দ-রস-সম্ভোগে অবিতৃপ্ত থাকিয়া, আত্মার সহিত আত্মারামের রমণ দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন। ১৪। (অধিক কি বলিব,) তিনি যাবতীয় কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থিতি করেন; পুণ্য, পাপ, বা অন্য কোনও প্রকারে—অর্থাৎ হর্ষবিষাদাদিতে তাঁহাকে

স্ফটিকঃ প্রতিবিম্বেন যথা যাতি ন রঞ্জনং। ১৬।
তজ্জ্ঞঃ কর্ম্মফলেনান্তস্তথা নাযাতি রঞ্জনং। ১৬।
বিহরন্ জনতাবৃন্দে দেহকর্ত্তনপূজনৈঃ।
খেদাহ্লাদৌ ন জানাতি প্রতিবিম্বগতৈরিব। ১৭।
নিস্তোত্রো নির্বিকারশ্চ পূজ্যপূজাবিবর্জ্জিতঃ।
সংযুক্তশ্চ বিযুক্তশ্চ সর্ব্বাচারনয়ক্রমৈঃ। ১৮।
তস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ সঃ।
রাগদ্বেষভয়ানন্দৈস্তজ্যতেঽপি চ যুজ্যতে। ১৯।
তনুং ত্যজতু বা তীর্থে শ্বপচস্য গৃহেঽপি বা।
মা কদাচন বা রাজন্ বর্ত্তমানেঽপি বা ক্ষণে। ২০।

কখনও লিপ্ত হইতে হয় না। ১৫। স্ফটিক যেরূপ প্রতিবিম্ব দ্বারা রঞ্জিত হয় না, তাহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানীর অন্তঃকরণ কর্ম্ম-ফল-প্রভাবে রূপান্তরিত হয় না। ১৬। তিনি জনসমূহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, দেহচ্ছেদ এবং পূজাদি বিষয়ক খেদ, কিম্বা আহ্লাদ কাহাকে বলে, তাহা জানিতে পারেন না; দেহ-প্রতিবিম্ব দ্বারা দেহজ্ঞান যেরূপ, যোগী ব্যক্তির দর্শন, বা কর্ম্মানুষ্ঠানও তদ্রূপ। ১৭। যোগীর হৃদয় স্বভাবতঃ বিকারবর্জ্জিত, কাহারও দ্বারা নিজের স্তব, বা গুণকীর্ত্তন শ্রবণ, যোগিজনের ধর্ম্ম নহে; তাঁহার পূজ্য বা পূজাভাব নাই; তিনি সকল প্রকার আচারক্রম, এবং সুনীতি-পথের পথিক; তিনি ব্রহ্ম-রস-সংযোগী, কিন্তু সংসার-বিরাগী। ১৮। তাঁহার দ্বারা লোকে ভীত হয় না, এবং তিনিও লোককে শঙ্কিত করেন না; রাগ, দ্বেষ, ভয়, এবং আনন্দ পরিত্যাগ করিলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম-ফলে তাহা হইতে এককালে বিযুক্ত হইতে পারেন না। ১৯। হে রাজন্! সম্প্রতি তিনি তীর্থস্থানে বাস করিয়া প্রাণত্যাগ করুন, বা ক্ষণমধ্যে চণ্ডাল-গৃহে তাঁহার মৃত্যু-সংঘটনই হউক,

জ্ঞানসংপ্রাপ্তিসময়ে মুক্তোঽসৌ বিগতাশয়ঃ।
অহংভ্রান্তির্হি বন্ধায় মোক্ষো জ্ঞানেন তৎক্ষয়ঃ। ২১।
স পূজনীয়ঃ সঃ স্তুত্যো নমস্কার্য্যঃ সযত্নতঃ।
স নিরীক্ষ্যোঽভিবাদ্যশ্চ বিভূতিবিভবৈষিণা। ২২।

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ মনুর্ব্রহ্মগৃহং যযৌ।
ইক্ষ্বাকুরপি তাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য স্থিরোঽভবৎ। ২৩।

শ্রীরাম উবাচ।

এবং স্থিতে হি ভগবন্ জীবন্মুক্তস্য সন্মতেঃ।
অপূর্ব্বোঽতিশয়ঃ কোঽসৌ ভবত্যাত্মবিদাম্বর। ২৪।

। ২০। (জানিও) জ্ঞানপ্রাপ্তি-সময়ে সেই বিগতাশয় মহাপুরুষের জীবন্মুক্তি ঘটিবেই ঘটিবে; কারণ, অহম্ভাব-নিবন্ধন বন্ধন, এবং জ্ঞানপ্রভাবে তৎপরিক্ষয়ই মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২১। (অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, তিনি পূজনীয়, নমস্য এবং সম্যক্‌প্রকারে স্তবার্হ; বিভূতিবিভব যাহার কামনার বিষয়, সেই ব্যক্তির পক্ষে এরূপ যোগীন্দ্র-সন্দর্শন ঘটিবামাত্র অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। ২২। বশিষ্ঠ কহিলেন;—ভগবান্ মনু ইক্ষ্বাকুকে এই কথা বলিয়া, মেরুশিখরে প্রস্থান করিলেন; নৃপতিও সেই জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে স্থিরতাবলম্বন পূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন। ২৩। শ্রীরাম কহিলেন; —হে আত্মতত্ত্বাগ্রগণ্য ভগবন্! যে ব্যক্তির মতি মার্জ্জিত,—অর্থাৎ সম্যক প্রকারে সৎ, এবং যে জীবন্মুক্ত, যখন তাঁহাকে এ ভাবে অবস্থিতি করিতে হয়, তখন ইঁহার কি এরূপ কোনও অপূর্ব্বশক্তি প্রকাশ পায়, যদ্দ্বারা লোকাতীত পদার্থ অবগত হইয়া, সদানন্দভাবে তাঁহার অবস্থান ঘটে?। ২৪।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

জ্ঞস্য কস্মিংশ্চিদেবাংশে ভবত্যতিশয়েন ধীঃ ।
নিত্যতৃপ্তঃ প্রশান্তাত্মা স আত্মন্যেব তিষ্ঠতি । ২৫ ।
মন্ত্রসিদ্ধৈস্তপঃসিদ্ধৈস্তন্ত্রসিদ্ধৈশ্চ ভূরিশঃ ।
কৃতমাকাশযানাদি কা তত্র স্যাদপূর্ব্বতা । ২৬ ।
অণিমাদ্যপি সংপ্রাপ্তং তাদৃশৈরেব ভূরিশঃ ।
যত্নেন সাধিতত্বাত্তৈর্নেতরেণাত্মদর্শিনা । ২৭ ।
এষ এব বিশেষোঽস্য ন সমং মূঢ়বুদ্ধিভিঃ ।
সর্ব্বত্রাস্থাপরিত্যাগান্নীরাগমমলং মনঃ । ২৮ ।
যথা সত্ত্বমুপেক্ষ্য স্বং শনৈর্ব্বিপ্রোজুরীহয়া ।
অঙ্গীকরোতি শূদ্রত্বং তথা জীবত্বমীশ্বরঃ । ২৯ ।

বশিষ্ঠ কহিলেন ;—(যাহা প্রশ্ন করিলে, তাহা মিথ্যা নহে ; বাস্তবিক) ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কোনও অংশে বুদ্ধির আতিশয্য ঘটিয়া থাকে ; (এবং সেই কারণেই তিনি) নিত্যতৃপ্ত ও প্রশান্তাত্মা হইয়া, আত্মাতে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ।২৫। যে ব্যক্তি মন্ত্র, তপঃ, এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বারংবার আকাশযান প্রভৃতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার আছে ? । ২৬ । (বাস্তবিক আত্মদর্শী) সেই সকল মহাপুরুষেরা, অন্যো-পায় নহে কেবল সাধনা দ্বারাই পরম যত্নে যখন অণিমাদি মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? । ২৭ । মূঢ়দিগের সহিত তাঁহাদের এই মাত্র ভিন্নতা ; বাস্তবিক, তাঁহারা সর্ব্বত্র আস্থাশূন্য ; সুতরাং তাঁহাদের অন্তঃকরণ নীরাগ এবং অমল হওয়াতে অজ্ঞানীদিগের সহিত সমতার সম্ভাবনা নাই । । ২৮ । যেরূপ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ শূদ্রসংস্রব ও সহবাসনিবন্ধন দুর্বুদ্ধিহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঈশ্বর বুদ্ধ্যাদিসংযোগে স্বকীয় পূর্ণানন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, জীবত্বে পরিণত হইয়া থাকেন। ২৯। এই

ভূতানি বিবিধান্যেব প্রতিসর্গং স্ফুরন্তি বৈ।
আদ্যবিস্পন্দজাতানি তানি নিষ্কারণানি বৈ। ৩০ ॥
ঈশ্বরাৎ সমুপাগত্য পুনর্জন্মান্তরাণি চ।
ভূতান্যনুভবত্যঙ্গ স্বকৃতৈরেব কর্ম্মভিঃ। ৩১।
কার্য্যকারণভাবোঽয়মীদৃশো জন্মকর্ম্মণোঃ।
অকারণমুপায়ান্তি সর্ব্বে জীবা পরাৎ পদাৎ। ৩২।
পশ্চাত্তেষাং স্বকর্ম্মাণি কারণং সুখদুঃখয়োঃ।
আত্মজ্ঞানাৎ সমুৎপন্নঃ সংকল্পঃ কর্ম্মকারণং। ৩৩।
সংকল্পিত্বং হি বন্ধস্য কারণং তৎ পরিত্যজ।
মোক্ষস্তু নিঃসংকল্পিত্বং তদভ্যাসপরো ভব। ৩৪।
সাবধানো ভব ত্বঞ্চ গ্রাহ্যগ্রাহকসম্ভ্রমে।
অজস্রমেব সংকল্পদশাঃ পরিহরঞ্ছনৈঃ। ৩৫।

রূপে প্রতিসৃষ্টিতেই বিবিধ প্রাণী সকল সৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং প্রথমে গর্ভাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অকারণ প্রাদুর্ভূত হয়,—অর্থাৎ যেরূপ ঘটাদির উৎপত্তি দণ্ডচক্রাদি সামগ্রীর সাপেক্ষ, ভূতসৃষ্টি তদনুরূপ নহে। ৩০। প্রাণিগণ, আপনাপন কর্ম্ম-প্রভাবে ঈশ্বর হইতে শক্তি লাভ করিয়া পুনর্জন্মের অধীন হইয়া থাকে। ৩১। জীবের জন্ম এবং কর্ম্মের কার্য্যকারণ ভাব এই প্রকার; জীবগণ অকারণ পরম পদ ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। ৩২। (এবং) আপনার পরিণামে আপনাপন কৃতকর্ম্মানুসারে সুখদুঃখের কারণ হইয়া থাকে; যখন সংকল্প আত্মজ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত হয়, তখন সেই সংকল্পই কর্ম্মের কারণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। ৩৩। সংকল্পই নিজের বন্ধনের কারণ; অতএব, উহাকে পরিত্যাগ কর; সংকল্পবিহীনতাই মোক্ষ; অতএব, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। ৩৪। তুমি গ্রাহ্য এবং গ্রহণকর্ত্তা সম্বন্ধীয় ভ্রমবিষয়ে বিশেষ সাবধান হও; এবং ক্রমে ক্রমে আপনার মনের সংকল্প সকলকে পরিত্যাগ

কিঞ্চিদ্ যদ্রোচতে তুভ্যং তদ্বদ্ধোঽসি ভবস্থিতৌ।
ন কিঞ্চিদ্রোচতে চিত্তে তন্মুক্তোঽসি ভবস্থিতৌ। ৩৬।
তস্মাৎ পদার্থনিচয়ান্ সহ স্থাবরজঙ্গমাৎ।
তৃণাদের্দেবকায়ান্তান্ মা কিঞ্চিত্তব রোচতাং। ৩৭।
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
ন কর্ত্তাসি ন ভোক্তাসি তত্রমুক্তমতিঃ শমী। ৩৮।
সন্তোঽতীতং ন শোচন্তি ভবিষ্যচ্চিন্তয়ন্তি নো।
বর্ত্তমানঞ্চ গৃহ্নন্তি কর্ম্মপ্রাপ্তমখণ্ডিতং। ৩৯।
মনসি গ্রথিতা ভাবাস্তৃষ্ণামোহমদাদয়ঃ।
মনসৈব মনো রাম চ্ছেদনীয়ং বিজানতা। ৪০।

করিতে থাক। ৩৫। সংসারে যে কোনও বস্তুতে তোমার রুচি দেখা যায়, জানিও, তাহাতেই তুমি বদ্ধ হইয়া আছ; এবং যে বস্তু তোমার চিত্তের তৃপ্তিকর নহে, তাহাই মুক্তির কারণ। ৩৬। এই জন্য বলিতেছি, স্থাবর জঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণাদি সমেত দেবতা পর্য্যন্ত কোনও পদার্থে তোমার রুচি হওয়া উচিত নহে। ৩৭। তুমি যাহা করিয়া থাক, যাহা ভোজন করিয়া থাক, যাহা হোম করিয়া থাক, এবং যাহা দান কর; জানিও, তুমি এ বিষয়ের কর্ত্তা, বা ভোক্তা নহ; যে ব্যক্তি শমী, এবং যাহার বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ইহার মর্ম্মগ্রহের অধিকারী;—অর্থাৎ তাহারই "সোঽহং" জ্ঞান ঘটিয়া থাকে। ৩৮। সাধুগণ অতীত বিষয়ের জন্য শোক করেন না, এবং ভবিষ্যতের জন্য চিন্তান্বিত হন না; তাঁহারা বর্ত্তমানে যে কর্ম্ম অখণ্ডিত ভাবে উপস্থিত হয়, তাহাই করিয়া থাকেন। ৩৯। তৃষ্ণা, মোহ এবং মদ প্রভৃতি ভাব সকল মনোমধ্যে গ্রথিত রহিয়াছে; অতএব, হে রামচন্দ্র! যে ব্যক্তি মনের কার্য্য কারণ ভাব, ও দোষ গুণ জ্ঞাত আছে, সেই

ক্ষালয়ন্তি মলেনৈব মলং ক্ষালনকোবিদাঃ।
বারয়ন্ত্যস্ত্রমন্ত্রেণ বিষং প্রতিবিষেণ চ। ৪১।
জীবস্য ত্রীণি রূপাণি স্থূলসূক্ষ্মপরাণি চ।
তত্রাস্য যৎ পরং রূপং তদ্ভজ দ্বে পরিত্যজ। ৪২।
পাণিপাদময়ো যোঽয়ং দেহো ভোগায় বল্গতি।
ভোগার্থমেতজ্জীবস্য রূপং স্থূলমিহাস্থিতং। ৪৩।
স্বসংকল্পময়াকারং যাবৎ সংসারভাবি যৎ।
চিত্তং তদ্বিদ্ধি জীবস্য রূপং রামাতিবাহিকং। ৪৪।
আদ্যন্তরহিতং সত্যং চিন্মাত্রং নির্বিকল্পকং।
যত্তদ্বিদ্ধি পরং রূপং তৃতীয়ং বিশ্বরূপকং। ৪৫।
এতত্তুর্য্যপদং শুদ্ধমত্র বদ্ধপদো ভব।
সংপরিত্যজ্য পূর্ব্বে দ্বে মা তত্রাত্মমতির্ভব। ৪৬।

ব্যক্তিই মনের সাহায্যে মনকে ছিন্ন করিতে পারে। ৪০। যেরূপ অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারিত এবং বিষের দ্বারা বিষশক্তি সংহৃত হয়, তাহার ন্যায় যাঁহারা পরিষ্কার-কার্য্যে পটু, তাঁহারাই মলের সাহায্যে,—অর্থাৎ ক্ষারের দ্বারা মলকে ক্ষালিত করিয়া থাকেন। ৪১। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং পর এই তিনটী মূর্ত্তি আছে; ইহার মধ্যে প্রথম দুইটীকে পরিত্যাগ করিয়া শেষ মূর্ত্তিকে ভজনা কর। ৪২। পাণিপাদবিশিষ্ট যে জীবদেহ দেখিতে পাও; উহা ভোগার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ভোগের জন্যই সংসারে স্থূলরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। ৪৩। হে রামচন্দ্র! আপনার সংকল্পময় সংসারভাবপূর্ণ জীবের যে আতিবাহিক রূপ দেখিতে পাও, তাহাকেই চিত্ত বলিয়া জানিও। ৪৪। যে রূপ আদ্যন্ত-বর্জ্জিত, সত্য, চিন্ময়, নির্বিকল্প, বিশ্বব্যাপক, তাহাই তৃতীয়—পররূপে প্রকাশিত। ৪৫। শেষোক্ত এই পদটী তুর্য্য নামে পরিচিহ্নিত; তোমাকে বলি, তুমি এই পদে বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি কর, এবং পূর্ব্বের দুই রূপ পরিত্যাগ কর; দেখিও, যেন তাহাতে তোমার মতি আকৃষ্ট না হয়। ৪৬।

শ্রীরাম উবাচ।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু স্থিতং ত্রিস্বপ্যলক্ষিতং।
তুর্য্যং ব্রূহি বিশেষেণ বিবিচ্য মুনিনায়ক। ৪৭।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অহংভাবানহম্ভাবৌ ত্যক্ত্বা সদসতী তথা।
যদসক্তং সমং স্বচ্ছং স্থিতং তত্তুর্য্যমুচ্যতে। ৪৮।
যা স্বচ্ছা সমতা শান্তা জীবন্মুক্তব্যবস্থিতিঃ।
সাক্ষ্যবস্থাব্যবহৃতৌ সা তুর্য্যকলনোচ্যতে। ৪৯।
নৈতজ্জাগ্রন্ন চ স্বপ্নং সংকল্পানামসম্ভবাৎ।
সুযুপ্তভাবো নাপ্যেতদভাবাজ্জড়তা স্থিতেঃ। ৫০।
শান্তং সম্যক্‌প্রবুদ্ধানাং যথাস্থিতমিদং জগৎ।
বিলীনং তুর্য্যমেবাহুরবুদ্ধানাং স্থিরং স্থিতং। ৫১।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত এই তিনটী অলক্ষিতভাবে অবস্থিতি করিলে তুর্য্য কাহাকে বলে, বিচার করিয়া বিশেষরূপে আমাকে তাহা জানাইয়া দিউন। ৪৭। বশিষ্ঠ কহিলেন;—অহম্ভাব,—অর্থাৎ জাগ্রৎস্বপ্নবিক্ষেপ, অনহম্ভাব,—অর্থাৎ সুষুপ্তির মূলাবরণ, এই উভয়কে এবং সদসৎ—ব্যষ্টিসমষ্টিরূপকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা আসক্তিবিহীন, সম, ও স্বচ্ছভাবে অবস্থিত, তাহাই তুর্য্য বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ৪৮। যে অবস্থা স্বচ্ছ, সমভাবাপন্ন, শান্ত, এবং জীবন্মুক্তের অবস্থিতির যোগ্য, যে অবস্থা ব্যবহারে সাক্ষিস্বরূপে প্রকাশমান, তাহাই তুর্য্য বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ।৪৯। সংকল্পের অসম্ভাবনত্বপ্রযুক্ত এ অবস্থায় জাগ্রৎ, বা স্বপ্নের চিহ্ন প্রকাশ পায় না; এবং জড়তাস্থিতির অসম্ভবত্ব-নিবন্ধন সুযুপ্তিরও সমাবেশ ঘটে না। ।৫০। সম্যক্‌প্রকারে প্রবুদ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকটে এই জগৎ, যেরূপে অবস্থিত হউক না, শান্ত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; যদিও উহা অবোধের নিকটে স্থিরতর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহার লয়াবস্থাই তুর্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

অহঙ্কারকলাত্যাগে সমতায়াঃ সমুদ্ভবে।
বিশরারৌ কৃতে চিত্তে তুর্য্যাবস্থোপতিষ্ঠতে। ৫২॥
অথেমং শৃণু দৃষ্টান্তং কথ্যমানং ময়াধুনা।
প্রবুদ্ধোঽপি যথাবোধমুপৈষি বিবুধোপম। ৫৩॥
কস্মিংশ্চিৎ কাননাভোগে মহামৌনং ব্যবস্থিতং॥
দৃষ্ট্বাদ্ভুতমিদং কিঞ্চিন্মুনিং পপ্রচ্ছ লুব্ধকঃ। ৫৪॥
পশ্চাদুপগতো বাণভিন্নং মৃগমভিদ্রুতং।
মুনে মদীয়বাণেন বিদ্ধো মৃগ ইহাগতঃ। ৫৫।
ক প্রয়াতো মৃগ ইতি প্রত্যুবাচ স তং মুনিঃ।
সমশীলা বয়ং সাধো মুনয়ো বনবাসিনঃ। ৫৬।
নাস্মাকমস্ত্যহঙ্কারো ব্যবহারেষু যঃ ক্ষমঃ।
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি করোতি হি সখে মনঃ। ৫৭।

। ৫১। যখন অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়া সমতার সমুদ্রেক হয়, সেই সময়ে চিত্ত, জলবিলীন সৈন্ধবের ন্যায় বিশরারীকৃত হইয়া তুর্য্যাবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে।৫২। আমি এ সম্বন্ধে এক দৃষ্টান্ত তোমার নিকটে বলিতেছি,শ্রবণ কর; হে বিবুধোপম রাঘব! তুমি প্রবুদ্ধ হইলেও ইহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের সীমা দর্শন করিতে পারিবে। ৫৩। এক জন লুব্ধক কোনও সময়ে কোনও বনমধ্যে গমন করিতে করিতে মৌনভাবে উপবিষ্ট এক জন দিব্য-দেহ-ধারী মুনিকে দেখিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।৫৪। আমার শরপ্রহারে ভিন্নদেহ হইয়া একটী মৃগ এই দিকে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে, আমি তাহার অনুগামী হইয়াছি; হে মুনে! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই মৃগ মদীয় শরপ্রহারে মর্ম্মাহত হইয়া এখানে আসিয়াছে কি?। ৫৫। মুনি, হে সাধো! আমরা বনবাসী তপস্বী—সর্ব্বত্র সমদর্শী; সেই মৃগ কোথায় গিয়াছে (জানি না,) এই কথা তাহাকে বলিলেন। ৫৬। যে বৃত্তি সমস্ত ব্যবহারকার্য্যে ক্ষমতা প্রকাশ করে. আমাদের সে অহঙ্কার নাই; (সুতরাং) হে সখে! আমাদের মন

অহঙ্কারময়ং তন্মে নূনং প্রগলিতং চিরং।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাখ্যা দশা বেদ্মি ন কাশ্চন। ৫৮।
তুর্য্য এব হি তিষ্ঠেহং তত্র দৃশ্যং ন বিদ্যতে।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনিনাথস্য রাঘব। ৫৯।
লুব্ধকোঽর্থমবিজ্ঞায় জগামাভিমতাং দিশং।
অতো বচ্মি মহাবাহো নাস্তি তুর্য্যেতরা দশা। ৬০।

সমস্তসংকল্পবিলাসমুক্ত-
তুর্য্যে পদে তিষ্ঠ নিরাময়াত্মা।
যত্র স্থিতাঃ সাধু সদৈবমুক্তাঃ
প্রশান্তভেদা মুনয়ো মহান্তঃ। ৬১।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে মৃগব্যাধীয়ং নাম
ষষ্ঠসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৭৬। *।

সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকে। ৫৭। অনেক দিন হইল আমাদের অহঙ্কারময় মনোবৃত্তি বিগলিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশানুভব করিতে পারি না। ৫৮। (অধিক কি বলিব,) আমি তুর্য্যপদে অধিষ্ঠিত আছি, সেই কারণে দৃশ্য পদার্থ বিদিত নহি; হে রামচন্দ্র! মুনি-নাথের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, । ৫৯। লুব্ধক, তদর্থের মর্ম্মাবগত হইয়া অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল; এই কারণে বলি, হে মহাবাহো! সংসারে তুর্য্যাতীত দশা আর নাই। ৬০। হে রামচন্দ্র! তুমি সমস্ত প্রকার সংকল্পমুক্ত তুর্য্যপদে নিরাময় অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিতে থাক; কারণ, ঐ পদে অধি-ষ্ঠিত থাকিয়াই, সাধুগণ, সকল প্রকার—মায়া প্রভৃতির হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইয়া, প্রশান্ত দৃষ্টি লাভ করত মহানুভব মুনি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। ৬১।

তদাসৌ প্রথমামেকাং প্রাপ্তো ভবতি ভূমিকাং।
মনসা কর্ম্মণা বাচা সজ্জনানুপসেবতে। ১১।
যতঃ কুতশ্চিদানীয় জ্ঞানশাস্ত্রাণ্যবেক্ষতে।
এবং বিচারবান্ যঃ স্যাৎ সংসারোত্তারণং প্রতি। ১২।
স ভূমিকাবানিত্যুক্তঃ শেষঃ স্বার্থ ইতি স্মৃতঃ।
বিচারনাম্নীমিতরামাগতো যোগভূমিকাং। ১৩।
শ্রুতিস্মৃতিসদাচারধারণাধ্যানকর্ম্মণাং।
মুখ্যয়া ব্যাখ্যয়া খ্যাতাচ্ছ্রয়তে শ্রেষ্ঠপণ্ডিতান্। ১৪।
পদার্থপ্রবিভাগজ্ঞঃ কার্য্যাকার্য্যবিনির্ণয়ং।
জানাত্যধিগতশ্রব্যো গৃহং গৃহপতির্যথা। ১৫।

র্গত হইতে থাকে। ১০। সেই সময়ে লোকে যোগের প্রথমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তখন বাক্য,মন, এবং কর্ম্ম দ্বারা সজ্জনের আনুগত্য স্বীকার করে।১১। এবং যে কোনও স্থান হইতে জ্ঞানশাস্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া তাহার মর্ম্ম-গ্রহণ করে; এইরূপে যে বিচারপটুতা প্রদর্শন করে, সেই ব্যক্তিই সংসার-সমুত্তীর্ণ হইতে জানে। ১২। উপরোক্ত ব্যক্তিই যোগের প্রথম-ভূমিকা-প্রবিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; (যদি পর পর উন্নত হইতে না পারে,) তাহা হইলে সাধনচতুষ্টয়বিহীন হইয়া উদর-ভরণপোষণ প্রভৃতি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, যোগের অনধিকারী বলিয়া শেষে বঞ্চকরূপে উক্ত হইয়া থাকে; যোগের প্রথমাবস্থার পরে বিচারনাম্নী অন্য যোগভূমিকার আবির্ভাব ঘটে। ১৩। (তখন) শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার প্রভৃতির ধারণা, ধ্যানকর্ম্ম—সমাধি, এবং বিখ্যাত পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, সকল শ্রবণ করিয়া শ্রবণমননাদি প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। ১৪। এইরূপে গৃহপতি যেরূপ স্বগৃহ-কোষ্ঠে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় গুরুর নিকটে শাস্ত্রের মর্ম্মাবগত হইয়া, জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের পদার্থগত বিভাগের স্বরূপত্ব জানিয়া,

মদাভিমানমাৎসর্য্যমোহলোভাতিশায়িতাং।
বহিরপ্যাশ্রিতামীষত্ত্যজত্যহিরিব ত্বচং। ১৬।
ইত্থং ভূতমতিঃ শাস্ত্রগুরুসজ্জনসেবনাৎ।
স রহস্যমশেষেণ যথাবদধিগচ্ছতি। ১৭।
অসংসঙ্গাভিধামন্যাং তৃতীয়াং যোগভূমিকাং।
ততঃ পতত্যসৌ কান্তঃ পুষ্পশয্যামিবামলাং। ১৮।
যথাবচ্ছাস্ত্রবাক্যার্থে মতিমাধায় নিশ্চলং।
তাপসাশ্রমবিশ্রামৈরধ্যাত্মকথনক্রমৈঃ। ১৯।
সংসারনিন্দকৈস্তদ্বদ্বৈরাগ্যকরণক্রমৈঃ।
শিলাশয্যাসমাসীনো জরয়ত্যায়ুরাততং। ২০।

কার্য্যাকার্য্য-নির্ণয়ে অধিকারী হইতে পারে। ১৫। তখন সর্প যেরূপ সময়ে স্বকীয় গাত্রচর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় যাহারা লোকমর্য্যাদানুসারে বাহিরে আশ্রিতভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, সেই মদ, অভিমান, মাৎসর্য্য, মোহ, এবং লোভাদির আতিশয্যকে অনায়াসে অল্পে অল্পে অন্তর হইতে বাহির করিয়া পরিত্যাগ করিতে থাকে। ১৬। শাস্ত্রানুশীলন, এবং গুরু ও সজ্জন-সেবা-নিবন্ধন এই প্রকারে বিশুদ্ধমতি হইয়া, সে ব্যক্তি অশেষ প্রকারে সাধনার গূঢ় মর্ম্ম যথাবৎ লাভ করিয়া থাকে। ১৭। তদনন্তর অসংসঙ্গনাম্নী তৃতীয় যোগভূমিকাতে যোগপথাবলম্বী জীব প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; যেরূপ কমনীয় পুরুষের পক্ষে অমল কুসুমশয্যা স্পৃহণীয়, যোগীর যোগের তৃতীয়াবস্থাও তদনুরূপ। ১৮। এই সময়ে শাস্ত্র-বচন-মর্ম্মে মতির স্থিরতা সম্পাদন করিয়া, তপস্বীদিগের আশ্রমে অবস্থিতি ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করত। ১৯। সংসার-বিদ্বেষী বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শিলাশয্যাতে সমাসীন হইয়া দীর্ঘজীবনকে ক্ষয় করিতে থাকে। ২০। তখন সেই নীতিনিপুণ ব্যক্তি

স্বনবাসবিহারেণ চিত্তোপশমশোভিনা।
অসঙ্গসুখসৌম্যেন কালং নয়তি নীতিমান্। ২১।
অভ্যাসাৎ সাধুশাস্ত্রাণাং করণাৎ পুণ্যকর্ম্মণাং।
জন্তোর্যথাবদেবেয়ং বস্তুদৃষ্টিঃ প্রসীদতি। ২২।
তৃতীয়াং ভূমিকাং প্রাপ্য বুধোঽনুভবতি স্বয়ং।
দ্বিঃপ্রকারমসংসঙ্গং তস্য ভেদমিমং শৃণু। ২৩।
দ্বিবিধোঽয়মসংসঙ্গঃ সামান্যঃ শ্রেষ্ঠ এব চ।
নাহং কর্ত্তা ন ভোক্তা চ ন বাধ্যো ন চ বাধকঃ। ২৪।
ইত্যসংজনমর্থেষু সামান্যাসঙ্গনামকং।
প্রাক্‌কর্ম্মনির্ম্মিতং সর্ব্বমীশ্বরাধীনমেব চ। ২৫।
সুখং বা যদি বা দুঃখং কৈবাত্র মম কর্ত্তৃতা।
ভোগাভোগা মহারোগাঃ সম্পদঃ পরমাপদঃ। ২৬।

মমসন্তোষবিধায়ি বনবিহার এবং সঙ্গবর্জ্জিত সুখ লাভ করিয়া কালাতিপাত করিতে থাকে। ২১। সেই সময়ে সাধু-শাস্ত্রাভ্যাস এবং পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান-নিবন্ধন জীবের যেরূপ বস্তুদৃষ্টি হইতে হয়, হইয়া থাকে। ২২। তখন জ্ঞান-বান্ জীব, তৃতীয় যোগভূমিকা অনুভব করিতে পারে; আমি পূর্ব্ব হইতে তোমার নিকটে যে সঙ্গহীনতার কথা বলিয়াছি, উহার ভিন্নতা কি প্রকার, শ্রবণ কর। ২৩। এই সঙ্গহীনতা দুই প্রকার; সামান্য এবং শ্রেষ্ঠ; আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি বাধ্য, বা আমি বাধক নহি,। ২৪। ইহারই নাম সামান্য সঙ্গবিহীনতা; প্রাক্তন কর্ম্মায়ত্ত সকল বিষয়ই ঈশ্বরের অধীন;। ২৫। যদি ভাগ্যে সুখ, কিম্বা দুঃখ-সন্দর্শন ঘটে, তাহাতে আমার কর্তৃত্ব কি আছে? এই যে সংসারের ভোগাভোগ, ইহা মহারোগস্বরূপ; সম্পদকে পরম আপদ বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। ২৬।

বিয়োগায়ৈব সংযোগা আধয়ো ব্যাধয়ো ধিয়ঃ।
কালঃ কবলনোদ্যুক্তঃ সর্ব্বভাবাননারতং। ২৭।
অনাস্থয়েতি ভাবানাং যদভাবনমান্তরং।
বাক্যার্থলগ্নমনসঃ সামান্যোসারসঙ্গমঃ। ২৮।
অনেন ক্রমযোগেন সংযোগেন মহাত্মনাং।
বিয়োগেনাসতামন্তঃ প্রয়োগেণাত্মসংবিদাং। ২৯।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন সন্ততাভ্যাসযোগতঃ।
করামলকবদ্বস্তুন্যাগতে স্ফুটতাং দৃঢ়ং। ৩০।
সংসারাম্বুনিধেঃ পারে সারে পরমকারণে।
নাহং কর্ত্তেশ্বরঃ কর্ত্তা কর্ম্ম বা প্রাকৃতং মম। ৩১।
কৃত্বা দূরতরে ন্যূনমিতি শব্দার্থভাবনং।
যন্মৌনমাসনং শান্তং তচ্ছেষ্ঠাসঙ্গ উচ্যতে। ৩২।

বিয়োগের জন্য সংযোগের সৃষ্টি, বুদ্ধির বৈক্লব্যকেই ব্যাধি বলিয়া জানা উচিত; কাল, সতত সকল বস্তুকে গ্রাস করিবার জন্য সমুদ্যত রহিয়াছে। ২৭। দৃশ্য পদার্থের প্রতি অনাস্থা প্রযুক্ত অন্তরে যে অভাবনার উদয় হয়, তাহা বাক্যার্থ-সহিত মনের নিকটে সামান্য অসঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ২৮। এই প্রকার ক্রমযোগ, মহাত্মগণের সংযোগ, অসজ্জনদিগের অসংযোগ ও আত্মজ্ঞান-প্রয়োগ,। ২৯। সততাভ্যাস-যোগ-ক্রমে পৌরুষ-প্রযত্ন-নিবন্ধন করস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় আত্ম-বস্তু-স্ফুটতা—অর্থাৎ বিশ্বাসগোচরতা প্রাপ্ত হইলে,। ৩০। (যখন) সংসার-সমুদ্র-পারে পরম কারণ এক মাত্র সার বস্তু বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন জানা যাইতেছে যে, আমি কোনও কার্য্যের কর্ত্তা নহি, কেবল সেই পরমেশ্বরই সকল কার্য্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন; আমার নিজের কোনও প্রাকৃত কর্ম্ম নাই। ৩১। এই প্রকার শব্দার্থ ভাবনাকে দূরতর প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া, শান্ত ও মৌনভাবে,—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-শূন্য হইয়া যে অবস্থিতি, তাহাই প্রধান সঙ্গবিহীনতা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

যস্মান্তর্ন বহির্নাধো নোর্দ্ধং নাশাসু নাম্বরে।
ন পদার্থে নাপদার্থে ন ন জড়ে ন চ চেতনে। ৩৩।
আসিতং ভাসনং শান্তমভাসং নভসা সমং।
অনাদ্যন্তমজং কান্তং তং শ্রেষ্ঠাসঙ্গ উচ্যতে। ৩৪।
সন্তোষামোদমধুরঃ সৎকার্য্যামলপল্লবঃ।
চিত্তনালাগ্রসংলীনো বিঘ্নকণ্টকসংকটঃ। ৩৫।
বিবেকপদ্মোরূঢ়োহন্তর্বিচারার্কবিকাসিতঃ।
ফলং ফলত্যসংসঙ্গাং তৃতীয়াং ভূমিকামিমাং। ৩৬।
সমবায়াদ্বিশুদ্ধানাং সঞ্চয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাং।
কাকতালীয়যোগেন প্রথমোদেতি ভূমিকা। ৩৭।
ভূমিঃ প্রোদিতমাত্রাতৈরমৃতাঙ্কুরিকেব সা।
বিবেকেনাম্বুসেকেন রক্ষ্যা পাল্যা প্রযত্নতঃ। ৩৮।

। ৩২। যিনি অন্তরে, বাহিরে, অধোদেশে, উর্দ্ধে, দিঙ্‌মণ্ডলে, অম্বরে, পদার্থে, অপদার্থে, জড়ে, চেতনে,। ৩৩। কোনও স্থানে অবস্থিত নহেন, অথচ সর্ব্ব-ব্যাপী, যিনি আকাশতুল্য বিশদ, যিনি শান্ত ও দীপ্তিমান্ হইয়াও দীপ্তি-বিহীন, যিনি আদ্যন্তবর্জ্জিত, যাঁহার রূপ কমনীয়, যিনি অজ, তৎপ্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ অসঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৩৪। নিষ্কাম কর্ম্ম,—অর্থাৎ উপাসনা, গুরু-শুশ্রূষা প্রভৃতি পল্লব, সন্তোষ-সৌরভ দ্বারা মাধুর্য্যশালী, চিত্তস্বরূপ নালাগ্রে রাগাদি বাসনারূপ সবিশেষ সঙ্কট কণ্টক সকল সমাকীর্ণ,। ৩৫। বিবেক-কমল যে সময়ে অন্তরস্থিত আত্মবিচাররূপ সূর্য্যকিরণে ফুল্লমুখী হইয়া থাকে, সেই সময়ে সঙ্গবিহীন ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; এইটীই তৃতীয় ভূমিকার কার্য্য ।৩৬। বিশুদ্ধ-চিত্ত তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিত্য দান, মান ও ভজনাদি দ্বারা তাঁহাদের সংসর্গলাভ এবং পুণ্যকর্ম্ম-সঞ্চয়-নিবন্ধন কাকতালীয়-যোগের ন্যায় প্রথম যোগভূমিকার প্রাদুর্ভাব ঘটে। ৩৭। যেই প্রথম ভূমিকা অমৃতাঙ্কুরের ন্যায় সমুদিত হয়, সেই বিবেক-সলিল-সেক দ্বারা উহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে সংরক্ষণ

এষা হি পরিমৃষ্টান্তরন্যাসাং প্রসবৈকভূঃ।
দ্বিতীয়াং ভূমিকাং যত্নাত্তৃতীয়াং প্রাপ্নুয়াত্ততঃ। ৩৯
শ্রেষ্ঠাসংসঙ্গতা হ্যেষা তৃতীয়া ভূমিকাত্র হি।
ভবতি প্রোজ্ঝিতাশেষসংকল্পকলনঃ পুমান্। ৪০।

শ্রীরাম উবাচ।

মূঢ়স্যাসংকুলোত্থস্য প্রবৃত্তস্যাধমস্য চ।
অপ্রাপ্তযোগিসঙ্গস্য কথমুত্তরণং ভবেৎ। ৪১।
একামথ দ্বিতীয়াং বা তৃতীয়াং চেতরাঞ্চ বা।
আরূঢ়স্য মৃতস্যাথ কীদৃশী ভগবন্ গতিঃ। ৪২।

ও পালন করা কর্ত্তব্য। ৩৮। যদি প্রথমাবস্থার প্রতি বিশেষ যত্ন করা হয়, তাহা হইলে উহা পরবর্ত্তী অন্যান্য যোগভূমিকাসকলেরও সুন্দর ফল-প্রসবিত্রী হইয়া থাকে; এইরূপে দ্বিতীয় অবস্থার প্রতি যত্নবান্ হইলে, ক্রমে তৃতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩৯। তৃতীয় ভূমিকা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, এবং সঙ্গবিহীন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; যখন এই ভূমিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন লোকের অন্তর হইতে অশেষ প্রকার সংকল্প দূরীভূত হইয়া থাকে। ৪০। শ্রীরাম কহিলেন;—(যদি এই প্রকার হয়, তবে) যাহাদের অসৎ কুলে জন্ম ঘটিয়াছে, যাহারা সদসৎ-জ্ঞানশূন্য, যাহাদের ভাগ্যে যোগিসঙ্গ লাভ ঘটে নাই, যাহারা সতত কামাদি-সম্ভোগপরায়ণ, সেই সকল অধম ব্যক্তিদিগের কিরূপে উদ্ধার ঘটিতে পারে, (বলুন?)। ৪১। অথবা যাহাদের ভাগ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, বা অপর ভূমিকা-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, যদি এ অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হয়, হে ভগবন্! তাহা হইলে, তাহাদের কি গতি হইবে, বলুন?। ৪২। বশিষ্ঠ

বশিষ্ঠ উবাচ।

মূঢ়স্যারূঢ়দোষস্য তাবৎ সংসৃতিরাততা।
যাবজ্জন্মান্তরশতৈঃ কাকতালীয়যোগতঃ। ৪৩।
অথবা সাধুসঙ্গত্যা বৈরাগ্যং নাভ্যুদেতি হি।
বৈরাগ্যেঽভ্যুদিতে জন্তোরবশ্যং ভূমিকোদয়ঃ। ৪৪।
ততো নশ্যতি সংসার ইতি শাস্ত্রার্থসংগ্রহঃ।
যোগভূমিকয়োৎক্রান্তজীবিতস্য শরীরিণঃ।
ভূমিকাংশানুসারেণ ক্ষীয়তে পূর্ব্বদুষ্কৃতং। ৪৫।
ততঃ সুরবিমানেষু লোকপালপুরেষু চ।
মেরূপবনকুঞ্জেষু রমতে রমণীসখঃ। ৪৬।
ততঃ সুকৃতসম্ভারে দুষ্কৃতে চ পুরাকৃতে। ৪৭।

কহিলেন;—যে কাল পর্য্যন্ত লোকের অন্তঃকরণ দোষাশ্রিত,—অর্থাৎ বিষয়-বাসনা-বাধ্য থাকে, সে কাল পর্য্যন্ত উহার সংসার-বাসনা বিস্তৃত থাকিবেই থাকিবে; (বলিতে কি,) শত শত জন্মেও ঐ বাসনা তিরোহিত হইবার নহে; কিন্তু যদি কাকতালীয়-যোগ,। ৪৩। অথবা সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে, তাহা হইলে সংসার-বাসনা লুপ্ত হইয়া যায়; কারণ, জীবের ভাগ্যে বৈরাগ্যোদয় ঘটিলে অবশ্যই ভূমিকা-প্রাপ্তি ঘটিবে। ৪৪। তাহা হইলে সংসার-বাসনা বিনষ্ট হইবে, ইহাই শাস্ত্রবচনের সার মর্ম্ম; যে ব্যক্তি যোগভূমিকাবলম্বন করিয়া, জীবন বিসর্জ্জন দিয়া থাকে, ভূমিকার অংশক্রমে তাহার পূর্ব্বদুষ্কৃতি সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৪৫। তাহার পর সুরবিমানে আরোহণ করিয়া সে ব্যক্তি সুন্দরী-রমণী-সম্ভোগ-সুখে রত হইতে থাকে, এবং লোকপালপুরে, অথবা মেরু, উপবন ও কুঞ্জ প্রভৃতি রমণীয় স্থলে অবস্থিতি করে। ৪৬। তদনন্তর পূর্ব্ব-কালীন দুষ্কৃতি-ক্ষয় এবং সুকৃতি-সঞ্চয় ঘটিলে আপনার সমস্ত ভোগ-ক্ষয়

ভোগজালে পরিক্ষীণে জায়ন্তে যোগিনো ভুবি।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে গুপ্তে গুণবতাং সতাং। ৪৮
জনিত্বা যোগমেবৈতে সেবন্তে যোগবাসিতাঃ।
তত্র প্রাগ্‌ভাবনাভ্যস্তযোগভূমিক্রমং বুধাঃ।
স্মৃত্বা পরিপতন্ত্যুচ্চৈরুত্তরং ভূমিকাক্রমং। ৪৯।
ভূমিকাত্রিতয়ং ত্বেতদ্রাম জাগ্রদিতি স্মৃতং।
যথাবদ্ভেদবুদ্ধ্যেদং তজ্জাগ্রদিতি দৃশ্যতে। ৫০।
উদেতি যোগযুক্তানামত্র কেবলমার্য্যতা।
মাং দৃষ্ট্বা মূঢ়বুদ্ধীনামভ্যুদেতি মুমুক্ষুতা। ৫১।
কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রাকৃতাচারো যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ। ৫২।

হয়। ৪৭। তখন সেই ব্যক্তি, সংসারে যোগপথের পথিক হইয়া কালাতিপাত করিতে থাকে, এবং পবিত্র, শ্রীমান্, গুণবান্ সজ্জনরক্ষিত গৃহে,। ৪৮। জন্ম-গ্রহণ করিয়া, যোগাভ্যাস-চিত্ত হইয়া কেবল যোগ-পথেরই অনুসরণ করিয়া থাকে; তখন পূর্ব্বকালীন অভ্যস্ত যোগ-ভূমিকা-ক্রম স্মরণ হওয়াতে তাহার অনুবর্ত্তী হয়, এবং ক্রমে ক্রমে উচ্চতর ও উন্নত হইতে থাকে। ৪৯। হে রামচন্দ্র! আমি যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূমিকার কথা বলিয়াছি, জানিও, ইহাই জাগ্রৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; এই ভূমিকাত্রয়ের ভেদবুদ্ধি দ্বারা যথাবৎ ভিন্নতাও জাগ্রৎ বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। ৫০। যোগীদিগের এ বিষয়ে যে পূজ্যতার প্রাদুর্ভাব ঘটে, সেই আর্য্যতা দর্শন করিয়া অনার্য্যহৃদয়ে মুমুক্ষুতার উদ্রেক হইয়া থাকে; (কারণ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে যে কার্য্য করেন, ইতর ব্যক্তিরা তদনুকরণ করিয়া থাকে)। ৫১। কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া যে ব্যক্তি প্রাকৃত আচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই আর্য্য বলিয়া

প্রথমায়ামঙ্কুরিতং দ্বিতীয়ায়াং বিকাসিতং।
ফলীভূতং তৃতীয়ায়ামার্য্যত্বং যোগিনো ভবেৎ। ৫৩।
আর্য্যতায়াং মৃতো যোগী শুভসংকল্পসংভৃতান্।
ভোগান্ ভুক্ত্বা চিরং কালং যোগবাঞ্ছায়তে পুনঃ। ৫৪।
ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাদজ্ঞানে ক্ষয়মাগতে।
সম্যক্ জ্ঞানোদয়ে চিত্তে পূর্ণচন্দ্রোদয়োপমে। ৫৫।
নির্বিভাগমনাদ্যন্তং যোগিনো যুক্তচেতসঃ।
সমং সর্ব্বং প্রপশ্যন্তি চতুর্থীং ভূমিকামিতাঃ। ৫৬।
অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে প্রশমমাগতে।
পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোঁকাংশ্চতুর্থীং ভূমিকামিতা। ৫৭।
ভূমিকাত্রিতয়ং জাগ্রচ্চতুর্থী স্বপ্ন উচ্যতে।
বিচ্ছিন্নশরদভ্রাংশবিলয়ং প্রবিলীয়তে। ৫৮।

পরিগণিত হয়। ৫২। (জানিও) যোগীদিগের প্রথমাবস্থায় অঙ্কুর, তদনন্তর বিকাসভাব, এবং তৃতীয়ে ফলোৎপত্তি ঘটিলেই আর্য্যত্ব হইয়া থাকে। ৫৩। যোগী যদি আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে দীর্ঘ কাল ধরিয়া শুভ-সংকল্প-সঞ্চিত সমস্ত ভোগ সমাধা করিয়া, পুনর্ব্বার যোগপ্রাপ্তির কামনা করে। ৫৪। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোগভূমিকার অভ্যাস-নিবন্ধন অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, চিত্তে সম্যক্ জ্ঞানোদয় ঘটিয়া থাকে; সুতরাং মন, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিমল ভাব ধারণ করে। ৫৫। যখন যোগীদিগের অন্তঃকরণ যোগনিষ্ঠ হয়, সে সময়ে তাহারা চতুর্থ ভূমি কামনা করিয়া থাকে, এবং তৎকালে বিভাগবিহীন, আদ্যন্তবর্জ্জিত, সর্ব্বত্রে সমদর্শিত্ব দর্শন করিয়া থাকে। ৫৬। দ্বৈতভাব শান্ত ও অদ্বৈতভাব স্থিরপ্রাপ্ত হইলে, স্বপ্নের ন্যায় সমস্ত সংসার দর্শন করিয়া থাকে; এই সময়ে চতুর্থ ভূমিকা-লাভ ঘটে। ৫৭। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূমিকাই জাগ্রৎ, এবং চতুর্থ ভূমিকা স্বপ্ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; এই সময়ে শরৎকালীন মেঘাংশ বিচ্ছিন্ন হইলে যেরূপ

সত্তাবশেষ এবাস্তে পঞ্চমীং ভূমিকাং গতঃ।
পঞ্চমীং ভূমিকামেত্য সুষুপ্তপদনামিকাং। ৫৯।
ষষ্ঠীং তুর্য্যাভিধামন্যাং ক্রমাৎ ক্রমতি ভূমিকাং।
যত্র নাসন্নসদ্রূপো নাহং নাপ্যনহঙ্কৃতিঃ। ৬০।
কেবলং ক্ষীণমননমাস্তে দ্বৈতৈক্যনির্গতং।
নির্গ্রন্থিঃ শান্তসন্দেহো জীবন্মুক্তো বিভাবনঃ। ৬১।
অনির্ব্বাণোঽপি নির্ব্বাণশ্চিত্রদীপ ইব স্থিতঃ। ৬২।
অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যঃ কুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণঃ কুম্ভ ইবার্ণবে। ৬৩।
ষষ্ঠ্যাং ভূম্যামসৌ স্থিত্বা সপ্তমীং ভূমিমাপ্নুয়াৎ।
বিদেহমুক্ততা তূক্তা সপ্তমী যোগভূমিকা। ৬৪।

কেবল একমাত্র আকাশ অবলোকিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কেবল শুদ্ধ চিন্মাত্র পদার্থের স্ফুর্ত্তি দেখা যায়। ৫৮। যখন পঞ্চম ভূমিকা লাভ ঘটে, তখন কেবল চিৎ-সত্তা মাত্র অবশিষ্ট থাকে; পঞ্চম ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে সুষুপ্তিসংযোগ ঘটিয়া থাকে। ৫৯। ষষ্ঠ ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে তুর্য্যধাম-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; তখন অসৎ, অসদ্রূপ, আমি, বা অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। ৬০। সে সময়ে মনের বাসনা ক্ষীণ হয়, এবং দ্বৈতভাব, বা একত্বজ্ঞান বিনির্গত হইয়া থাকে; অন্তরের সন্দেহ দূরীভূত, এবং ভোগ-বাসনা-গ্রন্থি শিথিলীভূত হয়; সুতরাং চিন্তাবর্জ্জিত হইয়া জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। ৬১। তখন চিত্র-দীপের ন্যায় অনির্ব্বাণ জীবের নির্ব্বাণ-পদবী-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ৬২। তখন অন্তরস্থিত কুম্ভের ন্যায় জীব, অন্তর ও বহিঃ-প্রদেশে শূন্যময় হইয়া থাকে, এবং সমুদ্রস্থিত কুম্ভ যেরূপ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় অন্তর এবং বহিঃপ্রদেশে পূর্ণভাবে বিরাজিত থাকে। ৬৩। (এইরূপে) ষষ্ঠ ভূমিকা প্রাপ্ত হইয়া পরে সপ্তম ভূমিকাতে পদক্ষেপ করে, এবং সেই সময়েই বিদেহ-মুক্ততার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ৬৪। (বলিতে

অগম্যা বচসাং শান্তা সা সীমা ভবভূমিষু।
কৈশ্চিৎ সা শিবমিত্যুক্তা কৈশ্চিদ্ ব্রহ্মেত্যুদাহৃতা। ৬৫।
কৈশ্চিৎ প্রকৃতিপুংভাব বিবেক ইতি ভাবিতা।
অন্যৈরপ্যন্যথা নানাভেদৈরাত্মবিকল্পিতৈঃ। ৬৬।
সপ্তৈতা ভূমিকাঃ প্রোক্তা ময়া তব রঘূদ্বহ। ৬৭।
আসামভ্যাসযোগেন ন দুঃখমনুভূয়তে।
অস্ত্যত্যন্তমদোন্মত্তা মৃদুমন্থরচারিণী। ৬৮।
করিণী বিগ্রহব্যগ্রা মহাদশনদংশিনী।
সা চেন্নিহন্যতে নূনমনন্তানর্থকারিণী। ৬৯।
তদেতাসু সমগ্রাসু ভূমিকাসু নরোজয়ী।
করিণা মদমত্তা সা যাবন্ন বিজিতৌজসা।
কো নাম সুভটস্তাবৎ সম্পৎসমরভূমিষু। ৭০।

কি,) সেই শান্ত অবস্থা যে ভবভূমির কিরূপ শেষ সীমা, তাহা মুখে বলিবার নহে; তবে যোগিগণ মনে মনে উহা অনুভব করিতে পারেন; সেই অবস্থাকে কেহ শিব, কেহ বা ব্রহ্মশক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ৬৫। কেহ কেহ বা প্রকৃতিপুরুষের অবিবিক্ত ভাবে অবস্থিতি বলিয়া ভাবনা করেন; অন্যান্য লোকে নানা প্রকার সন্দেহ ও ভেদবুদ্ধি দ্বারা নানারূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ৬৬। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার নিকটে এই সপ্ত যোগভূমিকার কথা বলিলাম। ৬৭। যদি অভ্যাসবলে এই সকল যোগভূমি আয়ত্তীভূত হয়, তাহা হইলে (জীবকে) আর দুঃখ ভোগ করিতে হয় না; (আমি তোমার নিকটে সংক্ষেপে একটী উপাখ্যান বলিতেছি,) উৎকট-মদোদ্ধতা, মৃদুমন্থরগামিনী, বিশাল-দশনা, যুদ্ধপরায়ণা একটী করিণী অবস্থিতি করে; যদি উহাকে সংহার করা না যায়, তাহা হইলে উহা দ্বারা অনন্ত অনর্থ সজ্ঘটিত হয়। ৬৮। ৬৯। যদি বিজয়ী ব্যক্তি এই সকল সমগ্র ভূমিকা হস্তগত করে, তাহা যে পর্য্যন্ত মদমত্ত করিণীকে বলপ্রভাবে খর্ব্ব করিতে না পারে, সে কাল হইলে পর্য্যন্ত রণভূমিতে জয়ের আশা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? । ৭০।

শ্রীরাম উবাচ।

কাসৌ প্রমত্তা করিণী কাশ্চ তারণভূময়ঃ।
কথং নিহন্যতে চৈষা ক্ব চৈষা রমতে চিরং। ৭১।

বশিষ্ঠ উবাচ।

রামেচ্ছা নাম করিণী ইদং মেস্থিতিরূপিণী।
শরীরকাননে মত্তা বিবিধোল্লাসকারিণী। ৭২।
মনোগহনসংলীনা কর্ম্মদন্তদ্বয়ান্বিতা।
মদোহস্যা বাসনাব্যূহঃ সর্ব্বতঃ প্রসরদ্বপুঃ। ৭৩।
সংসারদৃষ্টয়ো রাম তস্যাঃ সমরভূময়ঃ।
ভূয়ো যত্রানুভবতি নরো জয়পরাজয়ৌ। ৭৪।
ইচ্ছা নাগী নিহন্ত্যেষা কৃপণান্ জীবসঞ্চয়ান্।
বাসনেহামনশ্চিত্তং সংকল্পোভাবনং স্পৃহা। ৭৫।

শ্রীরাম কহিলেন;—প্রমত্ত করিণী কে? এবং উদ্ধারভূমিই বা কাহার নাম? কি উপায়ে ঐ হস্তিনী হত হইয়া থাকে, এবং কোন্ বস্তু প্রাপ্ত হইলে, ঐ করিণী সুখিনী হইয়া থাকে। ৭১। বশিষ্ঠ কহিলেন;—হে রামচন্দ্র! ঐ হস্তিনী সংসার-কাননে অবস্থিতি করে; "ইহা আমার" এইরূপ জ্ঞানই উহার রূপ; উহার নাম ইচ্ছা; বিবিধ উল্লাসের অনুগামিনী হওয়াতে উহা নিয়ত মত্তভাবে অবস্থিতি করে। ৭২। এই করিণী মনস্বরূপ গহন বনে অবস্থিতি করে; শুভাশুভকর্ম্ম ইহার দুইটী দন্তস্বরূপ; বাসনাসজ্ঞ ইহার মদ; ঐ বাসনা, বিস্তৃতাবয়বে অবস্থিতি করে। ৭৩। হে রামচন্দ্র! যেখানে অবস্থিতি করিয়া লোক জয় পরাজয় অনুভব করে, সেই সংসারভূমিই, করিণীর সমরভূমিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ৭৪। সেই ইচ্ছা নাগী, কৃপণ জীবসমূহকে সতত বিনষ্ট করিয়া থাকে; বাসনা, চেষ্টা, মন, চিত্ত, সঙ্কল্প, ভাবনা ও স্পৃহা, ।৭৫। ইত্যাদি ভিন্ন

ইত্যাদিনিবহো নাম্নামস্যাস্ত্বাশয়কোশগঃ।
ধৈর্য্যনাম্না বরাস্ত্রেণ প্রসৃতামবহেলয়া। ৭৬।
নাগীং সর্ব্বাত্মিকামেতামিচ্ছাং সর্ব্বাত্মনা জয়েৎ।
যাবদ্বস্ত্বিদমিত্যেবমিয়মন্তর্বিজৃম্ভতে। ৭৭।
তাবদুগ্রা কুসংসারমহাবিষবিসূচিকা।
এতাবানেব সংসার ইদমস্ত্বিতি যন্মনঃ। ৭৮।
অস্য তূপশমো মোক্ষ ইত্যেবং জ্ঞানসংগ্রহঃ।
প্রসাদকারিণী স্বচ্ছা নিরিচ্ছে বিমলাকৃতৌ। ৭৯।
তৈলবিন্দুরিবাদর্শে বিশ্রাম্যত্যুপদেশভাক্।
অসংবেদনমাত্রেণ নোদেতীচ্ছাভবাঙ্কুরঃ। ৮০।

ভিন্ন বৃত্তির অনুগত হইয়া বৈচিত্র্য বিধান করিয়া থাকে; ধৈর্য্যনামক মহাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অবলীলাক্রমে,। ৭৬। সকল বস্তুই আমি এইরূপ ভাবনা দ্বারা ইচ্ছা নাগীকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে; যত কাল পর্য্যন্ত ইহা আমার,এবং অনিত্য বস্তুর প্রতি আস্থা থাকিবে,তাবৎ বাসনা অন্তরে বিজৃম্ভিত থাকিবেই থাকিবে। ৭৭। যাহার অন্তঃকরণে অনিত্য বস্তুর প্রতি আস্থা আছে, তাহার অন্তর হইতে উগ্র সংসাররূপ মহাবিষবিসূচিকা শান্তি পাইবার নহে; (অধিক কি বলিব,) বাসনাই সংসার। ৭৮। যদি তৃষ্ণানিবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে মোক্ষ হইয়া থাকে, এইটী সার জ্ঞান; প্রসন্নতাবিধায়ক নির্ম্মলভাব, বাসনাবিহীন বিমলাকৃতিতেই প্রতিফলিত হয়। ৭৯। (জানিও) রাগাদি-দোষ-দুষ্ট চিত্তে শ্রুতিবাক্য, বা আচার্য্যের উপদেশ, পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় সংশ্লিষ্ট থাকে না; কিন্তু বৈরাগ্যাদি-সাধন-সম্পন্ন হইলে, আদর্শে তৈলবিন্দুর ন্যায় সংশ্লিষ্ট হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে; ইচ্ছারূপ সংসারাঙ্কুর, বিষয়-পরিত্যাগমাত্রে তিরোহিত হইয়া থাকে। ৮০। যদি কোনও ক্রমে

মনাগভ্যুদিতৈবেচ্ছা ছেতব্যানর্থকারিণী।
অসংবেদনশস্ত্রেণ বিষস্যেবাঙ্কুরাবলী। ৮১।
ইচ্ছাবিচ্ছুরিতো জীবো বিজহাতি ন দীনতাং।
স্বসংবেদনযত্নস্তু তূষ্ণীমেবান্তরাসনং। ৮২।
অবধানবিনির্ম্মুক্তং সুপ্তং শবশতং যথা।
তাং প্রত্যাহারবড়িশেনেচ্ছামৎস্যীং নিযচ্ছত। ৮৩।
ইদং মেস্ত্বিতি সংবেগমাহুঃ কল্পনমুত্তমাঃ।
অর্থস্যাভাবনং যত্তৎ কল্পনাত্যাগ উচ্যতে। ৮৪।
স্মরণং বিদ্ধি সংকল্পং শিবমস্মরণং বিদুঃ।
তত্র প্রাগনুভূতঞ্চ নানুভূতঞ্চ ভাব্যতে। ৮৫।

কখনও বাসনার সমুদয় ঘটে, তাহা হইলে বিষয়ত্যাগরূপ অস্ত্রের সাহায্যে অনর্থদায়িনী বাসনাকে নির্ম্মূলিত করা কর্ত্তব্য; যেরূপ বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম দেখিলে তৎক্ষণাৎ উহাকে নষ্ট করিতে হয়, ইহার সম্বন্ধেও তদ্রূপ ব্যবহার বিধেয়। ৮১। যে জীবের অন্তঃকরণে বাসনার ব্যাপ্তি রহিয়াছে, সে কখনও দীনতা পরিত্যাগ করে না;—অর্থাৎ উত্তরোত্তর আশাপ্রভাবে অভ্যুদিত হইতে থাকে; কিন্তু যদি অন্তরে আত্মসংবেদন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অন্তঃকরণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে। ৮২। শবের যেরূপ চৈতন্য ও সাবধানতা থাকে না, তাহার ন্যায় অজ্ঞান জীবের সুষুপ্তি ও মরণাবস্থার ন্যায় অবস্থা, সহজেই ঘটিয়া থাকে; অতএব, আহারস্বরূপ বড়িশ-সংযোগে ইচ্ছা-মৎস্যের প্রাণসংহার করা কর্ত্তব্য। ৮৩। "এই বস্তু আমার" এই প্রকার উদ্বেগকে সজ্জনেরা কল্পনা বলিয়া থাকেন; যদি বিষয়ের অভাবনা ঘটে;—অর্থাৎ চিন্তার কোনও বিষয় না থাকে, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা তাহাকেই কল্পনাত্যাগ বলিয়া থাকেন।৮৪। কোনও বিষয় উদ্দেশে স্মৃতির নামই সংকল্প; (জানিও, পণ্ডিতেরা) কোন বস্তু স্মরণ না করাই মঙ্গলের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অতএব, কি পূর্ব্ব, বা বর্ত্তমান-অনুভূত কোনও বিষয়ের জন্য

কিল তূষ্ণীং স্থিতেনৈব তৎপদং প্রাপ্যতে পর ।
পরমং যত্র সাম্রাজ্যমপি রাম তৃণায়তে। ৮৬।
গম্যদেশৈকনিষ্ঠস্য যথা পান্থস্য পাদয়োঃ।
স্পন্দো বিগতসংকল্পস্তথাস্পন্দঃ স্বকর্ম্মসু । ৮৭।
বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাদিদমুচ্যতে।
সংকল্পনং পরো বন্ধস্তদভাবে বিমুক্ততা। ৮৮।
শিবং সর্ব্বগতং শান্তং বোধাত্মকমজং শুভং।
তদেকভাবনং রাম সর্ব্বত্যাগ ইতি স্মৃতঃ। ৮৯।
একশ্চাজ্ঞানজলধির্জগদাপ্লাব্য তিষ্ঠতি।
জ্যেষ্ঠোঽয়মহমিত্যূর্ম্মিরবিদ্যাবাতসম্ভবঃ। ৯০।

ভাবনা করা উচিত নহে। ৮৫। হে রাম! সকল বিষয়ে তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়; (অধিক কি বলিব) সে পদের নিকটে সাম্রাজ্যপ্রাপ্তিও তৃণতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ৮৬। পথিক ব্যক্তি যেরূপ ইচ্ছাবশতঃ স্বগৃহাদি গন্তব্য দেশ গমনে সমুদ্যত হইয়া, সংকল্প ত্যাগ করিলেও পদস্পন্দন নিবৃত্তি করিতে পারে না, তাহার ন্যায় যোগী ব্যক্তি সংকল্প ব্যতিরেকে পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ আপনার কর্ম্ম পথে প্রস্পন্দিত হইয়া থাকে। ৮৭। তোমাকে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে, সংকল্পই প্রধান বন্ধন, এবং তাহার অভাবই মোক্ষ। ৮৮। হে রামচন্দ্র! সর্ব্বগত, শান্ত, জ্ঞানময়, শুভদাতা, জন্মরহিত, শিবময় সেই ব্রহ্মের ভাবনাই সর্ব্বত্যাগ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। । ৮৯। (তোমাকে বলিতেছি, জানিও) এক অজ্ঞান-সমুদ্র এই জগৎকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; অবিদ্যাবায়ুসম্ভব অহং, ইহার মহোর্ম্মি। ৯০।

চিত্তস্খলনভেদালী রাগাদ্যাশ্চ প্রকল্পিতাঃ।
মমতোৎকলিতাবর্ত্তঃ স্বতঃ স্বৈরং প্রবর্ত্ততে। ৯১।
রাগদ্বেষাবতিগ্রাহৌ গৃহীতসমনন্তরঃ।
ততশ্চানর্থপাতালপ্রবেশঃ কেন বার্য্যতে। ৯২।
প্রশান্তামৃতকল্লোলে কেবলামৃতবারিধৌ।
মজ্জ মজ্জসি কিং দ্বৈতগ্রহক্ষারাব্ধিবীচিষু। ৯৩।
কস্তিষ্ঠতি গতঃ কো বা কস্য কেনেদমাগতং।
কিং নু মজ্জসি মায়ায়াং পতমাত্ত্বমতন্দ্রিতঃ। ৯৪।
তত্ত্বমেকং যদাত্মেতি জগদেতৎ প্রচক্ষতে।
ততোহন্যঃ কস্তবাতীতো যস্তাত বিষয়ঃ শুচাং। ৯৫

চিত্ত-স্খলন-নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে যে সকল বৈষম্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, রাগাদির কারণীভূত সেই সকল বস্তু ইহার ক্ষুদ্র তরঙ্গের কার্য্য করিয়া থাকে; মমতারূপ ঘোর আবর্ত্ত সহজেই ইহা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ৯১। রাগ এবং দ্বেষ এই উভয় পদার্থ মকরকুম্ভীররূপে বিরাজমান; তুমি যখন রাগদ্বেষাদির অধীন হইয়াছ, তখন অনর্থ-পাতাল,—অর্থাৎ মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইবার পক্ষে কে নিবারণ করিবে? । ৯২। যদি সমুদ্রে মগ্ন হওয়াই তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে দ্বৈত-গ্রহাদি-দুষ্ট এবং ক্ষার-জল-পূর্ণ অর্ণবে মগ্ন না হইয়া, কল্লোলপূর্ণ প্রশান্তময় আনন্দ-সমুদ্রে চিরকাল মগ্ন থাক। ৯৩। কে স্থিতি করিয়া রহিয়াছে, কে গত হইল, কাহার সম্বন্ধে কি জন্যই বা এই জগৎসৃষ্টি ঘটিয়াছে, এইরূপ অনর্থকারিণী মায়াতে মগ্ন হও কেন? তোমাকে বলি, তুমি অতন্দ্রিত হইয়া বিবেকিত্ব অবলম্বন কর। ৯৪। যখন তুমি এই জগৎ,আত্মা,—ব্রহ্মময় বলিয়া অবধারণ করিতে পারিবে, তখন তোমার (জ্ঞানের) অতীত পদার্থ আর কি অবশিষ্ট থাকিবে? অতএব,ইহা হইলে তোমার শোকের বিষয় আর কি হইতে পারে, বল?।৯৫।

বালান্ প্রতিবিবর্ত্তোঽয়ং ব্রহ্মণঃ সকলং জগৎ।
অবিবর্ত্তিতমানন্দমাস্থিতাঃ কৃতিনঃ সদা। ৯৬।
অবিবিক্তো জনঃ শোচত্যকস্মাচ্চ প্রহৃষ্যতি।
তত্ত্ববিত্তু হসন্নাস্তে তস্য মোহোবিড়ম্বনং। ৯৭।
তচ্চ সূক্ষ্মমিদং তত্ত্বং তিরোহিতমবিদ্যয়া।
যথা স্থলেষু লোকানাং জলেষ্বাত্মসুসংশয়ঃ। ৯৮।
পৃথিব্যাদিমহাভূতপরমাণুময়ং জগৎ।
স্থিতং যদা তদাপীহ কো গতো যোঽনুশোচ্যতে। ৯৯।
নাভিজাত্যং ন চারিত্র্যং ন নয়ো ন চ বিক্রমঃ।
বলবন্তি পুরাণানি রাম কর্ম্মাণি কেবলং। ১০০।

যাহাদের অন্তরে অজ্ঞানতার আবির্ভাব রহিয়াছে, তাহাদেরই অন্তরে এই জগৎ, ব্রহ্মের বিবর্ত্তন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কৃতী ব্যক্তিগণ, সতত অবিবর্ত্তিত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। ৯৬। অবিবেকী ব্যক্তি অকস্মাৎ শোকাচ্ছন্ন এবং হৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি, সতত হাস্যমুখে অবস্থিতি করে, সুতরাং তাহার মোহ কেবল বিড়ম্বনামাত্র;—অর্থাৎ তাহাকে মোহাচ্ছন্ন হইতে হয় না। ৯৭। যেরূপ স্থলে জলভ্রম হইয়া থাকে, সেই প্রকার জ্ঞানীদিগের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান, অবিদ্যা দ্বারা তিরোহিত থাকে। ৯৮। যখন এই জগৎ, পৃথিব্যাদি মহাভূত পরমাণু দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তখন এমন কি কারণ হইতে পারে, যদ্দ্বারা শোক করিতে হয়?। ৯৯। সখে! (ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে,) আভিজাত্য, চরিত্র, নীতিজ্ঞান, বা বিক্রম কিছুরই প্রয়োজন করে না; কেবল চিরপ্রচলিত অনন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই, জ্ঞেয়—ব্রহ্মবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১০০। বাক্‌পটুতা, বিদগ্ধতা বা কোথায়, অথবা

ক্বচিদ্বক্তা ক্ব বৈদগ্ধ্যং ক্ব চেয়ং মোহবল্লরী।
অচিন্তনীয়া নিয়তি যদিয়ং দ্বন্দ্বমাহিতা। ১০১।
হে রাঘব বিবেকেন শাধি মোহং সুদারুণং।
অসামান্যমিদানীং ত্বং জ্ঞানং প্রাপ্স্যস্যসংশয়ং। ১০২
দূরমুৎসহতে রাজা মহাসত্ত্বো মহাপদি।
অল্পসত্ত্বো জনঃ শোচত্যল্পেঽপি হি পরীক্ষতে। ১০৩।
বোধঃ পুণ্যপরাধীনঃ প্রথতে বহুজন্মভিঃ।
অনুমীয়েত ধীরেষু জীবন্মুক্তেষু কার্য্যতঃ। ১০৪।
দ্বিষদ্ভূতেন যেনৈব কর্ম্মণা বন্ধ ঈদৃশঃ।
সুহৃদ্ভূতেন তেনৈব মোক্ষমাপ্স্যসি পুত্রক। ১০৫।

এই মোহলতার আবির্ভাবই বা কোথায়;—অর্থাৎ বাগ্মিতা ও বিদগ্ধতা মোহের নিকটে অগ্রসর হইতে পারে না; (জানিও) যদি নিয়তি,—অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা পরস্পর সম্মিলিত হয়, তাহার নিকটে কাহারও প্রভাব প্রকাশিত হইতে পারে না। ১০১। (তোমাকে অধিক কি বলিব,) হে রাঘব! তুমি বিবেক-সাহায্যে নিদারুণ মোহকে যদি সমুচিত শাসন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি এখনই অসামান্য জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। ১০২। যে রাজা মহাসত্ত্বগুণাবলম্বী, তিনি যদি যুদ্ধাদি ঘোরতর বিপদে নিপতিত হন, তাহা হইলে আজ্ঞামাত্রে অনুগত ভৃত্যাদি দ্বারা অনায়াসে সে আপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু যাহার সত্ত্বগুণের ভাগ অল্প, সে ব্যক্তি সামান্য বিপদে পতিত হইলে, বা সামান্যমাত্র সম্পত্তিনাশ দেখিলে, ধৈর্য্যের অভাবে শোকে মগ্ন হইয়া থাকে। ১০৩। (জানিও) বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্য-প্রভাবে তবে তত্ত্বজ্ঞানের সমুদয় ঘটে; (কিন্তু এরূপ হইলেও) ধৈর্য্যশালী জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান অনুমিত হইয়া থাকে। ১০৪। যে কার্য্য শত্রুস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার নাম বন্ধন; হে পুত্র! যদি উহা অনুকূলভাবে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি

সতাং সৎকর্ম্মসংবেগঃ পুরাণং প্রণুদন্নয়ং।
বর্ষৌঘ ইব ভূতানাং দবানলমসেচয়ৎ। ১০৬।
রাম সংনস্য কর্ম্মাণি ব্রহ্মণঃ প্রণয়ী ভব।
ইচ্ছসি যদি সংসারচক্রাবর্ত্তভ্রমঃ শমং। ১০৭।
ন জাতু তে বিগণ্যন্তে গণনা সুগরীয়সাং।
যে তরঙ্গৈস্তৃণানীব হ্রিয়ন্তে হর্ষশোকয়োঃ। ১০৮।
সমারূঢ়ং দশাদোলামহোরাত্রমিদং জগৎ।
ক্রীড়্যতে ষড়্বিধৈঃ প্রেঙ্খৈঃ রাম কিমিতি খিদ্যতে। ১০৯।
সূতে সংহরতি ক্ষিপ্রং পুনঃ সৃজতি হন্তি চ।
জগন্তি বহুপর্য্যায়ৈঃ কাল এব কুতূহলী। ১১০।

ঘটিয়া থাকে। ১০৫। সাধুদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম সমূহ, প্রাক্তন পাপরাশিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, যেরূপ বর্ষাসমূহ প্রাণীদিগের নিদাঘতাপ শান্তি করিয়া থাকে, পুণ্যার্জ্জনও সেই প্রকার। ১০৬। হে রামচন্দ্র! তুমি এক্ষণে সংসার-চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, যদি ঐ ভ্রমের শান্তি করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি এখন হইতে কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের প্রতি আসক্ত হও। ১০৭। তুমি মনে মনে যে গণনা করিয়া রাখিয়াছ, উহা বুদ্ধিমানদিগের গণনা নহে; (জানিও) হর্ষ এবং শোকের তরঙ্গমধ্যে পতিত হইলে ঐ গণনা তরঙ্গপতিত তৃণের ন্যায় কোথায় নিপতিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। ১০৮। এই যে জীব সমূহ দেখিতেছ, উহা সতত বিবিধ প্রকার দশাদোলায় আরূঢ় রহিয়াছে; হে রামচন্দ্র! কাল, ছয় প্রকার ঋতুভেদস্বরূপ ঐ দোলায় আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে; অতএব, (জানিয়া শুনিয়া) শোক কর কেন? ।১০৯। কাল, ক্রীড়াকৌতুকপরতন্ত্র হইয়া, এই জগৎ সৃষ্টি ও সংহার করে, এবং পুনর্ব্বার পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকে। ১১০।

স্বয়ং নৃত্যসি কিং প্রীতো বিপত্তৌ বিকলেন্দ্রিয়ঃ।
ক্ষণং নিশ্চলমাসীনঃ পশ্য সংসারনাটকং। ১১১।
অস্যানেকতরঙ্গস্য জগতঃ ক্ষণভঙ্গিনঃ।
ন বিষীদতি মনস্বী রাজপুত্র মনাগপি। ১১২।
ত্যজ শোকমমঙ্গল্যং মঙ্গলানি বিচিন্তয়।
চিদানন্দং ঘনং স্বচ্ছমাত্মানঞ্চ বিভাবয়। ১১৩।
দেবদ্বিজগুরুশ্রদ্ধাভরবন্ধুরচেতসাং।
সদাগমপ্রমাণানাং মহেশানুগ্রহো ভবেৎ। ১১৪।

বশিষ্ঠ উবাচ।

রামচন্দ্র শৃণুষ্বেদং মহাজ্ঞানং বিমুক্তিদং।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ ভবাব্ধৌ ন নিমজ্জসি। ১১৫।

(হে রামচন্দ্র!) তুমি সংসার-নাটক দর্শন করিয়া, প্রীতমনে আপনি নৃত্য কর কেন? এবং বিপদসময়ে বা বিকলেন্দ্রিয় হইবার তোমার কারণ কি?। (আমি বলি,) ক্ষণকাল নিশ্চল ভাবে এই নাটকাভিনয় দর্শন কর। ১১১। হে রাজপুত্র! যাহার মনস্বিতা আছে, সে ব্যক্তি ক্ষণভঙ্গুর বিবিধ-তরঙ্গ-পূর্ণ এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও বিষাদ-সাগরে মগ্ন হয় না।১১২।(আমি বলি,) অমঙ্গলজনক শোককে দূরে নিঃক্ষেপ কর, এবং যাহাতে নিজের মঙ্গল ঘটে, এরূপ চিন্তা করিতে থাক; তুমি (অন্য ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া) অন্তরে চিদানন্দ স্বচ্ছ ঘন আত্মা—ব্রহ্মমূর্ত্তিকে ভাবনা কর। ১১৩। (জানিও) যাহাদের অন্তরে দেব, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাধিকার বিরাজমান, যাহারা আগমকে আপ্ত বাক্য বোধে সমাদর করে, মঙ্গলবিধাতা মহাদেবের, তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ হইয়া থাকে। ১১৪। বশিষ্ঠ কহিলেন;—মুক্তিবিধায়ক জ্ঞানপ্রদ একটী বিষয় শ্রবণ কর; ইহা শ্রবণ করিলে, তোমাকে আর সংসার-সমুদ্রে

পূর্ব্বাপরবিচারার্হা কথং নষ্টা তব স্মৃতিঃ।
তয়ৈব জ্ঞায়তে সর্ব্বং করামলকবৎ স্বয়ং। ১১৬।
স্বয়ং বিচার্য্যং স্বর্য্যমেব চেতয়া
তৎ প্রাপ্যতে যেন ন শোচতে পুনঃ।
সৎসঙ্গসচ্ছাস্ত্রবিবেকতঃ পুন-
র্বৈরাগ্যযুক্তেন বিভাব্যমেতৎ। ১১৭।

ইতি বাল্মীকীয়ে নির্ব্বাণপ্রকরণে রামানুশাসনং নাম
সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ। *। ৭৭। *।

নিমগ্ন হইতে হইবে না। ১১৫। আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, তোমার পূর্ব্বাপরবিচারনিপুণ সে স্মৃতিশক্তির সামর্থ্য কোথায় গেল? তুমি ত কর-তলস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত আছ?। ১১৬। যে ব্যক্তি স্বকীয় মনোমধ্যে বিচার্য্য বিষয়ের বিচার করিয়া, যাহার জন্য আর শোক করিতে হয় না, এরূপ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, নিয়ত সাধুসঙ্গাবলম্বন, জ্ঞান-গর্ভ-শাস্ত্রানুশীলনপূর্ব্বক এবং বিবেকবশবর্ত্তী হইয়া, বৈরাগ্যানুসারে যাহা ভাবিতে হয়, তাহা ভাবনা করা তাহার উচিত। ১১৭।

শ্রীরামচন্দ্র উবাচ।

ত্বয়োক্তং সর্ব্বমেবেদং জ্ঞানং বুদ্ধং ময়া গুরো।
বুদ্ধিশ্চ নির্ম্মলা জাতা সংসারো নাবলম্ব্যতে। ১।
প্রবৃত্তং বা নিবৃত্তং বা কর্ত্তব্যঞ্চ ন বা প্রভো।
ইদানীং জ্ঞাতুমিচ্ছামি জ্ঞানিনঃ কর্ম্ম কীদৃশং। ২।

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

তস্মাদযত্নকৃতে দোষস্তৎ কর্ত্তব্যং মুমুক্ষুভিঃ।
কাম্যং কর্ম্ম নিষিদ্ধঞ্চ ন কর্ত্তব্যং বিশেষতঃ। ৩।
যদা ব্রহ্মগুণৈর্জীবো যুক্তস্ত্যক্ত্বা মনোগুণান্।
সংশান্তকরণগ্রামস্তদা স্যাৎ সর্ব্বগঃ প্রভুঃ। ৪।
দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধেঃ পরস্তস্মাচ্চয়ঃ পরঃ।
সোঽহমস্মি যদাধ্যায়েত্তদা জীবো বিমুচ্যতে। ৫।

শ্রীরাম কহিলেন;—হে গুরো! আপনি আমার নিকটে তত্ত্ব-জ্ঞান-সম্বন্ধীয় যে নিখিল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, আমি তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছি; (বলিতে কি,) আমার বুদ্ধির মালিন্য বিনষ্ট হইয়াছে, আর আমি সংসারমায়ায় আকৃষ্ট হইতেছি না। ১। হে প্রভো! এক্ষণে আমি জানিতে চাই যে, জ্ঞানীদিগের কর্ম্ম কি প্রকার? বাস্তবিক, জ্ঞানীদিগকে কোন্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত, এবং কোন্ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, এবং তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মই বা কিছু আছে কি না? । ২। বাল্মীকি কহিলেন;—মুমুক্ষুগণ সর্ব্বকর্ম্ম—সন্ন্যাস সহিত ব্রহ্মানুরক্ত হইয়া, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পাতকাদি দোষ নিবারণ করিয়া থাকেন, তুমি আমার উপদেশক্রমে তাহাই করিতে থাক; কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের উপাসনা করিও না। ৩। জীব যখন ব্রহ্মগুণের অনুগত হয়, তখন মনের ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও ইন্দ্রিয়গ্রামের শান্তি বিধান করিয়া সর্ব্বত্র-গত প্রভু হইয়া উঠে। ৪। যখন জীব, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির অতীত পরম পদার্থকে "সোঽহং",—অর্থাৎ তিনিই আমি, এই জ্ঞানে

কর্ত্তৃভোক্ত্রাদিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতঃ।
সুখদুঃখবিনির্ম্মুক্তস্তদানীং বিপ্রমুচ্যতে। ৬।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
যদা পশ্যত্যভেদেন তদা জীবো বিমুচ্যতে। ৭।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যং হিত্বা স্থানত্রয়ং যদা।
বিশেত্তুরীয়মানন্দং তদা জীবো বিমুচ্যতে। ৮।
ইতি তে বর্ণিতং সর্ব্বং তত্ত্বজ্ঞানোপদেশনং।
অনেন জ্ঞানমার্গেণ কৈবল্যং গচ্ছ পুত্রক। ৯।
রামচন্দ্র মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বং জ্ঞাস্যসি নিশ্চিতং।
অভ্যাসাৎ সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাদিতি বেদানুশাসনং।
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বমুৎসৃজ্য কুর্ব্বভ্যাসে স্থিরং মনঃ। ১০।

ধ্যান করিতে পারে, তখনই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। ৫। জীব যখন কর্ত্তৃ, ভোক্তৃ প্রভৃতি অজ্ঞানতার হস্ত হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়, যখন কোনও প্রকার উপাধির অধিকার থাকে না, যখন সুখদুঃখ, পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অনুভূত হয় না, সেই সময়েই জীবের মুক্তি ঘটে। ৬। যখন সর্ব্বভূতে আত্মা—ব্রহ্ম, এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত বিরাজমান সন্দর্শন ঘটে, যখন এইরূপে অভেদ দর্শন হয়, জীব, সেই সময়ে মুক্ত হইয়া থাকে। ৭। যে সময়ে জীব, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, তুরীয় আনন্দে প্রবিষ্ট হয়, তখন জীবের মুক্তি ঘটিয়া থাকে। ৮। আমি তোমার নিকটে এই প্রকারে সকল প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ কথা বলিলাম ; হে পুত্র ! তুমি এক্ষণে (মর্ম্মাবগত হইয়া) এই জ্ঞান-পথের সাহায্যে কৈবল্য-পথে প্রস্থিত হও। ৯। হে রামচন্দ্র ! তুমি যখন এক জন মহাপ্রাজ্ঞ, তখন তোমার নিকটে নিশ্চয়ই জ্ঞাতব্য কোনও বস্তু অজ্ঞাত থাকিতে পারে না ; (জানিও) অভ্যাস প্রযুক্ত যে সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ ঘটে,তাহা বেদের অনুশাসনমাত্র ; অতএব, তোমাকে বলি, তুমি সকল প্রকার ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, অভ্যাসের জন্য মন

শ্রীবাল্মীকিরুবাচ।

যদা পরিণতঃ সাধু স্বস্বরূপে মহামনাঃ।
বিশ্বামিত্রস্তদোবাচ বশিষ্ঠমৃষিসত্তমং। ১১।

শ্রীবিশ্বামিত্র উবাচ।

হে বশিষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রহ্মপুত্র মহানসি।
গুরুত্বং শক্তিপাতেন তৎক্ষণাদেব দর্শিতং। ১২।
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্ছব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে।
জনয়েদ্ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ। ১৩।
রামোঽপ্যয়ং বিশুদ্ধাত্মাবিরক্তঃ স্বাত্মনৈব হি।
বিশ্রান্তিমাত্রাকাঙ্ক্ষী চ সংবাদাৎ প্রাপ্তবান্ পদং। ১৪।
শিষ্যপ্রজ্ঞৈব বোধস্য কারণং গুরুবাক্যতঃ।
মলত্রয়মপক্বঞ্চেৎ কথং বুদ্ধ্যতি পঙ্কবৎ। ১৫।

স্থির করিতে থাক। ১০। বাল্মীকি কহিতে লাগিলেন;—যখন মহাযশাঃ সংস্বভাব রামচন্দ্র এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্বে পরিণত হইলেন,—অর্থাৎ সংসারের অনিত্যতা ও ব্রহ্মের নিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র, ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ১১। বিশ্বামিত্র কহিলেন;—হে বশিষ্ঠদেব! তুমি এক জন মহাপ্রাজ্ঞ ও মহদ্ব্যক্তি; যেরূপ শক্তি থাকিলে গুরুত্বের শোভা ঘটে, আমি আপনার অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সে জন্য সেই গুরুপদের যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছ। ১২। দর্শন, স্পর্শন, বা শব্দ দ্বারা যে ব্যক্তি কৃপা-পরবশ হইয়া, শিষ্যশরীরে ব্রহ্মশক্তি সমুদ্ভাবিত করিতে পারেন, তিনিই লক্ষণাক্রান্ত গুরু। ১৩। বিশুদ্ধাত্মা বিবেকী রামচন্দ্র, নিজেই বিশ্রান্তিমাত্র আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, সুতরাং তোমার নিকট হইতে তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিয়াই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৪। শিষ্যের বুদ্ধিমত্তাই গুরুবাক্যের মর্ম্মগ্রহ ও তন্নিবন্ধন জ্ঞানপ্রাপ্তির কারণ; যাহাদের ত্রিবিধ মল,—অর্থাৎ শৈবশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মাণবকাদি কর্ম্মবাসনা, অপক্ক

জ্ঞানং প্রত্যক্ষমেবেদং গুরুশিষ্যপ্রয়োজনং।
উভাবপি যতো যোগ্যৌ সর্ব্বেষামীদৃশামপি। ১৬
ইদানীং কৃপয়া রাম ব্যুত্থানং কর্ত্তুমর্হসি।
পদে পরিণতস্ত্বং হি কার্য্যাবিষ্টা বয়ং যতঃ। ১৭।
স্মরন্ কার্য্যং মম বিভো যদুদ্দিশ্যাহমাগতঃ।
প্রার্থিতশ্চাতিকষ্টেন রাজা দশরথঃ স্বয়ং। ১৮।
তদ্বৃথা মা কৃথাঃ সর্ব্বং শুদ্ধেন মনসা যতঃ।
দেবকার্য্যঞ্চ রামান্যদবতারপ্রয়োজনং। ১৯।
সিদ্ধাশ্রমং ময়ানীতো রামো রাক্ষসমর্দ্দনং।
করিষ্যতি ততোঽহল্যামুক্তিঞ্চ জনকাত্মজাং। ২০।

রহিয়াছে, তাহাদের বুদ্ধি কিরূপে পক্কবৎ দাঁড়াইবে ?। ১৫। যে জ্ঞান গুরু-শিষ্যের প্রয়োজনসাপেক্ষ, তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; কারণ, যখন গুরুশিষ্য উভয়েই যোগ্য, তখন সকলের পক্ষে (এরূপ যোজনা হইলে যে কি ঘটিয়া উঠে, তাহা আর বলিতে হইবে না)। ১৬। (এক্ষণে রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,) হে রামচন্দ্র! তুমি আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবার জন্য অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ, অতএব, এক্ষণে গাত্রোত্থান কর; কারণ, তুমি কৃতকৃত্য হইয়াছ; আমরা যখন কর্ম্মের দাস, তখন আমাদের কথা আর কি বলিতে হইবে ?।১৭। হে বিভো! তুমি এক্ষণে আমার কার্য্য—নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার বিষয় স্মরণ কর; (জানিও) ঐ উদ্দেশে এখানে আমার আগমন হইয়াছে।১৮। আমি রাজা দশরথের নিকটে আগমন করিয়া অতি কষ্টে তোমাকে পাইবার প্রার্থনা করিয়াছি; অতএব, আমার কার্য্য ভঙ্গ করিও না; কারণ, হে রামচন্দ্র! সকল প্রকার দেব-কার্য্য-সাধনের জন্য তোমার অন্য অব-তারের প্রয়োজন। ১৯। তুমি আমার সমভিব্যাহারে সিদ্ধাশ্রমে গমন করিয়া, রক্ষকুল নির্ম্মূল করিবে; তদনন্তর অহল্যার মুক্তি সাধন করিয়া, শৈবকোদণ্ড

পরিণেষ্যতি কোদণ্ডভঙ্গেন কৃতনিশ্চয়ঃ।
রামস্য জামদগ্নস্য কর্ত্তা নষ্টাং গতিং ধ্রুবং। ২১।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং বিগতোভয়নিস্পৃহঃ।
বনবাসচ্ছলেনেহ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। ২২।
উদ্ধরিষ্যতি তীর্থানি প্রাণিনো বিবিধানি হি।
সীতাহরণদৌর্গত্যচ্ছলেন ভূমি শোচ্যতাং। ২৩।
দর্শয়িষ্যতি সর্ব্বেষাং রাবণাদিবধাদপি।
স্ত্রীসঙ্গিনামথাস্বাস্থ্যং বানরাদেঃ পরাবৃতঃ। ২৪।
সীতাবিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ লোকানুমতিমাত্মনঃ।
জীবন্মুক্তো নিস্পৃহোঽপি ক্রিয়াকাণ্ডপরায়ণঃ। ২৫।
ভবিষ্যতি গতিং দ্রষ্টুং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ৌ।
যৈর্দৃষ্টৌ যৈঃ স্মৃতো বাপি যৈঃ শ্রুতো বোধিতস্তু যৈঃ।২৬।

ভঙ্গ পূর্ব্বক জনক তনয়ার পাণিগ্রহণ করিবে; এবং প্রত্যাগমন-কালে পথি-মধ্যে ভার্গবগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, তাঁহার পরকাল-পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিবে। ।২০।২১। তদনন্তর নির্ভয় ও নিস্পৃহ হইয়া, পিতৃপিতামহ রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসচ্ছলে দণ্ডকারণ্যবাসীদিগের সমুদ্ধার করিবে; এবং তত্রত্য বিবিধ তীর্থ ও প্রাণীগণের পবিত্রতা সাধন করিবে; পরে সীতাসমুদ্ধারণ-ক্লেশ স্বীকার করিয়া, আপনি শোকাচ্ছন্ন, এবং।২২।২৩। পৃথিবীস্থ সকল প্রাণীদিগকে রোরুদ্যমান করিবে; তদনন্তর বানরাদি-পরিবৃত হইয়া, রাবণ-নিধন পূর্ব্বক জানকী-উদ্ধার করিয়া শান্তিলাভ করিবে।২৪। তদনন্তর সীতার বিশুদ্ধির জন্য লোকরটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বয়ং জীবন্মুক্ত ও নিস্পৃহ হইলেও ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুসরণ করিবে।২৫। জ্ঞান এবং কর্ম্ম এই বিভিন্ন বস্তুর একত্রে সমবায় ঘটিলে কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার জন্যই যেন, তোমার চেষ্টা হইবে; যাহারা তোমাকে দেখিয়া থাকে, তোমার গুণ স্মরণ করে, তোমার চরিত্র ও ক্রিয়াদি শ্রবণ করে, এবং যাহাদের দ্বারা তুমি বোধপ্রাপ্ত

সর্ব্বাবস্থাগতানাস্তু জীবন্মুক্তিং প্রদাস্যতি।
ইতি কার্য্যমশেষেণ ত্রৈলোক্যস্য মমাপি হি। ২৭।
অনেন রামচন্দ্রেণ পুরুষেণ মহাত্মনা।
নমোঽস্মৈ জিতমেবৈতে কোঽপ্যেবং চিরমেধতাং। ২৮
ইতি শ্রুত্বা চ তে সর্ব্বে বিশ্বামিত্রেণ ভাষিতং।
সিদ্ধাশ্চ বরযোগীন্দ্রা বশিষ্ঠপ্রমুখাঃ পুনঃ।
রামাঙ্ঘ্রিপদ্মরজসামাদরস্মরণস্থিতাঃ। ২৯।
দূরোশ্রুতোত্তরকথাঃ কথয়া মৈথিলীপতেঃ।
ন সন্তুতোষ ভগবান্ বশিষ্ঠোঽন্যে মহর্ষয়ঃ। ৩০।
গুণান্ গুণনিধেস্তস্য ব্রুবন্নাকর্ণ্য যচ্চ তং। ৩১।
বিশ্রামিত্র মুনিং প্রাহ বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ। ৩২।

হইয়া থাক। ২৬। যে কোন ও অবস্থা প্রাপ্ত হউক না, সেই জীবের পক্ষে তুমি মুক্তিপ্রদ; এইরূপে তুমি অশেষ প্রকারে আমার, এবং ত্রিলোকের হিতসাধন করিয়া থাক;। ২৭। অতএব হে সভাস্থ জনসকল! তোমরা এই রামচন্দ্রকে নমস্কার কর; কারণ, ইঁহার অর্চ্চনায় তোমাদের সকল লব্ধব্য লাভ করা হইবে; (জানিও) রামচন্দ্রের ন্যায় কোন্ পুরুষ চিরনির্ব্বিকল্প সমাধিতে বিশ্রান্ত হইয়াছে? (অধিক কি বলিব,) তোমাদের সুখ বর্দ্ধিত হইতে থাকুক। ।২৮। বিশ্বামিত্রের প্রমুখাৎ এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সিদ্ধ এবং বশিষ্ঠপ্রমুখ যোগীন্দ্রগণ, রামচন্দ্রের উত্তর চরিত্র অতিশয় সুদুর্লভ, তাহা শ্রবণ করিয়া, সমাদরে তদীয় পাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন। ২৯। কেবল মহামুনি বশিষ্ঠ, এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ মৈথিলীপতির কথা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। ৩০। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠ, গুণনিধি রামচন্দ্রের গুণ সকল যাহা বিশ্বামিত্র-মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৩১। ৩২।